শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সুরধুনী দেবী প্রণীত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

সুরধূণী দেবী প্রণীত

ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়।।১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ) মামকাঃ (মৎপক্ষীয়াঃ) পাণ্ডবাশ্চ এব সমবেতাঃ (মিলিতাঃ) [সন্তঃ] কিম্ অকুর্ব্বত।।১

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন। হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী মৎপক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন।।১

তাৎপর্য্য। —ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—দেহরূপ রাজ্য যিনি ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই ধৃতরাষ্ট্র (ধৃতং রাষ্ট্রং যেন স ধৃতরাষ্ট্রঃ); মনই দেহরূপ রাজ্যের রাজা এবং ইনিই দেহরূপ রাজ্য ধারণ করিয়া আছেন; এই মন অন্ধ; মন কিছুই দেখিতে পায় না। বুদ্ধির দ্বারা ভাল-মন্দ বিষয় সকল মনের গোচর হইয়া থাকে; অন্ধমনের দৃষ্টিশক্তিহীনতা হেতু মন যুদ্ধের বিষয় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সঞ্জয় (সম্যক্ প্রকারে জয় হইলে যাঁহার প্রকাশ হয়) অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি, তৎসমীপে মন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থীগণ কি করিলেন? ধর্ম্মক্ষেত্রে অর্থাৎ এই শরীর; শরীরই ধর্ম্মক্ষেত্র এবং কর্ম্মভূমি (যথা, ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ১৩শঃ অঃ); কারণ ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম এই শরীরেই হইয়া থাকে। ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের প্রতি দয়া, যাহাতে জীবের রক্ষা বা পোষণ হয়, এমত কার্য্যের নামই দয়া বা ধর্ম্ম; রক্ষা অর্থাৎ স্থিতি, শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণের যে গতি চলিতেছে এই গতি স্বতঃ রহিত (স্থির) অবস্থার নাম স্থিতি, অর্থাৎ বিনা অবরোধে আপনা আপনি শ্বাস প্রশ্বাসের গতি রহিত হইয়া স্থির অবস্থা হওয়ার নামই স্থিতি; এই স্থিতি প্রাণকর্ম্মের দ্বারা হইয়া থাকে

এবং সেই কর্ম্ম এই শরীরেই হয়; এ কারণ শরীরকে ধর্ম্মক্ষেত্র এবং প্রাণকর্ম্মের কর্ম্মভূমি বলিয়া কুরুক্ষেত্র বলা হইয়াছে। এই শরীররূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী মনের পক্ষীয়গণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণকেই মন আপনার বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ, এই পঞ্চ স্থানই কর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, সমুদায়ে এই দশ ইন্দ্রিয়; এই দশ ইন্দ্রিয় প্রত্যেকেই [পূর্ব্ব-পশ্চিমাদি] দশদিকে ধাবমানশীল, অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই দশদিকে গমনাগমন রূপ দশগুণবিশিষ্ট; মনোরূপী ধৃতরাষ্ট্রের এই (দশ দশে শত) একশত পুত্র; ইহারাই মনের প্রবৃত্তিপক্ষীয়। পাণ্ডবগণ অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চ তত্ত্বই পঞ্চপাণ্ডব; ইহাদের উৎপত্তি দেবলোকরূপ দেবসমীপ হইতে।

এই যে পঞ্চপাণ্ডব রূপ পুত্র, ইহা কুন্তী, মাদ্রী, হস্তপদবিশিষ্ট দেবতাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন নাই। সর্ব্বদেবের আদি প্রাণরূপী আত্মদেব যিনি ইহা তাঁহার নিকট হইতেই লাভ করা। পাণ্ডু এবং তৎপত্নীরূপা ক্ষেত্র ইহারা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধস্থিত মহাকাশরূপ মহাপ্রাণ হইতে—(যিনি ধর্ম্মরূপে সমস্তরই পোষণকর্ত্তা ঐ মূল হইতে)—প্রথম পুত্ররূপ যুধিষ্ঠিরকে লাভ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ১০ম অঃ ২৮শ শ্লোকে যাহা বর্ণিত "আমি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প" ইহা তৎসমীপ হইতে লাভ করা এবং ১০ম অঃ ৩১শ শ্লোকে যিনি শুনাইতেছেন "পবনঃ পবতামস্মি" ঐ প্রাণস্বরূপ (বায়ুরূপী) আত্মদেব হইতেই দ্বিতীয় পুত্ররূপ ভীমকে লাভ করা, আরও ১০ম অঃ ২২শ শ্লোকে যিনি শুনাইতেছেন, "আমি দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র" ঐ সর্ব্বদেবরাজ স্বরূপ প্রাণরূপী ইন্দ্র যিনি, তৎসমীপ হইতেই তৃতীয় পুত্ররূপে অর্জ্জুনকেও লাভ করা (ঐ প্রাণই যে অগ্নিস্বরূপ ১০ম অঃ ২৩শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে তাহা বর্ণিত); ১০ম অঃ ঐ ২২শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে 'আপ' শব্দের ও 'ধর' শব্দের বর্ণনে যাহা বর্ণিত হইয়াছে যিনি ঐ 'আপ' এবং 'ধর' ঐ বস্তুর মূল (সমস্ত ধারণের এবং সকল তত্ত্বের মূল যিনি) তৎসমীপ হইতেই অর্থাৎ ঐ প্রাণরূপী দেবতা হইতেই চতুর্থ এবং পঞ্চমপুত্র ঐ নকুল সহদেবকেও লাভ করা (১০ম অঃ ২৯শ শ্লোকে উক্ত আছে "বরুণো যাদসামহম্); প্রাণরূপী আত্মাই যে দেবগণরূপী ইহা ১১ অঃ ৬।১৫।২২ ঐ সকল শ্লোকের তাৎপর্য্যে বর্ণিত হইয়াছে।

পাণ্ডুর স্বদেহরূপ ক্ষেত্র ও উভয় জায়ারূপ ক্ষেত্র, ইঁহারা সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্ররূপী—[এই স্থলে ১৩শ অঃ ১ম শ্লোক হইতে ৭ম শ্লোক এবং সমুদয় অধ্যায়টিই দ্রষ্টব্য]—ঐ দেব সমীপ হইতেই পঞ্চপুত্রকে লাভ করিয়াছিলেন। (এই কারণে ৬ষ্ঠ অঃ ২য় শ্লোকে "হে পাণ্ডব" সম্বোধনের তাৎপর্য্যে বর্ণিত করা হইয়াছে যে, পাণ্ডুর ক্ষেত্রজাত পুত্র

বলিয়া অর্জ্জুনকে এস্থলে "হে পাণ্ডব" সম্ভাষণ হইতেছে)—অর্থাৎ স্ত্রীগমন নিষিদ্ধরূপ ঐ অবস্থা প্রাপ্তে পাণ্ডু যখন ব্রহ্মচর্য্যরূপ ব্রহ্মের (ঐ আত্মদেবের) উপাসনায় নিযুক্ত সেই অবস্থায় আত্মোপাসনা দ্বারা আত্মা নারায়ণ ঐ দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করতঃ যখন দৈবভাব প্রাপ্তিরূপ এই আদেশ প্রাপ্ত হন যে, যদ্যপি গর্ভাধান (পুত্রোৎপাদন) কালে নিজ দেহের ধ্যান আদৌ না রাখিয়া দেবরূপী আমারই ধ্যানরূপ আত্মধ্যান ঠিক রাখিতে পার, তাহা হইলে তোমার ঐ দেবরূপের ধ্যানের দ্বারা দেবতা কর্ত্তৃকই পুত্রোৎপন্নতার কার্য্যক্ষেত্র ফলিত হইবে, অতএব তুমি ঐ দেবধ্যানরূপ আত্মধ্যানে যুক্ত থাকিয়া আপন ক্ষেত্রে পুত্র উৎপন্ন কর।

এইভাবে পুত্রলাভ করিতে হইলে তোমার জায়ারূপ ক্ষেত্রকেও ঐ রূপেই গর্ভগ্রহণের শক্তিবতী হইতে হইবে, অর্থাৎ গর্ভাধান কালে তোমার ন্যায় তোমার জায়াকেও ঐরূপ দেবধ্যানেই ঠিক থাকিতে হইবে। এইরূপে পুত্র উৎপন্ন হইলে সন্তান তোমাকর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়াও উহা দেবতার দেয়বৎ বস্তুরূপেই প্রতিফলিত হইবে। ঐরূপ আদেশোক্ত গর্ভগ্রহণের কার্য্যক্ষেত্রে পাণ্ডুর উভয় পত্নী কুন্তী, মাদ্রী—(স্থির প্রাণরূপা আদ্যাপ্রকৃতি ও চঞ্চল প্রাণরূপা বর্ত্তমান প্রকৃতি), ইঁহাদের মধ্যে প্রথম কুন্তীদেবীই ঐ শক্তিবতী হইয়াছিলেন। পরে কুন্তী কর্ত্তৃকই মাদ্রী ঐ শক্তিবতী হইবার ক্রিয়াযোগ কৌশলটি বিদিত হন্ এবং তদ্দ্বারা শক্তিবতী হইয়াই নকুল সহদেবরূপ উভয় পুত্রকে লাভ করেন। দেহরূপ ক্ষেত্রের নিম্নস্থানেই চঞ্চলা প্রাণশক্তির প্রকাশ, উর্দ্ধে স্থির প্রাণরূপা আদ্যা প্রকৃতির প্রকাশ, এ কারণ কনিষ্ঠা পত্নী যিনি তিনি দেহের নিম্ন ভাগরূপ মূলাধার ও সাধিষ্ঠান (অর্থাৎ ক্ষিতিতত্ত্ব ও জলতত্ত্বের স্থান) ঐ উভয় তত্ত্বের দেবতা সমীপ হইতেই নকুল ও সহদেবকে লাভ করিয়াছিলেন। পরে উহা স্থির প্রকৃতিরূপা কুন্তী দেবীকেই প্রদানিয়া তিনি (মাদ্রী) পতিতে লয় অর্থাৎ প্রাণপুরুষে মিলিত হইয়াছিলেন। চঞ্চল প্রকৃতির লয় হইয়াছিল, স্থিরা প্রকৃতি যাহা উহা তাহাই ছিল। অর্থাৎ কুন্তী পূর্ব্ব হইতেই ক্রিয়াযোগদ্বারা ঐ পুরুষোত্তমে মিলিত রূপ সাধ্বী পদবাচ্যা অবস্থা লাভ করেন। পরে মাদ্রীরও তাহাই হইয়াছিল। এ কারণ কুন্তী মাদ্রী উভয়েই সাধ্বী পদবাচ্যা। অর্থাৎ দুইজনেই উপরোক্ত রূপে আত্মদেব সমীপ হইতেই পুত্র লাভ করেন উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে লাভ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের সাধ্বীনাম জগতে বিখ্যাত আছে।

কুন্তী দেবীর কর্ণ রূপ পুত্রও ঐ আদিত্যের দেয় বস্তুরূপে প্রাণরূপী সূর্যদেব সমীপ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া, কুন্তীকে উহা প্রসব করিতে হয় নাই। যেমং সীতাদেবীকে

লবের অনুরূপ কুশকে প্রসব করিতে হয় নাই, বাল্মিকী কৃপায় আত্মারামেতে আত্মসংযোগ কর্ত্তৃক প্রবোধরূপ ঐ পুত্র লাভ করা।

সীতাদেবীকেও জনক রাজের ঐ ভাবেই লাভ করা, তাঁহাকেও তো কেহই প্রসব করেন নাই। এইরূপে ঐ প্রাণরূপী দেবতার [৩য় অঃ ১০ম শ্লোকোক্ত প্রজাপতি যিনি] অনিচ্ছার ইচ্ছায় জগতে কত প্রকার, অলৌকিক কার্য্য দৃশ্যমান হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এই সকল বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রণিধান করা দেবভাবাপন্ন মহৎব্যক্তি ব্যতীত সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এ কারণ সাধারণে ইহার বিপরীত অর্থই ধারণা করিয়া লইয়া "দেবতার বেলায় লীলা খেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।" এইরকম নানাপ্রকার প্রলাপ ভাষা ব্যক্ত করিয়া থাকে।

ক্ষিতি-তত্ত্বই হইতেছেন সহদেব; ক্ষিতি = মৃত্তিকা— পৃথ্বিতত্ত্ব (অর্থাৎ মাংস); এই হেতু সহদেব বৈদ্যক শাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন বলিয়া উক্ত আছে, অর্থাৎ বৈদ্যক শাস্ত্রের বস্তু আদি মৃত্তিকাতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অপ্ = জলতত্ত্ব (অর্থাৎ রক্ত), জলতত্ত্ব হইতেছেন নকুল; কারণ কুল জলেরই পাওয়া যায় না; সুতরাং জল তত্ত্বই নকুল। অর্জ্জুন = শ্বেতবর্ণ জ্যোতিরূপ তেজস্তত্ত্ব (অর্থাৎ জঠরাগ্নি); অর্জ্জুন হইতেছেন ইন্দ্রপুত্র;ই—শক্তি, ন্দ্র = বহ্নিবীজ, অর্থাৎ অগ্নির পুত্র; অগ্নিই হইতেছেন অর্জ্জুন। মরুৎ = বায়ুতত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু), এই বায়ুতত্ত্বই ভীম; কারণ ভীম পবনপুত্র। ব্যোম = আকাশ-তত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধাখ্য চক্রস্থিত শূন্য, ইনিই যুধিষ্ঠির; যুধিষ্ঠির হইতেছেন ধর্ম্মপুত্র—যাহা হইতে জীবের পোষণ হয়, সেই স্থিতি অবস্থারূপ ধর্ম্ম হইতে (আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধস্থিত মহাকাশরূপ মহাপ্রাণ হইতে) ব্যোমরূপী যুধিষ্ঠিরের উৎপত্তি; এই হেতু যুধিষ্ঠির স্বশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন অর্থাৎ আকাশতত্ত্ব মহাকাশে লয় পাইয়াছিলেন। এই পঞ্চতত্ত্বরূপ পঞ্চপাণ্ডব হইতেছেন নিবৃত্তিপক্ষীয়; ইহারা চাহিতেছেন আত্মরাজ্য স্থাপন করি এবং মনোরূপী ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্ররূপ ইন্দ্রিয়গণ (প্রবৃত্তি পক্ষীয়গণ), ইহারা চাহিতেছে মনোরাজ্য স্থাপন করি; দেহরূপ রাজ্য এইরূপ পরস্পর বিরোধী, অতএব যুদ্ধার্থী। দেহরূপ যুদ্ধক্ষেত্রে সাধনরূপ সমরকালে রক্তমাংসের তেজঃযুক্ত হইয়া প্রাণায়ামরূপ প্রাণবায়ুর কার্য্য নাভিচক্রস্থ তেজস্তত্ত্ব (অর্জ্জুন) কর্ত্তৃক আরম্ভ হইলে, [শূন্যতত্ত্বময় স্থির-প্রাণরূপ আত্মা আজ্ঞাচক্রে রহিয়াছেন; ঐ প্রাণ চঞ্চল হইয়া চঞ্চল প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতিরূপ ক্রিয়া নাভিচক্র হইতে হইয়া থাকে (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোক দেখ)] ঐ ক্রিয়া আরম্ভ হইলে পঞ্চতত্ত্বের গুণসমূহ এবং ইন্দ্রিয়গণ সমবেত হইয়া কি করিলেন, তাহাই দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে অন্ধমন জানিতে চাহিতেছেন।।১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বাতু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ।।২

সঞ্জয় উবাচ। পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবসৈন্যং) ব্যূঢ়ং (ব্যূহরচনয়া ব্যবস্থিতং) দৃষ্ট্বাতু তদা রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যম্ (দ্রোণম্) উপসঙ্গম্য বচনম্ অব্রবীৎ।।২

সঞ্জয় কহিলেন। পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহিত দেখিয়া তখন রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্য-সমীপে গমন করিয়া কহিলেন।।২

তাৎপর্য্য। — সঞ্জয় কহিলেন, সঞ্জয় = সম্যক্ প্রকারে জয় হইলে যাহার প্রকাশ হয়, অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি; সেই দিব্যদৃষ্টির দ্বারা মনের নিকট ব্যক্ত হইতেছে অর্থাৎ মনের গোচর হইতেছে। পাণ্ডবসৈন্য ব্যূহিত দেখিয়া অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের দল সমূহকে আত্মরাজ্য স্থাপন-চেষ্টায় যুদ্ধে সজ্জিত দেখিয়া, তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্থাৎ দুর্ম্মতি, আচার্য্য (দ্রোণাচার্য্য) সমীপে [দ্রোণাচার্য্য অর্থাৎ জেদ, ইনি উভয় পক্ষেরই গুরু; যেহেতু জেদ ভাল বিষয়েও আছে, মন্দ বিষয়েও আছে] অর্থাৎ জেদরূপী গুরুর সমীপে গমন করিয়া কহিলেন।।২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা।।৩

হে আচার্য্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ (ধৃষ্টদ্যুম্নেন) ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য।।৩

হে গুরো! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র কর্ত্তৃক ব্যূহিত পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা অবলোকন করুন।।৩

তাৎপর্য্য। — দ্রুপদ অর্থে যাহার শীঘ্রগতি, অর্থাৎ অন্তর্য্যামিত্ব-শক্তি, তৎপুত্র অন্তর্গতা বুদ্ধি; ইনিই দ্রুপদ-পুত্র। এই অন্তর্গতা-বুদ্ধি জেদের সাহায্যে উৎপন্ন; (অর্থাৎ সৎ বিষয় প্রাপ্তির সম্বন্ধে জেদ কর্ত্তৃক এই বুদ্ধিলাভ হইয়া থাকে); অতএব জেদরূপ দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য; এ কারণ রাজা দুর্ম্মতি জেদকে কহিতেছেন—হে গুরো! আপনার শিষ্য বুদ্ধিমান্ দ্রুপদপুত্র কর্ত্তৃক ব্যূহিত পঞ্চতত্ত্বের মহতী সেনা অবলোকন করুন।।৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ।।৪
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ।।৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ।।৬

অত্র (সেনায়াং) শূরাঃ মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধরাঃ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমাঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ), বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশিরাজশ্চ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ) শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুশ্চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যুঃ), দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীতনয়াশ্চ), [এতে] সর্ব্বে এব মহারথাঃ ।।৪-৬।।

এই সেনাদলে মহাবলশালী, মহাধনুর্ধর যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ, সৌভদ্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীতনয়গণ,—ইঁহারা সকলেই মহারথ ।।৪-৬।।

তাৎপর্য। — এই সেনাদলে মহাবলশালী অর্থাৎ পরাক্রমশালী মহাধনুর্ধর অর্থাৎ ওঁকাররূপ শরীর হইতেছে ধনুঃ (প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে), এই ধনু যিনি ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই মহাধনুর্ধর। ভীমার্জ্জুন তুল্য যুদ্ধকারী অর্থাৎ অর্জ্জুন হইতেছেন তেজস্তত্ত্ব—প্রাণের তেজ এবং ভীম বায়ুতত্ত্ব (বায়ুবায়ু বলং বায়ুঃ বায়ুর্ধাতা শরীরিণাং, বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং বায়ুঃ প্রত্যক্ষদেবতা।) অর্থাৎ প্রাণবায়ু, [এখানে বায়ু অর্থে বাহিরের বাতাস নহে]; যুযুধান—সাত্যকি অর্থাৎ সুমতি।

বিরাট অর্থাৎ বিশেষরূপে দীপ্তিমান্,—কূটস্থ চৈতন্য; সর্ব্বব্যাপী পুরুষ পরমেশ্বরই বিরাট।

মহারথ দ্রুপদ অর্থাৎ শীঘ্রগতিবিশিষ্ট অন্তর্য্যামিত্ব শক্তি; ইনি মহারথ অর্থাৎ দশ সহস্র আসুরিক ভাবরূপ সৈন্যের সহিত একাকী যুদ্ধে সক্ষম। বীর্য্যবান্ কাশিরাজ, কাশী—শূন্যস্থ মহৎ জ্যোতিঃ,—রাজ শব্দে প্রকাশ, অর্থাৎ পরাক্রমশালী মহৎ জ্যোতিঃ। পুরুজিৎ অর্থাৎ বিনা অবরোধে প্রাণের স্বতঃ গতি-রহিত যে স্থিরাবস্থা তাহাই পুরুজিৎ। কুন্তিভোজ অর্থাৎ আনন্দ; নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ; বিক্রান্ত যুধামন্যু—বিক্রান্ত অর্থাৎ বিক্রমশালী, যুধামন্যু অর্থাৎ ক্রান্তি—প্রাণের গতি; ধৃষ্টকেতু—স্বপ্রকাশ অনুভব; চেকিতান—প্রণবধ্বনি; বীর্যবান্ উত্তমৌজাঃ অর্থাৎ পরাক্রমশালী আদ্যাশক্তি; সৌভদ্র অর্থাৎ সুভদ্রা—যিনি কল্যাণ দেন, তৎপুত্র অভিমন্যু; অভি—নির্ভয়, মন্যু—ক্রোধ, নির্ভয়ে যিনি ক্রোধ করেন আর মনোরথ করার পর ক্রোধ হওয়া-রূপ যে অবস্থা, তাহাই অভিমন্যু। আর দ্রৌপদীতনয়গণ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের গুণসমূহ, ইঁহারা সকলেই মহারথ ।।৪-৬।।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে।।৭

হে দ্বিজোত্তম, অস্মাকন্তু যে বিশিষ্টাঃ (প্রধানাঃ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ, তান্ নিবোধ (অবগচ্ছ), তে (তব) সংজ্ঞার্থং (সম্যক্ জ্ঞানার্থং) তান্ ব্রবীমি।।৭

হে দ্বিজোত্তম, আমাদের দলে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক (নেতা) তাঁহাদিগকে অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য বলিতেছি।।৭

তাৎপর্য্য। — রাজা দুর্ম্মতি জেদকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হে দ্বিজোত্তম, আমাদের (দুর্ম্মতি-পক্ষের) দলে যাহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাহাদিগকে অবগত হউন; আপনার অবগতির জন্য বলিতেছি।।৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈব চ।।৮

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ (যুদ্ধজেতা) কৃপশ্চ অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ তথৈবচ সৌমদত্তিঃ (সোমদত্ত-পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ)।।৮

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং ভূরিশ্রবা।।৮

তাৎপর্য্য। — আপনি অর্থাৎ আসুরিক পক্ষের জেদ, ভীষ্ম অর্থাৎ ভয়—সাধন করিতে ভীষণ ভয়, কর্ণ—কাণে শুনিয়া মানিয়া লওয়া (শোনা কথায় বিশ্বাস)), সমরবিজয়ী কৃপ অর্থাৎ কৃপা—দুর্ম্মতিপক্ষে কৃপা। অশ্বত্থামা—কল্পবৃক্ষের ন্যায় আশা। ভূরিশ্রবা—সোমদত্তের পুত্র [সোমদত্ত অর্থাৎ ভ্রম, তৎপুত্র—সংশয়], ইহারা দুর্ম্মতি পক্ষের নায়ক।।৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।।৯

মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতাঃ) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ অন্যে চ বহবঃ শূরা ঃ [সন্তি] (তে) সর্ব্বে যুদ্ধ-বিশারদাঃ।।৯

আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়, নানা শস্ত্রধারী আরও অনেক বীর আছেন, তাঁহারা সকলেই রণপণ্ডিত।।৯

তাৎপর্য্য। — আমার জন্য অর্থাৎ দুর্ম্মতিকে বজায় রাখিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণকারী এবং নানা শস্ত্রধারী অর্থাৎ নানাপ্রকার কূটতর্করূপ শস্ত্রধারী অনেক বীর আছে, তাহারা সকলেই রণ-পণ্ডিত, তাহারা সকলেই সাধনরূপ সমরে নানাপ্রকার যোগবিঘ্নকারী এবং অবিদ্যা-সম্প্রদায়ের সাহায্যকারী-রূপ পণ্ডিত।।৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্।।১০

তৎ (তাদৃশ বীরযুক্তমপি) ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং বলং অপর্য্যাপ্তং (বিপক্ষসৈন্যং প্রতি যোদ্ধুম্ অসমর্থম্); ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং তু এতেষাং (পাণ্ডবানাং বলং পর্য্যাপ্তম্ (সমর্থম্)।।১০

[তাদৃশ বীরযুক্ত হইলেও] ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদের এই সৈন্যগণ [বিপক্ষ সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে] অসমর্থ; কিন্তু ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত ইহাদের (পাণ্ডবদিগের) এই সৈন্যগণ সমর্থ।।১০

তাৎপর্য্য। — ভীষ্ম অর্থাৎ ভয়, ভয় কর্ত্তৃক রক্ষিত সৈন্যগণ যুদ্ধে অসমর্থ; কিন্তু ভীম অর্থাৎ বায়ু (প্রাণবায়ু), তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত পঞ্চতত্ত্বের দলের সৈন্যগণ যুদ্ধে সমর্থ। সাধন-সমরে প্রাণবায়ুর কার্য্য আরম্ভ হইলে, ভয় কতক্ষণ থাকিতে পারে? ঐ বায়ুক্রিয়া দ্বারা ভয় সহজেই তিরোহিত হয়; সুতরাং ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত সেনাগণ পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ রণপণ্ডিত হইলেও যুদ্ধে অসমর্থ; এ কারণ অপর্য্যাপ্ত। আর ভীমদ্বারা রক্ষিত সেনাগণ যুদ্ধে সমর্থ; এ কারণ পর্য্যাপ্ত।।১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি।।১১

সর্ব্বেষু অয়নেষু (ব্যূহ প্রবেশদ্বারেষু) যথাভাগম্ (বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য) অবস্থিতাঃ [সন্তঃ] সর্ব্বে এব ভবন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু।।১১

ব্যূহ প্রবেশ-দ্বারে আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া ভীষ্মকেই রক্ষা করুন।।১১

তাৎপর্য্য। — আপনারা অর্থাৎ ভ্রম, সংশয় প্রভৃতি দুর্ম্মতি পক্ষগণ, সকলে নিজ নিজ স্থানে যথাযথ ভাবে থাকিয়া, ব্যূহ-প্রবেশ-দ্বারে অবস্থান করিয়া (ব্যূহ—চক্র, প্রবেশ—আগম-দ্বার), ভয়রূপ ভীষ্মকেই রক্ষা করুন। ভয় যাহাতে অন্তর্হিত না হয়, সেই অভিপ্রায়ে দুর্ম্মতি আপন পক্ষকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।।১১

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্।।১২

প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (কৃত্বা) শঙ্খং দধ্মৌ।।১২

প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) তাঁহার (দুর্য্যোধনের) আনন্দ জন্মাইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাহলেন।।১২

তাৎপর্য্য। — কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম অর্থাৎ কর্ম্ম-সম্বন্ধে অধিক ভয়, (ইনি কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই পিতামহ; কারণ ভয় উভয় পক্ষেই আছে; দুর্ম্মতি পক্ষে ভয়, সাধক সমরে জয়ী হইবে এবং পঞ্চতত্ত্ব পক্ষের ভয়, যদ্যপি সমরে হারিয়া যাই);এই ভয় দুর্য্যোধনের আনন্দ জন্মাইয়া, অর্থাৎ দুর্ম্মতি পক্ষের হর্ষ উৎপাদন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন; উচ্চ অর্থাৎ দেহের উপরিভাগস্থিত নাসিকা, স্বর অর্থাৎ আওয়াজ; নাসিকাদ্বারা দীর্ঘ নিশ্বাসের আওয়াজই উচ্চস্বর। সাধন-কালে সাধকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইলে, সাধক ভীত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই দীর্ঘ নিশ্বাসই (দুর্ম্মতি পক্ষের আনন্দ জন্মাইয়া) সিংহনাদ সহ শঙ্খ বাজান।।১২

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোহভবৎ।।১৩

ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানক-গোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (বাদিতাঃ); স শব্দঃ তুমুলঃ (মহান্) অভবৎ।।১৩

অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল), আনক (পটহ), গোমুখ (শৃঙ্গ প্রভৃতি) বাদ্য সকল সহসা বাদিত হইল; সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল।।১৩

তাৎপর্য্য। — শরীরে নভশ্চর নামে এক বায়ু আছে; সেই বায়ু কর্ত্তৃক এই শ্লোকোক্ত রূপ নানাপ্রকার বহিঃশব্দ সাধন-কালে হইতে থাকে এবং পূর্ব্বশ্লোকোক্ত-রূপ সিংহনাদ (ধ্বনি) শ্রবণে সাধকের মনে ভয়ের উদয়ে মনে মনে নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত হইতে থাকে। উপরোক্ত-রূপ ধ্বনিসকল ও হৃদয়ে ভয়ের উদ্বেগ যাহা, উহা তুমুল হইয়া উঠিল।।১৩

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ।।১৪

ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ (বাদয়ামাসতুঃ)।।১৪

অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য দুইটি শঙ্খ বাজাইলেন।।১৪

তাৎপর্য্য। — তাহার পর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলারূপ শ্বেত অশ্বযুক্ত শরীর-রূপ রথে অবস্থিত [শ্বেত কোন রঙের মধ্যে নহে,

শূন্য-ধাতু আকাশের রঙই শাদা, সেই আকাশের ঈড়াপিঙ্গলা-রূপ গতিও শ্বেতবর্ণ।] শ্রীকৃষ্ণ (কূটস্থ চৈতন্য) এবং অর্জ্জুন দিব্য দুইটি শঙ্খ বাজাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ,—শ শব্দে আত্মা—প্রাণবায়ু, র শব্দে—বহ্নিবীজ অর্থাৎ চক্ষুঃ—স্থানীয় তেজস্তত্ত্ব, ঈ—অর্থাৎ শক্তি, এই শক্তি (তেজঃ)—কর্ত্তৃক চক্ষে বায়ুকে স্থির করিতে পারিলে যে অবস্থা হয় (অর্থাৎ বিনাবলোকনে দৃষ্টিস্থিররূপ অবস্থা) সেই অবস্থার নামই শ্রী; কৃষ্ণ অর্থাৎ [কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো নশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে] কৃষ্ ধাতু কর্ষণ করা, ন—নিবৃত্তিবাচক, অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসরূপে প্রাণের যে কর্ষণ-ক্রিয়া হইতেছে, ইহার নিবৃত্তিরূপ স্থিরাবস্থাই স্থিরপ্রাণরূপ কৃষ্ণ; এই কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য দুইটি শঙ্খ বাজাইলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ—কূটস্থ চৈতন্য ও তেজস্তত্ত্ব-রূপ অর্জ্জুন, ইঁহাদের দ্বারা দুইটি আকাশের ন্যায় শব্দ হইল অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলাস্থিত যুক্ত বায়ুর গতি তেজের সহিত আরম্ভ হওয়ায় আকাশের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল—আকাশ অর্থাৎ শূন্যতত্ত্ব—সেই শূন্যধাতুই প্রাণ; প্রাণের শব্দ অর্থাৎ প্রাণায়ামের ধ্বনি তেজের সহিত প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহাই ভগবান্ এবং অর্জ্জুনের শঙ্খ বাজানো।।১৪

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ।।১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ।।১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ।।১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক।।১৮

হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়ঃ, দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মৌ; কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং (দধ্মৌ); নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ (দধ্মতুঃ); পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্ধরঃ) কাশ্যশ্চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটশ্চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ, দ্রুপদঃ, দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীতনয়াশ্চ), মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ—হে পৃথিবীপতে সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব এব) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (বাদয়ামাসু) ।।১৫-১৮।।

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ এবং ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। আর মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী,

ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদী-তনয়গণ ও মহাবাহু সুভদ্রাতনয়, —হে পৃথিবীপতে, ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন। ।।১৫-১৮।।

তাৎপর্য্য। — হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন—হৃষীকাণাম্ (ইন্দ্রিয়াণাম্) ঈশঃ—হৃষীকেশঃ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের যিনি ঈশ্বর তিনিই হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়াণি যদ্বশে বর্ত্তন্তে স পরমাত্মা), কূটস্থচৈতন্যের স্মরণে ইন্দ্রিয়গণের দমন হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার অধীন; এ কারণ ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বররূপী তিনিই হৃষীকেশ, পাঞ্চজন্য শঙ্খ অর্থাৎ ভৃঙ্গ, বেণু, বীণা, ঘণ্টা ও মেঘের ধ্বনি এই পঞ্চ প্রকার শব্দ কূটস্থ চৈতন্য হইতে সাধনকালে উদ্গাত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন, (দেবদত্ত অর্থাৎ দেবতার দেয়, দিব্ শব্দে আকাশ, তাহা হইতে দেয় অর্থাৎ প্রকাশ্য) অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থ হইতে দেবদত্ত নামক বায়ুর শব্দ দীর্ঘ ঘণ্টার নাদরূপে তেজের দ্বারা প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্রনামক শঙ্খ বাজাইলেন, পৌণ্ড্র অর্থাৎ সিংহনাদ; ভীম—বায়ু তত্ত্ব—শরীরস্থ বায়ু তত্ত্ব সমূহের মধ্যে নভশ্চর নামে যে বায়ু আছে, সেই বায়ু হইতে সিংহনাদের ন্যায় শব্দ হয়; ঐ সিংহনাদরূপে প্রাণবায়ুর ধ্বনি হইতে লাগিল। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অর্থাৎ যুদ্ধে যিনি স্থির থাকেন, সেই স্থিরাবস্থাই যুধিষ্ঠির, তিনিই কুন্তীরূপ প্রাণশক্তির পুত্র অর্থাৎ ব্যোম—আকাশ-তত্ত্ব; ইনি অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ বাজাইলেন অর্থাৎ ব্যোমরূপী আকাশ-তত্ত্ব হইতে অনবরতঃ প্রণবধ্বনি প্রকাশ পাইতে লাগিল। নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ বাজাইলেন অর্থাৎ সুন্দর শব্দ [নকুল—জলতত্ত্ব—রক্ত, বায়ুক্রিয়া কর্ত্তৃক শরীরের রক্ত চলাচল হইয়া বায়ুর সুন্দর আওয়াজ] হইতে লাগিল। সহদেব মণিপুষ্পক অর্থাৎ বিমল শব্দযুক্ত শঙ্খ বাজাইলেন; সহদেব—ক্ষিতিতত্ত্ব—স্থান মূলাধার; ঐ মূলাধারস্থ ক্ষিতিতত্ত্ব স্থানে বায়ু গিয়া বিমল শব্দ হইতে লাগিল, [অর্থাৎ রক্ত মাংসে বায়ু গিয়া তেজের সহিত বায়ুর গতিরূপ প্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে, সাধনকালে নানাবিধ শব্দ হইতে লাগিল।] আর মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ অর্থাৎ মহৎ জ্যোতির প্রকাশ অবস্থা; মহারথ শিখণ্ডী অর্থাৎ জ্যোতির মধ্যস্থিত অধিক ভিতরে জ্যোতিঃ শক্তির কর্ত্তৃত্ব পদ জ্ঞান স্বরূপ। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্থাৎ কূটস্থ মধ্যে চিত্র বিচিত্র। বিরাট অর্থাৎ বিশেষরূপ দীপ্তি; অপরাজিত সাত্যকি অর্থাৎ সুমতি। দ্রুপদ—শীঘ্রগতি বিশিষ্ট অর্থাৎ অন্তর্য্যামিত্ব শক্তি। আর দ্রৌপদী পুত্রগণ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বের গুণসমূহ এবং সুভদ্রাতনয় অর্থাৎ সুভদ্রা—যিনি কল্যাণদাত্রী—তৎপুত্র অভিমন্যু (মনোরথ করা রূপ অবস্থা); হে পৃথিবীপতে অর্থাৎ পৃথিবীরূপ দেহরাজ্যের রাজা (এখানে সঞ্জয়-দিব্যদৃষ্টি, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্ররূপ মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন) ইঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন অর্থাৎ নানাবিধ ধ্বনি প্রকাশ পাইতে লাগিল ।।১৫-১৮।।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্।।১৯

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব ব্যনুনাদয়ন্ তুমুলঃ সঃ ঘোষঃ (শঙ্খনাদঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।।১৯

আকাশ এবং পৃথিবীকে বিশেষরূপে ধ্বনিত করিয়া সেই তুমুল শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।।১৯

তাৎপর্য্য। — প্রাণের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে আকাশ এবং পৃথিবী অর্থাৎ মূলাধার ও আজ্ঞাচক্র বিশেষরূপে ধ্বনিত করিয়া সেই তুমুল শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের অর্থাৎ দুর্ম্মতিপক্ষরূপ ইন্দ্রিয়গণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল।।১৯

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।।২০

হে মহীপতে, অথ শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে [সতি] কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্‌যোগেন স্থিতান্) দৃষ্ট্বা ধনুঃ উদ্যম্য (উত্তোল্য) তদা হৃষীকেশম্ ইদং বাক্যম্ আহ।।২০

হে রাজন্, শস্ত্রসম্পাত আরম্ভ হইলে, কপিধ্বজ অর্জ্জুন তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যুদ্ধোদ্‌যোগে ব্যবস্থিত দেখিয়া ধনুঃ উত্তোলন-পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন।।২০

তাৎপর্য্য। — হে রাজন্ অর্থাৎ দেহরূপ রাজ্যের রাজা শস্ত্রসম্পাত (সাধন-সমর) আরম্ভ হইলে, তখন কপিধ্বজ অর্জ্জুন,—কপি—বায়ুরূপী হনুমান, কপি শব্দে কাঁপা, প্রাণরূপী রুদ্রের কম্পন গতি থাকায় বায়ুরূপী প্রাণই কপি-পদবাচ্য। ধ্বজ অর্থাৎ চিহ্ন; বায়ুরূপী প্রাণই জীবের শরীররূপ রথোপরি কূটস্থ-স্বরূপে ধ্বজা বা চিহ্নরূপী বলিয়া এস্থলে জীবভাবরূপ অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ বলা হইতেছে। তেজস্তত্ত্বরূপী অর্জ্জুনকে জীবভাব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণের যে তেজঃ, ঐ তেজস্তত্ত্বের স্থান নাভিমণ্ডলে; নাভিতে জঠরাগ্নিরূপে যে তেজস্তত্ত্ব রহিয়াছে, উহাই জীবের জীবনীশক্তি; উহার অভাব হইলেই জীবদেহ শবে পরিণত হয়; এই নাভিস্থিত তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক [৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকোক্ত] মাধ্যাকর্ষণ রহিয়াছে; নাভি সমানবায়ুর স্থান; এই নাভিস্থিত তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক—মূলাধার ও সহস্রার ধারণ রহিয়াছে; ইহাই মাধ্যাকর্ষণ এবং এই মধ্যাবস্থা হইতেই জীবভাবের উৎপত্তি হইতেছে; এইজন্য প্রাণের তেজোরূপ অর্জ্জুনকে নরনারায়ণও বলে। ঐ নররূপী অর্জ্জুনের রথে বায়ুরূপী হনুমান ধ্বজাস্বরূপ

ছিলেন অর্থাৎ জীবরূপীর দেহের উপরিভাগে বায়ুরূপী প্রাণই কূটস্থ-স্বরূপে (ধ্বজা) রহিয়াছেন; (ধ্বজ শব্দে গমন করাও হয়, এই প্রাণবায়ুই গমনাগমন করিতেছে বলিয়াও ধ্বজ-পদবাচ্য) এ কারণ জীবভাবরূপ অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ সম্বোধন করা হইতেছে। সাধন-সমর আরম্ভ হইলে, তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে (ইন্দ্রিয়গণকে) যুদ্ধোদ্‌যোগে সজ্জিত দেখিয়া ধনুঃ উত্তোলন-পুরঃসর (প্রণবো ধনুঃ,—ওঁকাররূপ দেহই ধনুস্বরূপ, ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ শরীর-রূপ ধনুঃ খাড়া করিয়া (মেরুদণ্ড সিধা করিয়া) বসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন অর্থাৎ সাধন-সমর সুরু হইলে সাধক কূটস্থ চৈতন্যকে নিজ ব্যক্তব্য-রূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন।।২০

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।।২১
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়াসহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে।।২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ।।২৩

অর্জ্জুন উবাচ। হে অচ্যুত, যাবৎ অহম অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ এতান্ নিরীক্ষে, অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্; যুদ্ধে দুর্বুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে অত্র সমাগতাঃ [তান্] যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে ; [তাবৎ] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয়।।২১-২৩।।

অর্জ্জুন কহিলেন। হে অচ্যুত, যাবৎ আমি, যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, [এবং] যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া যাহারা এইস্থানে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থীগণকে অবলোকন করি, তাবৎ তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর।।২১-২৩।।

তাৎপর্য্য। — অর্জ্জুন কহিলেন—(অর্থাৎ জীবভাবরূপ সাধকের মনের ভাব কূটস্থ সম্মুখে প্রকাশ হইল), হে অচ্যুত— [অ—চ্যুত (চ্যুত—ক্ষরিত হওয়া + অ ক)—ভ্রংশ, নিজপদ হইতে যাহার ভ্রংশ নাই অর্থাৎ নাশবিহীন বা ক্ষয়বিহীন যিনি, তিনিই অচ্যুত] আমি যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে [পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব এবং দুর্ম্মতি পক্ষের নেতাদিগকে] যাবৎ নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে এবং এই যুদ্ধে দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের (দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের) প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া (মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া) যাহারা এখানে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল

যুদ্ধার্থীগণকে যতক্ষণ আমি অবলোকন করি, ততক্ষণ তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর অর্থাৎ শরীররূপ রথের প্রাণকর্ম্মরূপ গতির কার্য্য কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিয়া স্থির কর।।২১-২৩।।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্।।২৪
ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি।।২৫

সঞ্জয় উবাচ। হে ভারত গুড়াকেশেন (গুড়াকা—নিদ্রা, তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ) [অর্জ্জুনেন] এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং (রাজ্ঞাং) [প্রমুখতঃ] রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা "হে পার্থ এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য" ইতি উবাচ।।২৪-২৫।।

সঞ্জয় কহিলেন। হে ভারত, গুড়াকেশ-কর্ত্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া, উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সমুদায় রাজগণের সম্মুখে উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া, "হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে দেখ" ইহা কহিলেন ।।২৪-২৫।।

তাৎপর্য্য। — সঞ্জয় কহিলেন (অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি-কর্ত্তৃক মনের নিকট প্রকাশিত হইল) হে ভারত,—মনোরূপ ধৃতরাষ্ট্র চন্দ্রবংশীয় ভরত রাজার বংশজাত বলিয়া এস্থলে ধৃতরাষ্ট্রকে ভারত বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে, অর্থাৎ মনকেও চন্দ্র বলে; মনের উৎপত্তি প্রাণ হইতে (প্রাণের চঞ্চলাবস্থাই মন); প্রাণবায়ু চন্দ্রনাড়ীরূপ ঈড়াতে রহিয়াছে অর্থাৎ ঈড়ানাড়ীস্থিত প্রাণবায়ুই চন্দ্র বা সোম-পদবাচ্য এবং প্রাণের চঞ্চলাবস্থা হইতেই মনের উৎপত্তি; তাই মনকে চন্দ্রবংশীয় ভরতের বংশজাত বলা হইতেছে। ভরত—ভর + তন্—বিস্তার করা + ড অর্থাৎ যিনি বিস্তার করেন; চন্দ্রনাড়ীরূপ ঈড়া ও পিঙ্গলার চঞ্চলগতিরূপে প্রাণের যে বিস্তারাবস্থা, ঐ চঞ্চলতারূপ বিস্তারাবস্থা হইতেই মন এই উপাধির উৎপত্তি; এ কারণ বলিতেছেন হে ভারত।

গুড়াকেশ কর্ত্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া (গুড়াকা—নিদ্রা, ঈশ—জয় করা, যিনি নিদ্রাকে জয় করেন, তিনিই গুড়াকেশ); ইন্দ্রিয়গণের যিনি ঈশ্বর, তিনিই হৃষীকেশ (১৫শ শ্লোক দেখ); তিনি উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ অর্থাৎ সাধনার প্রধান বিঘ্নকারী কুসম্বন্ধীয় জেদ ও সাধনসম্বন্ধীয় ভয়, ইত্যাদি সকলের সম্মুখে ও সমুদয় রাজাগণের সম্মুখে (রাজ শব্দে প্রকাশ—ব্যক্তাবস্থা, অর্থাৎ চঞ্চলতারূপ মধ্যাবস্থায় প্রাণের যে ব্যক্তাবস্থারূপ প্রকাশের অবস্থা, সেই ব্যক্তাবস্থার

সম্মুখে শরীররূপ উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন,—হে পার্থ (২য় অঃ ৫৫শ শ্লোকে পার্থ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) সমুদয় কুরুগণকে দেখ।।২৪-২৫।।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ।।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।২৬

অথ পার্থঃ তত্র স্থিতান্ উভয়োরপি সেনয়োঃ পিতৃন্, পিতামহান্, আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৃন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চ এব অপশ্যৎ।।২৬

অনন্তর পার্থ সেই স্থানে অবস্থিত উভয় সেনাতেই পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর এবং সুহৃদ্‌গণকে অবলোকন করিলেন।।২৬

তাৎপর্য্য — পিতৃব্য অর্থাৎ মনোরূপী ধৃতরাষ্ট্র,—প্রাণরূপী আত্মাই পিতা এবং প্রাণের অজপারূপ চঞ্চলাবস্থা হইতে উৎপন্ন মনোরূপ উপাধিই পিতৃব্য ; পিতামহ (ভীষ্ম) অর্থাৎ ভয়, আচার্য্য অর্থাৎ জেদ ; মাতুল অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে চলিতরীতি ; ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে; সখা অর্থাৎ সঙ্কল্পের সহিত মায়াতে অভিভূত থাকা এবং সুহৃদ্‌গণ অর্থাৎ হাস্যপরিহাসাদি কুপ্রবৃত্তির দল সমুদয় ; এই সকলকে জীবভাবরূপ সাধক অবলোকন করিলেন।।২৬

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।।২৭

সঃ কৌন্তেয়ঃ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধুন্ অবস্থিতান্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ [সন্] ইদম্ অব্রবীৎ।।২৭

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে [রণস্থলে] অবস্থিত দেখিয়া অতিশয় কৃপাবিষ্ট ও বিষাদযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলেন।।২৭

তাৎপর্য্য। — সাধনারম্ভ-কালে জীবভাবের মনে উদয় হইল যে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণাদিকে দমন করিতে হইবে; ইহাদের দ্বারা ভোগ চরিতার্থ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া আসিতেছি ; আজ ইহাদিগকে কিরূপে দমন করিব? ইত্যাদি নানা চিন্তার উদয়ে বিষাদযুক্ত হইয়া কূটস্থ চৈতন্য-রূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই ভাব প্রকাশ হইল।।২৭

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।।২৮

অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, যুযুৎসূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি, মুখং চ পরিশুষ্যতি।।২৮

অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ, যুদ্ধেচ্ছু এই স্বজনগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে।।২৮

তাৎপর্য্য। — জীবভাব ইন্দ্রিয়গণকেই স্বজন বলিয়া জানে এবং ইন্দ্রিয়গণ দেহের সম্মুখভাগেই অবস্থিত ; পশ্চাৎদিকে কোন ইন্দ্রিয় নাই। জীব ইন্দ্রিয় দ্বারা উপস্থিত সুখ লাভ করিয়া তাহাতে মুগ্ধতাবশতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বন্ধু বলিয়া থাকে ; সেই বন্ধুগণকে দমন করিতে হইবে—এই আশঙ্কায় জীবভাবের মুখ শুষ্ক এবং শরীর অবসন্ন বোধ হইতেছে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণ সমীপে জ্ঞাপন করিতেছে।।২৮

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।।২৯

মে (মম) শরীরে বেপথুঃ (কম্প) চ রোমহর্ষঃ (রোমাঞ্চঃ) চ জায়তে; হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে, ত্বক্ চ পরিদহ্যতে এব।।২৯

আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ হইতেছে; হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে।।২৯

তাৎপর্য্য। — আমার শরীর ঠিক থাকিতেছে না,—কম্পিত হইয়া বিপথগামী হইতেছে; রোমাঞ্চ হইয়া গায়ে কাঁটা দিতেছে আর ভুজবন্ধন সহ (করে কর যোগ করিয়া দৃঢ়রূপে কর বন্ধন দ্বারা) শরীররূপ গাণ্ডীব যাহা খাড়া করিয়া রাখিয়াছিলাম (মেরুদণ্ড সরল করিয়া যোগাসনে বসিয়াছিলাম) তাহাও শ্বাসের সহিত ঢিলা হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ হাতের দৃঢ় বন্ধন সহ শরীর-রূপ গাণ্ডীব, যাহা খাড়া করিয়াছিলাম, হস্ত-বন্ধন ঢিলা হইয়া শরীরও [শ্বাস ঢিলার সহিত] ঢিলা হইয়া যাইতেছে; এজন্য বলিতেছেন—হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে। আর গাত্রের চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে অর্থাৎ সাধনকালে সাধক এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে; সাধনকালে মন নানা বিষয়ে ধাবিত হইলেই শরীরে উক্ত রূপ নানা ভাব অনুভূত হয়।।২৯

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।।৩০

হে কেশব, অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি, মে মনশ্চ ভ্রমতি ইব, অহং বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি।।৩০

হে কেশব, আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ঘুরিতেছে; আমি বিপরীত লক্ষণ সকল দেখিতেছি।।৩০

তাৎপর্য্য। — হে কেশব,—ক্ = ব্রহ্মা, অ = বিষ্ণু, ঈশ = শিব, ব—গমনার্থ বা ধাতুজ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অর্থাৎ রজঃ সত্ত্ব তমঃ এই তিন গুণরূপ তিন দেবতা

যাঁহার শাসনাধীন রহিয়াছে, তিনিই (কূটস্থ চৈতন্যই) কেশব-পদবাচ্য (২য় অঃ ৫৪শ শ্লোকে কেশব সম্বোধন দ্রষ্টব্য); আমি আর অবস্থিত থাকিতে পারিতেছি না; আমার মন ভ্রমযুক্ত হইয়া ঘুরিতেছে; বিপরীত লক্ষণ সকল দেখিতেছি অর্থাৎ সাধনকালে মন ব্যাকুলভাবে ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ধাববান হওয়ায়, "সাধন করিয়া কি হইবে, ইহাতে কোন লাভ নাই" ইত্যাদি বিপরীত চিন্তা সকলের বেগ মনে উদয় হইতেছে; যাহাতে জীব সাধন-সমর হইতে নিবৃত্ত হয়।।৩০

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।।৩১

আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা শ্রেয়শ্চ ন অনুপশ্যামি; হে কৃষ্ণ [অহং] বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন [কাঙ্ক্ষে]।।৩১

যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া মঙ্গল দেখিতেছি না; হে কৃষ্ণ, আমি জয় চাহি না, রাজ্য এবং সুখও চাহি না।।৩১

তাৎপর্য্য। — জীবভাব যে ইন্দ্রিয়দিগকে স্বজন বলিয়া জানে এবং যাহাদের দ্বারা এতদিন সুখভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে এই সাধনরূপ সমরে (যুদ্ধে) দমিত করিয়া ভাবী আত্মরাজ্য-সুখ চাহিতেছে না অর্থাৎ জীব পরিণামদর্শী নহে এবং প্রকৃত সুখ যে কি, তাহাও সে জানে না; আপাত-মোহজনক ইন্দ্রিয়-সুখকেই সুখ বোধে মোহ-বশতঃ মুগ্ধ হইয়া এবং আত্মরাজ্য স্থাপিত হইলে যে সুখলাভ হইবে, তাহার আশা পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছে,—"আমি জয়লাভ চাহি না এবং রাজ্য ও সুখ চাহি না"।।৩১

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।।৩২
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।।৩৩
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোহপি মধুসূদন।।৩৪
অপি ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।।৩৫

হে গোবিন্দ, যেষাম্ অর্থে নঃ (অস্মাকম্) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং, আচার্য্যাঃ, পিতরঃ, পুত্রাঃ, তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ, তে ইমে প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা (ত্যাগমঙ্গীকৃত্য), যুদ্ধে অবস্থিতাঃ,

[অতএব] নঃ [অস্মাকং] রাজ্যেন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? হে মধুসূদন, মহীকৃতে কিং নু, ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি ঘ্নতঃ, (অস্মান্ মারয়তঃ) অপি এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি; হে জনার্দ্দন, ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ (অস্মাকম্) কা প্রীতিঃ স্যাৎ।।৩২-৩৫।।

হে গোবিন্দ, যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখ আমাদের কাঙ্ক্ষিত, সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং কুটুম্বগণ ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধে অবস্থিত; অতএব আমাদের রাজ্যেই বা কাজ কী, ভোগেই বা কী, জীবনেই বা কাজ কি? হে মধুসূদন, ইহারা আমাদিগকে মারিলেও, আমি পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্যও ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না; ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিহত করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে?।।৩২-৩৫।।

তাৎপর্য্য। — যাহাদের জন্য (ইন্দ্রিয়গণাদির জন্য) রাজ্যসুখ আশা করা যায় [২৬শ শ্লোকোক্ত-রূপ] তাহাদিগকেই যদি বধ করিলাম তাহা হইলে আর রাজ্য লাভের প্রয়োজন কি? অর্থাৎ ভীষ্মরূপ ভীষণ ভয়, যাহা পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, "যোগ করিলে মরিয়া যাইব" সেই ভয়কে মারিয়াই বা লাভ কি? আর জেদ (দ্রোণ) যাহা বরাবর রহিয়াছে, তাহাও যদি গেল তবে ত কার্য্যের বাহির হইয়া রহিলাম; এই সাধন-সমররূপ যুদ্ধে সকলেই ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অবস্থিত; ইহাদিগকে দমিত করিয়া দেহ-রাজ্যের সুখ-ভোগের আবশ্যক কি? হে মধুসূদন, (মধু অর্থাৎ মায়া, সূদন = বিনাশক অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্যের স্মরণে মায়ারূপ দৈত্যের নাশ হয় বলিয়া, তাঁহাকে মধুসূদন বলা হয়), মনের দুর্ম্মতি প্রভৃতি শত পুত্রকে নিহত করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না; ইহারা (৮ম ও ৯ম শ্লোকোক্ত দুর্ম্মতি পক্ষ-সমূহ) আমাদিগকে মারিলেও অর্থাৎ নিবৃত্তিপক্ষকে পরাজিত করিলেও আমি পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, যদ্যপি ত্রিভুবনের রাজ্য পাই, তবুও ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। অর্থাৎ জীবভাবের ধারণা,—সাধন করিলে ইন্দ্রিয়দমনে সকল শক্তির অভাব হইবে এবং একটা জড়পিণ্ডবৎ থাকিতে হইবে, [এ কারণ বলিতেছে সকলে ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অবস্থিত অর্থাৎ সকলেই পরিণামে অস্তিত্ব শূন্যতার সম্ভাবনারূপ ধন-প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া অবস্থিত]; এই ইন্দ্রিয়গণাদির অভাবে ভোগ করিবেই বা কে? অতএব ইহাদিগকে দমন করিয়া রাজ্যভোগের কি প্রয়োজন? এরূপ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকারই বা প্রয়োজন কি? অর্থাৎ জীবের ধারণা,—ইন্দ্রিয়ের অভাবে ভোগ-শক্তিই লোপ পাইয়া যাইবে, এই জন্যই বলিতেছে—বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কি?।।৩২-৩৫।।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হাঃবয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম্ মাধব।।৩৬

আততায়িনঃ এতান্ হত্বা পাপম্ এব অস্মান্ আশ্রয়েৎ; তস্মাৎ বয়ং স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ; হি (যস্মাৎ) হে মাধব, স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম (ভবেম)।।৩৬

এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে; অতএব আমরা স্ববান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিতে পারি না; যেহেতু—হে মাধব, স্বজন বধ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব?।।৩৬

তাৎপর্য্য। — এই বিপক্ষগণ আমাদের প্রতি আততায়িতা প্রকাশ করিলেও, ইহাদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে; আমরা ইহাদিগকে বন্ধু বলিয়াই জানি; স্ববান্ধব ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মতি প্রভৃতি পুত্রগণকে বিনাশ করিতে পারিব না। অর্থাৎ জীবভাব অজ্ঞান-বশতঃ আততায়ী-বধে পাপ আশ্রয়ের আশঙ্কা করিতেছে এবং 'বিনাশ করিতে পারিব না' বলিতেছে; শাস্ত্রমতে আততায়ীবধে পাপ নাই (নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চনঃ); গৃহে অগ্নিদান, বিষপ্রদান, অস্ত্রদ্বারা আঘাত, এবং ধন, ক্ষেত্র ও দার অপহরণ—এইসকল যে করে বা করিতে উদ্যত হয়, তাহাকে আততায়ী বলে [যথা, অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারীচষড়েতে আততায়িনঃ]। দুর্ম্মতিপক্ষগণ, তৎ তৎ বিষয়ে ধাবমান এবং আত্মরাজ্য স্থাপনে বিরোধী ও মনোরাজ্য স্থাপনে উদ্যত, চঞ্চলা প্রকৃতির সাহায্যকারী এবং পরা প্রকৃতির প্রকাশ বিষয়ে বিরোধী, এইরূপ যুদ্ধে উদ্যত হইয়া আততায়িতা প্রকাশ করিতেছে। শাস্ত্রমতে আততায়ীবধে হননকারীর কোন পাপ নাই; জীবভাব অজ্ঞানবশতঃ আততায়ীদিগকে বন্ধুজ্ঞানে পাপাদির আশঙ্কা করিয়া বলিতেছে—আমরা স্ববান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বধ করিতে পারিব না; যেহেতু হে মাধব (মা—লক্ষ্মী, ধব—স্বামী, অর্থাৎ আত্মপ্রকৃতিরূপা লক্ষ্মীর যিনি পতি—স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা, তিনিই মাধব); স্বজন বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই যাবতীয় সুখ ভোগ হইয়া আসিতেছে, এইহেতু তাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া বোধ থাকায় এবং ইন্দ্রিয়-দমনে জড়পিণ্ডবৎ থাকিতে হইবে এই অমূলক আশঙ্কায় প্রশ্ন হইতেছে "স্বজন বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব"?।।৩৬

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্।।৩৭

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জ্জনার্দ্দন।।৩৮

যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ন পশ্যন্তি, হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্?।।৩৭-৩৮।।

যদিও লোভে হতজ্ঞান হইয়া ইহারা কুলক্ষয়কৃত দোষ ও মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছে না, [কিন্তু] হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয়-জনিত দোষ দেখিয়াও আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য জ্ঞান কেন না হইবে?।।৩৭-৩৮।।

তাৎপর্য্য। — সাধনকালে কূটস্থ-সম্মুখে ব্যক্ত হইতেছে,—হে জনার্দ্দন (জন শব্দে অসুর, অর্দ্দন অর্থাৎ পীড়ন, কূটস্থের স্মরণে অসুরভাবের নাশ হয় বলিয়া তিনিই জনার্দ্দন-পদবাচ্য। ৩য় অঃ ১ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। মনের দুর্ম্মতি প্রভৃতি পুত্রগণ লোভান্ধ হইয়া যদিও পঞ্চতত্ত্বময় শরীরের সহিত জীবকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া কুলক্ষয়জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহের পাতক দেখিতেছে না, কিন্তু আমাদের ইহা দেখিয়া এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য জ্ঞান কেন না হইবে? কুল অর্থাৎ কু—পৃথিবী, লা—গ্রহণ বা ধারণ করা + ড যিনি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন অর্থাৎ প্রাণরূপী ঈশ্বর, তিনিই কুল এবং সেই প্রাণকর্ত্তৃকই বংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে; প্রাণের অভাবে কিছুই হইতে পারে না; কিন্তু জীব তাহা জানে না; জীব পরম্পরা-প্রসূত বংশকেই কুল বলিয়া জানে; এ কারণ ইন্দ্রিয়ের অভাবে জড়পিণ্ডবৎ হইতে হইবে—বংশোৎপত্তিরহিত হইবে,—এই মনে করিয়া ইন্দ্রিয়দমনরূপ যুদ্ধকে পাপ-বোধে সাধন-সমর হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিতেছে; তাই উক্ত হইতেছে যে,—"কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিয়াও আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা কেন না হইবে"?।।৩৭-৩৮।।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মো হভিভবত্যুত।।৩৯

কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ (পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি; ধর্ম্মে নষ্টে [সতি] অধর্ম্মঃ কৃৎস্নম উত (অপি) কুলম্ অভিভবতি।।৩৯

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম [অবশিষ্ট] সমুদয় কুলকে অভিভূত করে।।৩৯

তাৎপর্য্য। — আত্মাই হইতেছেন প্রকৃত কুল এবং সেই আত্মধর্ম্মই সনাতন কুলধর্ম্ম; প্রাণাভাবে বংশ থাকে না এবং উৎপত্তিও হয় না; এ কারণ প্রাণরূপী আত্মাই একমাত্র কুল; জীবভাবে পুত্র-পৌত্রাদি বংশকেই কুল বলিয়া জানে এবং

ইন্দ্রিয়-দমনে বংশোৎপত্তির অভাব হইবে ভাবিয়া, কুলক্ষয় ইত্যাদির আশঙ্কা করিতেছে। কিন্তু সাধন দ্বারা প্রকৃত কুলের (অর্থাৎ প্রাণের) ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়া থাকে এবং কামপুত্র উৎপন্ন না হইয়া প্রবোধরূপ পুত্র (প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট পুত্র) উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। এই স্বধর্ম্মরূপ আত্মকর্ম্মকরণে কুলক্ষয় হয় না; ইহার অকরণেই প্রাণের গতি চঞ্চল হইয়া আয়ুঃক্ষয়রূপ কুলক্ষয় হইয়া থাকে।।৩৯

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাষু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।।৪০

হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি; হে বার্ষ্ণেয়, (বৃষ্ণিবংশোদ্ভব) স্ত্রীষু দুষ্টাষু [সতীষু] বর্ণসঙ্করঃ জায়তে।।৪০

হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মাভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয় ; হে বার্ষ্ণেয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে।।৪০

তাৎপর্য্য। — হে কৃষ্ণ (৬ষ্ঠ অঃ ৩৪শ শ্লোকে কৃষ্ণ শব্দের তাৎপর্য্য লেখা আছে), অধর্ম্মাভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, অর্থাৎ জীবভাবের আশঙ্কা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়-দমনরূপ পাপ কর্ম্ম করিয়া অধর্ম্মাভিভূত হইতে হইবে; তাহা হইলে পুরুষ জড়পিণ্ডে পরিণত হইবে; তাহার ফলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হইবে; হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণি বংশোদ্ভব বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বার্ষ্ণেয়-পদবাচ্য; বৃষ্ণিবংশ প্রচণ্ড জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিঃ হইতে উদ্ভূত কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার কৃষ্ণই বার্ষ্ণেয়), স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কররূপ জারজ পুত্র জন্মিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মাই প্রকৃত কুল; কুলস্ত্রী অর্থে চঞ্চলা প্রকৃতি; এই প্রকৃতি পরাপ্রকৃতিতে লয় হইয়া আত্মবিষয়ে অনুরক্ত হইলে, প্রবোধরূপ পুত্র (প্র—প্রকৃষ্টরূপে, বোধ—জ্ঞান) অর্থাৎ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে এবং প্রকৃতি চঞ্চল হইয়া ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনুরক্ত হইলে জারজ পুত্র অর্থাৎ অজ্ঞান্ জন্মিয়া থাকে।।৪০

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।।৪১

সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্করঃ) কুলঘ্নানাং কুলস্য চ নরকায় এব [ভবতি] এষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে) পিতরঃ পতন্তি হি।।৪১

বর্ণসঙ্কর কুলঘ্নদিগের এবং কুলের নরকের নিমিত্তই জন্মিয়া থাকে, ইহাদের (কুলঘ্নদিগের) লুপ্তপিণ্ডোদক পিতৃগণ নিশ্চয় পতিত হইয়া থাকে।।৪১

তাৎপর্য্য। — অজ্ঞানরূপ বর্ণসঙ্কর কুলঘ্নদিগের এবং কুলের নরকের নিমিত্তই জন্মিয়া থাকে; কারণ (কুলঘ্ন—কুলের ক্ষয়কারী), প্রাণরূপী আত্মা হইতেছেন কুল; সেই প্রাণের যে ক্ষয় করে, তাহাকেই কুলঘ্ন কহে। কুলের নরক অর্থাৎ দেহের উর্দ্ধভাগই স্বর্গ

এবং অধোভাগরূপ তমোগুণের স্থানই নরক; অজ্ঞান-কর্তৃক কুলরূপী আত্মাকে অধোগতি করার নামই কুলের ও কুলঘ্নের নরক (৬ষ্ঠ অঃ ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); কুলঘ্নদিগের লুপ্তপিণ্ডোদক পিতৃগণ নিশ্চয়ই পতিত হইয়া থাকে অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর অচৈতন্য অবস্থাই লুপ্তপিণ্ড; (পিণ্ডং কুণ্ডলিনীশক্তিঃ পদং হংসমুদাহৃতম্ — ইতি গুরুগীতা), স্থির বায়বীরূপিণী কুণ্ডলিনী অচৈতন্য-ভাবে মূলাধারে রহিয়াছেন; এই মূলাধারস্থ স্থির বায়বীশক্তিরূপিণী কুণ্ডলিনীকে চেতনময়ী করিয়া বিষ্ণুপদে (যে স্থান হইতে অজপারূপ হংসের উৎপত্তি) অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিরূপ অর্পণ করিতে পারিলে, প্রকৃতপিণ্ডদান ও জীবের মুক্তি হয়— [এই মূলাধারস্থ স্থির বায়ুকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করিয়া রাখার নামই কুণ্ডলিনী চৈতন্যাবস্থা]; ইহা যিনি করেন, তাঁহার প্রবোধরূপ পুত্র লাভ হইয়া, তিনি এবং তাঁহার পিতৃপুরুষগণ সেই পুত্রদ্বারা নরক হইতে উদ্ধার পান অর্থাৎ (পিতা হ বৈ প্রাণঃ) প্রাণকে অধঃপাতিত করার নামই পিতৃগণের পতিত হওয়া এবং পিণ্ডরূপ কুণ্ডলিনীর চৈতন্যাবস্থাই প্রবোধরূপ (প্রকৃষ্ট জ্ঞানরূপ) পুত্রকর্তৃক পুৎ-নামক নরক হইতে উদ্ধার পাওয়া।।৪১

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।।৪২

কুলঘ্নানাং এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ (সনাতনাঃ) জাতিধর্ম্মাঃ (বর্ণধর্ম্মাঃ) কুলধর্ম্মশ্চে উৎসাদ্যন্তে (লুপ্যন্তে)।।৪২

কুলঘ্নদিগের এই সকল বর্ণসঙ্কর-কারক, দোষে, সনাতন বর্ণধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম সকল উৎসন্ন হইয়া যায়।।৪২

তাৎপর্য্য। — আত্মাই প্রকৃত কুল এবং আত্মকর্ম্মই সনাতন বর্ণধর্ম্ম বা কুলধর্ম্ম; অজ্ঞানরূপ বর্ণসঙ্কর-দোষ যাহার ঘটে, তাহার আত্মকর্ম্মরূপ কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মকর্ম্মে মতি না হইয়া ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মরূপ অধর্ম্মে মতি হয়। জীবভাব পরম্পরাজাত বংশকেই কুল বলিয়া জানে এবং ইন্দ্রিয়-দমনরূপ সাধনকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে বংশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে এইরূপ অমূলক আশঙ্কায় ভীত হইতেছে।।৪২

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম।।৪৩

হে জনার্দ্দন, উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম (শ্রুতবন্তো বয়ম্)।।৪৩

হে জনার্দ্দন, যাহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, সেই সকল লোকের নিয়ত নরকে বাস হয়,—ইহা আমরা শুনিয়াছি।।৪৩

তাৎপর্য্য। — হে জনার্দ্দন, (৩য় অঃ ১ম শ্লোকে জনার্দ্দন শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য) আমরা শুনিয়াছি কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে নরকে বাস হয়। পূর্ব্ব শ্লোকোক্তরূপ অধর্ম্মে রত হইয়া যাহারা কুলরূপী আত্মাকে অধঃপাতিত করে, তাহাদেরই নরকে বাস হইয়া থাকে; কারণ দেহের নিম্ন ভাগই নরক; সেই নিম্ন ভাগে (তমোগুণের স্থানে) যাহাদের নিয়ত মন থাকে অর্থাৎ যাহাদের তামসিক প্রবৃত্তি, তাহারাই অজ্ঞানান্ধকাররূপ নরকে বাস করে।।৪৩

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।।৪৪

অহোবত (কষ্টম্), বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ, যৎ (যস্মাৎ) রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ।।৪৪

হায় হায়, আমরা মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি; যেহেতু রাজ্যসুখলোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়াছি।।৪৪

তাৎপর্য্য। — জীবভাব ইন্দ্রিয়গণকে স্বজন বলিয়াই জানে, তাই সাধন-সমরে ইন্দ্রিয়দমনরূপ কার্য্যকে জীব পাপকর্ম্ম বলিয়া বোধ করিতেছে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বরাবর সুখ ভোগ করিয়া আজ তাহাদের দমনরূপ কার্য্যকে মহৎ পাপ বলিয়াই বোধ হইতেছে। এ কারণ উক্ত হইতেছে, রাজ্যসুখলোভে (আত্মরাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায়) স্বজন বধ করিতে উদ্যত হইয়া মহাপাপের অধ্যবসায় করিয়াছি।।৪৪

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ।।৪৫

যদি অপ্রতীকারং অশস্ত্রং মাং শাস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ (হনিষ্যন্তি) তৎ মে ক্ষেমতরং (অত্যন্তহিতং) ভবেৎ।।৪৫

যদি সশস্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, প্রতিহিংসাবিমুখ ও অশস্ত্র আমাকে যুদ্ধে বধ করে, তাহাও আমার পরম হিতকর।।৪৫

তাৎপর্য্য। — যদ্যপি মনের দুর্ম্মতি প্রভৃতি পুত্রগণ পূর্ব্বোক্তরূপ অস্ত্রযুক্ত হইয়া আমায় সাধন-সমরে বধ করে, তাহাও আমি ভাল বিবেচনা করি, অর্থাৎ যদি ইন্দ্রিয়পীড়নে হত হই, তাহাও আমার পক্ষে হিতকর মনে করি; কিন্তু ইন্দ্রিয়-দমন করিতে প্রস্তুত নহি। ইন্দ্রিয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইলে জীবের এইরূপ ভাবই হইয়া থাকে।।৪৫

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্ন-মানসঃ।।৪৬

ইতি অর্জ্জুনবিষাদ-যোগঃ।

সঞ্জয় উবাচ। অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (ধনুঃ) বিসৃজ্য, শোকসংবিগ্ন-মানসঃ (শোকাকুলচিত্তঃ) [সন্] রথোপস্থে (রথোপরি) উপবিশৎ।।৪৬

সঞ্জয় কহিলেন। অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া রণস্থলে সশর ধনু ত্যাগ করিয়া শোকাকুলচিত্তে রথোপরি বসিয়া রহিলেন।।৪৬

তাৎপর্য্য। — সঞ্জয় কহিলেন অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টিকর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল। এইরূপ বলিয়া (পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়া) সাধন-সমররূপ রণস্থলে অর্জ্জুন সশর ধনু ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ (প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা,—শর অর্থাৎ শ্বাস; ধনুঃ অর্থাৎ ওঁকাররূপ শরীর) শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বের দ্বারা দেহরূপ ধনু যাহা খাড়া ছিল, তাহা ঢিলা করিয়া, শররূপ শ্বাস ত্যাগ করিয়া শোকাকুল-চিত্তে রথোপরি বসিয়া রহিলেন অর্থাৎ শ্বাসের সহিত দেহ শিথিল করিয়া শরীররূপ রথোপরি বসিয়া রহিলেন (দেহরথের উপরিভাগরূপ আজ্ঞাচক্রে মন রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন)।।৪৬

ইতি অর্জ্জুনবিষাদ-যোগঃ।

—অর্থাৎ—

অর্জ্জুন—তেজস্তত্ত্ব, এই তেজে মাধ্যাকর্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), অর্থাৎ দেহের ঊর্দ্ধ ও অধঃ উভয় স্থান প্রাণের তেজঃ দ্বারা আকৃষ্ট রহিয়াছে, ইহাই মাধ্যাকর্ষণ। তেজস্তত্ত্বের স্থান দেহের মধ্যভাগরূপ নাভিমণ্ডলে; এই স্থানে তেজস্তত্ত্ব বৈশ্বানররূপে রহিয়াছেন; এই বৈশ্বানরই জীবের জীবনীশক্তি এবং উক্ত মধ্যাবস্থা হইতেই জীবভাবের প্রকাশ; এ কারণ জীবভাবরূপ অর্জ্জুন দ্বারাই (তেজস্তত্ত্বরূপ জীবনীশক্তি দ্বারা) প্রাণকর্ম্মরূপ যুদ্ধক্রিয়া হইতেছে। উক্ত জীবভাবের যোগে বিষাদ অবস্থাই অর্জ্জুনবিষাদযোগ।

যোগ—"যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" চিৎ—আত্মা, তদ্‌বৃত্তি অর্থাৎ প্রাণাপানের গতিরূপ ক্রিয়া, প্রাণের চঞ্চলগতিরূপ ক্রিয়া রহিত হইয়া স্বতঃ যে স্থিরাবস্থা হয়, উহাই নিরোধ অবস্থা; এই অবস্থায় চঞ্চলাত্মার গতি স্থির পরমাত্মার লয় প্রাপ্ত হইয়া আত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপ যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার নাম যোগ।

জীবভাবের ইন্দ্রিয়ে অত্যন্ত আসক্তি হইয়া এই যোগে অপ্রবৃত্তিই বিষাদ যোগ।

ইতি প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ।।১

সঞ্জয় উবাচ। মধুসূদনঃ, তথা কৃপয়া আবিষ্টম্ অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিষীদন্তং তম (অর্জ্জুনম্) ইদং বাক্যম্ উবাচ।।১

সঞ্জয় কহিলেন। মধুসূদন তাদৃশ কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত তাঁহাকে (অর্জ্জুনকে) এই কথা বলিলেন।।১

তাৎপর্য্য। — সঞ্জয় অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টি, তৎকর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল। মধুসূদন (মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মধুসূদন; মধু = মায়া, সূদন = নাশক, তৎকর্ত্তৃক মায়ারূপ দৈত্যের নাশ হয় বলিয়া তিনি মধুসূদন-পদবাচ্য)। ইন্দ্রিয়গণাদির প্রতি তাদৃশ কৃপাবিষ্ট ও অশ্রুপূর্ণাকুললোচনযুক্ত তাঁহাকে (বিষাদযুক্ত জীবভাবকে) এই কথা বলিলেন, অর্থাৎ কূটস্থচৈতন্য হইতে এই কথা প্রকাশ পাইল।।১

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন।।২

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অর্জ্জুন, বিষমে (এতাদৃশ-সঙ্কটে) কুতঃ ইদম্ অনার্য্যজুষ্টম্ (অনার্য্যসেবিতম্) অস্বর্গ্যম্ (অধর্ম্ম্যম্) অকীর্ত্তিকরং কশ্মলম্ (মোহঃ) ত্বা (ত্বাং) সমুপস্থিতম্?।।২

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অর্জ্জুন, [এতাদৃশ] সঙ্কটে কোথা হইতে এই অনার্য্যসেবিত, অধর্ম্ম্য ও অকীর্ত্তিকর মোহ তোমাতে উপস্থিত হইল?।।২

তাৎপর্য্য। — শ্রীভগবান্ কহিলেন, শ্রী — শ = শ্বাস, র = বহ্নিবীজ অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব (যে তেজঃ চক্ষু স্থানে রহিয়াছে), ঈ শব্দে শক্তি ; এই শক্তি-পূর্ব্বক চক্ষুতে বায়ু স্থির করিতে পারিলে যে অবস্থা হয় (বিনাবলোকনে দৃষ্টি-স্থিরের অবস্থা) সেই অবস্থার নাম শ্রী; ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যবান্,—অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, এই ছয় প্রকার অবস্থাপন্ন যিনি তিনিই ভগবান্; ১ অণু হইবার ক্ষমতা, ২ লঘু হইবার ক্ষমতা, ৩ সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা, ৪ ইচ্ছানুরূপ ভোগ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, ৫ শরীরকে স্থূল করিবার ক্ষমতা, ৬ সর্ব্বভূতের স্বামিত্ব,—ভগবান্ এই ছয় প্রকার ক্ষমতাপন্ন। শরীরের মধ্যে ছয়গুণ রহিয়াছে; মূলাধারে শাশ্বত পদ, স্বাধিষ্ঠানে শান্তি, মণিপুরে রেতঃপূর্ণ, অনাহতে স্বরূপ, বিশুদ্ধাখ্যে তুষ্টি, আজ্ঞাচক্রে জ্যোতিঃ, এই ছয় অবস্থাপন্ন যে ভগবান্, তিনি বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! এইরূপ সঙ্কটে কোথা হইতে এই অনার্য্যসেবিত (যিনি ইন্দ্রিয় সঙ্গ করেন, তিনিই অনার্য্য) অধর্ম্ম্য ও অকীর্ত্তিকর মোহ তোমাতে উপস্থিত হইল? ধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের প্রতি দয়া; যাহাতে জীবের রক্ষা হয়, তাহারই নাম দয়া; রক্ষা অর্থাৎ স্থিতি, প্রাণের চঞ্চল গতিকে স্থির করার নামই জীবের স্থিতি; ইহাই ধর্ম্ম এবং এই স্থিতিরূপ ধর্ম্ম না করার নামই অধর্ম্ম। কীর্ত্তি অর্থাৎ কূটস্থে মন রাখা; কূটস্থে মন না থাকাই অকীর্ত্তি; কারণ কূটস্থে মন না থাকিলে, মন ইন্দ্রিয়বিষয়ে ধাবিত হইয়া অকীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়া থাকে। মোহ অর্থাৎ 'আমি আমার' বোধের নাম মোহ, এই 'আমি আমার' বোধই জীবকে আবদ্ধ করে; এ কারণ বলিতেছেন—কোথা হইতে এই মোহ তোমার উপস্থিত হইল?।।২

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।।৩

হে পার্থ, ক্লৈব্যং (কাতর্য্যং) মাস্ম গমঃ, এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে (যোগ্যং ভবতি); হে পরন্তপ, ক্ষুদ্রং (তুচ্ছং) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং (কাতর্য্যং) ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ।।৩

হে পার্থ, কাতরতা প্রাপ্ত হইও না; ইহা তোমাতে (তোমার) যোগ্য নহে; হে পরন্তপ, তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া [যুদ্ধার্থ] উত্থিত হও।।৩

তাৎপর্য্য। — হে পার্থ (১ম অঃ ৫৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), কাতর হইও না; ইহা তোমাতে সাজে না; যেহেতু ক্ষত্রিয়ের কার্য্যই ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করা, অর্থাৎ যাহার রজোগুণ প্রধান, সেই ক্ষত্রিয়; তাহার কার্য্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইতে চেষ্টা করা। ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন সাধকের এই যুদ্ধে কাতরতা শোভা পায় না। তাই বলিতেছেন, ইহা তোমার যোগ্য নহে। হে পরন্তপ (পরান্—শত্রূন্

তাপয়তি) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণের দমনকারী; তুচ্ছ হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর অর্থাৎ শ্বাস ঢিলা করিয়া হৃদয়ের যে দুর্ব্বলতা হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে (আজ্ঞাচক্রে) স্থিতি লাভ করা রূপ উত্থিত হও (উৎ = ঊর্দ্ধে, স্থিত = স্থিতি অর্থাৎ দেহের ঊর্দ্ধে মনের স্থিতি)।।৩

অর্জ্জুন উবাচ।
কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন।।৪

অর্জ্জুন উবাচ। হে অরিসূদন (শত্রু-বিমর্দ্দন) মধুসূদন, কথম্ অহং সংখ্যে (রণে) পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণঞ্চ প্রতি ইষুভিঃ (বাণৈঃ) যোৎস্যামি।।৪

অর্জ্জুন কহিলেন। হে শত্রুবিমর্দ্দন মধুসূদন, আমি বাণসমূহ দ্বারা এই রণক্ষেত্রে পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব?।।৪

তাৎপর্য্য। — হে মধুসূদন—শত্রুবিমর্দ্দন, এই সাধন-সমরে বাণসমূহ দ্বারা—বাণ অর্থাৎ শ্বাস ("প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ" ইতি ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ), ওঁকাররূপ শরীর হইতেছে ধনু; বাণযুদ্ধ অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্যরূপ প্রাণাদির ক্রিয়া; এই যুদ্ধ পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত কিরূপে করিব? অর্থাৎ প্রধান যে ভয় "যোগ করিলে মরিয়া যাইব," সেই ভয় ও জেদের বর্ত্তমানে আমি কিরূপে এই বাণ-যুদ্ধ করিব?।।৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্।।৫

মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা হি ইহলোকে ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ; গুরূন্ হত্বা তু ইহ এব [তেষাং] রুধিরপ্রদিগ্ধান্ অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয়।।৫

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষায় ভোজন করাও নিশ্চয় শ্রেয়ঃ; কিন্তু গুরুদিগকে বধ করিয়া ইহলোকে রুধিরলিপ্ত অর্থকামাত্মক ভোগ সকল উপভোগ করিতে হইবে।।৫

তাৎপর্য্য। — প্রধান যে ভয় ও জেদ, [তাহাদের দমন কিরূপে করিব?], তাহাদের দমন না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজনও নিশ্চয় ভাল মনে করিতেছি; কারণ ভয় ও জেদকে বরাবর মান্য করিয়া আসিতেছি; আজ কিরূপে তাহাদের

দমন করি? ইহাদিগকে বধ করিয়া রুধিরলিপ্ত অর্থকামাত্মক ভোগ সকল উপভোগ করিতে হইবে অর্থাৎ রুধিব = রক্ত, এই রক্ত অর্থাৎ আসক্তি; ভয় ও জেদের বিনাশে আসক্তির নাশ হইয়া রুধিরলিপ্ত ভোগের অবসানই হইয়া থাকে; জীবভাব অজ্ঞান-বশতঃ বলিতেছে যে, ইহাদের বধ করিয়া রুধিরলিপ্ত ভোগ সকল উপভোগ করিতে হইবে।।৫

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম—
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ।।৬

নঃ (অস্মাকম্) কতরৎ গরীয়ঃ এতৎ চ ন বিদ্মঃ; যদ্‌বা জয়েম যদি বা (অথবা) নঃ (অস্মান্) জয়েয়ুঃ। যান্ হত্বা নৈব জিজীবিষামঃ তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে অবস্থিতাঃ।।৬

আমরা জয়ী হই কিংবা আমাদিগকে জয় করুক—এই দু'য়ের মধ্যে আমাদের কোন্‌টা গুরুতর (প্রার্থনীয়), ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না; যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত।।৬

তাৎপর্য্য। — আমরা ইন্দ্রিয়গণের নিকটে জয় লাভ করি, কিংবা ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে জয় করুক, এই দু'য়ের মধ্যে আমাদের যে কোন্‌টা প্রার্থনীয়, তাহাও বুঝিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের-দমনই অবশ্য দরকার, কিংবা দমন না করিয়া যেমত তাহাদের অধীনে ভোগচরিতার্থাদি চলিয়া আসিতেছে, তেমনি চলা দরকার, এই দু'টার মধ্যে কোন্‌টা যে গুরুতর, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে (ইন্দ্রিয়গণকে) দমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররূপ ইন্দ্রিয়গণ সম্মুখে অবস্থিত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়েরা আমাদের সতত অহিত চেষ্টা করিলেও আমরা উহাদের বিনাশে তিলমাত্রও ইচ্ছুক নহি। কারণ, আমাদের ধারণা—উহাদিগকে লইয়াই আমাদের সংসারে থাকা; উহাদের দমনে আমার কি প্রয়োজন, তাহা বুঝি না;উহারা সম্মুখে অবস্থিত (পশ্চাতে কোন ইন্দ্রিয় নাই, যা কিছু সবই সম্মুখে)।।৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।।৭

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্যং = দীনতা [কুলক্ষয়কৃতঃ] দোষশ্চ তাভ্যামুপহতঃ স্বভাবো যস্য সঃ) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি, যৎ মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ, তৎ নিশ্চিতং ব্রূহি; অহং তে শিষ্যঃ, ত্বাং প্রপন্নং মাং শাধি।।৭

চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয়কৃত দোষে অভিভূতস্বভাব এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যাহা আমার শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল; আমি তোমার শিষ্য; তোমার শরণাগত আমাকে শিক্ষা দাও।।৭

তাৎপর্য্য। — [সাধনকালে নানা সন্দেহ মনোমধ্যে আসায় চিন্তাতে মগ্ন হইয়া কি করা উচিত, তাহা সিদ্ধান্ত করিতে না পারায় মনে মনে কূটস্থ সমীপে এই কথা প্রকাশ পাইল] ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি বিমূঢ়চিত্ত, অর্থাৎ 'আমি আমার' বোধে বিশেষরূপ মূঢ়চিত্ত আমি ; সুতরাং ধর্ম্ম যে কি, তাহা জানি না এবং কৃপণতা দোষে অভিভূতস্বভাব, অর্থাৎ কৃপণ স্বভাব হেতু ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করি—এই ফলাকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্য থাকায় স্বভাব (আত্মভাব) অর্থাৎ স্থিতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাই চিত্তের দীনতায় (চিৎ = আত্মা, অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণ যাহা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে চলিতেছে) এই শ্বাস ঢিলা করিয়া ফেলায় নিস্তেজ চিত্ত হইয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এ কারণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যাহা আমার শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল, অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয় দমন করিলে ভাল হইবে, কি ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগসাধন করিলেই ভাল হইবে?' আমি তোমার শিষ্য ও শরণাগত আমাকে শিক্ষা দাও।।৭

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্।।৮

ভূমৌ (পৃথিব্যাম্) অসপত্নম (নিষ্কণ্টকম্) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধং) রাজ্যং [তথা] সুরাণামপি আধিপত্যঞ্চ অবাপ্য যৎ [কর্ম্ম] মম ইন্দ্রিয়াণাম্ উচ্ছোষণং (অতিশোষণকরং) শোকম্ অপনুদ্যাৎ (অপনয়েৎ) [তৎ] নহি প্রপশ্যামি।।৮

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য, এমন কি সুরগণের আধিপত্য পাইলেও যাহাতে আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক এই শোক অপনয়ন করিতে পারে, এতাদৃশ কিছুই দেখিতেছি না।।৮

তাৎপর্য্য। — পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক রাজ্য, এমন কি সুরগণের আধিপত্য পাইলেও [সুর—যিনি অষ্টপ্রহর ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করেন] যাহাতে এই ইন্দ্রিয়গণের অভাব-জনিত শোক আমার অপনয়ন হইতে পারে, এমন কিছুই দেখিতেছি না। অর্থাৎ এই যে যুদ্ধ, ইহা মারামারি কাটাকাটি বা রক্তপাতের যুদ্ধ নহে, ইহা [দেহ মধ্যে] সাধন-সমরে ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ এবং এই ইন্দ্রিয় দমন বিষয়েই যে জীবভাবের ভয় ও বিষাদ, তাহা এই শ্লোকের উক্তিতেই প্রমাণ হইতেছে। সেই হেতু এস্থলে স্পষ্টরূপে

উক্ত হইতেছে যে, "যাহা আমার ইন্দ্রিয়গণের শোষক", এই শোক অপনয়ন করিতে পারে, এমন কিছুই দেখিতেছি না। হহা যদ্যপি সাধন-সমরই না হইবে, তাহা হইলে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বহির্যুদ্ধে এত যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ করিবেন কেন? এবং ৬ষ্ঠ অঃ ৪৬শ শ্লোকে "হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও" একথাই বা বলিবেন কেন? এই যোগতত্ত্ব উপদেশ করিবার কি আর সময় বা স্থান ছিল না যে, বাহ্য যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ উপদেশ দান করিয়াছিলেন? প্রকৃতই ইহা বাহিরের যুদ্ধ নহে ; ইহা নিঃসন্দেহ সাধন-সমর।।৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।।৯

সঞ্জয় উবাচ। পরন্তপঃ গুড়াকেশঃ হৃষীকেশম্ এবম্ উক্ত্বা "[অহং] ন যোৎস্যে" ইতি গোবিন্দম্ উক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ।।৯

সঞ্জয় কহিলেন। শত্রুবিজয়ী গুড়াকেশ (অর্জ্জুন) হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া "আমি যুদ্ধ করিব না" এই কথা গোবিন্দকে বলিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইলেন।।৯

তাৎপর্য্য। — দিব্যদৃষ্টি কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল। শত্রুবিজয়ী গুড়াকেশ হৃষীকেশকে [১ম অঃ ২৪শ শ্লোকে গুড়াকেশ ও হৃষীকেশ শব্দের তাৎপর্য্য লেখা হইয়াছে], এইরূপ বলিয়া 'সাধন-সমররূপ যুদ্ধ আমি করিব না' এই কথা গোবিন্দের নিকট প্রকাশ করিয়া তাহার পর নীরব হইয়া রহিলেন। গোবিন্দ—অর্থাৎ অভিধান মতে যিনি ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই গোবিন্দ; আত্মাই ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক ; কারণ আত্মার অস্তিত্বেই ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব এবং প্রাণের চঞ্চল অবস্থা হইতেই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তিরূপ প্রকাশ; যেস্থলে আত্মার অপ্রকাশ, তথায় ইন্দ্রিয়গণেরও অপ্রকাশ; যেমন মৃতদেহ; প্রাণহীন দেহে আত্মার অপ্রকাশ হেতু কোন ইন্দ্রিয়েরই অস্তিত্ব থাকে না; এ কারণ প্রাণই ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক এবং তিনিই গোবিন্দ-পদবাচ্য।।৯

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ।।১০

হে ভারত, হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব (প্রসন্নমুখঃ সন্ ইব) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদন্তং তম্ ইদং বচঃ উবাচ।।১০

হে ভারত, হৃষীকেশ যেন ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে উভয় সেনার মধ্যে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন।।১০

তাৎপর্য্য। — হে ভারত, হৃষীকেশ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অর্থাৎ কূটস্থচৈতন্য কিঞ্চিৎ উজ্জ্বলভাবের সহিত আত্মপক্ষীয় ও মোহপক্ষীয় এই উভয় সেনার মধ্যে বিবাদযুক্ত তাঁহাকে (জীবভাবরূপী অর্জ্জুনকে) এই কথা বলিলেন।।১০

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।।১১

শ্রীভগবান্ উবাচ। ত্বম্ অশোচ্যান্ অন্বশোচঃ, প্রজ্ঞাবাদান্ (প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্) ভাষসে চ ; পণ্ডিতাঃ গতাসূন্ (মৃতান্) অগতাসূন্ (জীবতঃ) চ ন অনুশোচন্তি।।১১

শ্রীভগবান্ কহিলেন। যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নয়, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ ও বিজ্ঞের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিতদিগের জন্য শোক করেন না।।১১

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য হইতে জীবভাবের প্রতি ব্যক্ত হইল। যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, অর্থাৎ অনিত্য বিষয়ের জন্য শোক করা উচিত নহে, তুমি তাহাই করিতেছ। যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান তাহাকেই নিত্য কহে। ('শূন্য ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ") তিনিই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান প্রাণরূপী; তদ্ব্যতীত সবই ক্ষণস্থায়ী এবং অনিত্য। ঐ অনিত্য বিষয়ের জন্য শোক করিতেছ এবং বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ; অর্থাৎ ১ম অধ্যায়ে আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে পাপ আশ্রয় করিবে, কুলধর্ম্ম নষ্ট হইবে, পিণ্ড লোপ হইবে এই সব বিজ্ঞের ন্যায় কথা জীবভাব কর্ত্তৃক ব্যক্ত হওয়ায়, এই অধ্যায়ে ভগবান্ ঈষৎ হাস্যরূপ কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল ভাব প্রকাশ করিয়া, এই কথা বলিতেছেন যে, তুমি অজ্ঞানীর ন্যায় শোক করিতেছ, আবার মুখে বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ। বিজ্ঞ অর্থাৎ বিশেষরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট যিনি;জ্ঞান অর্থাৎ জানা—আপনাকে আপনি বিদিত হওয়া, তাহাকেই জ্ঞান বলে। এই আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তাঁহাকেই বিজ্ঞ বলে। পণ্ডিতেরা মৃত বা জীবিতদিগের জন্য শোক করেন না, ("পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"); যিনি সর্ব্ব ঘটে আত্মাকে দেখেন, তিনিই সমদর্শী; এই সমদর্শী ব্যক্তিই পণ্ডিত-পদবাচ্য। আর পণ্ডা অর্থে বেদোজ্বলা বুদ্ধি; এই বুদ্ধি যাঁহার জন্মিয়াছে, তিনিও পণ্ডিত অর্থাৎ বেদকে জানিয়া (৪৫শ শ্লোকে বেদের বিষয় দ্রষ্টব্য) যিনি পণ্ডিত হইয়াছেন; এমত ব্যক্তি অনিত্য বিষয়ের জন্য শোক করেন না।।১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্।।১২

অহং জাতু ন আসম্ ইতি তু নৈব [তথা] ত্বং ন [আসীঃ ইতি ন] [তথা] ইমে জনাধিপাঃ ন [আসন্ ইতি ন]; অতঃপরং সর্ব্বে বয়ং ন ভবিষ্যামঃ [ইতি] চ ন এব।।১২

আমি যে কখনও ছিলাম না এমন নয় ; সেইরূপ তুমি ছিলে না এমন নয়;এই রাজগণও ছিলেন না, এমন নয় ; ইহার পরে আমরা সকলে থাকিব না এমনও নয়।।১২

তাৎপর্য্য।—আমি (স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা নারায়ণ) যে কখনও ছিলাম না, এমন নয়; সেইরূপ তুমিও (জীবভাবরূপীও) যে ছিলে না, এমন নয় [৪র্থ অঃ ৩য় শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য], অর্থাৎ জীবের জন্ম ও মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র; নর নারায়ণ যাহা, তাহাই আছে; সুতরাং দেহ ত্যাগ হইলেও যে কিছু থাকিবে না, এমন নয়। এই রাজগণও (ইন্দ্রিয়গণও) যে ছিল না, এমন নয়, (রাজ শব্দে প্রকাশ, প্রাণের চঞ্চলতারূপ প্রকাশ অবস্থা হইতেই ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি; একারণ ইন্দ্রিয়গণকে রাজগণ বলা হইয়াছে); ইহার পরে অর্থাৎ দেহান্তে বা সাধনান্তে যে আমরা সকলে থাকিব না, এমনও নয়, (১৫শ অঃ ৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) ; যেহেতু যাহা রহিয়াছে, তাহার কিছুই লোপ পাইবে না। না। সাধনান্তে নর, নারায়ণ, ইন্দ্রিয় কিছুই লুপ্ত হইবে না এবং ইন্দ্রিয়বিহীন জড়পিণ্ডবৎও থাকিতে হইবে না; বরং নর-নারায়ণের মিলন হইয়া নারায়ণের আরও উজ্জ্বল রূপেরই প্রকাশ হইবে এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনিয়া নিজে তাহাদের বশে চলার হস্ত এড়াইয়া তাহাদিগকেই নিজ বশে চালিত করারূপ স্বাধীন অবস্থা লাভ হইবে।।১২

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।১৩

যথা দেহিনং অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ [অপি] তথা; তত্র ধীরঃ ন মুহ্যতি।।১৩

দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যুও সেইরূপ (অবস্থা-ভেদ মাত্র); অতএব জ্ঞানী তাহাতে মোহিত হন না।।১৩

তাৎপর্য্য।—দেহান্তর একটা অবস্থান্তর মাত্র; এই দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, মৃত্যুও সেইরূপ একটা অবস্থা মাত্র; অতএব ধীর ব্যক্তি তাহাতে (যোগ করিলে মরিয়া যাইব, এইরূপ অমূলক মৃত্যু ভয়ে) মোহিত হন না। যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন; সেই ধীর জ্ঞানী ব্যক্তির চক্ষে জন্ম মৃত্যু নাই। যেমন বায়ু হইতে জলবিম্বের উৎপত্তি হয় এবং সে বায়ু বাহির হইয়া গেলে, বিম্বের আকার নষ্ট হয়, কিন্তু যে জলে উহার উৎপত্তি, সেই জলের নাশ হয় না; তদ্রূপ দেহের নাশে দেহীর (আত্মার) নাশ হয় না। সুতরাং মৃত্যু-ভয় কোথায়? আত্মাকে প্রাপ্তিই প্রকৃত মৃত্যু, সে মৃত্যু হয় কয় জনের? দেহ সত্ত্বে বা দেহের অন্তে ক্রিয়ার পরাবস্থায় স্থিতি; ইহাই প্রকৃত মৃত্যু-পদবাচ্য; তদ্ব্যতীত দেহত্যাগ খাঁচা বদল মাত্র।।১৩

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।।১৪

হে কৌন্তেয়, মাত্রাস্পর্শাঃ (মীয়ন্তে বিষয়া আভিরিতি, মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শাঃ) বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ তু শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ; [তে] আগমাপায়িনঃ [অতএব] অনিত্যাঃ; হে ভারত, তান্ তিতিক্ষস্ব।।১৪

হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং তাহাদের সহিত ইন্দ্রিয়-বিষয়সকলের সংযোগই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখপ্রদ; সে সকল আগমাপায়ী (উৎপত্তি নাশবিশিষ্ট) অতএব অনিত্য; হে ভারত, সে সকল সহ্য কর অর্থাৎ হর্ষবিষাদাদির বশীভূত হইও না।।১৪

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয় অর্থাৎ কুন্তীপুত্র; কুন্তী = প্রাণশক্তি, তৎপুত্র অর্থাৎ অর্জ্জুনরূপ তেজস্তত্ত্ব, এই তেজঃ প্রাণেরই তেজঃ—শক্তি; এ কারণ প্রাণশক্তিরই পুত্র। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগই মাত্রাস্পর্শ এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে, আমি তাহাতে লিপ্ত নাই, ইহাই মাত্রাস্পর্শ-বর্জ্জিত অবস্থা; এ অবস্থায় সুখ-দুঃখ বোধ থাকে না; ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বিষয় সকলের সংযোগ শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখপ্রদ, —উৎপত্তি ও নাশবিশিষ্ট, অতএব অনিত্য; হে ভারত! (৩য় অঃ ২৫শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) সেসকল সহ্য কর; অনিত্য বিষয়ের জন্য শোক করিয়া হর্ষবিষাদাদির বশীভূত হইও না, অর্থাৎ যেখানে হর্ষ, সেইখানেই বিষাদ; শীতাদির পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মাদির পর পুনরায় শীত আসিয়া থাকে; এইরূপ ভোগ মাত্রই সুখদুঃখপ্রদ; ইন্দ্রিয়-জনিত বিষয়ের সুখ চির-সুখপ্রদ নয়; (ইন্দ্রিয় জয় অবস্থায় ইহা অপেক্ষা আরও উত্তম সুখ আছে), অতএব ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগ-লালসায় এই সকলের বশীভূত হইও না, এই সমুদয় সহ্য কর।। ১৪

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে।।১৫

হে পুরুষর্ষভ, এতে সমদুঃখসুখং ধীরং যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সঃ হি অমৃতত্বায় কল্পতে (অমরত্বং নিত্যানন্দঞ্চ লভতে ইত্যর্থঃ)।।১৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই সকল (মাত্রাস্পর্শ), সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর ব্যক্তিকে ব্যথা না দেয়, তিনি অমরত্ব এবং নিত্যানন্দ লাভ করেন।।১৫

তাৎপর্য্য।—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বকে পুরুষশ্রেষ্ঠ সম্বোধন করিতেছেন; দেহরূপ পুরে যিনি শয়ন করিয়া আছেন, তিনিই পুরুষ; তেজস্তত্ত্ব প্রাণেরই তেজঃ; অর্জ্জুনকে এ কারণ নরনারায়ণ বলে (৪র্থ অঃ ৩য় শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ইনিও দেহরূপ পুরে শয়ন করিয়া আছেন। এ কারণ বলিতেছেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই সকল মাত্রাস্পর্শ, সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর ব্যক্তিকে ব্যথা না দেয়, তিনি অমরত্ব ও

নিত্যানন্দ লাভ করেন। নিত্য—যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান অর্থাৎ আত্মা, তৎ আনন্দই—নিত্যানন্দ।।১৫

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।।১৬

অসতঃ ভাবঃ ন বিদ্যতে, সতঃ অভাবঃ ন বিদ্যতে; তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ।।১৬

অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ আত্মাতে সত্তা নাই; নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই; তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের অন্ত (পরিণাম) দেখিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মা নিত্য আর সমুদায় অনিত্য।।১৬

তাৎপর্য্য।—অনিত্য বস্তুর আত্মাতে সত্তা নাই; নিত্য অর্থাৎ যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান; একমাত্র আত্মাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান; এ কারণ তিনিই 'নিত্য' পদবাচ্য। অনিত্য বস্তুর আত্মাতে সত্তা না থাকায় কোন অস্তিত্বও নাই অর্থাৎ আজ আছে, কাল থাকিবে না। নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই; প্রাণই যখন নিত্য বস্তু, তখন সে বস্তুর বিনাশ কিরূপে হইতে পারে! কারণ 'শূন্য ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ শূন্য ধাতুর বিনাশ হইতেই পারে না এবং তাহার বিনাশ করেই বা কে? তিনি ছাড়া দ্বিতীয় একজন থাকিলে তবে ত? যখন এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি এবং 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ', তখন কে কাহার বিনাশ করে? অতএব নিত্য বস্তুর বিনাশ নাই এবং অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই; তত্ত্বদর্শিগণ এই উভয়ের পরিণাম দেখিয়াছেন অর্থাৎ আত্মা নিত্য, আর সমুদায় অনিত্য; যিনি এই আত্মতত্ত্ব দর্শন করিতেছেন, তিনিই তত্ত্বদর্শী।।১৬

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।।১৭

যেন ইদং সর্ব্বং ততং (ব্যাপ্তং), তৎ তু অবিনাশি বিদ্ধি; কশ্চিৎ অব্যয়স্য অস্য বিনাশং কর্ত্তুং ন অর্হতি।।১৭

যিনি [উৎপত্তিনাশশীল] এই সকল (দেহাদি) ব্যাপিয়া আছেন [আত্মস্বরূপ] তাঁহাকে অবিনাশী জানিও। কেহই সেই অব্যয়ের (উৎপত্তিনাশশূন্য আত্মার) বিনাশ করিতে পারে না।।১৭

তাৎপর্য্য।—যিনি উৎপত্তি ও নাশশীল এই সকল দেহাদিতে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, আত্মস্বরূপ তাঁহার বিনাশ নাই জানিও অর্থাৎ সেই সর্ব্বব্যাপকরূপী ব্রহ্মই সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, কেহই সেই উৎপত্তিনাশশূন্য আত্মাকে বিনাশ করিতে পারে না, অর্থাৎ যখন এক বই দুই নাই, তখন বিনাশ করিবে কে? তবে যে নাশ দেখা যায়, উহা কেবল উপাধির নাশ মাত্র। বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করিতে পারিলে, মনের লয় হয়, অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থাই মন; সেই প্রাণ স্থির হইলেই মনের লয়; তখন স্থির মন ব্যতীত অপর কিছুই থাকে না; অতএব তখন সকল উপাধিরই নাশ হইয়া যায়।।১৭

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত।।১৮

নিত্যস্য (সর্ব্বদৈকরূপস্য) অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য (ইন্দ্রিয়াণামতীতস্য) শরীরিণঃ (আত্মনঃ) ইমে দেহাঃ অন্তবন্তঃ (নশ্বরাঃ) উক্তাঃ; (হে) ভারত, তস্মাৎ যুধ্যস্ব।।১৮

নিত্য, অবিনাশী ও অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই দেহ সকল নশ্বর [বলিয়া] কথিত হয়, [অতএব] হে ভারত, যুদ্ধ কর।।১৮

তাৎপর্য্য।—এই দেহ সকল (মনুষ্যাদি সকল দেহই) নশ্বর বলিয়া কথিত হয়, অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে ; আজ আছে, কাল থাকিবে না। দেহ নশ্বর, কিন্তু দেহী (আত্মা) যিনি, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান নিত্যস্বরূপ্ ; সেই নিত্যস্বরূপ আত্মা অবিনাশী ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া কথিত হন ; যেহেতু তিনি শূন্য-স্বরূপ প্রাণরূপী, তাঁহার বিনাশ কিরূপে হইতে পারে? এ কারণ তাঁহার (প্রাণের) বিনাশ নাই ; অতএব হে ভারত, [সাধন-সমরে] ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ কর।।১৮

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি না হন্যতে।।১৯

যঃ এনং হন্তারং বেত্তি, যশ্চ এবং হতং মন্যতে, তৌ উভৌ না বিজানীতঃ; অয়ং ন হন্তি, ন হন্যতে।।১৯

যে ব্যক্তি ইহাকে (আত্মাকে) হন্তা মনে করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই জানে না ; [যেহেতু] ইনি হত্যাও করেন না, এবং হতও হন না।।১৯

তাৎপর্য্য।—আত্মা হন্তা কিরূপে হইবেন? যখন সেই শূন্যরূপী আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই নাই, তখন তিনি হত্যা করিবেন কাহাকে? বা হত হইবেন কিরূপে? যেহেতু তিনি অবিনাশী আত্মা; সুতরাং তিনি হত্যাও করেন না, হতও হন না;যে এই আত্মাকে হত মনে করে এবং যে ইহাকে হন্তা মনে করে তাহারা উভয়েই জানে না।।১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।২০

অয়ং কদাচিৎ ন জায়তে বা ম্রিয়তে, ভূত্বা বা ভূয়ঃ ন ভবিতা; অয়ম্ অজঃ নিত্যঃ শাশ্বতঃ পুরাণঃ; শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে।।২০

ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না; অথবা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হইবেন না। ইনি জন্মরহিত, নিত্য (হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য), শাশ্বত (অপক্ষয়শূন্য) এবং পুরাণ (পরিণামশূন্য); শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি বিনষ্ট হন না।।২০

তাৎপর্য্য।—এই আত্মা কখনও জন্মেন না, অর্থাৎ যখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ", তখন জন্মিবেন কোথায়? স্থান থাকিলে তো জন্মিবেন? তথাপি যে তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত জন্ম ও অলৌকিক কর্ম্ম উক্ত হইতেছে, উহা তাঁহার আত্মমায়া-বশতঃ প্রকাশের অবস্থা (৪র্থ অঃ ৬ষ্ঠ এবং ৯ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); যাঁহার জন্ম নাই, তাঁহার মৃত্যুও নাই; সুতরাং তিনি জন্মেনও না মরেনও না। আর তিনি সর্ব্বদা একরূপ অর্থাৎ জ্ঞানগম্য—তাঁহার যে এক পরম রূপ রহিয়াছে, যে রূপ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সেই এক বই দুই নাই; সেই রূপেই তিনি সকল সময়ই রহিয়াছেন, তাই সর্ব্বদা একরূপ; একারণ উৎপন্ন হওয়া বা পুনরায় উৎপত্তি, কিছুই তাঁহার নাই; যেহেতু তিনি উৎপত্তি ও নাশশূন্য। তিনি শাশ্বত এবং পরিণামশূন্য অর্থাৎ তাঁহার ক্ষয় নাই এবং উৎপত্তি না থাকায় পরিণাম-রূপ শেষও নাই। শরীর বিনষ্ট হইলেও প্রাণ বিনষ্ট হন না; যেমন ঘটের নাশে ঘটাকাশের নাশ হয় না, সেইরূপ দেহের নাশে আত্মার নাশ হয় না। তিনি অপক্ষয়শূন্য শাশ্বত পুরুষ। তবে যে যষ্ঠ অধ্যায় প্রভৃতি স্থানে স্থানে প্রাণের ক্ষয় ইত্যাদি কথার উল্লেখ আছে, তাহা কিরূপ—যেমন টাকা ভাঙান; টাকাটি যদি কোন মিতব্যয়ীর হস্তে পড়ে ত সে যেমন উহা যত্নপূর্ব্বক নিজ তহবিলে রাখিয়া দেয় এবং যদি কোনও অপব্যয়ীর হস্তে পড়ে, তাহা হইলে সে যেমন তাহা অগ্রেই ভাঙ্গাইয়া খরচ করিয়া ফেলে, সেইরূপ স্থানে স্থানে যে প্রাণের ক্ষয়কারী ইত্যাদির উল্লেখ আছে, তাহা ঐ অপব্যয়ীর টাকা ভাঙ্গানবৎ। যাঁহারা মিতব্যয়ীরূপ প্রকৃত সাধক, তাঁহারা শ্বাসের বহির্গতি-বৃদ্ধিরূপে প্রাণের ক্ষয় না করিয়া, প্রাণকর্ম্ম দ্বারা প্রাণের স্থিতি-সাধনে যত্নবান হন। কিন্তু যাহারা অপব্যয়ীরূপ অসাধক, তাহারা প্রাণের বহির্গতি-বৃদ্ধিরূপ অপব্যয় করিয়া প্রাণের ক্ষয় করিয়া থাকে। টাকা ভাঙ্গান অর্থে যেমন ভাঙ্গিয়া ফেলা বুঝায় না, তদ্রূপ প্রাণের ক্ষয় অর্থেও প্রাণের বিনাশ বুঝায় না; টাকা যেমন এক তহবিল হইতে অপর তহবিলে যাইয়া বা সরকারী তহবিলে গিয়া জমা হয়, তদ্রূপ এই প্রাণও দেহ হইতে দেহান্তরে বা সরকারী তহবিলরূপ মহাকাশে গিয়া অবস্থিত হন। তাঁহার সম্পূর্ণরূপে বিনাশরূপ ক্ষয় কেহই করিতে পারে না; একারণ তিনি অপক্ষয়শূন্য অর্থাৎ অক্ষয়-পদবাচ্য।।২০

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্।।২১

হে পার্থ, যঃ এনম্ অব্যয়ং (অক্ষয়ং) নিত্যম্ (সর্ব্বদৈকরূপম্) অবিনাশিনং বেদ, সঃ পুরুষঃ, কথং কং ঘাতয়তি কং [বা] হন্তি।।২১

হে পার্থ, যে ইহাকে (আত্মাকে) অজ, অব্যয় (ক্ষয়শূন্য), নিত্য (সর্ব্বদা একরূপ) এবং অবিনাশী বলিয়া জানা যাইতেছে, তিনি কিরূপে কাহাকে হনন করান, কাহাকেই বা হনন করেন?।।২১

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (এই অধ্যায়স্থ ৫৫শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), যে আত্মাকে জন্মরহিত, ক্ষয়শূন্য, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং বিনাশহীন বলিয়া জানা যাইতেছে সেই পুরুষ [দেহরূপ পুরে যিনি শয়ন করিয়া আছেন অর্থাৎ দেহমধ্যে যিনি শ্বাসের বিস্তাররূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই পুরুষ] কি প্রকারে কাহাকে হনন করান এবং কাহাকেই বা হত্যা করেন? অর্থাৎ এক বই যখন দুই নাই এবং সেই এক আত্মাও অবিনাশী, তখন হনন করেই বা কে? আর হত হয়ই বা কে?।।২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।২২

যথা নরঃ জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় অপরাণি নবানি গৃহ্ণাতি তথা দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি সংযাতি।।২২

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী (আত্মা) জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করেন।।২২

তাৎপর্য্য।—আত্মা উৎপত্তিহীন ও বিনাশরহিত; তাঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই; মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা বস্ত্র পরিবর্ত্তনের ন্যায় এক জীর্ণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করেন অর্থাৎ সাধারণের চক্ষে যাহা মৃত্যু বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহা বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের ন্যায় আত্মার একদেহ ত্যাগ করিয়া অপর নূতন দেহ ধারণ করা মাত্র।।২২

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।২৩

শস্ত্রাণি এনং ন ছিন্দন্তি, পাবকঃ (অগ্নিঃ) এনং ন দহতি, আপঃ (জলম্) এনং ন ক্লেদয়ন্তি, মারুতশ্চ (এনং) ন শোষয়তি।।২৩

শস্ত্রসকল ইঁহাকে (আত্মাকে) ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে পোড়াইতে পারে না, জল ইঁহাকে ভিজাইতে পারে না এবং বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।।২৩

তাৎপর্য্য।—"শূন্য ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ"; সেই শূন্যরূপীকে কেহ ছেদন করিতে, দগ্ধ করিতে, আর্দ্র বা শুষ্ক করিতে পারে না।।২৩

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ।।২৪

অয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অয়ম্ অক্লেদ্যঃ অশোষ্যশ্চ এব; অয়ং নিত্যঃ, সর্ব্বগতঃ স্থাণুঃ (স্থিরভাবঃ), অচলঃ (পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী), সনাতনঃ (অনাদিঃ) [চ] ।।২৪

ইনি অচ্ছেদ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিরভাব, সদা একরূপ এবং অনাদি।।২৪

তাৎপর্য্য।—[কেহই ইঁহাকে ছেদন, আর্দ্র, শুষ্ক বা দগ্ধ করিতে পারে না বলিয়া] এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্যঃ, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, অর্থাৎ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া নিত্য এবং ব্রহ্মময়রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, তাই সর্ব্বব্যাপী; ইনি স্থিরভাব অর্থাৎ সদাস্থির ব্রহ্মরূপী—প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত যে স্থির অবস্থা, ইনি সেই স্থিরভাব এবং সদা একরূপ, অর্থাৎ শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মময়রূপে সর্ব্বদাই একরূপ। ইনি অনাদি অর্থাৎ ইঁহার কোন আদি (গোড়া) নাই, যিনি আবহমানকাল ব্যাপী সর্ব্বদাই একরূপ, তাঁহার আবার গোড়াই বা কি, আর আগাই বা কি! আদিতে (আজ্ঞাচক্রে) শূন্যরূপে থাকিয়া আদি-রহিত—অনাদি।।২৪

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।।২৫

অয়ম্ অব্যক্তঃ (চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ) অয়ম্ অচিন্ত্যঃ (মনসোঽপিঅবিষয়ঃ) অয়ম্ অবিকার্য্যঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপি অবিষয়ঃ) উচ্যতে; তস্মাৎ এনম্ এবং বিদিত্বা অনুশোচিতুং ন অর্হসি।।২৫

এই আত্মা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অবিষয়; ইনি মনের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া কথিত হন; অতএব ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া অনুশোচনা করিও না।।২৫

তাৎপর্য্য।—অসংযত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি বা লাভ করা যায় না বলিয়া, ইনি ইন্দ্রিয়গণের অবিষয়; মুখে ব্যক্ত করাও সম্ভবপর নহে বলিয়া, ইনি অব্যক্ত; এবং বর্ত্তমান চঞ্চল মনেরও অগোচর। এই চঞ্চল মনের দ্বারা স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে উপলব্ধি বা তাঁহার চিন্তা হইতে পারে না। বর্ত্তমান চঞ্চল মনকে প্রাণ-কর্ম্মরূপ

সাধনদ্বারা স্থির করিতে পারিলে সেই স্থির চিত্তদ্বারা তবে উঁহাকে উপলব্ধি করা বা ইঁহার চিন্তারূপ ধ্যান করা হইতে পারে। এ কারণ ইনি বর্ত্তমান চঞ্চল মনের অগোচর বা অচিন্ত্য বিষয় বলা হইয়াছে। এই আত্মা কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর অর্থাৎ ইনি কোন কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধির বিষয় নহেন। অতএব ইঁহাকে এইরূপ জানিয়া শোক ত্যাগ কর।।২৫

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি।।২৬

অথ চ এনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মৃতঃ মন্যসে, হে মহাবাহো, তথাপি ত্বম্ এনং শোচিতুং ন অর্হসি।।২৬

আর যদি ইঁহাকে নিত্যজাত অথবা নিত্যমৃত মনে কর, হে মহাবাহো, তথাপি তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না।।২৬

তাৎপর্য্য।—আর যদি এই স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা নিত্য ধারাবাহিকরূপে জন্মিতেছেন বা মরিতেছেন মনে কর, তথাপি তুমি শোক করিতে পার না অর্থাৎ দেহ হইতে শ্বাস বহির্গত হইয়া যাওয়াকেই জীবভাবে মৃত্যু বলা যায় এবং শ্বাস পুনরায় প্রবেশ করাকেই জন্ম বলা যায়; সুতরাং প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত জন্ম-মৃত্যু প্রতিক্ষণেই হইতেছে, অতএব এইরূপ অবস্থায় আত্মাকে যদি নিত্যজাত বা নিত্যমৃত মনে কর, তাহা হইলেও তোমার শোক করা উচিত নহে।।২৬

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।২৭

হি (যতঃ) জাতস্য মৃত্যুঃ ধ্রুবং (অবশ্যম্ভাবী) মৃতস্য চ জন্ম ধ্রুবম্ (নিশ্চিতম্); তস্মাৎ অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবিনি) অর্থে (বিষয়ে) শোচিতুং ন অর্হসি।।২৭

যেহেতু জাতমাত্রের মৃত্যু এবং মৃতের জন্ম নিশ্চিত; অতএব তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিও না।।২৭

তাৎপর্য্য।—আত্মাকে নিত্যজাত বা নিত্যমৃত মনে করিলেও শোক করা উচিত নহে। যেহেতু জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মরিলেও জন্ম নিশ্চিত। অতএব তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিতে পার না; কারণ এই দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা,—মৃত্যুও সেইরূপ একটা অবস্থাভেদ মাত্র, শ্বাস গ্রহণটাকেই যদি জন্ম বলা হয়, তাহা হইলে গ্রহণ করিলেই ত্যাগও আছে এবং ত্যাগ করাটাকেই যদি মৃত্যু বলা যায়, তাহা হইলে ত্যাগের পর গ্রহণও আছে; সুতরাং ইহা অবশ্যম্ভাবী বিষয়। তবে যিনি জন্মরহিত অবস্থারূপ স্থিতিপদে অবস্থিত, তাঁহার পক্ষে ত্যাগ ও গ্রহণ

অবশ্যম্ভাবী না হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান জীবের সে স্থিতিরূপ অবস্থা কোথায়? জীব অহোরাত্রে ২১৬০০ বার শ্বাস-প্রশ্বাস টানা-ফেলারূপ ত্যাগ ও গ্রহণ করিতেছে; জীবদেহে এই ত্যাগ ও গ্রহণরূপে সৃষ্টি এবং খণ্ডপ্রলয় সর্ব্বদাই হইতেছে। স্থিতিটুকু জীবের উপলব্ধিই হইতেছে না। দেহ ত্যাগ করাকেই মহাপ্রলয় বলে এবং (শ্বাসত্যাগকে খণ্ডপ্রলয় ও শ্বাস গ্রহণকেই সৃষ্টি বলে, আর যেখানে ত্যাগ বা গ্রহণ কিছুই নাই—প্রাণের উর্দ্ধাধোগতি স্বতঃরহিত হইয়া স্থির সাম্যভাব, সেই স্থিরাবস্থাই স্থিতি-পদবাচ্য; এই স্থিতিকে জীবের উপলব্ধিরই অভাব) মহাপ্রলয় সময়ে অপানবায়ুর সহিত প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায় বলিয়া দেহে প্রাণের আর পুনঃপ্রবেশ হয় না; কিন্তু খণ্ডপ্রলয়ে অপানবায়ু দ্বারা প্রাণবায়ুর পুনঃপ্রবেশ হইয়া থাকে; এ কারণ খণ্ডপ্রলয়ে দেহ ত্যাগ হয় না। স্থিরপ্রাণের স্থিতিশক্তি দ্বারা চঞ্চল প্রাণ ও অপানাদি বায়ুসকলের যথাযথ নিয়মে কার্য্য হইতেছে এবং ঐ স্থিতিশক্তি দ্বারাই দেহরূপ ক্ষুদ্র জগৎ চালিত হইতেছে; কিন্তু জীবের উহাতে লক্ষ না থাকায় ঐ স্থিতিশক্তি যে কি, তাহা উপলব্ধিই হইতেছে না; এ কারণ জীব মধ্যাবস্থায় নানারূপ ভ্রমজালে জড়িত হইয়া সংসার-মরীচিকায় মুগ্ধতা বশতঃ রোগ, শোক প্রভৃতি নানা জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। এজন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিও না।।২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।২৮

হে ভারত, ভূতানি অব্যক্তাদীনি, ব্যক্তমধ্যানি [তথা] অব্যক্তনিধনানি এব, অত্র পরিদেবনা (শোক বিলাপঃ) কা?।।২৮

হে ভারত, ভূতসকল আদিতে অব্যক্ত (চক্ষুরাদির অগোচর) [কেবল] মধ্যে ব্যক্ত (প্রকাশিত) এবং নিধনেও অব্যক্ত। অতএব তাহাতে আবার শোক বিলাপ কি?।।২৮

তাৎপর্য্য।—হে ভারত! ভূত-সকলের আদিতে এবং অন্তে অব্যক্ত ভাব অর্থাৎ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে জীব অব্যক্ত আত্মভাবে অবস্থিত (যথা "গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে প'ড়ে খে'লাম মাটী") এবং অন্ত অবস্থায়ও ঐ অব্যক্ত ভাবেই অবস্থিত, অর্থাৎ দেহত্যাগের পর জীবাত্মা ঐ অব্যক্ত পরমাত্মাতেই গিয়া লয় পায় (যথা 'প্রসাদ বলে যা' ছিলি ভাই তাই হ'বি রে নিদেন কালে, জলের বিম্ব জলে উদয় জল হ'য়ে সে মিশায় জলে"); আদি-অন্ত দুয়েতেই অব্যক্ত ভাব, কেবল মধ্যে দেহে অবস্থান কালে প্রাণের চঞ্চলতারূপ ব্যক্ত ভাব বা ভূত ভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। জীবদেহেও আদি অন্তে অব্যক্ত ভাব রহিয়াছে, আদি অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র, সেখানে স্থিরাবস্থারূপ অব্যক্ত ভাব এবং অন্তেও (মূলাধারেও) ঐ স্থির অব্যক্ত

আত্মভাব। সে ভাব (অবস্থা) যে কিরূপ, তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না এবং উহা ভূতভাব নহে, আত্মভাব; সুতরাং আদি ও অন্তে ভূত-ভাবের প্রকাশ নাই; তাই আদি ও অন্তে (নিধনে) অব্যক্ত। ঐ যে অব্যক্ত আত্মভাব, উহা চক্ষুরাদির অগোচর, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহা উপলব্ধির বিষয় নহে। এই বর্ত্তমান চক্ষে উহা লক্ষিত হইবার নহে বলিয়া, বাহ্যদৃষ্টির অগোচর। কেবল মধ্যে চঞ্চল প্রাণরূপে ভূতভাবের প্রকাশ বা ব্যক্ত অবস্থা দেখা যাইতেছে। যেখানে চঞ্চলতা সেইখানেই 'আমি আমার', এই 'আমি আমার' যে অবস্থায় থাকে, তাহাই ভূতভাব বা ব্যক্তভাব; তদ্ব্যতীত সবই অব্যক্ত। জীবদেহে শ্বাসের যে উর্দ্ধাধোগতি হইতেছে, তাহার উর্দ্ধ হইতে অধঃ আসিবার মুখে মূলাধারে স্থিতি, আবার অধঃ হইতে উর্দ্ধে যাইবার মুখে আজ্ঞাচক্রে স্থিতি; এই উভয় স্থিতিতে জীবের লক্ষ পড়িতেছে না; এ জন্য ভ্রমজালে পড়িয়া মধ্যাবস্থার চঞ্চলভাব লক্ষিত হইতেছে [উক্ত আদি অন্তের স্থিতি যতক্ষণ উপলব্ধি না হইবে, ততক্ষণ চঞ্চলতার হস্ত হইতেও পরিত্রাণ নাই] নচেৎ জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে গেলে যাহার আদি-অন্ত স্থির, তাহার মধ্যাবস্থাও স্থির। অতএব এই মরীচিকাবৎ মধ্যাবস্থার চঞ্চল স্রোতে পড়িয়া অহংজ্ঞানে মুগ্ধতা বশতঃ বৃথা শোক বিলাপ কি জন্য? বরং শোক ত্যাগপূর্ব্বক আদি অন্তের ন্যায় মধ্যাবস্থাকেও ঐ অব্যক্ত স্থিরে পরিণত করিবার চেষ্টারূপ সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হওয়াই উচিত। মুক্তপুরুষগণ সর্ব্বদা ঐ অব্যক্ত স্থির অবস্থার প্রকাশ করিয়া জীবন্মৃতরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন।।২৮

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্
আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।।২৯

কশ্চিৎ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি, অন্যশ্চ এনম্ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, (পরন্তু) শ্রুত্বা অপি চ কশ্চিৎ এনং নৈব বেদ।।২৯

কেহ ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, সেইরূপ কেহ ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন; অন্য কেহ ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনেন; আর কেহ শুনিয়াও ইঁহাকে জানে না।।২৯

তাৎপর্য্য।—কেহ এই স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে আশ্চর্যৎবৎ দেখেন, কেহবা ঐ আত্মময় রূপ দর্শন করিয়া অন্যের নিকট উহা আশ্চর্য্যবৎ ব্যক্ত করেন; অন্য কেহবা তাহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনেন, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সেই স্থিরপ্রাণরূপ আত্মার রূপের বক্তৃতা করিলে অপর ব্যক্তিরা উহা মনোযোগপূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শ্রবণ করেন কেহবা তদ্‌বিষয় শুনিয়াও জানে না, অর্থাৎ বাহ্যচিন্তায় মগ্নতাহেতু স্থিরপ্রাণরূপ আত্মার

বিষয় শুনিয়াও জানে না; আর যাহা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখিয়া জানিবার বিষয়, তাহা শ্রবণ করিয়া জানাও সম্ভবপর নহে; কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতিরেকে তাহার রূপ বা নাম শ্রবণে তাহাকে জানা যায় না; এ কারণ কেহ শুনিয়াও জানে না।।২৯

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।।৩০

হে ভারত অবধ্যঃ অয়ং দেহী (আত্মা) নিত্যং সর্ব্বস্য দেহে [ভবতি]। তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি।।৩০

হে ভারত, অবধ্য এই আত্মা সর্ব্বদা সকলের দেহে আছেন; অতএব তুমি ভূত সকলের জন্য শোক করিও না।।৩০

তাৎপর্য্য।—ভূত সকলের আদিতে ও অন্তে অব্যক্তরূপী যে অবধ্য আত্মা, অর্থাৎ যাঁহার বিনাশ নাই এমন যে আত্মা, তিনি সর্ব্বদা সকল দেহেই প্রাণরূপে রহিয়াছেন। তাঁহার চঞ্চল অবস্থারূপ ভূতভাবের ব্যক্ত অবস্থাতেই জীব হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, তিনিই সকলের মূল; অতএব মধ্যাবস্থার ফেরে পড়িয়া ভূত সকলের জন্য শোক করিও না।।৩০

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।।৩১

অপিচ স্বধর্ম্মম্ অবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ন অর্হসি, হি (যতঃ) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য অন্যৎ শ্রেয়ঃ ন বিদ্যতে।।৩১

পরন্তু, স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া উচিৎ নহে; যেহেতু ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর কিছুই শ্রেয়ঃ নাই।।৩১

তাৎপর্য্য।—স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম; প্রাণই আত্মা, সেই প্রাণের কর্ম্মরূপ প্রাণায়ামাদিই আত্মধর্ম্মরূপ স্বধর্ম্ম, ("প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্যগোচরঃ") এই স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়াও যুদ্ধে কম্পিত হওয়া উচিৎ নহে। যেহেতু উক্ত প্রাণকর্ম্মরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। আর পুরাণমতে যাহা দ্বারা লোকস্থিতি হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম কহে; একমাত্র স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা ব্যতিরেকে অপর কিছু দ্বারা স্থিতিলাভ হয় না; গুরূপদেশে স্থিরপ্রাণের ক্রিয়া দ্বারা জীব স্থিতিলাভ করিয়া থাকে; এজন্য প্রাণকর্ম্মই ধর্ম্ম-পদবাচ্য। অভিধানমতে সৎসঙ্গকে ধর্ম্ম কহে; সৎ — আত্মা অর্থাৎ প্রাণ; প্রাণের উর্দ্ধাধোগতির সঙ্গকরারূপ কর্ম্মই সৎসঙ্গরূপ ধর্ম্ম; প্রাণকর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ। সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রাধান্য ভাবই

ক্ষত্রিয়ভাব; উক্ত ধর্ম্মযুদ্ধ দ্বারা রজোগুণের নাশ হইয়া সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে ব্রাহ্মণত্বের প্রকাশ হয়। (যেমন বিশ্বামিত্র আত্মকর্ম্ম দ্বারা রজোগুণের নাশ করিয়া ক্ষত্রিয় থেকেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ রজোগুণের নাশ করিয়া সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন); অতএব উক্ত ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই।।৩১

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।।৩২

হে পার্থ, যদৃচ্ছয়া উপপন্নম্ অপাবৃতম্ (মুক্তং) স্বর্গদ্বারম্ [ইব] ঈদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ লভন্তে চ।।৩২

হে পার্থ, আপনা হইতে উপস্থিত, মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় ঈদৃশ যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রিয়েরাই লাভ করিয়া থাকে।।৩২

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ! [পার্থ—পৃথা = কুন্তী + (ষ্ণ) অপত্যার্থে পৃথা = বিখ্যাত হওয়া], অর্থাৎ যিনি প্রাণশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া বিখ্যাত, তিনিই পার্থ; কুন্তী হইতেছেন প্রাণশক্তি এবং অর্জ্জুনরূপ তেজঃ (শক্তি) প্রাণেরই তেজঃ; অতএব অর্জ্জুনই প্রাণশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া তেজোরূপে বিখ্যাত; এজন্য অর্জ্জুনকে 'পার্থ' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এই প্রাণকর্ম্মরূপ যুদ্ধ আপনা হইতেই উপস্থিত; কারণ প্রাণের উর্দ্ধাধোগতিরূপ যে ক্রিয়া, তাহা আপনা আপনিই চলিতেছে এবং এই কার্য্য বিধিপূর্ব্বক করিলে স্বর্গদ্বার মুক্ত হইয়া থাকে, তাই বলিতেছেন, এইরূপ মুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় যুদ্ধ সুখী ক্ষত্রিয়েই লাভ করিয়া থাকে; যিনি সাধন-সমরে ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করেন (সত্ত্ব ও রজোগুণ-প্রধান), তিনিই ক্ষত্রিয়-ভাবাপন্ন সাধক, এইরূপ সুখী সাধকই (পূর্ব্ব-শ্লোকোক্তরূপ) ধর্ম্মযুদ্ধ লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ তমোগুণপ্রধান ও তামসিক প্রকৃতিযুক্ত লোকেরা এই ধর্ম্মযুদ্ধরূপ সাধনপথ লাভ করিতে পারে না।।৩২

অথচেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।৩৩

অথচেৎ (যদি) ত্বম্ ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি, ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা (ত্যক্ত্বা) পাপম্ অবাপ্স্যসি।।৩৩

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি ত্যাগ করায় পাপ প্রাপ্ত হইবে।।৩৩

তাৎপর্য্য।—স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম, কীর্ত্তি অর্থাৎ কূটস্থে থাকা; যদি এই প্রাণকর্ম্মরূপ যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে কূটস্থ ব্রহ্মে থাকা হইবে না, এবং অকীর্ত্তি

হেতু পাপী হইতে হইবে। কূটস্থে না থাকিলেই ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্তি হেতু মন অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং অধোগতি প্রাপ্ত হওয়াই পাপ।।৩৩

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে।।৩৪

অপিচ ভূতানি তে অব্যয়াম্ (অক্ষয়াম্) অকীর্ত্তিঞ্চ কথয়িষ্যন্তি; সম্ভাবিতস্য (বহুমতস্য) চ অকীর্ত্তিঃ মরণাৎ অতিরিচ্যতে।।৩৪

পরন্তু, লোকে তোমার অক্ষয় অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে; মানী ব্যক্তির অকীর্ত্তি মরণ অপেক্ষাও বেশী।।৩৪

তাৎপর্য্য।—অক্ষয় = যাহার ক্ষয় নাই অর্থাৎ আত্মা, সেই আত্মাকে [প্রাণের বহির্ম্মুখী গতিরূপে] ক্ষয় না করিয়া যিনি স্থিতি বৃদ্ধি করিয়া কূটস্থে থাকেন, সেই থাকার নামই অক্ষয় কীর্ত্তি এবং কূটস্থ ব্রহ্মে না থাকায় অক্ষয় অকীর্ত্তি; লোকে এই অকীর্ত্তি ঘোষণা করিলে মরণ অপেক্ষাও অধিক হয় (২০শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।।৩৪

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্।।৩৫

মহারথাশ্চ ত্বাং ভয়াৎ রণাৎ উপরতং (নিবৃত্তং) মংস্যন্তে (মন্যেরন্); যেষাং চ ত্বং বহুমতঃ (সম্মানিতঃ) ভূত্বা [অধুনা] লাঘবং (লঘুতাং) যাস্যসি।।৩৫

মহারথগণ তোমাকে ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে করিবেন; যাঁহাদের নিকট তুমি সম্মানিত ছিলে, এখন তাঁহাদের নিকট লঘু হইবে।।৩৫

তাৎপর্য্য।—সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এমন যে বীর সাধকরূপ মহারথগণ, তাঁহারা মনে করিবেন তুমি ইন্দ্রিয়দমন ভয়ে সাধন-সমররূপ যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেছ; যে সকল সাধকমণ্ডলী মধ্যে তুমিও একজন সাধক বলিয়া সম্মানিত ছিলে, এখন তাঁহাদের নিকট সাধনভ্রষ্ট বলিয়া অবজ্ঞাত হইবে।।৩৫

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্।।৩৬

তব অহিতাঃ (শত্রবঃ) তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ বহূন্ অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তি চ; ততঃ দুঃখতরং কিং নু।।৩৬

তোমার শত্রুরা (ইন্দ্রিয়গণ) তোমার সামর্থ্য নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য (বলিবার অযোগ্য) কথা বলিবে; তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখকর আর কী [থাকিতে পারে]?।।৩৬

তাৎপর্য্য।—তোমার বাহ্যশত্রুগণ এবং শত্রুরূপী ইন্দ্রিয়গণ ইহাই মনে করিয়া তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে যে, তুমি ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধে অপারগ হইলে; আরও যাহা কর্ণে শুনা যায় না এমন অনেক কটু-কাটব্য তোমার শত্রুগণ তোমাকে কহিবে, ইহা অপেক্ষা দুঃখকর আর কি আছে?।।৩৬

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।।৩৭

হতঃ বা স্বর্গং প্রাপ্স্যসি, জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে; তস্মাৎ হে কৌন্তেয়, যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ [সন্] উত্তিষ্ঠ।।৩৭

যদি হত হও, স্বর্গ ভোগ করিবে; যদি জয়ী হও, পৃথিবী ভোগ করিবে; অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও।।৩৭

তাৎপর্য্য।—এই সাধন-সমরে যদি হত হও, স্বর্গ ভোগ করিবে; অর্থাৎ সাধনে যদি 'আমিহারা' (অহংজ্ঞানরাহিত্য) ভাব প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে স্বর্গভোগ হইবে অর্থাৎ উর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে স্থিতিভোগ হইবে [আর যদ্যপি দেহত্যাগরূপ হত হও তাহা হইলেও বহু বৎসর ঐ স্বর্গসুখভোগ হইবে [৬ষ্ঠ অঃ ৪০শ হইতে ৪৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য]। যদি জয়লাভ কর, তাহা হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে, [পৃথিবী (ক্ষিতিতত্ত্ব) মূলাধার, এই মূলাধারগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি এবং জিহ্বাগ্রন্থি, সাধককে ভেদ করিতে হয়] অর্থাৎ মূলাধারগ্রন্থি ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনীর চৈতন্য করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে, ইহাই পৃথিবী ভোগ; এই অবস্থায় যাবতীয় ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়াও কোন জ্বালা নাই; যথার্থ অনাসক্তভাবে ভোগের ক্ষমতা এই অবস্থাতেই হয়। অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থিত হও, অর্থাৎ উৎ — উর্দ্ধে, স্থিত — স্থিতি, আজ্ঞাচক্ররূপ উর্দ্ধে স্থিতি লাভ কর।।৩৭

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।।৩৮

সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা, লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ [সমৌ কৃত্বা] ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব, এবং [সতি] পাপং ন অবাপ্স্যসি।।৩৮

সুখদুঃখ, লাভালাভ এবং জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও; তাহা হইলে পাপ প্রাপ্ত হইবে না।।৩৮

তাৎপর্য্য।—এই সাধন-সমরে যুদ্ধ করিয়া সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, সে সকল তোমার দেখিবার আবশ্যক নাই। (অর্থাৎ কর্ম্মফলের

দিকে লক্ষ্য করিও না)। সে সকল ভার তুমি গুরুকে ("আত্মা বৈ গুরুরেকঃ") অর্পণপূর্ব্বক সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করিয়া গুরূপদিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের ইচ্ছারূপ পাপ তোমায় স্পর্শ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে আসক্ত থাকিলেই পাপ, আর আসক্ত না থাকিলে পাপ নাই।।৩৮

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।৩৯

সাংখ্যে (আত্মতত্ত্বে) এষা বুদ্ধিঃ তে অভিহিতা; যোগে তু (কর্ম্মযোগে তু) ইমাং [বুদ্ধিং] শৃণু; হে পার্থ, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি।।৩৯

আত্মতত্ত্বে (আত্মজ্ঞান বিষয়ে) তোমাকে এই জ্ঞান কথিত হইল; কর্ম্মযোগে ইহা (যাহা বলিতেছি) শ্রবণ কর; হে পার্থ! যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধ ত্যাগ করিতে পারিবে।।৩৯

তাৎপর্য্য।—যাহা দ্বারা (যে কর্ম্মের সংখ্যা করিয়া) আপনার স্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা আপনাকে আপনি জানা যায়, তাহাই সাংখ্য—আত্মতত্ত্ব। এই আত্মতত্ত্ব বিষয়-জ্ঞান তোমাকে [এই অধ্যায়ে] বলা হইল। কর্ম্মযোগে [৩য় অধ্যায়ে] এই জ্ঞানের বিষয় বলিব; শ্রবণ কর; যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধ ত্যাগ করিতে পারিবে, অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের আসক্তিরূপ বন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে (৪র্থ অঃ ১৮শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); কর্ম্মে আসক্তিই বন্ধের কারণ; কর্ম্ম কখনও বন্ধন হইতে পারে না; কারণ (৩য় অঃ ১৫শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে) কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। সুতরাং কর্ম্ম বন্ধনের হেতু নহে। কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মের অতীতাবস্থার জ্ঞান (যে জ্ঞান দ্বারা বন্ধন-মুক্তি হয়) লাভ হইবার নহে; একারণ ৩য় অধ্যায়ে ঐ কর্ম্মযোগ-বিষয়ই বলিবেন। তাই বলিতেছেন, কর্ম্মযোগে আত্মজ্ঞান বিষয়ে বলিব শ্রবণ কর। যে বুদ্ধিযুক্ত হইলে কর্ম্মে আসক্তিরূপ বন্ধন ত্যাগ হইয়া থাকে, অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে জানাই জ্ঞান, ইহাতে যুক্ত হইতে পারিলে ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্মের বন্ধন থাকে না, সুতরাং ত্যাগরূপ অবস্থা সহজেই হইয়া থাকে।।৩৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।।৪০

ইহ (নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (প্রারম্ভস্য নাশঃ) নাস্তি, প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে, অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পম্ আপি [অনুষ্ঠিতং সৎ] মহতঃ ভয়াৎ ত্রায়তে।।৪০

এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রারম্ভের বিফলতা নাই; প্রত্যবায় (বিঘ্ন) নাই; এই ধর্ম্মের অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।।৪০

তাৎপর্য্য।—এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে আরম্ভের বিফলতা নাই অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম যাহা চলিতেছে, ইহাই নিষ্কামকর্ম্ম; কারণ ইহাতে কোনও কামনা নাই; যেহেতু ইহা আপনা আপনিই চলিতেছে; ইহার নূতন কিছু আরম্ভও নাই; কারণ ইহা স্বতঃই চলিতেছে; তবে গুরূপদেশে এই কর্ম্মে যাহার যখন প্রথম লক্ষ্য পড়ে, তাহার পক্ষে সেই নূতন আরম্ভ; এই আরম্ভের বিফলতা নাই; কেননা ইহাতে কিছু না কিছু আত্মানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে; আর ইহা আপনা আপনি চলিতেছে বলিয়া, কোন বিঘ্নকারকও নহে; বরং বিধিপূর্ব্বক করিতে পারিলে, এই কর্ম্মদ্বারা কোন প্রত্যবায় না হইয়া ইহার অল্পমাত্রও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে; মৃত্যুভয়ই হইতেছে মহাভয়; যাহার মৃত্যুতে ভয় নাই, তাহার কিছুতেই ভয় নাই; মৃত্যুরূপ অবস্থাটা যে কি, উহা যতদিন বিদিত হওয়া না যাইবে, ততদিন মৃত্যু ভয় নাই ইহা কেহই বলিতে পারিবেন না। যে সকল জীব সকাম কর্ম্মে আসক্ত, তাহাদের মৃত্যুভয় আরও অধিক; এই প্রাণকর্ম্মরূপ নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা মৃত্যুভয়কে এড়ান যায়। কারণ, একর্ম্মের অল্পমাত্রও বিধিপূর্ব্বক অভ্যাস করিলে, মৃত্যুকালের যে স্থিরাবস্থা, উহা জীবিতাবস্থাতেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে, এবং মৃত্যু যে কি (দেহান্তে কোথায় যাইতে হইবে, যাওয়াটা কি ব্যাপার), উহা উপলব্ধি করিয়া আপনাতে আপনি মগ্ন হইলে, সেই মৃত্যুরূপ কালেতে থাকিয়া কাল-ভয় রহিত হওয়া যায়। অতএব এই নিষ্কামকর্ম্মই মহাভয় হইতে ত্রাণ করে (৭২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৪০

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্।।৪১

হে কুরুনন্দন ইহা (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ একা; হি (কিন্তু) অব্যবসায়িনাং (কামিনাং) বুদ্ধয়ঃ বহুশাখাঃ অনন্তাশ্চ।।৪১

হে কুরুনন্দন, এই (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে; কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের (কামীদিগের) বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত।।৪১

তাৎপর্য্য।—হে কুরুনন্দন—[কুরু—চন্দ্রবংশীয় নৃপবিশেষ, এই বংশজ বলিয়া কুরুনন্দন সম্বোধন হইতেছে] অর্থাৎ ঈড়া নাড়ীতে প্রাণবায়ুর যে গতি হইতেছে, এই ঈড়া নাড়ীকেই চন্দ্রনাড়ী কহে; এবং উক্ত নাড়ীতে যে প্রাণের গতি হইতেছে, তেজস্তত্ত্ব সেই প্রাণেরই তেজঃ; সুতরাং এক হইতেই সব উৎপত্তি; একারণ একই বংশজাত; কেবল ভিন্ন ভিন্ন উপাধিমাত্র। এই কর্ম্মযোগে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই,

অর্থাৎ ফলকামনা ত্যাগ করিয়া দৃঢ়তার সহিত যাহারা এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এক আত্মাতেই থাকে; অর্থাৎ উহা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি কিন্তু অব্যবসায়ীরূপ কামীদিগের বুদ্ধি এক নহে; তাহাদের বুদ্ধি বহু শাখাযুক্ত অর্থাৎ যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষায় যুক্ত থাকিয়া এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই কামীদিগের বুদ্ধি সর্ব্বদা বহু শাখারূপ অনন্ত কামনায় যুক্ত।।৪১

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।।৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি।।৪৩
ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।৪৪

হে পার্থ, [যে] অবিপশ্চিতঃ (মূঢ়াঃ) বেদবাদরতাঃ অন্যৎ (অতঃপরম্ অন্যৎ ঈশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং) নাস্তি ইতিবাদিনঃ (অতএব) কামাত্মানঃ (কামনাকুলিতচিত্তাঃ) স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং যাম্ ইমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি, তয়া (পুষ্পিতয়া বাচা) অপহৃতচেতসাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং [তেষাং] ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে (সমাধিযোগ্যান ভবতি)।।৪২-৪৪।।

হে পার্থ, বেদের অর্থবাদে [বিতণ্ডা করিয়া] পরিতুষ্ট, "ইহা ব্যতীত ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাপ্ত আর কিছুই নাই" এইরূপ বাদী, কামাত্মা (যাহাদের মন সদা কামনাতেই যুক্ত), স্বর্গপরায়ণ যে মূঢ়গণ জন্ম-কর্ম্ম ফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনভূত [অগ্নি জ্বালিয়া যজ্ঞাদি] ক্রিয়াবিশেষবহুল এই যে পুষ্পিত (আপাততঃ রমণীয়) বাক্য (স্বর্গাদি ফলশ্রুতি) বলিয়া থাকে, সেই পুষ্পিত বাক্যে অপহৃতচিত্ত এবং ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত তাহাদের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমাধির যোগ্য নহে।।৪২-৪৪।।

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ। যাহারা কেবলমাত্র বেদের ভাষানুযায়ী অর্থবাদে তুষ্ট থাকে, সেই ব্যক্তিরা স্বর্গলোক, বিষ্ণুলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি প্রলোভন স্বরূপ সকাম নানাপ্রকার ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানে রত করায় এবং বলিয়া থাকে— ইহাই মুখ্যকর্ম্ম, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইরূপ আপাত-রমণীয় নানা প্রকার পুষ্পিত বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হয়, তাহারা সকামকর্ম্মে এবং ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া পড়ে; নিষ্কাম যে প্রাণকর্ম্ম তাহা একেবারে ভুলিয়া যায়। এমন কি ঐ আত্মকর্ম্মের কথাতেও ভয় পাইয়া থাকে। সেই সকাম ব্যক্তিদের যে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি, সে বুদ্ধি সমাধির যোগ্য নহে; অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম দ্বারা সমাধি হয় না; নিষ্কাম যে প্রাণকর্ম্ম, তাহার দ্বারাই

সমাধি হইয়া থাকে। গুরুর উপদেশ মত প্রথমে ১২টি উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা মনের একাগ্রতারূপ প্রত্যাহার হইয়া থাকে এবং সেই প্রত্যাহার বদ্ধমূল হইলে ধারণা হয়। ধারণা বদ্ধমূল হইলে ধ্যান এবং ঐ ধ্যান বদ্ধমূল হইলে সমাধি হয়। প্রথমে ১২টি উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা একাগ্রতা হইলে শব্দাদিবিষয় সমুদায়ের আসক্তি রহিত করিয়া যোগবিদ্ চিত্তকে অন্তর্ম্মুখ করিয়া (ক্রিয়ার পরাবস্থায় মনোনিবেশ করিয়া) প্রত্যাহারপরায়ণ হইবেন (শব্দদিষ্বনুরক্তানি নিগৃহ্যাক্ষাণি যোগবিৎ। কুর্য্যাচ্চিত্তানুকারীণি, প্রত্যাহারপরায়ণঃ।।)। পরে ১৪৪টি উত্তম প্রাণকর্ম্মে ধারণার অভ্যাস হয়; ধারণা অর্থাৎ স্থিরতা; চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে নিগৃহীত করিয়া আজ্ঞাচক্রে স্থিররূপে ধারণ করাই ধারণা। এই স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্থিরপ্রাণকে স্মরণে রাখার নামও ধারণা। পরে ১৭২৮ উত্তম প্রাণকর্ম্মে ধ্যানাবস্থা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা। বাহ্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিয়ত স্থিরপ্রাণরূপ ধ্যেয় বস্তুর চিন্তায় মগ্ন অবস্থাকেই ধ্যান কহে। তাহার পর ২০৭৩৬ (বিশ হাজার সাতশত ছত্রিশ) উত্তম প্রাণকর্ম্ম অবিচ্ছেদে করিলে সমাধি হইয়া থাকে। সমতাবস্থাই সমাধি; প্রাণকর্ম্ম দ্বারা প্রাণবায়ুর সাম্যাবস্থারূপ স্থিরভাব হইলে [ইহাই কর্ম্মের অতীতাবস্থা] কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্মে যুক্ত হওয়ারূপ সমাধি হইয়া থাকে (ইহা নিজ-বোধরূপ অবস্থা); এই সমাধি সকাম ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হয় না; যেহেতু তাহাদের বুদ্ধি বহু কামনাযুক্ত, তাহারা সেই কামনাতেই জড়িত হইয়া থাকে।।৪২-৪৪।।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।।৪৫

হে অর্জ্জুন, বেদাঃ ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (কর্ম্মফলসম্বন্ধ-প্রতিপাদকাঃ) [ত্বং] নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রৈগুণ্যরহিতঃ নিষ্কাম ইতি যাবৎ) নির্দ্বন্দ্বঃ (শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিতঃ) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্যং ব্রহ্মণি স্থিতঃ) নির্যোগক্ষেমঃ (অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ) আত্মবান্ (অপ্রমত্তঃ) ভব।।৪৫

হে অর্জ্জুন, বেদসকল [সকাম ব্যক্তিগণের] কর্ম্মফলপ্রতিপাদক; তুমি ত্রৈগুণ্যরহিত (নিষ্কাম) হও; শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিত হও; নিত্যশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত হও; অলব্ধবস্তু লাভ ও লব্ধবস্তু রক্ষায় যত্নশূন্য হও; অপ্রমত্ত অর্থাৎ অনাসক্ত হও।।৪৫

তাৎপর্য্য।—হে অর্জ্জুন, বেদসকল সকাম ব্যক্তিগণের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক; তুমি ত্রৈগুণ্যরহিত হও। অর্থাৎ বেদসকল তিন গুণযুক্ত; পিঙ্গলা—রজোগুণ, ঈড়া—তমোগুণ, সুষুম্না—সত্ত্বগুণ। এই তিন গুণই তিন বেদ; যথা—ঋচোরজোগুণাঃ সত্ত্বং

যজুষাঞ্চ গুণো মুনে। তমোগুণানি সামানি তমঃসত্ত্বমথর্ব্বসু। ঋক— রজোগুণ, যজুঃ— সত্ত্বগুণ, সাম—তমোগুণ, এবং অথর্ব্ব—সত্ত্ব ও তমোগুণ-মিশ্রিত। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন গুণের স্থানে বায়ু চালিত হইলে, গুণানুযায়ী সকাম কর্ম্মে ও গুণে জীব আসক্ত হইয়া থাকে এবং এই বায়ুর গতি স্থির-রূপে স্থিতি হইলে, আসক্তি-রহিত—অনাসক্ত ভাব হইয়া থাকে। কারণ, তখন গুণাতীত অবস্থায় গিয়া আত্মবান্ হওয়ায় অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ কূটস্থব্রহ্মে আত্মার স্থিতি হইয়া আত্মবান্ হওয়ায়, তখন স্বতঃই অনাসক্ত ভাব লাভ লইয়া থাকে। এইরূপ অনাসক্ত হইতে পারিলে, শীতোষ্ণাদি সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বও থাকে না; এ কারণ বলিতেছেন,—তুমি তিনগুণ-রহিত হও, নিত্য শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া আত্মবান্ হও। যে বস্তু লাভ হয় নাই (অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি), সেই অলব্ধ বস্তু লাভ করিয়া পার্থিব বস্তুরূপ লব্ধবস্তুতে যত্নশূন্য হও অর্থাৎ আসক্তিশূন্য হও ।।৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ।।৪৬

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে [সতি] উদপানে (ক্ষুদ্রজলাশয়ে) যাবান্ অর্থঃ, বিজানতঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠস্য) ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবান্ অর্থঃ। [ন প্রয়োজনমিতি ভাবঃ]।।৪৬

সকল স্থান জলে প্লাবিত হইয়া গেলে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে যতটুকু প্রয়োজন, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞের সমুদয় বেদে ততটুকু প্রয়োজন।।৪৬

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে যাঁহার নিষ্ঠা হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ; নিষ্ঠা অর্থাৎ নিঃশেষরূপে স্থিতি; ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়া যিনি স্থির হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' রূপ সকল স্থান জলে প্লাবিত দেখিতেছেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। এরূপ ব্যক্তির ত্রিগুণের অতীতস্থানে (দেহের ঊর্দ্ধস্থানে) স্থিরব্রহ্মে মনের স্থিতি হওয়ায় (তিনগুণ স্বরূপ সমগ্র বেদ তাঁহার পক্ষে ক্ষুদ্র জলাশয়বৎ) তিনগুণের স্থানরূপ বেদাদিতে তাঁহার নিষ্প্রয়োজন। বেদাদি শাস্ত্রও এরূপ ব্যক্তির নিষ্প্রয়োজনীয় বিষয় ; কারণ বেদ অর্থে জানা; বেদস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া (ন বেদং বেদ ইত্যাহর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্) তাঁহার আর তখন জানিবার কিছু বাকি থাকে না; তখন, তাঁহার ওষ্ঠের উপরেই সমস্ত বেদ; তাঁহার থুঁথিই তখন পুঁথিস্বরূপ। এই রূপ ব্যক্তিই যখন বেদ-রচনাকারী, তখন শাস্ত্রগত বেদে আর তাঁহার কি প্রয়োজন? এ কারণ উক্ত হইতেছে—সমস্ত স্থান জলে পূর্ণ হইয়া যাইলে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে যেমন দরকার হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞের হৃদয় বেদস্বরূপ ব্রহ্মে পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ায়, বেদাদি শাস্ত্রেও তাঁহার কোন প্রয়োজন হয় না।।৪৬

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি।।৪৭

কর্ম্মণি (নিষ্কামকর্ম্মণি) এব তে অধিকারঃ [অস্তু], কদাচন ফলেষু মা [অস্তু], কর্ম্মফলহেতুঃ (ফলার্থী) মা ভূঃ; অকর্ম্মণি (অপ্রশস্তে কর্ম্মণি সকামকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) তে সঙ্গঃ মা অস্তু।।৪৭

নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে যেন কদাচ না হয়। তুমি কর্ম্মফলহেতু (ফলার্থী) হইও না; সকাম কর্ম্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।।৪৭

তাৎপর্য্য।—অজপারূপ এই যে নিষ্কাম প্রাণকর্ম্ম, এই কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক; এই কর্ম্ম করিয়া কি ফল পাইব, তাহা ভাবিও না অর্থাৎ কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষী হইও না। সকাম কর্ম্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম হইয়া থাকে, সে সকল কর্ম্মমাত্রই একটা না একটা কামনাযুক্ত,—উহাই সকাম কর্ম্ম; আর অজপারূপ প্রাণকর্ম্ম যাহা চলিয়াছে, ইহাতে কোনও কামনা নাই। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। এই কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক। এই প্রাণকর্ম্ম গুরূপদেশ অনুসারে বিধিপূর্ব্বক করিতে তুমি সক্ষম হও।।৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।৪৮

হে ধনঞ্জয়, সঙ্গং (ইন্দ্রিয়সঙ্গং) ত্যক্ত্বা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা যোগস্থঃ (অহংমেত্যভিনিবেশশূন্যঃ) [সন্] কর্ম্মাণি কুরু; সমত্বং যোগঃ উচ্যতে।।৪৮

হে ধনঞ্জয়, ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া, যোগে ('আমি' 'আমার' ইত্যাকার বোধ রহিত অবস্থায়) অবস্থিত হইয়া কর্ম্ম কর; সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়।।৪৮

তাৎপর্য্য।—হে ধনঞ্জয়, (১ম অঃ ২৩শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে ধনঞ্জয় শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য। তুমি যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, যোগস্থ—যোগে অবস্থিত। যোগ অর্থাৎ মিলন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ" চিৎ—আত্মা, তদ্বৃত্তি অর্থাৎ প্রাণের গতি। এই গতির নিরোধাবস্থাই স্থিরাবস্থারূপ যোগ। অর্থাৎ প্রাণাপানের গতিরূপ চিত্তের বৃত্তি স্বতঃ নিবৃত্ত হইয়া আত্মা পরমাত্মার মিলনরূপ স্থিতির অবস্থাই যোগ। এ অবস্থায় 'আমি আমার' বোধ থাকে না; এই অহংজ্ঞানরহিত স্থির সাম্যাবস্থারূপ সমত্বই যোগ বলিয়া উক্ত হয়। তুমি ঐ যোগাবস্থা লাভ করিয়া এবং ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া [ঐ অবস্থায় স্বতঃই ইন্দ্রিয়-সঙ্গরহিত ভাব হইয়া থাকে] সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমতাভাবাপন্ন হইয়া অর্থাৎ সিদ্ধি হউক বা না হউক, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া কর্ম্ম করিয়া চল।।৪৮

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।।৪৯

হে ধনঞ্জয়, হি (যস্মাৎ) বুদ্ধিযোগাৎ (জ্ঞানযোগাৎ) কর্ম্ম (কাম্যং কর্ম্ম) দূরেণ অবরম্ (অত্যন্তম্ অপকৃষ্টম্) [অতএব] বুদ্ধৌ (জ্ঞানে) শরণম্ (আশ্রয়ং কর্ম্মযোগেন ইতি শেষঃ) অন্বিচ্ছ (অনুতিষ্ঠ); ফলহেতবঃ (সকামাঃ মানবা)) কৃপণাঃ (দীনাঃ অতীব নিকৃষ্টাঃ ইত্যর্থঃ)।।৪৯

হে ধনঞ্জয়, জ্ঞানযোগ অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম অত্যন্ত অপকৃষ্ট; অতএব তুমি [কর্ম্মযোগ দ্বারা] সেই জ্ঞান আশ্রয় কর, ফলকামী মানবেরা কৃপণ অর্থাৎ হেয়।।৪৯

তাৎপর্য্য।—হে ধনঞ্জয়, কামনাপূর্ণ যে কর্ম্ম, তাহা জ্ঞানযোগ অপেক্ষা হেয়; জ্ঞান অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানারূপ আত্মজ্ঞান; যোগ অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকোক্তরূপ স্থির সাম্যাবস্থা; কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থাতেই স্থির সাম্যভাব হইয়া আত্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব কর্ম্মের অতীতাবস্থাই জ্ঞানযোগের অবস্থা; উক্ত আত্মজ্ঞান তুমি কর্ম্মযোগ দ্বারা আশ্রয় কর; কৃপণ ব্যক্তিরাই তেজারতি ব্যবসার ন্যায় ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করে,—এ কারণ তাহারা হেয়।।৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্‌যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্।।৫০

বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ব্রহ্মণি ইতি শেষঃ) ইহ (ইহৈব জন্মনি) উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে জহাতি (ত্যজতি); তস্মাৎ যোগায় (কর্ম্মযোগায়) যুজ্যস্ব; সুকৌশলম [যৎ] কর্ম্ম [তদেব] যোগঃ।।৫০

বুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মে যুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুকৃত ও দুষ্কৃত (পুণ্য ও পাপ) উভয়ই ত্যাগ করেন, অতএব তুমি [বুদ্ধির অনুকূল] কর্ম্মযোগে নিযুক্ত হও। যোগকর্ম্মই সুকৌশল।।৫০

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি অনায়াসে আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিরূপ যুক্তবুদ্ধিদ্বারা পরমাত্মারূপ ব্রহ্মে যুক্ত, তিনি এই জন্মেই সুকৃতদুষ্কৃতরূপ পাপ ও পুণ্য অনায়াসেই ত্যাগ করিতে সক্ষম হন অর্থাৎ ইচ্ছা অনিচ্ছা দু'য়েরই অতীতাবস্থা লাভ করেন; অতএব তুমি আত্মবুদ্ধির অনুকূল কর্ম্মযোগে নিযুক্ত হও; যোগক্রিয়া অতি সুকৌশল, অর্থাৎ ১৮শ শ্লোকোক্ত অহংজ্ঞানরহিত,আত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপ যে যোগাবস্থা, সেই যোগের যে কর্ম্ম, অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম, তাহা অতি সহজ-সাধ্যরূপ সুকৌশল। সাধারণে বলিয়া থাকে, যোগকর্ম্ম বড় দুঃসাধ্য কর্ম্ম; যোগ করিলে লোক মরিয়া যায় ইত্যাদি, তাই এখানে ভগবান্ নিজে বলিতেছেন, "যোগকর্ম্ম অতি সুকৌশল"।।৫০

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্।।৫১

বুদ্ধিযুক্তা মনীষিণঃ (পণ্ডিতাঃ) হি (নিশ্চীতং) কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধ-বিনির্মুক্তাঃ [সন্তঃ] অনাময়ং (সর্ব্বোপদ্রবরহিতং) পদং (মোক্ষপদং) গচ্ছন্তি।।৫১

বুদ্ধিযুক্ত পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই কর্ম্মজফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।।৫১

তাৎপর্য্য।—আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিযুক্ত যে পণ্ডিতগণ, ["পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ"] অর্থাৎ সর্ব্বঘটেই আত্মা দেখিতেছেন এমন যে পণ্ডিতগণ, তাঁহারা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় যুক্তবুদ্ধিশালী; ইঁহারা কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া, ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া [ইচ্ছারহিত অবস্থাই ত্যাগের অবস্থা] জন্মরূপ বন্ধন মুক্ত হন এবং 'আমি আমার' রহিত অবস্থারূপ সর্ব্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।।৫১

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।।৫২

যদা তে বুদ্ধিঃ মোহকলিলং (দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনদুর্গং) ব্যতীতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ [অর্থস্য] নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি (প্রাপ্স্যসি)।।৫২

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহন দুর্গ পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুতার্থের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে।।৫২

তাৎপর্য্য।—'আমি আমার' বোধের নামই মোহ; এই মোহরূপ দুর্গে জীব আবদ্ধ; জীবের যখন 'আমি আমার' বোধ (অহংজ্ঞান) তিরোহিত হইবে, তখন শব্দবোধ বিষয়ীভূত শ্রবণীয় সকলের বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। বৈরাগ্য অর্থাৎ বীতরাগ অর্থাৎ—আসক্তিশূন্য অবস্থা; অর্থাৎ কোন শ্রবণীয় বিষয় শুনিয়া তৃপ্তি বোধ করিবার যে আসক্তি, তাহা তোমার থাকিবে না।।৫২

শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।৫৩

যদা শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না (শ্রুতিভিঃ ওঁকারধ্বনিশ্রবণৈঃ বিশেষেণ প্রতিপন্না নিশ্চিতা) তে (তব) বুদ্ধিঃ সমাধৌ (সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্ ইতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ তস্মিন্) নিশ্চলা (বিষয়ান্তরৈ অনাকৃষ্টা) [অতএব] অচলা (অভ্যাসপটুত্বেন তত্রৈব স্থিরা) স্থাস্যতি তদা যোগম্ অবাপ্স্যসি।।৫৩

যখন ওঁকারধ্বনি শ্রবণে তোমার বুদ্ধি অবিচলিত হইয়া পরমেশ্বরে নিশ্চল ও অভ্যাসপটুতা বশতঃ স্থির থাকিবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে।।৫৩

তাৎপর্য্য।—প্রাণাপানের গতি স্থির হইয়া স্থিতিরূপ অবস্থা হইলে, ওঁকারধ্বনি শ্রবণ হইয়া থাকে; সেই ধ্বনি শ্রবণে তোমার বুদ্ধি তখন চঞ্চলতা-রহিত নিশ্চল ও অবিচলিত হইয়া পরমেশ্বরে অভ্যাসপটুতা বশতঃ স্থির থাকিবে (বর্ত্তমান প্রাণ যাহা অজপারূপে চলিতেছে, এই প্রাণই ঈশ্বর এবং এই চঞ্চল প্রাণের অতীতাবস্থারূপ স্থিরাবস্থা যাহা, তাহাই পরমেশ্বর); সেই স্থিরাবস্থায় তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে যে যোগের অভ্যাস বর্ণিত আছে, সেইরূপ অভ্যাস দ্বারা যখন তুমি কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থির থাকিতে সমর্থ হইবে, তখন [তোমার অভ্যাস সফল হইয়া] চিত্তের বৃত্তিরহিত স্থির সাম্যাবস্থারূপ যোগ প্রাপ্ত হইবে।।৫৩

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্।।৫৪

অর্জ্জুন উবাচ। হে কেশব সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্বাভাবিকযোগস্থিতস্য স্থিরবুদ্ধেঃ) কা ভাষা (কিং লক্ষণম্)? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) কিং প্রভাষেত? কিম্ আসীত? কিং ব্রজেত?।।৫৪

অর্জ্জুন কহিলেন। হে কেশব, যোগে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিতধী ব্যক্তি কি কহেন? [তিনি] কিরূপ থাকেন? কিরূপ চলেন?।।৫৪

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন অর্থাৎ শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বরূপী জীবভাব কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইতেছে। হে কেশব,—ক—ব্রহ্মা অর্থাৎ রজোগুণ, অ—বিষ্ণু অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, ঈশ—শিব অর্থাৎ তমোগুণ, ব—গমনার্থ বা ধাতুজ্ঞ; সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয়রূপ দেবতা ("ত্রয়ো দেবা স্ত্রয়ো গুণা") যাঁহার অধীনে রহিয়াছে (এবং অজপারূপ গমনাগমন করিতেছে) তিনিই কেশব, অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য; অথবা যিনি কেশী নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনিই কেশব। কেশী—দৈত্যবিশেষ; কংসরাজ এই দৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণের বিনাশজন্য ব্রজধামে প্রেরণ করেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই কেশী হত হয়, (যস্মাত্ত্বয়া হতঃ কেশী তস্মান্মচ্ছাসনং শৃণু। কেশবো নাম নাম্না ত্বং খ্যাতো লোকে ভবিষ্যসি") এই হেতু শ্রীকৃষ্ণকে কেশব বা কেশিসূদন বলে। কংশ—(কম্=বাঞ্ছা করা + শ, স, সংজ্ঞার্থে) অর্থাৎ বাঞ্ছারূপ কামনা হইতেছে কংশ; এই কামনাই সাধকের সাধন-পথের ঘোর বিঘ্নকারী। কামনারূপ কংশ স্থির করিল যে কূটস্থ চৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণকে যদি কেশী দ্বারা নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে কামনার আর আশঙ্কার বিষয় থাকে না। কেশী অর্থাৎ বিষয়-পিপাসারূপ তৃষ্ণা; এই পিপাসা থাকিতে কামনার বিনাশ হইতে পারে না; একারণ কামনা যাহাতে বজায় থাকে, সেই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিনাশার্থ ঐ কেশীকেই ব্রজধামে প্রেরণ করা হয়। তথায় তৃষ্ণারূপী অসুর কেশী অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক মুখ ব্যাদান করিলে, শ্রীকৃষ্ণ বাহুদ্বারা উহার মুখমধ্যের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিরোধ করিয়া, উহাকে বিনাশ করেন; অশ্ব শব্দের অর্থ—অশ্—ব্যাপা, অর্থাৎ বেগগামিত্ব হেতু বহু ভূভাগ ব্যাপিতে পারে। বিষয়-বাসনারূপ তৃষ্ণাই বহু ভূভাগ ব্যাপিতে পারে, এবং একমাত্র কূটস্থ চৈতন্য কর্ত্তৃক ইহার নিবারণ হইতে পারে; একারণ ভগবান্ বাহুদ্বারা কেশীর মুখমধ্যের শ্বাস রোধ করিয়া তাহার বধ সাধন কর্ম্ম যাহা দেখাইয়াছেন ইহাতে জীবকে তৃষ্ণা-নিরাবণের উপায় দেখাইয়াছেন; ঐ কেশী যদি প্রকৃত ঘোড়া হইত, তাহা হইলে উহার বধ-ক্রিয়া ওরূপ ভাবে দেখান হইত না, অস্ত্রাদি দ্বারাই ঘোড়ার বধ-ক্রিয়া সম্ভবপর। বাহুদ্বারা মুখমধ্যের শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া বিনাশের তাৎপর্য্য এই যে, কূটস্থ চৈতন্য হইতেছেন স্থির বায়ু; এই স্থির বায়ুবীশক্তি দ্বারাই শ্বাস-প্রশ্বাসের বহন-ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে; বাহু অর্থে বহ—বহন করা, যে শক্তি দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের বহন হইতেছে, সেই শক্তিই বায়ু অর্থাৎ স্থির শক্তি; এই শক্তিরূপ বাহু দ্বারা ভগবান্ বিষয়-পিপাসারূপ তৃষ্ণার বিনাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মের দ্বারা কণ্ঠে বায়ু স্থির হইলে, শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বতঃ রোধ হইয়া (স্থির হইয়া) তৃষ্ণার তিরোভাব হইয়া থাকে। এইরূপে স্থির প্রাণরূপ কূটস্থ-চৈতন্য কর্ত্তৃক তৃষ্ণারূপী কেশীর বিনাশ হয় বলিয়া, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কেশব সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে কেশব! সমাধিযোগে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কি? স্থিতধী ব্যক্তি কি কহেন? তিনি কিরূপ থাকেন? কিরূপ ভাবে চলেন? অর্থাৎ ব্রহ্মে যুক্ত হওয়ার নামই সমাধি; বিশ হাজার সাতশত ছত্রিশটি উত্তম প্রাণকর্ম্ম অবিচ্ছেদে করিলে ক্রিয়ার পরাবস্থায় ব্রহ্মে যুক্ত হওয়ারূপ সমাধি হইয়া থাকে। অহংজ্ঞান তিরোহিত হইয়া বায়ু-স্থিররূপ সমতাবস্থাই সমাধি এবং অহংজ্ঞানরহিতভাব ও প্রাণাপানের গতি স্বতঃ স্থির হইয়া আত্মা ও পরমাত্মার মিলন-ভাবই যোগ; এইরূপ সমাধি যোগে অবস্থিত ব্যক্তির লক্ষণাদি অর্জ্জুন জানিতে চাহিয়াছেন।।৫৪

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।৫৫

শ্রীভগবান উবাচ। হে পার্থ, আত্মনি এব (পরমানন্দরূপে) আত্মনা (স্বয়মেব) তুষ্টঃ [যোগী] যদা মনোগতান্ সর্ব্বান্ কামান্ প্রজহাতি (আত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ ত্যজতি ইত্যর্থঃ) তদা [সঃ] স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে।।৫৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ, [পরমানন্দরূপ] আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া যখন [যোগী] মনোগত সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন।।৫৫

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কূটস্থ-চৈতন্যকর্ত্তৃক প্রকাশ হইতেছে, হে পার্থ (প্রাণশক্তি-কর্ত্তৃক উৎপন্ন হইয়া তেজস্তত্ত্বরূপে যিনি বিখ্যাত, সেই অর্জ্জুনই পার্থ-শব্দবাচ্য); আপনাতে আপনি সন্তোষরূপ আত্মানন্দে মগ্ন হইয়া যোগী যখন কামনাসকল পরিত্যাগ করেন, সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে, অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ পরমাত্মায় মনের স্থিতি হওয়ায় যাঁহার প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞান (আপনাকে আপনি জানারূপ আত্মজ্ঞান) জন্মিয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন।।৫৫

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।৫৬

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ মুনিঃ স্থিতধীঃ উচ্যতে।।৫৬

দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ ভয় ও ক্রোধশূন্য মুনিকে স্থিতধী বলে।।৫৬

তাৎপর্য্য।—মুনি—যাহার মন ব্রহ্মে সম্যক্‌প্রকারে (সম্পূর্ণরূপে) **লীন হইয়াছে** ("ন মনির্দুগ্ধবালকঃ", "মুনি-সংলীন-মানসঃ") অর্থাৎ আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া যাঁহার কথা কহিবার ইচ্ছা নাই, তিনিই মুনি-পদবাচ্য। এইরূপ মুনির চিত্ত দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না, অর্থাৎ চিৎ শব্দে আত্মা—প্রাণ, মুনিব্যক্তির প্রাণের গতি সর্ব্বদাই স্থির; এজন্য তিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন (অচঞ্চল) এবং সুখে স্পৃহা বোধ করেন না; কারণ তাঁহার সুখে ও দুঃখে সমজ্ঞান হইয়াছে; অনুরাগশূন্য অর্থাৎ আসক্তিশূন্য এবং ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অবস্থাপন্ন মুনিকে স্থিতধী বলে।।৫৬

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৭

যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহ (স্নেহশূন্যঃ) তত্তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য ন অভিনন্দতি, ন দ্বেষ্টি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৭

যিনি সকল বিষয়েই মমতাশূন্য এবং সেই সেই শুভাশুভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত বা বিষাদিত হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।।৫৭

তাৎপর্য্য।—যিনি কোন বিষয়েই স্নেহরূপ আসক্তিযুক্ত নহেন, অর্থাৎ সকল বিষয়েই মমতাশূন্যরূপ আসক্তি রহিত এবং কোন বিষয়েরই শুভাশুভ প্রাপ্তিতে আনন্দিত

বা বিষাদিত হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহার যে প্রকৃষ্টরূপ যুক্তবুদ্ধি, তাহা ব্রহ্মে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। উৎ-ঊর্দ্ধে, স্বর্গ-আজ্ঞাচক্র, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হওয়ায় বুদ্ধির লয় হইয়াছে।।৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৫৮

যদাচ অয়ং (যোগী) কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব (কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈব অঙ্গানি আকর্ষতি তদ্বৎ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ সংহরতে, [তদা] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠাতা।।৫৮

যখন ইনি কচ্ছপাঙ্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়বিষয় সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা প্রত্যাহৃত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।।৫৮

তাৎপর্য্য।—কচ্ছপ যেমন নিজ অঙ্গের হস্ত পদ ও চক্ষু কর্ণাদি অনায়াসে বাহির মুখ হইতে আকর্ষণ করিয়া শরীর-মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখে (দেখিলে বোধ হয় যেন খোলাখানা মাত্র পড়িয়া আছে), এইরূপে কচ্ছপের ন্যায় আপন ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়বিষয় সকল হইতে সর্ব্বদা [কর্ম্মের অতীতাবস্থায় থাকিয়া] যিনি প্রত্যাহৃত করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ বর্তমান প্রাণকর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্মে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হয়।।৫৮

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।।৫৯

[ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণম্ আহারঃ] নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়গ্রহণনম অকুর্ব্বতঃ) দেহিনঃ (দেহাভিমানিনঃ) (অজ্ঞস্য) বিষয়া (তদনুভবাঃ) রসবর্জ্জম (রসঃ রাগঃ অভিলাষস্তদ্বর্জ্জং) বিনিবর্ত্তন্তে (অভিলাষস্তু ন নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ) অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞস্য) রসঃ (রাগঃ), অপি পরং (পরমাত্মানং) দৃষ্ট্বা [স্বতঃ] নিবর্ত্ততে।।৫৯

ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে না এমন দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ানুভব নিবৃত্তি পায়, কিন্তু ভোগাভিলাষ নিবৃত্তি পায় না (বিষয়ে আসক্তি থাকে); পরন্তু পরমাত্মাকে দেখিয়া ইঁহার (স্থিতপ্রজ্ঞের) অভিলাষ স্বতঃ নিবৃত্তি পায়।।৫৯

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করে না এমন যে অজ্ঞান ব্যক্তি, অর্থাৎ চক্ষু আছে, দৃষ্টিশক্তি আছে, দর্শনের ইচ্ছাও আছে; কিন্তু জোর করিয়া দৃষ্টি-শক্তিকে দমন পূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন ভাব দেখাইয়া থাকে (অথচ মনে মনে দর্শন-ইচ্ছা বলবতী); কথা কহিবার ইচ্ছা আছে অথচ বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া মৌনভাব দেখাইয়া থাকে

এবং লেখনী দ্বারা বাক্যালাপ ও বাক্যের উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া থাকে; কিন্তু মনে মনে অভিমান করিয়া থাকে যে আমি মৌনী, সাধু ইত্যাদি; এইরূপ যে দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করাতে বিষয়ানুভব নিবৃত্তি পায় বটে কিন্তু ভোগাভিলাষ নিবৃত্তি পায় না, অর্থাৎ দর্শনাদি জোর করিয়া বন্ধ রাখিলেও ঐ সকলের অভিলাষ নিবৃত্তি পায় না (মনে মনে বলবানই থাকে)। কারণ, প্রকৃত যে মৌনী তাহার কথা কহিবার ইচ্ছাই থাকে না এবং জিহ্বার স্পন্দন রহিত হওয়ায় মনে মনেও বাক্যালাপের কার্য্য থাকে না। আত্মজ্যোতিঃ দর্শনে, ওঁকারধ্বনি শ্রবণে মন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকায় স্বতঃই বাহ্য দর্শন শ্রবণাদির ইচ্ছা থাকে না। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরও এইরূপ অবস্থা। পরন্তু পরমাত্মাকে দেখিয়া তাঁহার সকল অভিলাষ আপনা আপনি নিবৃত্তি পায়, জোর করিয়া নিবৃত্তি করিতে হয় না। কর্ম্মের অতীতাবস্থায় আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার অভিলাষ সকল স্বতঃই নিবৃত্তি পাইয়া থাকে।।৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ।।৬০

হে কৌন্তেয়, যততঃ (মোক্ষে প্রযতমনসঃ) অপি, বিপশ্চিতঃ (জ্ঞানিনঃ) পুরুষস্য, প্রমথীনি (প্রক্ষোভকাণি, প্রমথনশীলানি) ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং (বলাৎ) মনঃ হরন্তি।।৬০

হে কৌন্তেয়, প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ মোক্ষে যত্নশীল জ্ঞানী পুরুষেরও মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে।।৬০

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্রিয়সংযম-ব্যতিরেকে শুধু জোর করিয়া ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিলে কিছুই হয় না। কারণ প্রকৃষ্টরূপ মথনকারী যে ইন্দ্রিয়গণ, তাহারা মোক্ষে প্রযত্নশীল (ব্রহ্মমার্গে যাইবার জন্য যত্নশীল) জ্ঞানী পুরুষের মনকেও বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া মোক্ষমার্গ রোধ করিয়া থাকে।।৬০

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬১

যুক্তঃ (যোগী) তানি সর্ব্বাণি (ইন্দ্রিয়াণি) সংযম্য মৎপরঃ (আত্মপরায়ণঃ) [সন্] আসীত; হি (যতঃ) যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে (বশবর্ত্তীনি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬১

যোগী সেই ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আত্মপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন; যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত থাকে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। [কিমাসীত এই প্রশ্নের উত্তর]।।৬১

তাৎপর্য্য।—যোগী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া এবং আত্মকর্ম্মের অতীতাবস্থা লাভে আত্মপরায়ণ হইয়া আপনাতে আপনি মগ্ন থাকেন। ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত, তাঁহার প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্টরূপ যুক্তবুদ্ধি) ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত (উৎসর্গীকৃত) হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইয়াছে।।৬১

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।৬২

বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ (চিন্তয়তঃ) পুংসঃ তেষু (বিষয়েষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপজায়তে; সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে; কামাৎ [যেন কেনচিৎ প্রতিহতত্বাৎ] ক্রোধঃ অভিজায়তে।।৬২

বিষয়চিন্তারত পুরুষের সেই সকলে (বিষয়ে) আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনা জন্মে; কামনা হইতে (কোন রকমে কামনা প্রতিহত হইলে তাহা হইতে) ক্রোধ উৎপন্ন হয়।।৬২

তাৎপর্য্য।—গুণাদি পার্থিব বিষয়সমূহ প্রাণের চঞ্চলভাবরূপ বর্ত্তমান অবস্থাতেই থাকে; এই বর্ত্তমান অবস্থায়ই নারায়ণের মোহিনীরূপ; এই মোহিনীরূপে মঙ্গলময় শিবই মুগ্ধ, অর্থাৎ জীবস্বরূপ শিবই মুগ্ধ। জীবভাবের বিষয়ের ধ্যানেতে সঙ্গের ইচ্ছা হয়; ঐ সঙ্গ দ্বারা তত্তৎ বিষয় উপভোগের প্রবৃত্তিরূপ কামনার উৎপত্তি হয়, এই কামনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে, তাহা হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে।।৬২

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।৬৩

ক্রোধাৎ সংমোহঃ (কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ) ভবতি; সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (আত্মবিস্মৃতি); স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (মৃততুল্যো ভবতি)।।৬৩

ক্রোধ হইতে সংমোহ (হিতাহিতবিবেকাভাব) হয়; সংমোহ হইতে স্মৃতিভ্রম (আত্মবিস্মৃতি) ঘটে, স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃততুল্য হইতে হয়।।৬৩

তাৎপর্য্য।—ক্রোধের উদয় হইলে তাহা হইতে সম্মোহ অর্থাৎ সম্যক্‌রূপ অহংজ্ঞান—হিতাহিতবিবেচনারহিত ভাব হয়; তাহা হইতে স্মৃতিভ্রম অর্থাৎ আপনাকে ভুলিয়া আত্মবিস্মৃতিভাব হয় [যেমন ক্রোধ কর্ত্তৃক মোহে মুগ্ধ হইলে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে]; স্মৃতিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং এই বুদ্ধিনাশের অবস্থা হইতে জীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।।৬৩

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।।৬৪

রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ (রাগদ্বেষরহিতৈঃ) আত্মবশ্যৈঃ (স্বাধীনৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ চরন্ (ভুঞ্জানঃ) [অপি] বিধেয়াত্মা (বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনঃ যস্য সঃ) প্রসাদম্ (শান্তিম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।।৬৪

রাগদ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ("ব্রজেত কিম্" এই প্রশ্নের উত্তর)।।৬৪

তাৎপর্য্য।—রাগদ্বেষহীন যিনি, তিনি আত্মবশীভূত অবস্থায় অর্থাৎ যে অবস্থায় বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণ বশীভূত হইয়া স্থির গতিতে সুষুম্নামার্গে চলে এমত অবস্থায়, ইন্দ্রিয়সকলদ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও শান্তি লাভ করেন। রাগ অর্থে অনুরাগ (আসক্তি); এই আসক্তি এবং দ্বেষভাবশূন্য বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও শান্তি পান। চিৎশব্দে আত্মা—বর্ত্তমান প্রাণ; বর্ত্তমান প্রাণকেই চিত্ত বা মন কহে; এই প্রাণকে যিনি বশীভূত অর্থাৎ স্থির করিয়াছেন, তিনিই বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি; তিনি কিছু করিয়াও করেন না; তাঁহার [৫৯তম শ্লোকোক্তরূপ] ভোগাভিলাষ পরমাত্মাকে দেখিয়া স্বতঃ নিবৃত্তি পাইয়াছে; সুতরাং তিনি আত্মকর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতিতে থাকিয়া সকল কর্ম্ম করিয়াও শান্তি লাভ করেন।।৬৪

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে।।৬৫

প্রসাদে [সতি] অস্য সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ উপজায়তে, প্রসন্নচেতসো হি বুদ্ধিঃ আশু পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিতা ভবতি)।।৬৫

আত্মপ্রসাদ জন্মিলে ইহার (বশীভূত-চিত্তের) সর্ব্বদুঃখের নাশ হয়; প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়।।৬৫

তাৎপর্য্য।—আত্মপ্রসাদ জন্মিলে সর্ব্বদুঃখের নাশ হয়। আত্মকর্মের অতীতাবস্থাই আত্মপ্রসাদ বা আত্মপ্রসন্নতা; দুঃখ বা অভাব থাকিতে কাহারও চিত্তপ্রসন্নতা জন্মায় না; বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণরূপ চিত্তের চঞ্চলতায় জীবের যত জ্বালা, দুঃখ ও ক্লেশ হইতেছে; এই চঞ্চলতা রহিত হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরত্ব লাভ করাকেই আত্মপ্রসাদ কহে। এই স্থিরত্বরূপ আত্মপ্রসাদ জন্মিলে সকল দুঃখের নাশ হইয়া প্রসন্নভাব হইয়া থাকে; এইরূপপ্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির যে বুদ্ধি, তাহা শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত (উৎসর্গীকৃত) হয়, অর্থাৎ উর্দ্ধে স্থিতি বা লয়তা প্রাপ্ত হয়।।৬৫

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।৬৬

অযুক্তস্য [ব্রহ্মণি ইতি শেষঃ] বুদ্ধিঃ (আত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ) নাস্তি; অযুক্তস্য ভাবনা চ (ধ্যানং—যেন বুদ্ধেঃ আত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি) ন [অস্তি] অভাবয়তঃ (আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ) চ শান্তিঃ ন [অস্তি] অশান্তস্য সুখং (মোক্ষানন্দঃ) কুতঃ?।।৬৬

[ব্রহ্মে] অযুক্ত ব্যক্তির [আত্মবিষয়িণী] বুদ্ধি নাই; অযুক্ত ব্যক্তির [আত্মবিষয়ক] ধ্যানও হয় না; আত্মধ্যানবিহীন ব্যক্তির শান্তি নাই। শান্তিহীনের [মোক্ষানন্দরূপ] সুখ কোথায়?।।৬৬

তাৎপর্য্য।—যে বুদ্ধি দ্বারা আপনাকে আপনি বিদিত হওয়া যায়, এমন যে আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি, তাহা ব্রহ্মে অযুক্ত ব্যক্তির নাই। জীব কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে যুক্ত না থাকিয়া বর্ত্তমান অবস্থারূপ চঞ্চল ভাবে যুক্ত রহিয়াছে; একারণ বর্ত্তমানের যে অযুক্ত বুদ্ধি (চঞ্চল বুদ্ধি) তাহাই জীবের আছে, এই বর্ত্তমান অবস্থাই যখন মিথ্যা, তখন এ অবস্থায় উৎপন্ন যে বুদ্ধি, তাহাও মিথ্যা; এই জন্য বলিতেছেন—অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই। কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মে যুক্ত নহে এমন যে অযুক্ত ব্যক্তি, তাহার আত্মচিন্তনরূপ ধ্যানও হইতে পারে না; কারণ মন ও প্রাণকে স্থির করিয়া, স্থির ভাবে আজ্ঞাচক্রে আত্মচিন্তা করার নামই ধ্যান (৪২।৪৩।৪৪ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); এই ধ্যানের ক্ষমতা ১৭২৮ বার উত্তম প্রাণকর্ম্মে হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি এই ধ্যানবিহীন, তাহার শক্তিও নাই; কারণ অভাবের ভাবে শান্তি বিড়ম্বনা মাত্র। যেখানে শান্তির অভাব, সেখানে সুখও নাই; বর্ত্তমান চঞ্চল অবস্থার ফেরে পড়িয়া ইচ্ছার দাস হওয়ায় শান্তির অভাব ঘটিয়াছে; ইচ্ছারহিত অবস্থাই শান্তির অবস্থা; ইচ্ছারূপ অশান্তি থাকিতে কর্ম্মের পরাবস্থারূপ সুখ কোথায়?।।৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি।।৬৭

হি (যতঃ) মনঃ [স্বৈরং বিষয়েষু] চরতাম্ [অবশীকৃতানাম্] ইন্দ্রিয়াণাং [মধ্যে] যৎ (একমিন্দ্রিয়ম্) অনুবিধীয়তে (অনুগচ্ছতি), তৎ (অবশীকৃতমিন্দ্রিয়ম্) বায়ুঃ অম্ভসি (জলে) নাবম্ (তরণিম্) ইব (সমুদ্রে নাবং বায়ুর্যথা পরিভ্রাময়তি তদ্বৎ), অস্য (মনসঃ পুরুষস্য বা) প্রজ্ঞাং হরতি (বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি)।।৬৭

যেহেতু, বায়ু যেমন [প্রমত্ত কর্ণধারের] নৌকাকে জলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করে, সেইরূপ মন বিষয়ে ভ্রমণশীল অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যেটির অনুগমন করে সেইটিই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে অর্থাৎ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে।৬৭

তাৎপর্য্য।—এই সংসাররূপ ভবসমুদ্রে মনুষ্য-দেহ তরণী স্বরূপ; কারণ এই দেহেই ভগবৎপ্রাপ্তি ও ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়; ইন্দ্রিয়গণ দেহতরণীর দাঁড় বা দাঁড়ীস্বরূপ এবং মন কর্ণধারস্বরূপ; এই মন যদ্যপি অহংমদে মত্ত হইয়া দাঁড়স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া ঠিক চালাইতে না পারে এবং মত্ততাবশতঃ কোন ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করে, তাহা হইলে, সে যেটির অনুগমন করিবে, সেইটিই কর্ণধার-স্বরূপ মনের প্রজ্ঞাকে (জ্ঞানকে) হরণ করিয়া বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিবে, (বি-বিশেষরূপে, ক্ষিপ্ত—বিচলিত) অর্থাৎ আত্ম-ভাব হইতে হরণ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থারূপ গুণাদি বিষয়-সমুদ্রে বিশেষরূপে চালিত করিবে। সমুদ্রে নৌকা (জাহাজ) চালিত করিবার জন্য একটি দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র থাকে; ঐ যন্ত্রের কাঁটা সর্ব্বদা উত্তর মুখেই থাকে; কর্ণধার সর্ব্বদা ঐ কাঁটায় লক্ষ্য রাখিয়া জাহাজ চালাইয়া থাকেন, কিন্তু কর্ণধার যদি মদ্যপানে মত্ত হইয়া কাঁটায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হন এবং মত্ততাবশতঃ হাল ঠিক করিতে না পারেন, তাহা হইলে উক্ত প্রমত্ত কর্ণধারের জাহাজ গন্তব্যস্থান ঠিক করিতে না পারিয়া, বায়ু কর্ত্তৃক বারিধিবক্ষে ক্ষিপ্তবৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। এই দেহমধ্যে জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতেছেন দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র; উক্ত মণ্ডলের মধ্যে একটি নক্ষত্র দৃষ্টি হয়; উহাকে যোগীগণ ধ্রুব তারা বলিয়া থাকেন; উহাতে লক্ষ্য পড়িলে, কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ উত্তর দিক্ জানিতে পারা যায় (জাহাজের কর্ণধারগণও স্থানভ্রষ্ট হইলে, আকাশের ধ্রুবতারা দেখিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া লয়েন)। মনঃস্বরূপ কর্ণধার যদি অহং-রূপ মদ্যপানে মত্ততা বশতঃ কোন ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করিয়া ঐ জ্যোতির্ম্মণ্ডলরূপ দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য না রাখে, তাহা হইলে মনকে কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থার ফেরে পড়িয়া, 'আমি আমার' বোধরূপ বিষয়-সমুদ্রের দহে (ইন্দ্রিয়গণরূপ দাঁড় ও দেহরূপ তরণীসহ) ক্ষিপ্তবৎ বিচরণ করিতে হয়। কারণ মন বিষয়ে রমণ করিলেই ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত দেহও সেই বিষয়ের গুণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মন যে বিষয়ের ধ্যান (চিন্তা) করিবে, সেই ধ্যানেতে সঙ্গের-ইচ্ছা হইয়া থাকে, (যথা-ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে ইত্যাদি), ঐ সঙ্গের ইচ্ছা হইতে অবশেষে বিনাশ পর্য্যন্ত হইতে পারে। এ কারণ বলা হইতেছে, —ইন্দ্রিয়গণরূপ দাঁড় ও দেহরূপ তরণীসহ মনঃস্বরূপ কর্ণধারকে বিক্ষিপ্ত করে।।৬৭

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬৮

তস্মাৎ হে মহাবাহো, যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়েভ্যঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বতোভাবেন) নিগৃহীতানি (বশীকৃতানি নতু বিনষ্টানি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।৬৮

অতএব হে মহাবাহো, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল হইতে সর্ব্বতোভাবে নিগৃহীত (বশীকৃত) হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [জানিও]।।৬৮

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্রিয় অবশীকৃত হইলে, পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে প্রজ্ঞাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে; অতএব হে মহাবাহো, যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বতোভাবে বশীভূত হইয়াছে অর্থাৎ ভোগাভিলাষ নিবৃত্তি পাওয়ায় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে,—তিনি বা তাঁহার মন ইন্দ্রিয়ের বশে নাই, তাঁহার মন সর্ব্বদা কর্ম্মের অতীতবস্থারূপ স্থির ব্রহ্মে লাগিয়া আছে; এমত যে ব্যক্তি, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে।।৬৮

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।।৬৯

[অজ্ঞান-তিমিরাবৃত-মতীনাং] সর্ব্বভূতানাং যা নিশা (নিশাইব আত্মনিষ্ঠা), [তস্যাং তেষাং দর্শনাদি-ব্যবহারাভাবাৎ] সংযমী (জিতেন্দ্রিয়ঃ) তস্যাং (আত্মনিষ্ঠায়াং) জাগর্ত্তি (প্রবুধ্যতে); যস্যাং (বিষয় বুদ্ধ্যাং) ভূতানি জাগ্রতি (প্রবুধ্যন্তে) সা (বিষয়-বুদ্ধিঃ) [আত্মতত্ত্বং] পশ্যতঃ মুনেঃ নিশা [তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারঃ তস্য নাস্তি ইত্যর্থঃ] ।।৬৯

[অজ্ঞানাচ্ছন্ন] সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা (আত্মনিষ্ঠা) নিশাস্বরূপ, তাহাতে (সেই আত্মনিষ্ঠাতে) জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রবুদ্ধ থাকেন; যাহাতে (বিষয় বুদ্ধিতে) সর্ব্বভূত প্রবুদ্ধ থাকে, তাহা (বিষয় নিষ্ঠা) আত্মতত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা স্বরূপ।।৬৯

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞানাচ্ছন্ন সর্ব্বভূতের পক্ষে কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ আত্মনিষ্ঠা নিশা-স্বরূপ অর্থাৎ অন্ধকার-স্বরূপ (বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণের যাতায়াতরূপ যে কর্ম্ম, এই কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরাবস্থাই আত্মনিষ্ঠা), আর যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারা উক্ত অবস্থা অবগত থাকায় ঐ অবস্থাই (কর্ম্মের অতীতাবস্থাই) তাঁহাদের পক্ষে জাগ্রদবস্থা; সুতরাং তাঁহারা ঐ অবস্থাতেই প্রবুদ্ধ থাকেন, প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত থেকে আট্‌কাইয়া থাকেন। আর যাহাতে সর্ব্বভূত জাগ্রদবস্থাবোধে আট্‌কাইয়া থাকে, তাহা কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থারূপ চঞ্চল অবস্থা। এই অবস্থায় প্রাণিগণ আসক্তির সহিত গুণাদি বিষয়-সমূহে দৃষ্টি রাখিয়া ইহাকে জাগ্রদবস্থা বলিয়া যে অভিমান করে ও ইহাতেই প্রবুদ্ধ থাকে, জীবভাবের এই জাগ্রদবস্থাকে মুনিগণ (মুনি—যিনি আত্মধ্যানে মগ্ন হওয়ায় জিহ্বার স্পন্দন রহিত হইয়া মৌনী হইয়াছেন) নিশা অর্থাৎ অন্ধকার-স্বরূপ মনে করেন; কারণ জীবসকল কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থায় (চঞ্চলতায়) রহিয়াছে বলিয়া, এই অবস্থায় মরীচিকাবৎ মোহিনী মায়ায় গুণাদি-বিষয়-সমূহের অস্তিত্ব বোধ করিতেছে; মরীচিকা যেমন মরুভূমিতেই দেখা যায়, মরুভূমি উত্তীর্ণ হইলে আর থাকে না,

সেইরূপ কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থারূপ মরুভূমি পার হইয়া, কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি হইলে, তখন আর গুণাদি বিষয়-সমূহের মরীচিকা থাকে না। এ কারণ কর্ম্মের অতীতাবস্থায়ই জাগ্রদবস্থা; ঐ অবস্থায় যাঁহারা থাকেন, তাঁহারাই জাগ্রৎ (জাগরিত) এই কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থায় নিশা-স্বরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞানাবস্থা; এই অবস্থায় যাহারা রহিয়াছে; তাহারাই নিদ্রিত।।৬৯

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যৎ প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।৭০

যদ্বৎ [নানা নদীভিঃ] আপূর্য্যমাণম্ অচলপ্রতিষ্ঠং (অনতিক্রান্তমর্য্যাদং) সমুদ্রম্ [অন্যাঃ] আপঃ (নদ্যাদয়ঃ) প্রবিশন্তি তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ (বিষয়াঃ) যং (মুনিং) প্রবিশন্তি, সঃ শান্তিম্ (কৈবল্যম্) আপ্নোতি, (লভতে) কামকামী তু ন।।৭০

যেমন [নানা নদী কর্ত্তৃক] আপূর্য্যমাণ হইয়াও অচঞ্চল এতাদৃশ সমুদ্রে [অন্য নদ্যাদির] জল প্রবেশ করে (তাহাতেই মিশিয়া যায়); সেইরূপ যাহাতে কামনা সকল প্রবেশ করে (লীন হয়); তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন; (অর্থাৎ কামভোগেও যিনি অন্তর্দৃষ্টি-প্রভাবে অবিচলিত থাকেন, তিনিই শান্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন); কিন্তু ভোগকামনাশীল ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না।।৭০

তাৎপর্য্য।—সমুদ্রে নানা নদীর জল প্রবেশ করিয়া তাহাতেই মিশিয়া যায়, কিন্তু প্রশান্ত সমুদ্র যেমন নিশ্চলভাবে প্রকৃষ্টরূপে স্থির থাকে, সেইরূপ যোগী ব্যক্তির কামনা সকল কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া লীন হইয়া গিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় তিনি কৈবল্য শান্তি (৪র্থ অঃ ২১।২২শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) প্রাপ্ত হন; কিন্তু কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থারূপ চঞ্চল নদীবক্ষঃস্থিত এমন যে কামাসক্ত ভোগশীল ব্যক্তি, সে শান্তি প্রাপ্ত হয় না।।৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি।।৭১

যঃ পুমান্ (পুরুষঃ) [প্রাপ্তান] সর্ব্বান্ কামান্ বিহায় (উপেক্ষ্য) [অপ্রাপ্তেষ] নিস্পৃহঃ নিরহঙ্কারঃ [অতএব বিষয়েষু] নির্ম্মমঃ (মমেত্যভিমান শূন্যঃ) [সন্] চরতি (প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা) সঃ শান্তিম অধিগচ্ছতি।।৭১

যে ব্যক্তি সমুদয় কাম্যবস্তু উপেক্ষা করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও বিষয়ে মমতাশূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে ভোগাদি করেন, অথবা যথায় তথায় ভ্রমণ করেন, সেই ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হন।।৭১

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি সমুদয় কাম্যবস্তু (অর্থাৎ কামনার বিষয়সমূহ) উপেক্ষা করিয়া স্পৃহা ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিষয় সকলে 'আমি আমার' বোধহীন হইয়া প্রারব্ধবশে ভোগাদি করেন, অর্থাৎ আত্মকর্ম্মের দ্বারা আসক্তিশূন্য হইয়া অনাসক্ত-ভাবে সমস্ত ভোগ করেন ও যথায় তথায় ভ্রমণ করেন, সেই ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যিনি মানসিক সূক্ষ্ম গতিতে সর্ব্বত্র গমন করিতে সমর্থ এবং হংসরূপ পদের দ্বারা মূলাধার ও সহস্রারে সদা বিচরণশীল, এরূপ ব্যক্তি কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ শান্তি (স্থিতি) প্রাপ্ত হন।।৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণমৃচ্ছতি।।৭২

ইতি সাংখ্য-যোগঃ।

হে পার্থ, ব্রাহ্মীস্থিতিঃ (ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা এষা); এনাং (স্থিতিং) প্রাপ্য [গুরূপদিষ্ট সাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্] ন বিমুহ্যতি (সংসার-মোহং ন প্রাপ্নোতি); অন্তকালে (দেহত্যাগকালে) অপি অস্যাং স্থিত্বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণম্ [ব্রহ্মণি লয়ম্] ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।।৭২

হে পার্থ, ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা ঈদৃশী; [গুরূপদেশে] ইহা পাইয়া [বিশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ] সংসার-মোহ প্রাপ্ত হন না; মৃত্যুকালেও ইহাতে থাকিয়া ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না)।।৭২

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ, কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা ঈদৃশী, অর্থাৎ এইরূপ। (যেরূপ ৬৯তম শ্লোকাদিতে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কর্ম্মের অতীতাবস্থাই ব্রহ্ম-পদবাচ্য; কারণ "বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে" আত্মার বৃহত্ত্বহেতু আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা যায়, অর্থাৎ আত্মার যে বৃহৎ (মহান্) অবস্থা আছে, সেই বৃহৎ আত্মাকেই ব্রহ্ম বলে। অজপারূপে প্রাণের যে উর্দ্ধাধোগতি হইতেছে, এই গতিরূপ কর্ম্মের অতীতাবস্থাই (গতি-রহিত স্থির অবস্থাই) আত্মার বৃহৎ বা মহান্ অবস্থা। উহা অপেক্ষা বৃহৎ মহান্ কিছুই নাই; ঐ অবস্থা, যাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, কেবল তিনি নিজেই উহা অবগত আছেন; উহা অবক্ত্যাবস্থা,—নিজবোধগম্য,—লোকের মুখে শুনিয়া জ্ঞাত হইবার বিষয় নহে; যাহা মুখে ব্যক্ত করা যায়, তাহা ব্রহ্ম-পদবাচ্য নহে এবং সে অবস্থা যে কিরূপ, তাহা ব্যক্ত করাও যায় না; কারণ কর্ম্মের অতীতাবস্থা বলাতে কিছুই প্রকাশ করা

বা বলা হইল না। কর্ম্ম একটা বিষয় বা অবস্থামাত্র; অথবা যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম; এই কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম এবং কর্ম্ম দুইই আছে (৪র্থ অঃ ১৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); যাহা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত করা যায়, তাহাই অকর্ম্ম এবং যাহা ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত তাহাই কর্ম্ম; যে কর্ম্মফল কামনাহীন, তাহাই নিষ্কাম প্রাণকর্ম্ম এবং ফল-কামনাযুক্ত যাহা, তাহা মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অনুষ্ঠিত অকর্ম্মরূপ কর্ম্ম। উক্ত প্রাণকর্ম্মের অস্তিত্বেই গুণাদি দেবগণের ও ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্ব এবং ঐ প্রাণকর্ম্ম দেহে অজপারূপে অবস্থান করিতেছে। জীব যখন এই কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিবে, তখন জীবের মন সত্ত্বাদি গুণের ও ইন্দ্রিয়গণের সেবা ছাড়িয়া প্রাণের সেবারূপ নিষ্কাম আত্মকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে এবং এই কর্ম্ম করিয়া তৎপরে ইহার অতীতাবস্থারূপ আত্মার মহান অবস্থা বা প্রাণের স্থিতি উপলব্ধি করিবে। এই স্থিতিরূপ মহান্ অবস্থা মুখে ব্যক্ত করা যায় না; তবে যাহা শুনা যায় তাহা কথঞ্চিৎ আভাষমাত্র,[সদ্গুরুলাভে তৎকর্ত্তৃক স্থিতির আভাষ উপলব্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ তিনি উহা অনুভব করাইয়া দেন], যেমন লোক মৃত্যু এই শব্দ বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু মৃত্যুর অবস্থা কেহই বলিতে পারে না; যিনি মরিয়াছেন, তিনিও বলিতে পারেন না এবং যিনি জীবিত, তিনি ত উহা জানেনেই না; কেবল যাঁহারা জীবন্মৃতরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, (অর্থাৎ যাঁহারা মৃত্যুরূপ অবস্থাটা যে কি, উহা সাধন দ্বারা মরিবার আগেই জানিয়া বসিয়া আছেন) তাঁহারা ঐ তত্ত্ব আপনিমাত্র জ্ঞাত আছেন। যাহারা মৃত্যুর অবস্থা জ্ঞাত নহে, তাহারা মরণের নাম শুনিলেই একটা ভয়ঙ্কর সঙ্কট অবস্থা মনে করিয়া থাকে। কিন্তু সে অবস্থা যে কি, তাহা কাহারও জানা নাই; তবে মৃত্যুরূপ অবস্থা একটা আছে এবং তাহা একদিন সকলকেই লাভ করিতে হইবে, ইহা ধ্রুব (নিশ্চিত) সত্য; সেই অবস্থা যে ভয়ানক অবস্থা এবং তাহা প্রার্থনীয় নহে, ইহা বর্ত্তমান পিশাচী বুদ্ধি ঠিক করিয়া ভয় জন্মাইয়া দিতেছে; জীব তাই সদা মৃত্যুভয়ে ভীত। মন ঐ পিশাচী বুদ্ধির ছলনায় অজপারূপ প্রাণ-কর্ম্মে লক্ষ্য করিতেছে না; এই কর্ম্মের অভ্যাস গুরূপদেশে করিতে করিতে ইহার অতীতাবস্থারূপ স্থিতি যখন লাভ হইবে, তখন জীব বুঝিতে পারিবে যে, উহা কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অবস্থা! সে অবস্থায় যে ভয়াবেশের লেশ মাত্র নাই, উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হওয়ায় তখন আর মৃত্যুভয় আদৌ থাকে না। কারণ জীবদ্দশাতেই মৃত্যু যে কি, তাহা অবগত হইয়া জীবন-মরণ তখন দুই-ই সমান অবস্থায় পরিণত হয়; ইহাই জীবন্মৃত অবস্থা। ঐ অবস্থা জীবদ্দশায় অনুভব হইলে উহা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অবস্থা এবং উহা প্রাপ্তির জন্যই সাধন-ভজন করা। সাধক ঐ অবস্থা পাইলে সংসার-মোহ প্রাপ্ত হন না, মৃত্যুকালেও ঐ চৈতন্য অবস্থায় থাকিয়া

কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ (বাণ = আত্মা, বাণরূপ প্রাণের গতি রহিত স্থিরাবস্থাই নির্ব্বাণ) উক্ত স্থিরাবস্থারূপ ব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।।৭২

ইতি সাংখ্য যোগ।

— অর্থাৎ —

সাংখ্য অর্থে সংখ্যা, কাল অনন্ত, কালের সংখ্যা নাই; সেই কাল ঘটস্থ হইলে সংখ্যা হয়; দেহরূপ ঘটে অজপা যাহা চলিতেছে এবং দিবারাত্রে ২১৬০০ (একুশ হাজার ছয়শত) বার যে ইহার উর্দ্ধাধোগতি হইতেছে, ইহাই সংখ্যা বা সাংখ্য; ইহার যোগ অর্থাৎ মিলন; ঈড়া এবং পিঙ্গলা নাড়ীতে অজপার গতি হইতেছে, এই ঈড়া, পিঙ্গলার গতি স্বতঃ-রহিত হইয়া সুষুম্নামার্গে স্থিতি হওয়াই সংখ্যার মিলন বা যোগ; ইহাই সাংখ্য যোগ।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব।।১

অর্জ্জুন উবাচ। হে জনার্দ্দন, হে কেশব, চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মযোগাৎ) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধিযোগঃ) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠা) তে (তব) মতা, তৎ (তর্হি) কিং (কথং) ঘোরে (ভয়াবহে) কর্ম্মণি (যুদ্ধব্যাপারে) মাং নিয়োজয়সি? (প্রবর্ত্তয়সি?)।।১

অর্জ্জুন কহিলেন। হে জনার্দ্দন, হে কেশব, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার মত, তবে কেন ঘোর [যুদ্ধরূপ] কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছ?।।১

তাৎপর্য্য।—শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বরূপ জীব-ভাবাপন্ন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রকাশ হইল, হে কেশব (২য় অঃ ৫৪শ শ্লোকে কেশব দ্রষ্টব্য); হে জনার্দ্দন—জন—জন্মান, শাস্ত্রে ইহাকে অসুর-বিশেষ বলিয়াছেন, এই জন্মরূপ অবস্থাই কর্ম্মের অতীতাবস্থার অতীতাবস্থা (প্রাণের যাতায়াত রূপ বর্ত্তমান অবস্থা), প্রাণের এই যাতায়াতরূপ কর্ম্ম যখন আরম্ভ হয়, তখনই জন্ম [গর্ভাবস্থায় এই যাতায়াতরূপ কর্ম্ম থাকে না, তখন জীব কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতিতে থাকে]; এই কর্ম্ম জীবের ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই আরম্ভ হয় এবং জীব এই কর্ম্মের গুণে (মায়ায়) জড়িত হইয়া পড়ে; তাহার পর সৎ-অসৎ কর্ম্ম করিয়া গুণ ও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হওয়ায় বার বার যাতায়াতরূপ উক্ত অবস্থা ভোগ করিয়া থাকে। কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতিপ্রাপ্তি দ্বারা ঐ জন্মরূপ অবস্থার অর্দ্দন (পীড়ন) হয়। কারণ কর্ম্মের অতীতাবস্থা দ্বারা জন্মরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব উক্ত অবস্থাই (ঐ স্থিতিরূপ অবস্থাই) জনার্দ্দন-পদবাচ্য। এ কারণ, স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে জনার্দ্দন সম্বোধনে বলিতেছেন, —হে জনার্দ্দন! যদি

যোগক্রিয়ারূপ কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, তবে কেই এই ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধরূপ ঘোর (অধিকতর ক্লেশসাধ্য) সাধনকার্য্যে আমায় নিযুক্ত করিতেছ?।।১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।।২

ব্যামিশ্রেণ, (ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা ক্বচিৎ জ্ঞানপ্রশংসা ইত্যেবং সন্দেহপ্রতিপাদকেন) এব বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব; যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ তৎ একং নিশ্চিত্য বদ।।২

কখনও কর্ম্মপ্রশংসা, কখন বা জ্ঞানপ্রশংসা, এইরূপ বিমিশ্র বাক্যে আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছ, যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করি, এমন একটি নিশ্চয় করিয়া বল।।২

তাৎপর্য্য।—কখনও আত্মকর্ম্মের প্রশংসা করিতেছ, কখন বা কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ জ্ঞানের প্রশংসা করিতেছ (২য় অঃ ৪৯তম শ্লোক দ্রষ্টব্য), এইরূপ দ্বিবিধ কথায় আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিয়া দিতেছ; উক্ত দুইটির মধ্যে কর্ম্মের অভ্যাস করা শ্রেয়ঃ, কি কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ জ্ঞানের অভ্যাসই শ্রেয়ঃ। উভয়ের মধ্যে যাহাতে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারি এমন একটি নিশ্চয় করিয়া বল।।২

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।।৩

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অনঘ! অস্মিন্ লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) ময়া পুরা (পূর্ব্বাধ্যায়ে) প্রোক্তা; জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং [নিষ্ঠা] কর্ম্মযোগেন যোগিনাং [নিষ্ঠা]।।৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অনঘ! এই লোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) আমি পূর্ব্বে (পূর্ব্বাধ্যায়ে) কহিয়াছি। জ্ঞান-যোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কর্ম্ম-যোগ দ্বারা যোগীদিগের নিষ্ঠা।।৩

তাৎপর্য্য।—হে অনঘ! ন (অন্)—অঘ = (পাপ) যাহাতে পাপ নাই এবং যাহা নির্ম্মল পবিত্র, তাহাই অনঘ; অর্জ্জুন হইতেছেন শুক্লবর্ণ তেজঃ, তেজঃ স্বভাবতঃ পবিত্র,— যথা, মহাভারতে অর্জ্জুন উত্তরের নিকট নিজনামের ব্যাখ্যায় বলেন—আমি সসাগরা বসুন্ধরায় সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকি; অর্থাৎ তেজস্তত্ত্বরূপ অগ্নি

পৃথিবীর বস্তুমাত্রকেই আপনার ন্যায় বিশুদ্ধ করেন, আর তেজের রং শুক্লবর্ণ; এই বর্ণ স্বভাবতঃ পবিত্র; ইহাতে মলিন ভাব বা অপবিত্র ভাবরূপ কোন পাপ নাই। এজন্য শুক্লবর্ণ তেজোরূপ অর্জ্জুনকে 'অনঘ' সম্বোধন করিতেছেন। ইহলোকে দুই রকমের নিষ্ঠা অর্থাৎ নিঃশেষরূপ স্থিতি আমি তোমায় পূর্ব্বে কহিয়াছি। জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের স্থিতি। সাংখ্য শব্দের তাৎপর্য্য—যাহার দ্বারা আমি কে, ইহা বিদিত হওয়া যায়, তাহাই সাংখ্য; 'আমি' শব্দ যাহা, তাহা আমি-পদবাচ্য নহে এবং এই দেহও আমি-পদবাচ্য নহে, এই শব্দ বা দেহের অস্তিত্ব অজপারূপ কর্ম্মের অস্তিত্বে (অজপা ফুরাইলে আমি শব্দও থাকে না); এই কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ জ্ঞানের অবস্থা লাভ হইলে, আমি কে, ইহা বিদিত হওয়া যায় (ইহাই সাংখ্য)। উক্ত কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অজপারূপ সাংখ্যের (সংখ্যার) স্থিতি হইয়া থাকে। সংখ্যা বা সাংখ্য কাল হইতে আরম্ভ হইতেছে; কাল অনন্ত, তাহার সংখ্যা নাই; সেই কাল ঘটস্থ হইয়া অজপারূপে সংখ্যা হইতেছে এবং এই সংখ্যা দেহ মধ্যে দিবা রাত্রে ২১৬০০ বার হইয়া থাকে; অজপারূপ সংখ্যার অবস্থাই জীবের বর্ত্তমান অবস্থা; এই সংখ্যায় জীবের লক্ষ্য নাই; জীব কেবল ইহার অবস্থায় মুগ্ধ হওয়ায় মায়ায় জড়িত হইয়া আছে; উক্ত অজপারূপ সাংখ্যে লক্ষ্য করিলে, ইহার অতীতাবস্থা লাভ করিয়া আমি যে কে, তাহা বিদিত হওয়া যায় [এজন্য সাংখ্য-দর্শন নাম হইয়াছে]; পুস্তক পাঠে জানারূপ জ্ঞান হয় না; উপরিউক্ত সাংখ্যে লক্ষ্য করারূপ (শ্বাসের গতিতে লক্ষ্য করারূপ) প্রাণের গতির সংখ্যা করিতে করিতে ঐ গতির অতীতাবস্থায় জ্ঞানাবস্থা লাভ হইয়া সাংখ্যদিগের (যাঁহারা উক্ত সংখ্যা করেন তাঁহাদিগের) ঐ অবস্থায় মনের স্থিতি হইয়া যায়; ইহাই জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের স্থিতি। আর কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগেরও এই স্থিতি; কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মরূপ (প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতির ক্রিয়ারূপ) আত্মকর্ম্ম; যাঁহারা যোগী, তাঁহাদের এই কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মের মিলনরূপ ঈড়া ও পিঙ্গলার গতি এক হইয়া সুষুন্নামার্গে লয় হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মনের স্থিতি হইয়া থাকে; ইহাই কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের স্থিতি। "জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদিগের এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদিগের স্থিতি" এই কথা বাহ্যভাবে শুনিলে, স্পষ্ট বোধ হইবে যে, ভগবান দুই রকমের কার্য্য দ্বারা স্থিতির কথা বলিতেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; উহা একই কর্ম্ম এবং উভয় অবস্থাই তুল্য (উভয় নাই একই অবস্থাসূচক, ৫ম অঃ ৪র্থ ও ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৩

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।৪

পুরুষঃ কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠানাৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যং ন অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি); [আসক্তি ত্যাগং বিনা] সন্ন্যসনাৎ (কেবলামাত্রকর্ম্মত্যাগাৎ) এব সিদ্ধিং চ ন সমধিগচ্ছতি।।৪

লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম অবস্থা লাভ করিতে পারে না; এবং [আসক্তি ত্যাগ ব্যতীত] কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই (কর্ম্ম ত্যাগেই) সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না।।৪

তাৎপর্য্য।—লোক কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না। ১ম শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন, যদি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ শ্রেষ্ঠ, তবে কেন ঘোর যুদ্ধরূপ কর্ম্মে আমায় নিযুক্ত করিতেছেন? তদুত্তরে এই শ্লোকে উক্ত হইতেছে যে, আত্মকর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ নৈষ্কর্ম্মের অবস্থা লাভ হইবার নহে; কর্ম্মের আসক্তিত্যাগ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধি (ইচ্ছারহিত অবস্থা) লাভ করা যায় না; কারণ কর্ম্মত্যাগকে ত্যাগ বলে না; কর্ম্মের আসক্তিরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ (সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ১৮অঃ ২য় শ্লোক); এইরূপ ত্যাগ করিতে পারিলে ত্যাগের পর শান্তি (স্থিতি) এবং ইচ্ছারহিত অবস্থারূপ সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে।।৪

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।৫

জাতু (কস্যাঞ্চিৎ অবস্থায়াং) ক্ষণমপি কশ্চিৎ অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মাণি অকুর্ব্বাণঃ) নহি তিষ্ঠতি; প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) সর্ব্বঃ [অপি জনঃ] অবশঃ [সন্] কর্ম্ম কার্য্যতে।।৫

যে কোন অবস্থায় কেহ ক্ষণমাত্রও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজ (সত্ত্বাদি) গুণসমূহ সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।।৫

তাৎপর্য্য।—যে কোন অবস্থায় ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিবার উপায় নাই; কারণ, এই দেহে প্রকৃতির কর্ম্ম সর্ব্বদাই হইতেছে; প্রকৃতির গুণসমূহ কাহাকেও স্ববশে (আত্মবশে) থাকিতে দেয় না; স্ববশ হইতে অবশ করিয়া প্রকৃতির তত্তদ্গুণের বশীভূত করিয়া সর্ব্বদা প্রাণের বহির্গতিরূপ কর্ম্ম করাইয়া মনে মনে নানারূপ কর্ম্ম করাইতেছে। বর্ত্তমান চঞ্চলপ্রাণরূপা প্রকৃতির গুণাদিতে বশীভূত না হইয়া এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারিলে অর্থাৎ চঞ্চলপ্রাণরূপা প্রকৃতিকে স্থিরপ্রাণরূপ পুরুষে লয়

করিয়া পুরুষ-প্রকৃতির মিলন করিতে পারিলে, কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া স্ববশ অর্থাৎ আত্মবশ হওয়া যায়। নচেৎ প্রকৃতির গুণে পড়িয়া সদসৎ কর্ম্ম করিতে করিতে যখন অন্তর্দ্দশায় শ্বাসের টান ধরিয়া নাভি-শ্বাস আরম্ভ হয়, তখন এই প্রকৃতি ও গুণ-সমূহকে অবশ করিয়া দেহকে কর্ম্মহীন শবে পরিণত করিয়া প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। জীবদ্দশায় প্রাণকর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক নিজবশানুযায়ী না করায় জীবের যাতায়াতরূপ কর্ম্মবন্ধন ঘোচে না; অবিধিপূর্ব্বক বহির্মুখ গতিতে কর্ম্ম করার দরুণ যে ভোগ, সেই ভোগ থাকিয়া যায়—ভোগের অবসান আর হয় না।।৫

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।৬

যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য (নিগৃহ্য) মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ স্মরণ আস্তে, সঃ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ (কপটাচারঃ) উচ্যতে।।৬

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে সকল স্মরণ করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচার বলা যায়।।৬

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি আত্মকর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সংযম না করিয়া, কেবলমাত্র বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহপূর্ব্বক সংযত করিয়া মনে মনে সেই সেই ইন্দ্রিয়-বিষয় সমূহ চিন্তা করে, অর্থাৎ যেমন বাহ্যভাবে কামিনী কাঞ্চনাদি ত্যাগ করিয়া মনে মনে সে সকলের ভাবনা করে এবং আপনাকে ও অপরকে বঞ্চনা করিয়া নিজের যশ ও অর্থাদি উপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকে, এইরূপ বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিতে কপটাচারী বা মিথ্যাচারী বলে।।৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।৭

হে অর্জ্জুন, যস্তু ইন্দ্রিয়ানি মনসা নিয়ম্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগম্ আরভতে (অনুতিষ্ঠতি), আসক্তঃ (ফলাভিলাষশূন্যঃ) সঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি)।।৭

হে অর্জ্জুন, যিনি মনদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ফলকামনাহীন তিনিই বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রশংসা-যোগ্য হন।।৭

তাৎপর্য্য।—আত্মকর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থা লাভ করিতে পারিলে, মন বশীভূত হয় এবং মন বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হয়; এইরূপ যিনি মনদ্বারা ইন্দ্রিগণকে সংযত (বশীভূত) করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন অর্থাৎ কোন বিষয়েই ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া অনাসক্তভাবে সকল কর্ম্ম করেন, তিনি প্রশংসনীয় (প্রশংসার যোগ্য)।।৭

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।।৮

ত্বং নিয়তং (নিত্যং অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং) কর্ম্ম কুরু; হি (যতঃ) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্মাকরণাং সকাশাৎ) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠম); অকর্ম্মণঃ (সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য) চ তে (তব) শরীরযাত্রাপি (দেহধারণাদিকমপি) ন প্রসিধ্যেৎ (ন ভবেৎ)।।৮

তুমি অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা করা ভাল। সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।।৮

তাৎপর্য্য।—যাহার অকরণে প্রত্যবায় আছে, তাহাই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম অর্থাৎ এই অজপারূপ প্রাণকর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহার অকরণে যথেষ্ট প্রত্যবায় আছে; এমন কি, এই কর্ম্মের অভাবে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না; কারণ প্রাণবায়ু কর্ত্তৃকই শরীর রক্ষিত হয়, সুতরাং প্রাণবায়ুই জীবের আয়ুঃ (যথা-বায়ুরায়ুর্বলং বায়ুর্ব্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্। বায়ু সর্ব্বমিদং বিশ্বং বায়ুঃ প্রত্যক্ষদেবতা)। প্রাণাপান বায়ুরূপে শ্বাস-প্রশ্বাস যাহা নিয়ত জীবদেহে চলিতেছে, ইহাই অজপারূপ 'হংস' এবং এই শ্বাস-প্রশ্বাসের চলিত অবস্থাই জীবের বর্ত্তমানাবস্থা; প্রাণবায়ুর বহির্মুখ গতিরূপে হংসের বিরুদ্ধ ক্রিয়া হইলে, বিকার হইয়া থাকে; (বি-বিরুদ্ধ কৃ-করা), অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়ম হইতেছে—অজপারূপ হংসের অন্তর্মুখ গতি করিয়া বিধিপূর্ব্বক হংসের ক্রিয়া করা এবং বহির্মুখ গতিরূপ বিরুদ্ধ-ক্রিয়া নিবারণ করা; কিন্তু উক্ত নিয়ম বিস্মৃত হইয়া, ঐ নিয়মে না চলার দরুণ জীবের বিকার হইতেছে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় হংসের বহির্গতি হইয়া চঞ্চলতারূপে গমনাগমন হওয়ায়, সমস্ত ক্রিয়া বিরুদ্ধ হইয়া জীব সর্ব্বদা বিকারগ্রস্ত দশায় রহিয়াছে; এই বিরুদ্ধ ক্রিয়াহেতু আয়ুঃক্ষয়ের সহিত দেহও নানা প্রকারে রুগ্ন হইয়া ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। আত্মকর্ম্মরূপ কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক না করাতেই এই অবস্থা হইতেছে; গুরূপদেশানুযায়ী এই আত্মকর্ম্ম প্রকৃতরূপে করিতে পারিলে, স্বাভাবিক ভাব (অবস্থা) প্রাপ্ত হওয়ায় বিকার কাটিয়া যায়। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া ইহা নিয়ত করিয়া চল।।৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।৯

যজ্ঞার্থাৎ (যজ্ঞঃ অত্র বিষ্ণুঃ তদারাধনার্থাৎ) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (তদেকং বিন) অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মভিঃ বধ্যতে ইত্যর্থঃ), হে কৌন্তেয় [অতঃ] তদর্থং (বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং) মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম) [সন্] কর্ম্ম সমাচর (অনুতিষ্ঠ)।।৯

বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে এই লোকে কর্ম্মবন্ধন হয়; অতএব হে কৌন্তেয়, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম (অনাসক্ত) হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর।।৯

তাৎপর্য্য।—যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মবন্ধন হয় না; অন্যকর্ম্মে কর্ম্মের আসক্তিরূপ বন্ধন হইয়া থাকে, যজ্ঞ-যাগ বা হোমকে যজ্ঞ কহে; অগ্নিতে ঘৃত পোড়াইয়া সাধারণতঃ যে হোম করা হয়, সে হোম হোমই নহে; প্রকৃত হোমরূপ যজ্ঞই প্রাণযজ্ঞ; যথা—ন হোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে। ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে। ব্রহ্মা—রজোগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা; রজোগুণের স্থান নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত; এই নাভিমণ্ডলে যে অগ্নি রহিয়াছে (জঠরাগ্নি) ইহাই ব্রহ্মাগ্নি; এই অগ্নিতে প্রাণবায়ুরূপ ঘৃতের দ্বারা যে হোম হয় (৪র্থ অঃ ২৪শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) তাহাকেই যজ্ঞ কহে; প্রাণবায়ুর ক্রিয়াদ্বারা আরও বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে (৪র্থ অঃ দ্রষ্টব্য); বিষ্ণুর আরাধনারূপ এই যজ্ঞ হইতে জীব [কর্ম্ম বন্ধন প্রাপ্ত না হইয়া] কর্ম্মের আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে (বিষ্ণু = 'যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ। তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্ব্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ"। বিশধাতু অর্থাৎ ভূত সকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনি বিষ্ণু); এই বিষ্ণু সত্ত্ব গুণাধিষ্ঠাত্রী; সত্ত্ব গুণের স্থান কণ্ঠ হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত; যে কর্ম্মদ্বারা ঐ আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করা যায়, সেই কর্ম্মই বিষ্ণুর আরাধনা। গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে, জীবের মুক্তি হইয়া থাকে, গয়াক্ষেত্রে—গম্ = গমন করা, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থাতে অজপারূপে যে গমনাগমন হইতেছে, ইহা ধরিয়া রাখা যায় না; এই কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থাই গয়া; ইহার স্থান এই শরীর; যথা—'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে', সুতরাং শরীরই হইতেছে গয়াক্ষেত্র; এই গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে পারিলে পিণ্ডদানকর্ত্তার সহিত তাহার ত্রিকুল মুক্ত হইয়া যায়; পিণ্ডদান অর্থাৎ ("পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংসমুদাহৃতম্") স্থির বায়বীরূপা কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে অচৈতন্যভাবে রহিয়াছেন; ঐ মূলাধারস্থ স্থির বায়বীশক্তিরূপা কুণ্ডলিনীকে বিষ্ণুপদে অর্থাৎ [পদশব্দে হংসকে বুঝায়, যে স্থান হইতে অজপারূপ হংসের প্রকাশ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে তাহাই বিষ্ণুপদ] আজ্ঞাচক্রে অর্পণ করিতে পারিলে, প্রকৃত বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান করা হয় এবং ইহা করিতে পারিলেই ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ ত্রিকুলের মুক্তি হইয়া যায় অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলার গতি স্থির হইয়া সুষুম্নায় মিলিয়া গিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মনের স্থিতি লাভ হয়। ২য় অধ্যায়ে আত্মাকেই কুল বলা হইয়াছে; ঈড়া ও পিঙ্গলামার্গে আত্মার অর্থাৎ বায়ুর যে গতি হইতেছে, এই গতি রহিত হইয়া স্থিতি হইলেই কুলের মুক্তি হয়, গুরূপদেশগম্য আত্মকর্ম্মদ্বারা এই মুক্তাবস্থা লাভ

করিতে পারিলে সকল জ্বালার অবসান হইয়া থাকে; এ কারণ ভগবান বলিতেছেন, তুমি নিষ্কাম ভাবে প্রাণযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত হইয়া সেই কার্য্য কর।।৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বাপুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।।১০

পুরা (সর্ব্বাদৌ) প্রজাপতিঃ সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞেন প্রাণযজ্ঞেন সহ বর্ত্তমানাঃ) প্রজাঃসৃষ্ট্বা উবাচ অনেন (যজ্ঞেন) প্রসবিষ্যধ্বম্ (উত্তরোত্তরামাত্মোন্নতিং লভধ্বম্) এষঃ (যজ্ঞ) বঃ (যুষ্মাকং) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদঃ) অস্তু।।১০

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি প্রাণযজ্ঞসহ প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা ক্রমশঃ আত্মোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক।।১০

তাৎপর্য্য।—প্রজাপতি অর্থাৎ প্রাণ, প্রাণের একটি নাম প্রজাপতি, (প্রমাণ ছান্দোগ্য উপনিষদ্) প্রজা = প্র—জন = উৎপন্ন হওয়া, স্থিরপ্রাণস্বরূপ ব্রহ্ম ঊর্দ্ধস্থান (সহস্রার) হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে (ব্রহ্মযোনিস্থানে) গতি করিয়া, ঐ ব্রহ্মযোনি হইতে অজপারূপে যাহা উৎপন্ন করিতেছেন, তাহাই প্রজা অর্থাৎ ব্রহ্মযোনি হইতে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নামে তিনটি সূত্রস্বরূপ নাড়ী অতি সূক্ষ্মভাবে নামিয়া আসিয়াছে; উক্ত ঈড়া, পিঙ্গলার ঊর্দ্ধাধোগতিরূপ অবস্থাই অজপারূপ প্রজা; এই প্রজার পতি অর্থাৎ রক্ষাকর্তা; স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মই ইহার রক্ষাকর্ত্তা; কারণ তিনিই আধার-স্বরূপে দেহের ঊর্দ্ধাধঃস্থানে স্থিরবৎ অবস্থিত থাকিয়া এই আধেয়রূপ চঞ্চল অজপাকে রক্ষা করিতেছেন; তিনি দেহ হইতে অন্তর্হিত হইলেই অজপারও অবসান হইয়া যায়; অতএব উক্ত স্থিরপ্রাণই রক্ষাকর্ত্তা প্রজাপতি-পদবাচ্য। এই প্রজাপতি প্রাণযজ্ঞসহ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ "শুক্রধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ" (প্রমাণ জ্ঞান-সঙ্কলিনীতন্ত্র); উপরিউক্ত স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্ম ঊর্দ্ধ হইতে ব্রহ্মযোনির কুণ্ডে গতি করিলে [সহস্রারের কিঞ্চিৎ নিম্নে এবং আজ্ঞাচক্রের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে এই ব্রহ্মযোনিস্থান; কূটস্থ গহ্বরে মনোনিবেশ করিতে পারিলে, ব্রহ্মযোনির কুণ্ড উপলব্ধ হইয়া থাকে] সুষুম্নার অন্তর্গত আদ্যা প্রকৃতির সহিত মিলন হইয়া মকার স্বরূপ বিন্দুর উৎপত্তি হয়। [কূটস্থ মধ্যে এই বিন্দু দৃষ্ট হয়] পরে ঐ বিন্দুর বিস্তার হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব হইল অর্থাৎ উক্ত বিন্দুর বিস্তাররূপে প্রাণ ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া অধোদেশে আসিয়া পড়িলে ঈড়া পিঙ্গলার গতি আরম্ভ হইল এবং নাভিচক্র হইতে প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে ও অপান বায়ুতে নিম্নে ক্ষেপণরূপ প্রাণের কর্ম্ম ঠিকভাবে হইয়া অজপারূপ সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তার হইল [২৫শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য]; উপরিউক্ত মকার স্বরূপ বিন্দুই 'ব্রহ্মা' পদবাচ্য (১০ম অঃ ২২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); আভিধানিক অর্থে মকারকেই ব্রহ্মা বলা হইয়াছে; এই মকার স্বরূপ বিন্দুর বিস্তার হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের

বিস্তার হয় বলিয়া, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি বলিয়া উক্ত হন এবং রজোগুণস্থান নাভিদেশ হইতে [২৫শ শ্লোকোক্তরূপে] অজপার বিস্তার হইতেছে বলিয়াও রজোগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মাকে প্রজাপতি বলা হয়, অর্থাৎ প্রজারূপ সন্তানের যদ্দ্বারা বিস্তার হয়, তিনিও প্রজাপতি-পদবাচ্য; (সন্তান-সম + তন্ = বিস্তার করা), উপরিউক্ত বিন্দুর বিস্তার-কর্ত্তৃক সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তার হয় বলিয়া এবং রজোগুণস্থান নাভিমণ্ডল হইতে অজপারূপ প্রজার বিস্তার হইতেছে বলিয়া, ব্রহ্মা প্রজাপতি বলিয়া উক্ত হন; কিন্তু স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মই আদি-কারণস্বরূপ প্রজাপতি; কেননা তৎকর্ত্তৃকই ঈড়া পিঙ্গলার উৎপত্তি হইয়া পরে ঈড়া পিঙ্গলার অন্তর্গত অজপার প্রকাশ হইয়াছে, এ কারণ তিনিই প্রকৃত প্রজাপতি। তিনি ব্রহ্মারও আদি; কারণ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মা ("প্রাণো হি ভগবান্ ঈশঃ" ইত্যাদি, প্রাণই সব) অর্থাৎ সুষুম্নার অন্তর্গত স্থিরপ্রাণরূপ আদ্যা প্রকৃতি হইতেই ব্রহ্মার (বিন্দুরূপ মকারের) উৎপত্তি [প্রকৃতি হইতেই যে ব্রহ্মার উৎপত্তি, ইহা পুরাণে উক্ত আছে] এবং ঐ প্রকৃতি হইতেই পিঙ্গলারূপ রজোগুণময়রূপে ব্রহ্মার প্রকাশ হইয়া নাভিস্থানে অগ্নিবৎ আরক্তবর্ণ ও চারি বায়ুর গতি বিশিষ্টরূপে চতুর্ম্মুখ স্বরূপে প্রকাশিত; (নাভিচক্রে যে ব্রহ্মার প্রকাশ, তাহা নারায়ণের অনন্ত-শয্যারূপ পটে বিশেষরূপে দেখান আছে; পটে অঙ্কিত আছে যে, নারায়ণের নাভিস্থানে পদ্মের উপর ব্রহ্মা আরক্তবর্ণ ও চতুর্ম্মুখ-রূপে প্রকাশিত আছেন অর্থাৎ যে কোন দেহেই নাভিচক্র স্থানে দশদল পদ্ম রহিয়াছে, সেই পদ্ম স্থলে (নাভিতে) ব্রহ্মা জঠরাগ্নিরূপে আরক্তবর্ণ ও চারি বায়ুর গতিবিশিষ্টরূপ চতুর্ম্মুখভাবে রহিয়াছেন); ঐ নাভিস্থান হইতে উদানবায়ু কণ্ঠে যাইতেছে, আর ব্যান সর্ব্বশরীরে যাইতেছে; অপানবায়ু গুহ্যদেশে ও প্রাণবায়ু হৃদয়ে যাইতেছে। এইরূপে রজোগুণস্থান নাভিমণ্ডল হইতে চারি বায়ুর কার্য্য যথাযথভাবে চালিত হইয়া বায়ুরূপ অজপার বিশেষরূপে বিস্তার হইতেছে বলিয়া, ব্রহ্মা প্রজাপতি নামে খ্যাত হন; কিন্তু যিনি ঐ অজপাকে ব্রহ্মযোনি স্থান হইতে অতি সূক্ষ্মভাবে নির্গত করিয়াছেন ও আধার স্বরূপে থাকিয়া উহাকে রক্ষা করিতেছেন, সেই স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মই প্রকৃত প্রজাপতি বা সৃষ্টিকর্ত্তা-পদবাচ্য। তিনি প্রাণের উর্দ্ধাধোগতিরূপ ক্রিয়ার (প্রাণযজ্ঞের) সহিত অজপাবিস্তাররূপে প্রজাসৃষ্টি করিলে, এই সৃষ্টির প্রথমে (পূর্ব্বে) অশব্দের শব্দ হইতে প্রকাশ হয় যে, [অর্থাৎ বিন্দুর বিস্তারে পঞ্চতত্ত্বাদির প্রকাশ হইয়া সৃষ্টির বিস্তার হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে পঞ্চতত্ত্বাদির সূক্ষ্মত্ব বিন্দুতে মিশিয়া থাকে; কূটস্থ মধ্যে ঐ বিন্দু দর্শনের পূর্ব্বে যে নাদ শুনা যায়, সেই নাদ (ধ্বনি) রূপ অশব্দের শব্দ হইতে বিন্দুরূপ জীবাণুর প্রতি ব্যক্ত হইয়াছিল যে], তোমরা এই প্রাণকর্ম্মরূপ যজ্ঞের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ কর [ইহা ব্যক্ত হইবার মর্ম্ম এই যে; অজপারূপ প্রজা উৎপন্ন হইবার পর প্রাণ ক্রমশঃ

চঞ্চল হয়; এই চঞ্চলাবস্থায় পঞ্চতত্ত্বাদির ব্যক্তভাবরূপ জীবভাবের প্রকাশ হইলে, ঐ জীব যাহাতে আত্মকর্ম্ম দ্বারা নিজের উন্নতি সাধন করে, এ জন্য জীবাণুর প্রতি ব্যক্ত হয়, যে তোমরা ঐ প্রাণযজ্ঞদ্বারা আত্মোন্নতি লাভ কর] অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল অজপাকে প্রাণের বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়াদ্বারা ইহার উৎপত্তি স্থানরূপ উর্দ্ধে স্থির কর; এইরূপ করিয়া আত্মার অধোগতি নিবারণ করিয়া উর্দ্ধে-স্থিতি রূপ উন্নতি [আত্মোন্নতি] লাভ কর। এই প্রাণকর্ম্ম তোমাদের বা তোমার অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক অর্থাৎ প্রাণের যে উর্দ্ধাধোগতি হইতেছে, এই বর্ত্তমান প্রাণকর্ম্মই সৃষ্টিতত্ত্ব বা মৈথুনতত্ত্ব; গুরুপদেশে প্রাণের বহির্গতি নিবারণ করিয়া অন্তর্মুখ গতিরূপ বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়াদ্বারা আত্মমৈথুন পূর্ব্বক ব্রহ্মযোনিস্থ কুণ্ডমধ্যে বা কূটস্থ গহ্বরে প্রাণের স্থিতি করিতে পারিলে, অভীষ্ট সিদ্ধি হয় অর্থাৎ ইহাতে প্রবোধরূপ পুত্র (আত্মজ্ঞান) লাভ করা যায়। নচেৎ জড় মৈথুনতত্ত্বে পড়িয়া চর্ম্মকুণ্ডে আসক্তির সহিত গমন করায় কামপুত্ররূপ অজ্ঞান উৎপন্ন হয় ও তাহার ফলে জীবের বার বার জন্মমৃত্যুরূপ যাতায়াত হইয়া থাকে এবং নানা প্রকার অশান্তি ভোগও হইয়া থাকে, [এ জন্য উক্ত অশব্দের শব্দ হইতে প্রকাশ হয় যে, তোমরা প্রাণযজ্ঞদ্বারা আত্মোন্নতি লাভ ও অভীষ্ট সিদ্ধি কর], ভূমিষ্ঠ হওয়ারূপ জন্মের (সৃষ্টিবিস্তারের) পূর্ব্বে গর্ভাশয়স্থিত বিন্দুরূপ জীবাণু আত্মধ্যানে মগ্ন হইয়া আনন্দানুভব করে এবং জীব তখন খেচরীর অবস্থায় স্থিত থাকে; খেচরীরূপ শূন্যই তখন তাহার অবলম্বন, ঐরূপ শূন্যাবলম্বনে গর্ভাশয়ে ধ্যানস্থ থাকিয়া পরে ভূমিষ্ঠ হইবার পর অজপার বিস্তার হইলেই ঐ চঞ্চলাবস্থায় জীব জড়িত হইয়া পড়ে এবং ধ্যানস্বরূপ পূর্ব্বাবস্থা ক্রমে ক্রমে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় ও নানা প্রকার সদসৎ কার্য্য করিয়া বার বার যাতায়াত করিয়া থাকে; ইহার মূলীভূত কারণ উক্ত স্থিতিহীন হইয়া আত্মধ্যান বিস্মৃত হওয়া। পুনরায় জীব যদি প্রাণকর্ম্মের সাধনদ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থালাভরূপ স্থিতি প্রাপ্তির চেষ্টা করে, তাহা হইলে আত্মোন্নতি লাভ হইয়া থাকে; এইজন্য বিন্দুর পূর্ব্বস্থিত নাদ হইতে বিন্দুরূপ জীবাণুর প্রতি ব্যক্ত হয় যে, তোমরা (পঞ্চতত্ত্বময়জীব) এই প্রাণযজ্ঞের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক।।১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।।১১

অনেন (যজ্ঞেন) [যুয়ম] দেবান্ ভাবয়ত [সংবর্দ্ধয়ত] ; তে দেবাঃ বঃ [যুষ্মান্] ভাবয়ন্তু; [এবং] পরস্পরং [অন্যোন্যং] ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ অবাপ্স্যথ।।১১

এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবৰ্দ্ধন কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবৰ্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর সংবৰ্দ্ধনা করিয়া পরম মঙ্গল লাভ করিবে।।১১

তাৎপৰ্য্য।—বিধিপূৰ্ব্বক প্রাণকৰ্ম্মের সাধনদ্বারা কৰ্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্মে আহুতি দেওয়ারূপ যে যজ্ঞ, (অর্থাৎ বৰ্ত্তমান চঞ্চল প্রাণকে স্থির ব্রহ্মে লয় করিয়া আহুতি প্রদানরূপ যে যজ্ঞ) সেই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবৰ্দ্ধন কর; দেবগণ—দিব্ শব্দে আকাশ বা শূন্যতত্ত্ব। শূন্যধাতুই হইতেছেন প্রাণ; এই প্রাণ যে ৪৯ বায়ুরূপে প্রকাশ রহিয়াছেন, ঐ প্রধান বায়ু সকলই দেবগণরূপী; উহাদেরই সংবৰ্দ্ধনা কর, অর্থাৎ প্রাণ অপানাদির বহির্গতি নিবারণপূৰ্ব্বক অন্তর্মুখগতি করিয়া ইহাকে সম্যক্রূপে বৰ্দ্ধিত কর— দীর্ঘ করিয়া বাড়াও; ইহাই প্রাণের আয়াম (বিস্তার) রূপ অবস্থা [গুরূপদেশগম্য] ইহা বিধিপূৰ্ব্বক করিয়া চলিলে ঈড়াপিঙ্গলাদি মার্গস্থিত বায়ুরূপী দেবগণও তোমাদের বায়ুস্থিরের বৰ্দ্ধিত অবস্থা করাইবেন। এইরূপে পরস্পরের সংবৰ্দ্ধনারূপ সম্যক্ বৃদ্ধি হইলেই পরম মঙ্গল লাভ হইবে; অর্থাৎ বৰ্ত্তমানে প্রাণের যে উৰ্দ্ধাধোগতি রূপ ক্রিয়া হইতেছে, ইহার উৰ্দ্ধে ও অধোদেশে স্থিরত্ব পদ আছে; কিন্তু এই ক্রিয়ায় প্রাণের অন্তর্মুখগতি ও তাঁহার বৃদ্ধি না থাকায় এবং সৰ্ব্বদাই বায়ুর বহির্মুখগতি থাকায় উক্ত স্থিরত্ব উপলব্ধি হইতেছে না। উপরিউক্ত প্রকারে প্রাণাদি বায়ুরূপী দেবগণের বৃদ্ধিরূপ সংবৰ্দ্ধনা করিতে পারিলে ঐ উৰ্দ্ধাধঃস্থানের স্থিরত্বের উপলব্ধি হয় এবং কৰ্ম্মের অতীতাবস্থার স্থিতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই স্থিরত্ব অবস্থাই মঙ্গলময় এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় এই মঙ্গলময় ভাবটি প্রাপ্ত হওয়া যায়।।১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈৰ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ।।১২

হি (যতঃ) দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ [সন্তঃ] বঃ (যুষ্মভ্যং) ইষ্টান্ ভোগান্ দাস্যন্তে। তৈঃ দত্তান্ এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) অপ্রদায় (অদত্ত্বা) যঃ ভুঙ্ক্তে সঃ স্তেনঃ [চৌরঃ] এব।।১২

যেহেতু দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা সংবৰ্দ্ধিত হইয়া তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ সকল দান করিবেন; তাঁহাদিগের প্রদত্ত দ্রব্যাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে সে চোর।।১২

তাৎপৰ্য্য।—প্রাণাদি দেবগণ পূৰ্ব্বশ্লোকোক্তরূপ যজ্ঞের দ্বারা সম্যক্রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তোমাদিগকে কৰ্ম্মের অতীতাবস্থারূপ অভীষ্ট ভোগ সকল দান করিবেন; তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্যাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ করে, সে চোর। অর্থাৎ প্রাণাদি বায়ু সকলের [বিধিপূৰ্ব্বক] ক্রিয়া দ্বারা যে স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়,

সেই স্থিরতার বৃদ্ধি না করিয়া যে চঞ্চলতার বৃদ্ধি করিয়া কৰ্ম্মফলাদি ভোগ করে সে-ই চোর। কারণ, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিয়া আমরা পূর্ণ অহং জ্ঞানে সকল কাৰ্য্য করি এবং মুখে কেবল তৎফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া থাকি; ইহাতে প্রকৃত অর্পণ হয় না; কেননা, তিনিই যদি খাইতে থাকেন, তবে আমি ঝাল মিষ্টাদি বোধ করি কেন? যে ব্যক্তির কৰ্ম্মের অতীতাবস্থা লাভ হওয়ায় অহং জ্ঞানের লোপ হইয়াছে, তিনি খাইয়াও খান না, তাঁহারই প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানে কৰ্ম্মফল সমর্পণ করা হয়।।১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সৰ্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।।১৩

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ) সন্তঃ (সাধবঃ) সৰ্ব্ব-কিল্বিষৈ) (সৰ্ব্বপাপৈঃ) মুচ্যন্তে। যে তু আত্মকারণাৎ পচন্তি তে পাপাঃ (দুরাচারাঃ) অঘং (পাপম্) [এব] ভুঞ্জতে।।১৩

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন; কিন্তু যাহারা আপনার [পরিতৃপ্তিসাধন] জন্য পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করে।।১৩

তাৎপৰ্য্য।—চঞ্চল প্রাণকে স্থিরে লয় করিয়া স্থিরব্রহ্মে আহুতি প্রদান রূপ যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের শেষ ভাগ (কৰ্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি) যিনি লাভ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ ঐ স্থিতির অবস্থায় সকল ইচ্ছার নাশ হইয়া যায়। ইচ্ছাই পাপ; ইচ্ছার নাশ হইলে কোন পাপই থাকে না। আর যাহারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য বা অভীষ্ট বিষয়াদি লাভের জন্য উক্ত যজ্ঞের পাকরূপ (পাক—পচ্ = সিদ্ধি, নিষ্পত্তি) সিদ্ধি—নিষ্পত্তি করে, তাহারা ভ্রষ্ট, দুরাচার; যেহেতু, তাহারা ইচ্ছারূপ পাপের বশীভূত হইয়া কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করে বলিয়া, কৰ্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতির আস্বাদন প্রাপ্ত হয় না; এজন্য ইচ্ছারূপ পাপই ভোজন করিয়া থাকে; কেননা তাহারা কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান-সময়ে নানান ইচ্ছার সহিত কৰ্ম্ম নিষ্পত্তি করার জন্য উক্ত অতীতাবস্থার স্থিতি প্রাপ্ত না হইয়া ইচ্ছাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।।১৩

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পৰ্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পৰ্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ।।১৪

ভূতানি অন্নাৎ ভবন্তি, পৰ্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টেঃ) অন্নসম্ভবঃ, পৰ্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি, যজ্ঞশ্চ কৰ্ম্মসমুদ্ভবঃ।।১৪

ভূতসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়; বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি; বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কৰ্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়।।১৪

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যে স্থিরপ্রাণ ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মাকে অন্ন কহা যায় এবং সেই অন্নরূপ প্রাণব্রহ্ম হইতে বর্ত্তমান চঞ্চল ভাব-(চঞ্চলাবস্থা) রূপ ভূতের উৎপত্তি, অর্থাৎ কূটস্থের ঊর্দ্ধস্থিত স্থির ব্রহ্ম [১০ম শ্লোকোক্তরূপে] আজ্ঞাচক্রে আসিয়া বিন্দুরূপ হইলে, পরে ঐ বিন্দুর বিস্তাররূপ যে চঞ্চল ভাব হয়, তাহাই ভূতের উৎপত্তিরূপ অবস্থা; যেহেতু ঐ চঞ্চলতার স্থানেই পঞ্চতত্ত্বাদির প্রকাশ; তাহার ঊর্দ্ধে তত্ত্বাতীত স্থির ব্রহ্মভাব; এই যে চঞ্চলভাব, ইহা কর্ম্মের অতীতাবস্থার অতীতাবস্থা। এই চঞ্চল অবস্থাতেই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণের বর্ষণ হইতেছে; প্রাণের এই বর্ষণরূপ বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি অর্থাৎ অন্নরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি, —কারণ এই বর্ষণরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের অতীত যে স্থিরাবস্থা, তাহাই ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মাই এইস্থলে অন্ন-পদবাচ্য। উক্ত বর্ষণরূপ বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রাণকে [কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ] স্থিরব্রহ্মে লয় করিয়া [ব্রহ্মে আহুতি-প্রদান রূপ] যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের পরের অবস্থায় (অর্থাৎ প্রাণের লয়ভাবরূপ স্থিরাবস্থার পরের অবস্থায়) প্রাণের পুনরায় চঞ্চলগতিরূপ বর্ষণ হইতেছে এবং ঐ বর্ষণই বৃষ্টি। অতএব যজ্ঞ হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি [প্রাণকর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্ম হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইতেছে; প্রাণই অন্নস্বরূপ; প্রাণের বর্ষণরূপ ক্রিয়াই বৃষ্টিস্বরূপ; অর্থাৎ প্রাণযজ্ঞের দ্বারা মনোরূপ মেঘ হইতেছে; মনই চন্দ্র; এই মনোরূপ চন্দ্র হইতে প্রাণের চন্দ্রনাড়ীতে গতি হওয়ায় শুক্রভাবে বর্ষণ হইয়া তাহা হইতে বর্ত্তমান ভূতগণের উৎপত্তি হইতেছে]; যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয় অর্থাৎ প্রাণের বর্ষণরূপে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হইতেছে, সেই শ্বাস-প্রশ্বাসের অন্তর্মুখগতিরূপ ক্রিয়াদ্বারা ক্রিয়ার অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে আহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞ হয় এবং প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতিরূপ ক্রিয়া হইতে ৪র্থ অধ্যায়োক্ত বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; এজন্য উক্ত হইতেছে-কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ সমুদ্ভূত হয়।।১৪

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং (ব্রহ্মণঃ প্রবৃত্তং) বিদ্ধি, ব্রহ্ম অক্ষরসমুদ্ভবম্; তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।।১৫

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও; ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত; অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।।১৫

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরপ্রাণই ব্রহ্ম এবং প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতিরূপ বর্ত্তমান অবস্থাটিই কর্ম্ম-পদবাচ্য। কারণ, ঊর্দ্ধস্থিত স্থিরব্রহ্ম ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে গতি করিয়া প্রকৃতির স্থানে আসিয়া পড়িলেই চঞ্চলতারূপে প্রাণের কর্ম্ম হইয়া থাকে (১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) একারণ উক্ত স্থিরব্রহ্ম হইতেই চঞ্চলতারূপ কর্ম্মের উৎপত্তি।

আবার অক্ষর হইতে ব্রহ্মের উৎপত্তি; অক্ষর—ন—ক্ষর, অর্থাৎ যাঁহার ক্ষয় নাই; এমন যে আজ্ঞাচক্রস্থিত স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা, তিনিই অক্ষর-পদবাচ্য এবং আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে বিজ্ঞানপদস্থিত পরমাত্মারূপী (তিনিই) পরমব্রহ্ম-পদবাচ্য। ঐ আজ্ঞাচক্রস্থ আত্মপদে প্রাণের অবস্থিতি প্রণিধান করিতে পারিলে, তাহার পর পরমাত্মপদরূপ বিজ্ঞানপদে স্থিতি উপলব্ধি হইয়া থাকে; এজন্য বলা হইতেছে যে, আত্মা-রূপ অক্ষর হইতে পরমাত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মের উৎপত্তি। ব্রহ্ম উপাধিটি একটি ভিন্ন পদার্থ নহে; উহা সেই প্রাণই, [প্রাণস্য প্রাণঃ ইতি উপনিষদ্] ; প্রাণ যখন আজ্ঞাচক্রে অবস্থিতি করেন তখন অক্ষর-পদবাচ্য এবং যখন তদূর্দ্ধে অবস্থিতি করেন, তখন ব্রহ্ম-পদবাচ্য অর্থাৎ এক প্রাণই সব; প্রাণের বৃহত্ত্ব হেতুই 'ব্রহ্ম' উপাধি হইয়াছে (বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে), শাস্ত্রে এক প্রাণকেই সব বলা হইয়াছে (যথা—প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ। প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ); এই প্রাণকে কেহ জানেনা; কর্ম্মের অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তখন প্রাণ যে কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় এবং ঐ অবস্থায় (কর্ম্মের অতীতাবস্থায়) প্রাণের 'ব্রহ্ম' উপাধি হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন স্থলে প্রাণরূপেই রহিয়াছেন, আবার কোনও স্থলে বৃহত্ত্ব প্রকাশহেতু 'ব্রহ্ম' উপাধি ধারণ করিতেছেন; ইনিই সর্ব্বব্যাপী-রূপে সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন, অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চলতাকে স্থিরব্রহ্মে লয় করিয়া আহুতি প্রদানরূপ যে যজ্ঞ, (ঐ যজ্ঞ মণিপুরচক্রে হইয়া থাকে) সেই যজ্ঞে স্থিরব্রহ্ম সর্ব্বদাই প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ যজ্ঞস্থানরূপ নাভিচক্রে সমান-বায়ুরূপে স্থিরপ্রাণ সর্ব্বদাই আছেন। ঐ যে যজ্ঞ, উহা স্থিরে গিয়া লয়প্রাপ্ত হওয়া এবং ঐ স্থিরত্বটুকুই প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি বা স্থিরাবস্থারূপ ব্রহ্ম। উপরিউক্তরূপে ব্রহ্ম হইতে যে কর্ম্মের উৎপত্তি হইতেছে, ঐ কর্ম্মরূপ অবস্থাই তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণরূপে বিস্তারের অবস্থা। একারণ তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বলিতেছেন।।১৫

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।।১৬

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং ইহ যঃ ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুতিষ্ঠতি) হে পার্থ ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়পরায়ণঃ) অঘায়ুঃ (অঘং পাপরূপম্ আয়ু যস্য সঃ) সঃ মোঘং (ব্যর্থং) জীবতি।।১৬

এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র ইহলোকে যে অনুবর্ত্তন না করে, হে পার্থ, ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপজীবন সে ব্যক্তি বৃথা জীবিত থাকে।।১৬

তাৎপর্য্য।—স্থির ব্রহ্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি; আবার ঐ কর্ম্মের গতি (গতায়াত) [কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ] ব্রহ্মেই গিয়া লয় পাইতেছে, অর্থাৎ চঞ্চলপ্রাণরূপে বর্ত্তমান

কর্ম্মের অবস্থা এবং প্রাণ স্থির হইলেই কর্ম্মের অতীতাবস্থা, (একমাত্র প্রাণই সব); এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুবর্ত্তন যে না করে, অর্থাৎ দেহমধ্যে শ্বাসের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ জন্ম ও খণ্ডপ্রলয় সতত হইতেছে এবং শ্বাসের ত্যাগ ও গ্রহণরহিত স্থির সাম্যাবস্থারূপ স্থিতিও হইতেছে; এই যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় শরীর-মধ্যে হইতেছে, যে ব্যক্তি ইহার তত্ত্ব নির্ণয় না করিয়া ইহলোকে (বর্ত্তমান চঞ্চল অবস্থায়) ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হইয়া ইচ্ছার দাস হইয়া থাকে, সে পাপজীবন লইয়া বৃথা জীবিত রহিয়াছে অর্থাৎ তামসিক প্রবৃত্তির নাশ করিয়া ইচ্ছারহিত অবস্থাই নিষ্পাপ অবস্থা এবং ইচ্ছা ও তামসিক প্রবৃত্তিই পাপ। যে ব্যক্তি তামসিক প্রবৃত্তি লইয়া ইচ্ছার দাস হইয়া থাকে, তাহারই পাপময় বৃথাজীবন।।১৬

যস্ত্বাত্ম-রতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।।১৭

যস্তু মানবঃ আত্মরতিঃ (আত্মনি রতিঃ যস্য সঃ, আত্মনি প্রীতঃ) আত্মতৃপ্তঃ (স্বানন্দানুভবনে তৃপ্তঃ) এব চ, আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ, তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে (কিমপি কর্ত্তব্যং নাস্তি)।।১৭

কিন্তু যিনি আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার কিছু কার্য্য (কর্ত্তব্য) নাই।।১৭

তাৎপর্য্য।—যিনি আত্মাতেই রত, অর্থাৎ আপনাতে আপনি রত থাকিয়া সদাই সন্তুষ্ট; আত্মাতেই তৃপ্ত অর্থাৎ লালসার নিবৃত্তি হওয়ায় আপনা-আপনিই তৃপ্ত; এরূপ ব্যক্তি যিনি, তাঁহার কিছু কর্ম্ম নাই, অর্থাৎ অতীতাবস্থায় প্রাণের চঞ্চলতার হ্রাস হওয়ায় তাঁহার উর্দ্ধাধোগতিরূপ ক্রিয়া নাই। তাঁহার কোন কর্ত্তব্যরূপ কর্ম্মও নাই, কেননা, যাঁহার অকরণে প্রত্যবায় আছে, এমন যে আত্মকর্ম্মরূপ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের অতীতাবস্থায় যিনি নিঃশেষরূপে স্থিতি লাভ করিয়া কর্ম্মাতীত-পদবাচ্য হইয়াছেন (আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন), তাঁহার আর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি থাকিতে পারে।।১৭

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ।।১৮

ইহ (জগতি) কৃতেন (কর্ম্মণা) তস্য অর্থঃ (পুণ্যং) নৈব [অস্তি] ; [ন চ] অকৃতেন [কর্ম্মণা] কশ্চন [প্রত্যবায়ঃ অস্তি] ; সর্ব্বভূতেষু অস্য কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (অর্থে ঐহিকামুষ্মিকবিষয়ে ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ঃ) ন [বিদ্যতে]।।১৮

ইহলোকে কৃতকর্ম্মদ্বারা তাঁহার পুণ্যও হয় না, অকরণ হেতু কোন পাপও হয় না এবং সর্ব্বভূতে কেহ ইহার ঐহিক বা পারত্রিক কোন বিষয়ে আশ্রয়ণীয় নাই।।১৮

তাৎপর্য্য।—এই বর্ত্তমান অবস্থারূপ ইহলোকে কৃতকর্ম্মদ্বারা বা কোন কর্ম্মের অকরণ দ্বারা তাঁহার কোনরূপ পাপ বা পুণ্য হয় না; যেহেতু তিনি কর্ম্ম এবং করণ দুয়ে'রই অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া গুণাতীত পদে অবস্থিত হওয়ায়, সত্ত্ব ও রজস্তমোগুণের কার্য্যরূপ পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অতীত হইয়াছেন এবং ইচ্ছার নাশ হওয়ায় ইচ্ছারূপ পাপকে অতিক্রম করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার কোন পাপও নাই, পুণ্যও নাই। আর চঞ্চলভাবরূপ সর্ব্বভূতে তাঁহার কেহ ঐহিক বা পারত্রিকের আশ্রয়ণীয়ও নাই, ঐহিক অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল অবস্থা; পারত্রিক অর্থাৎ বর্ত্তমানের অতীত (স্থির) অবস্থা; যে ব্যক্তি ভূতভাবরূপ বর্ত্তমান পঞ্চতত্ত্বময় চঞ্চল অবস্থাকে স্থির করিয়া বর্ত্তমানের অতীতাবস্থারূপ তত্ত্বাতীতপদে স্থিতিলাভ করিয়া দেবভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার আর ভূতভাব মধ্যে কোন্ আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়? অতএব তাঁহার একমাত্র কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভরূপ আশ্রয় লাভ হওয়ায় এবং এই বর্ত্তমান অবস্থারূপ ঐহিকভাবও স্থিরভাবে চলায়, ঐহিক বা পারত্রিক উভয়েই তাঁহার পঞ্চতত্ত্বময় সর্ব্বভূত মধ্যে কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। যে সাধকের উক্ত অবস্থা লাভ হইয়াছে, তাঁহার আবার সর্ব্বভূতমধ্যে কি আশ্রয় প্রয়োজন হইতে পারে? বরং তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া অনেকে পরমাশ্রয়ের উপায় খুঁজিয়া থাকে (যথা-বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, ইঁহারাই প্রকৃতরূপ আশ্রয়ের দাতা)।।১৮

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।১৯

তস্মাৎ অসক্তঃ (ফলসঙ্গরহিতঃ) [সন্] সততং কার্য্যং (অবশ্য কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং) কর্ম্ম সমাচর [সম্যক্ আচর] ; হি (যতঃ) অসক্তঃ [সন্] কর্ম্ম আচরন্ পুরুষঃ পরম্ (মোক্ষ) আপ্নোতি।।১৯

অতএব তুমি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।১৯

তাৎপর্য্য।—ফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া যোগক্রিয়ারূপ কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ আরম্ভ কর। যেহেতু কোন আসক্তি বা ইচ্ছা না রাখিয়া অনাসক্ত ভাবে এই কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দেহরূপ পুরে যে প্রাণপুরুষ প্রাণ ও অপানাদি বায়ুর বিস্তরাবস্থারূপে শয়ন করিয়া আছেন, সেই পুরুষের (প্রাণের) অধোগতি হওয়ারূপ ক্ষয় না হইয়া মোক্ষ হয় অর্থাৎ উর্দ্ধে খং-স্বরূপ ব্রহ্মে বর্ত্তমান প্রাণের স্থিতি হয় (৬ষ্ঠ অঃ ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।১৯

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি।।২০

জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা (কর্ম্মযোগেন) এব হি সংসিদ্ধিম্ (জ্ঞানম্) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) লোকসংগ্রহম্ (লোকস্য স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনম্) এব অপি সংপশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি।।২০

জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, লোক সকলকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার বিষয়েও দৃষ্টি রাখিয়া [তোমার] কর্ম্ম করা উচিত।।২০

তাৎপর্য্য।—জনকাদি মহাত্মারা অর্থাৎ জনক শব্দে পিতা, (পিতা হ বৈ প্রাণঃ) বর্ত্তমান প্রাণরূপী আত্মাই পিতা বা জনক-পদবাচ্য এবং এই প্রাণরূপী আত্মাকে মহৎ আত্মা-রূপ পরমাত্মপদে যিনি স্থির করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাত্মা 'জনক' পদবাচ্য। এইরূপ জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ প্রাণ কর্ম্মরূপ আত্মকর্ম্মের বিধিপূর্ব্বক সাধনাদ্বারাই ইঁহারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐরূপ বিধিপূর্ব্বক সাধনকর্ম্ম যাঁহারা করেন, তাঁহাদের আত্মার উপরে স্থিতিরূপ উন্নতি হওয়ায়, তাঁহারা 'মহাত্মা' পদবাচ্য হন এবং যাঁহারা এ কর্ম্ম না করেন, তাঁহাদের আত্মার অবনতিরূপে (সর্ব্বদা প্রাণের চঞ্চল গতিরূপে) প্রাণ সর্ব্বদা নীচগতিশীল হইয়াই থাকে অতএব লোকসকলকে আত্মধর্ম্মরূপ স্বধর্ম্মে স্ব = আত্মা, ধর্ম্ম = যাহাতে জীবের পোষণ হয় অর্থাৎ প্রাণ; সেই প্রাণের কর্ম্মরূপ আত্ম-কর্ম্মই স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার এই কর্ম্ম করা উচিত। কেননা, তুমি হইতেছ সাধন-সমরে যুক্ত ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন সাধক; তোমাকে সাধনায় যত্নবান দেখিলে, আর আর ব্যক্তিরাও তোমার অনুকরণ করিবে; নতুবা তাহাদের আত্মার উন্নতি না হইয়া তাহারা অবনতিতেই থাকিবে; এজন্য লোকদিগকে ধর্ম্মপথগামী করিবার বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম্ম করা উচিত।।২০

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।।২১

শ্রেষ্ঠঃ যৎ যৎ আচরতি, ইতরঃ জনঃ তৎ তৎ এব (আচরতি); সঃ (শ্রেষ্ঠঃ) যৎ প্রমাণং কুরুতে (মান্যতে) লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে।।২১

[কেননা] শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকও তাহা তাহা করে; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।।২১

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে যে বলিয়াছেন, লোকসকলকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কর্ম্ম করা উচিত; সেই কথাই উল্লেখ করিয়া এখানে বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, অন্যান্য সাধারণ লোকেও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, অন্যান্য লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে অর্থাৎ যিনি আত্মকর্ম্মের প্রধানকর্ম্মী, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করেন, (যাহার অকরণে প্রত্যবায় আছে, সেই কর্ম্মকেই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন) অন্যান্য লোকেও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। প্রাণকর্ম্মরূপ আত্মকর্ম্মের অকরণে যথেষ্ট প্রত্যবায় আছে। কারণ, এ কার্য্যের অভাবে শরীর যাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না; প্রাণের কর্ম্ম দেহে যতক্ষণ চলিতেছে, ততক্ষণই শরীর বর্ত্তমান; ইহা অচল হইলে দেহও অচল, অতএব এই কর্ম্ম অবশ্যই করণীয় এবং কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হওয়া উচিত।।২১

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি।।২২

হে পার্থ, মে (মম) কর্ত্তব্যং নাস্তি [যতঃ] ত্রিষু লোকেষু অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্তম) অবাপ্তবাং (প্রাপ্যং) কিঞ্চন না অস্তি; [তথাপি অহং] কর্ম্মণি বর্ত্তে (কর্ম্ম করোমি) এব চ।।২২

হে পার্থ, আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; [কেননা] ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্তই রহিয়াছি।।২২

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (২য় অঃ ৫৫তম শ্লোকে পার্থ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য) আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই, অর্থাৎ যাহার অকরণে প্রত্যবায় আছে, তাহাকেই যদি কর্ত্তব্য বলা হয়, তাহা হইলে ত্রিলোকে এমন কি আছে, যাহার অকরণে ভগবানের ক্ষতি হইতে পারে? তাহা যখন নাই, তখন ভগবানের কর্ত্তব্যও কিছুই নাই; এই ত্রিলোকে তাঁহার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও কিছুই নাই; ত্রিলোক অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল; ইহা যাঁহার করতলে এবং এই ত্রিলোকের অতীত-পদবাচ্য যিনি তাঁহার আর ইহার মধ্যে অপ্রাপ্ত বা পাইবার কি-ই বা আছে? কণ্ঠের উর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রই স্বর্গ, কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত মর্ত্ত্য, নাভির নিম্নে মূলাধারই পাতাল; এই ত্রিলোক হইতেছে তিন গুণের স্থান; যিনি গুণের অতীত বলিয়া উক্ত হন এবং এই ত্রিলোকের উর্দ্ধে বিজ্ঞানপদে যাঁহার স্থিতি, তাঁহার আবার এই তিন গুণের স্থানমধ্যে প্রাপ্তব্য কি আছে? আবার তিনি যোগমায়া কর্ত্তৃক আবির্ভূত হইলে, তাঁহার অপ্রাপ্তও কিছুই নাই। তিনি কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়াও কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থার অতীতাবস্থারূপ বর্ত্তমান অবস্থায় প্রকৃতিস্থ হইয়া, চঞ্চলপ্রাণরূপে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন।।২২

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।২৩

হে পার্থ, যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ) [সন্] কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ম্ (কর্ম্মনানুতিষ্ঠেয়ম্) [তর্হি] হি (নিশ্চিতং) মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম (মার্গং) সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে।।২৩

হে পার্থ, যদি আমি কদাচিৎ অনলস হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ আমার পথ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিবে।।২৩

তাৎপর্য্য।—ভগবান আলস্যহীন বলিয়া অনলস; তিনি অনলস হইয়াও যদি কদাচিৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করেন; অর্থাৎ তাঁহার ক্রিয়াশক্তিরূপ কৌশলেই এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং সমুদয় বহির্জগৎ চালিত হইতেছে; তিনি স্থিরবায়ুরূপে থাকিয়া মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা দেহরূপ জগতের ও বহির্জগতের ৪৯ বায়ুর ক্রিয়া যথাযথরূপে চালিত করিতেছেন; যদি তিনি ক্ষণকালের জন্যও ঐ ক্রিয়াশক্তির ব্যতিক্রম করেন, তাহা হইলেই তৎক্ষণাৎ সব অচলপ্রায় হয়। তিনি অচলপ্রায় (কর্ম্মশূন্য) হইলেই সকল লোকও অচলপ্রায় হইয়া ঐ পথই অনুসরণ করিবে, অর্থাৎ তখন লোকসকলও সর্ব্বতোভাবে নিশ্চল অবস্থাই প্রাপ্ত হইবে। একারণ বলিতেছেন, আমি যদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণও আমার পথ অনুসরণ করিবে।।২৩

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।২৪

চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্ (নানুতিষ্ঠেনম্) [তহি] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ) [অহং] চে সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করস্য) কর্ত্তা স্যাম্ (ভবেয়ম্) [এবং সতি অহমেব] ইমাঃ প্রজাঃ উপহন্যাম্ (মলিনীকুর্য্যাম)।।২৪

আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে এই লোকসকল [ধর্ম্মলোপবশতঃ] বিনষ্ট হইবে এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব; এইরূপে আমি এই প্রজাগণকে মলিন করিব।।২৪

তাৎপর্য্য।—আমি যদি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে সৃষ্টিধর্ম্মের লোপ হইয়া লোকসকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব, অর্থাৎ আমি যদি যথাযথরূপে কার্য্য না করিয়া তাহার বিপরীত পথের অনুবর্ত্তন করি, তাহা হইলে মনুষ্যগণও বিপরীত পথে ধাবমান হইয়া ধর্ম্মলোপ হেতু অজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া বিনষ্ট হইবে। ধর্ম্ম = যাহাতে জীবের পোষণ হয় অর্থাৎ প্রাণ; এই প্রাণের ক্রিয়াশক্তিকর্ত্তৃকই সৃষ্টিধর্ম্ম বা সকল ধর্ম্ম রক্ষা পায়, এবং প্রাণের ক্রিয়া রহিত হইলেই সকল ধর্ম্মের

লোপ হয়। শরীরাভ্যন্তরে শ্বাস-প্রশাসরূপে প্রাণের যে ক্রিয়া হইতেছে, এই ক্রিয়ার অভাব হইলেই অর্থাৎ যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ; ইহার গতি ফুরাইলেই জীবনেরও আশা ফুরায়; তাহার ফলে লোক বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে; বহির্জগতেও ৪৯ বায়ুর কার্য্য চলিতরূপে জগতের যে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে; ইহার ব্যতিক্রমে বহির্জগৎও বিনষ্ট হইয়া যায়। আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে আমিই প্রজাগণকে মলিন করিব; প্রজা অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণের বিস্তারাবস্থা (১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই বিস্তারাবস্থার যে যথাযথ-রূপ ক্রিয়া, উহার ব্যতিক্রম হইলেই শ্বাস-প্রশ্বাস মলিন হইয়া থাকে, এইরূপে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মলিন হইলেই প্রজা মলিন হইবে; আর আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব অর্থাৎ প্রাণের যে কর্ম্ম চলিয়াছে, ইহার ব্যতিক্রমে প্রকৃত ধর্ম্ম বা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; ইহার যথাযথরূপ ক্রিয়া দ্বারাই (অর্থাৎ প্রাণের বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়ারূপ প্রাণকর্ম্ম দ্বারাই) জ্ঞান (প্রবোধরূপ পুত্র) উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ইহার নিগ্রহরূপ বিপরীত ক্রিয়াদ্বারা অজ্ঞানরূপ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে।২৪

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্।।২৫

হে ভারত, কর্ম্মণি সক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞাঃ) যথা [কর্ম্মাণি] কুর্ব্বন্তি, অসক্তঃ [সন্] লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকান্ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তয়িতুমিচ্ছুঃ) বিদ্বান্ [অপি] তথা কুর্য্যাৎ।।২৫

হে ভারত, কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানীরা যেরূপ করিয়া থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানীগণও লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেইরূপই করিবেন।।২৫

তাৎপর্য্য।—হে ভারত—ভর + অত—বিস্তার করা অথবা ভরত অর্থে অগ্নিও বুঝায়, এবং ভরত হইতে ভারত (ভৃ + অত—ভারত), ভৃ অর্থে পালন করা, অর্জ্জুন হইতেছেন জঠরাগ্নিরূপ তেজস্তত্ত্ব এবং এই তেজঃ প্রাণেরই তেজঃ; জঠরাগ্নিরূপ তোজোদ্বারা চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক হইয়া শরীরের পোষণ হইতেছে এবং এই তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা [২৮শ শ্লোকে মাধ্যাকর্ষণ দ্রষ্টব্য] প্রাণাপানের কার্য্য ঠিকভাবে চালিত হইয়া বায়ুর বিস্তার হইতেছে; এজন্য তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জ্জুনকে 'ভারত' সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ

অজ্ঞানীরা যেমন সকল কর্ম্ম আসক্তির সহিত করিয়া থাকে, কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানীরাও লোকদিগকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সেইরূপই করিবেন, অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞানীরাও করিবেন। তবে অজ্ঞানীরা আসক্তির সহিত করিয়া থাকে, জ্ঞানীরা আসক্তি ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত ভাবে সকল কর্ম্ম করিবেন। কেননা, সাধারণ কর্ম্মাসক্ত

জীব যাহারা, তাহারা কোন বিষয় ত্যাগ করিবার আশঙ্কায় এবং সাধন করিতে হইলে বিষয়ত্যাগই বিধি, এই অমূলক ধারণায় সাধনপথে অগ্রসর হইতে চাহে না; সেই সকল ব্যক্তি যদি প্রত্যক্ষ দেখে যে, ইহাতে কোন ত্যাগ নাই, বরং বিনা বিষয়ত্যাগেও অনেক লাভ আছে [যেমন জনক রাজার উপমা], এইরূপ দেখিলে তাহারা স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে; একারণ বলিতেছেন—অনাসক্ত জ্ঞানী ব্যক্তিও কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় সেইরূপই করিবেন অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া কেবলমাত্র আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়াই লোকদিগকে স্বধর্ম্মরূপ আত্মকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন।।২৫

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।।২৬

অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং (কর্ম্মাসক্তানাং) বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ (পরাবুদ্ধেঃ রহস্যং ন প্রকাশয়েদিত্যর্থঃ) [অপিতু] বিদ্বান্ যুক্তঃ (ব্রহ্মণি যুক্তঃ) সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ [অজ্ঞান্ কর্ম্মণি] যোজয়েৎ।।২৬

অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না অর্থাৎ পরাবুদ্ধির রহস্য অজ্ঞানীদের জন্মাইবে না; [বরং] ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তি নিজে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অজ্ঞানীদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন।।২৬

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞ কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, অর্থাৎ বুদ্ধির পর যে পরাবুদ্ধি কর্ম্মের অতীতাবস্থার জ্ঞানরূপী আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি, তাহা কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের (যে জ্ঞান) উৎপন্ন হইবে না; কারণ, অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিয়া যাহা (কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ) লাভ বা উৎপন্ন করিতে হয়, আসক্তি ও অজ্ঞান থাকিতে তাহা জন্মান সম্ভব নয়; এজন্য ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতব্যক্তি যিনি, (যাঁহার ব্রহ্মকে জানারূপ প্রকৃত জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ এবং পণ্ডাশব্দে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি, তাহা যাঁহার আছে তিনিই বাস্তবিক পণ্ডিত), তিনি নিজে সকল কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানীদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, পরে তাহারা কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থার জ্ঞানরূপ পরাবুদ্ধি উৎপন্ন বা প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে।।২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।।২৭

প্রকৃতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতি-কার্য্যৈঃ, ইন্দ্রিয়ৈঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ) কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি; [কিন্তু] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারেণ ইন্দ্রিয়াদিষু আত্মধ্যানেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ জনঃ) "অহং কর্ত্তা" ইতি মন্যতে।।২৭

কর্ম্ম সকল প্রকৃতির গুণ (ইন্দ্রিয়গণ) দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত (দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মধ্যানে বিমূঢ় বুদ্ধি) ব্যক্তি "আমি কর্ত্তা" এই মনে করে।।২৭

তাৎপর্য্য।—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইহাই প্রকৃতির গুণ এবং ইহাদের দ্বারাই কার্য্য নিষ্পাদিত হয়, অর্থাৎ রক্ত-মাংসে বায়ু গিয়া তেজের দ্বারা প্রাণাপানের কার্য্য হইয়া থাকে [যাহা ১ম অঃ প্রথম শ্লোকে লিখিত হইয়াছে] এই গুণের সহিত ইন্দ্রিয়গণ যুক্ত থাকিয়া অপরাপর কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হইতেছে, অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব চক্ষুতে আছে, তদ্দ্বারা দর্শনকার্য্য, বায়ুতত্ত্ব কর্ণে আছে, তদ্দ্বারা শ্রবণকার্য্য, জলতত্ত্ব জিহ্বায় আছে, জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন কার্য্য, ক্ষিতিতত্ত্ব নাসিকায় আছে, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণকার্য্য, এইরূপে প্রকৃতির গুণ ও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা কর্ম্মসকল সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাদিত হয়। কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি (চিৎস্বরূপে আত্মার চঞ্চল স্রোতই যাহার অহরহঃ প্রবল, সেই বিশেষরূপে অহংজ্ঞানে মূঢ় ব্যক্তি) "আমি কর্ত্তা" এই মনে করে অর্থাৎ আমি কে তাহাই জানে না, এক প্রাণরূপ আত্মাই সব তাঁহারই প্রকৃতির গুণের দ্বারা সব নিষ্পাদিত হইতেছে; অথচ মূঢ়ব্যক্তি মধ্যভাগে থাকিয়া (প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতি যাহা চলিয়াছে ইহার ঊর্দ্ধ এবং অধোভাগে স্থির, কেবল মধ্যেই চঞ্চল; সেই চঞ্চল স্রোতরূপ মধ্যাবস্থায় থাকিয়া) আপনাকে কর্ত্তা মনে করে।।২৭

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে।।২৮

তু (কিন্তু) হে মহাবাহো, গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ কর্ম্মভ্যশ্চ আত্মনো বিভাগঃ এতয়োঃ) তত্ত্ববিৎ (স্বরূপবেত্তা) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) গুণেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে [নতু অহং] ইতি মত্বা ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি)।।২৮

কিন্তু হে মহাবাহো—গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ এই দুয়ের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি "ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে [আমি নহি]" এই মনে করিয়া [কর্ম্মসমূহে] কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না।২৮

তাৎপর্য্য।—হে মহাবাহো, শরীরের তেজঃ রোদসী ধারণ করিতেছে বলিয়া তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জ্জুনকে মহাবাহো সম্বোধন করিতেছেন; রোদসী = (রোদস + ঈপ—প্রং, সং, স্ত্রীং) পৃথিবী ও স্বর্গ অর্থাৎ মূলাধার হইতেছে পৃথিবী ও সহস্রার স্বর্গ, এবং তেজস্তত্ত্বের স্থান নাভিমণ্ডলে, ইহা সমান-নামক বায়ুর স্থান; এই তেজস্তত্ত্ব মূলাধার

ও সহস্রার এই উভয়কে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে—ইহাই মাধ্যাকর্ষণ; এই মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা প্রাণাপানের কার্য্য ঠিক চালিত হইতেছে; দেহের উর্দ্ধাধঃ উভয় স্থান প্রাণের তেজোরূপ অর্জ্জুন দ্বারা আকৃষ্ট রহিয়াছে বলিয়াই অর্জ্জুনকে মহাবাহো সম্বোধন করিতেছেন এবং অর্জ্জুন দ্বারাই যুদ্ধক্রিয়া হইতেছে—অর্থাৎ যুধিষ্ঠির—আকাশতত্ত্ব—স্থান আজ্ঞাচক্র; ভীম—বায়ুতত্ত্ব—স্থান হৃদয়; নকুল—জলতত্ত্ব—স্থান স্বাধিষ্ঠান; সহদেব—ক্ষিতিতত্ত্ব—স্থান মূলাধার এবং অর্জ্জুন—তেজস্তত্ত্ব—স্থান নাভি; এই অর্জ্জুনরূপ তেজস্তত্ত্বকর্ত্তৃক পৃথিবী ও স্বর্গধারণরূপ মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা প্রাণাপানের কার্য্য (প্রাণবায়ুর নাভি হইতে উর্দ্ধগতি ও অপানের নাভি হইতে অধোগতি) ঠিকভাবে চালিত হইয়া অর্জ্জুনরূপ তেজঃ দ্বারাই যুদ্ধ হইতেছে, অর্থাৎ রক্তমাংসে বায়ু গিয়া তেজের দ্বারা ক্রিয়ারূপ যুদ্ধ হইতেছে। যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি এই ক্রিয়া এবং গুণ হইতে আত্মার বিভাগ জানিয়া তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন; অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণ আদ্যাশক্তিরূপা প্রাণশক্তি হইতে উৎপন্ন; ঈড়া—তমোগুণ, পিঙ্গলা—রজোগুণ এবং সুষুম্না—সত্ত্বগুণ, এই গুণত্রয় হইতে আত্মার বিভাগ—অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণের গতি ফুরাইয়াছে এবং সত্ত্বও আসিয়া পৌঁছায় নাই, এই সময়, ইহা গুণ হইতে আত্মার বিভাগাবস্থা। জীবের দেহে একই গুণ সর্ব্বদা থাকে না, কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ এবং কখনও বা তমঃ, এইরূপে তিন গুণ চলিতেছে (১৪শ অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই তিন গুণানুসারে জীবের নানা প্রকার সদসৎ প্রবৃত্তির উদয় হইয়া জীবকে গুণের বশীভূত করিয়া মন ও বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা নানা প্রকার কার্য্য করাইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় সর্ব্বদা থাকেন, তাঁহারা গুণের উদয়-অস্ত দেখিয়া থাকেন; উদয় ও অস্ত থাকিলেই মধ্যে ক্ষণিক বিরাম থাকিবেই; সেই বিরামের অবস্থাই আত্মভাব; সে অবস্থায় কোন গুণই থাকে না; উহা গুণাতীত অবস্থা; ঐ অবস্থা যোগীরা বুঝিতে সমর্থ; কারণ, কাল তাঁহাদের আয়ত্ত। এইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্ম হইতেও আত্মার বিভাগ জ্ঞাত আছেন; অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম যাহা চলিয়াছে, ইহার যাওয়া-আসা (উঠা-নামা) অর্থাৎ আগম ও নিগম যোগীরাই বুঝিতে সমর্থ। অপান এবং প্রাণবায়ুর ক্রিয়ায় যে উর্দ্ধাধোগতি হইতেছে, ঐ উর্দ্ধ এবং অধঃস্থানে (মূলাধার এবং সহস্রারে) স্থিরত্বপদ আছে, সেই স্থিরভাবই আত্মভাব এবং এই যে আত্মভাব, ইহাই কর্ম্ম হইতে স্থিরপ্রাণরূপ আত্মার বিভাগাবস্থা। যোগীরা আত্মকর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ করিয়া (অর্থাৎ সাধন দ্বারা কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের অতীতাবস্থায় প্রাণের স্থিতি করিয়া) গুণ এবং কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ যে কী, তাহা অবগত হন এবং দেখেন যে ইন্দ্রিয়াদির গুণ দ্বারাই [পূর্ব্বশ্লোকোক্ত] গুণের কার্য্যসকল নিষ্পাদিত

হইতেছে (আমি কর্ত্তা নই), এই মনে করিয়া তাঁহারা কোনও কর্ম্মেই কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না।২৮

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ।।২৯

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ (গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ বিবেকহীনাঃ) [যে জনাঃ] গুণকর্ম্মসু [গুণেষু ইন্দ্রিয়াদিষু তৎকর্ম্মসু চ] সজ্জন্তে, [প্রবর্ত্তন্তে] কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (অজ্ঞান) মন্দান্ (মন্দমতীন্) ন বিচালয়েৎ।।২৯

প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণে মোহিত হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না।।২৯

তাৎপর্য্য।—যাহারা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণে মুগ্ধ থাকে এবং সেই সকল গুণের কার্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা ইত্যাদিতে আসক্ত হয়, সর্ব্বজ্ঞব্যক্তি সেই সকল অজ্ঞান ও মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না। অর্থাৎ যাঁহার 'সর্ব্বং ব্রহ্মময় জগৎ' এরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি ঐ সকল ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মালাপ করিবেন না; ২৬শ শ্লোকোক্তরূপে নিজে সকল কর্ম্ম করিয়া ঐরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন।।২৯

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।।৩০

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (সমর্প্য) অধ্যাত্মচেতসা (আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্ততে যৎ চেতঃ তেন, আত্মনি এব অর্পিতেন (চেতসা) নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) ভূত্বা বিগতজ্বরঃ (ত্যক্তশোকঃ) [সন্] যুধ্যস্ব।।৩০

সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া আত্মাতে মন রাখিয়া নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া শোক ত্যাগপূর্ব্বক (রিপুগণের অর্থাৎ অন্তঃশত্রুগণের সহিত) যুদ্ধ কর।।৩০

তাৎপর্য্য।—সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম্মের ভার আত্মায় অর্পণ কর; শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণের যে কর্ম্ম হইতেছে, ইহার বহির্মুখগতি নিবারণপূর্ব্বক অন্তর্মুখগতি দ্বারা, [এই গতি স্বতঃ রহিতরূপ স্থিরাবস্থায়] প্রাণের কর্ম্মকে স্থির প্রাণে লয় করিতে পারিলে তবে সমুদয় কর্ম্ম আত্মায় অর্পণ করা হয়, এইরূপে কর্ম্ম-সমর্পণ করিয়া এবং স্থিরপ্রাণে মন রাখিয়া নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ কামনা এবং অহংজ্ঞান শূন্য হইয়া শোকত্যাগপূর্ব্বক (১ম অধ্যায়ে যে শোক প্রকাশ পাইয়াছে, উহা ত্যাগ করিয়া) রিপুগণের সহিত যুদ্ধে (সাধন-সমরে) প্রবৃত্ত হও।।৩০

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ।।৩১

[মদ্বাক্যে] শ্রদ্ধাবন্তঃ অনুসূয়ন্তঃ (দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়তি) ইতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তঃ যে মানবাঃ মে (মম) ইদং মতং নিত্যম অনুতিষ্ঠন্তি, [কর্ম্মকুর্ব্বাণাঃ] তে অপি কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে।।৩১

[আমার বাক্যে] শ্রদ্ধাবান্ এবং দোষদৃষ্টিবিহীন যে সকল মনুষ্য আমার এই মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও [কর্ম্মকারী হইয়াও] সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন।।৩১

তাৎপর্য্য।—যে সকল মনুষ্য আমার বাক্যের দোষানুসন্ধান না করিয়া এবং শ্রদ্ধাবান হইয়া আমার মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, (১৩শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), তাঁহারা কর্ম্মকারী হইয়াও সকল কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন, (সকল বাহ্যকর্ম্মই অনাসক্তভাবে নির্লিপ্ত থাকিয়া করেন বলিয়া কর্ম্ম হইতে মুক্ত হন), অর্থাৎ উপরিউক্তরূপে শ্রদ্ধাবান হইয়া নিত্য আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করায়, প্রাণের চঞ্চলগতি স্বতঃ স্থির হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি প্রাপ্ত হন এবং যাবতীয় কর্ম্ম অনাসক্ত ভাবে করায় কর্ম্মকারী হইয়াও কর্ম্মের আসক্তিরূপ বন্ধনে যুক্ত না হইয়া সকল কর্ম্ম হইতেই মুক্তি লাভ করেন।।৩১

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ।।৩২

যে তু অভ্যসূয়ন্তঃ (দোষদৃষ্টিঃ কুর্ব্বন্তঃ) মে এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি অচেতসঃ (বিবেকশূন্যান্) তান্ সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ নষ্টান বিদ্ধি।।৩২

কিন্তু যাহারা দোষমাত্রদর্শী হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান করে না, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় ও নষ্ট বলিয়া জানিও [তাহাদের অধোগতি হয় জানিও] ।।৩২

তাৎপর্য্য।—"যোগ করিলে মৃত্যু হয়, সাধনকর্ম্মে কি ফল হয়?" এইরূপ দোষদর্শী হইয়া যাহারা এই আত্মকর্ম্মরূপ কর্ম্মযোগের মত অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে নষ্ট এবং বিবেকহীন বলিয়া জানিও [বিবেক-বীতরাগ (আসক্তিশূন্য) অবস্থা, ইহা যাহাদের নাই, তাহারাই বিবেকহীন] সেই সকল নষ্ট ব্যক্তিদিগকে সর্ব্ববিধ জ্ঞান সম্বন্ধেই বিশেষরূপে মূঢ় বলিয়া জানিও।।৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।।৩৩

জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশম্ (অনুরূপং) চেষ্টতে; [তথা] ভূতানি প্রকৃতিং যান্তি (অনুবর্ত্তন্তে); [অতঃ] নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) কিং করিষ্যতি।।৩৩

জ্ঞানবানও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করেন; প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুসরণ করে; অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে?।।৩৩

তাৎপর্য্য।—যাঁহার যেমন প্রকৃতিতে জন্ম, তাঁহাকে স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম অবশ্যই করিতে হয়; কর্ম্ম কদাচ পরিত্যাজ্য নহে; কর্ম্মের আসক্তিই পরিত্যাজ্য। এজন্য বলিতেছেন, —জ্ঞানবানও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করেন, অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি প্রাণের চঞ্চল গতিরূপ বর্ত্তমান প্রকৃতিকে পরা প্রকৃতিতে লয় করিয়া (প্রাণকে স্থির করিয়া) সেই প্রকৃতির অনুযায়ী সর্ব্বদা আত্মধ্যানে থাকিয়া অনাসক্ত ভাবে সকল কর্ম্ম করেন; এজন্য তিনি জিতেন্দ্রিয়। আর অজ্ঞানীরা আত্মাকে ছাড়িয়া সর্ব্বদা চঞ্চল প্রকৃতিতেই রত থাকে বলিয়া, (সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়-কার্য্যেই আসক্ত থাকে বলিয়া); এই চঞ্চল প্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সতত ইন্দ্রিয়াসক্ত (ইন্দ্রিয়ের বশীভূত) সে আবার ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কিরূপে করিবে? (এরূপ ব্যক্তি কিরূপে বিধিপূর্ব্বক আত্মক্রিয়া করিবে?)।।৩৩

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ।।৩৪

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সর্ব্বষামিন্দ্রিয়াণাম্) অর্থে (স্ব স্ব বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে চ দ্বেষঃ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবিনৌ); [অতএব] তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ; তৌ হি অস্য (মুমুক্ষোঃ) পরিপন্থিনৌ (প্রতিপক্ষৌ)।।৩৪

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে (অনুকূলে) অনুরাগ ও (প্রতিকূলে) দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। অতএব ঐ উভয়ের বশীভূত হইবে না; কেননা তাহারা মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ (বিরোধী)।।৩৪

তাৎপর্য্য।—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ এবং তদ্বিপরীতে দ্বেষভাব অবশ্যই আছে; যেমন দর্শনেন্দ্রিয় (চক্ষুঃ) সর্ব্বদা দর্শনকার্য্যেই ব্যাপৃত থাকে; ক্ষণকাল দৃষ্টিশক্তিকে দমিত করিয়া রাখিতে যাইলেই দর্শনেন্দ্রিয় দ্বেষভাব ব্যক্ত করে; এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই অনুকূলে অনুরাগ এবং প্রতিকূলে দ্বেষভাব আছে; অতএব তুমি ঐ দর্শন-অদর্শনরূপ উভয় ইচ্ছারই বশীভূত হইও না; কারণ

ইন্দ্রিয়গণ মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ অর্থাৎ মোক্ষমার্গের যে আকাঙ্ক্ষা, ইন্দ্রিয়গণ তাহার বিপক্ষ।।৩৪

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।।৩৫

স্বনুষ্ঠিতাৎ (সর্ব্বাঙ্গপূর্ত্ত্যা কৃতাৎ) পরধর্ম্মাৎ বিগুণঃ (সদোষঃ) [অপি] স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্; স্বধর্ম্মে [প্রবর্ত্তমানস্য] নিধনং (মৃত্যুরপি) শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ।।৩৫

সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ; স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।।৩৫

তাৎপর্য্য।—স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম এবং ইন্দ্রিয়ধর্ম্মই পরধর্ম্ম; এই ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম যদ্যপি সুন্দররূপেও অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি ইহা শ্রেষ্ঠ নহে; কিন্তু স্বধর্ম্ম যদি দোষযুক্তও হয়, তথাপি ইহা শ্রেষ্ঠ; এই আত্মধর্ম্মরূপ স্বধর্ম্মে যদি নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহাও ভাল। পরধর্ম্মরূপ ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম আশঙ্কাজনক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম সর্ব্বদাই ভয়াবহ।।৩৫

অর্জ্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ।।৩৬

অর্জ্জুন উবাচ। অথ (প্রশ্নে) হে বার্ষ্ণেয় [পাপং কর্ত্তুম] অনিচ্ছন্ অপি অয়ং পুরুষ (মানবঃ) কেন প্রযুক্তঃ (প্রেরিতঃ) [সন্] বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপং চরতি।।৩৬

অর্জ্জুন কহিলেন। হে বার্ষ্ণেয়, পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও এই পুরুষ কাহাকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়াই, পাপ আচরণ করে?৩৬

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন অর্থাৎ শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বরূপ জীবভাব কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল। হে বার্ষ্ণেয় (১ম অঃ ৪০শ শ্লোকে বার্ষ্ণেয় দ্রষ্টব্য), পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও মন যেন কাহাকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়া পাপ করে, অর্থাৎ ইচ্ছাই হইতেছে পাপ; পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও মনে মনে পাপকর্ম্ম হইতে থাকে; কারণ, যতদিন ঐ ইচ্ছার নাশ না হয়, ততদিন কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে দমিত করিলেও ইচ্ছাকে দমন করিবার সাধ্য থাকে না, ইচ্ছার চরিতার্থতা কার্য্যতঃ সাধিত না হইলেও মনে মনে হইতে থাকে; এজন্য বলিতেছেন, পাপ করিতে ইচ্ছা না করিলেও কাহাকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া পাপ হইয়া থাকে? অর্থাৎ ইচ্ছা করিব না এইরূপ যে অনিচ্ছা, সেই অনিচ্ছাটাও একপ্রকার ইচ্ছা বলিয়াই গণ্য; কারণ 'খাইব' এটাও যেমন ইচ্ছা; আবার 'খাইব না' এটাও তেমনি একটা ইচ্ছা; এক খাইবার ইচ্ছা;

আর এক না খাইবার ইচ্ছা; এই দুইটিই ইচ্ছার মধ্যে গণ্য এবং এই উভয় ইচ্ছাই পাপ; তাই বলিতেছেন, পাপ করিবার বাসনা না করিলেও বলপূর্ব্বক পাপে নিয়োগ করে; ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা এই উভয়ের যে অতীতাবস্থা (যে অবস্থায় খাওয়া বা না খাওয়া উভয় ইচ্ছাই থাকে না), সেইটিই ইচ্ছারহিত অবস্থা এবং ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তখন কোন পাপই থাকে না।।৩৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।।৩৭

শ্রীভগবান্ উবাচ। রজোগুণসমুদ্ভবঃ মহাশনঃ (মহৎ অশনং যস্য সঃ দুষ্পূর ইত্যর্থঃ) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্রঃ) এষঃ কামঃ [যেন কেনচিৎ প্রতিহতত্বাৎ তস্মাৎ জাতঃ] এষঃ ক্রোধঃ; ইহ (মোক্ষমার্গে) এনং (কামং) বৈরিণং বিদ্ধি।।৩৭

শ্রীভগবান্ কহিলেন। ইহা রজোগুণজাত দুষ্পূরণীয় ও অত্যুগ্র কাম এবং [উহা কোনরূপে প্রতিহত হইলে, উহা হইতে উৎপন্ন] ক্রোধ; মোক্ষমার্গে ইহাকে (এই কামকে) বৈরী জানিও।।৩৭

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান কহিলেন অর্থাৎ কূটস্থচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশ পাইল যে, পাপ করিবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীব যেন বলপূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়া পাপ করে; তাহার কারণ হইতেছে কাম অর্থাৎ কামনা; এই কামের উৎপত্তি রজোগুণ হইতে, ইহা অতি উগ্র (তীব্র) এবং দুষ্পূরণীয় অর্থাৎ নানাবিধ কামনারূপ কামদ্বারা ইচ্ছারূপ পাপের উদয় হইয়া থাকে (ইচ্ছাই রতি) এবং ঐ কাম কোনরূপে প্রতিহত হইলে, ক্রোধের উৎপত্তি হয় (২য় অঃ ৬২তম শ্লোক দ্রষ্টব্য) ইচ্ছারূপ পাপই ক্রোধের হেতু; উপরিউক্ত কামকে মোক্ষমার্গের শত্রু বলিয়া জানিও।।৩৭

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্।।৩৮

যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে, যথাচ দর্শঃ (দর্পণঃ) মলেন [আব্রিয়তে], যথা গর্ভঃ উল্বেন (গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা আবৃতঃ), তথা তেন (কামেন) ইদম্ (আত্মজ্ঞানম্) আবৃতম্।।৩৮

যেমন অগ্নি ধূমদ্বারা, দর্পণ ময়লাদ্বারা, গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ ইহা (আত্মজ্ঞান) তাহা (কাম) দ্বারা আচ্ছন্ন।।৩৮

তাৎপর্য্য।—অগ্নি যেমন ধূমদ্বারা, দর্পণ যেমন ময়লাদ্বারা ও গর্ভ যেমন জরায়ু দ্বারা ঢাকা থাকে, তদ্রূপ এই আত্মজ্ঞান রজোগুণ-জাত কামদ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। কারণ প্রাণ চঞ্চল হইয়া অধোদেশে আসিয়া মন উপাধি ধারণ করে; ঐ চঞ্চল প্রাণ কণ্ঠের নীচে রজোগুণের স্থানে আসিয়া পড়িলে, সেই অবস্থায় কামের (কামনার) উৎপত্তি হয়। এই রজোগুণ এবং কামনায় মুগ্ধ হইয়াই জীব আত্মজ্ঞান হারাইয়া ফেলে এবং অজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে মোহিত হইয়া পড়ে।।৩৮

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ।।৩৯

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণা (চির শক্রণা) এতেন কামরূপেণ দুষ্পূরেণ অনলেন চ জ্ঞানম্ আবৃতম্।।৩৯

হে কৌন্তেয়, জ্ঞানীর চিরশক্র এই কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে।।৩৯

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয়—কুন্তী = প্রাণশক্তি, তৎপুত্র অর্থাৎ প্রাণের তেজঃ অর্জ্জুনরূপ তেজস্তত্ত্ব প্রাণেরই তেজঃ; এজন্য কুন্তী পুত্রই অর্জ্জুন। আত্মপথের পথিকরূপ যে আত্মজ্ঞানী তাহার চিরশক্র এই কাম; কারণ, কামরূপ অপূরণীয় অগ্নিদ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে অর্থাৎ কামনাই হইতেছে সাধনপথের কণ্টক-স্বরূপ (২য় অঃ ৬২ এবং ৬৩তম শ্লোকে বিশেষ বর্ণন আছে), কারণ, এই কামনায় জড়িত হইয়া পড়ার জন্যই জ্ঞান আচ্ছন্ন (ঢাকা পড়িয়া) থাকে। একারণ নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অগ্রে কামকেই জয় করা আবশ্যক।।৩৯

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।।৪০

ইন্দ্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য অধিষ্ঠানম্ উচ্যতে; এষঃ (কামঃ) এতৈঃ (ইন্দ্রিয়াদিভিঃ) জ্ঞানম্ আবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি।।৪০

ইন্দ্রিয় সকল, মন ও বুদ্ধি ইহার (কামের) অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হয়। এই কাম ইহাদিগকে (ইন্দ্রিয়াদির) দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে।।৪০

তাৎপর্য্য।—বর্ত্তমান মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ, ইহারা কামেরই বশবর্ত্তী; এই কাম ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিশেষরূপে মোহিত করে অর্থাৎ জীব জ্ঞানকে বিস্মৃত হইয়া কামনার বশে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইয়া নিজকৃত কর্ম্মসকল কামনার সহিত করিয়া থাকে।।৪০

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।।৪১

হে ভরতর্ষভ, তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ পাপ্মানম্ (পাপরূপম্) এনং প্রজহি।।৪১

অতএব হে ভরতর্ষভ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান এবং বিজ্ঞান এই উভয়ের বিনাশক পাপরূপ এই কামকে জয় কর।।৪১

তাৎপর্য্য।—হে ভারতর্ষভ (৮ম অঃ ২৩শ শ্লোকোক্ত ভরতর্ষভ দ্রষ্টব্য), অতএব তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিনাশকে (বাধা স্বরূপ) এই পাপরূপ কামকে জয় কর। জ্ঞান = জানা, অর্থাৎ আপনাকে জানারূপ আত্মজ্ঞান। বিজ্ঞান = বিশেষরূপে জানা, অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্বের জ্ঞান, এই বিজ্ঞান হইতেছে জ্ঞানের পরাবস্থা—যে অবস্থায় 'আমি আমার' থাকে না, সেই ভাবাতীত (আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে পরমাত্মতত্ত্বে স্থিতিপ্রাপ্তিরূপ) অবস্থাই বিজ্ঞানের অবস্থা। কামনারূপ পাপই এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে দেয় না; অগ্রে ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া এই কামনারূপ কামকে জয় করিতে পারিলে, তাহার পর জ্ঞান এবং বিজ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া থাকে; অতএব অগ্রে কামকেই জয় কর। [এই কামের বিষয় ২য় অঃ ৫৪তম শ্লোকের তাৎপর্য্যে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে]।।৪১

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।৪২

ইন্দ্রিয়াণি [দেহাদিভ্যঃ] পরাণি (শ্রেষ্ঠাণি) আহুঃ [আত্মজ্ঞা] ইতি শেষঃ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরম্; মনসস্তু বুদ্ধিঃ পরা; যঃ বুদ্ধেঃ পরতঃ [তৎসাক্ষিত্বেন অবস্থিতঃ] সঃ [এস আত্মা]।।৪২

[তত্ত্বজ্ঞেরা] ইন্দ্রিয়গণকে (দেহাদি অপেক্ষা) শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি পর (শ্রেষ্ঠ), তিনি সেই (আত্মা)।।৪২

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্রিয়গণ দেহাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ শবদেহে ইন্দ্রিয়হীন অবস্থায় কোন ক্ষমতাই থাকে না; এ কারণ দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ;কারণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসকল মনের দ্বারা অনুভূত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনঃ-সংযোগের সহিত ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে; আবার মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; কারণ মনের দ্বারা অনুভব হইলে বুদ্ধিদ্বাবা ভালমন্দ বিচার হইয়া থাকে; মন কোন

বিষয় অনুভব করিলে তাহার ভালমন্দ বিচারশক্তি মনের নাই; বিচার বুদ্ধিদ্বারা হইয়া থাকে; এ কারণ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। আর বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি সেই আত্মা; কারণ সেই প্রাণরূপী আত্মা যতক্ষণ দেহে আছেন, ততক্ষণই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণ প্রভৃতির কার্য্য হইতেছে; সেই আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেই দেহ তখন শবে পরিণত এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি সকলেই অকর্ম্মণ্য। প্রাণরূপী-আত্মা হইতেই মন প্রভৃতির উৎপত্তি; স্থির প্রাণরূপ আত্মা স্থানভ্রষ্ট হইয়া মন উপাধি ধারণ করেন, স্থিরপ্রাণের চঞ্চলগতিরূপ চঞ্চল প্রাণ হইতেই মন উপাধির উৎপত্তি।।৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।।৪৩

ইতি কর্ম-যোগঃ।

হে মহাবাহো এবং বুদ্ধেঃ পরং (আত্মানং) বুদ্ধা, আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) সংস্তভ্য (নিশ্চলং কৃত্বা) কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি।।৪৩

হে মহাবাহো, এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে জানিয়া, আত্মা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) দ্বারা আত্মাকে (মনকে) নিশ্চল করিয়া, কামরূপ দুর্নিবার শত্রুকে জয় কর।।৪৩

তাৎপর্য্য।—হে মহাবাহো (২৮শ শ্লোকের মহাবাহো দ্রষ্টব্য), [পূর্ব্ব শ্লোকোক্তরূপ] বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মাকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাদ্বারা চঞ্চল আত্মাকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ শত্রুকে জয় কর, অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণের যে আগম-নিগমরূপ গতি হইতেছে, ঐ গতির চলাচল স্বতঃ রহিত হইলেই ক্রমশঃ স্থিরভাব হইয়া থাকে; সেই স্থির অবস্থাই স্থিরপ্রাণ; অতএব চঞ্চল প্রাণরূপ চঞ্চলাত্মার গতিকে স্থিরপ্রাণরূপ স্থির আত্মায় লয় করিয়া অপরাজেয় দুর্নিবার কামরিপুকে জয় কর।।৪৩

ইতি কর্ম্ম যোগ।

কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম, ইহার যোগ অর্থাৎ মিলন, ঈড়া-পিঙ্গলার কার্য্য যাহা চলিয়াছে ইঁহার বহির্মুখ গতিকে অন্তর্মুখ করিয়া ঈড়া-পিঙ্গলার মিলনরূপ কর্ম্মের মিলন অবস্থাই কর্ম্মযোগ।

ইতি তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।১

শ্রীভগবান্ উবাচ। অহং বিবস্বতে (সূর্য্যায়) ইমম্ [অব্যয়ফলত্বাৎ] অব্যয়ং (অক্ষয়ং) যোগং প্রোক্তবান্; বিবস্বান্ [স্বপুত্রায়] মনবে প্রাহ; মনুঃ [স্বপুত্রায়] ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ।।১

শ্রীভগবান্ কহিলেন। আমি সূর্য্যকে এই অক্ষয় যোগ বলিয়াছিলাম; সূর্য্য স্বপুত্র মনুকে কহিয়াছিলেন; মনু স্বপুত্র ইক্ষাকুকে কহিয়াছিলেন।।১

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান কহিলেন। শ্রী—শ = শ্বাস—প্রাণবায়ু; র = বহ্নিবীজ—তেজস্তত্ত্ব (তেজস্তত্ত্ব চক্ষুতে রহিয়াছে), ঈ = শক্তি এই শক্তি পূর্ব্বক চক্ষুতে বায়ু স্থির হইলে অর্থাৎ বায়ুর সাম্যাবস্থায় দৃষ্টি স্থির হইয়া চক্ষুর স্পন্দনরহিত (দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনম্) ভাব হইলে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার নাম শ্রী। ভগবান্—স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা ("ভগ আর বাণ দুই পুরুষ প্রকৃতি; একথা শুনিয়া কা'র হইবে প্রতীতি") অর্থাৎ ভগ অর্থে প্রকৃতি, বাণ অর্থাৎ শর (শরোহ্যাত্মা); প্রাণবায়ু যাহা চলিতেছে তাহাই শর এবং এই চলিত অবস্থাই চঞ্চলা প্রকৃতি; ইহার স্থিরাবস্থারূপ যে পুরুষ, তিনিই শ্রীভগবান; তৎকর্ত্তৃক প্রকাশ হইল। আমি সূর্য্যকে এই অক্ষয় যোগ বলিয়াছিলাম, অর্থাৎ প্রাণই সূর্য্য (আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ), ঈড়া ও পিঙ্গলাতে প্রাণের যে গতি হইতেছে, ঐ পিঙ্গলাকে সূর্য্যনাড়ী কহে এবং ঐ নাড়ীস্থিত বায়ুরূপী প্রাণই সূর্য্য। কূটস্থ হইতে পিঙ্গলা নাড়ীতে এই অক্ষয় যোগের প্রকাশ হয় [২য় অঃ ৪৮তম শ্লোকে যোগের বিষয় বর্ণিত আছে] অর্থাৎ প্রাণাপানের স্বতঃ নিরোধাবস্থারূপ যে যোগ (বায়ুর স্থিরাবস্থা), সেই স্থিরাবস্থা অক্ষয় এবং অব্যক্ত;

ঐ স্থির, অব্যক্ত অবস্থা অনিচ্ছার ইচ্ছায় চঞ্চল গতিরূপে সূর্য্যনাড়ীতে আসিয়া চঞ্চল অবস্থা রূপে প্রকাশিত অর্থাৎ ব্যক্ত হয়, ইহাই স্থিরপ্রাণস্বরূপ আত্মাকর্ত্তৃক চঞ্চল প্রাণরূপ সূর্য্যকে যোগ ব্যক্তরূপ অবস্থা। সূর্য্য স্বপুত্র মনুকে এই যোগ কহেন; মনু অর্থাৎ মন, প্রাণ চঞ্চল হইয়া মন উপাধির উৎপত্তি হয়; ঐ প্রাণ চঞ্চল গতিবিশিষ্ট হইয়া সূর্য্যনাড়ীতে আসিয়া যোগ ব্যক্ত হইলে, মন উপাধিতেও যোগের ব্যক্তভাব হইল। অর্থাৎ বায়ুর স্থিরাবস্থাই যোগযুক্ত অবস্থা এবং পিঙ্গলারূপ সূর্য্য ও মন এই সকল উপাধিতে বায়ুর চঞ্চলাবস্থা; সুতরাং যোগের ব্যক্ত অবস্থা। কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির আত্মা হইতে অতীতাবস্থার অতীতাবস্থায় অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল অবস্থায় যোগ ব্যক্ত হইতেছে; স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা হইতে চঞ্চল পিঙ্গলারূপ সূর্য্যে, সূর্য্য হইতে মনে, মন হইতে ইক্ষ্বাকুরূপ নাসাপুটে যোগের ব্যক্তভাব হইয়াছে; মনু স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে কহেন, ইক্ষ্বাকু—মনুর নাসাপুট হইতে যিনি উৎপন্ন, অর্থাৎ নাসাপুটস্থিত বহির্বায়ু; এইরূপ পরম্পরাক্রমে যোগের ব্যক্তভাব হইতেছে।।১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।২

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং (যোগং) রাজর্ষয়ঃ (অন্যেহপি নিমিপ্রমুখাঃ) বিদুঃ; হে পরন্তপ, ইহ (লোকে) স যোগঃ মহতা কালেন (কালবশাৎ নষ্টঃ (বিচ্ছিন্নঃ)।।২

[নিমি প্রভৃতি] রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ, ইহলোকে সেই যোগ কালবশে নষ্ট হইয়াছে।।২

তাৎপর্য্য।—এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে রাজর্ষিগণ, —রাজ শব্দে প্রকাশ অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চলতারূপ ব্যক্ত (প্রকাশ) অবস্থায় (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) যে সকল উপাধির উৎপত্তি হইতেছে (মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি), ইহাই রাজর্ষি-পদবাচ্য; প্রাণের ব্যক্তভাবরূপ প্রকাশের অবস্থায় ঐ সকল উপাধিতে পরম্পরা যোগ ব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অব্যক্ত যোগযুক্ত ভাব হইতে যোগের ব্যক্তভাব হইয়া পর পর যোগ ব্যক্ত হইয়াছে। হে পরন্তপ [পরান্ শত্রূন্ তাপয়তি] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদমনকারী, এইরূপে যোগ ব্যক্ত হইয়া ইহলোকে (এই চঞ্চলতারূপ মধ্যাবস্থায়) ঐ যোগ কালবশে নষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যোগযুক্ত অবস্থার পরের অবস্থায় (বর্ত্তমান অবস্থায়) প্রাণের চঞ্চলগতিরূপ কালের বশীভূত হওয়াতে যোগভ্রষ্ট অবস্থা হইয়াছে। প্রাণের উর্দ্ধাধোগতিরূপ কাল যাহা চলিতেছে, এই কালকে আয়ত্ত করিতে পারিলে যোগযুক্ত অবস্থা হয় এবং এই চঞ্চলতারূপ কালের বশীভূত হইলেই যোগভ্রষ্ট অবস্থা হয়। এ কারণ বলিতেছেন, সেই যোগ কালবশে নষ্ট হইয়াছে।।২

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্।।৩

[ত্বং] মে (মম) ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি [হেতোঃ] অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ অদ্য ময়া তে (তুভ্যং) এব প্রোক্তঃ, হি (যতঃ) এতৎ রহস্যম্ উত্তমম্।।৩

তুমি আমার ভক্ত এবং সখা এই জন্য এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে কহিলাম; যেহেতু এই গূঢ়তত্ত্ব উত্তম।।৩

তাৎপর্য্য।—তুমি আমার ভক্ত এবং সখা অর্থাৎ জীবই শিব, আপনিই আপনার সখা; অর্জ্জুন হইতেছেন শুক্লবর্ণ তেজঃ; এই তেজঃ প্রাণেরই; এই জন্য অর্জ্জুনকে 'নরনারায়ণ' বলে। নরনারায়ণ-রূপে জীবই শিব; জীবভাব রহিত হইয়া আত্মভাবের প্রকাশ হইলেই হর-হরির মিলনরূপ অবস্থা হয়; হরি—যিনি হরণ করেন ("হরতীতি হরিঃ সর্ব্বং প্রাণরূপেন সর্ব্বদা। যস্য সাধনমাত্রেণ শিবো মৃত্যুঞ্জয়োহভবৎ।।" প্রাণরূপী আত্মার পরমভাব প্রকাশে, সকল ভাবের হরণ হইয়া ভাবাতীত অবস্থা হয়। জীবই শিব; তাই বলিতেছেন যে, তুমি আমার সখা; এই জন্য সেই পুরাতন যোগ অদ্য তোমাকে কহিলাম, অর্থাৎ জীবভাবকে যোগাবস্থা উপলব্ধি করাইলাম। এই গূঢ়তত্ত্ব উত্তম, অর্থাৎ বায়ুর সাম্যাবস্থারূপ যে যোগ, উহা অতি উত্তম এবং অতিশয় গূঢ়।।৩

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি।।৪

অর্জ্জুন উবাচ। ভবতঃ জন্ম অপরং (অর্ব্বাচীনং পরবর্ত্তী ইতি যাবৎ), বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্য) জন্ম পরং (প্রাক্‌কালীনং); [তস্মাৎ] ত্বম্ আদৌ (প্রথমে) [বিবস্বতে ইমং যোগং] প্রোক্তবান্ (প্রকাশিতবান্) ইতি এতৎ কথং বিজানীয়াম্ (জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্)।।৪

অর্জ্জুন কহিলেন। আপনার জন্ম পরবর্ত্তী এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্ববর্ত্তী; অতএব আপনি অগ্রে সূর্য্যকে এই যোগ বলিয়াছেন, ইহা আমি কিরূপে জানিব?।।

তাৎপর্য্য।—জীবভাব কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল। সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে এবং আপনার জন্ম পরে, অর্থাৎ জীবভাবের প্রশ্ন এই যে, অগ্রে চন্দ্র-সূর্য্যরূপ ঈড়া-পিঙ্গলার কার্য্য প্রকাশ হইয়া, তাহার পর কর্ম্মের অতীতাবস্থায় আপনার (স্থির প্রাণরূপ আত্মার) প্রকাশ হইতেছে, সুতরাং সূর্য্যের প্রকাশ অগ্রে এবং আপনার প্রকাশ পরে; অতএব আপনি অগ্রে সূর্য্যকে যোগ ব্যক্ত করিলেন ইহা আমি কিরূপে জানিব? অর্থাৎ সেই স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা হইতেই যে (কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মা-ক্ষর সমুদ্ভবঃ-রূপে) সূর্য্যনাড়ীতে যোগ ব্যক্ত হইয়াছে, ইহা আমি (জীব) কিরূপে জানিব?।।৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।।৫

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন, মে (মম) তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি; অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ (বেদ্মি) ত্বং (অবিদ্যাবৃতত্বাৎ) ন বেত্থ (বেৎসি)।।৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি তৎসমুদয় জানি; কিন্তু তুমি [অবিদ্যাবৃত বলিয়া] তাহা জান না।।৫

তাৎপর্য্য।—কূটস্থচৈতন্য কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল, তোমার এবং আমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের যাহা আগম ও নিগম হইতেছে, এই শ্বাস দেহ হইতে বহির্গত হওয়াকেই মৃত্যু কহে এবং কোন দেহে পুনঃ প্রবেশ করাকেই জন্ম কহে। প্রাণবায়ু যখন দেহ হইতে বহির্গত হয়, তৎসঙ্গে তেজস্তত্ত্বাদি সবই লয় পাইয়া থাকে; আবার দেহান্তরে প্রাণের কোন ঘটে প্রকাশ হইলে, তৎপ্রকাশে ভূতাদিরূপ তেজস্তত্ত্বাদিরও প্রকাশ হইয়া থাকে (৯ম অঃ ৮ম ও ৯ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য); এইরূপে তোমার ও আমার জন্ম মৃত্যু বহুবার অতীত হইয়াছে; অর্থাৎ জীবরূপী তুমিও কতবার জন্মিয়াছ, শিবরূপী আমিও কতবার জন্মিয়াছি। এইরূপে স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা চঞ্চল প্রকৃতিযুক্ত হইয়া মোহিনীমায়া কর্ত্তৃক পঞ্চতত্ত্বাদিময় জীব ও জীবাত্মারূপী শিবরূপে, বহুজন্ম অতীত করিয়াছেন; তিনি গুণাতীত; সুতরাং আদি, অন্ত, মধ্য, সমুদয়ই তিনি জানেন; কিন্তু জীবভাব গুণে মুগ্ধ বলিয়া কেবল মধ্যাবস্থাতেই রহিয়াছে, আদি অন্তে লক্ষ্য না থাকায় জীব এ তত্ত্ব জানে না (পর শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৫

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬

অজঃ (জন্মরহিতঃ) সন্ অপি অব্যয়াত্মা (অবিনশ্বরস্বভাবঃ) (সন্ অপি) ভূতানাম ঈশ্বরঃ (কর্ম্মপার-তন্ত্ররহিতঃ) সন্ অপি (অহং) স্বাং প্রকৃতিম্ অধিষ্ঠায় আত্মমায়য়া সম্ভবামি।।৬

জন্মরহিত্ অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াবশতঃ প্রকাশিত হই।।৬

তাৎপর্য্য।—ভগবান্ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মা অবিনাশী, জন্মরহিত ইত্যাদি বলিয়া এখানে বলিতেছেন, আমি জন্মরহিত হইয়াও চঞ্চল-প্রাণরূপ প্রকৃতিতে (শ্বাস-প্রশ্বাস যাহা চলিতেছে ইহাতে) অধিষ্ঠান করিয়া, আত্মমায়াবশতঃ প্রকাশিত হই অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চলপ্রাণ যাহা চলিতেছে, ইহাই চঞ্চলা প্রকৃতি এবং এই বর্ত্তমান অবস্থাই নারায়ণের মোহিনীরূপ বা আত্মমায়ার প্রকাশাবস্থা। কারণ, আদি এবং অন্তে স্থির অব্যক্তভাব কেবল মধ্যে চঞ্চলতারূপ আত্মমায়ার প্রকাশ-ভাব (২য় অঃ ২৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই আত্মমায়ারূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে বহু জন্ম ও মৃত্যু অতীত করিয়া থাকেন, এবং কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতির অবস্থায় জন্ম-রহিত অবিনশ্বর রূপে স্থির থাকেন; এই যে কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতি, উহা হইতে চ্যুত হইয়া প্রাণ চঞ্চলভাবরূপ বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া আত্মমায়াবশতঃ প্রকাশিত হন। উক্ত চঞ্চল অবস্থার পিঙ্গলানাড়ীস্থিত বায়ুই সূর্য্য-পদবাচ্য। বায়ুর সাম্যভাবরূপ যোগাবস্থা হইতে স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা চঞ্চল গতিবিশিষ্ট হইয়া, সূর্য্যনাড়ীতে যোগ ব্যক্ত করিতেছেন; আবার ঐ সূর্য্য এবং চন্দ্ররূপ ঈড়াপিঙ্গলার চঞ্চলগতি স্থির হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতি হইলে, স্থিরপ্রাণরূপ অব্যক্ত ভাবের প্রকাশ হয়; এ কারণ পূর্ব্বশ্লোকে জীবভাবের সন্দেহ জন্মিয়া, "আপনার জন্ম পরবর্ত্তী এবং সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্ববর্ত্তী" ইত্যাদি প্রশ্ন হইতেছে। অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যোগযুক্ত অব্যক্ত ভাব হইতে পিঙ্গলারূপ সূর্য্যের প্রকাশ এবং এই প্রকাশাবস্থা যোগের ব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থার বিষয়ে ভগবান্ বলিতেছেন যে, আমি জন্ম-রহিত, অবিনশ্বর হইলেও আত্মমায়াবশতঃ প্রকাশিত হই।।৬

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।৭

হে ভারত, যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্ম্মস্য চ অভ্যুত্থানং (আধিক্যং) ভবতি, তদা (তত্তদবসরে) অহম্ আত্মানং (স্বং) সৃজামি (আবির্ভাবামি)।।৭

হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই।।৭

তাৎপর্য্য।—যখন আত্মধর্ম্মের হানি এবং ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের আধিক্য (প্রাবল্য) হয়, তখনই তিনি শরীররূপ ঘটে আবির্ভূত হইয়া আপনা হইতে ক্রিয়ার সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সর্ব্বঘটে তিনি আছেন সত্য এবং তাঁহার ক্রিয়া সর্ব্বত্র হইতেছে ইহাও সত্য, কিন্তু তিনি বা তাঁহার ক্রিয়া সর্ব্বত্র আবির্ভূত বা প্রকাশিত নাই (যথা, নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ ৭ম অঃ ২৫শ শ্লোক); যখন অত্যন্ত ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের আধিক্য হেতু তাঁহার ক্রিয়ারূপ ধর্ম্মের অপ্রকাশ হয়, তখন তিনি কোন শরীররূপ ঘটে আবির্ভূত হইয়া আপনা হইতে ক্রিয়ার প্রকাশ করেন; যেমন গ্যাসের পাইপ অনেকানেক স্থানে রহিয়াছে ইহা সত্য, কিন্তু উহা জ্বালান না হইলে ঐ গ্যাসের দীপ্তির প্রকাশ দেখা

যায় না, অন্ধকারেরই আধিক্য দেখা যায়, সেইরূপ যখন ইন্দ্রিয়ধর্ম্মরূপ অন্ধকারের আধিক্য হয়, তখন তিনি গ্যাসের দীপ্তি-প্রকাশের ন্যায় শরীররূপ ঘটে আবির্ভূত হইয়া আত্মধর্ম্ম প্রকাশ করেন।।৭

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৮

সাধূনাং পরিত্রাণায় (সাধুবৃত্তিসংরক্ষণায়) দুষ্কৃতাং বিনাশায় (দুষ্কর্ম্মনাশায়) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং) [অহং] যুগে যুগে সম্ভবামি (আবির্ভবামি)।।৮

সাধুবৃত্তিসংরক্ষণের জন্য, দুষ্কর্ম্মনাশের জন্য এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ (প্রকাশিত) হই।।৮

তাৎপর্য্য।—যিনি সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং যে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তিনি সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্মস্থাপনের জন্য ও দুষ্কর্ম্মনাশের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন; যথা-দ্বাপরযুগে দশরথগৃহে অবতীর্ণ, অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীররূপ রথে ঈড়াপিঙ্গলার মিলনরূপ যোগাবস্থায় অবতীর্ণ। ঈড়াপিঙ্গলার যে গতি হইতেছে, এই উভয় গতির মিলন হইয়া সুষুম্নাপথে স্থিতিরূপ অবস্থার নামই যুগ। এই মিলনরূপ যুগাবস্থাই কর্ম্মের অতীতাবস্থা, এই অবস্থার প্রকাশে দুষ্কর্ম্ম বা দুষ্প্রবৃত্তির স্বতঃ নাশ হইয়া যায় এবং কর্ম্মের অতীতাবস্থার প্রকাশে কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা তখন থাকে না; সুতরাং সাধকের তখন বর্ত্তমান অবস্থা হইতে পরিত্রাণ ও ধর্ম্মের স্থাপনা হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্মরূপ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া, ("প্রাণায়ামং মহাধর্ম্মং বেদানামপ্যগোচরং"), এই ক্রিয়াযোগের স্থায়িত্বরূপ (স্থিতি-প) অবস্থাই ধর্ম্মস্থাপন, অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় প্রাণের স্থিতিরূপ অবস্থা হইলে ধর্ম্মের স্থাপনরূপ অবস্থা হয়। এই কর্ম্ম প্রচারের জন্য শরীররূপ ঘটে আবির্ভূত হন। একারণ বলিতেছেন, দুষ্কর্ম্মনাশের জন্য, সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।।৮

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।।৯

হে অর্জ্জুন, যঃ যে এবং (স্বেচ্ছাকৃতং) জন্ম, দিব্যং (অলৌকিকং) কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি; সঃ দেহং (দেহাভিমানং) ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি [কিন্তু] মাম্ [এব] এতি (প্রাপ্নোতি)।।৯

হে অর্জ্জুন, যিনি আমার এইরূপ স্বেচ্ছাকৃত জন্ম, অলৌকিক কর্ম্ম যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন।।৯

তাৎপর্য্য।—আমার (ষষ্ঠ শ্লোকোক্তরূপ) স্বেচ্ছাকৃত জন্ম এবং কর্ম্মের অতীতাবস্থার পরের অবস্থায় যেরূপ কর্ম্ম হইয়া থাকে, সেই অলৌকিক কর্ম্ম, যিনি যথার্থরূপে জানেন, অর্থাৎ প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতিরূপ যে কর্ম্ম, ইহা কোন লৌকিক কর্ম্ম নহে, আপনা আপনিই প্রাণকর্ত্তৃক চঞ্চলপ্রাণের ক্রিয়া হইতেছে; এ কর্ম্ম কোন লোকদ্বারা কৃত লৌকিক কর্ম্ম নহে; এ কর্ম্মের উদ্ভব ব্রহ্ম হইতে, সুতরাং শূন্যরূপী প্রাণ হইতে উৎপন্ন যে প্রাণকর্ম্ম, ইহা অলৌকিক কর্ম্ম, এই কর্ম্মের তত্ত্ব যিনি যথার্থরূপে জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি উক্ত জন্ম ও কর্ম্মের তত্ত্ব বিশেষরূপে জানেন এবং তিনি সর্ব্বদা আত্মধ্যানে রত থাকায় তৎধ্যানেই দেহত্যাগ করেন; তাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জন্ম-রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যান (যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ)। (৮ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক), তাঁহাকে পুনর্জ্জন্মরূপ এই ভবঘোরময় অবস্থায় আর পড়িতে হয় না।।৯

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ।।১০

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ [অতএব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ] মন্ময়াঃ (মদেকচিত্তাঃ) [ভূত্বা] মাম্ উপাশ্রিতাঃ [সন্তঃ] জ্ঞানতপসা পূতাঃ (আত্মজ্ঞানস্বধর্ম্মপবিত্রাঃ বহবঃ (বহুসংখ্যকাঃ সুকৃতিশালিনঃ) মদ্ভাবম্ (মৎসাযুজ্যম্) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ)।।১০

আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য এবং মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া আত্মজ্ঞান ও স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত অনেকে আমার ভাব পাইয়াছেন।।১০

তাৎপর্য্য।—চিৎশব্দে আত্মা, অর্থাৎ চঞ্চলপ্রাণ যাহা চলিতেছে, ইহাকে চিত্ত বা মন কহে [চঞ্চলপ্রাণ হইতেই 'মন' উপাধির উৎপত্তি] ; যাঁহারা এই চঞ্চলপ্রাণের গতিকে স্থিরে লয় করিয়া স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া (বর্ত্তমান প্রাণরূপ চিত্তকে স্থিরপ্রাণে অবস্থিত করাইয়া) মদেকচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়াছেন এবং প্রাণকর্ম্মরূপ আত্মধর্ম্মে ও কর্ম্মের অতীতাবস্থায় আপনাকে জানারূপ আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মভাব পাইয়াছেন।।১০

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।১১

যে যথা (যেন প্রকারেণ, সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা) মাং প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) তান্ অহং তথৈব ভজামি। হে পার্থ, মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম (মার্গম) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরন্তি)।।১১

[সকাম বা নিষ্কাম যে ভাবেই হউক] যাহারা আমাকে যে ভাবে ভজন করে, তাহাদিগকে আমি সেই ভাবেই ভজন করি (অর্থাৎ যাহার যেমন মতি, তাহার তেমন গতি হয়)। হে পার্থ, মনুষ্যগণ, সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথ অনুবর্ত্তন করে।।১১

তাৎপর্য্য।—মনুষ্যগণ সকল প্রকারে আমারই পথ অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ নিষ্কাম সাধনাদ্বারাই হউক বা সকাম পত্রপুষ্পাদিযুক্ত পূজা দ্বারাই হউক, সকলে তাঁহারই পথ অনুবর্ত্তন করে (৯ম অঃ ২৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যে যাহার যেমন ভক্তি, তাহার তেমনই মুক্তি হয় অর্থাৎ যাহারা কামনাহীন হইয়া (নিষ্কামভাবে) একমাত্র তাঁহাকেই প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাধনারূপ ভজনা করে, তাহারা (৯ম শ্লোকোক্ত রূপে) তাঁহাকেই পায়, আর যাহারা সকামভাবে (কামনার বশীভূত হইয়া) কেবলমাত্র কর্ম্মফল প্রাপ্তির জন্যই তাঁহাকে ভজনা করে (মাম্‌লা জয়ের জন্য তোমায় স্মরণ করিতেছি), এরূপ ব্যক্তিরা কামনার দাস হইয়া কর্ম্মফলই পাইয়া থাকে। যাহার যেমন মতি, তাহার তেমনই গতি হয় (৯ম অঃ ২২শ হইতে ২৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); যে যেমন ভাবে ভজনা করে, তাহার সেই প্রকারই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। (৭ম অঃ ২১শ ও ২২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।১১

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা।।১২

[কাম্যানাং] কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (অভিলষন্তঃ) ইহ মানুষে লোকে [মাং বিহায়] দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্) যজন্তে (সিদ্ধিস্তু তেষামনিশ্চিতা) [পরন্তু]কর্ম্মজা (নিষ্কামকর্ম্মোৎপন্না) সিদ্ধিঃ হি (নিশ্চিতমেব) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ভবতি।।১২

এই মনুষ্যলোকে কাম্যকর্ম্মের সিদ্ধিপ্রার্থীরা [আমায় ছাড়িয়া ইন্দ্রাদি] দেবতাদিগের ভজনা করে [কিন্তু তাহাদের সিদ্ধি অনিশ্চিত]; পরন্তু নিষ্কামকর্ম্ম-জনিত সিদ্ধি (ইচ্ছারহিত অবস্থা) নিশ্চয়ই শীঘ্র হইয়া থাকে।।১২

তাৎপর্য্য।—এই মনুষ্যলোকে কাম্যকর্ম্মের সিদ্ধিপ্রার্থীরা স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে ছাড়িয়া গুণাদি দেবগণের ভজনা করে; ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োগুণাঃ, সুষুম্না—সত্ত্বগুণ—বিষ্ণু, পিঙ্গলা—রজোগুণ—ব্রহ্মা, ঈড়া—তমোগুণ—রুদ্র, এই তিনগুণ তিন দেবতা; ঐ ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নামাগস্থিত যে বায়ু, তাহার গুণানুযায়ী সকামব্যক্তিগণ আত্মাকে ছাড়িয়া আত্মার গুণে আসক্ত হইয়া পড়ে, একারণ উক্ত কাম্যকর্ম্মের সিদ্ধিপ্রার্থীদের ইচ্ছারহিত অবস্থারূপ সিদ্ধির নিশ্চয়তা নাই (৭ম অঃ ২৩শ ও ২৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); কিন্তু যাহারা ঈড়াপিঙ্গলার গতিরূপ বায়ুর ক্রিয়া [প্রাণের সংবর্দ্ধনা] বিধিপূর্ব্বক করিতে পারে, তাহাদের সেই কামনাহীন (নিষ্কাম) কর্ম্মের সিদ্ধি নিশ্চয়ই জন্মে (৯ম অঃ

২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কারণ ঐ ক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক করিতে করিতে যখন বায়ু স্থির হয়, তখন গুণের অতীতাবস্থায় উর্দ্ধে স্থিতিলাভ করিয়া [মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত গুণের স্থান, তদূর্দ্ধে গুণাতীত স্থান] শীঘ্রই ইচ্ছারহিত অবস্থারূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে (৩য় অঃ ১১শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।।১২

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।।১৩

ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টম্ [ইতি সত্যং তথাপি] তস্য কর্ত্তারমপি [ফলতঃ] মাম্ অব্যয়ং [আসক্তি-রাহিত্যেন] অকর্ত্তারমেব বিদ্ধি।।১৩

আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি [সত্য কিন্তু] তাহার কর্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ আমায় অব্যয় এবং [আসক্তি-শূন্যতাবশতঃ] অকর্ত্তা জানিও।।১৩

তাৎপর্য্য।—আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি, অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, রজস্তমঃ-প্রধান বৈশ্য এবং তমঃপ্রধান শূদ্র; ব্রাহ্মণ—যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উন্নতি সাধনপূর্ব্বক প্রাণের বৃহৎ (মহান্) অবস্থারূপ ব্রহ্মের অবস্থা যিনি বিদিত হইয়াছেন; ক্ষত্রিয়—যিনি ব্রহ্মকে জানিবার জন্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত সাধনসমররূপ যুদ্ধ করিতেছেন; বৈশ্য—যিনি কোন না কোন কামনার সহিত প্রাণকর্ম্মরূপ কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকেন; শূদ্র—যিনি (১৮শ অঃ ৪৪শ শ্লোকোক্তরূপে) পরিচর্য্যা করেন; এইরূপ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি এই সৃষ্টির কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা; কেননা, তাঁহার সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্যভাব, তিনি আসক্তি বা ইচ্ছার অতীত; ইচ্ছার বশে তিনি কিছুই করেন না; তাঁহার অনিচ্ছার ইচ্ছায় স্বভাবের দ্বারা সব আপনা হইতেই হইতেছে; আবার তিনি যদি না থাকেন; তবে কিছুই নাই (একারণ তিনি কর্ত্তা, আবার কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা), তাই বলিতেছেন, আমায় অব্যয় (আসক্তিশূন্য) অকর্ত্তা জানিও।।১৩

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে।।১৪

কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি (আসক্তং কুর্ব্বন্তি) কর্ম্মফলে মে (মম) স্পৃহা (আকাঙ্ক্ষা) ন [অস্তি], ইতি যঃ মাম্ অভিজানাতি, সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে (আসজ্যতে) [নিরহঙ্কার-নিস্পৃহত্বাদিকং জানতঃ তস্যাপি অহঙ্কারাদিরাহিত্যাৎ ইতিভাবঃ] ।।১৪

কর্ম্ম সকল আমাকে আসক্ত করে না; কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই; যিনি আমাকে এই প্রকার জানেন, তিনি কর্ম্মে বদ্ধ হন না [অর্থাৎ নিরহঙ্কারিতা নিস্পৃহতাদি জানায় তাঁহারও অহঙ্কারাদি থাকে না]।।১৪

তাৎপর্য্য।—কর্ম্ম সকল আমাকে আসক্ত করিতে পারে না, অর্থাৎ আমি কোন কর্ম্মেই লিপ্ত নহি; কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই অর্থাৎ কোন কর্ম্মফলের ইচ্ছা নাই; যিনি কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্ম-পদবাচ্য, তাঁহার আবার কর্ম্মে আসক্তি এবং কর্ম্মফলের স্পৃহা কোথায়? তিনি কর্ম্মেরও অতীত এবং ইচ্ছারও অতীত; এইরূপ যিনি তাঁহাকে জানেন (আপনাকে আপনি জানারূপ আত্মজ্ঞান লাভে প্রকৃতরূপ আত্মরহস্য যিনি জানেন), তিনি কোন কর্ম্মে আবদ্ধ হন না অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া কর্ম্মের অতীতবস্থায় স্থিতি লাভ করায় সকল কর্ম্মই নিস্পৃহভাবে করিয়া চলেন; কোন কর্ম্মেই আসক্তিরূপ বন্ধন দ্বারা বদ্ধ হন না এবং বর্ত্তমান প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থারূপ মায়ার ফেরে মুগ্ধ হইয়া আবদ্ধ থাকেন না; সর্ব্বদা বর্ত্তমান অবস্থার অতীতাবস্থারূপ স্থিতিতেই অবস্থিত থাকেন।।১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্।।১৫

[অহঙ্কাররাহিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি ইতি] এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ (জনকাদিভি) মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতম্; তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং (পুরাকালে) কৃতং কর্ম্ম এব কুরু।।১৫

[অহঙ্কারাদিরহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন হয় না], এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালীন জনকাদি মুমুক্ষুগণও কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব তুমিও পূর্ব্বতনগণকর্ত্তৃক পূর্ব্বপূর্ব্ব কালে কৃত কর্ম্মই কর।।১৫

তাৎপর্য্য।—[পূর্ব্ব শ্লোকোক্তরূপ] নির্লিপ্ত ও নিস্পৃহ হইয়া অর্থাৎ আসক্তিশূন্য ও ইচ্ছারহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মে বদ্ধ হইতে হয় না এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালের জনক প্রভৃতি মোক্ষমার্গের আকাঙ্ক্ষিগণও কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব তাঁহারা যে যে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, তুমিও সেই পূর্ব্বপূর্ব্ব কালের কৃত সেই সেই কর্ম্মই কর; অর্থাৎ বর্ত্তমান অজপা যাহা চলিয়াছে ইহাই কাল; ইহার পূর্ব্বপূর্ব্ব কৃত কর্ম্ম অর্থাৎ এই প্রাণকর্ম্ম; বর্ত্তমান অজপার কর্ম্ম যাহা চলিতেছে, ইহাই কাল; এই কালের পূর্ব্ব অর্থাৎ [কর্ম্মরহিত অবস্থারূপ] কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্ম, যাহা হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি (কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি), ঐ কর্ম্মরহিত স্থিরাবস্থাই কালের পূর্ব্বাবস্থা; কালের পূর্ব্বপূর্ব্ব অর্থাৎ স্থিতরূপ পূর্ব্ব অবস্থারও পূর্ব্ব স্থিতির পূর্ব্বাবস্থাই [সৃষ্টিরূপ]

বর্ত্তমান চলিত অবস্থারূপ কর্ম্মেব অবস্থা; কারণ, কর্ম করিয়া কর্ম্মের পরাবস্থায় স্থিতিরূপ ব্রহ্মভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে; অতএব উক্ত স্থির ব্রহ্মের যে পূর্ব্বাবস্থা, তাহা কর্ম্মেরই অবস্থা; সুতরাং তুমিও সেই প্রাণকর্ম্মই কর; ইহা দ্বারাই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে; পূর্ব্বে সকলেই এই কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন।।১৫

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১৬

কিং কর্ম্ম, কিম্ অকর্ম্ম, ইতি অত্র (অস্মিন্ অর্থে) কবয়ঃ (বিবেকিনঃ) অপি মোহিতাঃ, [অতঃ] যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ (ইন্দ্রিয়াসক্তেঃ) মোক্ষ্যসে, তৎ কর্ম্ম তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি।।১৬

কি কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম এই বিষয়ে বিবেকিগণও মোহিত হন; অতএব যাহা জানিলে তুমি অশুভ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্তি হইতে মুক্ত হইবে, সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব।।১৬

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মই বা কি, আর অকর্ম্মই বা কি, ইহা বিবেকিগণও (বিবেকী = বীতরাগ অর্থাৎ আসক্তিশূন্য ব্যক্তি) বুঝিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া মোহিত হইয়া যান; অতএব কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা তোমায় বলিব; যাহা জানিলে ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্তিরূপ অশুভ হইতে (ইন্দ্রিয়কার্য্যে আসক্তিরূপ বদ্ধাবস্থা হইতে) তুমি মুক্তি লাভ করিতে পারিবে অর্থাৎ যাহাতে এই মুক্তি লাভ করিয়া তুমি আত্মকর্ম্মে স্থিতি লাভ করিতে পার, সেই কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাই তোমায় বলিব।।১৬

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।।১৭

কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং [তত্ত্বম অস্তি] ; বিকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং [তত্ত্বম্ অস্তি]; অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং [তত্ত্বমস্তি] ; কর্ম্মণো গতিঃ গহনা [দুজ্ঞেয়া] ।।১৭

[নিষ্কাম] কর্ম্মেরও বোদ্ধব্য [বিষয় আছে] বিকর্ম্মেরও বোদ্ধব্য [বিষয় আছে] আর অকর্ম্মেরও (সকামকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্য [বিষয় আছে] কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়।।১৭

তাৎপর্য্য।—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝা আবশ্যক; কারণ, কর্ম্মের গতি গহনরূপ গহ্বরে নিহিত থাকায় উহা দুর্জ্ঞেয়। প্রাণকর্ম্ম যাহা চলিতেছে; ইহার গতির উৎপত্তি (৩য় অঃ ১০ম শ্লোকোক্তরূপ) ব্রহ্মযোনির কুণ্ড হইতে; কূটস্থমধ্যস্থিত গহ্বরে মনের দ্বারা প্রবেশ করিতে পারিলে উহা উপলব্ধি হয়। এইরূপ কর্ম্মের গতি উক্ত গহ্বরে নিহিত থাকায় উহা বুঝা কঠিন; [যুধিষ্ঠির মহাভারতের বনপর্ব্বে মায়াসরোবর তীরে ধর্ম্মের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে এই বিষয় বলিয়াছেন,

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ, নাসৌ মুনির্যস্য মতং না ভিন্নম্। ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং; মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।।"] বেদাদি শাস্ত্র ও মুনিগণের মত, অজ্ঞানীর চক্ষে বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব কূটস্থগহ্বররূপ গুহার মধ্যে নিহিত আছে; যিনি মহাজন তিনি ভেদজ্ঞান শূন্য; সুতরাং তিনিই ঐ তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম।।১৭

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।।১৮

যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম [পশ্যেৎ] , অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম পশ্যেৎ, মনুষ্যেষু সঃ বুদ্ধিমান্, সঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ [অপি] যুক্তঃ [ব্রহ্মণি ইতি শেষঃ]।।১৮

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী হইলেও তিনিই [ব্রহ্মে] যুক্ত।।১৮

তাৎপর্য্য।—ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত যে সকল কর্ম্ম, সেই কর্ম্মকে যিনি অকর্ম্ম বলিয়া দেখেন এবং ফলাকাঙ্ক্ষারহিত যে নিষ্কাম প্রাণকর্ম্ম, তাহা সাধারণ বাহ্যদৃষ্টিতে অকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইলেও, সেই অকর্ম্ম—(নিষ্কাম কর্ম্ম) রূপ প্রাণকর্ম্মকে যিনি কর্ম্ম বলিয়া দেখেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ ২য় অঃ ৪০শ শ্লোকে যে নিষ্কামকর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণের চক্ষে অকর্ম্মবৎ গণ্য হইলেও ঐ অকর্ম্মকে যিনি কর্ম্ম বলিয়া দেখেন, জনগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং তিনি সকল কর্ম্ম (যাবতীয় কর্ম্ম) করিয়াও ঐ নিষ্কাম প্রাণকর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্মে সদা যুক্ত হইয়া আছেন; কেননা, তিনি ঐ প্রাণকর্ম্মের দ্বারা যুক্তবুদ্ধিশালী হওয়ায় সদা ব্রহ্মে যুক্ত থাকিয়া অনাসক্তভাবে অপর সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন; এই প্রকার কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মে যুক্ত থাকার অবস্থাই বিকর্ম্মের অবস্থা; অর্থাৎ যখন প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতিরূপ কর্ম্মের বিগত অবস্থা হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় প্রাণের স্থিতি হয়, তখনই বিকর্ম্মরূপ অবস্থা। বি—বিশেষত্ব, কর্ম্ম—প্রাণকর্ম্ম, প্রাণকর্ম্মের অতীতাবস্থা যাহা, তাহাই কর্ম্মের বিশেষত্ব (নিগূঢ়ত্ব) রূপ বিকর্ম্মের অবস্থা।।১৮

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।।১৯

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ (কর্ম্মাণি) কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ বুধাঃ, (জ্ঞানিনঃ) জ্ঞানাগ্নি দগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতম্ আহুঃ।।১৯

যাঁহারা সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পবিহীন, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাকে পণ্ডিত বলেন।।১৯

তাৎপর্য্য।—কোন কর্ম্মেই যাহার কামনা নাই এবং সঙ্কল্প-বিকল্প নাই, অর্থাৎ যিনি কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া সঙ্কল্পবিহীন ভাবে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন, বুদ্ধিমানগণ সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাকে পণ্ডিত বলেন। জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান, জ্ঞান-অগ্নি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের প্রকাশরূপ অবস্থা; ঐ অবস্থারূপ অগ্নিতে মনের লয় সাধনপূর্ব্বক যিনি মনের কামনা ও সঙ্কল্পযুক্ত যাবতীয় কর্ম্মকে জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ (লয়) করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থার স্থিতিতে থাকেন, বুদ্ধিমানগণ এইরূপ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাকে পণ্ডিত (২য় অঃ ১১শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) বলেন।।১৯

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।।২০

সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ [অতএব] নিরাশ্রয়ঃ [সন্] কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি।।২০

তিনি কর্ম্ম ও ফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দতৃপ্ত ও নিরবলম্ব হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না।।২০

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সেই ব্যক্তি কর্ম্ম এবং ফলের আসক্তি রহিত হইয়া নিত্যানন্দ তৃপ্ত [নিত্য—যাহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান—স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা, তদানন্দই (আত্মানন্দই) নিত্যানন্দ সেই আনন্দে তৃপ্ত] থাকিয়া অপর কোন অবলম্বনহীন অর্থাৎ একমাত্র আত্মাকে আশ্রয় করায় তাঁহার মন অপর কোন প্রকার আশ্রয়রূপ অবলম্বন-রহিত, উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নিত্যানন্দে তৃপ্ত থাকায় আসক্তি ত্যাগ-বশতঃ কর্ম্ম করিয়াও কিছু করেন না; যেহেতু তিনি সকল কর্ম্মই অনাসক্তভাবে করিয়া থাকেন।।২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।।২২

শারীরং কেবলং (কেবলং নাম) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ [পুরুষঃ] নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) যতচিত্তাত্মা; ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ [সন্] কিল্বিষং ন আপ্নোতি (লভতে); [অপিচ] যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ পশ্যন্) [অতঃ] বিমৎসরঃ (নির্ব্বৈরঃ) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ (হর্ষবিষাদরহিতঃ) [সন্] [কর্ম্ম] কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে (বন্ধনং নাপ্নোতি)।।২১-২২।।

যিনি শরীরের দ্বারা 'কেবল' নামক কর্ম্ম করেন, তিনি নিষ্কাম যতচিত্তাত্মা ও যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, সর্ব্বত্র ব্রহ্মব্যতীত ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ হওয়ায় পাপ প্রাপ্ত হন না এবং অন্য কিছু না দেখায় ভেদজ্ঞানশূন্য, অতএব শত্রুতাশূন্য ও সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদহীন হওয়ার কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হন না।।২১-২২।।

তাৎপর্য্য।—শরীরের দ্বারা যিনি 'কেবল' নামক কর্ম্ম করেন, অর্থাৎ গুরুবক্ত্রগম্য যে প্রাণঃ ক্রিয়া আছে, যে কর্ম্মকে ভগবান্ ১৮শ অধ্যায়ে সহজকর্ম্ম বলিয়া উক্তি করিতেছেন, সেই প্রাণঃ ক্রিয়াই 'কেবল' নামক কর্ম্ম এবং ঐ কর্ম্মের দ্বারা [কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ] যে পদ লাভ হয়, তাহাকেই 'কৈবল্যাবস্থা' বলে, (গ্রহযামলে উক্ত আছে—"সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুম্ভকো দ্বিবিধো মতঃ। রেচশ্চাপূর্য্য যঃ কার্য্যঃ স বৈ সহিত কুম্ভকঃ।। রেচকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণং; প্রাণায়ামোহয়মিত্যুক্তঃ স কেবল ইতি স্মৃতঃ।।"); উক্ত 'কেবল' নামক কর্ম্ম যিনি করেন, তিনি ঐ কর্ম্মের দ্বারা উপরিউক্তরূপ কৈবল্যাবস্থা লাভ করেন ও কামনা রহিত হন এবং চিৎস্বরূপ আত্মাকে আত্মাতেই (কূটস্থেই) স্থির করিয়া যতচিত্তাত্মা হন। পরে অন্য বস্তুর চিন্তা ত্যাগ করিয়া ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহ হইয়া পাপ প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ ইচ্ছার দাস হইয়া থাকেন না; ইচ্ছারহিত নিষ্পাপ অবস্থা প্রাপ্ত হন। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া যাহা লাভ হয় তাহাতেই তুষ্ট থাকেন, সর্ব্বত্র ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুই দেখেন না এই প্রকার ভেদজ্ঞানশূন্য এবং শত্রুতাশূন্য হন। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হন, অর্থাৎ কোন বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইলেও যদ্রূপ, আবার না হইলেও তদ্রূপ ভাবাপন্ন। তিনি সিদ্ধি অসিদ্ধি উভয়েরই অতীতাবস্থা লাভ করিয়া হর্ষবিষাদহীন। একারণ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মের আসক্তিতে বদ্ধ হন না।।২১-২২।।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।।২৩

গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য) [রাগাদিভিঃ] মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ (প্রাণযজ্ঞমনুতিষ্ঠতঃ) সমগ্রং (সবাসনং কর্ম্ম) প্রবিলীয়তে [বন্ধকত্বাভাবাৎ]।।২৩

নিষ্কাম, সর্ব্ববন্ধনমুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত এবং প্রাণযজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির সমুদয় কর্ম্ম বিলয়প্রাপ্ত হয়।।২৩

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা আত্মসঙ্গে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গরহিত এবং মায়া, মোহ ও আসক্তির অতীত হইয়া এই সকলের বন্ধন হইতে মুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানিয়া আত্মজ্ঞানে স্থিতচিত্ত এবং বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেওয়া (লয় করা) রূপ যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞের

অনুষ্ঠানকারী, এরূপ ব্যক্তির সমুদয় কর্ম্ম বিলয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণের যে আগম-নিগমরূপ কর্ম্ম, উহা বিশেষরূপে লয় হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় প্রাণের স্থিতি হয়।।২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।।২৪

অর্পণং (অর্প্যতে অনেন ইতি অর্পণং স্রুবাদি) ব্রহ্ম, হবিঃ (অর্প্যমাণং ঘৃতং) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তস্মিন্) ব্রহ্মণা [কর্ত্তা] হুতং ব্রহ্ম, তেন ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা (ব্রহ্ম এব কর্ম্ম তেন সমাধিঃ যস্য তেন) ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্।।২৪

অর্পণ (স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র) ব্রহ্ম; ঘৃতও ব্রহ্ম; ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম (সমস্তই ব্রহ্ম, যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে) তিনি সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিদ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন।।২৪

তাৎপর্য্য।—অর্পণ ব্রহ্ম—অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রাণকে স্থির প্রাণে লয় করিয়া সমর্পণকরারূপ যে অবস্থা, তাহা ব্রহ্মেরই অবস্থা; একারণ অর্পণটাও ব্রহ্ম। প্রাণবায়ুরূপ ঘৃতও ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মকর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নিরূপ জঠরাগ্নিস্থানে (নাভিতে) যে সমানবায়ু আছে, সেই সমানবায়ুরূপ ব্রহ্মকর্ত্তৃক হোমও ব্রহ্ম; এই হোমের তাৎপর্য্য-আহারের পূর্ব্বে গণ্ডুষ-ক্রিয়া, অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে যে গণ্ডুষের বিধি আছে; সেই গণ্ডুষের যাহা ক্রিয়া; ঐ ক্রিয়ার কথাই এখানে বলিতেছেন; নাভি হইতেছে সমান বায়ুর স্থান; সেখানে যে ব্রহ্মাগ্নি আছে, তাহার কার্য্য [প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমানরূপ] পঞ্চপ্রাণ দ্বারা সাধিত হয়; উহা স্থিরবায়ুর কার্য্য; ঐ কার্য্যই ব্রহ্মের অগ্নিতে ব্রহ্ম কর্ত্তৃক হোম করা। এই হোমটিও ব্রহ্মেরই অবস্থা; কারণ বর্ত্তমান প্রাণকে ব্রহ্মের অগ্নিতে লয় করারূপ যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞই হোম; উক্ত প্রকারে গন্তব্যস্থান রূপ ব্রহ্মে লয় করিলে, সবই ব্রহ্মের অবস্থা; একারণ হোমও ব্রহ্ম।

উপরিউক্তরূপ পঞ্চপ্রাণের যে ক্রিয়া, ঐ ক্রিয়াদ্বারা আহারের পূর্ব্বে হোমের বিধি আছে; এই হোমক্রিয়া সাধারণে জ্ঞাত না থাকায় অনেকে আহারের পূর্ব্বে অগ্নি জ্বালিয়া তাহাতে ঘৃত নিক্ষেপপূর্ব্বক হোম করিয়া থাকেন, এবং ভোজন সময়ে অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা, প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে করিতে জলদ্বারা আচমন করিয়া থাকেন; ইহা কিন্তু প্রকৃত হোম নহে; ইহা বাহ্য কার্য্য মাত্র। প্রকৃত হোম গুরুবক্ত্রগম্য।

'সমস্তই ব্রহ্ম' এরূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিদ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মের যে কর্ম্ম (প্রাণকর্ম্ম) সেই কর্ম্মের গতিরহিত সাম্যাবস্থারূপ সমাধিদ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।।২৪

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি।।২৫

অপরে যোগিনঃ দৈবম্ এবং যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে; অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপে অগ্নৌ) যজ্ঞেন এব যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি।।২৫

অন্য যোগিগণ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কেহ বা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।।২৫

তাৎপর্য্য।—অন্য যোগিগণ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অর্থাৎ খেচরীসাধন করেন—দিব শব্দে আকাশ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র; এই আজ্ঞাচক্রস্থানে স্থিরবায়ুর যে ক্রিয়া আছে, তাহাকেই খেচরীসাধন বলে; যোগিগণ এই খেচরীসাধনরূপ দৈবযজ্ঞ করেন। কেহ বা ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞকরারূপ উপায়দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন অর্থাৎ গুরুবক্তৃগম্য ওঁকার ক্রিয়া করেন; তৎপরে মণিপুরচক্রে ব্রহ্মাগ্নিস্থানে [রেচক দ্বারা] শ্বাস ত্যাগের বিধি আছে (গুরুবক্তৃগম্য), ইহার ব্রহ্মাগ্নিতে যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনের অবস্থা।।২৫

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি।।২৬

অন্যে সংযমাগ্নিষু (ইন্দ্রিয়সংযমরূপেষু অগ্নিষু) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি। অন্যে শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি (বিষয়ভোগকালেহপি অনাসক্তাঃ অগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্টেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তি)।।২৬

অন্য যোগিগণ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন (সংযমপ্রধান হইয়া অবস্থান করেন) অন্য কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল নিক্ষেপ করেন (অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন)।।২৬

তাৎপর্য্য।—অন্য যোগিগণ ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ঐ সংযমাবস্থারূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় ইত্যাদির বিষয়সমূহকে উক্ত সংযমাবস্থারূপ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন; কারণ ঐ যোগী ব্যক্তিগণকে দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়জনিত বিষয় সকল মোহিত করিতে পারে

না। তাঁহারা চক্ষু সত্ত্বেও মনোমুগ্ধকর দর্শনেন্দ্রিয়ের বস্তুতে লক্ষ্য করেন না; কর্ণ থাকিতেও শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুতে কর্ণপাত করেন না,—অর্থাৎ কর্ণ থাকিতেও মনোমুগ্ধকর শ্রোতব্য বিষয় ভ্রূক্ষেপও করেন না। এইরূপ উপরিউক্ত সংযমাগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করেন। কেহ বা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল নিক্ষেপ করেন অর্থাৎ এই শ্লোকে ২য় ওঁকারের কার্য্যের বিষয় বলিতেছেন, এই ওঁকারের কার্য্য বিধিপূর্ব্বক করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়-সংযম হইয়া থাকে; এই প্রক্রিয়া করার নামই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে হোম করা; ইহা দ্বারা স্বতঃ ওঁকারধ্বনি শোনা যায় ও ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া থাকে। উক্ত প্রক্রিয়ায় যে সকল মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ করার বিধি আছে [গুরুবক্তৃগম্য], উহাই ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয় সকল নিক্ষেপ করা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ যে অগ্নি—যাহা সদাই ভয়াবহ, সেই অগ্নিরূপ ইন্দ্রিয়ে [উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা] ইন্দ্রিয়ের বিষয়-সমূহকে আহুতি প্রদানরূপ শব্দাদি বিষয় সকল নিক্ষেপ করেন।।২৬

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে।।২৭

অপরে জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানেন প্রজ্জ্বালিতে) আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ (আত্মনি সংযমঃ স এব যোগঃ স এব অগ্নিঃ তস্মিন্) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয় কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি।।২৭

কেহ কেহ জ্ঞানদ্বারা প্রজ্জ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সমুদয় ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং প্রাণকর্ম্ম হোম করেন।।২৭

তাৎপর্য্য।—আত্মকর্ম্মদ্বারা প্রাণকে হৃদয়ে (আদিত্য-হৃদয়ে) তুলিয়া স্থির করিয়া রাখিলে, আত্মজ্যোতিঃ দর্শন হয়, ইহাই আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নি; ইহা জ্ঞানদ্বারা প্রজ্জ্বলিত, অর্থাৎ ঐ সংযমাগ্নিরূপ আত্মজ্যোতিঃ জ্ঞানদ্বারা উদ্দীপিত হইয়া থাকে। উহাতে লক্ষ্য স্থির করিতে পারিলে, ধ্যেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় এবং ঐ প্রজ্জ্বলিত আত্মসংযম রূপ যোগাগ্নিতে প্রাণের স্থিরাবস্থায় স্থিরবায়ুর কার্য্য আছে; এই ক্রিয়াকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল রহিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ এ অবস্থায় প্রাণের আগম-নিগমরূপ ক্রিয়াও থাকে না এবং প্রাণের স্থিরাবস্থা হেতু ইন্দ্রিয়কার্য্যও থাকে না। একারণ বলিতেছেন, সমুদয় ইন্দ্রিয়কর্ম্ম এবং প্রাণকর্ম্ম হোম করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিরহিত ও প্রাণের চলাচলরূপ কর্ম্মরহিত স্থিরাবস্থায় উপরিউক্ত স্থিরবায়ুর [গুরুবক্তৃগম্য] কার্য্যরূপ হোম করেন।।২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।।২৮

[কেচিৎ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ [কেচিৎ] তপোযজ্ঞাঃ; [কেচিৎ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে), তথা অপরে সংশিতব্রতাঃ (সম্পাদিত-ব্রতাঃ) যতয়ঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ (স্বাধ্যায়েন ব্রহ্মবিদ্যয়া যৎ জ্ঞানং স এব যজ্ঞো যেষাং তে)।।২৮

কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী; কেহ বা তপোরূপ যজ্ঞের (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রে অবস্থানরূপ যজ্ঞের) অনুষ্ঠাতা; কেহ বা যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী এবং অপর সংশিতব্রত যতিগণ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা।।২৮

তাৎপর্য্য।—কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী; দ্রব্য অর্থে আত্মব্রহ্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্মের সহিত বর্ত্তমান প্রাণকর্ম্মের মিলন করিবার কার্য্যরূপ যজ্ঞই দ্রব্যযজ্ঞ। কেহ বা তপোরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা অর্থাৎ কূটস্থব্রহ্মে বিচরণ করারূপ তপোযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা; যথা—ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্ অর্থাৎ বাহ্য তপ, তপ নহে যে অবস্থায় ব্রহ্মে মন বিচরণ করে, উহাই প্রকৃত তপ।

কেহ বা যোগরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী—যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ চিত্তের বৃত্তি—অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চলতা, ঐ চঞ্চলতা স্বতঃ রহিত হইয়া স্থির সাম্যভাবই নিরোধরূপ অবস্থা, এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ যজ্ঞের কেহ কেহ অনুষ্ঠাতা। অপর সংশিতব্রত যতিগণ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, অর্থাৎ "বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে', প্রাণের যে বৃহৎ ব্যাপকত্ব অবস্থা (কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ মহান্ অবস্থা) তাহাই ব্রহ্ম-পদবাচ্য এবং ঐ ব্রহ্মকে জানার নাম ব্রহ্মজ্ঞান; যতিগণ উক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা (গুরুবক্তগম্য)।।২৮

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।।২৯

অপরে [পূরকেণ] প্রাণং অপানে তথা [রেচকেন] অপানম্ প্রাণে জুহ্বতি [এবং কৃতে কেবলকুম্ভকেন] প্রাণাপানগতী রুদ্ধা (প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতি রুদ্ধা) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ [উপরমন্ত ইত্যর্থঃ] অপরে নিয়তাহারাঃ (নিয়তঃ সংযতঃ আহারঃ ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং যেষাং তে) [কেবলকুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা, প্রাণায়ামপরায়ণা সন্তঃ] প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি (গুরূপদিষ্টং ক্রিয়াবিশেষং ওঁকাররূপং কুর্ব্বন্তি)।।২৯

অপর কেহ কেহ পুরে নেবার সময় প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে এবং ছেড়ে দেবার সময় অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন [এইরূপ করিতে করিতে কেবল নামক কুম্ভকের দ্বারা প্রাণাপানের উর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রোধ হওয়ায়] প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ [কেবল-নামক কুম্ভকের দ্বারা প্রাণ এবং অপানের উর্দ্ধাধোগতি রহিত হওয়াতে প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া] ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম করিয়া প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন (গুরূপদিষ্ট ওঁকারক্রিয়া করেন)।।২৯

তাৎপর্য্য।—কেহ কেহ প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে এবং অপানবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হোম করেন, অর্থাৎ পূরক করিবার সময় প্রাণবায়ুকে অপানবায়ুতে মিলিত করিয়া দেন এবং রেচক করিবার সময় অপানবায়ুকে প্রাণ বায়ুতে মিলিত করিয়া দেন (গুরূপদিষ্ট প্রাণের যে ক্রিয়া তাহাই করেন); ঐ ক্রিয়া করিতে করিতে কেবল-কুম্ভকের দ্বারা অর্থাৎ ঐ প্রাণকর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতির দ্বারা [স্থিতিকে কুম্ভক কহে এবং প্রাণকর্ম্মকে কেবলকর্ম্ম কহে] প্রাণ এবং অপানবায়ুর উর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত হইয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। অপর কেহ কেহ ঐরূপ প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া প্রাণসকলকে প্রাণেতেই হোম করেন, অর্থাৎ স্থিরপ্রাণের যে ক্রিয়া (যে ক্রিয়ার বিষয় ২৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে), তাহাই করেন [এ সকল গুরুবক্তগম্য]।।২৯

সর্ব্বেহপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।।৩০

যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞক্ষয়িতপাপাঃ) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (যজ্ঞাবশিষ্টমমৃতম্ আত্মানন্দমিতি যাবৎ ভুঞ্জত) এতে সর্ব্বেহপি যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞজ্ঞাঃ) সনাতনং (নিত্যং) ব্রহ্ম যান্তি।।৩০

যজ্ঞদ্বারা নিষ্পাপ, যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজনকারী এই সকল যজ্ঞজ্ঞগণ সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন।।৩০

তাৎপর্য্য।—এই সকল যজ্ঞজ্ঞগণ অর্থাৎ যে সকল ক্রিয়ারূপ যজ্ঞের বিষয় পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইল, ঐ সকল কর্ম্মরূপ যজ্ঞকারিগণ সনাতন ব্রহ্ম লাভ করেন, অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করেন এবং যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের অবশিষ্টভাগরূপ অমৃত ভোজন করিয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকেন, অর্থাৎ যে সকল ক্রিয়ারূপ যজ্ঞের বিষয় বলিলেন, ঐ সকল ক্রিয়ার অতীতাবস্থাই যজ্ঞের অবশিষ্টভাগরূপ অমৃত; উহা যিনি লাভ করেন, তিনি ইচ্ছারহিত অবস্থাপ্রাপ্তিরূপ নিষ্পাপ হন (৩য় অঃ ১৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৩০

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম।।৩১

হে কুরুসত্তম, অয়ং লোকঃ (নরলোকঃ) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞরহিতস্য) ন অস্তি; কুতঃ অন্যঃ [পরলোকঃ] ।।৩১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞানুষ্ঠানহীন ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকও নাই—পরলোক ত নাইই।।৩১

তাৎপর্য্য।—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কুরু—ক্রিয়া, শ্রেষ্ঠ—উত্তম, যদ্দ্বারা উত্তমরূপে কার্য্য নিষ্পাদিত হয়, তিনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ; শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বের দ্বারা প্রাণবায়ুর কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পাদিত হয় বলিয়া তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জ্জুনকে কুরুশ্রেষ্ঠ সম্বোধন করিতেছেন। পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্লোকোক্তরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান যাহারা করে না; তাহাদের পক্ষে ইহলোকও নাই, অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থারূপ নরলোকও তাহাদের স্থায়ী নহে; যেহেতু তাহারা সর্ব্বদা সত্ত্বরজোগুণের অধোরূপ তমোগুণের স্থানেই ধাবিত বলিয়া পশুভাবই আশ্রয় করে; একারণ ইহলোকের অধোদেশেই নিপতিত বলিয়া ইহলোকও তাহাদের নাই। আর ইহলোকের অতীত যে পরলোক অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থারূপ নরলোকের অতীত অবস্থা যাহা (যে অবস্থায় দেবভাবাপন্নদিগের অবস্থিতির স্থান), ঐ দেবলোকরূপ পরলোক ত তাহাদের নাইই।।৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।।৩২

ব্রহ্মণো (ব্রহ্মবিদঃ) মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (সাক্ষাৎ বিহিতাঃ) তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি এবং জ্ঞাত্বা [জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্] বিমোক্ষ্যসে (মুক্তো ভবিষ্যসি)।।৩২

ব্রহ্মজ্ঞের মুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে। সেই সকলকে কর্ম্মজ জানিও; এইরূপ জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে, সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে।।৩২

তাৎপর্য্য।—যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে এমন ব্রহ্মজ্ঞ সদ্গুরুর মুখে এইপ্রকার (২৬শ-২৭শ শ্লোকে যেরূপ বলিলেন, সেই প্রকার) বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে। অর্থাৎ ইহা গুরুমুখী বিদ্যা; এ বিদ্যা পড়িয়া শুনিয়া লাভ হইবার নহে; একজনের নিকট হইতে পাইতে হয়; ইহা লিপিবদ্ধও করিবার নহে, যাহা নিজে করিয়া জ্ঞাত হইবার বিষয়—সেই যোগতত্ত্ব লেখনীতে কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তবে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ দেখা যায়, উহা কেবল আকার-ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করা মাত্র। যেমত বোবা ব্যক্তি আকার-ইঙ্গিতে মিষ্টতার আস্বাদন প্রকাশ করিয়া থাকে উহাও তদ্রূপ। এই আত্মবিদ্যা যদ্যপি পড়িয়া শুনিয়া লাভ করিবার হইত, তাহা হইলে এই শ্লোকে ভগবান্ বলিতে পারিতেন যে, এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ কেবলমাত্র শাস্ত্রাদিতে বিহিত

আছে; কিন্তু এ সকল গুরুবক্তগম্য বিষয় বলিয়াই উক্ত হইতেছে যে, এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞের 'মুখে' বিহিত আছে। আর ঐ সকলকে কর্ম্মজ জানিও অর্থাৎ গুরুবক্তগম্য আত্মকর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া জানিও; এইরূপ জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে নিঃশেষরূপে স্থিতি লাভ হইলে, বিশেষরূপে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ খং ব্রহ্মে স্থিতি প্রাপ্ত হইবে।।৩২

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।৩৩

হে পরন্তপ, দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ (অনাত্মব্যাপারজন্যাৎ দ্রব্যযজ্ঞাৎ) জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ (উৎকৃষ্টতরঃ); হে পার্থ, সর্ব্বম্ অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।।৩৩

হে পরন্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ আত্মব্যাপারহীন দ্রব্যযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; যেহেতু হে পার্থ, জ্ঞানেতেই সমুদয় কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে।।৩৩

তাৎপর্য্য।—হে পরন্তপ, (পরান্ শত্রূন্ তাপয়তি) ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদমনকারিন, আত্মব্যাপারহীন যে দ্রব্যদানাদি যজ্ঞ, সে যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ যে অবস্থায় (কর্ম্মের অতীতাবস্থায়) আপনাকে জানিয়া আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ারূপ আত্মজ্ঞান লাভ হয়, সেই স্থির সাম্যাবস্থাই জ্ঞানযজ্ঞ এবং এই যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু হে পার্থ (২য় অঃ ৫৫তম শ্লোকে পার্থ দ্রষ্টব্য), জ্ঞানেতেই সমুদয় কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়, অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অব্যক্ত স্থানে মনের স্থিতি হইয়া যখন জ্ঞানের প্রকাশরূপ অবস্থা হয়, তখন আর বর্ত্তমান উর্দ্ধাধোগতিরূপ চঞ্চল ক্রিয়া থাকে না, তখন স্বতঃই প্রাণ স্থির হইয়া কর্ম্মের পরিসমাপ্তিরূপ অবস্থা হয়।।৩৩

তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।৩৪

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া (গুরুশুশ্রূষয়া চ) তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি (প্রাপ্নুহি) জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ তে (তুভ্যং) জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্যন্তি।।৩৪

প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও গুরুসেবা দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর; জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন।।৩৪

তাৎপর্য্য।—প্রণিপাত—অর্থাৎ ওঁকারক্রিয়াদ্বারা প্রকৃষ্ট রূপ মস্তক নত করিয়া প্রকৃত প্রণাম, এই ওঁকারক্রিয়া দ্বারা আপনাকে আপনি নমস্কাররূপ আত্মব্রহ্মে প্রণাম হইয়া থাকে। জিজ্ঞাসা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞের নিকট আত্মতত্ত্বের তত্ত্বপ্রাপ্তি প্রত্যাশার প্রশ্ন, ঐ আত্মকর্ম্ম দ্বারা পরিণামে এমন একটি অবস্থা আসিয়া থাকে যে, ঐ অবস্থায়

আপনিই প্রশ্নের উদয় হয় এবং আপনা হইতেই তাহার মীমাংসা হইয়া থাকে, এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের নামই জিজ্ঞাসা। গুরুসেবা অর্থাৎ গুরু যে কর্ম্ম দান করেন, সেই কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক করার নামই গুরুসেবা; কারণ (আত্মা বৈ গুরুরেকঃ) যিনি আত্মা তিনিই গুরু; আত্মার কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম; এই কর্ম্ম বিধিপূর্ব্বক (গুরুবাক্যমত) করার নামই প্রকৃত গুরুসেবা; প্রাণের সেবারূপ প্রাণকর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া সেই জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) লাভ কর; জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকে উপদেশ দিবেন; অর্থাৎ ৩২শ শ্লোকে বলিয়াছেন—'ব্রহ্মজ্ঞের মুখে এই যজ্ঞ বিহিত আছে' সেই ব্রহ্মজ্ঞগণই জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী, তাঁহারাই উপদেশ দিবেন।।৩৪

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।।৩৫

হে পাণ্ডব, যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি (প্রাপ্স্যসি) যেন (জ্ঞানেন) ভূতানি আত্মনি অথো (অনন্তরং) ময়ি অশেষেণ (সাকল্যেন) দ্রক্ষ্যসি।৩৫

হে পাণ্ডব, যে জ্ঞান অবগত হইলে পুনর্ব্বার এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইবে না এবং যদ্দ্বারা ভূতগণকে আত্মাতে ও অনন্তর আমাতে অশেষরূপে দর্শন করিবে।।৩৫

তাৎপর্য্য।—হে পাণ্ডব [৬ষ্ঠ অঃ ২য় শ্লোকে পাণ্ডব সম্বোধন দ্রষ্টব্য], যে জ্ঞান (পূর্ব্বশ্লোকে যে জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা) অবগত হইলে পুনর্ব্বার এইরূপ মোহ প্রাপ্ত হইবে না, অর্থাৎ 'আমি আমার' বোধরূপ যে মোহ (যে মোহবশতঃ প্রথম অধ্যায়োক্ত বিষাদযোগ উপস্থিত হইয়াছে) ঐ মোহ-তিমির আর প্রাপ্ত হইবে না, এবং যদ্দ্বারা (যে জ্ঞানদ্বারা) ভূতগণকে আত্মাতে ও অনন্তর আমাতে অশেষরূপে দর্শন করিবে, অর্থাৎ (৩য় অঃ ১৪শ শ্লোকোক্তরূপ) প্রাণের চঞ্চলাবস্থাই যে ভূতভাবের প্রকাশাবস্থা, তাহা অশেষরূপে (সম্পূর্ণরূপে) লক্ষিত হইবে, (অনন্তর সূত্রে মণিগণের ন্যায় ভূতগণ আমাতেই গাঁথা রহিয়াছে দেখিতে পাইবে, যথা—৭ম অঃ ৭ম শ্লোক)।।৩৫

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।।৩৬

চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (পাপিভ্যঃ) পাপকৃত্তমঃ (অতিশয়েন পাপকারী) অসি [তথাপি]. সর্ব্বং বৃজিনং (পাপসমুদ্রং) জ্ঞানপ্লবেন (জ্ঞানপোতেন) এব সন্তরিষ্যসি।।৩৬

যদি সমুদয় পাপী হইতেও তুমি অধিক পাপকারী হও, তথাপি সমুদয় পাপরূপ সমুদ্র জ্ঞানপোত দ্বারাই সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হহতে পারিবে।।৩৬

তাৎপর্য্য।—তুমি যদি সকল পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপ করিয়া থাক, অর্থাৎ ইচ্ছার দাস ও তমঃ-প্রকৃতিযুক্ত যে সকল পাপী ব্যক্তি আছে, তাহাদের অপেক্ষাও তুমি যদি বেশী পাপী হও, তবুও এই আত্মজ্ঞানলাভরূপ জ্ঞানপোত দ্বারাই তমোগুণের হ্রদরূপ পাপের সমুদ্র হইতে সম্যক্‌রূপে উত্তীর্ণ হইবে, অর্থাৎ তমোগুণের স্থান ও তামসিক ইচ্ছাসমূহকে অতিক্রম করিয়া দেহের ঊর্দ্ধভাগে সত্ত্বগুণের স্থানে (আজ্ঞাচক্রে) স্থিতি লাভ করিতে পারিবে।।৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।।৩৭

হে অর্জ্জুন, যথা সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্তঃ) অগ্নি এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।।৩৭

হে অর্জ্জুন, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে।।৩৭

তাৎপর্য্য।—প্রদীপ্ত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসকলকে ভস্ম করিয়া থাকে, সেইরূপ আত্মকর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় যে জ্ঞানের উদয় হয়, ঐ জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা পাপকর্ম্মাদি সমস্তই ভস্ম হইয়া যায়; তখন কর্ম্মের অতীতাবস্থায় প্রাণের স্থিতি হওয়ায় সে অবস্থায় আর আগম-নিগমরূপ প্রাণের ক্রিয়া থাকে না, তখন প্রাণের ঊর্দ্ধাধোগতি রহিত হইয়া স্বতঃই স্থিরাবস্থারূপ কর্ম্মভস্মের অবস্থা হয়।।৩৭

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।।৩৮

ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নহি বিদ্যতে। কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগেন সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ) আত্মনি স্বয়মেব তৎ (আত্মজ্ঞানং) বিন্দতি (লভতে) [নতু কর্ম্মযোগং বিনা]।।৩৮

ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আত্মাতেই স্বয়ং লাভ করেন [কিন্তু কর্ম্মযোগ ব্যতীত নহে]।।৩৮

তাৎপর্য্য।—আত্মজ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলার বহির্গতিকে অন্তর্মুখ করিয়া ঈড়া পিঙ্গলার মিলনকৌশলরূপ প্রাণকর্ম্মদ্বারা ইচ্ছারহিত অবস্থারূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত যে ব্যক্তি, তিনি সেই আত্মজ্ঞান যথাকালে আপনাতে আপনিই লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু, এই জ্ঞান স্বয়ংই লাভ করিবার জিনিষ, কেহ কাহারও জন্মাইয়া দিতে পারে না; নিজে যদি আহার না করি, তাহা হইলে যেমন আমার পেট কেহ ভরাইয়া দিতে পারে না, তদ্রূপ এই জ্ঞানও স্বয়ং না করিতে

পারিলে, অপরে ইহা দিতে পারে না; গুরু এই জ্ঞানলাভের উপায়রূপ কর্ম্ম দান করেন; কিন্তু কর্ম্ম করিয়া জ্ঞানলাভের জন্য যত্নবান হইয়া ক্রিয়াযোগদ্বারা ঐ আত্মজ্ঞান স্বয়ংই লাভ করিতে হয়। একারণ উক্ত হইতেছে যে, কর্ম্মযোগদ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি স্বয়ংই আত্মজ্ঞান লাভ করেন, অর্থাৎ উপরোক্তরূপ কর্ম্মযোগদ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মনের স্থিতি হইলে তখন ইচ্ছারহিত অবস্থারূপ সিদ্ধিপ্রাপ্তি এবং আমি কে ইহা বিদিত হওয়ারূপ আত্মজ্ঞান স্বয়ংই লাভ হইয়া থাকে (১০ম অঃ ১০।১১ শ্লোক এবং ১১' অঃ ৩য় শ্লোক দেখ)।।৩৮

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।।৩৯

শ্রদ্ধাবান্ (গুরূপদিষ্ট অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে; জ্ঞানং লব্ধা অচিরেণ পরাং শান্তিং (মোক্ষং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।।৩৯

শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরুপদেশে আস্তিক্য বুদ্ধিশালী, তৎপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন; জ্ঞান লাভ করিয়া অতি শীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।৩৯

তাৎপর্য্য।—যিনি গুরুবাক্যে বিশ্বাসশীলরূপ শ্রদ্ধাবান্ এবং গুরুবাক্য পালনেও তৎপর আর ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয়; এরূপ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন, অর্থাৎ সদ্‌গুরু প্রদত্ত আত্মকর্ম্মের উপদেশে যত্নশীল হইয়া, সেই কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন; জ্ঞান লাভ করিয়া অতি শীঘ্র শান্তিলাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থাই শান্তির অবস্থা; একারণ যাহার জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহার শান্তি প্রাপ্তি অতি শীঘ্রই হয়।।৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।।৪০

অজ্ঞঃ (গুরূপাদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীনঃ) সংশয়াত্মা বিনশ্যতি (স্বার্থাৎ ভ্রশ্যতি); সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি, নচ পরঃ (পরলোকঃ) নচ সুখম্।।৪০

গুরুপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট এবং সংশয়িতচিত্ত ব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়, সংশয়াত্মা ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই।।৪০

তাৎপর্য্য।—গুরুপদিষ্ট অর্থে অজ্ঞানবিশিষ্ট অর্থাৎ গুরুর উপদেশবাক্য যে বুঝিতে পারে না এবং গুরুবাক্যে যাহার শ্রদ্ধা নাই ও যাহার মন সংশয়যুক্ত, এরূপ ব্যক্তি স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে; সংশয়চিত্ত যে ব্যক্তি তাহার ইহকালও নাহ পরকালও নাই, অর্থাৎ সদা সংশয়চিত্ত হেতু ইহলোকেও

কোন বিষয়েই চিত্ত স্থির করিতে পাবে না এবং ইহলোকের অতীত যে পরলোক তাহাও প্রাপ্ত হইতে পারে না (৩১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), একারণ সুখও নাই।।৪০

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।।৪১

হে ধনঞ্জয়, যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যোগেন আত্মনি সংন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন তম্) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানেন আত্মবোধেন সংচ্ছিন্নঃ সংশয়ো যস্য তম্) আত্মবন্তং (অপ্রমাদিনং) [জনং] কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।।৪১

হে ধনঞ্জয়, যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত যোগদ্বারা কর্ম্ম সকল আত্মাতে সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি আত্মবোধদ্বারা সংশয় ছেদ করিয়াছেন, এতাদৃশ আত্মবান্ অর্থাৎ অপ্রমাদী ব্যক্তিতে কর্ম্ম সকল আবদ্ধ করিতে পারে না।।৪১

তাৎপর্য্য।—হে ধনঞ্জয়, (১০ম অঃ ২৩শ শ্লোকে ধনঞ্জয় দ্রষ্টব্য), যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানলাভের উপায়রূপ যোগাবস্থা লাভের দ্বারা কর্ম্ম সকল আত্মাতে সমর্পণ করিয়াছেন, অর্থাৎ যোগ দুই প্রকার কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ (সাংখ্যযোগ কর্ম্মযোগেরই নামান্তর), প্রাণের বহির্মুখ গতিকে অন্তর্মুখ করিয়া [বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়ারূপ] ঈড়া-পিঙ্গলার মিলন ক্রিয়ার নামই কর্ম্মযোগ এবং ঐ কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থা লাভে 'আমি কে' ইহা বিদিত হইয়া আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিরূপ অবস্থাই জ্ঞানযোগ। যে ব্যক্তি এই জ্ঞানলাভের জন্য যোগদ্বারা [কর্ম্মযোগদ্বারা] কর্ম্মসকল আত্মাতে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আত্মবান্। যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ, —চিৎ = আত্মা অর্থাৎ প্রাণ, তদ্ বৃত্তি অর্থাৎ প্রাণের উর্দ্ধাধোরূপ গতি, এই গতি স্বতঃ রহিত হইয়া স্থিরত্বভাবই নিরোধ অবস্থা; এই নিরোধাবস্থারূপ যোগ দ্বারাই কর্ম্মসকল স্থিরপ্রাণরূপ আত্মায় সমর্পণ করা হয়; কারণ উক্ত অবস্থায় প্রাণের উর্দ্ধাধোগতিরূপ কর্ম্ম স্বতঃ নিবৃত্ত হইয়া স্থিরভাব হওয়ায় তখন আর কর্ম্ম থাকে না; ইহাই কর্ম্মসকলের আত্মায় সমর্পিত অবস্থা। এই প্রকার সমর্পণ যিনি করিয়াছেন এবং আত্মতত্ত্ব বিদিত (প্রত্যক্ষ) হওয়ারূপ আত্মবোধদ্বারা যিনি সংশয় ছেদ করিয়াছেন, এতাদৃশ আত্মজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্মসকল (যে কর্ম্মকে ১৮শ শ্লোকে অকর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে) আবদ্ধ করিতে পারে না।।৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।।৪২

ইতি জ্ঞান-যোগ।

তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং (হৃদি স্থিতম্) এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানখড়্গেন) ছিত্বা যোগম্ (কর্ম্মযোগম্) আতিষ্ঠ (আশ্রয়) হে ভারত উত্তিষ্ঠ।।৪২

অতএব মনের অজ্ঞানোৎপন্ন হৃদয়স্থ এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর; হে ভারত উঠ।।৪২

তাৎপর্য্য।—মনের অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে সকল সংশয় হৃদয়েতে আছে, তাহা জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা ছেদন কর অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থারূপ প্রাণের চঞ্চলগতি যাহা হৃদয়ে রহিয়াছে, ইহা কর্ত্তৃক যত সংশয়, মোহ ইত্যাদি উপস্থিত হইয়া থাকে, এই চঞ্চলতা রহিত অবস্থারূপ স্থিতির অবস্থা লাভ করিতে পারিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সেই জ্ঞানই খড়্গ-স্বরূপ; ইহার দ্বারা হৃদয়ের সংশয়াদিকে ছেদন কর। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সংশয় সকলকে ছেদন করিয়া ফেল এবং কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর। তুমি নানা সংশয় হেতু কর্ম্মযোগে ভীত হইতেছ; ঐ সংশয় ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগই অবলম্বন কর। হে ভারত উত্তিষ্ঠ, উৎ = উর্দ্ধে—আজ্ঞাচক্রে, তিষ্ঠ = স্থিতিং লভস্ব, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্ররূপ উর্দ্ধে স্থিতি লাভ কর; ভগবান্ ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন, "যুদ্ধ কর", আবার এই শ্লোকে বলিতেছেন, "যোগপথ আশ্রয় কর", ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এ যুদ্ধ বাহিরের যুদ্ধ নহে; ইহা সাধন-সমর; ১ম শ্লোকে শরীরস্থ প্রবৃত্তিপক্ষ ও নিবৃত্তিপক্ষ দুই দলের বিষয় যাহা বর্ণন করা হইয়াছে, ইহা সেই যুদ্ধ; আরও ভগবান্ ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষভাগে বলিতেছেন—"হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও", ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, এই যুদ্ধ বাহিরের যুদ্ধ নহে, ইহা সাধন-সমরে শরীরস্থ দৈবভাব ও অসুরভাব দুই দলের যুদ্ধ। ভগবান্ পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্মের বিষয় বলিয়াছেন, এই শ্লোকে তদ্দ্বারা উর্দ্ধে স্থিতি লাভ করিতে বলিতেছেন; অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চলপ্রাণকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করিতে বলিতেছেন।।৪২

ইতি জ্ঞান যোগ।

— অর্থাৎ —

জ্ঞান—জানা, আপনাকে বিদিত হওয়ারূপ আত্মজ্ঞানই জ্ঞান; যোগ—চিত্তের বৃত্তিরহিত অবস্থা, অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রাণের চঞ্চল গতি-রহিত স্থির সাম্যাবস্থা। আপনাকে আপনি জানিয়া প্রাণের চঞ্চল গতির সাম্যভাব হইয়া আত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপ যে অবস্থা, তাহাই জ্ঞানযোগ।

ইতি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্।।১

অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং (কথয়িত্বা) পুনঃ চ যোগং শংসসি (কথয়সি); এতয়োঃ (কর্ম্মসন্ন্যাস-কর্ম্মযোগয়োঃ) যৎ মে (মম) শ্রেয়ঃ (প্রশস্ততরং) সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি।।১

অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ, কর্ম্মসকলের ত্যাগ উপদেশ করিয়া পুনরায় কর্ম্মযোগ উপদেশ করিতেছ, এই দু'য়ের মধ্যে আমার পক্ষে যেটি শ্রেয়ঃ, নিশ্চয় করিয়া সেই একটি বল।।১

তাৎপর্য্য।—হে কৃষ্ণ (৬ষ্ঠ অঃ ৩৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিয়া পুনরায় কর্ম্মযোগের উপদেশ দিতেছ; কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মকরা, এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বল। পূর্ব্বাধ্যায়ে ৩৭শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—জ্ঞানরূপ অগ্নি-সমুদয় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে এবং ৪১শ শ্লোকে বলিয়াছেন, যোগদ্বারা আত্মাতে কর্ম্ম সমর্পণকারী ব্যক্তিকে কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না এবং ৪২শ শ্লোকে বলিয়াছেন—হে ভারত উঠ, কর্ম্মযোগ আরম্ভ কর। একারণ অর্জ্জুনের প্রশ্ন হইতেছে যে, কর্ম্মত্যাগের উপদেশ করিয়া আবার তুমি কর্ম্মযোগ উপদেশ করিতেছ, এই দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল? পূর্ব্বাধ্যায়ে ৩৭শ ও ৪২শ শ্লোকে কর্ম্মত্যাগ করিতে না বলিয়া এই কর্ম্মযোগ দ্বারাই যে কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতি লাভ করিয়া আত্মাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে বলিয়াছেন এবং কর্ম্মের অতীতাবস্থাই যে কর্ম্মক্ষয় বা ধ্বংসরূপ অবস্থা, জীবভাব তাহা বুঝিতে না পারায় উক্ত শ্লোকের অর্থে জীবের ভুল ধারণা হইয়াছে যে, কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং কর্ম্মত্যাগই

কর্ম্মক্ষয়রূপ অবস্থা এই অমূলক ধারণাহেতুই এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, কর্ম্মত্যাগ বা কর্ম্মযোগ এই দু'য়ের মধ্যে আমার পক্ষে কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, তাহা ঠিক করিয়া বল।।১

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।।২

শ্রীভগবান্ উবাচ। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (মোক্ষপ্রদৌ); তয়োস্তু [মধ্যে] কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ [সকাশাৎ] কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টভবতি)।।২

শ্রীভগবান্ কহিলেন। কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষদায়ক; কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর।

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান কহিলেন অর্থাৎ কূটস্থচৈতন্য কর্ত্তৃক জীবভাবের প্রতি ব্যক্ত হইল। কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ এই দুইই মোক্ষদায়ক, অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় ক্রিয়া-রহিত সাম্যাবস্থারূপ যে স্থিতি, তাহাই কর্ম্মত্যাগের অবস্থা এবং ঐ স্থিতি মোক্ষ-দায়ক; আর কর্ম্মের দ্বারা ঈড়া ও পিঙ্গলার মিলনরূপ যে যোগ (কর্ম্মযোগ) অর্থাৎ সুষুম্নামার্গে স্থিতি, তাহাও মোক্ষদায়ক; কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্টতর, অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ব্যতিরেকে কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে পারে না (৬ষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য); কারণ অগ্রে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মদ্বারা উপরিউক্তরূপ স্থিতি লাভ হইলে, তাহার পর প্রকৃত কর্ম্মত্যাগের (সন্ন্যাসের) অবস্থা হয়; একারণ বলিতেছেন, কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্ট।।২

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।।৩

যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি সঃ নিত্যসন্ন্যাসী (কর্ম্মানুষ্ঠানকালেহপি সন্ন্যাসী) জ্ঞেয়ঃ; হি (যতঃ) হে মহাবাহো; নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যঃ) সুখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ (সংসারাসক্তেঃ) প্রমুচ্যতে।।৩

যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তাঁহাকে নিত্য-সন্ন্যাসী বলিয়া (অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও সন্ন্যাসী বলিয়া) জানিও। যেহেতু হে মহাবাহো, রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি অনায়াসেই সংসারাসক্তি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।।৩

তাৎপর্য্য।—যিনি কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে, মনে কিছু দ্বেষ ভাব রাখেন না, আকাঙ্ক্ষাও রাখেন না, সকল কর্ম্মেই আকাঙ্ক্ষাত্যাগী, তিনি নিত্য-সন্ন্যাসী। হে মহাবাহো (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); রাগ অর্থাৎ বিষয়ানুরাগ এবং দ্বেষ

অর্থাৎ বিষয়-বিদ্বেষ; এ আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতি লাভ করিয়া থাকেন।।৩

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্।।৪

বালাঃ (অজ্ঞাঃ) সাংখ্যযোগৌ (জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগৌ) পৃথক্ [ইতি] প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ (জানিনো যোগিনশ্চ ইত্যর্থঃ) একম্ (সাধনম্) সম্যক্ আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ অবলম্বমানঃ সন্) উভয়োঃ অপি ফলং বিন্দতে (প্রাপ্নোতি)।।৪

অজ্ঞেরাই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক বলিয়া থাকে; কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন না। একমাত্র সাধন সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিলে, দু'য়েরই ফল (মোক্ষ) লাভ করা যায়।।৪

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে; যাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহারা বলেন না; যে হেতু এই দু'য়ের ফল একই, কর্ম্ম অর্থাৎ আগম-নিগমরূপ (উর্দ্ধাধোগতি রূপ) প্রাণের ক্রিয়া, ইহার যোগ অর্থাৎ মিলন, ঈড়া পিঙ্গলা মার্গে প্রাণের যে উর্দ্ধাধোগতি হইতেছে, ইহার বহির্মুখ গতি নিবারণ পূর্ব্বক অন্তর্মুখ গতি করিয়া ঐ গতিকে সুষুম্নামার্গে স্থিত করারূপ মিলনকেই যোগ কহে। এই ঈড়া ও পিঙ্গলার মিলন-ক্রিয়ার নামই কর্ম্মযোগ। জ্ঞান অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া, ইহাই আত্মজ্ঞান; যোগ অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি-রহিত স্থির সাম্যাবস্থা; আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া এই সাম্যাবস্থায় স্থিতিলাভরূপ অবস্থাই জ্ঞানযোগ; উক্ত সুষুম্নামার্গে স্থিতি এবং এই সাম্যাবস্থারূপ স্থিতি, উভয় স্থিতির ফল একই, একারণ পণ্ডিতেরা ইহাকে পৃথক বলেন না [পণ্ডিত ২য় অধ্যায় ১১শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য] একমাত্র সাধন সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিতে পারিলে অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট ক্রিয়া করিতে পারিলে, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দু'য়েরই ফলে মোক্ষ লাভ করা যায়, অর্থাৎ উভয়েরই ফলে কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মমার্গে স্থিতি লাভ করা যায়।।৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।৫

সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ) যৎ স্থানং প্রাপ্যতে, যোগৈঃ (কর্ম্মযোগিভিঃ) অপি তৎ [এব] গম্যতে চ, যঃ সাংখ্যং যোগং চ একং (অভিন্নং) পশ্যতি সঃ পশ্যতি (সম্যক্ পশ্যতি)।।৫

জ্ঞাননিষ্ঠগণ যে স্থান (মোক্ষ) লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হন; যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করেন।।৫

তাৎপর্য্য।—জ্ঞান অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাতেই তন্ময়ভাব; অর্থাৎ সেই অবস্থায় নিঃশেষরূপে স্থিতি, যাঁহারা এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারা যে স্থান (মোক্ষ) লাভ করেন, কর্ম্মযোগীরাও সেই মোক্ষই প্রাপ্ত হন; অর্থাৎ কর্ম্মী ব্যক্তিরা বিধিপূর্ব্বক প্রাণকর্ম্ম করিয়া সুষুম্নামার্গে স্থিতি লাভ করতঃ কর্ম্মযোগী হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন, তিনিই সম্যক্‌রূপে দর্শন করেন, অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মের সংখ্যা করাকেই সাংখ্য কহে এবং এই সংখ্যা করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সেই অবস্থায় নিঃশেষরূপ স্থিতিকেই জ্ঞাননিষ্ঠ কহে। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তিনিই সাংখ্য; যোগ অর্থাৎ আমি আমার বোধ-রহিত ভাবরূপ স্থির সাম্যাবস্থা; অহং-জ্ঞান রহিত হইয়া আত্মা ও পরমাত্মার মিলনরূপ অবস্থায় স্থিতি প্রাপ্তিই যোগাবস্থা; এই যোগাবস্থা ও উপরিউক্তরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ (সাংখ্য) অবস্থা এই দুইটি এক দেখেন, তিনিই ঠিক দর্শন করেন।।৫

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।।৬

হে মহাবাহো অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা) সন্ন্যাসঃ আপ্তুং দুঃখম্ (দুঃখহেতু অশক্য ইত্যর্থঃ) যোগযুক্তস্তু মুনিঃ ন চিরেন (অতি শীঘ্রমেব) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (অপরোক্ষং জানাতি)।।৬

হে মহাবাহো, কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস পাওয়া অসম্ভব; কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরাৎ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জানেন।।৬

তাৎপর্য্য।—হে মহাবাহো (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); প্রাণকর্ম্ম দ্বারা ঈড়া-পিঙ্গলার মিলনরূপ (সুষুম্নার স্থিতিরূপ) যে যোগ, সেই কর্ম্মযোগ ব্যতীত ত্যাগরূপ সন্ন্যাস হয় না (২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য); কারণ স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ অবস্থাই ত্যাগের অবস্থা এবং কর্ম্ম ব্যতিরেকেও স্থিতি হয় না; একারণ কর্ম্মযোগবিনা সন্ন্যাস পাওয়া অসম্ভব। যতক্ষণ স্থিতি না হয়, ততক্ষণ ত্যাগ বা গ্রহণ দু-ই আছে; কারণ অজপারূপ শ্বাস যাহা চলিয়াছে, ইহার যখন ত্যাগ হইতেছে, তৎক্ষণেই আবার গ্রহণ আবশ্যক হইতেছে, এই অজপার গতি যখন স্বতঃ স্থির হইবে, সেই স্থির অবস্থায় তখন আর ত্যাগ বা গ্রহণ কিছুরই আবশ্যক থাকে না; সুতরাং তখনই ঠিক সন্ন্যাসের অবস্থা; প্রাণ স্থির হইলে সবই স্থির; যতক্ষণ প্রাণের চঞ্চলভাব রহিয়াছে ততক্ষণ সবই আবশ্যক

হইয়া থাকে; কিছুই ত্যাগ হইবার নহে; বলপূর্ব্বক বাহ্য বিষয় ত্যাগ করিলেও আন্তরিক ত্যাগ হয় না; মনে মনে চিন্তাদ্বারা সব গ্রহণ হইতে থাকে। কিন্তু স্থিতিরূপ যোগাবস্থায় যাঁহার মন যুক্ত হইয়াছে, এরূপ যোগযুক্ত যে মুনি, (ন মৌনী দুগ্ধ-বালকঃ, মৌনী সংলীনমানসঃ) অর্থাৎ স্থির সাম্যাবস্থায় যুক্ত থাকিয়া যাঁহার মন স্থিরপ্রাণরূপ আত্মায় সংলীন হইয়াছে এবং জিহ্বার স্পন্দন-রহিত ভাব হওয়ায় কথা কহিবার ইচ্ছাই যাঁহার নাই, এমন যে মুনি, তিনি অচিরে প্রাণের বৃহদবস্থারূপ ব্রহ্মতে (বৃহত্ত্বাদ ব্রহ্ম উচ্যতে) প্রত্যক্ষ জানিতে পারেন অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থার জ্ঞান তিনিই লাভ করেন।।৬

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।।৭

যোগযুক্তঃ [অতঃ] বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্তঃ) [অতএব] বিতিতাত্মা (বিজিত আত্মা চিত্তং যেন সঃ) [অতএব] জিতেন্দ্রিয়ঃ [ততশ্চ] সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ আত্মভূতঃ আত্মা যস্য সঃ) [লোকসংগ্রাহর্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম] কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে (তৈর্ন বধ্যতে)।।৭

যোগযুক্ত বিশুদ্ধচিত্ত বিজিতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় এবং সকল জীবের আত্মাই যাহার আত্মা, ঈদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে বদ্ধ হন না।।৭

তাৎপর্য্য।—যিনি স্থির সাম্যাবস্থারূপ যোগে যুক্ত এবং বিশেষরূপে শুদ্ধচিত্ত (চিৎ অর্থাৎ আত্মা-প্রাণ, প্রাণের চঞ্চলাবস্থাই মন বা চিত্ত) অর্থাৎ যিনি প্রাণের চঞ্চলাবস্থাকে বিশেষরূপে স্থির করিয়া শুদ্ধমনবিশিষ্ট; আর বিজিত-চিত্ত, অর্থাৎ ঐ প্রাণের চঞ্চলাবস্থারূপ মনকে যিনি বিশেষরূপে জয় করিয়া নিজের বশে আনিয়াছেন, এইরূপ বিজিত-চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া যিনি জিতেন্দ্রিয়-পদবাচ্য ও সকল জীবের আত্মাই যাঁহার আত্মা, অর্থাৎ সর্ব্ব জীবেতে যে আত্মা (প্রাণ) রহিয়াছেন, তিনিই আমাতে রহিয়াছেন এইরূপ জ্ঞান যাঁহার, এতাদৃশ ব্যক্তি কর্ম্ম বদ্ধ হন না অর্থাৎ কর্ম্মের আসক্তিরূপ বন্ধনে বদ্ধ হন না।।৭

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্।।৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্।।৯

যুক্তঃ তত্ত্ববিৎ [পুরুষঃ] পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্) [অহং] কিঞ্চিদেব ন করোমি ইতি মন্যেত।।৮-৯।।

ব্রহ্মে যুক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হয়, এই নিশ্চয় করিয়া কিছুই আমি করি না এই মনে করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ঐ সকল কার্য্য করিয়াও অনভিমান বশতঃ কর্ম্মে লিপ্ত হন না।।৮-৯।।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।১০

ব্রহ্মণি আধায় (সমর্প্য) সঙ্গং (ইন্দ্রিয়সঙ্গং) ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি, সঃ পাপেন (বন্ধ হেতুতয়া পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা) ন লিপ্যতে অম্ভসা (জলেন) পদ্মপত্রমিব।।১০

ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া এবং ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্মদ্বারা লিপ্ত হন না; যেমন (জলে থাকিলেও) পদ্মপত্র জল দ্বারা লিপ্ত হয় না।।১০

তাৎপর্য্য।—যিনি ফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করেন অর্থাৎ এই কর্ম্ম করিয়া পরিণামে এই ফল পাইব, এরূপ প্রত্যাশা না রাখিয়া কর্ত্তব্য বোধে যিনি কর্ম্ম করিয়া চলেন এবং স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া [সমর্পণ ৪র্থ অঃ ৪১শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য] কর্ম্ম করেন তিনি সত্ত্ব, এবং তমোগুণরূপ পুণ্য ও পাপ কর্ম্মদ্বারা জড়িত হন না। পদ্মপত্র যেমন জলে থাকিলেও জলদ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ ফলাকাঙ্ক্ষা-ত্যাগী কর্ম্মী ব্যক্তিও কোন কর্ম্মে লিপ্ত হন না; কারণ উক্ত ব্যক্তির কর্ম্ম সকল (৪র্থ অঃ ৪১শ শ্লোকোক্তরূপে) ব্রহ্মে সমর্পিত হওয়ায় তিনি সর্ব্বদাই কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন; এ কারণ তিনি তমঃ ও সত্ত্ব গুণের কার্য্যরূপ পাপ ও পুণ্যে জড়িত নহেন, যেহেতু তিনি গুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছেন।।১০

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।।১১

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ (কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি যোগিনঃ সঙ্গং (কর্ম্মফলাসঙ্গং), ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধ্যর্থং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (সমাচরন্তি)।।১১

শরীরদ্বারা মনদ্বারা বুদ্ধিদ্বারা এবং কর্ম্মাভিনিবেশশূন্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা যোগিগণ কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্ম-শুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন।।১১

তাৎপর্য্য।—যোগিগণ কর্ম্মে প্রবেশশূন্য ইন্দ্রিয়গণদ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মের আসক্তিরূপ বন্ধনে বদ্ধ না হইয়া কর্ম্মের ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া মন ও বুদ্ধি সংযোগের সহিত আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ মনোরূপ চঞ্চলাত্মাকে স্থির করিয়া, মন পবিত্র করিবার জন্য আত্মকর্ম্ম করিয়া থাকেন।।১১

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে।।১২

যুক্তঃ (ব্রহ্মণি যুক্তঃ) [কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি] কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং (ব্রহ্মনিষ্ঠোৎপন্নামিতিযাবৎ) শান্তিম্ আপ্নোতি (লভতে)। অযুক্ত (বহির্ম্মুখঃ) কামকারেণ (কামতঃ প্রবৃত্ত্যা) ফলে সক্তঃ (অভিনিবিষ্টঃ) নিবধ্যতে (নিয়তং বন্ধমাপ্নোতি)।।১২

ব্রহ্মে যুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলেও ব্রহ্ম নিষ্ঠোৎপন্না শান্তি প্রাপ্ত হন। অযুক্ত ব্যক্তি কামনাপ্রবৃত্তিহেতু ফলে আসক্ত হইয়া নিয়ত বদ্ধ হয়।।১২

তাৎপর্য্য।—যিনি কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অবস্থিত রূপে স্থিরব্রহ্মে লাগিয়া আছেন, তিনিই ব্রহ্মে যুক্ত, এমন ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন বলিয়া, কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মজনিত বন্ধন প্রাপ্ত হন না; ব্রহ্মনিষ্ঠোৎপন্না যে শান্তি অর্থাৎ ব্রহ্মে নিঃশেষরূপ স্থিতিপ্রাপ্তি হইতে উৎপন্ন যে শান্তি, তাহাই প্রাপ্ত হন। আর অযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ক্ষণকালও ব্রহ্মে যুক্ত নয় এমন যে ব্যক্তি, সে নিয়ত কামনা-প্রবৃত্তিতে লাগিয়া থাকার জন্য উপরি উক্ত শান্তি প্রাপ্ত না হইয়া কর্ম্মফলেই আসক্ত হইয়া নিয়ত আসক্তিরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।।১২

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্।।১৩

বশী (যতচিত্তঃ) দেহী (বিবেকযুক্তেন) মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য সুখং [যথা স্যাৎ তথা] নবদ্বারে পুরে [পুরবৎ দেহে] নৈব কুর্ব্বন্ ন [এব] কারয়ন্ আস্তে (অবতিষ্ঠতে)।।১৩

জিতেন্দ্রিয় দেহী বিবেকযুক্ত মন দ্বারা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিয়া নবদ্বারবিশিষ্ট পুরবৎ দেহে স্বয়ং কর্ম্ম না করিয়া এবং না করাইয়া সুখে বাস করেন।।১৩

তাৎপর্য্য।—যিনি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি আসক্তিশূন্য বিবেকযুক্ত মনদ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকল কর্ম্মেই আসক্তিরহিত ভাব থাকায় এবং সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করায় তাঁহার কর্ম্ম করিয়াও কোন কর্ম্মে আবদ্ধতা থাকে না; এইহেতু (অহং জ্ঞান না থাকায়) তাঁহার কর্ম্ম করিয়াও করা হয় না। তিনি কর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ কর্ম্ম-রহিত অবস্থার স্থিতিতে থাকিয়া নবদ্বার বিশিষ্ট (দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাসাপুটদ্বয়, মুখছিদ্র, গুহ্য, লিঙ্গ এই নবদ্বার বিশিষ্ট) দেহরূপ পুরে কর্ম্ম না করিয়া (অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল ইন্দ্রিগণকে সংযত করিয়া দর্শনেচ্ছা ভোজনেচ্ছা গমন শ্রবণ ইত্যাদি

ইন্দ্রিয় বৃত্তির কার্য্য সকলকে স্ববশে রাখিয়া (তাহাদের যথেচ্ছভাবে কর্ম্ম না করিতে দিয়া) পুরবৎ দেহে মুখে (কূটস্থে অবস্থিতিরূপে) বাস করেন।।১৩

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে।।১৪

প্রভুঃ (ঈশ্বরঃ) লোকস্য কর্ত্তৃত্বং ন সৃজতি, কর্ম্মাণি ন [সৃজতি] তথা কর্ম্মফল সংযোগং ন; স্বভাবস্তু [কর্ত্তৃত্বাদি রূপেণ] প্রবর্ত্ততে।।১৪

ঈশ্বর জীবের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন নাই; কর্ম্ম সকলও সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্মফল-সংযোগও সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু জীবের স্বভাবই কর্ত্তৃত্বাদিরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।।১৪

তাৎপর্য্য।—প্রাণরূপী ঈশ্বর জীবরূপী মানবের কোন কর্ত্তৃত্বের সৃষ্টি করেন নাই, অর্থাৎ যাহা কিছু সব একমাত্র ব্রহ্ম কর্ত্তৃকই নির্ব্বাহ হইতেছে; তৎ-শক্তিতেই জগৎ চালিত; জীব কেবল স্বভাব কর্ত্তৃক (জীবভাব কর্ত্তৃক) 'অহং কর্ত্তা' হইয়া কর্ম্মফলে বদ্ধ হয় মাত্র; ঈশ্বর এইরূপ কর্ত্তৃত্বের সৃষ্টি করেন নাই এবং যদ্দারা জীব আবদ্ধ হয়, ঐ ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত [৪র্থ অঃ ১৮শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য] কর্ম্ম সকলও সৃষ্টি করেন নাই; তিনি [৩য় অঃ ১০ম শ্লোকোক্তরূপ] প্রাণকর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া, 'এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা আত্মোন্নতি লাভ কর—ইহা তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ হউক'—ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন, কর্ম্মের ফলসংযোগও তিনি সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু জীবের যে স্বভাব (নিজভাব) সেই জীবভাবে আসক্ত হইয়া জীব নিজেই কর্ম্মফলের প্রত্যাশী ও কর্ত্তৃত্বাদি রূপে চালিত হইয়া থাকে।।১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।।১৫

বিভুঃ (ঈশ্বরঃ) কস্যচিৎ পাপং নাদত্তে, সুকৃতং (পুণ্যং) নৈবচ; অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ আবৃতম্; তেন [হেতুনা] জন্তবঃ (জীবাঃ) মুহ্যন্তি (ইন্দ্রিয়াসক্তাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ)।।১৫

ঈশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে; এই জন্যই জন্তুগণ মোহিত হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া থাকে।।১৫

তাৎপর্য্য।—ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; জীব আসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মানুযায়ী পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিয়া থাকে এবং অজ্ঞান কর্ত্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন (ঢাকা) রহিয়াছে বলিয়া, জীবগণ অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়ে আসক্ত

হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব যেমন যথাস্থানে দৃষ্টিপথেই অবস্থিত রহিয়াছেন, কিন্তু সময়ে সময়ে মেঘাচ্ছন্ন (মেঘের আচ্ছাদন) হইলে সূর্য্য দৃষ্টি গোচর হয়েন না; আবার বায়ুকর্ত্তৃক যখন সেই মেঘ দূরীভূত হয়, তখন পুনরায় সূর্য্যদেবকে দৃষ্টিপথে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় উপলব্ধ যে জ্ঞান, উহা অতীতাবস্থার অতীতাবস্থায় অর্থাৎ বর্ত্তমান অবস্থারূপ অজ্ঞানাবস্থায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে; একারণ জীবগণ উক্ত অজ্ঞানে মোহিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া থাকে। প্রাণবায়ুর ক্রিয়া দ্বারা ঐ অজ্ঞানরূপ মেঘাচ্ছন্নভাব কাটিলে, তখন সূর্য্যালোক প্রকাশের ন্যায় জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।।১৫

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্।।১৬

আত্মনঃ জ্ঞানেন যেষাং তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তেষাং তৎ জ্ঞানং পরং (পরমাত্মানং) আদিত্যবৎ প্রকাশয়তি (যথা সূর্য্যস্তমো নিরস্য নিখিলবস্তুজাতং প্রকাশয়তি তথা)।।১৬

আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের সেই অজ্ঞান নাশিত হয়, সূর্য্য যেমন তমোনাশ করিয়া নিখিল বস্তুজাত প্রকাশিত করে, তদ্রূপ তাঁহাদের সেই জ্ঞান পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে।।১৬

তাৎপর্য্য।—আপনাকে আপনি বিদিত (আত্মতত্ত্বজ্ঞাত) হওয়ারূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) অজ্ঞান নাশিত হয়, তাঁহাদের ঐ আত্মজ্ঞান, পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে; সূর্য্য যেমন তমোনাশ করিয়া জগতের সমুদয় বস্তুজাত প্রকাশিত করে, সেইরূপ তাঁহাদের সেই আত্মজ্ঞান পরমাত্ম-ভাবকে প্রকাশ করিয়া থাকে অর্থাৎ প্রাণরূপী আত্মাই হইতেছেন সূর্য্য (যথা আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ) এই প্রাণরূপী সূর্য্য কর্ত্তৃকই সমুদয় তমঃ (অন্ধকার) নাশ হইয়া জ্ঞানালোকরূপ আত্মজ্ঞান প্রকাশ পায়, ঐ আত্মজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞান-পদে (কূটস্থের উর্দ্ধে) স্থিতি প্রাপ্তিরূপ পরমাত্ম-ভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে, অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ বৃহৎ ব্রহ্মভাব প্রকাশ হইয়া থাকে।।১৬

তদবুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ।।১৭

তদবুদ্ধয়ঃ (তস্মিন্ এব পরমাত্মনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ যেষাং তে); তদাত্মানঃ তস্মিন্নেব আত্মা চিত্তং যেষাং তে); তন্নিষ্ঠাঃ (তস্মিন্নেব নিষ্ঠা স্থিতিঃ যেষাং তে); তৎপরায়ণাঃ (তদেব পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ঃ যেষাং তে); জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তে); অপুনরাবৃত্তিং (মোক্ষং) গচ্ছন্তি।।১৭

সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে, সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের চিত্ত আছে, সেই পরমাত্মায় যাঁহারা স্থিতি লাভ করিয়াছেন, সেই পরমাত্মাই যাঁহাদের পরম গতি এবং জ্ঞান কর্ত্তৃক যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে, এতাদৃশ ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন।।১৭

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে কথিত সেই পরমাত্মাকে যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি আছে, অর্থাৎ যাঁহারা যুক্তবুদ্ধিশালী, তাঁহারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা সেই পরমাত্মায় লাগিয়া আছেন। সেই পরমাত্মায় যাঁহাদের চিত্ত আছে, চিৎ অর্থাৎ আত্মা, বর্ত্তমান চঞ্চলাত্মাই চিত্ত বা মনঃ-পদবাচ্য [প্রাণের চঞ্চলাবস্থা হইতেই বর্ত্তমান মনঃ উপাধির উৎপত্তি] তাঁহাদের এই বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণ (মন) স্থির হইয়া পরমাত্মাতেই লাগিয়া আছে। এইরূপে পরমাত্মাতে যাঁহারা স্থিতি লাভ করিয়াছেন এবং পরমাত্মাই যাঁহাদের পরম গতি, সেই পরমাত্মাকে জানারূপ জ্ঞান কর্ত্তৃক যাঁহাদের ইচ্ছাও তমোগুণের নাশ রূপ পাপক্ষয় হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তি জন্ম-রহিত মুক্তাবস্থা লাভ করেন অর্থাৎ আগম-নিগম রহিতরূপ জন্ম ও মৃত্যুর অতীত যে মুক্ত অবস্থা, (কর্ম্মের অতীতাবস্থা) তাহাতেই নিঃশেষরূপে স্থিতি লাভ করেন; [জীবের উদ্ধারার্থে স্বেচ্ছায় জন্ম গ্রহণ করিলেও ঐ স্থিতিরূপ মুক্তবস্থারহিত হন না; দেহ ত্যাগ অবস্থাতেও উহাতেই তিনি অবস্থিত, দেহ ধারণ অবস্থাতেও তিনি ঐ স্থিতিতেই অবস্থিত; সুতরাং বর্ত্তমান চঞ্চল অবস্থারূপ মরীচিকায় আর তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হয় না। সদা চৈতন্য-অবস্থা প্রাপ্তরূপ মুক্ত পদেই তিনি চির অবস্থিত হন]; ২য় অঃ ৭২তম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।।১৭

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।।১৮

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে (ব্রহ্মজ্ঞে) শ্বপাকে (চণ্ডালে) গবি হস্তিনি শুনি (কুকুরে) চ পণ্ডিত্যঃ (জ্ঞানিনঃ) সমদর্শিনঃ (বিষমেস্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টং শীলং যেষাং তে) এব।।১৮

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে, গাভীতে, হস্তীতে, কুকুরে জ্ঞানিগণ (আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ) সমদর্শী।।১৮

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মের অতীতাবস্থায় 'আমি কে?' তাহা বিদিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এমন যে জ্ঞানিগণ, তাঁহারাই সমদর্শী; কারণ তাঁহারা দেখিতেছেন যে, আত্মবিদ্যা ও বিনয় সম্পন্ন যে ব্রাহ্মণ, তাঁহাতেও সেই আত্মা রহিয়াছেন এবং চণ্ডাল, গাভী, হস্তী, কুকুরাদিতেও সেই আত্মাই রহিয়াছেন; এইরূপ সর্ব্বজীবে আত্মা দেখিতেছেন বলিয়া জ্ঞানিগণ 'সমদর্শী'।।১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ।।১৯

যেষাং মনঃ সাম্যে (সমত্বে) স্হিতম, ইহ এব (সংসারে স্থিতৈরপি ইতিশেষঃ) তৈঃ সর্গঃ (সংসারঃ) জিতঃ (সংসারাসক্তিঃ তেষাং নিরাকৃতা ইত্যর্থঃ); হি (যতঃ) ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ; তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তাঃ)।।১৯

যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত, সংসারে থাকিয়াই তাঁহারা সংসার জয় করিয়াছেন; যেহেতু ব্রহ্ম (সর্ব্বত্র সমান ও নির্দ্দোষ); অতএব তাঁহারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।।১৯

তাৎপর্য্য।—যাঁহাদের মন সমতায় অবস্থিত অর্থাৎ প্রাণের উর্দ্ধাধোগতির সাম্য ভাবরূপ স্থিতিকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বভূতেই আত্মসম জ্ঞান যাঁহার, (সকল জীবেই যিনি একমাত্র প্রাণকে দেখিতেছেন) এরূপ ব্যক্তিগণ সংসার ত্যাগ না করিয়া এই সংসারে থাকিয়াই সংসার জয় করিয়াছেন; যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান ও নির্দ্দোষ; অর্থাৎ তিনি সর্ব্বঘটেই এক প্রাণরূপে দোষশূন্যবৎ রহিয়াছেন; কেবল জ্ঞান-দৃষ্টির অভাব হেতু ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না; স্থির সমাবস্থারূপ সমতায় যাঁহাদের মন অবস্থিত, সেই স্থির মনো-বিশিষ্ট জ্ঞানিগণ সমদর্শীরূপে উহা দেখিতে পান; একারণ তাঁহারা কর্ম্মের অতীতাবস্থার ভাবপ্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হন।।১৯

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতঃ।।২০

ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি [এব] স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ (নিশ্চলবুদ্ধিঃ) অসংমূঢ়ঃ (নিবৃত্তমোহঃ) [জনঃ] প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্‌বিজেৎ (ন বিষীদতি)।।২০

ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে অবস্থিত ও মোহহীন ব্যক্তি প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও বিষণ্ণ হন না।।২০

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া ব্রহ্মেই লাগিয়া আছেন এমন যে ব্যক্তি এবং স্থির যুক্তবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি অর্থাৎ যে বুদ্ধি চঞ্চল হয় না, সর্ব্বদা আত্মাতেই লাগিয়া আছে, তাদৃশ যুক্তবুদ্ধি-বিশিষ্ট যে ব্যক্তি ও আমি-আমার বোধরূপ মোহকে কাটাইয়া মোহহীন যে ব্যক্তি, এরূপ ব্যক্তি প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও বিষণ্ণ হন না, অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে লাগিয়া থাকায় সন্তোষ-অসন্তোষ দুয়েরেই অতীত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন; একারণ প্রিয়বস্তুতেও হৃষ্ট হন না (ভোলেন না) এবং অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও বিষণ্ণ হন না; মৃত ব্যক্তির যেমন প্রিয় অপ্রিয় ভাব না থাকায় মৃত দেহের নিকট আত্মীয়গণ কাঁদিলে বা হাসিলে তাহার

যেমন সুখ-দুঃখ বোধ হয় না, তদ্রূপ জীবন্মৃত পদে অবস্থিত, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই; কারণ তিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দেখিতেছেন।।২০

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে।।২১

বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষু) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্তঃ) আত্মনি যৎ সুখং [তৎ] বিন্দতি (লভতে); সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মণি যোগেন যুক্তঃ আত্মা যস্য সঃ) অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে।।২১

বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয় সকলে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মাতে যে শান্তি সুখ, তাহা লাভ করেন; তিনি ব্রহ্মে যোগ দ্বারা যুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।।২১

তাৎপর্য্য।—যাঁহার মন বাহ্য-ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্তি-রহিত অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়-বিষয় যাহার মনকে মোহিত করিতে পারে না, এইরূপ আসক্তিশূন্যচিত্ত যে ব্যক্তি, তিনি আত্মার যে শান্তি-সুখ (অর্থাৎ আত্মানন্দ) সেই সুখ লাভ করেন এবং স্থির সাম্যাবস্থারূপ (২য় অঃ ৪৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ব্রহ্মে যুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চলাত্মার আগম-নিগমরূপ ক্রিয়া স্বতঃ স্থির হওয়ায় কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মে মিলিতরূপ যুক্তাত্মা হইয়া দ্বন্দ্বাতীত ভাব প্রাপ্ত হন; যেহেতু দ্বন্দ্বাতীত অবস্থাতেই অক্ষয় সুখ প্রাপ্তি হয়; ঐ অবস্থায় সুখ-দুঃখাদি কিছুই থাকে না; সুখ থাকিলেই দুঃখ থাকিবে এবং দুঃখ থাকিলেই সুখ থাকিবে; যেখানে সুখ সেইখানেই দুঃখ; যেমন দিবার পর রাত্রি; রাত্রির পর দিবা, ঐরূপে পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে; এখানে যে সুখের কথা বলিতেছেন, ইহা উপরিউক্ত সুখ-দুঃখের অতীত (দ্বন্দ্বাতীত ভাবরূপ) অক্ষয়-সুখ।।২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ।।২২

সংস্পর্শজা (সংস্পর্শাঃ বিষয়াঃ তেভ্যঃ জাতাঃ) যে ভোগাঃ (সুখানি) তে হি দুঃখযোনয়ঃ (দুঃখস্যৈব কারণভূতাঃ) এব আদ্যন্তবন্তশ্চ (আদিমন্তঃ অন্তবন্তশ্চ) [অতএব] হে কৌন্তেয় বুধঃ (বিবেকী) তেষু ন রমতে।।২২

বিষয়-জনিত যে সকল সুখ, সে সকল নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু এবং আদি ও অন্ত বিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য। হে কৌন্তেয়, এজন্য বিবেকী ব্যক্তি সে সকলে রত হন না।।২২

তাৎপর্য্য।—বিষয়-জনিত যে সকল সুখ, তাহা দুঃখেরই হেতু অর্থাৎ যেমন পীড়িত ব্যক্তির নিষিদ্ধ ভোজনীয় বস্তু রসনায় সুখকর বোধ হইলেও পরিণামে উহা নিশ্চয়ই অসুখকর, তদ্রূপ ভবরোগে পীড়িত ব্যক্তিগণেরও বিষয়-জনিত সুখাদি নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু স্বরূপ; যেমন কোন ব্যক্তি এক প্রহরকাল নদী সন্তরণ করিয়া জলক্রীড়ায় আপাত সুখে তৃপ্তিলাভ করিয়া আসিল কিন্তু পরিণামে তাঁহাকে শ্লেষ্মা-জনিত পীড়া ও জ্বরাদিতে দুঃখ ভোগ করিতে হইল, এইরূপ বিষয়সুখমাত্রই দুঃখের হেতু এবং অনিত্য হে কৌন্তেয়, (২য় অঃ ১৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), এইজন্য বিবেকী (আসক্তি শূন্য) ব্যক্তি বিষয়-জনিত সুখে রত হন না।।২২

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ।।২৩

ইহ (অস্মিন্নেব জন্মনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (যাবৎ দেহপাতং) যঃ কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ং (প্রেতিরোদ্ধুং পরাজেতুমিত্যর্থঃ) শক্নোতি, স এব যুক্তঃ (ব্রহ্মণি যুক্তঃ) সঃ [এব] নরঃ সুখী। যথা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভিঃ যুবতীভিঃ ভার্য্যাভিঃ আলিঙ্গ-মানোঽপি, পুত্রাদিভি দহ্যমানোঽপি, যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সোঢ়ুংশক্নোতি স এব যুক্তঃ সুখী চ ইত্যর্থঃ।।২৩

যিনি দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কামক্রোধজাত বেগ প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত এবং তিনিই সুখী অর্থাৎ মৃত্যুর পরে যুবতী ভার্য্যা কর্ত্তৃক আলিঙ্গ্যমান হইয়াও এবং পুত্রাদি কর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়াও যেমন প্রাণহীন ব্যক্তি কামক্রোধবেগ সহ্য করে, জীবিত থাকিয়াও যিনি [ইন্দ্রিয়জনিত যাবতীয় আবেগ] সেইরূপ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত এবং সুখী।।২৩

তাৎপর্য্য।—দেহ-ত্যাগের পর মৃত ব্যক্তি যেমন যুবতী ভার্য্যা কর্ত্তৃক আলিঙ্গ্যমান হইয়াও কামের বেগ সহ্য করে এবং পুত্রাদি কর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়াও ক্রোধের বেগ সহ্য করে, অর্থাৎ পুত্রাদি দেহ দগ্ধ করিয়া দিলেও ক্রুদ্ধ না হইয়া অনায়াসে ক্রোধের বেগ সহ্য করে, সেইরূপ দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বে জীবিতাবস্থাতেও (জীবন্মৃতরূপ অবস্থায় থাকিয়া যিনি অনায়াসে কাম-ক্রোধাদির বেগ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মে যুক্ত ও সুখী, অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্মে অবস্থিতিরূপ সুখের অধিকারী (কারণ খংস্বরূপ ব্রহ্মের দূরে থাকাই দুঃখ); তিনিই যুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্মে যুক্ত।।২৩

যোহন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি।।২৪

যঃ অন্তঃসুখঃ (অন্তরাত্মনি এব নতু বিষয়েষু সুখং যস্য সঃ) অন্তরারামঃ (অন্তরেব নতু বহিঃ আরামঃ ক্রীড়া যস্য সঃ) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতি; (অন্তরের নতু গীতনৃত্যাদিষু জ্যোতিঃ দৃষ্টিঃ যস্য সঃ) স এব যোগী ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণিস্থিতঃ সন) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (লয়ম্) অধিগচ্ছতি (প্রপ্নোতি)।।২৪

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আমোদ, আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, তিনিই যোগী; তিনিই ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।২৪

তাৎপর্য্য।—আপাত-রমণীয় বর্ত্তমান সুখ যাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া একমাত্র আত্মাতেই যাঁহার পূর্ণ সুখ, অর্থাৎ সামান্য সুখে যিনি মুগ্ধ নহেন, আত্মাতেই পরম পরিতৃপ্তিরূপ সুখে সুখী যিনি, আত্মাতেই যাঁহার আমোদ অর্থাৎ সদা আত্মানন্দেই মগ্ন যিনি, সর্ব্বদা আত্মাতেই মনোনিবেশরূপ দৃষ্টি যাঁহার, সেই যোগী ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বাণরূপ (বাণ-রহিত) অবস্থা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ 'প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা'-বর্ত্তমান প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাস যাহা চলিয়াছে, ইহাই বাণ স্বরূপ; এই বাণের রহিতাবস্থা অর্থাৎ আগম-নিগম—রহিত স্বতঃ স্থিরাবস্থা, যিনি উপরিউক্তরূপ যোগী, তিনি এই স্থিরাবস্থারূপ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, (১৭শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।।২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।।২৫

ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষীণপাপাঃ) ছিনদ্বৈধাঃ (ছিন্নসংশয়াঃ) যতাত্মানঃ (সংযতচিত্তাঃ) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ঋষয়! (সম্যগ্দর্শিনঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মণি লয়ং) লভন্তে।।২৫

ক্ষীণপাতক, ছিন্ন-সংশয়, সংযত চিত্ত, সর্ব্বভূতহিতে রত, সম্যগ্দর্শী ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন।।২৫

তাৎপর্য্য।—ক্ষীণপাতক অর্থাৎ যাঁহারা ইচ্ছারূপ পাপের ক্ষয় (ইচ্ছার নাশ) করিয়া মনের ইচ্ছা-রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন; ছিন্নসংশয় অর্থাৎ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া মনের দ্বিধা বা সংশয় যাঁহার কাটিয়া গিয়াছে; সংযতচিত্ত, অর্থাৎ যাঁহারা বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণরূপ চিত্তকে স্থির করিয়া এই চিত্তকে (মনকে) স্ববশে রাখিতে সমর্থ, তাঁহারাই সংযত-চিত্ত; সর্ব্বভূতহিতে রত অর্থাৎ সকল জীবের যাহাতে উদ্ধার হয়, প্রকৃতরূপে দুঃখ মোচন যাহাতে হয়, এরূপ কার্য্যে রত! সম্যগ্দর্শী অর্থাৎ প্রকৃতরূপে দৃষ্টি (পূর্ণ দৃষ্টি) যাঁহার আছে, এইরূপ ঋষিগণ (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) ব্রহ্মনির্ব্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন।।২৫

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্।।২৬

কামক্রোধবিযুক্তাধনাং যতচেতসাং (সংযতচিত্তানাং) বিদিতাত্মনাং (জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং) যতীনাম্ অভিতঃ (উভয়ত জীবতাং মৃতানাঞ্চ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষঃ) বর্ত্ততে।।২৬

কামক্রোধ-বিমুক্ত, সংযত-চিত্ত ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিগণের উভয়ত্র ব্রহ্মনির্ব্বাণ (মোক্ষ) আছে, অর্থাৎ দেহান্তেই যে তাঁহারা মুক্ত, এমন নয়, জীবিতাবস্থায়ও তাঁহারা মুক্ত।।২৬

তাৎপর্য্য।—কামক্রোধাদি রিপুগণ হইতে বিশেষরূপ মুক্ত, চঞ্চল প্রাণকে সংযত করিয়া মনকে বশীভূতকারী সংযত-চিত্ত, আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞ-পদবাচ্য এরূপ যে যতিগণ, তাঁহাদের উভয়ত্র ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ আছে, অর্থাৎ তাঁহারা দেহান্তেও মুক্ত, দেহ বর্ত্তমানেও মুক্ত; বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁহারা দেহধারী থাকিলেও সদা জীবন্মৃতরূপ অবস্থাতেই অবস্থিত, একারণ তাঁহারা দেহান্তেই যে মুক্ত এমন নহে, দেহ বর্ত্তমানেও (দেহধারী অবস্থাতেও) তাঁহারা মুক্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থারূপ মোহ-তিমির একেবারেই কাটিয়া গিয়াছে; একারণ দেহ-ধারণের অবস্থাতেও তাঁহারা সর্ব্বদা সেই জ্ঞানালোকে অবস্থিত, দেহ-ত্যাগাবস্থায়ও সেই জ্ঞানালোকেই অবস্থিত, দেহত্যাগ বা দেহ ধারণ উভয় অবস্থাই তাঁহাদের নিকট তুল্য, অর্থাৎ দেহ ত্যাগেও তাঁহারা যে অবস্থায় অবস্থিত, দেহধারী অবস্থায়ও সেই অবস্থায় অবস্থিত; দেহ ত্যাগ বা দেহ ধারণ উভয় অবস্থাতেই তাঁহাদের কোন ক্লেশ নাই; একারণ জন্ম ও মৃত্যু তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত (৪র্থ অঃ ৫ম শ্লোক হইতে ৯ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।২৬

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।।২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ।।২৮

বাহ্যান্ স্পর্শান্ (স্পর্শাঃ রূপরসাদয়োঃ বিষয়াঃ যেহি চিন্তিতাঃ সন্তঃ অন্তঃ প্রবিশন্তি, তান্) [মনঃস্থৈর্য্যেণ] বহিঃ [এব] কৃত্বা, চক্ষুশ্চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব [কৃত্বা] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (প্রাণায়ামেন বায়ুষু স্থিরত্বমাপন্নেষু প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতিরাহিত্যাৎ নাসিকাভ্যন্তরে এব সঞ্চরন্তৌ) প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ মোক্ষপরায়ণঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছাভয়ক্রোধরহিতঃ) যঃ [এবং ভূতঃ] মুনিঃ সঃ সদা (জীবন্নপিঃ মুক্ত এব।।২৭-২৮।।

রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয় সকল বাহিরেই রাখিয়া (বিষয় সকল চিন্তিত হইলে মনে প্রবেশ করে, মনঃস্থৈর্য্য দ্বারা সে সকলকে মনে প্রবেশ করিতে না দিয়া) চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া) নাসাভ্যন্তরচারী (প্রাণায়াম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত হওয়ায় তাহারা কেবল নাসামধ্যেই সঞ্চরণ করে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে ও ভিতরের বায়ু ভিতরেই থাকে এইরূপ) প্রাণাপান বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমকারী, মোক্ষ-পরায়ণ, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধশূন্য যে মুনি, তিনি সদা (জীবিত থাকিয়াও) মুক্ত।।২৭-২৮।।

তাৎপর্য্য।—চিন্তাজনিত উদ্বেগ-বশেই বিষয় সকল মনে প্রবেশ করে; মনঃস্থৈর্য্য দ্বারা রূপ-রসাদি বিষয় সকলকে মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে না দিয়া, ঐ সকলকে মনের বাহিরে রাখিয়া এবং উভয় ভ্রূর মধ্যস্থলে (ললাটাভ্যন্তরে) দৃষ্টি রাখিয়া, যিনি নাসাভ্যন্তরচারী হন, অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম দ্বারা বায়ু স্থির হইলে প্রাণ ও অপানে ঊর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ রহিত হইয়া প্রাণবায়ু কেবলমাত্র নাসামধ্যেই সঞ্চরণ করে এবং বাহিরের বায়ু বাহিরে ও ভিতরের বায়ু ভিতরেই অবস্থিত থাকে, এইরূপ (প্রাণ ও অপানবায়ুকে সমান করিয়া) যে মুনি নাসাভ্যন্তরচারী হন এবং মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করেন, ভয় ও ক্রোধকে দমিত করিয়া ভয়-ক্রোধশূন্য হন ও ইচ্ছা-রহিত হইয়া মোক্ষপরায়ণ থাকেন, এরূপ হইয়া মুনি যিনি, তিনি সদাই মুক্ত অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মুক্ত (জীবন্মুক্ত)।।২৭-২৮।।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।২৯

ইতি কর্ম্ম-সন্ন্যাস-যোগঃ।

যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তম্ ঈশ্বরং) সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিম্ (মোক্ষম্) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।।২৯

আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা, বা পালক, সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর এবং সর্ব্বজীবের সুহৃদ জানিয়া তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।২৯

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ জীবন্মুক্ত যে মুনি (ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) তিনি আমাকে সর্ব্বলোকের মহাপ্রাণরূপী মহান্ ঈশ্বর জানিয়া এবং যজ্ঞ ও তপস্যা সকলের ভোক্তা বা পালক জানিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ যে প্রাণযজ্ঞ এবং প্রাণকর্ম্মরূপ যে তপস্যা সে সকলের পালক প্রাণরূপী আত্মা;

কারণ সেই স্থিরপ্রাণরূপী মহান্ ঈশ্বর সর্ব্বজীবে রহিয়াছেন বলিয়া তৎশক্তিকর্ত্তৃকই সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হইতেছে এবং তিনিই কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ভোক্তা; তাঁহাকে এই প্রকার জানিয়া এবং তিনি সর্ব্বজীবের হিতৈষী ইহা জানিয়া উপরিউক্ত মুনি কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মনের লয়তা হইয়া ঐ শান্তি প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।২৯

ইতি কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ।

কর্ম্ম-সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্ম-রহিত অবস্থা, প্রাণ কর্ম্ম করিয়া প্রাণাপানের গতি স্বতঃ রহিত হইলে যে স্থিরাবস্থা হয়, তাহাই কর্ম্ম-সন্ন্যাস এবং স্থির সাম্যাবস্থাই যোগাবস্থা, অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থাই কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।।১

শ্রীভগবান উবাচ। যঃকর্ম্মফলম্ অনাশ্রিতঃ (অনপেক্ষমাণঃ) কার্য্যং (অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং) কর্ম্ম করোতি, সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ; ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসাধ্যেষ্টাখ্যকর্ম্মত্যাগী) ন চ অক্রিয়, (অনগ্নিয়সাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মত্যাগী) [সন্ন্যাসী যোগী বা]।।১

শ্রীভগবান্ কহিলেন। যিনি কর্ম্ম-ফলের অপেক্ষা না করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত কর্ম্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী; নিরগ্নি (অগ্নিসাধ্য ইষ্টাদি কর্ম্মত্যাগী) বা অক্রিয় (অনগ্নিসাধ্য পূর্ত্তাদি কর্ম্মত্যাগী) সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন।।১

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশ হইল। কর্ম্মফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া (কর্ম্মফলের প্রত্যাশা না করিয়া) অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া (কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) যিনি বিহিত কর্ম্ম করেন, অর্থাৎ যাহাতে বিশেষরূপ হিতের সম্ভাবনা এবং যাহার অকরণে প্রত্যবায় আছে, এমন যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, উহা [এই কর্ম্মের কথাই ৪র্থ অঃ ১৭শ এবং ১৮শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে] ফল-কামনা রহিত হইয়া-নিষ্কামভাবে যিনি করেন, তিনিই ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগীরূপ সন্ন্যাসী এবং তিনিই যোগী; নিরগ্নি বা অক্রিয় ব্যক্তি যোগী নহেন, অর্থাৎ অগ্নি, সূর্য্য ইত্যাদি কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাহ্যত্যাগীরূপ নিরগ্নি বা কর্ম্মবন্ধনের ভয়ে ভীত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম শূন্যরূপ অক্রিয়, এরূপ যে নিরগ্নি এবং অক্রিয় ব্যক্তি, ইঁহারা যোগী নহেন।।১

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন।।২

হে পাণ্ডব, যং সন্ন্যাসম্ ইতি প্রাহুঃ [কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসৎ] তং যোগং বিদ্ধি; হি (যতঃ) অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন (কশ্চিদপি) যোগী ন ভবতি।।২

হে পাণ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে, [কেবল ফল-সন্ন্যাস হেতু] তাহাকে যোগ বলিয়া জানিও। যেহেতু ফলকামনা ত্যাগ করেন নাই এইরূপ কেহই যোগী নহেন।।২

তাৎপর্য্য।—হে পাণ্ডব—পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া পাণ্ডব সম্বোধন হইতেছে, [পাণ্ড—পণ্ড—গমন করা। + উ (কু) ক, সংজ্ঞার্থে, বিং ত্রিং—শুক্ল, পীত ও গৌরবর্ণ] অর্থাৎ শুক্ল, পীত ও গৌরবর্ণ যে জ্যোতিঃ সেই বস্তুই পাণ্ডু (অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় আত্মা), তাঁহার যে তেজঃ [যাহা প্রাণশক্তি কর্ত্তৃক উৎপন্ন] সেই তেজস্তত্ত্বই পাণ্ডব। একারণ তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জ্জুনকে পাণ্ডব সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যে নৈষ্কর্ম্মের অবস্থা তাহাই সন্ন্যাসের অবস্থা, কারণ সেই অবস্থায় সঙ্কল্প-বিকল্প কিছুই থাকে না; তখন প্রাণের উর্দ্ধাধোগতি স্বত রহিত হইয়া কর্ম্মত্যাগের অবস্থারূপ স্থিরভাব হওয়ায় সঙ্কল্পাদি সব আপনা হইতেই ত্যাগ হইয়া যায়; এই প্রকার ত্যাগরূপ সন্ন্যাসের অবস্থাকে যোগ বলিয়া জানিবে; যেহেতু কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যে স্থির সাম্যাবস্থা, তাহাই যোগের অবস্থা (২য় অঃ ৪৮শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), একারণ বলিতেছেন, যাঁহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিও" যেহেতু কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ সঙ্কল্পরহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই এরূপ কোন ব্যক্তিই যোগী নহেন।।২

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।।৩

যোগম্ (জ্ঞানযোগম্) আরুরুক্ষো (আরোঢ়ং প্রাপ্তুম্ ইচ্ছোঃ) মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে; যোগারূঢ়স্য তস্যৈব (জ্ঞাননিষ্ঠস্য) শমঃ (সমাধিঃ) কারণমুচ্যতে।।৩

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির সম্বন্ধে, কর্ম্মই কারণরূপে উক্ত হয়, [কারণ উক্ত জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন]; কিন্তু জ্ঞানযোগে আরূঢ় তাহার সম্বন্ধে সমাধি কারণরূপে উক্ত হয়। [কেননা, সমাধিব্যতীত অন্য অবস্থায় যোগারূঢ় অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হওয়া যায় না]।।৩

তাৎপর্য্য।—প্রাণবায়ুর সাম্যাবস্থারূপ যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক এমন যে মুনি (৫ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); তাঁহার পক্ষে কর্ম্মই কারণরূপে উক্ত হয়; যেহেতু কর্ম্ম না করিলে কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির সাম্যাবস্থা লাভ করা যায় না; যেমন অশ্বে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অশ্বচালনার অভ্যাস করেন, তদ্রূপ যোগে আরোহণেচ্ছু মুনি ব্যক্তি কর্ম্মদ্বারা ঈড়া পিঙ্গলার মিলনরূপ (বায়ুর সাম্যাবস্থারূপ) যোগাবস্থা লাভ করিবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন; এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে কর্ম্মই কারণরূপে উক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি উক্ত যোগাবস্থা লাভ করিয়া

ঐ যোগাবস্থাতেই আরূঢ় (অর্থাৎ যোগে অবস্থিত), তাঁহার সম্বন্ধে সমাধি হইতেছে কারণ-স্বরূপ অর্থাৎ ২০৭৩৬ উত্তম প্রাণকর্ম্ম অবিচ্ছেদে করিলে ক্রিয়ার পরাবস্থায় সাম্যাবস্থারূপ সমাধি হইয়া থাকে; এই সাম্যাবস্থাই যোগ (২য় অঃ ৫৪তম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এবং এই অবস্থা যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই যোগারূঢ়; যেমন অশ্বারূঢ় ব্যক্তি অশ্বোপরি, অবস্থিত, তদ্রূপ যোগারূঢ় ব্যক্তি সমাধি-যোগে অবস্থিত; এইরূপ যোগারূঢ় ব্যক্তির সম্বন্ধে সমাধিই কারণরূপে উক্ত হয়।।৩

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে।।৪

না (নরঃ) যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্যেষু) কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি) তদা সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী (আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সংন্যসিতুং শীলং যস্য সঃ) যোগারূঢ় উচ্যতে।।৪

মনুষ্য যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সমূহ এবং তৎসাধনভূত কর্ম্ম সমূহে আসক্তি না করেন; তখন সর্ব্ববিধ সঙ্কল্পত্যাগী; তিনিই যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন।।৪

তাৎপর্য্য।—মনুষ্য যখন সমাধিযোগে অবস্থিত হইয়া, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তির কর্ম্মে আসক্তি-রহিত হন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে, তিনি উহাতে আসক্ত নহেন, কেবল কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মে লাগিয়া আছেন, এমন অবস্থায় আপনা-আপনি সকল সঙ্কল্প ত্যাগ হইয়া যায়; এইরূপ সর্ব্ব সঙ্কল্পত্যাগী; যোগে অবস্থিত ব্যক্তিই যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন।।৪

উর্দ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।৫

আত্মনা আত্মানং [গুরূপদিষ্টেন মার্গেন] উর্দ্ধরেৎ (আজ্ঞাচক্রস্য উর্দ্ধং নয়েৎ) ন তু আত্মানম্ অবসাদয়েৎ (আজ্ঞাচক্রস্য অধো নয়েৎ)। হি (যতঃ) আত্মাএব [গুরূপদেশেন] আত্মনঃ বন্ধুঃ, আত্মাএব [গুরূপদেশং বিনা] আত্মনঃ রিপুঃ।।৫

আত্মাদ্বারা আত্মাকে উর্দ্ধে রাখিবে; আত্মকে অধঃপাতিত করিবে না। যেহেতু (গুরূপদেশদ্বারা আত্মাকে উর্দ্ধ রাখিলে) আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং [গুরূপদেশ বিনা আজ্ঞাচক্রের নীচে রাখিলে] আত্মাই আত্মার শত্রু।।৫

তাৎপর্য্য।—প্রাণকর্ম্ম দ্বারা প্রাণস্থির হইলে, মনঃ স্থির হয় অর্থাৎ মনের সঙ্কল্প বিকল্প থাকে না; সেই স্থির মনই আত্মা; উক্ত স্থির মনোরূপ আত্মাদ্বারা চঞ্চল প্রাণরূপ চঞ্চল আত্মাকে (যাহা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে চলিয়াছে, ইহাকে) উর্দ্ধে আজ্ঞাচক্রে রাখিবে,

অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ চঞ্চল প্রাণের যে বহির্গতি হইতেছে, এই চঞ্চলতারূপ বহির্গতি হইতে না দিয়া, চঞ্চল প্রাণকে উর্দ্ধেই স্থির রাখিবে, ইহাকে অধঃপাতিত করিবে না, অর্থাৎ এই প্রাণকে উর্দ্ধের স্থিতিচ্যুত করিয়া চঞ্চলগতি প্রবাহিত রূপ অধোগতি হইতে দিবে না; এইরূপে যিনি চঞ্চল প্রাণকে উর্দ্ধে স্থির করিয়া রাখেন তিনিই যথার্থ উর্দ্ধরেতাঃ; কারণ রেতঃ শব্দে শুক্র, (শুক্রধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ— জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র) শুক্রই হইতেছেন প্রাণ; এই প্রাণের চঞ্চল গতিকে স্থির করিয়া প্রাণকে যিনি আজ্ঞাচক্র স্থানে স্থির রাখিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত 'উর্দ্ধরেতাঃ' পদবাচ্য; নচেৎ যিনি বলেন, আমি রেতঃ অর্থাৎ শরীরস্থ শুক্রস্খলন হয় বলিয়া স্ত্রীসম্ভোগাদি ত্যাগ করিয়াছি, ঈদৃশ ইন্দ্রিয় নিগ্রহকারী ব্যক্তি উর্দ্ধরেতঃ পদবাচ্য নহেন। কারণ ইন্দ্রিয় দমন না করিয়া নিগ্রহ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র; যেহেতু বীর্য্য স্খলন করি না ইহা মুখে বলিলেও নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় উহা স্বভাবতঃ স্খলিত হইয়া যায়; অতএব এরূপ ব্যক্তি প্রকৃত উর্দ্ধরেতাঃ নহেন; যিনি শুক্ররূপী প্রাণকে উর্দ্ধে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই যথার্থ উর্দ্ধরেতাঃ-পদবাচ্য। এইরূপ আত্মাকে উর্দ্ধে (আজ্ঞাচক্রে) রাখিলে আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আজ্ঞাচক্রের নীচে রাখিলে, আত্মাই আত্মার শত্রু (এ বিষয়ে ভগবান্ পরের শ্লোকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন)।।৫

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ।।৬

যেন এব আত্মনা আত্মা জিতঃ (বশীকৃতঃ) আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ, অনাত্মনস্তু (অজিতাত্মনস্তু) আত্মা এব শত্রুত্বে শত্রুবৎ বর্ত্ততে।।৬

যিনি আত্মাদ্বারা মনকে বশীকৃত করিয়াছেন, আত্মা সেই ব্যক্তির আত্মার বন্ধু; কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মাই শত্রুতাসাধনে শত্রুবৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।।৬

তাৎপর্য্য।—যিনিই আত্মাদ্বারা মনকে বশীভূত করিয়াছেন অর্থাৎ প্রাণ চঞ্চল হইয়াই মন উপাধি ধারণ করে; বর্ত্তমান প্রাণরূপ চঞ্চলাত্মাকে [পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে] উর্দ্ধে স্থির করিতে পারিলে মন উপাধির লয় হয়, ইহাই মন বশীকৃতরূপ অবস্থা; যিনি এইরূপ মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনিই জিতাত্মা এবং স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা, সেই ব্যক্তির চঞ্চল আত্মার বন্ধু, অর্থাৎ তখন তাঁহার চঞ্চল আত্মার গতি রহিত হইয়া স্থিরপ্রাণে লয় হইয়া যাওয়ায় (মনেরও লয় হইয়া) স্থির প্রাণ ও চঞ্চল প্রাণ দু-ই এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে; সুতরাং তখন আত্মাই আত্মার বন্ধু; আর যাঁহার মন বশীকৃত হয় নাই, সেই অজিতেন্দ্রিয়ের চঞ্চল আত্মাই অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল মনই দুষ্কর্ম্মাদি শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে (২য় অঃ ৬৭তম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); একারণ বলিতেছেন, অজিতেন্দ্রিয়ের আত্মাই শত্রু।।৬

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।।৭

জিতাত্মনঃ (জিতেন্দ্রিয়স্য) প্রশান্তস্য (রাগাদিরহিতস্য) পরম্ (কেবলম্) আত্মা শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ (অবিচলিতঃ) [ভবতি]।।৭

জিতেন্দ্রিয়, প্রশান্ত অর্থাৎ রোষাদিশূন্য ব্যক্তিরই আত্মা শীতোষ্ণ সুখদুঃখে ও মানাপমানে সমাহিত (অবিচলিত) থাকে।।৭

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন, এইরূপ জিতাত্মা ও প্রশান্ত ব্যক্তির কেবলাত্মা সুখদুঃখে ও মানাপমানে অবিচলিত থাকে। অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যে কৈবল্যাবস্থা (৪র্থ অঃ ২১।২২শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), সেই অবস্থা যাঁহার লাভ হইয়াছে, তাঁহারই কৈবল্য অবস্থা এবং ঐ অবস্থাই প্রকৃষ্টরূপ শান্ত অর্থাৎ স্থির অবস্থা; এ অবস্থায় সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ, মান-অপমান ইত্যাদি কিছুতেই আত্মা (মন) বিচলিত হয় না। কারণ তখন মন নাই, বর্ত্তমান চঞ্চল আত্মাকে আজ্ঞাচক্রে স্থির করিলে মনের লয় হয়; সুতরাং তখন আর শীতোষ্ণাদি এবং সুখ বোধ করিয়া বিচলিত হয় কে? একারণ মন তখন স্থির কৈবল্যাবস্থায় অবিচলিতই থাকে।।৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।।৮

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আত্মা যস্য সঃ) [অতঃ] কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ) [অতএব] বিজিতেন্দ্রিয়ঃ, সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ) যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে।।৮

যাঁহার আত্মা জ্ঞান এবং বিজ্ঞানদ্বারা আকাঙ্ক্ষাহীন, নির্ব্বিকার, জিতেন্দ্রিয় অতএব মৃত্তিকা, পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি-বিশিষ্ট, এতাদৃশ যোগীকে যুক্ত বলে।।৮

তাৎপর্য্য।—যাঁহার চিত্ত কূটস্থকে জানারূপ জ্ঞানদ্বারা এবং কূটস্থ উর্দ্ধের অব্যক্ত অংশ জানারূপ বিজ্ঞানদ্বারা তৃপ্ত, অর্থাৎ কূটস্থ হইতেছেন ব্রহ্মের একাংশ; এই একাংশেই নিখিল জগতের প্রকাশ; বাকী তিন অংশ অব্যক্ত, (অর্থাৎ কূটস্থের উর্দ্ধে যে মহা আনন্দময় পরমাত্মাভাবরূপ অপরাংশ রহিয়াছে, উহাই অব্যক্ত অংশ (৮ম অঃ ২১শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); ঐ অব্যক্ত ভাব বিদিত হওয়ার নামই বিজ্ঞান, আর কূটস্থরূপ একাংশ তত্ত্ব বিদিত হওয়ার নাম জ্ঞান; যিনি এই উভয় ভাব জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্তাত্মা; এইরূপে কূটস্থকে বিদিত হওয়ারূপ জ্ঞান লাভ করিয়া যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন এবং মৃত্তিকা, পাষাণ ও সুবর্ণে সমদৃষ্টি-বিশিষ্ট হইয়াছেন

অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভে তৃপ্তাত্মা হইয়া কোনও আকাঙ্ক্ষা না থাকায় যে ব্যক্তি সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও পাষাণাদিতে সমদৃষ্টি বিশিষ্ট হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিই যুক্ত যোগী।।৮

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।।৯

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ স্বভাবেন হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরিঃ ঘাতুকঃ, উদাসীনঃ বিবদমানয়োরুভয়োরপি উপেক্ষকঃ, মধ্যস্থঃ বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধুঃ সম্বন্ধী (তেষু) সাধুষু (সদাচারেষু) পাপেষু (দুরাচারেষু) চ অপি সমবুদ্ধিঃ (রাগদ্বেষশূন্যবুদ্ধিঃ) বিশিষ্যতে।।৯

সুহৃৎ (স্বভাবতঃ হিতৈষী), অরি (ঘাতক), উদাসীন (বিবাদী দুই পক্ষেরই উপেক্ষাকারী), মধ্যস্থ (বিবদমান দুই পক্ষেরই হিতৈষী) দ্বেষ্য (দ্বেষের পাত্র), বন্ধু (সম্বন্ধ বিশিষ্ট), সাধু এবং পাপিষ্ঠ এ সকলে যিনি সমবুদ্ধিবিশিষ্ট তিনি প্রশংসনীয়।।৯

তাৎপর্য্য।—সুহৃদ অর্থাৎ সুন্দর হৃদয় যাহার, মিত্র অর্থাৎ যিনি সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী, অরি অর্থাৎ শত্রু, উদাসীন অর্থাৎ উৎ + আসীন-উদাসীন (ভেকধারী, উদাসীন-পদবাচ্য নহেন) আজ্ঞাচক্ররূপ উর্দ্ধদেশে যাঁহার আত্মার (মনের) স্থিতি লাভ হইয়াছে, তিনিই উদাসীন, মধ্যস্থ অর্থাৎ উভয়পক্ষের হিতৈষী, দ্বেষ্য অর্থাৎ হিংসুক ব্যক্তি, বন্ধু অর্থাৎ যে হিতকামনা করে, আর সাধু এবং পাপী, যে ব্যক্তি এই সকলেতেই সমবুদ্ধিবিশিষ্ট অর্থাৎ যাঁহার বুদ্ধি ঐ শত্রু, মিত্র, সাধু বা পাপিষ্ঠ সকলের মধ্যেতেই একই বস্তু (সর্ব্বঘটেই আত্মা) উপলব্ধি করিতেছে, এরূপ ব্যক্তি প্রশংসার যোগ্য।।৯

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ।।১০

যোগী (যোগারূঢ়ঃ) সততং রহসি (একান্তে) স্থিতঃ [সন্] একাকী (সঙ্গশূন্যঃ) যতচিত্তাত্মা (যতং সংযতং চিত্তম্ আত্মা চ যস্য সঃ) নিরাশীঃ (নিরাকাঙ্ক্ষঃ) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্যঃ) [সন্] আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ)।।১০

যোগী সর্ব্বদা একান্তে (যেখানে কিছুই নাই, এরূপ স্থানে) অবস্থিত হইয়া একাকী, সংযতচিত্ত, সংযতাত্মা, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া মনকে সমাহিত (একাগ্র) করিবেন।।১০

তাৎপর্য্য।—যাঁহার মন সর্ব্বদা স্থিরপ্রাণরূপ কূটস্থে লাগিয়া আছে, এমন যে যোগী, তিনি সর্ব্বদা একান্তে অবস্থিত, কারণ সর্ব্বব্রহ্মময় যে অনন্তরূপী আত্মা, তাঁহার তত্ত্ব একমাত্র কূটস্থেই পাওয়া যায় এবং ঐ স্থানেই মনের স্থিতি দ্বারা 'আমি'র

পর্য্যন্ত লয় (আমি-হারা অবস্থা) হইয়া গিয়া একেরও অন্ত হইয়া থাকে বলিয়া, উহাই একান্তে অবস্থিতির স্থান, নতুবা যেখানে কিছু না থাকিলেও অন্ততঃ 'আমি'ও আছি, সে স্থানকে একান্ত বলা যায় না; একারণ কূটস্থে অবস্থিতিরূপ অবস্থাই একান্তে অবস্থিত অবস্থা; এইরূপে একান্তে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকিয়া, —একাকী অর্থাৎ মনেতে ইন্দ্রিয়সঙ্গাদি সকল প্রকার বাহ্য অবলম্বন রহিত হইয়া, একমাত্র শূন্যাবলম্বনেই মনকে অবস্থিত রাখারূপ একাকী, এবং সংযত-চিত্ত ও সংযত-আত্মা অর্থাৎ চিৎ শব্দে আত্মা(মন), চঞ্চল প্রাণরূপ চঞ্চলাত্মা হইতেই মনের উৎপত্তি; প্রাণের চঞ্চলাবস্থাই মন; একারণ মনকে চিত্ত কহে; প্রাণের চঞ্চলতার হ্রাস হইয়া প্রাণ স্থির হইলেই মনও স্থির হয়; এইরূপ প্রাণ-স্থিরের অবস্থা যাঁহার হইয়াছে, তিনি সংযত-চিত্ত এবং সংযত-আত্মা; এইরূপ মন প্রাণ স্থির করতঃ মনের কোন আকাঙ্ক্ষা বা পরিগ্রহ-শূন্য হইয়া উপরিউক্ত যোগী মনকে সমাহিত করিবেন, অর্থাৎ মনে কোন বিষয় গ্রহণ না করিয়া মনকে অবিচলিত (চঞ্চলতা-রহিত) করিবেন।।১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্।।১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।।১২

শুচৌ দেশে (বিশুদ্ধ স্থানে) আত্মনঃ স্থিরম্ (অচলম্) ন অত্যুচ্ছ্রিতম্ (অত্যুন্নতং) ন অতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরং (চৈলং বস্ত্রম্ অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, চৈলাজিনে কুশেভ্যঃ উত্তরে যস্মিন, কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্য ইত্যর্থঃ) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং (বিক্ষেপরহিতং) কৃত্বা যত-চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (যতাঃ) সংযতাঃ চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য সঃ) আত্মবিশুদ্ধয়ে (আত্মনঃ মনসঃ বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যস্যেৎ)।।১১-১২।।

পবিত্র স্থানে স্থির, অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশের উপর ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া আপনার আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে বসিয়া মনকে একাগ্র করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন।।১১-১২।।

তাৎপর্য্য।—পবিত্র স্থানে স্থির হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মমার্গরূপ পবিত্র দেশে মনকে স্থির রাখিয়া—অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে, এমন স্থানে কুশের উপর ব্যাঘ্যাদি চর্ম্ম, তাহার উপর রেশমী বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া, আপনার আসন স্থাপন করিতে হইবে,

অর্থাৎ কুশ—(কু—পৃথিবী,শী—শয়ন করা) মূলাধার, অজিন = ব্রতাকাঙ্ক্ষীরা যাহা প্রাপ্ত হন (শ্রীকৃষ্ণ) স্বাধিষ্ঠান, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বাধিষ্ঠানে বিরাজমান); চৈল—তেজোৎপাদক মণিপুর চক্র অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর এই তিন চক্রের উপর যে চক্র, (যাহা দেহের অতি উচ্চেও নয় অতি নীচেও নয়) দেহের মধ্যস্থানে যে অনাহত চক্র, তথায় আসন স্থাপন করিয়া (রজোগুণকে দমিত করিয়া) সেই আসনে বসিয়া অর্থাৎ হৃদয়াসনে মনকে দৃঢ় করিয়া (অনাহত চক্রের হৃদয় গ্রন্থিভেদপূর্ব্বক যে আদিত্য-হৃদয় জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই হৃদয়াসনে মনকে দৃঢ় রাখিয়া), ও মনকে একাগ্র করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মে মন রাখিয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করিয়া অর্থাৎ মনের দ্বারা কোন চিন্তা ও হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমূহকে সংযত রাখিয়া চিত্ত-শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন। চিত্ত শব্দে বর্ত্তমান মন বুঝায় এবং আত্মাও বুঝায় (অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থাতেই মন উপাধির উৎপত্তি), চিত্ত-বৃত্তির নিরোধরূপ যোগাভ্যাস দ্বারা মন এবং চঞ্চল প্রাণরূপ আত্মা শুদ্ধ অর্থাৎ স্থির হইয়া থাকে; যোগ প্রধানতঃ দ্বিবিধ, —কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ; হঠযোগ কর্ম্মযোগের নামান্তর মাত্র; কারণ হ—সূর্য্য, ঠ—চন্দ্র অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলা; ঈড়া ও পিঙ্গলারূপ যে চন্দ্র ও সূর্য্য নাড়ী বহিতেছে [ইহাই চিত্তের বৃত্তি] ইহা স্বতঃ রহিত হইলে ঐ চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলনরূপ স্থিরাবস্থার নামই হঠযোগ বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ অবস্থা। এই অবস্থা যখন হয়, তখন চিৎশব্দরূপ চঞ্চল আত্মা বা চিত্তস্বরূপ মনের চঞ্চলতা থাকে না, ইহাই চিত্তশুদ্ধিরূপ অবস্থা সাধারণে ইহার প্রকৃত তত্ত্ব না জানায় ইহাকে—এক ভয়ঙ্কর ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে।।১১-১২

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।।১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।।১৪

কায়শিরোগ্রীবং (কায়ং দেহমধ্যভাগঃ শিরঃ গ্রীবা চ মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং) সমম্ (অবক্রম্) অচলং (নিশ্চলং) ধারয়ন্, স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্নঃ) [সন্] স্বং (স্বকীয়ং) নাসিকাগ্রং (ভ্রূবোর্মধ্যভাগং) সংপ্রেক্ষ্য [ইতস্ততঃ] দিশশ্চ অনবলোকয়ন্ প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্তঃ) বিগতভীঃ (নির্ভীকঃ) ব্রহ্মচারিব্রতে (ব্রহ্মচর্য্যে) স্থিতঃ [সন্] মনঃ সংযম্য (প্রত্যাহৃত্য) মচ্চিত্তঃ (মন্মনাঃ) মৎপরঃ (অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ) [এবং] যুক্তঃ [ভূত্বা] আসীত (তিষ্ঠেৎ) [গুরূপদিষ্টং সাধনং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ] ।।১৩-১৪।।

দেহের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাদেশকে (অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সরল ও নিশ্চল ভাবে ধারণ করিয়া), স্থির হইয়া, স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগ

(ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ) অবলোকন করিয়া এবং অন্যদিকে অবলোকন না করিয়া (শিবনেত্র হইয়া) প্রশান্তচিত্ত, নির্ভীক ও ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া, মনকে সংযত করিয়া, আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ ও যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন [অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট সাধন করিবেন] ।।১৩-১৪।।

তাৎপর্য্য ।—দেহের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবাদেশকে অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থানকে, সরল ও নিশ্চল ভাবে ধারণ করিয়া অর্থাৎ স্থির রাখিয়া, নাসিকার অগ্রভাগে (যেখান হইতে নাসিকা আরম্ভ — ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে) দৃষ্টি রাখিবে অর্থাৎ শিবনেত্র হইয়া থাকিবেন, অন্য কোনদিকে অবলোকন করিবেন না; তখন ভয়রহিত (নির্ভীক) [পূর্ব্বশ্লোকোক্ত] ও চিত্তকে প্রকৃষ্টরূপে শান্তকরা-রূপ প্রশান্ত-চিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইবেন অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মে বিচরণ করারূপ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইবেন, (ষড়ঙ্গ যোগই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মদ্বারা বায়ুস্থির হইলে যখন প্রাণের বৃহৎ অবস্থারূপ ব্রহ্মের প্রকাশ হয়, সেই বায়ুস্থিরের অবস্থায় যে ষট্চক্রের ক্রিয়া আছে, তাহাই ষড়ঙ্গযোগ), ষড়ঙ্গযোগই স্থিরব্রহ্মে বিচরণ করারূপ ব্রহ্মচর্য্য; উহা যিনি করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী; এ সকল গুরুবক্তগম্য; সাধন ব্যতীত কেবলমাত্র আতপ তণ্ডুলাদি ব্যবহার করিলেই যে ব্রহ্মচর্য্য হয়, তাহা নহে। উপরিউক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা মনের সংযম হইয়া তদ্দ্বারাই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে এবং কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ পরমাত্মায় যুক্তাবস্থারূপ তৎপরায়ণ ভাব হইয়া থাকে; একারণ বলিতেছেন [উপরিউক্তরূপে] ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত হইয়া মনঃ সংযত ও চিত্ত সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ ও যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন।।১৩।।১৪

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।।১৫

এবং (উক্তপ্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (সমাহিতংকুর্ব্বন্ নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্তঃ) যোগী নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং, তাং) মৎসংস্থাং (মদ্রূপেণ অবস্থিতাং) শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।।১৫

উক্তরূপে সদা মনকে সমাহিতকারী সংযতচিত্ত যোগী নির্ব্বাণপরমা (যাহাতে নির্ব্বাণ লাভ হয় এমন) মৎসংস্থা (আমাতে অবস্থানহেতু উৎপন্না) শান্তি প্রাপ্ত হন।।১৫

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে সর্ব্বদা আত্মাকে যিনি সমাহিত অর্থাৎ অবিচলিত করেন, (প্রাণের চঞ্চলগতি রহিত করিয়া স্থিরতার বৃদ্ধি করেন) ও মনকে সংযত করেন, সেই যোগী নির্ব্বাণ অবস্থায় পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। 'প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা' ওঁকাররূপ দেহই হইতেছে ধনু এবং প্রাণবায়ুরূপ শ্বাসের যে গতি হইতেছে,

ইহাই শর, এই শ্বাসের গতির স্থিরাবস্থার নামই বাণ-রহিত নির্ব্বাণ অবস্থা; এই অবস্থা যাঁহার লাভ হয়, তিনিই কর্ম্মের অতীতাবস্থায় থাকিয়া আত্মানন্দরূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন; পূর্ব্বশ্লোকোক্ত রূপে কর্ম্মযোগের অভ্যাসশীল যিনি, তাঁহাকেই যুঞ্জান যোগী কহা যায়।।১৫

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন।।১৬

হে অর্জ্জুন, তু (কিন্তু) অত্যশ্নতঃ (অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য) যোগঃ ন অস্তি, ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ (অভুঞ্জানস্য) ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রাশীলস্য) নচৈব জাগ্রতঃ (অতিজাগ্রতঃ) [যোগ অস্তি] ।।১৬

কিন্তু হে অর্জ্জুন, অত্যধিক ভোজনকারীর যোগ হয় না, একান্ত অনাহারীরও হয় না; অতি নিদ্রাশীলেরও যোগ হয় না, আবার অতিজাগরণশীলেরও হয় না।।১৬

তাৎপর্য্য ।—অধিক ভোজন করিয়া উদরের পূর্ণ অবস্থায় যোগ হয় না; একান্ত অনাহারে উপবাস অবস্থাতেও যোগ-ক্রিয়া হয় না; যে ব্যক্তি অতি নিদ্রার বশীভূত, তাহারও যোগ হয় না; কারণ অতি নিদ্রায় আলস্যের বৃদ্ধি হইয়া উদ্যমহীন হইতে হয়; একারণ অতি নিদ্রাশীলের যোগ হয় না; আর নিদ্রাশীলের হয় না বলিয়া যাহারা একেবারে নিদ্রা ত্যাগ করিতে যায়, এরূপ অতি জাগরণশীলেরও যোগ হয় না; কারণ এরূপভাবে নিদ্রাত্যাগ করিতে যাইলে, উল্টা উৎপত্তি ঘটিয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়; যেমন কোন রোগী ব্যক্তির হজম শক্তির হ্রাস ঘটায় সে ব্যক্তি যদি বদহজমের আশঙ্কায় আহার একেবারে ত্যাগ করিতে যায়, তাহা হইলে উহার উল্টা উৎপত্তি ঘটাই সম্ভব; এমতস্থলে কর্ত্তব্য হইতেছে, আহার ত্যাগ না করিয়া যথাবিধি আহার করা। অতএব যাহারা অত্যন্ত সংসারাসক্ত হইয়া অহরহঃ মোহনিদ্রায় অভিভূত, তাহাদেরও যোগ হয় না এবং যাহারা মোহনিদ্রার ভয়ে সংসার ত্যাগ করিতে ধাবমান, তাহাদেরও যোগ হয় না; এই রকমে অতি জাগরণশীলের জাগাঘরেই চুরি হইয়া থাকে অর্থাৎ চুরির ভয়ে একদিক সামলাইতে গিয়া, অপরদিকে চোরে লুটিয়া থাকে (৫ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), যিনি [পরশ্লোকোক্তরূপে] যুক্তভাবে আহার নিদ্রাদি নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার ঘরে চুরি হয় না, অর্থাৎ তাঁহার দৈবসম্পদ যাহা বর্ত্তমান আছে, উহা ইন্দ্রিয়রূপী চোরগণ চুরি করিতে পারে না; যেহেতু তাঁহার ঘরে সর্ব্বদা গুরু পাহারা; প্রাণরূপী আচার্য্য (আচার্য্যো হ বৈ প্রাণঃ) দেহ কুটীরে সর্ব্বদাই রহিয়াছেন; তাঁহাতেই (সেই প্রাণেতে) যিনি লক্ষ্য করিতেছেন, তিনিই গুরু

পাহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ এবং তিনি সেই প্রাণেতেই যুক্ত থাকিয়া নিয়মিতরূপে জাগরিত আছেন; এরূপ ব্যক্তির জাগাঘরে চুরি করে কে?।।১৬

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা।।১৭

যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিতাহারবিহারকারিণঃ) কর্ম্মসু (কার্য্যেষু) যুক্তচেষ্টস্য (যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য তস্য) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (নিয়মিতনিদ্রাজাগরণস্য) যোগঃ দুঃখহা (দুঃখনিবর্ত্তকঃ) ভবতি।।১৭

যিনি নিয়মিত আহার বিহার করেন, কর্ম্ম সকলে নিয়মিতরূপে চেষ্টা করেন, নিয়মিতরূপ নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখ-নিবারক হয়।।১৭

তাৎপর্য্য।—যিনি পরমাত্মায় যুক্ত থাকিয়া আহার বিহারাদি করেন অর্থাৎ যুক্ত অবস্থায় থাকিয়া সকল কর্ম্মের চেষ্টা করেন এবং যুক্তভাবে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগের কোন কষ্ট হয় না অর্থাৎ যিনি সাধক অবস্থায় পরমাত্মায় যুক্ত থাকিয়া আহার কালে মনে করেন, নারায়ণকে আহার করাইতেছি এবং শয়নকালে মনে করেন, নারায়ণকেই শয়ন করাইতেছি — আমার কিছু নহে, আমিও কিছুই নহি; এইরূপে আত্মধ্যানেই মগ্ন হইয়া যিনি নিয়মিতরূপে (জেগে থেকে) নিদ্রা যান, (যথা — রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি" যুগে যুগে অর্থাৎ প্রাণাপানের মিলন অবস্থায় লাগিয়া আছি, "এখন যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি"); এরূপ যুক্ত ব্যক্তিরই যোগ দুঃখ-নিবারক হয়, অর্থাৎ তাঁহার যোগ কোন ক্লেশকর না হইয়া শীঘ্র অভীষ্ট ফলপ্রদ হইয়া থাকে। [যুক্ত অবস্থার বিষয় ভগবান্ পরশ্লোকে বলিবেন]।।১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।।১৮

যদা বিনিয়তং (বিশেষণ সংযতং সৎ) চিত্তম আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলং যথা স্যাৎ তথা তিষ্ঠতি) তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ [সন্] যুক্তঃ ইতি উচ্যতে।।১৮

যখন বাহ্যচিন্তা হইতে বিশেষরূপে সংযত হইয়া চিত্ত আত্মাতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তখন সর্ব্বকামনা হইতে নিস্পৃহ ব্যক্তি যুক্ত বলিয়া কথিত হন।।১৮

তাৎপর্য্য।—যখন বিশেষরূপে চিত্ত সংযত হইবে অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মা বা চিত্তস্বরূপ মনের যখন চঞ্চলতা রহিত হইবে, তখন স্থিরতারূপ নিশ্চল অবস্থায় আত্মাতেই আত্মা আট্‌কাইয়া থাকিবে অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণ তখন ব্রহ্মে লয় হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় আট্‌কাইয়া স্থির হইয়া থাকিবে, ইহাকেই যুক্তভাব কহে; এইরূপে প্রাণ স্থির হইলে

মনও স্থির হইয়া থাকে; তখন মন নিস্পৃহ অর্থাৎ মনের তখন বিষয় গ্রহণেচ্ছার অভাব — সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত অবস্থা; এই অবস্থাপন্ন, ইচ্ছা রহিত ও স্পৃহাহীন ব্যক্তি যুক্ত বলিয়া কথিত হন।।১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।।১৯

যথা নিবাতস্থঃ (বাতশূন্যদেশে স্থিতঃ) দীপঃ ন ইঙ্গতে (চলতি) আত্মনঃ যোগং (আত্মবিষয়কং যোগং) যুঞ্জতঃ (অভ্যস্যতঃ) যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা।।১৯

যেমন নির্ব্বাত স্থানে প্রদীপ বিচলিত হয় না, আত্মবিষয়ক যোগের অভ্যাসকারী সংযতাত্মা যোগীর অচঞ্চল চিত্তের সেইটি উপমা।।১৯

তাৎপর্য্য।—যিনি আত্মবিষয়ক যোগের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ স্থির সাম্যাবস্থার [২য় অঃ ৪৮তম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য] অভ্যাসকারী, সেই যুঞ্জানাত্মাদের মধ্যে সংযতাত্মা যোগী ব্যক্তির চিত্ত অচঞ্চল, অর্থাৎ তাঁহার আত্মা সর্ব্বদাই স্থির যেমন বাতাসহীন স্থানে প্রদীপ স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে, বিচলিত হয় না, যোগীর চিত্তও তদ্রূপ স্থির থাকে—চঞ্চল হয় না, অর্থাৎ যোগীও সর্ব্বদা বাতাসহীনরূপ বায়ু স্থিরের অবস্থায় থাকার দরুণ চিত্ত অচঞ্চল হয় না।।১৯

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।২০

যত্র যোগসেবয়া নিরুদ্ধং (সংযতং) চিত্তম্ উপরমতে, যত্র চ আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ]।।২০

যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বারা সংযত চিত্ত উপরমত হয় এবং যে অবস্থায় আত্মজ্ঞান দ্বারা আপনাকে দেখিতে দেখিতে আপনাতেই তুষ্ট হন [তাহাই যোগ-শব্দবাচ্য জানিবে]।।২০

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ যোগাভ্যাসকারীর যে নিরুদ্ধ চিত্ত (অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তির স্বতঃ নিরোধরূপ প্রাণের চঞ্চলতা রহিত যে স্থির অবস্থা) সেই (অচঞ্চল) স্থির চিত্ত যখন উপরমত হয়, অর্থাৎ যখন আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে পরমাত্মপদে প্রাণ অবস্থিতি লাভ করে, তখন আত্মা আত্মাতেই থাকে অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মা তখন পরমাত্মায় লীন হইয়া চাঞ্চল্য রহিত হওয়ায় স্থির থাকে; যোগী যে অবস্থায় আত্মদর্শনরূপ আপনাকে দেখিতে দেখিতে আপনাতেই (আত্মাতেই) লয় হওয়ারূপ আত্মানন্দে তুষ্ট হন।।২০

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।।২১

যত্র (যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে) অয়ং (যুক্তঃ) যৎ তৎ (কিমপি) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতম্) আত্যন্তিকং (অনন্তং) সুখং বেত্তি [যত্র] স্থিতং চ [সন্] তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপাৎ) নৈব চলতি; [তেং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ] ।।২১

যে অবস্থা বিশেষে [অবস্থানকালে] যুক্ত ব্যক্তি সেই যে অনির্ব্বচনীয় বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের অতীত অনন্তসুখ অনুভব করেন এবং যে অবস্থাবিশেষে থাকিয়া তিনি আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না [তাহাই যোগ-শব্দবাচ্য জানিবে]।।২১

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আত্মানন্দে তুষ্ট হওয়ারূপ যে অত্যন্ত সুখ, উহা বুদ্ধিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের অতীত অর্থাৎ আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির গ্রাহ্য এবং বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অতীত; উহাকে আত্যন্তিক সুখ বলা হইতেছে, অর্থাৎ উহা অপেক্ষা অপর কোন বেশী সুখ নাই; সেই সুখ কোন বিষয়েন্দ্রিয়জনিত সুখ নহে; উহা ইন্দ্রিয়ের অতীত সুখ। কারণ ঐ সুখময় স্থান উর্দ্ধে—সহস্রারে; সেখানে কোন ইন্দ্রিয়ই নাই; সুতরাং উহা বিষয়েন্দ্রিয়-জনিত সুখের অতীত এবং বর্ত্তমান বুদ্ধির গ্রাহ্যের অতীত; যেহেতু উক্ত সুখের অবস্থায় অবস্থান কালে আপনাতে আপনি [পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ] লীন হইলে, তখন বর্ত্তমান বুদ্ধিরও লয় হইয়া যায়, সে সময় বুদ্ধি দ্বারা 'ইহা এই বা কি' তাহা বোধ করিবার কেহ থাকে না; তখন প্রাণ তত্ত্বে তত্ত্বে সুক্ষ্মভাবে চলিতে থাকে; নতুবা প্রাণান্ত (মৃত্যু) অবস্থা ঘটিত। উক্ত ধ্যানমগ্ন অবস্থা ভঙ্গের পর তখন আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা এই মাত্র অনুভব হইয়া থাকে যে আমি এক অনির্ব্বচনীয়-অত্যন্ত-সুখের অবস্থায় ছিলাম; আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিদ্বারা ঐটুকু মাত্র উপলব্ধি হয় বলিয়া উক্ত সুখকে বুদ্ধি-গ্রাহ্য বলা হইতেছে, অর্থাৎ যুক্তবুদ্ধিরূপ আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির গ্রাহ্য এবং বর্ত্তমান বুদ্ধিগ্রাহ্যের অতীত। [যুক্তবুদ্ধি দ্বারা ঐ অনির্ব্বচনীয় সুখের যে উপলব্ধি হইয়া থাকে, এই উপলব্ধিরূপ জ্ঞানই পরাবুদ্ধির রহস্য। এই রহস্যরূপ বুদ্ধিভেদের কথাই ৩য় অঃ ২৬শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ''ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাম্'' ইত্যাদি] ; যুক্ত ব্যক্তি এই সুখের অবস্থায় অবস্থান কালে বিচলিত হন না; বায়ুস্থিরাবস্থায় থাকিয়া তত্ত্বে—তত্ত্বে (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আজ্ঞা) সুষুম্নামার্গে চলিতে থাকেন; তত্ত্বাতীত পরমাত্ম তত্ত্বে (উর্দ্ধেই) চলিয়া স্থিতিরূপ লয় প্রাপ্ত হন [এই স্থিতির বিষয় পর শ্লোকে দ্রষ্টব্য] ।।২১

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।২২

যং চ [অবস্থাবিশেষং] লব্ধা ততঃ অধিকম্ অপরং লাভং ন মন্যতে যস্মিন স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি (শীতোষ্ণনা) ন বিচাল্যতে (অভিভূয়তে) [তং যোগং সংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ]।।২২

যে অবস্থায় অপর লাভকে তাহার অপেক্ষা অধিক মনে করেন না, যে অবস্থায় থাকিলে মহাদুঃখেও অভিভূত হন না [তাহাই যোগ শব্দবাচ্য জানিবে] ।।২২

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে তত্ত্বে তত্ত্বে চলিতে চলিতে তত্ত্বাতীত পরমাত্মতত্ত্বে লয় হওয়ারূপ স্থিতি লাভ হইলে, অপর আর কোন লাভকেই সে লাভের অপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং ঐ স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ অবস্থায় মহাদুঃখেও মন প্রাণ বিচলিত হয় না; এই অবস্থাকেই প্রকৃত যোগ অবস্থা বলে, চৈতন্য-সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিরও ঐরূপ অবস্থা হয়—মহাদুঃখেও মন প্রাণ বিচলিত হয় না; এ সকল অবস্থা বলিয়া বা লিখিয়া ব্যক্ত কবিরার নহে; ইহা সাধকের সাধনদ্বারা নিজবোধ রূপ।।২১

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্ব্বিণ্নচেতসা।।২৩
সঙ্কল্প প্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ।।২৪

তং (এবম্ভুতম্ অবস্থাবিশেষং) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতত্বাং সুখমপি গৃহ্যতে সুখদুঃখরহিতমিত্যর্থঃ) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ শব্দবাচ্যং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ); অনির্ব্বিণ্নচেতসা (নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা) সঙ্কল্পপ্রভবান্ [যোগপ্রতিকুলান] সর্ব্বান্ কামান্ অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) ত্যক্ত্বা মনসা চ সমন্ততঃ [সর্ব্বেভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সঃ যোগঃ] গুরূপদেশজনিতেন নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ (অভ্যাসনীয়ঃ)।।২৩-২৪।।

এবংভুত অবস্থা-বিশেষকে সুখ-দুঃখ সম্পর্কশূন্য যোগ-শব্দবাচ্য জানিবে; নির্ব্বেদ রহিত চিত্ত দ্বারা সঙ্কল্প-সম্ভূত যোগের প্রতিকূল কামনা সমুদয়কে নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, মন দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় সকল হইতে বিশেষরূপে নিয়মিত করিয়া গুরূপদেশ জনিত নিশ্চয় দ্বারা সেই যোগ অভ্যাস করিবে।।২৩-২৪।।

তাৎপর্য্য।—এবংভুত (২০।২১।২২শ শ্লোকোক্ত) অবস্থা-বিশেষকে যোগ-শব্দবাচ্য জানিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকত্রয়ে যে যে অবস্থার বিষয় উক্ত হইল, ঐ সকল

অবস্থা যোগের অবস্থা জানিবে এবং সুখ ও দুঃখের অতীত অবস্থা বলিয়া জানিবে; কারণ উক্ত অবস্থা যখন মনের লাভ হয়, তখন সুখ দুঃখ বোধেরও লয় হইয়া থাকে; সুতরাং উহা সুখ-দুঃখের অতীত বলিয়া জানিবে এবং নির্ব্বেদ রহিত চিত্তদ্বারা—অর্থাৎ চিত্তের দীনতাবুদ্ধিহেতু কর্ম্মযোগে প্রযত্নের শিথিলতাকেও নির্ব্বেদ বলে আর বেদ অর্থে—বিদ্‌ধাতু জানা, —ন বেদং বেদ ইত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্; সেই সনাতন ব্রহ্মকে জানারূপ জ্ঞানকেই বেদ কহে এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ অজ্ঞানকেই নির্ব্বেদ কহে; এই প্রকার নির্ব্বেদরহিত অর্থাৎ অজ্ঞানরহিত চিত্তদ্বারা, যোগের প্রতিকূল কামনা সকলকে নিঃশেষরূপে ত্যাগ করিবে; যেহেতু অজ্ঞান কর্ত্তৃকই 'আমি আমার' বোধের উৎপত্তি হয় এই অহং জ্ঞান হইতে মনের সঙ্কল্প কর্ত্তৃক কামনার উৎপত্তি হয়, এই কামনারূপ কাম রিপুই প্রধান যোগ-বিঘ্নকারী (৩য় অঃ ৪৩শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), একারণ কামনা সকলকে মন হইতে একেবারে ত্যাগ করিয়া স্থির মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে বিশেষরূপে দমন করিয়া গুরূপদেশজনিত নিশ্চয়দ্বারা উক্ত যোগযুক্ত হইবার অভ্যাস করিবে, [অর্থাৎ ৪র্থ অঃ ৩৪শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, জ্ঞানী তত্ত্বদর্শিগণ তোমায় উপদেশ দিবেন এবং ৪র্থ অঃ ৩২শ শ্লোকে বলিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞের মুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত আছে] তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশানুযায়ী নিশ্চয় করিয়া যোগাবস্থা প্রাপ্ত হইবার অভ্যাস করিবে।।২৩-২৪।।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।।২৫

ধৃতিগৃহীতয়া (ধারণাবশীকৃতয়া) বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং (আত্মনি এব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলমিত্যর্থঃ) কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমশঃ) উপরমেৎ; কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ।।২৫

ধারণাবশীকৃত বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মাতে নিশ্চলভাবে স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ উপরত হইবে, অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না।।২৫

তাৎপর্য্য।—ধারণা অর্থাৎ স্থিরতা; অর্থাৎ মনকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত করিয়া আজ্ঞাচক্রে চিত্তের স্থিরতা করার নাম ধারণা (বা ন্যায্য পথে স্থিতি), ঐ আজ্ঞাচক্রে স্থিতি লাভ করিয়া অদ্বিতীয় ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ বা মন সমর্পণ করিয়া ব্রহ্ম বস্তুকে স্মরণে রাখার নামও ধারণা; এই ধারণা ১৪৪টি উত্তম প্রাণকর্ম্মে হইয়া থাকে। ইচ্ছা এবং বর্ত্তমান বুদ্ধি, মনকে বিষয়ান্তরে লইয়া যাইতেছে; উপরিউক্ত রূপ স্থিতি লাভ করিতে পারিলে বিষয়ান্তর হইতে মনের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, উপরিউক্ত আজ্ঞাচক্রে স্থিতিরূপ যে ধারণা, সেই ধারণাবশীকৃত আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চলভাবে স্থাপনরূপ স্থির করিতে বলিতেছেন; মন স্থির করিয়া, ঐ স্থির মন দ্বারা ক্রমশঃ উপরত হইবে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে পরমাত্মায়

স্থিতি লাভের চেষ্টা করিবে (যথা ৫ম শ্লোকে উক্ত আছে আত্মদ্বারা আত্মাকে ঊর্দ্ধে রাখিবে) অন্য কিছু চিন্তা করিবে না।।২৫

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ।।২৬

[স্বভাবতঃ] চঞ্চলং [ধার্য্যমাণমপি] অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (যং যং বিষয়ং প্রতি নির্য্যাতি) ততঃ ততঃ এতৎ নিয়ম্য (প্রত্যাহৃত্য) আত্মনি এবং বশং নয়েৎ, (স্থিরং কুর্য্যাৎ)।।২৬

[স্বভাবতঃ] চঞ্চল এবং [ধার্য্যমাণ হইলেও] অস্থির এমন মন যে যে বিষয়ে যায়, সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে ফিরাইয়া আত্মাতেই স্থির করিয়া রাখিবে।।২৬

তাৎপর্য্য।—অস্থির যে চঞ্চল মন, সেই মন, যখন যখন সত্ত্বগুণের স্থান—ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে আসিয়া মধ্যে রজোগুণের স্থানে-বিষয়ে ধাবিত হইবে, তখনি তখনি পূর্ব্বশ্লোকোক্ত নিয়মে মনকে ঊর্দ্ধে আত্মাতেই স্থির করিবে, অর্থাৎ বিষয়-চিন্তায় যাইতে দিবে না; কেননা মনের স্বধর্ম্ম এই যে, অবসর পাইলেই বিষয়-চিন্তার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইবার জন্য ধাবমান হয়; তাহাতে হাবু-ডুবু খাইবে, তথাপি নিবৃত্ত হইতে চাহে না। একারণ বিষয়স্রোতে মনকে ধাবিত হইতে দিবে না; বিষয় হইতে ফিরাইয়া আত্মাতেই স্থির করিবে।।২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্।।২৭

শান্তরজসং [অতএব] প্রশান্তমনসম্ অকল্মষং ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তং) এনং যোগিনম্ উত্তমং সুখং উপৈতি হি।।২৭

[এইরূপ] রজোগুণহীন, প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ এবং ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত যোগীকে উত্তম সুখ আপনিই আশ্রয় করে।।২৭

তাৎপর্য্য।—যিনি রজোগুণহীন, তিনিই প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ মধ্যাবস্থারূপ রজোগুণের স্থানে যিনি নাই, তাঁহার চিত্তের চঞ্চলতাও নাই; সুতরাং তিনিই প্রশান্তচিত্ত। এইরূপে যাঁহার চিত্ত প্রকৃষ্টরূপ শান্ত হইয়া ঊর্দ্ধে স্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থার স্থিতিতে চিত্ত স্থির হইয়া যিনি ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত এবং তিনিই ইচ্ছারহিত অবস্থাপ্রাপ্তরূপ নিষ্পাপ; এইরূপ প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভূত ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত যোগীকে উত্তম সুখ (ব্রহ্মানন্দ) আপনিই আশ্রয় করে।।২৭

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।।২৮

এবং সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ [ব্রহ্মণি ইতি শেষঃ] বিগতকল্মষঃ (বিগতপাপঃ) যোগী সুখেন (অনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শঃ অনুভবঃ তদেব) অত্যন্তং (ইন্দ্রিয়াতীতং সুখম্) অশ্নুতে (ব্যাপ্নোতি, জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ)।।২৮

এইরূপে সদা মনকে ব্রহ্মে যুক্ত করিতে করিতে নিষ্পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম সংস্পর্শ রূপ (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়াতীত) সুখ প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ তিনি জীবন্মুক্ত হন)।।২৮

তাৎপর্য্য।—এইরূপে (২৫।২৬শ শ্লোকোক্তরূপ) মনকে সর্ব্বদা কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মে যুক্ত করিতে করিতে যুঞ্জান যোগী নিষ্পাপ অবস্থা পান, অর্থাৎ তাঁহার আত্মার অধোগতির নাশ হইয়া তিনি ইচ্ছা ও তম প্রবৃত্তি-রহিত যে অবস্থা, তাহা প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখ [প্রাণের বৃহৎ অবস্থারূপ ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ প্রকারে মনের লয় হইয়া যে অবস্থা লাভ হয়, উহাই ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ সুখ] অনায়াসেই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ২১শ শ্লোকে যে উত্তম সুখের কথা বলা হইয়াছে, উহা প্রাপ্ত হন।।২৮

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।।২৯

যোগযুক্তাত্মা (যোগেন সমাহিতচিত্তঃ) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি তথা) [সঃ যোগী] আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু অবস্থিতং সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি [অভেদেন] ঈক্ষতে।।২৯

যোগ দ্বারা সমাহিতচিত্ত এবং সর্ব্বত্র সমদর্শন অর্থাৎ ব্রহ্মাবলোকনকারী সেই যোগী আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অভেদে দর্শন করেন।।২৯

তাৎপর্য্য।—যোগের দ্বারা সমাহিত-চিত্ত অর্থাৎ যাঁহার অবিচলিত স্থির চিত্ত এমন যে যোগী, তিনি ব্রহ্মময় জগৎ দেখেন এবং আত্মাকে প্রাণরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখিয়া থাকেন; সুতায় যেমন মণি সকল গাঁথা থাকে সেইরূপ ভূত সকলকে আত্মাতেই অবস্থিত দর্শন করেন (৭ম অঃ ৭ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ একমাত্র প্রাণসূত্রে ভূতসমূহ এবং সমুদয় জগৎ গাঁথা রহিয়াছে; কেননা এই সূত্রের অভাবে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না; প্রাণরূপী আত্মা জীবদেহে যতক্ষণ রহিয়াছেন, ততক্ষণই জীবের অস্তিত্ব; প্রাণের অভাব হইলেই জীবদেহ শবে পরিণত হয়। যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা

প্রাণেতেই আছেন; একারণ তিনি প্রাণরূপী আত্মাকেই সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখিতেছেন এবং সূতায় মণি গাঁথার ন্যায় আত্মাতেই সর্ব্বভূতকে অবস্থিত দর্শন করিতেছেন।।২৯

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।৩০

যঃ মাং সর্ব্বত্র (ভূতমাত্রে) পশ্যতি; ময়ি চ (পরমাত্মনি) সর্ব্বং পশ্যতি, অহং তস্য ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্যো ভবামি) স চ মে ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্যো ভবতি)।।৩০

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র অর্থাৎ ভূতমাত্রে দেখেন এবং আমাতে জীবমাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।।৩০

তাৎপর্য্য।—যিনি পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে আত্মাকে প্রাণরূপে সর্ব্বভূতেই অবস্থিত দেখিয়া থাকেন, এবং সূত্রে গাঁথা মণিগণের ন্যায় জীবমাত্রকে আত্মাতেই অবস্থিত দেখেন, প্রাণরূপী আত্মা তাঁহার অদৃশ্য হন না অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাঁহার স্থির লক্ষ্যের উপর দৃশ্যমান থাকেন; ক্ষণকালও তাঁহার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হন না। আর ঐ ব্যক্তিও আত্মার অদৃশ্য হন না, অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই আত্মসমীপে অবস্থিত থাকেন, ক্ষণকালও আত্মসমীপ হইতে ভ্রষ্ট হন না। একারণ উক্ত হইতেছে যে, আমিও তাঁহার নিকট হইতে প্রনষ্ট (অদৃশ্য) হই না; তিনিও আমার নিকট হইতে প্রনষ্ট (অদৃশ্য) হন না অর্থাৎ আত্মা ঐ ব্যক্তির নজরের উপর হইতে হারান না; ঐ ব্যক্তিও আত্মার সমীপরূপ আশ্রয় হইতে [স্থানভ্রষ্টরূপে] কখন হারান না; সর্ব্বদা যথাস্থানেই অবস্থিত থাকেন (পর শ্লোকে দ্রষ্টব্য)।।৩০

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।।৩১

যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাম্ একত্বম্ আস্থিতঃ (অভেদমাশ্রিতঃ) ভজতি, সর্ব্বথা (সর্ব্বেষু বিষয়েষু) বর্ত্তমানঃ অপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে।।৩১

যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে আশ্রয় করিয়া (ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ভজনা করেন, বিষয় সকলে থাকিয়াও সেই যোগী আমাতে অবস্থান করেন।।৩১

তাৎপর্য্য।—সর্ব্বভূতে অবস্থিত যে আমি, সেই আমাকে যিনি একত্বে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন, অর্থাৎ 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ'-রূপ আমার যে একটি ভাব রহিয়াছে, সেই ভাবটিতে যিনি আশ্রয় লাভ করিতে পারিয়াছেন, ঐ ভাবেতে অবস্থিত থাকিয়া আমাকে ভজনা করেন, সেই যোগী বিষয় সকলে থাকিয়াও আত্মাতে অবস্থান করেন; তিনি বিষয়ে থাকিয়াও বিষয় হইতে মুক্ত অর্থাৎ তাঁহাকে বিষয়-ব্যাপারে

থাকিতে হইলেও তিনি যথাস্থানে অবস্থিতবৎ আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়াও বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, কদাচ স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হন না।।৩১

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।।৩২

হে অর্জ্জুন, যঃ সর্ব্বত্র (সর্ব্বেষু ভূতেষু) আত্মৌপম্যেন (আত্মতুলনায়) সমং পশ্যতি [তথা] সুখং বা যদি বা (অথবা) দুঃখং [সমং পশ্যতি ইতি শেষঃ] সঃ যোগী পরমো মতঃ।।৩২

হে অর্জ্জুন, যিনি আত্মতুলনায় সর্ব্বভূতে সমান দেখেন এবং সুখ ও দুঃখ সমান দেখেন, সেই যোগীকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি।।৩২

তাৎপর্য্য।—হে অর্জ্জুন, যিনি আত্মতুলনায় সর্ব্বভূতে সমান দেখেন অর্থাৎ যিনি 'আমিত্ব' কোন্ বস্তু ইহা বিদিত হইয়া সর্ব্বভূতেই সেই একই বস্তু দর্শন করেন, এবং সুখ-দুঃখ সমান দেখেন অর্থাৎ সুখভোগকালেও আত্মভাবেতে থাকিয়া সুখে স্পৃহাহীন, সেইরূপ দুঃখভোগ কালেও সেই ভাবেতেই থাকিয়া দুঃখে কাতরতাহীন, এইরূপে যিনি সুখ-দুঃখ সমান দেখেন সেই যোগীকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি।।৩২

অর্জ্জুন উবাচ।

যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।।৩৩

অর্জ্জুন উবাচ। হে মধুসূদন, ত্বয়া সাম্যেন (মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মা-কারাবস্থানেন) অয়ং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ এতস্য (যোগস্য) স্থিরাং (নিশ্চলাং) স্থিতিং (অবস্থাং) [মনসঃ] চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি।।৩৩

অর্জ্জুন কহিলেন। হে মধুসূদন, তুমি সমতাদ্বারা (মনের লয়-বিক্ষেপ শূন্যতাহেতু কেবল আত্মাকারে অবস্থান দ্বারা) এই যে যোগ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা কহিলে মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আমি ইহার নিশ্চল অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি না।।৩৩

তাৎপর্য্য।—শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বরূপী জীবভাবাপন্ন অর্জ্জুন দ্বারা ব্যক্ত হইল, হে মধুসূদন (২য় অঃ ১ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যে স্থির সাম্যাবস্থা [২য় এবং ৩য় শ্লোকে যাহা লেখা হইয়াছে] সেই সাম্যাবস্থারূপ যোগ সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু বলিলে, মনের চঞ্চলতাহেতু আমি এই স্থির সাম্যাবস্থা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না অর্থাৎ নিশ্চল যে স্থিরাবস্থা, তাহার বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।।৩৩

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।।৩৪

হে কৃষ্ণ, হি (নিশ্চিতং) মনঃ চঞ্চলং (স্বভাব-চপলং) প্রমাথি (দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরং) বলবৎ (বিচারেণাপি অজেয়ং) [কিঞ্চ] দৃঢ়ং (বিষয়বাসনানুবিদ্ধতয়া দুর্ভেদ্যম্); অহং তস্য [মনসঃ] নিগ্রহং (নিরোধম্) বায়োঃ) [নিরোধম্] ইব সুদুষ্করং মন্যে।।৩৪

হে কৃষ্ণ, মন স্বভাবতঃ চঞ্চল দেহেন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, অজেয় ও দৃঢ়, আমি তাহার নিরোধ বায়ুর নিরোধের ন্যায় দুষ্কর মনে করিতেছি।।৩৪

তাৎপর্য্য।—হে কৃষ্ণ—কৃষ ধাতু—কর্ষণ করা, ণ-নিবৃত্তি বাচক, অর্থাৎ দেহমধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে যে কর্ষণ ক্রিয়া হইতেছে, ইহার নিবৃত্তিরূপ স্থিরাবস্থাই স্থির প্রাণরূপ কৃষ্ণ। জীবভাব কর্ত্তৃক স্থির প্রাণরূপ কূটস্থ চৈতন্যের নিকট প্রকাশ হইতেছে যে, হে কৃষ্ণ। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও ঘোল-মন্থনের ন্যায় অস্থির এবং অজেয় ও দৃঢ় অর্থাৎ বিষয়-বাসনারূপ মায়ারজ্জুতে দৃঢ়বন্ধনযুক্ত। বায়ুকে যেমন রোধ করিয়া রাখা যায় না, এই মনের নিরোধও আমি সেইরূপ দুষ্কর মনে করিতেছি, অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা রহিত করিয়া নিরোধরূপ স্থির করাকে বড়ই কঠিন মনে করিতেছি।।৩৪

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।।৩৫

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মহাবাহো, মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং (চঞ্চলং) চ [এতৎ] অসংশয়ম্ [এব]; তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয়, অভ্যাসেন (কর্ম্মযোগাভ্যাসেন) বৈরাগ্যেণ (তদুৎপন্নেন বৈরাগ্যেণ) চ গৃহ্যতে।।৩৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে মহাবাহো, মন দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল ইহাতে সংশয় নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয়, কর্ম্মযোগাভ্যাস দ্বারা এবং তদুৎপন্ন বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিগৃহীত করা যায়।।৩৫

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন, অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশ হইল, হে মহাবাহো (৩য় শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); মনকে নিগ্রহ করা যে কঠিন এবং মন যে চঞ্চল ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ১৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); কর্ম্মযোগের অভ্যাস দ্বারা তাহা হইতে উৎপন্ন বৈরাগ্য [বৈরাগ্য অর্থাৎ বীত-রাগ] আসক্তি-শূন্য অবস্থা কর্ত্তৃক মনকে নিগৃহীত করা যায় অর্থাৎ বশীভূত করিতে পারা যায়।।৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যো হবাপ্তুমুপায়তঃ।।৩৬

অসংযতাত্মনা (অসংযতঃ আত্মা চিত্তং যস্য তেন) যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (প্রাপ্তুমশক্যঃ) ইতি মে মতিঃ; বশ্যাত্মনা (বশ্যঃ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন) [পুরুষেণ] তু উপায়তঃ যততা (গুরূপদিষ্টোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা) [যোগঃ] অবাপ্তুং শক্যঃ।।৩৬

যাঁহার চিত্ত সংযত নহে, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার মত; কিন্তু গুরূপদিষ্ট উপায় দ্বারা সংযতচিত্ত ব্যক্তি প্রযত্নশীল হইলে যোগ পাইতে পারেন। [সংযত = বৈরাগ্য দ্বারা বশীকৃত]।।৩৬

তাৎপর্য্য।—যাঁহার মন সংযত নহে অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বৈরাগ্যদ্বারা বশীভূত নহে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে স্থির সাম্যাবস্থারূপ যোগ লাভ হওয়া দুষ্কর, ইহা আমার মত; কিন্তু গুরূপদিষ্ট উপায়রূপ আত্ম-কর্ম্মের দ্বারা যাঁহার মন বশীভূত হইয়াছে, তিনি প্রকৃষ্টরূপে যত্নশীল হইলে, যোগাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন।।৩৬

অর্জ্জুন উবাচ।
অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি।।৩৭

অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, [প্রথমং] শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ) [যোগে প্রবৃত্তঃ] [ততঃ পরম্] অযতিঃ (সম্যক্ ন যততে কিন্তু শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ) যোগাৎ চলিতমানসঃ (মন্দবৈরাগ্যঃ) (যোগসংসিদ্ধিং (জ্ঞানং) অপ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।।৩৭

অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ, প্রথমে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে যুক্ত, পরে শিথিলাভ্যাস বশতঃ যোগ হইতে যাহার মানস বিচলিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি যোগফল (জ্ঞান) না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয়।।৩৭

তাৎপর্য্য।—জীবভাবরূপ অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ (৩৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); যে ব্যক্তি প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া ঈড়া পিঙ্গলার মিলনরূপ যোগকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার পর শিথিলভাব হইয়া যোগ হইতে যাহার মন বিচলিত হয়, সে ব্যক্তি যোগের ফলরূপ জ্ঞানকে প্রাপ্ত না হইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয়? অর্থাৎ ঈড়া-পিঙ্গলার মিলন হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় যে স্থির সাম্যভাব হয়, সেই সাম্যভাব রূপ যোগাবস্থায় আপনাকে বিদিত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভরূপ, যোগফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উক্ত অবস্থা লাভ করিতে সমর্থবান্ হয়

নাই, কার্য্যের শিথিলতা দোষে কর্ম্মের অতীতাবস্থার স্থিতিকে না পাইয়া বর্ত্তমান চঞ্চলাবস্থায় মনকে বিচলিত করিয়াছে, সে ব্যক্তি ঐ যোগফল না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হইবে ইহাই জীবভাবের প্রশ্ন।।৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি।।৩৮

হে মহাবাহো, ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে মার্গে) বিমূঢ়ঃ [সন্] অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়ঃ) উভয়বিভ্রষ্টঃ [সঃ] ছিন্নাভ্রমিব (বিচ্ছিন্ন মেঘবৎ) ন পশ্চ্যতি কচ্চিৎ।।৩৮

হে মহাবাহো, ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়রূপ পথে বিমূঢ় হইয়া নিরাশ্রয় ও উভয়বিভ্রষ্ট সেই ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয় না কি?।।৩৮

তাৎপর্য্য।—হে মহাবাহো—অর্থাৎ মহৎ বাহুবিশিষ্ট যিনি, বাহু অর্থে—ব = বহন করা, যে শক্তি দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের বহন ক্রিয়া হইয়া থাকে সেই শক্তি (প্রাণশক্তি) বিশিষ্ট যিনি, তিনিই মহাবাহু-পদবাচ্য; অতএব স্থির প্রাণরূপ আত্মাই হইতেছেন মহাবাহু। ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়রূপ পথ অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্ররূপ সুষুন্নামার্গ; যে ব্যক্তি [ঈড়া-পিঙ্গলার মিলনরূপ] ঐ সুষুন্নামার্গে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতিপ্রাপ্তিরূপ আশ্রয়লাভ না করিতে পারিয়াছে, অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থা লাভ না করিয়া কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থারূপ (ঈড়া-পিঙ্গলার চঞ্চল-গতিরূপ) মধ্যাবস্থার স্রোতে বিশেষরূপে মূঢ় হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান মধ্যাবস্থায় পড়িয়া মূলাধার ও সহস্রার উভয় স্থিতির স্থানে স্থিতিরূপ আশ্রয় লাভ না ঘটিয়া উভয় পথই যাহার ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তি ছিন্ন মেঘের ন্যায় নষ্ট হয় না কি?।।৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যপপদ্যতে।।৩৯

হে কৃষ্ণ মে (মম) এতৎ সংশয়ম্ অশেষতঃ ছেত্তুম্ অর্হসি ত্বদন্যঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (নিবর্ত্তকঃ) নঃ উপপদ্যতে।।৩৯

হে কৃষ্ণ, আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন কর, তুমি ভিন্ন এই সংশয়ের নিবর্ত্তক আর নাই।।৩৯

তাৎপর্য্য।—হে কৃষ্ণ (৩৪শ শ্লোকে কৃষ্ণ সম্বোধনের অর্থ লেখা হইয়াছে), আমার এই সংশয় জন্মিয়াছে, ইহা তুমি অশেষ রূপে মীমাংসা কর, অর্থাৎ জীবভাবের সন্দেহ হইতেছে যে, প্রথমে যত্নপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত যোগানুষ্ঠান করিয়া শেষে যদি সেরূপ যত্ন না রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমার কি ফল হইবে? এবং আমি কি গতি প্রাপ্ত হইব? শেষে ছিন্ন মেঘের মতন নষ্ট হইব না ত? জীবের সর্ব্বদা

কর্ম্মফলের দিকেই লক্ষ্য; একারণ প্রশ্ন হইতেছে, —হে কৃষ্ণ, তুমি আমার এই সব সন্দেহের মীমাংসা করিয়া সংশয় ছেদন কর, যেহেতু তুমি ভিন্ন ইহার মীমাংসক আর অপর কেহ নাই।।৩৯

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।।৪০

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ, নৈব ইহ [লোকে] নচ অমূত্র [পরলোকে] তস্য বিনাশঃ (ভ্রংশ) বিদ্যতে, হি (যতঃ) হে তাত, (বৎস) কল্যাণকৃৎ (শুভকারী, শ্রদ্ধায়া যোগে প্রবৃত্তত্বাদিতি ভাবঃ) কশ্চিৎ (কোহপি) দুর্গতিং ন গচ্ছতি।।৪০

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার বিনাশ হয় না; যেহেতু হে তাত, শুভকারী (শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা) কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।।৪০

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ, ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার বিনাশ হয় না, অর্থাৎ ইহলোক-রূপ যে নরলোক [৪র্থ অঃ ৩১শ শ্লোকে এ বিষয় লেখা হইয়াছে] এই নরলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহাকে আর পশুভাব প্রাপ্ত হইতে হয় না, এবং ইহলোকের অতীত যে পরলোক অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণের অন্ত্য অবস্থারূপ যে স্থিতির অবস্থা, সেই পরলোকেও তিনি বিনাশ প্রাপ্ত না হইয়া ক্রমশঃ ঐ অবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া থাকেন [এ বিষয় পর পর শ্লোকে বলিবেন]; হে তাত! (জীবভাবের প্রতি কূটস্থচৈতন্যের স্নেহ সম্ভাষণ), যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এমন যে সকল শুভকারী ব্যক্তি, তাঁহারা কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ শুভকারীগণের ব্রহ্ম হইতে দূরে গতিরূপ দুর্গতি হয় না; তাঁহারা ক্রমশঃ ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন।।৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।।৪১

যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিণাং) লোকান্ প্রাপ্য [তত্র] শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহূন্ বৎসরান্) উষিত্বা (বাসসুখমনুভূয়) শুচীনাং (সদাচারাণাং) শ্রীমতাং (আত্মজ্ঞানধনশালিনাং) গেহে (আলয়ে) অভিজায়তে (জন্ম লভতে)।।৪১

সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারীগণের লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া তথায় বহু বৎসর বাসসুখ অনুভব করিয়া, পরে শুচি ও শ্রীমান্দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।।৪১

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সেই শুভকারী যোগভ্রষ্টব্যক্তি অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যোগাবস্থায় স্থিতিলাভ না হইয়া তাহা হইতে চ্যুত (স্থিতিচ্যুত) যে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি [৪র্থ অঃ ২য় শ্লোক দ্রষ্টব্য], তিনি দেহান্ত সময় ঐ স্থিতিরূপ

অবস্থাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ উপলব্ধি করেন এবং দেহান্তে সেই স্থিতিরূপ অবস্থাতেই বহু বৎসর অবস্থিত থাকিয়া পরে শুচি ও শ্রীমান্দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ স্থিতিরূপ অবস্থাই পুণ্যকারীগণের অবস্থিতির স্থান অর্থাৎ পুণ্যলোক বা ব্রহ্মলোক; যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দেহান্তে উক্ত স্থিতির অবস্থায় অনেকদিন থাকিয়া পরে [পুণ্যক্ষয়রূপে] স্থিতি হইতে চ্যুত হইলে, তখন শুচি ও শ্রীমানদিগের গৃহে (অর্থাৎ উত্তম কুলে) জন্মগ্রহণ করেন—যেমন রাজর্ষি বা দেবর্ষি কুল। শ্রীমান্ অর্থাৎ তিনটি অক্ষর লইয়া শ্রীশব্দ, শ শব্দে—আত্মা, র শব্দে বহ্নিবীজ অর্থাৎ তেজস্তত্ত্ব [এই তেজঃ চক্ষুতে আছে] ; ঈ অর্থাৎ শক্তি; এই শক্তি দ্বারা চক্ষুতে বায়ু স্থির করিতে পারিলে যে অবস্থা হয় অর্থাৎ দৃষ্টি স্থির ও চক্ষুর স্পন্দন রহিত ভাবরূপ যে অবস্থা সেই অবস্থার নামই শ্রী, এইরূপ অবস্থাপন্ন যিনি, তিনিই শ্রীমান; আর শুচি অর্থেও যাঁহার খেচরী-সিদ্ধি হইয়াছে, (যথা—অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা। "খেচরী যস্য শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়।।" ইতি যোগশাস্ত্র) অর্থাৎ যাঁহার কাছে পবিত্র অপবিত্র নাই, বর্ত্তমান অবস্থা হইতে সিদ্ধিলাভ করিয়া যিনি সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণপূর্ব্বক কূটস্থে আছেন, এরূপ ব্যক্তিই শুচি। এইরূপ শুচি ও শ্রীমান্দিগের গৃহে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। [পরশ্লোকে এ বিষয় বিশদরূপে আরও বর্ণনা করিতেছেন]।।৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।।৪২

অথবা ধীমতাং (জ্ঞানিনাম্) যোগিনাম এব কুলে ভবতি, (জন্ম লভ্যতে) ঈদৃশং যৎ জন্ম, লোকে এতৎ হি দুর্ল্লভতরম্।।৪২

অথবা তিনি, জ্ঞানী যোগিদিগেরই বংশে জন্মগ্রহণ করেন; ঈদৃশ যে জন্ম, তাহা জগতে নিশ্চয়ই দুর্ল্লভতর।।৪২

তাৎপর্য্য।—যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ শুচি ও শ্রীমান্দিগের গৃহে অথবা জ্ঞানী যোগিদিগেরই বংশে জন্মগ্রহণ করেন; অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থা লাভ করিয়া আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত রূপ জ্ঞান ও ঈড়া পিঙ্গলার মিলনরূপ যোগের দ্বারা স্থির সাম্যাবস্থায় অবস্থিত রূপ যোগী, এইরূপ যোগীর বংশেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির জন্ম হয়, এই প্রকার যে জন্ম, তাহা জগতে দুর্ল্লভ।।৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন।।৪৩

তত্র (দ্বিপ্রকারেহপি জন্মনি) পৌর্ব্বদেহিকং (পূর্ব্বদেহে ভবং) তং বুদ্ধিসংযোগং (ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং) লভতে (প্রাপ্নোতি)। ততশ্চ হে কুরুনন্দন, ভূয়ঃ (পুনরপ্যধিকং) সংসিদ্ধৌ (মোক্ষলাভায়) যততে (প্রযত্নং) করোতি।।৪৩

তিনি সেই (পূর্ব্বোক্ত) দুই প্রকার জন্মেই পূর্ব্ব দেহজাত সেই ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধি-সংযোগ লাভ করেন; অনন্তর মোক্ষ বিষয়ে অধিকতর প্রযত্ন করিয়া থাকেন।।৪৩

তাৎপর্য্য।—তিনি সেই [৪১শ ও ৪২শ শ্লোকোক্ত] দুই প্রকার জন্মেই পূর্ব্ব দেহ জাতবুদ্ধি-সংযোগ লাভ করেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে যে বুদ্ধি-সংযোগে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্ব দেহজাত সেই বুদ্ধি-সংযোগ জন্মান্তরেও লাভ করিয়া থাকেন; তাহার পর ঐ বুদ্ধি-সংযোগে সম্যক্‌প্রকার সিদ্ধিলাভের জন্য অধিক যত্নবান্ হন।।৪৩

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোহপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।।৪৪

তনৈব হি পূর্ব্বাভ্যাসেন (পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেন) এব অবশঃ (কুতশ্চিৎ অন্তরায়াৎ অনিচ্ছন্নপি) সঃ হ্রিয়তে (ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে); যোগস্য [স্বরূপং] জিজ্ঞাসুরপি (জিজ্ঞাসুরেব, ন তু প্রাপ্তযোগঃ) শব্দব্রহ্ম (বেদম্) অতিবর্ত্ততে (বেদোক্তকর্ম্মফলানি অতিক্রামতি তেভ্যঃ অধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যতে ইত্যর্থঃ)।।৪৪

সেই পূর্ব্ব দেহজাত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া থাকে; যোগের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিও বেদকে অতিক্রম করিয়া থাকেন অর্থাৎ বেদ বিহিত কর্ম্মফল-সমূহ অপেক্ষাও অধিকতর ফল পাইয়া মুক্ত হইয়া থাকেন।।৪৪

তাৎপর্য্য।—সেই পূর্ব্ব দেহজাত অভ্যাসই তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠা করিয়া থাকে অর্থাৎ পূর্ব্বাভ্যাস কর্ত্তৃক অবশভাবে (আপনা আপনিই) ব্রহ্ম বিষয়ে নিষ্ঠা আইসে; তৎকর্ত্তৃক যোগতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া থাকেন; পরে গুরুবাক্যরূপ শব্দের দ্বারা (গুরূপদেশ রূপ উপায় দ্বারা) ব্রহ্মকে অতিবর্ত্তন করেন অর্থাৎ ব্রহ্ম বস্তুকে লাভ করিয়া বেদোক্ত কর্ম্মফলকে অতিক্রম করেন (ব্রহ্মই বেদ-পদবাচ্য, তাঁহাকে লাভ করিয়া বেদ-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মফল সকলেরও অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন)।।৪৪

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্।।৪৫

তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ যতমানঃ (উত্তরোত্তরমধিকং যোগে যত্নং কুর্ব্বন্) যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (বিধূতপাপঃ) [সন্] অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (অনেকৈঃ জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ সম্যক্‌জ্ঞানী ভূত্বা) ততঃ (তত্তোহপি) পরাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং যাতি (প্রাপ্নোতি)।।৪৫

কিন্তু প্রযত্ন-সহকারে উত্তরোত্তর যোগে অধিক যত্নশীল যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া পরে পরমগতি প্রাপ্ত হন (ইহা কি আর বলিতে হইবে?)।।৪৫

তাৎপর্য্য।—তাহার পর প্রযত্ন-সহকারে উত্তরোত্তর যোগে অধিক যত্নশীল হইতে হইতে যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্ম (বার বার) অর্থাৎ জন্ম জন্ম সম্যক্‌প্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে থাকেন; তৎপরে কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিরূপ পরমগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ জীবদেহে জন্ম ও মৃত্যু প্রতি পলে পলে হইতেছে; কারণ প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়াকেই যদি মৃত্যু বলা যায়, তাহা হইলে উহার পুনঃ প্রবেশকেই জন্ম বলিতে হইবে; জীবদেহে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত যে উর্দ্ধাধোগতিরূপে শ্বাসের ত্যাগ ও গ্রহণ দিবারাত্র হইতেছে ইহাও জন্ম ও মৃত্যু স্বরূপ। এই জন্ম-মৃত্যুরূপ সৃষ্টি ও খণ্ডপ্রলয়, —দেহে সর্ব্বদাই হইতেছে; কেবল স্থিতি-বৃদ্ধিরই অভাব, [২য় অঃ ২৭শ শ্লোকে তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য]; এই শ্বাস-প্রশ্বাসকে অন্তর্মুখ গতি করিয়া ইহার (শ্বাসের) গ্রহণ ও ত্যাগরূপ যে বহু প্রাণ কর্ম্ম তাহাই বহু জন্ম বা অনেক জন্ম স্বরূপ; যিনি উপরিউক্তরূপ যত্নবান্ যোগী, তিনি বহুবার ঐ কর্ম্ম করণের দ্বারা প্রাণ কর্ম্মের যে স্থিতি তাহা অনেক বারই হৃদয়ঙ্গম করেন ও ইচ্ছা রহিত অবস্থারূপ সিদ্ধি বার বার লাভ করিয়া পরে জন্ম-মৃত্যুরূপ সৃষ্টি ও খণ্ডপ্রলয়ের অতীত অবস্থারূপ যে স্থিতি অর্থাৎ সহস্রারে (উর্দ্ধে বিজ্ঞান পদে) পরমাত্মায় লয় হওয়ার যে অবস্থা তাহাই প্রাপ্ত হইয়া পরম গতি লাভ করেন।।৪৫

তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপিমতোহধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন।।৪৬

যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ); জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ; কর্ম্মিভ্যশ্চ অধিকঃ [মম] মতঃ (অভিমতঃ), তস্মাৎ হে অর্জ্জুন, [ত্বং] যোগী ভব।।৪৬

আমার মতে যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।।৪৬

তাৎপর্য্য।—আমার মতে যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকে পরমগতি প্রাপ্তি (বিজ্ঞানপদে অবস্থিতি) রূপ অবস্থার বিষয় যাহা বলিলেন, ঐ অবস্থা যাঁহার লাভ হয়, তিনিই যোগী-পদবাচ্য; এরূপ যোগীব্যক্তি তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তপস্বী অর্থাৎ তপোলোকে (আজ্ঞাচক্রে) অবস্থিত; যোগী যিনি, তিনি আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে বিজ্ঞান-পদে অবস্থিতিরূপে কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন; একারণ যোগী তপস্বিদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ আত্মরূপী কূটস্থ চৈতন্যকে বিদিত হওয়ারূপ আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া (কূটস্থকে জানা) রূপ যে জ্ঞান, যোগী ব্যক্তি সেই জ্ঞানেরও অতীত পরমাত্ম-তত্ত্বরূপ বিজ্ঞানপদে (আজ্ঞাচক্রেরও উর্দ্ধে সহস্রার স্থানে) অবস্থিত; একারণ জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; যোগী কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ৪র্থ অধ্যায়ে যে সকল যোগক্রিয়ার বিষয় বলিয়াছেন এবং এই অধ্যায়ে

ঐ ক্রিয়াযোগের অভ্যাস সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলেন, যিনি অভ্যাস-যোগে রত হইয়া এই ক্রিয়া করেন, তিনিই কর্ম্মী-পদবাচ্য আর যিনি এই ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার অতীতাবস্থাটি লাভ করিয়াছেন, তিনিই যোগীপদবাচ্য; এজন্য যোগী কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ তপোলোকরূপ আজ্ঞাচক্রে থাকা অপেক্ষা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় থাকা শ্রেষ্ঠ। আত্মাকে জানিয়া আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থে থাকা অপেক্ষাও উক্ত অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মী-পদবাচ্যরূপ অবস্থা হইতেও কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি-পদবাচ্যরূপ অবস্থাই শ্রেষ্ঠ; একারণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও, অর্থাৎ ঈড়া-পিঙ্গলার মিলনরূপ স্থির সাম্যাবস্থা (কর্মের অতীতাবস্থা) লাভ করিয়া পরমাত্ম-তত্ত্বরূপ বিজ্ঞানপদে অবস্থিতি কর।।৪৬

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।৪৭

ইতি অভ্যাস-যোগঃ।

শ্রদ্ধাবান্ যঃ মদ্গাতেন্ (ময্যাসক্তেন) অন্তরাত্মনা মাং ভজতে সঃ সর্ব্বেষাং যোগিনামপি যুক্ততমঃ (যোগযুক্তেষু শ্রেষ্ঠঃ) মে মতঃ (অভিমতঃ)।।৪৭

যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি মদ্গতচিত্ত দ্বারা আমাতে ভজনা করেন তিনি সকল যোগিদিগের মধ্যে যুক্ততম (অতিশ্রেষ্ঠ যোগী) এই আমার অভিমত।।৪৭

তাৎপর্য্য।—যে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি আমাতেই তন্ময়ভাবরূপ মদ্গতচিত্ত দ্বারা (অর্থাৎ অহং জ্ঞান রহিত হইয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মতে যুক্ত ভাব দ্বারা) আমায় ভজনা করেন, তিনিই সকল যোগিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী, অর্থাৎ যোগমার্গে অবস্থান কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা গীতায় উক্ত রহিয়াছে (৯ম অঃ ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), তৎসমুদয়ের মধ্যে যে অবস্থায় অহং জ্ঞান রহিত হইয়া গিয়া পরমাত্মায় লয়ভাব রূপ এক হইয়া এক বলিবারও কেহ থাকে না, আমার মতে সেই অবস্থাপন্ন যোগীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই যুক্ততম যোগী অর্থাৎ তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যুক্ত যোগী বলে।।৪৭

ইতি অভ্যাস যোগ।

—অর্থাৎ—

আত্মকর্ম্ম দ্বারা প্রাণের স্থিতি হইয়া আত্মা পরমাত্মার মিলনরূপ অবস্থাই যোগ এবং ঐ মিলনরূপ স্থিতিলাভের অভ্যাসক্রিয়াই অভ্যাস যোগ।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু।।১

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ, ময়ি আসক্তমনাঃ (অভিনিবিষ্টচিত্তঃ) [অতএব] মদাশ্রয় (অহমেব আশ্রয়ঃ অবলম্বঃ যস্য সঃ) [সন্] যোগং যুঞ্জন (অভ্যস্যন্) সমগ্রং (বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং) মাম্ অসংশয়ং জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু।।১

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ, তুমি আমাতে নিবিষ্টচিত্ত অনন্য শরণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত আমাকে নিঃসংশয়ে যেরূপ জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর।।১

তাৎপর্য্য।—কূটস্থ চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশ হইল—হে পার্থ (২য় অঃ ৫৫তম শ্লোকের পার্থ দ্রষ্টব্য), বিষয় সকলের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে আমাতেই (আত্মাতেই) মন আসক্ত করিয়া এবং কূটস্থে অবস্থান-রূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া যোগাভ্যাস করিতে পারিলে, সমুদয় আমাকে নিঃসংশয়ে যেরূপে জানিতে পারিবে তাহা শুন, অর্থাৎ বিভূতি বল ও ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত সর্ব্বব্রহ্মময়রূপে অবস্থিত আমাকে নিঃসংশয়ে যে রকমে জানিতে পারা যায়, তাহা শ্রবণ কর।।১

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।।২

অহং তে (তুভ্যং) সবিজ্ঞানম্ ইদং [মদ্‌বিষয়কং] জ্ঞানম অশেষতঃ (সাকল্যেন) বক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা ইহ (জগতি) ভূয়ঃ (পুনঃ) অন্যৎ জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে।।২

আমি তোমায় বিজ্ঞান সহিত এই (মদ্‌বিষয়ক) জ্ঞান বিশেষরূপে বলিব; যাহা (যে জ্ঞান) অবগত হইলে জগতে আর কিছু জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকে না।।২

তাৎপর্য্য।—মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জানা-(কূটস্থতত্ত্ব জানারূপ আত্মজ্ঞান আর কূটস্থের উর্দ্ধে আত্মার মহান্ অবস্থা প্রকাশরূপ যে পরমাত্মতত্ত্ব তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানই বিজ্ঞান; আমি তোমায় এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিশেষরূপে বলিব; ইহা জানিলে (অর্থাৎ এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান উপলব্ধি হইলে) জগতে আর কিছু জানিতে বাকী থাকে না অর্থাৎ যাঁহার উক্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানপদ প্রাপ্তি হয়, তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, সুতরাং তখন আর জানিবার বিষয় কিছুই বাকী থাকে না।।২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।৩

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি (প্রযততে) যততামপি (প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি) সিদ্ধানাং মাং (পরমাত্মানং) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি।।৩

সহস্র মনুষ্যের কেহ সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করেন; সিদ্ধির জন্য যত্নবানদের মধ্যে কেহ আমায় প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারেন।।৩

তাৎপর্য্য।—পশুযোনি অতিক্রম করিয়া মনুষ্যযোনি প্রাপ্তরূপ যে যে ব্যক্তি, এরূপ হাজার ব্যক্তির মধ্যে কেহ সিদ্ধ হইবার জন্য যত্মবান হইয়া থাকেন অর্থাৎ সাধন পথে প্রবেশে রুচি এবং সিদ্ধির যত্ন ইহা মনুষ্যজন্মধারণ করিয়া তবুও হয় না; সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে কেহ সিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হন; এইরূপ যত্নবানদিগের মধ্যে (সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য প্রযত্নবান্‌গণ লোকেদের মধ্যে) কেহ তাঁহাকে পরমাত্মারূপে জানিতে পারেন অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব জানারূপ বিজ্ঞানলাভে সকলেই সমর্থ হন না। ইহা বহু সহস্র মানুষের মধ্যে কেহ লাভ করিয়া থাকেন। এই বিষয়েই বলিতেছেন যে, বহু সহস্র মানুষের মধ্যে কেহ সিদ্ধির জন্য যত্নবান্ হন এবং এই বহু সহস্রের মধ্যে কেহ আমাকে পরমাত্মাস্বরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারেন; সিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থালাভের জন্য যাঁহারা প্রযত্ন করিতেছেন তাঁহারা যে সকলেই পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এমন নহে; কারণ সিদ্ধি অবস্থা হইতেও পুনঃ পতনের আশঙ্কা আছে; যিনি একেবারে মুক্ত-পদবাচ্য, তাঁহারই কেবল পতনের আশঙ্কা নাই অর্থাৎ উপরিউক্ত বিজ্ঞান অবস্থালাভরূপ পরমাত্মপদে (ব্রহ্মে) যাঁহার লয় প্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই মুক্ত ব্যক্তি; এইরূপ ব্যক্তিরই পতনের আশঙ্কা নাই এইরূপ ব্যক্তিই ভগবান্‌কে প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারিয়াছেন বলা যায়; একারণ উক্ত হইতেছে যে প্রযত্নবান্ বহু সহস্রের মধ্যে কেহ আমায় প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারেন অর্থাৎ দৃঢ় যত্নপরায়ণতা দ্বারায় তবে জানিতে পারেন। গীতায় ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে স্ত্রীলোক, শূদ্র, অতি দুরাচার সেও আমাকে পাইয়া থাকে।।৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।।৪

ভূমিঃ (গন্ধতন্মাত্রং) আপঃ (রসতন্মাত্রং) অনলঃ (রূপতন্মাত্রং) বায়ুঃ (স্পর্শতন্মাত্রং) খং (আকাশঃ শব্দ-তন্মাত্রং) মনঃ (তৎকারণমবিদ্যা) ইতি ইয়ং মে (মম) প্রকৃতিঃ (অপরা প্রকৃতিঃ) অষ্টধা (অষ্টভিঃপ্রকারৈঃ) ভিন্না (বিভাগং প্রাপ্তা)।।৪

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার আমার প্রকৃতি আটরূপে বিভক্ত।।৪

তাৎপর্য্য।—মূলাধারে ক্ষিতিতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্ব, মণিপুরচক্রে তেজস্তত্ত্ব, অনাহতচক্রে বায়ুতত্ত্ব, বিশুদ্ধচক্রে আকাশ (শূন্য) তত্ত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব এবং মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার [মন বুদ্ধির স্থান কণ্ঠের উর্দ্ধে, অহঙ্কারের স্থান মনে] ইহাই অষ্ট প্রকৃতি। স্থির প্রাণ চঞ্চল প্রকৃতিরূপে ঐ আট ভাগে বিভক্ত রহিয়াছেন [এ কারণ উক্ত হইতেছে, আমার প্রকৃতি আটরূপে বিভক্ত] অর্থাৎ চঞ্চলপ্রাণ প্রকৃতিরূপে ঈড়া-পিঙ্গলার অন্তর্গত হইয়া সর্ব্বদা মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের নীচে পর্য্যন্ত গতায়াত করিতেছেন; তদূর্দ্ধে আর গতায়াত নাই (সেখানে গতির স্থিরাবস্থারূপ স্থিতি), সুতরাং তথায় উক্ত চঞ্চল প্রকৃতিও নাই, সেস্থানে এই প্রকৃতির লয় অবস্থা; একারণ মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের নীচে পর্য্যন্ত এই স্থানের মধ্যেই প্রকৃতি আটরূপে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন।।৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।।৫

ইয়ং তু অপরা (জড়ত্বান্নিকৃষ্টা); ইতঃ [সকাশাৎ] পরাম্ (প্রকৃষ্টাম্) অন্যাং জীবভূতাং (জীবস্বরূপাং) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি; হে মহাবাহো, যয়া (চেতনয়া) ইদং জগৎ ধার্য্যতে।।৫

হে মহাবাহো, ইহা কিন্তু অপরা (নিকৃষ্টা); ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীবস্বরূপা (চেতনময়ী) আমার প্রকৃতি অবগত হও; যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।।৫

তাৎপর্য্য।—হে মহাবাহো (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকে মহাবাহোর অর্থ লেখা হইয়াছে); এই যে ঈড়া-পিঙ্গলার অন্তর্গত মূলাধারাদি চক্রে বিভক্তা চঞ্চলাপ্রকৃতি, ইহা কিন্তু নিকৃষ্টা; ইহা হইতে উৎকৃষ্টা আমার আর একটি চেতনময়ী প্রকৃতি অবগত হও অর্থাৎ যাহা স্থির প্রাণরূপে ষট্‌চক্রের অতীত স্থানে পরাপ্রকৃতিরূপে প্রকাশিত; আমার সেই

প্রকৃতিই সমুদয় জগৎকে রক্ষা করিতেছে অর্থাৎ সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মসূত্ররূপ যে পরাপ্রকৃতি, তিনিই স্থিরপ্রাণরূপে সমুদয় জগৎ বা দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া আছেন [এই দেহই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড; পরিদৃশ্যমান বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে, দেহরূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে তৎসমস্তই আছে], দেহ-স্থিত স্থির প্রাণ চঞ্চলা প্রকৃতিরূপে ব্যক্ত হইয়াই প্রকৃতির কার্য্যাদি হইতেছে; উক্ত স্থিরপ্রাণ-রূপা পরাপ্রকৃতি ব্রহ্মসূত্র-কর্ত্তৃকই জগৎ রক্ষা হইতেছে; স্থিরপ্রাণই হইতেছেন সমস্তের মূল (প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোঃ বিষ্ণুঃ পিতামহঃ)। প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।।) একারণ বলিতেছেন, আমার অন্য একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতিকে অবগত হও অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপ পরাপ্রকৃতি জ্ঞাত হও।।৫

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।।৬

সর্ব্বাদি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাদীনি) এতদ্‌যোনীনি (এতে দ্বিবিধে প্রকৃতি যোনী কারণভূতে যেষাং তানি), ইতি অবধারয় (বুধ্যস্ব); অহং কৃৎস্নস্য (সপ্রকৃতিকস্য) জগতঃ প্রভবঃ (উৎপত্তেঃ নিদানং পরমকারণং) তথা প্রলয়ঃ (লয়স্থানম্)।।৬

সমুদয় ভূত এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও। আমি প্রকৃতি সমেত জগতের উৎপত্তি ও লয় স্থান।।৬

তাৎপর্য্য।—ভূতসকল এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত, অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত যে উৎকৃষ্টা পরাপ্রকৃতি, এই স্থির প্রাণরূপা পরাপ্রকৃতি হইতে ব্রহ্মযোনিতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়া প্রকৃতিতে যাহা প্রকাশ (বিস্তার) হইয়াছে। একারণ বলিতেছেন, দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে জাত, অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মের কূটস্থ গহ্বরের অন্তর্গত ব্রহ্মযোনির কুণ্ডে গতি হইয়া বিন্দুস্বরূপ মকারের উৎপত্তি হইলে পরে চঞ্চলা প্রকৃতিতে ঐ বিন্দুর বিস্তাররূপে প্রাণের বিস্তার হইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব হইয়াছে (৩য় অঃ ১০ম শ্লোকে তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); এক স্থির ব্রহ্ম হইতে সকলের উৎপত্তি; আবার তাঁহাতেই লয় অর্থাৎ তিনিই পরম পদ হইতে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া চঞ্চলা প্রকৃতিরূপে সমুদয় বিস্তার করিতেছেন; আবার সেই পরমপুরুষেই (পরমাত্মাতেই) সমুদয় লয় পাইতেছে, অর্থাৎ প্রাণ যখন চঞ্চলতারহিত হইয়া স্থিরে গিয়া মিলিত হইতেছেন, তখন চঞ্চলা প্রকৃতি স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া স্থির পরমপুরুষে গিয়া লয় হইতেছেন, এই কূটস্থ গহ্বরান্তর্গত স্থান হইতে উৎপত্তি, আবার ঐ স্থানেই লয়; প্রাণের চঞ্চলা গতিরূপ বর্ত্তমান প্রকৃতির লয় হইলে, মনেরও লয় হইয়া থাকে; কারণ প্রাণ স্থির হইলে মনও স্থির; তখন 'আমি আমার' কিছুই থাকে না; সুতরাং তখন মনের লয়ের সঙ্গে জগতেরও লয় হয়। জলবিম্বের

যেমন জল হইতে উৎপত্তি, আবার জলেই লয় প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্ম প্রকৃতি-যুক্ত হইলে, এই ব্রহ্ম হইতেই সকলের উৎপত্তি হইতেছে; আবার প্রকৃতির লয় হইয়া সেই স্থির ব্রহ্মে গিয়াই সব লয় পাইতেছে; একারণ বলিতেছেন, "আমি প্রকৃতি সমেত জগতের উৎপত্তি ও লয়ের স্থান"।।৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।।৭

হে ধনঞ্জয়, মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি; সূত্রে মণিগণা ইব ময়ি ইদং সর্ব্বং [জগৎ] প্রোতং (গ্রথিতম্)।।৭

হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; সূত্রে মণিগণের ন্যায় আমাতে এই সমস্ত জগৎ গাঁথা আছে।।৭

তাৎপর্য্য।—হে ধনঞ্জয় (১০ম অঃ ২৩শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); আমাময়ই জগৎ, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই অর্থাৎ আমি ভিন্ন জগতে যখন আর অপর কিছুই নাই, তখন আর শ্রেষ্ঠ কি প্রকারে থাকিবে? একটি সূত্রে যেমন মণি সকল গাঁথা থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মসূত্ররূপী আমাতেই আমাময় সমস্ত জগৎ গাঁথা রহিয়াছে; আমি মৃণালতন্তুর ন্যায় সর্ব্বজীবের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছি; মণিমালা মধ্যে সূত্রটি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই মালার অস্তিত্ব; ঐ সূত্রটির অভাব হইলে, মণি সকলও যেমন ছিন্ন-ভিন্ন হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মসূত্রের অভাব হইলে, জগতেরও কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; মণি সকলের ন্যায় জগৎ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া থাকে; অতএব যতক্ষণ প্রাণসূত্র বর্ত্তমান, ততক্ষণই জীবের বা জগতের অস্তিত্ব; ঐটির অভাবে আর কিছুই থাকে না—জীবের দেহও তখন শবে পরিণত হইয়া থাকে।।৭

রসোহহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।।৮

হে কৌন্তেয়, অহম্ অপ্সু রসঃ; শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভা, সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ, খে (আকাশে) শব্দঃ, নৃষু পৌরুষম অস্মি।।৮

হে কৌন্তেয়, আমি জলে রসস্বরূপ, চন্দ্রসূর্য্যে প্রভা-স্বরূপ, আকাশে শব্দস্বরূপ এবং মনুষ্যসকলে পৌরুষস্বরূপ অবস্থিত আছি।।৮

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ১৪শ শ্লোকের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য) আমি জলেতে রসস্বরূপ অর্থাৎ দেহস্থিত যে জলতত্ত্ব রক্ত, তাহাতে আমি সূক্ষ্মভাবে রসস্বরূপ রহিয়াছি, [জলের গুণই রস] রসধাতু রূপে আমি জলেতে না থাকিলে, জলের

অস্তিত্বই থাকিতে পারে না; প্রাণাভাবে জলস্বরূপ রক্তও থাকে না; ঐ জলতত্ত্ব তখন ক্রমশঃ বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হইয়া রসহীন শুষ্ক হইয়া যায়, অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলে, রক্তও তৎপরে ক্রমশঃ লয় পাইয়া থাকে, অতএব আমিই জলের রসস্বরূপ।

আমি চন্দ্রসূর্য্যের প্রভাস্বরূপ অর্থাৎ ঈড়া-পিঙ্গলারূপ যে চন্দ্রসূর্য্য, প্রাণই উহার প্রভাস্বরূপ; যেহেতু মহাপ্রলয়বৎ দেহ যখন প্রাণহীন হয়, তখন আর ঈড়া-পিঙ্গলা (চন্দ্রসূর্য্য) কিছুই থাকে না; দেহে যতক্ষণ প্রাণ বর্ত্তমান, ততক্ষণই চন্দ্রসূর্য্যের বিস্তাররূপে ঈড়া-পিঙ্গলার কার্য্য হইতেছে (১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); অতএব দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বা বহির্জগতে যে চন্দ্রসূর্য্য বিদ্যমান, প্রাণই ঐ চন্দ্রসূর্য্যের প্রভাস্বরূপ [৯ম অধ্যায়ে ১৯শ শ্লোকের ও ১৫শ অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য] আমি সর্ব্ববেদে ওঁকারস্বরূপ অর্থাৎ (ন বেদং বেদ ইত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্); বেদরূপ যে কূটস্থ ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মকেই ওঁকারস্বরূপ কহা যায় এবং কূটস্থের রূপের উপর যে ত্রিকোণাকার দেখা যায়; উহাই ওঁকার-পদবাচ্য। অ, উ, ম এই তিনটি অক্ষর লইয়া ওঁ-কার শব্দ উচ্চারিত হয়; উহার আভিধানিক অর্থে ম-কার ব্রহ্মা, অ-কার বিষ্ণু, উ-কার মহেশ্বর; চলিত কথায় যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর শুনা যায়, তন্মধ্যে আগে ব্রহ্মা শব্দ, মধ্যে বিষ্ণু শব্দ তৎপরে মহেশ্বর শব্দ এবং পটাদিতেও তিনদেবের প্রতিমূর্ত্তি যাহা দেখা যায়, তাহাতে ১ম পার্শ্বে মহেশ্বর মূর্ত্তি। কূটস্থের রূপেও এই ত্রি-আকার রহিয়াছে; ১ম বিন্দুস্বরূপ মকারের (ব্রহ্মার) রূপ, মধ্যে ঘনশ্যাম বর্ণ অকার স্বরূপ বিষ্ণুর রূপ এবং তৎপরে শুক্লবর্ণ জ্যোতিচ্ছটা উহাই উকার স্বরূপ মহেশ্বররূপ; এই তিন বর্ণ যুক্ত কূটস্থের রূপই ওঁকারস্বরূপ এবং কূটস্থই সর্ব্ব বেদস্বরূপ (১০ম অঃ ২২শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); [কূটস্থই ওঁকাররূপ সেকারণ কূটস্থের উর্দ্ধে সহস্রার স্থানরূপ ব্রহ্মমার্গে অপর কিছুই নাই, কেবলমাত্র প্রণবধ্বনি] একারণ উক্ত হইতেছে, আমি সর্ব্ববেদে ওঁকারস্বরূপ। আমি আকাশে শব্দস্বরূপ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রমধ্যে যে সকল ধ্বনি শ্রবণ হয়, ঐ সকল ধ্বনি নভশ্চর নামীয় বায়ু-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়; ঐ বায়ু তিনিই; একারণ তিনি আকাশে শব্দস্বরূপ, আকাশের গুণই শব্দ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মমার্গের গুণই সর্ব্বদা অনাহতধ্বনি।।৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু।।৯

পৃথিব্যাং চ পুণ্যো গন্ধঃ, বিভাবসৌ চ তেজঃ অস্মি, সর্ব্বভূতেষু জীবনং তপস্বিষু চ [দ্বন্দ্বসহনরূপং] তপঃ অস্মি।।৯

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজঃ, সর্ব্বভূতে জীবন এবং তপস্বিগণে তপঃরূপে আছি।।৯

তাৎপর্য্য।—পৃথিবীতে আমি পবিত্র গন্ধ, অর্থাৎ পৃথিবীস্থ পুষ্পাদি-মধ্যস্থ সুগন্ধ; এই গন্ধের কোন আকার নাই; ইহা প্রকৃতি কর্ত্তৃক স্বভাব (আত্মভাব) হইতে আপনা আপনিই প্রকাশ পাইতেছে; তিনিই ইহাতে প্রকৃতিরূপে সূক্ষ্মভাবে রহিয়াছেন; আর পৃথিবীরূপ মূলাধারে ৪৯ বায়ুর মধ্যস্থ এইবায়ুও রহিয়াছে; উহার নাম গন্ধবহ;ঐ বায়ু গন্ধের অণুকে আনে; উহার গতি মূলাধার হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই বায়ু গন্ধকে উর্দ্ধে বহন করিয়া যে যেমন আহার করে, তাহার তদ্রূপ গন্ধবিশিষ্ট উদ্গার উঠায়; মূলাধারস্থ এই যে গন্ধবহ বায়ু—ইহা তিনিই, একারণ তিনি পৃথিবীতে গন্ধস্বরূপ।

আমি অগ্নিতে তেজঃ অর্থাৎ মণিপুর-চক্রস্থিত যে অগ্নি (জঠরাগ্নি) উহাতে আমি তেজঃস্বরূপ রহিয়াছি; কথাবার্ত্তাদি শব্দের দ্বারা শক্তিকর্ত্তৃক ঐ তেজের প্রকাশ হইতেছে। আর সর্ব্বভূতের জীবনস্বরূপ আমি অর্থাৎ সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রাণ যাহা চলাচল করিতেছে, ঐ প্রাণই জীবের জীবন; উক্ত চলাচল বন্ধ হইলে জীবনও শেষ হইয়া যায়; সুতরাং প্রাণই জীবের জীবনস্বরূপ রহিয়াছে। তপস্বিগণের মধ্যে আমি তপঃস্বরূপে আছি, অর্থাৎ তপোলোকরূপ আজ্ঞাচক্রে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারাই তপস্বী; আর তাঁহারা যে বস্তুর ধ্যানরূপ তপঃ সর্ব্বদা সাধন করিয়া থাকেন, সেই বস্তুই আমি; একারণ আমিই তপস্বিগণের তপঃস্বরূপ।।৯

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।।১০

হে পার্থ, মাং সর্ব্বভূতানাং বীজং সনাতনং (নিত্যং) বিদ্ধি অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ (প্রজ্ঞা) তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি।।১০

হে পার্থ, আমাকে সর্ব্বভূতের বীজ এবং সনাতন অর্থাৎ নিত্য বলিয়া জানিও; আমি বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপে আছি।।১০

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (২য় অঃ ৫৫তম শ্লোকে পার্থ শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); আমিই সর্ব্বভূতের বীজ, অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্মকর্ত্তৃকই কূটস্থ গহ্বরান্তর্গত ব্রহ্মযোনি হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যক্ত হইয়াছে (৩য় অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); একারণ স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাই সনাতন ব্রহ্ম ও সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপ (১৪শ অঃ ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আমি বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি অর্থাৎ যুক্তবুদ্ধিশালী যে সকল ব্যক্তি, আমি সেই সেই ব্যক্তির

আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি (অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞান); আর তেজস্বিদিগের আমি তেজঃস্বরূপ, অর্থাৎ তেজোযুক্ত যে সূর্য্যাদি জ্যোতিঃসমূহ স্থির প্রাণরূপ আত্মাই, সেই সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলের জ্যোতিঃস্বরূপ (অর্থাৎ প্রকাশক); কারণ বাহিরের যাবতীয় জ্যোতিই তাঁহা হইতে—তাঁহার জ্যোতিই আত্মজ্যোতিঃ (তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ); আর তিনিই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য; যেহেতু প্রাণের একটি নাম আদিত্য (প্রমাণ ছান্দোগ্য উপনিষৎ); প্রাণরূপী সূর্য্য সপ্তাশ্বযুক্ত রথে প্রকাশিত হন, (১০ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্যোক্ত ৭ বায়ুর প্রকাশরূপে সপ্তাশ্বযুক্ত দেহরথে প্রাণরূপী আদিত্য প্রকাশমান আছেন); ঐ প্রাণ হইতেই দিবাকররূপ সূর্য্যের জ্যোতিঃ বা তেজঃ এবং স্থিরপ্রাণ-রূপ আত্মা হইতেই সূর্য্য বহির্জগৎরূপ রথে প্রকাশমান রহিয়াছেন। মূলাধারের উর্দ্ধ হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত আত্মার প্রকাশরূপ ব্যক্ত ভাব, কিন্তু আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে যে স্থান, তথায় অব্যক্ত ভাব; সেখানে আত্মার ব্যক্ত ভাব নাই; একারণ তথায় চন্দ্র সূর্য্যেরও ব্যক্ত ভাব নাই; মূলাধারের উর্দ্ধ হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত আত্মার ব্যক্তভাবরূপ প্রকাশ থাকায় ইহার মধ্যে ঈড়া-পিঙ্গলারূপ চন্দ্র-সূর্য্যেরও প্রকাশ রহিয়াছে; যেখানে তাহার ব্যক্তভাব নাই, সেখানে বস্তুজাত কিছুই নাই, সবই অব্যক্ত; অতএব তাঁহার প্রকাশরূপ জ্যোতিতেই সমস্ত (১৫শ অঃ ১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); একারণ বলিতেছেন, আমি তেজস্বিদিগের তেজঃ-স্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছি।।১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।।১১

হে ভরতর্ষভ, অহং বলবতাং কামরাগবিবর্জ্জিতং (কামঃ কামনা, রাগঃ আসক্তিঃ; তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং) বলং (স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যম) [অস্মি]; ভূতেষু (প্রাণিষু) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (আত্মকর্ম্মণা প্রবোধরূপ পুত্রোৎপত্ত্যুপযোগী) কামঃ অস্মি।।১১

হে ভরতর্ষভ—আমি বলবান্দিগের কামরাগসম্পর্কশূন্য বল; অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা প্রাপ্ত সামর্থ্য এবং প্রাণিগণে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ কাম, অর্থাৎ আত্মকর্ম্মদ্বারা প্রবোধরূপ পুত্রোৎপত্তির উপযোগী কামরূপে অবস্থিত আছি।।১১

তাৎপর্য্য।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন (ভরত ৩য় অধ্যায় ২৫শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য), যে বলের দ্বারা স্বধর্ম্মরূপ আত্মধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; আমি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারিরূপ বলবান্দিগের সেই বল, অর্থাৎ যোগবল, এই যোগবলই প্রকৃত বল এবং ইহাই কামনারূপ কাম ও আসক্তিরূপ রাগশূন্য (কামরাগশূন্য) বল। আমি প্রাণিসকলে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধকাম (আত্মকাম) রূপে অবস্থিত রহিয়াছি অর্থাৎ অর্থাৎ যে কামদ্বারা প্রবোধরূপ পুত্র (জ্ঞান) উৎপন্ন হইয়া থাকে, আমি সেই কাম,

[আত্মপ্রাপ্তি বিষয়ে থাকিলে প্রাণকর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় জ্ঞানলাভ হয় এবং আত্মপ্রাপ্তির কামনাই আত্মকাম]।।১১

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি।।১২

যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ (শমদমাদয়ঃ)) রাজসাঃ (হর্ষদর্পাদয়ঃ) তামসাঃ (শোকমোহাদয়ঃ), চ ভাবাঃ তান্ সর্ব্বান্ মত্তঃ এব ইতি বিদ্ধি; অহং তেষু ন [বর্ত্তে], তে তু ময়ি [বর্ত্তন্তে]।।১২

যে সকল সাত্ত্বিকভাব (শমদমাদি), রাজসিকভাব, (হর্ষদর্পাদি) এবং তামসিকভাব, (শোকোমোহাদি), সে সকল আমা হইতেই উৎপন্ন জানিও; আমি সে সকলে নাই, কিন্তু সে সকল আমাতে আছে।।১২

তাৎপর্য্য।—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন; মূলাধার হইতে নাভির নীচে পর্য্যন্ত তমোগুণের স্থান; নাভি হইতে কণ্ঠের নীচে পর্য্যন্ত রজোগুণের স্থান; এবং কণ্ঠ হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত সত্ত্বগুণের স্থান; প্রাণের চঞ্চলাবস্থারূপ মন যখন যে গুণের স্থানে থাকে তখন জীবের তদনুযায়ী ভাব হয়; মন যখন সত্ত্ব গুণের স্থানে থাকে, তখন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়; যখন রজস্তমো গুণের স্থানে থাকে, তখন রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন হয় এবং উক্ত ভাবানুযায়ী শম, দম, হর্ষ, দর্প, শোক, মোহ ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ মন যখন তামসিক ভাবাপন্ন থাকে, তখন শোকমোহাদির জ্বালা ভোগ করে; যখন রজোগুণের স্থানে রাজসিকভাবে থাকে, তখন হর্ষ ও দর্পাদিতে অভিভূত থাকে এবং যখন সত্ত্বগুণের স্থানে থাকে, তখন শম (অন্তঃকরণের স্থিরতা); দম (দমন করা—ইন্দ্রিয় সংযম শক্তি) ইত্যাদি সাত্ত্বিকভাবে থাকে; আর যখন সত্ত্বগুণেরও উর্দ্ধ স্থানরূপ গুণাতীত স্থানে মন থাকে তখন মনের লয় অর্থাৎ ভাবাতীত অবস্থা; সে অবস্থায় আর সত্ত্বাদি কোন ভাবই থাকে না; কিন্তু জীবের সে অবস্থা হয় কই? জীব সর্ব্বদা ত্রিগুণে জড়িত হইয়া আছে এবং ইহার ফলানুযায়ী সুখদুঃখাদি সতত ভোগ করিতেছে; জীব যখন তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া গুণাতীত স্থানে অবস্থিতি করিবে, তখনই উক্ত ভাবাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে; তিনগুণের উৎপত্তি, চঞ্চল প্রাণ হইতে, যাহার প্রাণবায়ু আজ্ঞাচক্র হইতে নাভি পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে (অর্থাৎ নাভিতে গিয়াই স্থির হইতেছে; তন্নিম্নে আর যাইতেছে না) সে তমোগুণকে অতিক্রম করিয়াছে, ঐরূপ যাহার আজ্ঞাচক্র হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত যাতায়াত হইতেছে (অর্থাৎ কণ্ঠে গিয়াই প্রাণবায়ু স্থির হইতেছে) সে রজস্তমো অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সত্ত্বগুণে রহিয়াছে, আর

যাহার প্রাণবায়ু আজ্ঞাচক্রের নীচে কণ্ঠেও নামিতেছে না অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে গিয়া স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিই তিনগুণকে অতিক্রম করিয়াছেন; তাহারই ভাবাতীত অবস্থা; উপরিউক্ত তিনগুণ, প্রাণরূপী আত্মা হইতেই, অর্থাৎ উহা তাঁহারই গুণ, তাঁহার ঐ সকল গুণাদি রহিয়াছে, কিন্তু তিনি উহাতে লিপ্ত নহেন; যেহেতু তিনি গুণাতীত নিরঞ্জন ব্রহ্ম তিনি স্থিরব্রহ্মরূপে গুণাতীত বিজ্ঞানপদরূপ ঊর্দ্ধস্থানে অবস্থিত রহিয়াছেন; গুণের কার্য্য সকল তাঁহার চঞ্চলা প্রকৃতি কর্ত্তৃকই সাধিত হইতেছে; একারণ বলিতেছেন "গুণ সকল আমাতে আছে, কিন্তু আমি তাহাতে নাই"।।১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্।।১৩

এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ (সত্ত্বাদিগুণবিকারৈঃ) ভাবৈঃ মোহিতম্ ইদং সর্ব্বং জগৎ এভ্যঃ (ভাবেভ্যঃ) পরং (এতেষামতীতম্) অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) মাং ন অভিজানাতি।।১৩

এই ত্রিবিধগুণময় (সাত্ত্বিকাদি) ভাব সকল কর্ত্তৃক মোহিত এই সমুদয় জগৎ এই সকল ভাবের অতীত এবং নির্ব্বিকার আমার স্বরূপ জানিতে পারে না।।১৩

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ তিন গুণের ভাবে সমুদয় জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে; এই মুগ্ধতাহেতু আমাকে জানিতে পারে না অর্থাৎ সকল ভাবের অতীত যে পরম অক্ষর আমি (গুণাতীত নিরঞ্জন) অব্যক্ত ব্রহ্ম, আমার এই অব্যক্ত অংশ ঐ মোহিত ব্যক্তিগণ জানিতে পারে না। সূর্য্যের কিরণ যেমন জলে পড়িলেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; শূন্যে উহা লক্ষিত হয় না; সেইরূপ আত্মা ছাড়িয়া জীব প্রকৃতির গুণে মুগ্ধতাহেতু জড় রূপাদিতে মোহিত রহিয়াছে বলিয়া শূন্যস্বরূপ আত্মার অব্যক্ত অংশ জানিতে পারিতেছে না; কিন্তু শূন্যস্বরূপ আত্মব্রহ্মকে জানিয়া তাঁহাতে থাকিতে পারিলে গুণাতীত হওয়া যায় এবং তখন আর রূপাদিতে মুগ্ধতাভাব থাকে না।।১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।১৪

এষা গুণময়ী (সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা) দৈবী (অলৌকিকী) মম মায়া হি (নিশ্চিতং) দুরত্যয়া (দুস্তরা); যে মামেব প্রপদ্যন্তে (প্রাপ্নবন্তি) [গুরূপদিষ্টেন উপায়েন কর্ম্মযোগেন ইতি শেষঃ] তে এতাং মায়াং তরন্তি।।১৪

এই সত্ত্বাদিগুণ বিকারময়ী অলৌকিক আমার মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা; যাঁহারা [কর্ম্মযোগদ্বারা] আমাকেই পান, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করেন।।১৪

তাৎপর্য্য।—এই সাত্ত্বিকাদিগুণ বিকারময়ী, কারণ ঐ সকল গুণে মুগ্ধতা কর্ত্তৃক মনের বিকার ঘটিয়া থাকে, (বিকার—৩য় অঃ ৮ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); সাত্ত্বিকাদি

গুণময় আমার যে দৈবীমায়া, তাহা দুস্তরা, অর্থাৎ গুণাদি দেবগণ কর্ত্তৃক মুগ্ধতারূপ যে দৈবীমায়া উহা আমারই মায়া এবং ঐ মায়া অতিক্রম করা বড় কঠিন; একারণ দুস্তরা; যাঁহারা আত্মকর্ম্ম করিয়া কর্ম্মযোগ দ্বারা আমাকে (গুণাতীত পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হন, তাঁহারা গুণের অতীতস্থানে (আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে) স্থিতি লাভ করিয়া গুণের অতীত ভাব প্রাপ্ত হইয়া ঐ দুস্তরা মায়া অতিক্রম করেন।।১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।১৫

দুষ্কৃতিনঃ (পাপশীলাঃ) মূঢ়া নরাধমাঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ মাং ন প্রপদ্যন্তে।।১৫

পাপশীল বিবেকহীন নরাধমগণ মায়াদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া আসুরিক-ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় আমাকে পায় না।।১৫

তাৎপর্য্য।—যাহারা সর্ব্বদাই অধোদেশেই পড়িয়া রহিয়াছে (ঊর্দ্ধে কূটস্থে থাকিতে চায় না), এইরূপ নরাধম, পাপশীল (ইচ্ছার দাস), যে-সকল বিবেকহীন ব্যক্তি [বিবেক-আসক্তিহীন (অনুরাগশূন্য) অবস্থা], তাহারা তিন গুণের মায়ায় মুগ্ধতা বশতঃ হতজ্ঞান হইয়া আসুরিক ভাবাপন্ন হয় (আসুরিক-ভাব-১৬শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য), একারণ ভাবাতীত আমাকে (নিরঞ্জন-ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে) পায় না।।১৫

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।।১৬

হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন, আর্ত্তঃ (রোগাদ্যভিভূতঃ) জিজ্ঞাসুঃ (আত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ) অর্থার্থী (ঐহিক-পারলৌকিক-ভোগার্থমর্থকামী) জ্ঞানী চ [ইতি] চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে।।১৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন, আর্ত্ত (রোগাদিতে অভিভূত) আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী (ইহলোক পরলোকে ভোগসাধন-ভূত অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছুক) এবং আত্মজ্ঞানী এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তিরা আমাকে ভজনা করেন।।১৬

তাৎপর্য্য।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন—(ভর + তন্—বিস্তার করা অর্জ্জুনরূপ তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণদ্বারা প্রাণাপানের কার্য্য ঠিকভাবে চালিত হইয়া ক্রিয়ার বিস্তার হইতেছে, একারণ অর্জ্জুনকে ভরতশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন)। আর্ত্ত অর্থাৎ ভবরোগে কাতর ব্যক্তি; আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি অর্থাৎ সদ্গুরুসমীপে আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি (জিজ্ঞাসু ৬ষ্ঠ অঃ ৪৪শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য); অর্থার্থী

ব্যক্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির আশায় যিনি প্রাণকর্ম্ম করিতেছেন, এইরূপ (মোক্ষের আশারূপ) অর্থার্থী ব্যক্তি। আত্মজ্ঞানা ব্যক্তি অর্থাৎ আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া 'জ্ঞানী' পদবাচ্য যে ব্যক্তি, এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী (সু—ব্রহ্ম, তাঁহাতে যাঁহারা থাকিতে ইচ্ছুক; তাঁহারাই সুকৃতিশালী) ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মরূপ সাধন দ্বারা আমার আরাধনা করেন।।১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।।১৭

তেষাং [মধ্যে] নিত্যযুক্তঃ (সদা মন্নিষ্ঠঃ একভক্তিঃ (একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ) জ্ঞানী বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) অহং হি জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ সচ মম প্রিয়ঃ।।১৭

তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান ও একমাত্র আমাতে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয়।।১৭

তাৎপর্য্য।—[পূর্ব্বশ্লোকোক্ত] চারি প্রকার ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানী সর্ব্বদা আত্মাতে লাগিয়া আছেন এবং জ্ঞানী আত্মাতে একমাত্র ভক্তিবিশিষ্ট (একভক্তি অর্থাৎ যে অবস্থায় 'আমি' থাকে না, জ্ঞানী আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া এতেই মগ্নচিত্ত আত্মধ্যানমগ্নাবস্থায় অহংরাহিত্যভাব হইয়া তখন এক বলিবারও কিছু থাকে না; কারণ 'আমি' না থাকায় তখন এক বলে কে? এই ধ্যানমগ্নাবস্থাই একভক্তির অবস্থা), এইরূপ একভক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানী আমার অতিশয় প্রিয়, এবং আত্মাও জ্ঞানী ব্যক্তির অতি প্রিয় অর্থাৎ আপনিই আপনার প্রিয়; যেহেতু এক ব্যক্তির মন যদি অপর ব্যক্তির মনের সহিত এক হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন উভয় ব্যক্তিই উভয়ের প্রিয় হয়, তদ্রূপ যাহার চঞ্চল মন স্থির প্রাণকে প্রত্যক্ষ করিয়া উহাতেই যুক্তরূপে আত্মধ্যানেই মগ্ন, সে আপনিই আপনার প্রিয়।।১৭

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্।।১৮

এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ (মহান্তঃ) জ্ঞানী তু আত্মা এব [ইতি] মে মতম্; হি (যস্মাৎ) যুক্তাত্মা সঃ তনুত্তমাং (সর্ব্বোৎকৃষ্টাং) গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্)।।১৮

ইঁহাদের সকলেই মহান; কিন্তু জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ এই আমার মত; যেহেতু মদেকচিত্ত সেই জ্ঞানী সর্ব্বোত্তমা গতি আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন।।১৮

তাৎপর্য্য।—(১৬শ শ্লোকোক্তরূপ) আমার আরাধনাকারী চারি প্রকার ব্যক্তিই মহান; কিন্তু তন্মধ্যে 'জ্ঞানী' পদবাচ্য যিনি, তিনি আত্মার স্বরূপ ইহাই আমার মত; কেননা অপর তিন ব্যক্তি আত্মাকে প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মের অবস্থায় থাকিয়া প্রাণকর্ম্মরূপ সাধনের দ্বারা আরাধনা করিতেছেন, কর্ম্মের অতীতাবস্থার প্রত্যক্ষতারূপ জ্ঞান তাঁহাদের হয় নাই; কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি কর্ম্মের অতীতাবস্থা বিদিত হইয়া ঐ অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া আরাধনা করিতেছেন অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় জ্ঞান লাভে আত্মাতেই চিত্ত নিমগ্ন করিয়া মদেকচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তমা গতি আত্মাকেই তিনি আশ্রয় করিয়াছেন এবং আত্মাতেই মন নিযুক্ত হওয়ার দরুণ অহংভাব-রহিত হইয়া আত্মাতেই মিশিয়া যাওয়ারূপ আত্মার (অর্থাৎ আমার) স্বরূপ হইয়াছেন; যেমন কোন ঝরণার জল গঙ্গায় গিয়া মিলিত হইলে, উহা আর অপর জল বলিয়া গণ্য হয় না; ঐ জল গঙ্গাজলের স্বরূপ বলিয়া গণ্য হয়; তদ্রূপ উপরিউক্তরূপে যিনি আত্মাতে মিশিয়া যান, তিনি আত্মস্বরূপ বলিয়াই গণ্য হন। একারণ উক্ত হইতেছে—"জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ"।।১৮

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।।১৯

বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান সর্ব্বং (ইদং চরাচরং) বাসুদেবঃ ইতি [বুদ্ধা] মাং প্রপদ্যতে; স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ।।১৯

বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ 'এই চরাচর বিশ্বই বাসুদেব' এই জ্ঞানে আমাকে প্রাপ্ত হন; তেমন মহাত্মা সুদুর্ল্লভ।।১৯

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত 'জ্ঞানী' পদবাচ্য যিনি, তিনি বহুজন্ম তপস্যারূপ আরাধনা করিয়া তৎপরে 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই জ্ঞানে আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ মুখের কথায় জ্ঞানী হওয়া যায় না; জন্ম জন্ম আরাধনার দ্বারা তবে জ্ঞানবান্ হওয়া যায়; এই প্রকার 'জ্ঞানী' পদবাচ্য হইতে পারিলে, তখন সমুদয় বিশ্বই বাসুদেবময় জ্ঞান হইয়া থাকে; এইরূপ জ্ঞানাবস্থাপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি, তাঁহার মতন মহাত্মা অতি দুর্ল্লভ। 'জ্ঞানী' পদবাচ্য ব্যক্তি বহুজন্ম-রূপ বহুবার প্রাণ কর্ম্মের দ্বারা 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই জ্ঞানে আত্মাকে প্রাপ্ত হন; বহিঃপ্রাণায়ামে জ্ঞান হয় না; আন্তরিক যে প্রাণ কর্ম্ম সাধন আছে তদ্দ্বারাই জ্ঞান হইয়া থাকে, মনুষ্যের প্রতি মিনিটে ১২ হইতে ১৫ বার পর্য্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে যে অজপা জপ হইতেছে, ইহাই বহিঃপ্রাণায়াম-রূপ [জীবের] আয়ু; যিনি যতবার এই বহিঃপ্রাণায়াম করার পুঁজি-রূপ আয়ু আনিয়াছেন, তাঁহার সংখ্যাপূর্ণ-রূপ আয়ু পূর্ণ হইলেই দেহত্যাগ হইয়া থাকে; উক্ত বহিঃপ্রাণায়াম-রূপ

শ্বাস প্রশ্বাসের বহির্মুখ গতি নিবারণ করিয়া অন্তর্মুখ গতি-রূপ অন্তঃপ্রাণায়াম বহুপরিমাণে করিতে পারিলে ইচ্ছার নাশ হইয়া জ্ঞানাবস্থা লাভ হইয়া থাকে; এ অবস্থায় দেহত্যাগের পর বর্ত্তমান অবস্থা-রূপ জন্ম আর হয় না; বহুজন্ম-রূপ বহু অন্তঃপ্রাণায়াম করায় ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; সুতরাং এইরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ।।১৯

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।।২০

তৈঃ তৈঃ (পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ) কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতবিবেকাঃ) [জনাঃ] [তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়মঃ উপাসনাদিলক্ষণঃ] তং তং নিয়মম্ আস্থায় (স্বীকৃত্য) স্বয়া (স্বকীয়য়া) প্রকৃত্যা নিয়তাঃ [সন্তঃ] [মাং বিহায়] অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে।।২০

[পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদি বিষয়ক] সেই সেই কামনায় হৃতজ্ঞান ব্যক্তিরা সেই সেই দেবতার আরাধনে [উপবাসাদি যে যে নিয়ম আছে] সেই সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রকৃতিতে নিয়মিত হইয়া [আমাকে ছাড়িয়া] অন্য দেবতা সকল ভজনা করিয়া থাকে।।২০

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 'সমস্ত জগতই বাসুদেবময়' এরূপ জ্ঞান যাঁহার হয়, তাঁহার মতন মহাত্মা সুদুর্লভ; বর্ত্তমান জীবসমুদয় কামনার দাস; এ কারণ তাহারা পুত্র, কীর্ত্তি, শত্রুজয় ইত্যাদি কামনাতে হতজ্ঞান হইয়া নানাবিধ কামনা করিয়া নানা দেবতা ভজন করিয়া থাকে এবং উপবাসাদি নিয়ম অবলম্বন করিয়া (৪র্থ শ্লোকোক্ত) চঞ্চলা প্রকৃতিতে নিয়মিত হইয়া গুণাদি দেবগণের ভজনা করিয়া থাকে; গুণাতীত পরমপুরুষ যে স্থির প্রাণরূপ আত্মা, তাঁহার ভজনা করে না; কেননা তাহারা উক্ত প্রকৃতির বশীভূত বলিয়া সত্ত্বাদি গুণে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; আত্মায় তাহাদের লক্ষ্য নাই সুতরাং তাহারা নানা কামনায় মত্ত হইয়া নানা দেবতার উপাসনা করিতেছে। কোথাও বা অগ্নিভয়ে রজোগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মার উপাসনা, কোথাও বা সুখভোগ কামনায় সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণুর উপাসনা, কোথাও বা বিপদ উদ্ধার কামনায় তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্রের উপাসনা, কখন শত্রুজয় কামনায় চণ্ডীমূর্ত্তির আরাধনা, কখন সন্তান-কামনায় ষষ্ঠীমূর্ত্তির আরাধনা, কখন বা রোগভয়ে শীতলামূর্ত্তির আরাধনা, এইরূপে নানাবিধ কামনায় নানা দেবতার উপাসনা করিতেছে এবং সকল দেবের দেব যে পরম পুরুষ, যিনি দেবদেবী বা সর্ব্বব্রহ্মময় রূপে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই সর্ব্বাভ্যন্তরস্থ আত্মাকে ভুলিয়া রহিয়াছে; প্রাণকর্ম্মরূপ প্রকৃত উপাসনা (প্রাণেরই উপাসনা) ইহা তাহাদের নাই; এই হেতু উক্ত হইতেছে, তাহারা আমাকে ছাড়িয়া

অর্থাৎ ঐ সমস্তের মূলে যে আমিই রহিয়াছি [ঐ মূলে লক্ষ্য হারা হইয়া] আমাকে ঐ প্রকৃতরূপে উপাসনা না করিয়া অন্য অন্য নানা দেবতারূপেই আমায় ভজনা করিয়া থাকে।।২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।২১

যো যো ভক্তঃ যাং যাং [দেবতারূপাং] তনু শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি (প্রবর্ত্ততে) অহং তস্য তস্য [তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং] তাম এব অচলাং (দৃঢ়াং) শ্রদ্ধাং বিদধামি।।২১

যে যে ভক্ত দেবতারূপ যে যে মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই সেই মূর্ত্তি-বিষয়ক তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি।।২১

তাৎপর্য্য।—যাহারা আমার যে যে দেবতারূপের ভক্ত এবং যে যে দেবতার অর্চ্চনা করে, আমি তাহাদের অর্চ্চনানুযায়ী সেই দেবতারূপের প্রতিই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করি; কেননা সে সমস্ত (ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ অর্পিত) অর্চ্চনা সকল আমাতেই যাইতেছে; যেহেতু আমিই গুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে রহিয়াছি, —সত্ত্বাদি গুণ সকল আমারই গুণ, —আমিই সব; তবে দেবতা অর্চ্চনাকারিগণ 'সবই ব্রহ্মময়' ইহা অবিদিত থাকিয়া এবং গুণাদিতে মুগ্ধ হইয়া অর্চ্চনা করে মাত্র [৯ম অঃ ২৩।২৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য], শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঐ দেবার্চ্চনা করিতে করিতে কালে চিত্ত শুদ্ধি হইলে সদ্গুরু লাভ হয় এবং তৎকৃপায় গুণাতীত আমাকে পাইয়া থাকে; যেমন রামপ্রসাদ সেনের দৃষ্টান্ত, প্রথমে কালী মূর্ত্তি উপাসনা করিতে করিতে পরে তাঁহার সদ্গুরু লাভ ঘটে এবং তিনি একজন সাধক বলিয়া বিখ্যাত হন; সদগুরু লাভের পর তাঁহার দ্বারা অন্য প্রকার সঙ্গীতও রচনা হয়, যথা "এবার এক ভাব ভেবেছি। এক ভাবির কাছে ভাব শিখেছি। যে দেশে রজনী নেই মা, সেই দেশের এক' লোক পেয়েছি। এখন তারার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ভুলেছি" ইত্যাদি। সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেনের ন্যায় শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যেমন মূর্ত্তির অর্চ্চনা করে, ভগবান তাহার সেই শ্রদ্ধানুযায়ী সেই মূর্ত্তি-বিষয়ক তাদৃশই দৃঢ় শ্রদ্ধা বিধান করেন।।২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্।।২২

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [সন্] তস্য (তনোঃ) আরাধনম্ ইহতে (করোতি); ততঃ (অনন্তরং) ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ (সঙ্কল্পিতান্) হি (নিশ্চিতং) লভতে চ।।২২

সেই ভক্ত সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার (মূর্ত্তির) আরাধনা করে; তদনন্তর আমাকর্ত্তৃক বিহিত সেই সেই কামনা সকল লাভ করে।।২২

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্তরূপ সেই দেবতাভক্ত বা আরাধনাকারী ব্যক্তি, সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া যাহা যাহা কামনা করে, তৎসমুদয় আমা হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ যে যে বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করে সে তাহাই লাভ করে, যাহারা কামনা সিদ্ধির জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধারূপ পরিশ্রমের দ্বারা উপাসনা করে, তাহারা পরিশ্রমের সাফল্যরূপে ভগবান হইতে কামনার বিষয় সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে; আর সদ্‌গুরুর কৃপায় যাহারা শ্রদ্ধার সহিত মূলবস্তুরূপ আত্ম-নারায়ণের উপাসনা করে, তাহারা তাঁহাকেই (সেই আত্ম-নারায়ণকেই) পাইয়া থাকে [পরশ্লোক দ্রষ্টব্য]।।২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।২৩

তু (কিন্তু) অল্পমেধসং (পরিচ্ছিন্নদৃষ্টিনাং তেষাং) তৎ ফলং অন্তবৎ (বিনাশি), দেবযজঃ [অন্তবতঃ] দেবান্ যান্তি, মদ্ ভক্তাঃ [অনাদ্যন্তং পরমানন্দং] মাং যান্তি।।২৩

কিন্তু ক্ষুদ্রদৃষ্টি যাহাদিগের সেই ফল বিনাশশীল। দেবযাজীরা অন্তবিশিষ্ট দেবদণকে প্রাপ্ত হয়; আমার ভক্তগণ [অনাদি অনন্ত পরমানন্দরূপ] আমাকে পান (অর্থাৎ আমিই হইয়া যান)।।২৩

তাৎপর্য্য।—কিন্তু ক্ষুদ্রদৃষ্টিশীল তাহাদের সেই ফল বিনাশশীল অর্থাৎ [পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ] আমাকর্ত্তৃক বিহিত কামনা সকল লাভ করে, তাহা কিন্তু বিনাশশীল; যেহেতু কামনা সফল-রূপে কাম্য বস্তু যাহা লাভ করা যায় উহা অস্থায়ী, অর্থাৎ আজ আছে কাল থাকিবে না; কোন সময়ে দেবার্চ্চনা করিয়া একটি কন্যা কামনা করিয়া উহা লাভ করিলাম, কিন্তু কিছুদিন পরে সে কালগ্রাসে পতিত হইল, এইরূপ ক্ষুদ্রদৃষ্টি মানবের কামনাকৃত ফল সকলই বিনাশশীল; দেবার্চ্চনাকারী দেবযাজীরা গুণাদিদেবগণকে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যাহার অন্ত আছে এমন যে সত্ত্বাদিগুণ সকল দেবযাজীরা সেই গুণেতেই আবদ্ধ; আর যাঁহারা সতত আত্মধ্যানে লাগিয়া থাকিয়া আপনাতে আপনি মগ্ন, এমন আত্মভক্তগণ অনাদি অনন্ত (যাঁহার আদিও নাই অন্তও নাই) পরমানন্দরূপ সেই স্থিরপ্রাণরূপ পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ গুণের অতীত পদে লয় হইয়া পরমাত্মায় মিশিয়া আত্মস্বরূপ হইয়া যান।।২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।২৪

অবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধয়ঃ) মম অব্যয়ম্ (নিত্যম্) অনুত্তমং (সর্ব্বোত্তমং) পরং ভাবম্ (স্বরূপম্) অজানন্তঃ অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীতং) মাং ব্যক্তিম্ (মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবম্) আপন্নং (প্রাপ্তং) মন্যন্তে।।২৪

অল্প বুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য সর্ব্বোত্তম পরমস্বরূপ না জানিয়া মায়াতীত আমাকে ব্যক্তিভাব (মনুষ্য-মৎস্য-কূর্ম্মাদি স্থূলরূপে প্রকাশময়ভাব) প্রাপ্ত মনে করিয়া থাকে।।২৪

তাৎপর্য্য।—অল্প বুদ্ধি যে সকল মানব, তাহারা আমাকে মনুষ্য, মৎস্য, কূর্ম্ম ইত্যাদি ব্যক্তিভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকে; কিন্তু ভাবাতীত নিরঞ্জনরূপ আমার যে সর্ব্বোত্তম পরমস্বরূপ আছে, [যাহা মায়ার অতীত এবং নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান] সেই পরমভাব তাহারা জানে না।।২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।।২৫

অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়াসংচ্ছন্নঃ) সর্ব্বস্য [সম্বন্ধে] প্রকাশঃ ন [ভবামি]; মূঢ় (অজ্ঞানমোহিতঃ) অয়ং লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি।।২৫

আমি যোগমায়ায় সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি; মূঢ় (অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন) এই জীবলোক জন্মরহিত ও নিত্যস্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না।।২৫

তাৎপর্য্য।—'আমি' যোগমায়ায় সমাবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি; যোগমায়া অর্থাৎ যোগ— 'আমি' 'আমার' রহিত স্থির সাম্যাবস্থা; মায়া—অলীক অর্থাৎ যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করা; কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরসাম্যভাবই যোগের অবস্থা এবং কর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থারূপ চঞ্চলভাবই মায়ার অবস্থা; এই চঞ্চলভাব ও 'আমি' 'আমার' বোধরূপ মায়া জীবের ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র আরম্ভ হয়; গর্ভাবস্থায় জীব সাম্যাবস্থারূপ স্থিতিতে থাকে; তখন 'আমি' 'আমার' বোধ থাকে না; সেই 'আমি' 'আমার' রহিত অবস্থাই যোগ; ঐ যোগাবস্থা হইতে চ্যুত হইয়া জীবের প্রাণের গতির চঞ্চলতা সুরু হয় এবং এই অবস্থায় সংসার-মায়ায় জীব আবৃত হয় [ইহাই যোগমায়া]; প্রাণের চঞ্চলভাবই মায়ার হেতু; এই চঞ্চলভাবে যুক্ত হইয়া [চঞ্চলাপ্রাণশক্তিরূপে] তিনি (স্থির নিরঞ্জন ব্রহ্ম) যোগমায়ায় সমাবৃত বলিয়া, সকলের নিকট প্রকাশ নহেন অর্থাৎ তাঁহার যে [পূর্ব্বশ্লোকোক্ত] পরম ভাব; তাহা সকলের

নিকট প্রকাশ নহে, কারণ উক্ত যোগমায়া অতিক্রম না করিতে পারিলে তাঁহাকে অবগত হওয়া যায় না এবং আপনাকে আপনি জানারূপ আত্মতত্ত্ব জানে না এমন যে মূঢ়জীবগণ তাহারা প্রাণের চঞ্চলভাবেই যুক্ত হইয়া সংসারমায়ায় জড়িত রহিয়াছে; একারণ আদি-অন্ত শূন্য জন্ম-রহিত যে নিত্যস্বরূপ (অর্থাৎ স্থির নিরঞ্জন ব্রহ্ম) তাহা তাহারা জানে না; যাঁহারা প্রাণের চঞ্চলভাব অতিক্রম করিয়া স্থির সাম্যাবস্থায় অবস্থিত তাঁহারা সেই নিরঞ্জন ব্রহ্মে লয় পাইয়াছেন; সুতরাং তাঁহারাই সেই পরমস্বরূপকে জানেন; মূঢ় জীবন উহা জানিতে পারে না।।২৫

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন।।২৬

হে অর্জ্জুন, অহঞ্চ সমতীতানি, (বিনষ্টানি) বর্ত্তমানানি, ভবিষ্যাণি চভূতানি (ত্রিকালবর্ত্তীনি সর্ব্বাণি স্থাবরজঙ্গমাদীনি) বেদ (বেদ্মি); মাং তুন কশ্চন (কোহপি) বেদ (বেত্তি)।।২৬

হে অর্জ্জুন, আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্ত্তী ভূত সকলকে জানি, কিন্তু আমাকে কেহই জানে না।।২৬

তাৎপর্য্য।—হে জীবভাবরূপ অর্জ্জুন, যাহারা গত হইয়াছে, বা আগত হইতেছে এবং বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই ত্রিকালবর্ত্তী ভূত সকলকে আমি জানি, অর্থাৎ জীব সমূহের তিনকালের সংবাদ (জীব কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথা যাইবে এবং কোথায় রহিয়াছে) আমি জ্ঞাত আছি; কিন্তু ভূত সকলের মধ্যে আমাকে কেহই জানেনা অর্থাৎ ভূত সকল আত্মভাবে না থাকিয়া ভূতভাবেই রহিয়াছে; সুতরাং তাহারা পরমাত্মভাবরূপ তাঁহাকে কীরূপে জানিবে? প্রাণের উর্দ্ধাধোগতিরূপ কাল যাহা চলিতেছে, এই গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহারা সর্ব্বদা কালেতে আছেন, তাঁহারা তিনকালের সংবাদ রাখেন অর্থাৎ ঐকালের উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যাবস্থার তত্ত্ব তাঁহারা জানেন; এইরূপ যোগী ব্যতীত তিনকালের সংবাদ কেহ রাখিতে পারে না; একারণ সেই কালাতীত স্থির ব্রহ্মকে জানিতেও পারে না।।২৬

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ।।২৭

হে পরন্তপ ভারত, স্বর্গে (রজোগুণে বিবৃদ্ধে সতি) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (অনুকূলে ইচ্ছা, প্রতিকূলে চ দ্বেষঃ, তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতঃ তেন) দ্বন্দ্বমোহেন (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তঃ যো মোহ বিবেকভ্রংশঃ তেন) সর্ব্বভূতানি (সর্ব্বে জীবাঃ) সংমোহং যান্তি।।২৭

হে পরন্তপ ভারত, রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে জাত দ্বন্দ্বমোহ হেতু (শীতোষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বজনিত বিবেকভ্রংশ হেতু) সমুদয় জীব সংমোহ প্রাপ্ত হয়।।২৭

তাৎপর্য্য।—হে পরন্তপ ভারত (পরন্তপ ২য় অঃ ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ভারত ৩য় অঃ ২৫শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য); রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে ইচ্ছা এবং দ্বেষভাব হইতে যে দ্বন্দ্ব ও মোহ জন্মে (অর্থাৎ শীত-গ্রীষ্মাদি, সুখ-দুঃখ বোধ ও 'আমি আমার বোধরূপ মোহ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব—যাহা দ্বারা বিবেকরূপ বীতরাগ—[আসক্তিশূন্য] অবস্থা প্রাপ্ত হইতে দেয় না), সে দ্বন্দ্ব ও মোহকর্ত্তৃক জীবসকল সম্যক্ প্রকারে মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ 'আমি আমার' বোধরূপ মোহে সম্যকরূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।।২৭

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ।।২৮

যেষাং তু পুর্ণকর্ম্মণাং জানানাং পাপম্ অন্তগতং (বিনষ্টং) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন নির্ম্মুক্তাঃ বিরহিতাঃ) দৃঢ়ব্রতাঃ (একান্তিনঃ সন্তঃ) তে মাং ভজন্তে।।২৮

কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্ম্মকারী জনগণের পাপ নষ্ট হইয়াছে, যাঁহারা দ্বন্দ্বজনিত মোহ (বিবেকভ্রংশ) হইতে মুক্ত, তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন।।২৮

তাৎপর্য্য।—আত্মকর্ম্ম যাঁহারা করেন, তাঁহারাই পুণ্যকর্ম্মকারী; যেহেতু ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্তিই পাপ, যে কর্ম্মদ্বারা ঐ আসক্তিরূপ পাপ নষ্ট হয়, তাহাই পুণ্যকর্ম্ম, আত্মকর্ম্ম করিয়া যাঁহাদের উক্ত পাপ নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) দ্বন্দ্ব ও মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং দৃঢ়ব্রত (একান্ত যত্নপরায়ণ) হইয়া স্থিরপ্রাণরূপ আত্মার আরাধনা করিতেছেন।।২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্।।২৯

জরামরণমোক্ষায় (জরামরণয়োঃ নিরাসার্থং) [সদ্গুরূপদেশেন] মাম্ আশ্রিত্য যে যতন্তি (প্রযতন্তে) তে তৎ ব্রহ্ম, কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্, অখিলং (সরহস্যং) কর্ম্ম চ বিদুঃ (জানন্তি)।।২৯

জরামরণের নাশ জন্য [সদ্গুরূপদেশে] আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা [সাধনায়] প্রযত্ন করেন, তাঁহারা সেই ব্রহ্মকে, সমস্ত অধ্যাত্মকে (আত্মবিষয়ক রহস্যকে) এবং সরহস্য কর্ম্মকে জানেন।।২৯

তাৎপর্য্য।—ভবব্যাধিরূপ জরানাশের জন্য এবং জলৌকাবৎ (জীবের এক দেহ হইতে দেহান্তর-প্রাপ্তিরূপ) মরণের নাশের জন্য গুরূপদেশরূপ উপায় দ্বারা স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া (অর্থাৎ তাঁহাকেই ধরে থেকে) যাঁহারা সাধনায় প্রকৃষ্টরূপ যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা সেই স্থির ব্রহ্মকে এবং সমুদয় আধ্যাত্মিক (আত্মবিষয়ক) রহস্যকে ও আত্মরহস্য কর্ম্মকে জানেন।।২৯

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ।।৩০

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগঃ।

যে চ মাং সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালেহপি (মরণকালেহপি) মাং বিদুঃ।।৩০

যাঁহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত অবগত আছেন, আমাতে আসক্তচিত্ত সেই সকল ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন।।৩০

তাৎপর্য্য।—অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ [এবিষয়ে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে], ইহা যাঁহারা জানেন এবং ইহার সহিত আমাকে জানেন, তাঁহারাই আমাতে (আত্মাতে) আসক্তচিত্ত অর্থাৎ আপনাতে আপনি মগ্নরূপ আসক্ত; সেই সকল ব্যক্তি মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত সতত আত্মাতেই আসক্ত থাকায় মৃত্যুকালেও সেই আত্মাকে তাঁহারা বিস্মৃত হন না; অন্তকালে তাঁহাতেই আটকাইয়া থাকিয়া (চিদ্রূপে থাকিয়া) ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত হন।।৩০

ইতি জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ।

—অর্থাৎ—

জ্ঞান = জানা, বিজ্ঞান = বিশেষরূপে জানা, আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ার নাম জ্ঞান এবং পরমাত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ার নাম বিজ্ঞান, কূটস্থতত্ত্ব জানারূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা কূটস্থ উর্দ্ধস্থ পরমাত্মতত্ত্ব জানারূপ ব্রহ্মকে জানিয়া ঐ ব্রহ্মে (বিজ্ঞানপদে) লয় প্রাপ্তিরূপ মিলিত হইয়া যাওয়ার নামই জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ।

ইতি সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে।।১
অধিযজ্ঞ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ।।২

অর্জ্জুন উবাচ। হে পুরুষোত্তম, তৎ ব্রহ্ম কিম্? আধ্যাত্মং কিম্? কর্ম্ম কিম্? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্? কিং চ অধিদৈবম্ উচ্যতে? অত্র দেহে কঃ অধিযজ্ঞঃ? কথং (কেন রূপেণ) [অসৌ] অস্মিন্ দেহে [স্থিতঃ] ? হে মধুসূদন, প্রয়াণকালে চ (অন্তকালে চ) নিয়তাত্মভিঃ (নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ) কথং জ্ঞেয়ং অসি?।।১-২।।

অর্জ্জুন কহিলেন। হে পুরুষোত্তম—সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? আর কাহাকেই বা অধিদৈব বলে? অধিযজ্ঞ কে? কিরূপে তিনি এই দেহে অবস্থিতি করেন? হে মধুসূদন, অন্তকালে তুমি কি উপায়ে সংযতচিত্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞেয় হও?।।১-২।।

তাৎপর্য্য।—শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বরূপ জীবভাবাপন্ন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রকাশ হইল। হে পুরুষোত্তম, এই দেহরূপ পুরে বায়ুর (অজপারূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের) বিস্তার অবস্থারূপে যিনি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, সেই প্রাণপুরুষের উত্তম পরমাত্মরূপ (প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণরূপ) অবস্থাই পুরুষোত্তম (১০ম অঃ ১৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাঁহাকেই সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম এবং অধিভূত ঐ সকল কি? আর মৃত্যুকালে তুমি কি উপায় দ্বারা জ্ঞেয় হও? তাহা আমায় বল।।১-২।।

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।।৩

শ্রীভগবান্ উবাচ। পরমম্ [যৎ] অক্ষরং (জগতাং মূলকারণং) [তৎ] ব্রহ্ম;

স্বভাবঃ (স্বস্যৈব আত্মনঃ এব ভাব আত্মভাবঃ ইত্যর্থঃ) অধ্যাত্মম্ (আত্মানম অধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি উচ্যতে); ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (ভূতানাং ভাবঃ উৎপত্তিঃ উদ্ভবঃ "আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ" ইত্যাদ্যুক্তক্রমেন বৃদ্ধিঃ চ তৌ করোতি যঃ সঃ) বিসর্গঃ (দেবোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ) কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ (কর্ম্ম-শব্দবাচ্যঃ)।।৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন। পরম যে অক্ষর (যাহার ক্ষয় নাই অর্থাৎ জগতের মূলকারণ) তিনিই ব্রহ্ম; স্বভাবই (আত্মভাবই) অধ্যাত্ম বলিয়া উক্ত হয়; ভূত-ভাবোদ্‌ভবকর [ভূত সকলের ভাব (উৎপত্তি) ও উদ্ভব (ক্রমশঃ বুদ্ধি) এই উভয়কারী] বিসর্গ (দেবোদ্দেশে ত্যাগরূপ যজ্ঞ) কর্ম্ম-পদবাচ্য।।৩

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন (২য় অঃ ২য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য) যাঁহার ক্ষয় নাই, সেই স্থির প্রাণরূপ আত্মাই অক্ষর এবং পরমাত্মই পরম অক্ষর; তিনিই জগতের মূল কারণস্বরূপ এবং ব্রহ্মস্বরূপ, আর আত্মভাবকেই অধ্যাত্ম বলে এবং নৈষ্কর্ম্মের পরের অবস্থায় ভূত সকলের উৎপত্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিরূপ যে ভাব, তাহাই কর্ম্ম-শব্দবাচ্য অর্থাৎ বিসর্গের পরের অবস্থা, বিসর্গ বা প্রলয় অর্থাৎ যখন দেবোদ্দেশে (দিব্ শব্দে আকাশ আকাশ-তত্ত্বরূপ শূন্যমার্গে) মনের লয় হওয়ায় সঙ্কল্প-বিকল্পাদি সবই ত্যাগ হইয়া গিয়া ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অতীত অবস্থারূপ নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা হয়, সেই অবস্থাই বিসর্গ বা প্রলয়ের অবস্থা অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে লয়ই প্রলয় বা মোক্ষ; তখন আমি নাই, জগতও নাই, সবই ব্রহ্ম, সে সময় কিছুরই সত্তার উপলব্ধি হয় না; একারণ তখন প্রলয়; কিন্তু এই নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ প্রলয়ের অবস্থা হইতে চ্যুত হইলেই আবার কর্ম্ম আরম্ভ হয় এবং 'আমি' 'তুমি' ইত্যাকার জ্ঞান আসিয়া এই অবস্থায় ভূতের উৎপত্তি ও পোষণ হয়; নৈষ্কর্ম্ম্যের পরাবস্থারূপ এই অবস্থাই কর্ম্মের অবস্থা অর্থাৎ সাধক যখন নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থায় থাকেন, তখন কিছুই না থাকায় প্রলয় এবং সে অবস্থার পরের অবস্থা যাহা, (অর্থাৎ ভূতগণের সৃষ্টি ও পোষণকর) তাহাই কর্ম্ম-শব্দবাচ্য।।৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর।।৪

হে দেহভৃতাংবর, ক্ষরঃ (বিনশ্বরঃ) ভাবঃ (দেহাদিপদার্থঃ) [ভূতং প্রাণিমাত্রম্ অধিকৃত্য ভবতি অতঃ] অধিভূতম্ [উচ্যতে] পুরুষ (বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূত-সর্ব্বদেবানামধিপতিঃ) অধিদৈবতম্ [উচ্যতে] ; অত্র দেহে [অন্তর্য্যামিতয়া অবস্থিতঃ] অহমেব অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা)।।৪

হে দেহিশ্রেষ্ঠ, বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ ভূত অর্থাৎ প্রাণীমাত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থান করে, এজন্য তাহা অধিভূত (যে অবস্থায় 'আমি' 'আমার' থাকে); পুরুষ

অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী বিরাট, স্বীয় অংশভূত সমুদয় দেবগণের (ইন্দ্রিয়গণের) অধিপতি বলিয়া অধিদৈবত এবং এই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া অধিযজ্ঞ (প্রাণকর্ম্ম)।।৪

তাৎপর্য্য।—হে দেহিশ্রেষ্ঠ = দেহী অর্থাৎ আত্মা—প্রাণ, প্রাণের যে তেজঃ সেই তেজস্তত্ত্বদ্বারা মাধ্যাকর্ষণ রহিয়াছে (৩য় অঃ ২৫শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) এ কারণ তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জ্জুনকে দেহিশ্রেষ্ঠ সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, বিনশ্বর যে দেহাদি পদার্থ অর্থাৎ যাহা আজ আছে কিন্তু প্রাণের অভাব মাত্রেই কাল আর থাকিবে না, এরূপ দেহাদি পদার্থকে (অর্থাৎ প্রাণীদিগকে) স্থির প্রাণরূপ আত্মা অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছেন, এজন্য তিনি অধিভূত। আর সুর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী যে বিরাট অর্থাৎ যিনি বিশেষরূপে দীপ্তিমান, সেই জ্যোতির্ম্ময় কূটস্থ চৈতন্যই পুরুষ; তিনি নিজ অংশভূত গুণাদি দেবতাগণের অধিপতি অর্থাৎ তদংশভূত যে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না (সুষুম্না = সত্ত্বগুণ, ঈড়া = তমোগুণ, পিঙ্গলা = রজোগুণঃ এই তিন গুণই তিন দেবতা [যথা ত্রয়োদেবাস্ত্রয়োগুণাঃ] এবং কূটস্থ চৈতন্যরূপ আত্মাই এই দেবগণের অধিপতি (কেননা আত্মার অভাবে এ দেহে গুণাদি কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না এবং আত্মা সূর্য্যাদিরও প্রকাশক (১৫শ অঃ ১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); একারণ তিনিই অধিদৈবত এবং এই দেহে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত তিনিই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী (অবস্থিতিকারী) দেবতা অর্থাৎ দিব্ শব্দে আকাশ—আজ্ঞাচক্রস্থ শূন্যমার্গ; ঐস্থানে প্রাণকর্ম্মরূপ যজ্ঞের অবস্থিতি অর্থাৎ স্থিরতা হইয়া থাকে এবং আজ্ঞাচক্রস্থিত স্থির প্রাণরূপ আত্মাই যজ্ঞের অবস্থিতিকারী দেবতা; এই দেবতা বলিয়া তিনিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ তিনিই স্থির প্রাণরূপে যজ্ঞের অবস্থিতিরূপ অবস্থা; আবার তিনিই যজ্ঞরূপ (প্রাণকর্ম্মরূপ) অবস্থা অর্থাৎ তিনি অজপারূপ কর্ম্মের অবস্থায় চঞ্চল প্রাণরূপে রহিয়াছেন; একারণ তিনি প্রাণকর্ম্মরূপ যজ্ঞের অবস্থা; অতএব তিনিই প্রাণকর্ম্মরূপ অধিযজ্ঞ এবং প্রাণকর্ম্মরূপ যজ্ঞের অবস্থিতিকারী দেবতা বলিয়াও তিনি অধিযজ্ঞ।।৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।৫

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা (তক্ত্বা) যঃ প্রয়াতি সঃ মদ্ভাবং (মদ্রূপতাং) যাতি, [যত্র] সংশয়ঃ নাস্তি।।৫

অন্তকালে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই।।৫

তাৎপর্য্য।—দেহান্তকালে যিনি প্রকৃতরূপে ভগবৎ-স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার আর জন্ম হয় না, তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; এই স্মরণ অর্থে একবার তদ্রূপ কল্পনা করা নহে এবং বিনা সাধনে প্রকৃত স্মরণ হইবার নহে; প্রকৃত স্মরণের অবস্থায় জিহ্বা, চক্ষু, ওষ্ঠ, মন ও প্রাণ স্পন্দিত হয় না; সে অবস্থায় মূলাধার হইতে সত্ত্বগুণের স্থান পর্য্যন্ত [প্রাণবায়ুর ক্রিয়া-যোগদ্বারা] যেন ধনুকের মতন একটি টান থাকে; ইহাই প্রকৃত স্মরণের অবস্থা। ঐরূপে মন-প্রাণাদি স্থির করিয়া আত্মাতেই যুক্ত থাকিয়া প্রকৃতরূপ স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি স্থিতি প্রাপ্তিরূপে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তাঁহার বর্ত্তমান চঞ্চল আত্মার গতি রহিত হওয়ায় বর্ত্তমান আত্মা স্থির পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হয়; একারণ তাঁহার চঞ্চল আত্মার গতায়াতরূপ জন্ম-মৃত্যু আর থাকে না; উপরিউক্ত স্মরণের ক্ষমতা বিনা সাধনে হইবার নহে; নর্ত্তকীরা যেমন নিজ শিরঃস্থিত কলসের উপর মন রাখিয়া নাচিতে পারে, মুহূর্ত্তের জন্যও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, সেইরূপ ভগবানে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অর্থাৎ আত্মাতেই যুক্ত থাকিয়া যে অবস্থায় সকল কর্ম্ম করা যায়, সেই অবস্থাতেই প্রকৃত স্মরণরূপ ক্ষমতা হয়; যাঁহাদের সাধন-রূপ অভ্যাস-যোগদ্বারা উক্ত ক্ষমতা জন্মে, তাঁহারা অন্তকালে প্রকৃত প্রস্তাবে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া যান এবং দেহান্তে ভগবানকে প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ আত্মভাব প্রাপ্তিরূপে তদ্ভাবাপন্ন হন) ইহাতে আর সংশয় নাই।।৫

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।।৬

যং যম্ অপি বা [দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা] ভাবম্ অন্তে (অন্তকালে) স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি, হে কৌন্তেয়, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ (তস্য ভাবো ভাবনা, তেন ভাবিতঃ বাসিতচিত্তঃ) তং তম্ এব (স্মর্য্য-মাণং ভাবম্) এতি (প্রাপ্নোতি)।।৬

যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে লোকে দেহত্যাগ করে; হে কৌন্তেয়, সর্ব্বদা সেই ভাবে (ভাবনায়) চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় তাহারা সেই সেই ভাবই পায়।।৬

তাৎপর্য্য।—যাহার যে চিন্তায় সর্ব্বদা চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, সে মৃত্যুকালে সেই চিন্তা করিতে করিতেই দেহত্যাগ করে এবং যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে; সে দেহান্তে সেই সেই ভাবই পায়; ভরত রাজাই ইহার উপমাস্বরূপ; তিনি বিষয় বিভব ছাড়িয়া বনে গিয়া এক মৃগশিশুর মায়ায় আবদ্ধ হন এবং সর্ব্বদা মৃগশিশুর চিন্তাতেই তন্ময় হইয়া শেষে মৃত্যুকালেও তাহাকেই ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপে দেহত্যাগ হওয়ায়, পরজন্মে তিনি হরিণযোনি প্রাপ্ত হন।

ভরত রাজার ন্যায় যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়; অতএব অভ্যাস-যোগদ্বারা সর্ব্বদা ভগবৎ চিন্তায় রত থাকা দরকার।।৬

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্।।৭

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর (অনুচিন্তয়) যুধ্য চ, (যুধ্যস্ব চ, স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠ ইত্যর্থঃ); ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ (অর্পিতং মনঃ বুদ্ধিশ্চ যেন সঃ) [ত্বং] অসংশয়ং মামেব এষ্যসি (প্রপ্স্যসি)।।৭

অতএব সর্ব্বদা আমায় স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর (স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কর); আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে (অর্থাৎ তুমি 'আমিই' হইয়া যাইবে)।।৭

তাৎপর্য্য।—অতএব আমাকে সর্ব্বদা [৫ম শ্লোকোক্তরূপ] স্মরণ কর, এই স্মরণের বিষয় ১২শ অধ্যায়ের এবং ১৩শ অধ্যায়ের ২৪।২৫শ শ্লোকেও স্থানে স্থানে হরি অর্জ্জুনকে শুনাইয়াছেন, সাধন-সমররূপ যুদ্ধ করিয়া স্বধর্ম্মরূপ আত্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিতে পারিলে অর্থাৎ স্থির ব্রহ্মে মন ও বুদ্ধির লয় করিতে পারিলে, তুমি আমাকে পাইয়া আমিই হইয়া যাইবে; যেহেতু মনের লয় হইলে তৎসহিত অহংভাব রহিত হইয়া আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি এই আত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ারূপে আমাকে পাইলে 'আমিই' হইয়া যাইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই [৭ম অঃ ১৮শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য]।।৭

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্।।৮

হে পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসঃ এব যোগঃ তেন যুক্তেন একাগ্রেণ) নান্যগামিনা চেতসা দিব্যং (অলৌকিকং) পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ (ধ্যায়ন্) [তমেব] যাতি (প্রাপ্নোতি)।।৮

হে পার্থ, অভ্যাস-যোগদ্বারা একাগ্র এবং অনন্যগামী (চাঞ্চল্য রহিত) চিত্ত দ্বারা দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।।৮

তাৎপর্য্য।—বারোটি উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা সাময়িক একাগ্রতা হইয়া থাকে (২য় অঃ ৪২।৪৩।৪৪—সংখ্যক শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) এবং সেই একাগ্রচিত্তরূপ চঞ্চলতা রহিত স্থির (অনন্যগামী) মনদ্বারা দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা (ধ্যান) করা যায়; বর্ত্তমান চঞ্চল মনদ্বারা তদ্ধ্যান হইতে পারে না; কারণ যিনি মনের (বর্ত্তমান চঞ্চল চিত্তের)

অগোচর, তাঁহার চিন্তারূপ ধ্যান এই চঞ্চল মনদ্বারা কিরূপে হইতে পারে? [২য় অঃ ২৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য] ষষ্ঠ অধ্যায়োক্ত অভ্যাস যোগদ্বারা প্রাণকর্ম্ম করিতে করিতে ১২টি উত্তম প্রাণকর্ম্ম মনের একাগ্রতা (প্রত্যাহার) হইলে তাহার পর ১৭২৮ উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা ধ্যানের ক্ষমতা হয়; ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা; বাহ্যচিন্তা ত্যাগ করিয়া অনন্যগামী স্থির চিত্তদ্বারা কূটস্থের অভ্যন্তরস্থ মহাপ্রাণরূপী পরম পুরুষকে চিন্তা করার নামই দিব্য পরম পুরুষের ধ্যান; এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।।৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।৯
প্রয়াণকালেঽমনসা চলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।।১০

কবিং (সর্ব্বজ্ঞং) পুরাণম্ (অনাদিসিদ্ধম্) অনুশাসিতারম্ (নিয়ন্তারম্) অণোঃ (সূক্ষ্মাৎ অপি) অণীয়াংসং (অতিসূক্ষ্মং) সর্ব্বস্য ধাতারং (পোষকম্) অচিন্ত্যরূপম্ (মলীমসয়োঃ মনোবুদ্ধ্যোঃ অগোচরম্) আদিত্যবর্ণং (আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকস্বরূপং) তমসঃ (প্রকৃতেঃ) পরস্তাৎ [বর্ত্তমান] [পুরুষং] প্রয়াণকালে (অন্তকালে) ভক্ত্যা যুক্তঃ অচলেন মনসা যোগবলেন (গুরূপদিষ্টেন উপায়েন) চৈব সম্যক্ (সুষুম্নামার্গেণ) এব ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণম্ আবেশ্য যঃ অনুস্মরেৎ সঃ তং দিব্যং পরং (পরমাত্মস্বরূপং) পুরুষম্ উপৈতি।।৯-১০।।

কবি (সর্ব্বজ্ঞ) পুরাণ (অনাদি) অনুশাসিতা (নিয়ন্তা) সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, সকলের পালনকর্ত্তা, মলিনমনোবুদ্ধির অগোচর, প্রকৃতির পর বর্ত্তমান, সূর্য্যসম ভাস্বর পুরুষকে অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে যোগবলদ্বারা সুষুম্না পথে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আবেশিত করিয়া যিনি ধ্যান করেন তিনি সেই দিব্য পরমাত্মস্বরূপ পুরুষকে প্রাপ্ত হন।।৯-১০।।

তাৎপর্য্য।—যিনি ত্রিজগতের সমুদয় তত্ত্ব জ্ঞাতরূপ সর্ব্বজ্ঞ, আদি ও অন্ত রহিত অর্থাৎ যাঁহার আদিও (গোড়া) নাই, অন্তও (শেষ) নাই [অন্ত নাই বলিয়া নিয়ন্তা] যিনি অতি সূক্ষ্মভাবে শূন্য ধাতু প্রাণ-রূপে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, এবং সকলের পালন করিতেছেন, যিনি বর্ত্তমান মলিন মন ও বর্ত্তমান চঞ্চল বুদ্ধির অগোচর এবং প্রকৃতির অতীত স্থানে (গুণাতীত সহস্রার স্থানে) যিনি বর্ত্তমান থাকিয়া অবস্থান

করিতেছেন, সূর্য্যসম জ্যোতিঃ যাঁহার বর্ণ, সেই উত্তম পুরুষকে অন্তকালে যিনি (৫ম শ্লোকোক্তরূপ) প্রকৃত স্মরণ করেন অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মাকে (চঞ্চল প্রাণকে) স্থির করিয়া সেই স্থিরচিত্তে এবং যোগবলদ্বারা সুষুম্না পথ দিয়া প্রাণকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে (কূটস্থে) স্থির করিয়া, যিনি (৮ম শ্লোকোক্তরূপ) ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই দিব্য পরমাত্ম স্বরূপ পুরুষকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ স্মরণ শব্দে সাধারণতঃ যে অর্থ বুঝায়, সেরূপ স্মরণে যে প্রকৃত স্মরণ হয় না, তাহা এই শ্লোকে ভগবান্ স্পষ্টরূপেই প্রকাশ করিলেন; প্রকৃত স্মরণ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর উপদেশ মত অভ্যাসযোগ আবশ্যক; গুরু যে উপায় দর্শাইয়া দেন, সেই উপায় দ্বারা স্মরণের অভ্যাস করিতে পারিলে, তবে অন্তকালে প্রকৃত স্মরণের ক্ষমতা আসে; নতুবা যিনি মনোবুদ্ধির অগোচর, তাঁহাকে এই চঞ্চল মনদ্বারা উপরিউক্তরূপে প্রকৃত স্মরণ কিরূপে হইতে পারে? আর এই শ্লোকে যোগবলরূপ কৌশল দ্বারা যেরূপে ধ্যান করিতে বলিতেছেন এবং যে ধ্যান স্থিরচিত্তে করিতে বলিতেছেন, সেই ধ্যান চিত্তের চঞ্চলতা থাকিতে কিরূপে সম্ভবে? গুরূপদেশমত চিত্তের চঞ্চলতা নিবারণ করিতে পারিলে, তিনি যে উপায়রূপ কৌশল দেখাইয়া দেন, তদ্দ্বারাই প্রকৃত স্মরণ হয় এবং ঐ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ হইলে ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।।৯-১০।।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তিযদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে।।১১

বেদবিদঃ (ব্রহ্মজ্ঞা)) যৎ অক্ষরং বদন্তি, বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি, যৎ [জ্ঞাতুম্] ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তৎ তে (তুভ্যং) পদং (প্রাপ্যং) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপেণ) প্রবক্ষ্যে (কথয়িষ্যামি)।।১১

ব্রহ্মজ্ঞগণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, অনুরাগবিহীন যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকেন, আমি তোমাকে সেই প্রাপ্য বস্তু সংক্ষেপে বলিতেছি।।১১

তাৎপর্য্য।—"ন বেদং বেদ ইত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্" সেই সনাতন ব্রহ্মকে জানিয়া সনাতন = ধারাবাহিক অর্থাৎ যাহা ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার অন্তর্গত বস্তু এবং প্রাণ ও অপানের কার্য্যে ধারাবাহিক অজপারূপে চলিতেছে ঐ বস্তুর তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন, ঐ বেদবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞগণ যাঁহাকে (স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে) অক্ষর বলেন এবং অনুরাগবিহীন অর্থাৎ আসক্তিশূন্য যতিগণ যাঁহাতে (কূটস্থ ব্রহ্মাতে)

প্রবেশ করেন, যাঁহাকে জানিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য করিয়া থাকেন [মনকে ব্রহ্মে বিচরণ করাইবার নামই ব্রহ্মচর্য্য], সেই প্রাপ্যবস্তু আমি তোমায় [পরশ্লোকে] সংক্ষেপে বলিতেছি।।১১

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্।।১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।।১৩

সর্ব্বদ্বারাণি (সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়দ্বারাণি) সংযম্য (প্রত্যাহৃত্য ইন্দ্রিয়াদিভিঃ বাহ্যবিষয় গ্রহণমকুর্ব্বন্) মনঃ হৃদি নিরুধ্য (অবলম্বনং বিনা মনঃ স্থিরীকৃত্য) মূর্দ্ধ্নি আত্মনঃ প্রাণম্ আধায় যোগধারণাং (যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যম্) আস্থিতঃ [সন্] ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (উচ্চারয়ন্) মাম্ অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রযাতি সঃ পরমাং গতিং (মদ্গতিং) যাতি (প্রাপ্নোতি)। ইদন্তু সদ্গুরূপদেশজ্ঞেয়ম্)।।১২-১৩।।

সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার প্রত্যাহরণ করিয়া (ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া) এবং মনকে হৃদয়ে [বিনাবলম্বনে] স্থির করিয়া আর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আপনার প্রাণকে রাখিয়া স্থৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।।১২-১৩।।

তাৎপর্য্য।—গুরূপদেশগম্য যোগরূপ কৌশলদ্বারা শরীরস্থ দ্বার সকলকে প্রত্যাহরণ করিয়া অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যবিষয় (বাহিরের বায়ু) ভিতরে প্রবেশ করিতে না দিয়া, বর্ত্তমান ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থির করিয়া ঐ স্থিরতা অবলম্বনে (অন্য কোন বাহ্যাবলম্বন রহিত ভাবরূপ বিনাবলম্বনে) মনকে আদিত্যহৃদয়ে স্থির রাখিয়া ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ মনে মনে স্মরণপূর্ব্বক স্থির পরমাত্মারূপ ব্রহ্মকে [৫ম শ্লোকোক্তরূপ] স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমাত্মায় লয়প্রাপ্তিস্বরূপ পরমগতি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ উপরিউক্তরূপে মন-প্রাণাদি ঠিক রাখিয়া এক নিশ্বাসে [শ্বাসের নিবৃত্তি অবস্থাই নিশ্বাস অর্থাৎ স্থিরাবস্থা] ২০৭৩৬ বার ওঁকার ক্রিয়া (বায়ুস্থিরের উপর ৩য় ক্রিয়া) করিতে পারিলে ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিয়া যায়, পরে ব্রহ্মের অণুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া (মনঃ প্রবেশ দ্বারা) ৩৪৫৬ (তিন হাজার চারশ ছাপান্ন বার) ওঁকারের কার্য্য (বায়ুস্থির অবস্থার ৪র্থ ক্রিয়া) প্রতিচক্রে এক নিশ্বাসে (শ্বাসের স্থির অবস্থায়) করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন; ইহারই নাম যোগ বলে (যোগরূপ কৌশলে) প্রাণত্যাগ করা; আর যিনি ইহাতে সমর্থ না হন, তিনি

৫ম শ্লোকোক্ত মত সর্ব্বদা চিন্তারূপ স্মরণে যুক্ততাদ্বারা মৃত্যুকালে উহাই ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মের অণুকে স্মরণ করিয়া [কূটস্থ মধ্যস্থিত বিন্দুই ব্রহ্মের অণু] প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেও পরমগতি প্রাপ্ত হন (ঠিক হইলে জিজ্ঞাস্য থাকে না)।।১২-১৩।।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ।।১৪

অনন্যচেতাঃ [সন্] যঃ মাং নিত্যশঃ (সর্ব্বেষু কালেষু) সততং (নিরন্তরং) স্মরতি, হে পার্থ, নিত্যযুক্তস্য (সদৈব ব্রহ্মণি যুক্তস্য) তস্য যোগিনঃ অহং সুলভঃ।।১৪

অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি আমায় সর্ব্বদা নিরন্তর স্মরণ করেন, হে পার্থ, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।।১৪

তাৎপর্য্য।—অনন্যচিত্তে অর্থাৎ অন্যদিকে একমাত্র ব্রহ্মব্যতীত অপর কিছু না দেখিয়া, যিনি আমায় সর্ব্বদা অহরহঃ স্মরণ করেন অর্থাৎ যাহা কিছু কর, সর্ব্বদা সকল অবস্থাতে একমাত্র তাঁহাতে লক্ষ্য, এইরূপ অনন্যচিত্তে (ব্রহ্মব্যতীত অপর কিছুতে দৃষ্টি থাকিয়াও নাই এইরূপ অনন্যচিত্তে) যিনি অহরহঃ স্মরণের কার্য্যে রত থাকেন, হে পার্থ, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি সুলভ, অর্থাৎ তিনিই নিত্য (সদা সর্ব্বদা) আত্মাতে যুক্ত থাকায় নিত্যযুক্ত ও সমুদয় অনিত্য বস্তুর চিন্তা ত্যাগ করিয়া একমাত্র নিত্যস্বরূপ স্থিরব্রহ্মে লাগিয়া থাকায় নিত্যযুক্ত যোগী, এই যোগীই আমায় প্রকৃতরূপে প্রাপ্ত হন; একারণ ঐ যোগীর পক্ষে আমি সুলভ, অর্থাৎ ঐ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকারূপ উপায় দ্বারা তিনি আমায় সুন্দররূপে লাভ করেন (৯ম অঃ ২২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।১৪

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ।।১৫

মহাত্মানঃ (উক্তলক্ষণাঃ মদ্ভক্তাঃ) মাম্ উপেত্য (প্রাপ্য) পুনঃ দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং (অনিত্যং) চ জন্ম [অথবা পুনর্জ্জন্ম অশাশ্বতং (অনিত্যং) দুঃখালয়ং (সংসারং)] ন আপ্নুবন্তি [যতঃ তে] পরমাং সংসিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ।।১৫

মহাত্মারা আমাকে পাইয়া আর দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্যজন্ম লাভ করেন না অথবা পুনর্জ্জন্ম এবং দুঃখ সকলের স্থান এই নিত্য সংসার প্রাপ্ত হন না (সংসারে যাতায়াত করেন না), যেহেতু তাঁহারা পরমাসিদ্ধি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।।১৫

তাৎপর্য্য।—বর্ত্তমান চঞ্চলাত্মাকে স্থির পরমাত্মায় লয় করিয়া যাঁহারা মহাত্মা পদবাচ্য, তাঁহারা আমাকে পাইয়া দুঃখের আলয়স্বরূপ অনিত্যজন্ম আর পান না অর্থাৎ

তাঁহারা নিত্যস্বরূপ স্থিরব্রহ্মে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া শ্বাসের ত্যাগ ও গ্রহণরূপ জন্ম-মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; একারণ বর্ত্তমান জন্মের ন্যায় অনিত্যজন্ম আর পান না; অথবা পুনরায় জন্মগ্রহণ ও দুঃখ ভোগের স্থান যে এই সংসার, তাহা প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ জগতের মধ্যাবস্থারূপ যে এই ভবঘোরময় সংসার-মরীচিকা, এই প্রহেলিকায় তাঁহারা আর পতিত হন না; কেননা তাঁহারা পরমাসিদ্ধিরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে ইচ্ছারহিত অবস্থারূপ [কিছুতেই ইচ্ছা করিবার আবশ্যক থাকে না বিশেষ অনাবশ্যক বস্তুতে এই অবস্থারূপ] পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন (খং স্বরূপ ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন)।।১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহৰ্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।১৬

হে অর্জ্জুন, [ব্রহ্মণো ভুবনং ব্রহ্মালোকঃ তম্ অভিব্যাপ্য] আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ) তু (কিন্তু) হে কৌন্তেয়, মাম্ উপেত্য (বর্ত্তমানানাং)পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।১৬

হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মালোক হইতেও সকল লোক পুনরায় আবর্ত্তনশীল হয় (পুনরায় ভূলোকে জন্মগ্রহণ করে), কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে পাইলে লোকের পুনর্জ্জন্ম হয় না।।১৬

তাৎপর্য্য।—হে অর্জ্জুন (১ম অঃ ২০শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ব্রহ্মালোক হইতেও সকলে পুনরায় আবর্ত্তনশীল হয়; কিন্তু আমাকে পাইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিরূপ ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হইয়াও আবার (৯ম অঃ ২১শ শ্লোকোক্তরূপ) পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারে তৎপ্রাপ্তিরূপ নিঃশেষরূপ স্থিতি না হইতেছে, ততক্ষণ মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? বর্ত্তমান মন যখন কর্ম্মযোগদ্বারা আজ্ঞাচক্রে গিয়া স্থিতি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখনও নিঃশেষরূপ স্থিতি নহে, উহার আবার শেষ আছে; অর্থাৎ ঐ স্থিতি-রহিত ভাব হইলেই মন আবার উর্দ্ধস্থান হইতে মধ্যস্থানে চ্যুত হয়, তখন স্থিতিরাহিত্য হেতু প্রাণের চঞ্চল ভাব হওয়ায় পুনঃ শ্বাস গ্রহণরূপে পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে; কিন্তু আমাকে পাইলে লোকের পুনর্জ্জন্ম হয় না; অর্থাৎ যখন আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে পরমাত্মতত্ত্বে গিয়া মনের স্থিতি (লয়) রূপ অবস্থা হয়, সে স্থিতির আর শেষ নাই; উহাই নিঃশেষরূপ স্থিতি; দেহান্তের পূর্ব্বে এই স্থিতি প্রাপ্তি ঘটিলে তখন আমাকে অর্থাৎ প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্তিরূপে মনের লয় অবস্থা হওয়ায় পুনর্জ্জন্ম আর হয় না, অর্থাৎ সে অবস্থায় মনের লয় হওয়ায় বর্ত্তমান জন্মরূপ ভবঘোরময় অবস্থা মনকে আর প্রাপ্ত হইতে হয় না। (৬ষ্ঠ অঃ ৪৫তম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।১৬

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ।।১৭

সহস্রযুগপর্য্যন্তং (সহস্রং যুগানি পর্য্যন্ত অবসানং যস্য তৎ) ব্রহ্মণো যৎ অহঃ (দিনং) [তৎ যে বিদুঃ তথা] যুগসহস্রান্তাং (যুগসহস্রম্ অন্তো যস্যাঃ তাম্) রাত্রিং [চ] [যোগবলেন] [যে] বিদুঃ (জানন্তি) তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ।।১৭

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি দিন তাহা যাঁহারা জানেন এবং সহস্রযুগান্তা যে রাত্রি তাহাও যোগবলে যাঁহারা জানেন, সেই ব্যক্তিরাই বাস্তবিক অহোরাত্রবেত্তা।।১৭

তাৎপর্য্য।—জীব দিবারাত্রে ঈড়া ও পিঙ্গলার ২১৬০০ বার অজপা-জপ-রূপ বহিঃপ্রাণায়াম করিয়া থাকে, এই ঈড়া-পিঙ্গলা হইতেছে চন্দ্র ও সূর্য্য-স্বরূপ, ঈড়া = চন্দ্র, পিঙ্গলা = সূর্য্য; যিনি যোগবলে উক্ত ঈড়া-পিঙ্গলার ২১৬০০ বার অজপা-জপের সংখ্যাকে কমাইয়া ২০০০ (দুই হাজার) বারে পরিণত করিতে পারেন (অর্থাৎ প্রায় প্রতি ৪৩ সেকেণ্ডে একবার করিয়া প্রাণায়াম করেন), তিনিই ব্রাহ্মণ; এই দুই হাজারের মধ্যে ঈড়া অর্থাৎ বাম নাসিকা (চন্দ্রনাড়ী) দ্বারা এক হাজার বার এবং পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকা (সূর্য্যনাড়ী) দ্বারা এক হাজার বার [এক এক হাজারে প্রায় ১২ ঘণ্টা সময় লাগে, দুই হাজারে ২৪ঘণ্টা] দিবা ও রাত্রিতে এই দুই হাজার বার ব্রাহ্মণের প্রাণায়াম হয়; উপরিউক্ত চন্দ্র ও সূর্য্যনাড়ীই ব্রহ্মার রাত্রি এবং দিবা; যুগ = যুগ্ম, ঈড়াতে ১০০০ বার প্রাণায়াম করিতে প্রতি প্রাণায়ামেই সুষুম্না মার্গে প্রাণের স্থিতি হয় এবং পিঙ্গলাতে ১০০০ বার প্রাণায়াম করিতেও প্রতিবারে ঐ সুষুম্না মার্গে স্থিতি হয়; ঐ স্থিতিরূপ অবস্থায় ঈড়া ও পিঙ্গলা মিলিয়া যুগ (জোড়া) হইয়া যায়, ইহাই ঈড়া পিঙ্গলার যুগরূপ এবং উপরিউক্ত সহস্রবার সূর্য্যনাড়ীর প্রাণায়ামের স্থিতিই সহস্রযুগ; এইরূপ সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার একটি দিন এবং সহস্র বার চন্দ্রনাড়ীর প্রাণায়ামে ঐ সহস্র বার যে স্থিতি হইয়া থাকে, উহাই সহস্রযুগান্তা ব্রহ্মার রাত্রি; এই দিবা ও রাত্রির তাৎপর্য্য যাঁহারা যোগবলে বিদিত হন, তাঁহারাই প্রকৃত অহোরাত্রবেত্তা।।১৭

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে।।১৮

অহরাগমে (ব্রহ্মণো দিনস্য উপক্রমে) অব্যক্তাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (চরাচরাণি ভূতানি) প্রভবন্তি) (প্রাদুর্ভবন্তি); রাত্র্যাগমে তত্র (তস্মিন্নেব) অব্যক্তসংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে।।১৮

ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় ব্যক্ত (চরাচর প্রাণিগণ) প্রাদুর্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির উপক্রমে সেই অব্যক্তস্বরূপ কারণরূপেই প্রলীন হয়।।১৮

তাৎপর্য্য।—রজোগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মার যখন দিবসের উপক্রম হয় অর্থাৎ যখন রজোগুণরূপ পিঙ্গলানাড়াতে বায়ু বহিবার উপক্রম হয়, সে অবস্থায় ঈড়ার গতিস্থিররূপ চন্দ্র অস্তমিত এবং পিঙ্গলারূপ সূর্য্যের গতি আরম্ভ সম্ভাবনা [তখন এইরূপ ভাব যে ঈড়াও স্থির এবং পিঙ্গলাও আরম্ভ হয় নাই]; সেই অবস্থাটি স্থির অব্যক্তভাব; ঐ অব্যক্তরূপ স্থিরভাব হইতে যখন রজোগুণরূপ পিঙ্গলার (সূর্য্যনাড়ীতে)শ্বাস বহিতে আরম্ভ হইয়া [দিবারম্ভরূপ] দিবসের উপক্রম হয়, তখন উক্ত স্থির অব্যক্ত অংশ হইতে সমুদয় ব্যক্ত হয়, অর্থাৎ দিবা = যখন সূর্য্যনাড়ীতে শ্বাস বহে এবং রাত্রি = যখন চন্দ্রনাড়ীতে শ্বাস বহে; আর যখন ঈড়া-পিঙ্গলার অতীত সুষুন্নায় প্রাণের স্থিতি থাকে, সেই স্থিরভাবই অব্যক্ত, সে অবস্থার বিষয় মুখে ব্যক্ত করা যায় না, সুতরাং অব্যক্ত, [ঐ অব্যক্ত হইতেই সব প্রাদুর্ভূত এবং অব্যক্তেই সব লয় হয়] পূর্ব্ব শ্লোকোক্তরূপ ব্রাহ্মণ যখন উক্ত অব্যক্তভাব হইতে পিঙ্গলায় আসেন, তখন দিবাভাগরূপ সূর্যনাড়ীতে আসিয়া অন্তর্জগতের (অর্থাৎ জগতের সূক্ষ্মতরতত্ত্বের) সমুদয় উপলব্ধি করেন (তখন স্থির অব্যক্তভাব হইতে দিবসের উপক্রমে সমুদয় ব্যক্তরূপ অবস্থা হয়); আবার দিবার পর রাত্রির উপক্রমে পিঙ্গলা হইতে শ্বাস যখন ঈড়ায় যাইবার সময় হয়, তখন উক্ত অব্যক্তাবস্থারূপ স্থিরভাব হইয়া থাকে এবং তখন ঐ স্থির অব্যক্ত অংশেই সব লয় হয়, অর্থাৎ পিঙ্গলা হইতে ঈড়ায় যাইবার কালে সুষুন্নায় যে স্থিতি হয় সেই স্থিতিরূপ অব্যক্তে সব লয় পাইয়া থাকে [একারণ উক্ত হইতেছে রাত্রির উপক্রমে সব লয় পায়], অর্থাৎ তাহার পর ঈড়ায় যাইয়া আর অন্তর্জগতের কিছুই উপলব্ধি হয় না, কারণ চন্দ্রনাড়ীরূপ ঈড়ায় যখন শ্বাস বহে, তখন রাত্রি; রাত্রি অর্থাৎ অন্ধকার—অজ্ঞান, তমোগুণরূপ ঈড়ায় শ্বাস বহিলে তখন অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সব তমসাচ্ছন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং তখন আর অন্তর্জগতের কিছুই উপলব্ধি হয় না; অতএব দিবসের উপক্রমে অব্যক্তভাব হইতে সব ব্যক্ত হয় এবং রাত্রির উপক্রমে যে অব্যক্ত স্থিরভাব আসে, তাহাতেই সব লয় পায় [অর্থাৎ প্রাণরূপী আদিত্যের প্রকাশে অব্যক্ত হইতেই চরাচরাদি সমুদয় ব্যক্ত হয় আবার তাঁহার অপ্রকাশরূপ রাত্রি সমাগমে অব্যক্তেই সব লয় হয়]।।১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে।।১৯

হে পার্থ, সঃ এব অয়ং (ব্যক্তঃ) ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে; [প্রলীয় প্রলীয় পুনরপি] অহরাগমে অবশঃ (কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্) প্রভবতি।।১৯

হে পার্থ, সেই এই ব্যক্ত চরাচর ভূত সকল বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রি সমাগমে প্রলীন হয় এবং পুনরায় দিবসাগমে স্ব স্ব কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া প্রাদুর্ভূত হয়।।১৯

তাৎপর্য্য।—[অব্যক্ত হইতেই উৎপত্তি—অব্যক্তেই লয় এইরূপে] ব্যক্ত চরাচর ভূতসকল বারংবার জন্মগ্রহণ করিয়া রাত্রি সমাগমে প্রলীন ও পুনরায় দিবসাগমে আপন আপন কর্ম্ম-অনুসারে প্রাদুর্ভূত হয় অর্থাৎ রাত্র্যাগমের অব্যক্তে লয় হইয়া তাহার পর পুনরায় দিবসাগমের অব্যক্ত হইতে [প্রাণরূপী আদিত্যের ব্যক্তাবস্থায়] স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী চরাচর ভূত-সমুদয় আবার প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ঐ দিবসাগমের প্রভাব ও রাত্র্যাগমের লয় [১৭শ শ্লোকোক্ত] অহোরাত্রবেত্তারা নিত্যই উপলব্ধি করেন অর্থাৎ ঈড়ানাড়ীর গতিকালরূপ রাত্র্যাগমের যে অবস্থা, তাঁহারা ঐ অবস্থার লয়রূপ অবস্থার পর আবার (পুনরায়) দিবসাগমরূপ সূর্য্যনাড়ীর গতি অবস্থায় পিঙ্গলার কার্য্য অনুযায়ী (পূর্ব্বশ্লোকোক্তমত) সমস্ত দেখিতে পান। সূর্য্য যেমন বহির্জ্জগতের সমুদয় তমঃ নাশ করিয়া নিখিল জগতের প্রকাশ করেন, সেইরূপ সূর্য্যনাড়ীর ক্রিয়াদ্বারা রাত্রি সমাগমরূপ ঈড়ার তমঃ নাশ হইয়া অন্তর্জ্জগতের সব প্রকাশ পায়। ১৭শ শ্লোকে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, ঐরূপে দিবারাত্রে দুই হাজার প্রাণায়াম কিছুকাল অভ্যাস করিলে, নিত্যই উপরিউক্তরূপ দিবাসমাগমে (সূর্য্যনাড়ীর ক্রিয়ায়) প্রভাব ও রাত্র্যাগমে (চন্দ্রনাড়ীর ক্রিয়ায়) লয় উপলব্ধি হইয়া থাকে। যোগীরা উক্ত অভ্যাস করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা দিবারাত্রে দুই হাজার বার প্রাণায়াম করেন, ঈড়ায় এক হাজার বার এবং পিঙ্গলায় এক হাজার বার। সাধারণের যখন রাত্রি, তখন যোগীরা পিঙ্গলায় থাকেন; তাঁহাদের তখন দিবা এবং সাধারণের যখন দিবা, তখন যোগীরা ঈড়ায় থাকেন; তাঁহাদের তখন রাত্রি; এইরূপ ভাবে ঈড়া পিঙ্গলায় থাকিয়া তাঁহারা নিত্যই দিবসের প্রভাব ও রাত্রির লয় উপলব্ধি করেন।।১৯

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তো ঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।।২০

তস্মাৎ (চরাচরকারণভূতাৎ) তু অব্যক্তাৎ পরঃ (তস্যাপি কারণভূতঃ) অন্যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ (অনাদিঃ) যঃ ভাবঃ [অস্তি] সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু) নশ্যৎসু [অপি] ন বিনশ্যতি।।২০

কিন্তু সেই চরাচরের কারণভূত অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ (তাহারও কারণভূত) অতীন্দ্রিয় অনাদি যে একটি ভাব আছে, তাহা সমুদয় ভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হয় না।।২০

তাৎপর্য্য।—১৮শ শ্লোকোক্ত চরাচরের কারণস্বরূপ সেই যে অব্যক্তভাব (যাহা হইতে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত হইয়া থাকে), তাহা হইতেও উত্তম আর একটি ভাব আছে অর্থাৎ সুষুন্নাতে স্থিতিরূপ যে অব্যক্তভাব, সেই অব্যক্তভাবেরও অতীত (সুষুন্নারও অতীত) আর একটি পরমভাব আছে, তাহা সনাতন অব্যক্তভাব (অর্থাৎ

আবহমানকাল বর্ত্তমান) এবং সে ভাব ইন্দ্রিয়ের অতীত। সুষুম্নামার্গে স্থিতিরূপ যে ভাব, সে ভাব ইন্দ্রিয়াতীত নহে; কারণ মূলাধার হইতে ব্রহ্মযোনি পর্য্যন্ত সুষুম্নার যে স্থান, এই স্থানমধ্যে কেবল আজ্ঞাচক্র এবং তদূর্দ্ধস্থান ইন্দ্রিয়াতীত; কিন্তু আজ্ঞাচক্রের নিম্নতর ভাগ ইন্দ্রিয়াতীত নহে; একারণ সুষুম্নাস্থানকে ইন্দ্রিয়াতীত বলা যাইতে পারে না; কিন্তু এই সুষুম্নার অতীতস্থানরূপ যে বিজ্ঞানপদরূপ (সহস্রার) স্থান, সে স্থানে কোন ইন্দ্রিয় নাই; অতএব ঐ স্থানই অতীন্দ্রিয় স্থান এবং ঐ স্থানে স্থিতিরূপ ভাবই স্থির পরমভাব; উহা (ঐ পরমভাব) অনাদিকালরূপে রহিয়াছে; সমুদয় ভূত বিনষ্ট হইলেও (বর্ত্তমান প্রাণের অভাবে জীবভাবের অস্তিত্ব-রহিত হইলেও) প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণরূপ ঐ স্থির পরমভাব বিনষ্ট হইবার নহে; কেননা উহা সনাতন অব্যক্তভাব এবং ঐ ভাব-অনাদিকালরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।।২০

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।২১

[যঃ] অব্যক্তঃ (অতীন্দ্রিয়ঃ) [ভাবঃ] অক্ষরঃ (জন্মমৃত্যুশূন্যঃ) ইতি উক্তঃ [শ্রুতিষু ইতি শেষঃ] তাং পরমাং গতিম্ (গম্যং পুরুষার্থম্) আহুঃ, যং প্রাপ্য [পুনঃ] ন নিবর্ত্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম (স্বরূপম্) [অহমেব পরমাং গতিঃ ইত্যর্থঃ]।।২১

যে অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়ভাব অক্ষর বলিয়া [বেদে] উক্ত আছে, তাহাকে পরমা গতি অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ বলে, যাহা পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তাহা আমারই পরম ধাম (স্বরূপ) অর্থাৎ আমিই পরম গতি।।২১

তাৎপর্য্য।—যে অব্যক্তভাব (সুষুম্নায় স্থিতিরূপ অবস্থা) অক্ষর বলিয়া বেদে উক্ত আছে অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলা এই দুই মার্গে শ্বাসের বহির্গতিরূপ ক্ষয় হয়, কিন্তু সুষুম্নায় গতি রহিত (ক্ষয়রহিত) অবস্থারূপ স্থিতি হইয়া থাকে; [ঐ স্থিতিরূপ অবস্থাকেই অক্ষর বলিয়া বেদে উক্ত আছে] ইহাকে (এই সুষুম্নার স্থিতিকে) পরমগতি বলে অর্থাৎ ইহাতে অপানবায়ুর আধাগতি রহিত হইয়া উর্দ্ধগতিরূপে অপান আজ্ঞাচক্রে গিয়া স্থির হয় বলিয়া ইহাকে অপানের উর্দ্ধগতিরূপ (উপরে স্থিতিরূপ) পরমগতি বলে। আর দেহত্যাগকালে এই সুষুম্নামার্গরূপ পথদ্বারা প্রাণবায়ু বাহির করিতে পারিলে দেহীর আর পুনরাগমন হয় না; উক্ত সুষুম্নাপথে গমন করিয়া দেহান্তে পরমাত্মার স্থিতিপ্রাপ্তিরূপ পরমগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াও ইহাকে পরমগতি বলে। যাহাকে পাইয়া (যে পরমাত্মায় স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়া) পুনরাবৃত্ত হয় না, তাহাকে পরম ধাম বলে অর্থাৎ যে পরমাত্মস্থানে গিয়া প্রাণবায় স্থিতিপ্রাপ্ত হয় ও পুনরায় প্রাণের চঞ্চলগতিরূপ

পুনরাগমন নিবারিত হয়, সেই পরমাত্মস্থানই (কূটস্থের উর্দ্ধস্থানই) পরমধামস্বরূপ। আমিই সুষুম্নামার্গস্থ স্থিরপ্রাণরূপ পরমগতি (২৪শ শ্লোক দেখ)।।২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।।২২

হে পার্থ, ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি (মধ্যস্থিতানি) যেন (কারণভূতেন) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ততং (ব্যাপ্তং) সঃ পরঃ পুরুষঃ [অহং] তু অনন্যয়া ভক্ত্যা (একান্তভক্ত্যা) লভ্যঃ [নান্যথা]।।২২

হে পার্থ, যাহাতে ভূতগণ রহিয়াছে এবং যিনি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরমপুরুষ (আমি) একান্ত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য (অন্য কিছুতেই প্রাপ্য নহি)।।২২

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (২য় অঃ ৩২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), স্থির পরমাত্মারূপ পরমপুরুষ যে আমি (আমি শব্দেরও দেহের উৎপত্তি স্থানই আমি-পদবাচ্য), সেই আমি একান্ত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য অর্থাৎ যে অবস্থায় অহংভাবের লোপ হইয়া একেরও অন্ত হইয়া যায় তাহাই একান্ত ভক্তির অবস্থা; যতক্ষণ অহংজ্ঞান আছে ততক্ষণ এক-ভক্তি হইতে পারে না; যখন 'আমি' থাকে না, তখনই একভক্তি; সে অবস্থায় এক বলিবারও থাকে না; 'আমি'র অস্তিত্ব না থাকায় তখন এক বলে কে? এইরূপ একান্ত ভক্তি দ্বারাই সেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; অপর কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি প্রাণসূত্ররূপে সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন; সূতায় মণি গাঁথার ন্যায় তাঁহাতেই ভূতগণ অবস্থিত রহিয়াছে।।২২

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ।।২৩

হে ভরতর্ষভ, যত্র (যস্মিন্) কালে (কালাভিমানিনীভিঃ দেবতাভিঃ উপলক্ষিতে মার্গে) প্রযাতাঃ যোগিনঃ [যথাক্রমং] অনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিং চ এব যান্তি, তং কালং (কালাভিমানিনীভিঃ দেবতাভিঃ উপলক্ষিতং মার্গং) বক্ষ্যামি।।২৩

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে যে কালে অর্থাৎ কালরূপ পথে (মরণান্তে) প্রযাত হইয়া যোগিগণ অপুনরাবৃত্তি (মোক্ষ) এবং পুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনরাগমন) প্রাপ্ত হন, সেই কাল অর্থাৎ কালরূপ পথ কহিতেছি।।২৩

তাৎপর্য্য।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, (ভরত = ভর + তন্—বিস্তার করা) অর্জ্জুন হইতেছেন জঠরাগ্নিরূপ তেজস্তত্ত্ব, এই তেজঃ কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণদ্বারা [মাধ্যাকর্ষণ ৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য] প্রাণাপানের কার্য্য ঠিকভাবে চালিত হইয়া উত্তমরূপে প্রাণের ক্রিয়ার

বিস্তার হইতেছে; একারণ তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জ্জুনকে ভরতশ্রেষ্ঠ বলিতেছেন। কর্ম্মযোগিগণ যে পথদ্বারা গমন করিয়া মৃত্যুব পর মোক্ষ প্রাপ্ত হন ও যে পথদ্বারা পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনরাগমন প্রাপ্ত হন, সেই পথ আমি কহিতেছি।।২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্ল ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।২৪

অগ্নির্জ্যোতিঃ (শ্রুত্যুক্তা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা) ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ (উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসাঃ ইতি উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতা) [এতাসাং দেবতানাং যো মার্গঃ] তত্র প্রযাতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি।।২৪

অগ্নি এবং জ্যোতিঃ (তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) অহঃ (দিবসাভিমানিনী দেবতা) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) উত্তরায়ণরূপ ষণ্মাস (উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) ঐ ঐ দেবতাগণের যে মার্গ, তাহাতে গমনশীল ব্রহ্মজ্ঞগণ [মৃত্যুর পর] ব্রহ্মকে পান।।২৪

তাৎপর্য্য।—তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ যাহা হইতে তেজাদি প্রকাশ হইয়া থাকে, প্রাণরূপী আত্মা; তিনিই বাহিরের যাবতীয় জ্যোতিঃ ও তেজের কারণস্বরূপ; তাঁহা হইতেই তেজঃ আদির প্রকাশ হয় (৭ম অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); একারণ তিনিই তেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; দিবসাভিমানিনী দেবতা অর্থাৎ প্রাণরূপী আদিত্য, যাঁহা হইতে দিবসের উপক্রমরূপ সূর্য্যনাড়ীর গতি প্রবাহিত হয়, তিনিই দিবসাভিমানিনী দেবতা এবং স্থিরপ্রাণরূপ অব্যক্তভাব হইতেই দিবসের উপক্রম হইয়া থাকে (১৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), অতএব সেই স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাই পিঙ্গলানাড়ীস্থিত বায়ুরূপী দেবতা সূর্য্যস্বরূপ এবং তিনিই (প্রাণরূপী আদিত্যই) দিবসাভিমানিনী দেবতা; আর শুক্লবর্ণ যে কূটস্থ চৈতন্যের জ্যোতিঃ, ঐ জ্যোতির্ম্ময়ই প্রাণরূপী অদিত্য; কেননা উক্ত জ্যোতির বর্ণই শাদা এবং শাদা বর্ণ হইতেই নানাবিধ বর্ণ হইয়াছে; নানা বর্ণকে একত্র মিশাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তখন আর নানা বর্ণ থাকে না, তখন সকল বর্ণ মিশিয়া এক মাত্র শাদায় পরিণত হইয়া বর্ণের অতীত হইয়া যায় অর্থাৎ শাদা কোন বর্ণের মধ্যে নহে; একারণ বর্ণাতীত; অতএব উক্ত শুক্লবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষই শুক্লপক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ উত্তরায়ণ-যে পথ দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরাগমন নিবারণ হয়; সুষুম্না মার্গরূপ অব্যক্তপথে গমন কর্ত্তৃকই বর্ত্তমান মধ্যাবস্থারূপ মরুভূমি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, মরুভূমির পরপাররূপ ব্রহ্মমার্গে স্থিতিলাভ হইয়া থাকে; অতএব উক্ত সুষুম্নামার্গই উত্তরায়ণ-পদবাচ্য এবং যে স্থিরপ্রাণরূপ পরমাত্মা ঐ সুষুম্নার উর্দ্ধভাবে অধিষ্ঠান করিয়া স্থিরব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থিরপ্রাণই

উত্তরায়ণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা-পদবাচ্য। এই সকল দেবতাগণের যে পথ অর্থাৎ যে পথদ্বারা এ দেবতা-স্থানরূপ দেবলোকে উপস্থিত হওয়া যায় (সুষুম্নামার্গ), ব্রহ্মজ্ঞগণ ঐ পথ দিয়া গমন করিয়া মৃত্যুর পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহাদের এমন অবস্থা আসে যে কোটিসূর্য্য ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ জ্যোতিঃ দর্শন হয়। [ছয় মাস একাদিক্রমে প্রাণকর্ম্ম করিলে, এই অবস্থা আসিয়া থাকে] ; দেহত্যাগকালে সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে সুষুম্নামার্গে থাকিয়া তাঁহারা ব্রহ্মরন্ধ্ররূপ উর্দ্ধস্থান দিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত করেন (অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যুরূপে যেমন ভীষ্মাদির প্রাণত্যাগের পরিচয় আছে); উর্দ্ধস্থান দিয়া প্রাণবায়ুর গতি হওয়ায় তাঁহাদের অধোগতি না হইয়া উপরে স্থিতিরূপ উর্দ্ধগতিই হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহারা ব্রহ্মে লীন হন; সুতরাং আর তাঁহাদিগের বর্ত্তমান (মরীচিকাময়) অবস্থা ফিরিয়া আসে না অর্থাৎ এই প্রকার কর্ম্মবশের পুনরাগমন আর হয় না।।২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে।।২৫

ধূমঃ (ধূমাভিমানিনী দেবতা) রাত্রিঃ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) তথা ষণ্মাসাঃ দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়নরূপাঃ ষণ্মাসাঃ ইতি দক্ষিণায়ভিমানিনী দেবতা) [এতাভিঃ উপলক্ষিতো যো মার্গঃ] তত্র [প্রযাতঃ] যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং) প্রাপ্য [তত্র কর্ম্মফলং ভুক্ত্বা] নিবর্ত্ততে (পুনঃসংসারগতিং লভতে)।।২৫

ধূম (ধূমাভিমানিনী দেবতা), রাত্রি (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা), কৃষ্ণ (কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা), দক্ষিণায়নরূপ ষণ্মাস (দক্ষিণায়নাভিমানিনী দেবতা), কর্ম্মযোগিগণ (মরণান্তে) এই সকল দেবতা সমীপে উত্তরোত্তর উপগত হইয়া ক্রমে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং ভোগাবসানে তথা হইতে সংসারে পুনরাগমন করেন।।২৫

তাৎপর্য্য।—ধূম অর্থাৎ তামসীশক্তি; ঐ শক্তিই ধূমাভিমানিনী দেবতা; রাত্র্যভিমানিনী দেবতা অর্থাৎ চন্দ্র; ঈড়ানাড়ীস্থ যে বায়ু; ঐ বায়ুরূপী চন্দ্রই রাত্র্যভিমানিনী দেবতা; রাত্রি—অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অর্থাৎ তমোগুণরূপ যে ঈড়ানাড়ী, ঐ ঈড়ানাড়ীস্থ তমোগুণই অজ্ঞানান্ধকাররূপ তমসাচ্ছন্ন রাত্রি; উক্ত অজ্ঞানের সঙ্গেই ধূমরূপ তামসীশক্তি জড়িত থাকে। কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা অর্থাৎ উপরিউক্ত বায়ুরূপী চন্দ্র, (আর চন্দ্রনাড়ীরূপ ঈড়াই তমোরূপ কৃষ্ণপক্ষ); ঐ বায়ুরূপী চন্দ্রই কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা; দক্ষিণায়ন অর্থাৎ উত্তরায়ণের বিপরীত; যে পথ (সুষুম্নামার্গ) দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহাই উত্তরায়ণ এবং যে পথ (ঈড়ানাড়ীস্থ পথ) দ্বারা উত্তীর্ণ না হইয়া পুনরাগমন

হয়, তাহাই দক্ষিণায়ন; কর্ম্মযোগী অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভের জন্য প্রাণকর্ম্মরূপ যোগসাধন করিয়া চলিতেছেন এমন যে যোগী, তিনি মরণান্তে উক্ত দেবতা সমীপে উত্তরোত্তর উপগত হইয়া চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ ঈড়ানাড়ীস্থ বায়ুরূপী চন্দ্রের যে স্থান হইতে উৎপত্তি ও যে স্থানে স্থিতি হয় তাহাই চন্দ্রলোক, কর্ম্মযোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগ-সাধক মরণান্তে ঐ চন্দ্রলোকে স্থিতিপ্রাপ্ত হন এবং পরে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন অর্থাৎ যে সাধক মৃত্যুকালে দক্ষিণায়ন পথরূপ চন্দ্রনাড়ী দিয়া গমন করেন এবং উর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্র পথ দিয়া গমন করিতে অসমর্থ হন, তাঁহার পুনরাগমন নিবারণ হয় না; কেননা চন্দ্রের অল্প জ্যোতিঃ দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ হয় বলিয়া তিনিও চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন; যেহেতু চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি আছে বলিয়া চন্দ্রদর্শীরও ঐ হ্রাস বৃদ্ধি (জন্ম-মৃত্যু) হইয়া থাকে। দেহান্তে উপরিউক্ত চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল চন্দ্রলোকে স্থিতিভোগ করিয়া পরে ভোগাবসানে তিনি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন। যে সাধক (পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ) ছয় মাস একাদিক্রমে প্রাণকর্ম্ম করিতে পারেন, তিনি দক্ষিণায়ন কাটাইয়া উত্তরায়ণ প্রাপ্ত হন; যিনি কাটাইতে না পারেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে।।২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ।।২৬

জগতঃ শুক্লকৃষ্ণে (শুক্লা অর্চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ কৃষ্ণা, ধূমাদিগতিঃ তমোময়ত্বাৎ) এতে গতী (মার্গে) হি (নিশ্চিতম্) শাশ্বতে (অনাদী) মতে (সংজ্ঞিতে) সংসারস্য [অনাদিত্বাৎ]; [তয়োঃ] একয়া (শুক্লয়া) অনাবৃত্তিং (মোক্ষং) যাতি; অন্যয়া (কৃষ্ণয়া) পুনঃ আবর্ত্ততে (সংসারগতিং লভতে)।।২৬

'প্রকাশময় অর্চ্চিরাদি শুক্লাগতি এবং তমোময় ধূমাদি কৃষ্ণা গতি' জগতের এই দুই মার্গ অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ আছে; এই দু'য়ের মধ্যে একটি (শুক্লাগতি) দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অপরটি (কৃষ্ণাগতি) দ্বারা পুনরায় সংসারে আগমন হয়।।২৬

তাৎপর্য্য।—২৪শ শ্লোকোক্ত শুক্লাগতি এবং ২৫শ শ্লোকোক্ত কৃষ্ণাগতি, এই দুই মার্গ অনাদিরূপে রহিয়াছে; এই দু'টির মধ্যে একটি মোক্ষ প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ শুক্লবর্ণ জ্যোতিঃ দর্শন করিতে করিতে জ্ঞানালোকে দেহত্যাগ হইয়া ব্রহ্মে স্থিতিপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষপ্রাপ্তি হয়; আর অপরটি (কৃষ্ণাগতি) দ্বারা সংসারে পুনরাগমন হয় অর্থাৎ ২৫শ শ্লোকোক্ত তমোময় অজ্ঞানান্ধকারে দেহত্যাগ হওয়ায় পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয়।।২৬

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন।।২৭

হে পার্থ, এতে সৃতী (মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ মার্গৌ) জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি (সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাফিলং ন কাঙ্ক্ষতি) তস্মাৎ হে অর্জ্জুন, সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভব।।২৭

হে পার্থ, মোক্ষ ও সংসারপ্রাপক এই দুই মার্গ জানিলে কোন যোগী মোহিত হন না (সুখবুদ্ধিবশতঃ স্বর্গাদি ফল কামনা করেন না) অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি সদা যোগযুক্ত হও।।২৭

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ, মহাকাশে (বিজ্ঞানপদে) লয়রূপ মোক্ষ এবং আকাশের স্থিতি হইতে (চন্দ্রালোক হইতে) চ্যুত হইয়া পুনরায় সংসারে আগমন, এই দু'য়ের (২৪শ এবং ২৫শ শ্লোকোক্তরূপ) যে মার্গ তাহা জ্ঞান হইলে কোন যোগী স্বর্গভোগ লালসায় মুগ্ধ হন না অর্থাৎ তাঁহারা জানিতে পারেন যে আকাশমার্গরূপ স্বর্গ হইতেও (পুনশ্চ্যুতিরূপ পতনের আশঙ্কা আছে, ইহা জানিয়া তাঁহারা স্বর্গের উর্দ্ধস্থানরূপ মহাকাশে স্থিতিলাভের চেষ্টা করেন; অতএব হে জীবভাবরূপ অর্জ্জুন (১ম অঃ ২০শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), তুমি সর্ব্বদা ঈড়া পিঙ্গলার মিলনরূপ (সুষুম্নামার্গে স্থিতিরূপ) যোগে যুক্ত হও অর্থাৎ ২৪শ শ্লোকোক্ত মোক্ষ প্রাপক যে সুষুম্নামার্গরূপ পথ, সেই সুষুম্নায় সর্ব্বদা যুক্ত হও (লাগিয়া থাক)।।২৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্।।২৮

ইতি অক্ষরব্রহ্ম-যোগঃ।

বেদেষু, যজ্ঞেষু, তপঃসু, দানেষু, চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ (উপদিষ্টম্), ইদং (ময়া উক্তং তত্ত্বং) বিদিত্বা যোগী তৎ সর্ব্বম্ অত্যেতি (অতিক্রামতি) আদ্যং (জগন্মূলভূতং) পরং (উৎকৃষ্টং) স্থানম্ (বিষ্ণোপদম্) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) চ।।২৮

বেদ সকলে, যজ্ঞ সকলে, তপস্যা সকলে, দানে যে পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, আমার কথিত এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী সে সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন এবং জগতের মূলভূত পরমস্থান অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন।।২৮

তাৎপর্য্য।—শুক্লা ও কৃষ্ণা গতিরূপ যে মোক্ষ ও সংসার প্রাপক তত্ত্ব, এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া যোগী বেদাদির, যজ্ঞাদির, তপস্যাদির ও দানাদির যে সকল পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে সে সকলকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ "ন বেদংবেদ ইত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্" সেই সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া যোগী ব্যক্তি বেদকে অতিক্রম করেন এবং "ন হোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধৌ তত্ত্ব ভূয়তে। ব্রহ্মাগ্নৌ হুয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে" (৪র্থ অঃ দ্রষ্টব্য) সেই ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণকে আহুতি দিয়া (বর্ত্তমান প্রাণের লয় করিয়া) প্রকৃত হোম শেষ করিয়া যোগী হোমকে অতিক্রম করেন ও "ন তপস্তপইত্যাহুব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্ সনাতন" অব্যক্তভাবরূপ যে ব্রহ্ম সনাতন (কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতি), সেই ব্রহ্মে বিচরণরূপ প্রকৃত তপস্যা দ্বারা তপস্যাদির ফলকেও অতিক্রম করেন এবং যোগী আত্মবিদ্যা-দানরূপ নিঃস্বার্থ দান দ্বারা দানাদির ফলকেও অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ যোগী ব্যক্তি প্রকৃত বেদরূপ [সনাতন] ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া (কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতিকে প্রাপ্ত হইয়া) গুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়া [২য় অঃ ৪৫শ শ্লোকোক্ত] তিন গুণ-স্বরূপ বেদাদির যে ফল তাহা অতিক্রম করেন ও প্রাণকর্ম্মরূপ হোম শেষ করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া তপোলোকে (আজ্ঞাচক্রে) অবস্থানরূপ তপস্যাকেও অতিক্রম করিয়া থাকেন এবং জগতের মূলভূত পরম স্থান [২১শ শ্লোকোক্ত অতীন্দ্রিয় স্থান] বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিজ্ঞান পদরূপ পরমাত্মপদে স্থিতি প্রাপ্ত হন।।২৮

ইতি অক্ষরব্রহ্ম যোগ।

—অর্থাৎ—

অক্ষর (ন ক্ষর) অর্থাৎ যাঁহার ক্ষয় নাই, সেই স্থিরপ্রাণরূপ আত্মা, কূটস্থ চৈতন্যই অক্ষয়, ব্রহ্ম অর্থাৎ (বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম উচ্যতে) আত্মার বৃহৎ অবস্থারূপ পরমাত্মভাবই ব্রহ্ম; অক্ষররূপ আত্মভাব এবং ব্রহ্মরূপ পরমাত্মভাব এই দুইটি ভাব এক হওয়ার নাম অক্ষর ব্রহ্ম যোগ অর্থাৎ কূটস্থের উর্দ্ধে অব্যক্ত অংশে আত্মার স্থিতি হইয়া পরমাত্মভাবের প্রকাশ অবস্থাই অক্ষর-ব্রহ্মযোগ।

ইতি অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।।১

শ্রীভগবান্ উবাচ। ইদং তু গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং অনসূয়বে (দোষদৃষ্টিরহিতায়) তে (তুভ্যং) প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে (মুক্তোভবিষ্যসি)।।১

শ্রীভগবান্ কহিলেন। এই পরম গুহ্য [কেননা ইহা অব্যক্ত, বুঝাইবার নহে, নিজবোধরূপ] বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান দোষ-দৃষ্টিবিহীন তোমাকে কহিতেছি, যাহা জানিয়া অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।।১

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন (২য় অঃ ২য় শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), আত্মতত্ত্ব জানারূপ জ্ঞান ও পরমাত্মতত্ত্ব জানারূপ বিজ্ঞান, ইহা তোমায় একসঙ্গে বলিতেছি; কেননা তুমি দোষদর্শী নহ; একারণ তোমায় বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান কহিতেছি; এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান অতি গুহ্য; কারণ ইহা বলিয়া বুঝাইবার নহে; নিজে কার্য্য করিয়া বুঝিতে হয়, ইহা কার্য্য দ্বারা নিজবোধগম্য; এই জন্য ইহা অতি গুহ্য। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান তোমার বোধগম্য হইলে, তুমি অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করিবে অর্থাৎ উক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া তোমার সুখে দুঃখে সমজ্ঞান হইয়া কোন বিষয়ই আর অশুভ বলিয়া বোধ হইবে না।।১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্।।২

ইদং (জ্ঞানং) রাজবিদ্যা (বিদ্যানাং রাজা) রাজগুহ্যং (গুহ্যানাং রাজা) উত্তমং পবিত্রং (অত্যন্তপাবনং) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টঃ অবগমঃ বোধো যসা তৎ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মোপেতং), কর্ত্তুং সুসুখম্ (সুখেন কর্ত্তুং শক্যম্) অব্যয়ম্ (অক্ষয়ম্) [চ] ।।২

বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞান বিদ্যা সকলের শ্রেষ্ঠ এবং অতি গুহ্য পরম পবিত্র, কার্য্য দ্বারা নিজবোধরূপ, ধর্ম্মসম্মত, সুখসাধ্য এবং অক্ষয়।।২

তাৎপর্য্য।—পরমাত্মতত্ত্ব জানার সহিত যে জ্ঞান; এই জ্ঞান বড়ই গুহ্য এবং ইহা সকল বিদ্যার (অর্থাৎ সকল জ্ঞানের) চেয়ে শ্রেষ্ঠ; এই যে জ্ঞান ইহা অতি পবিত্র; কারণ এই জ্ঞান লাভে মন অতি পবিত্র হয়, কার্য্য দ্বারা এই জ্ঞান নিজ বোধগম্য এবং ইহা ধর্ম্মসম্মত অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থে যাহাতে জীবের পোষণ হয়; একমাত্র প্রাণ হইতেই সর্ব্বজীবের পোষণ হইয়া থাকে; এবং প্রাণের কর্ম্মরূপ প্রাণায়ামই ধর্ম্ম-পদবাচ্য (প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মঃ) ঐ প্রাণায়ামরূপ ধর্ম্মক্রিয়া দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে বলিয়া উহা ধর্ম্মসম্মত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন; উক্ত জ্ঞান সুখসাধ্য এবং অক্ষয় অর্থাৎ উহা লাভ করিতে কোন কষ্টকর নহে এবং উহা বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান, এ জ্ঞানের ক্ষয় নাই একারণ অক্ষয়।।২

অশ্রদ্দধানাং পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি।।৩

হে পরন্তপ, অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুব্যাপ্তসংসারমার্গে) নিবর্ত্তন্তে।।৩

হে পরন্তপ, এই ধর্ম্মের অশ্রদ্ধাকারী পুরুষেরা আমাকে না পাইয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসার পথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।।৩

তাৎপর্য্য।—হে পরন্তপ (২য় অঃ ৩য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য), পূর্ব্বশ্লোকোক্ত যে প্রাণায়ামরূপ মহাধর্ম্ম, এই ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, সেই অশ্রদ্ধাকারী ব্যক্তিদের ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না; এ কারণ তাহারা বার বার জন্ম মৃত্যু ভোগ করে এবং সংসারপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।।৩

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।।৪

অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অতীন্দ্রিয়রূপেণ) ময়া ইদং সর্ব্বং (নিখিলং) জগৎ ততম্ (ব্যাপ্তম্); সর্ব্বভূতানি (স্থাবর-জঙ্গমাত্মকানি) মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) অহং চ তেষু ন অবস্থিতঃ।।৪

অব্যক্তরূপী আমি এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি; চরাচর ভূত সমুদয় আমাতে অবস্থিত, আমি সে সকলে অবস্থিত নহি।।৪

তাৎপর্য্য।—সনাতন অব্যক্তরূপী আমি সর্ব্বব্রহ্মময়রূপে সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া আছি; চরাচর ভূত-সমুদয় আমাতে অবস্থিত মুক্তাগ্রথিত মণিমালায় যেমন একটি

সূত্রে সমুদয় মণি গাঁথা থাকে, সেইরূপ ভাবে আমাতে (আধাররূপী প্রাণসূত্রেতে) অজ্ঞেয়রূপ ভূত-সমুদয় অবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু আমি ঐ ভূত-সমুদয়ে অবস্থিত নহি, অর্থাৎ আমি ভূতভাবের অতীত (ভাবাতীত) নিরঞ্জন অব্যক্ত-মূর্ত্তি বলিয়া ভূত সকলে লিপ্ত নাই; কেবল নির্লিপ্তভাবে তাহাদের মধ্যে প্রাণসূত্ররূপে রহিয়াছি মাত্র [না থাকিলে কিছুই থাকিত না], কিন্তু আমি তাহাতে অবস্থিত অর্থাৎ লিপ্ত নাই।।৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।।৫

মে (মম) ঐশ্বরং যোগং পশ্য—ন চ ভূতানি মৎস্থানি; মম আত্মা (পরং স্বরূপং) ভূতভৃত (ভূতধারকঃ) ভূতভাবনঃ (ভূতপালকঃ) চ [তথাপি] ন ভূতস্থঃ।।৫

আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ--ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নহে; আমি ভূতগণের ধারক ও ভূতগণের পালক, তথাপি ভূতগণে অবস্থিত নাই।।৫

তাৎপর্য্য।—আমার ঐশ্বরিক যোগ দেখ অর্থাৎ আমার যে জ্যোতির্ম্ময়রূপ, তাহাই ঐশ্বরিক যোগ; ঐ জ্যোতির প্রতি তুমি লক্ষ্য কর। এই ঐশ্বরিক রূপের অতীত যাহা, তাহাই (মম আত্মা) পরমেশ্বর অর্থাৎ রূপাতীত (নিরঞ্জন ব্রহ্ম) পরমেশ্বর; উক্ত ঐশ্বরিক রূপের প্রতি ভূত সকলের লক্ষ্য নাই বলিয়া তাহারা আমাতে অবস্থিত নহে, অর্থাৎ আমি জানি যে সূত্রে মালার ন্যায় ভূত সকল আমাতে গাঁথা রহিয়াছে, কিন্তু আমার প্রতি তাহাদের লক্ষ্য না থাকায় তাহারা জানে না যে কোন্ বস্তুর উপর তাহারা অবস্থিত রহিয়াছে; একারণ ভূত সকল আমাতে থাকিয়াও আমাতে মনোনিবেশ বা লক্ষ্য স্থির করা-রূপ অবস্থিত নহে। পরমেশ্বররূপী আমি প্রাণ-সূত্ররূপ সমুদয় ভূতকে ধারণ করিয়া আছি এবং প্রাণরূপে দেহে থাকিয়া ভূত সকলকে পালন করিতেছি; তথাপি আমি ভূতগণে অবস্থিত নহি, অর্থাৎ আমি অব্যক্ত স্থিরভাব বলিয়া চঞ্চলতারূপ ভূতভাবে আমার অবস্থিতি নহে; যে স্থানে চঞ্চলতা-রহিত স্থিরভাব, সেই স্থিরত্বেই আমার অবস্থিতি; একারণ আমি চঞ্চল ভাবরূপ ভূতগণে অবস্থিত নহি।।৫

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।।৬

বায়ুঃ সর্ব্বত্রগঃ [অপি] মহান্ [অপি] যথা নিত্যম্ আকাশস্থিতঃ [আকাশেন ন সংশ্লিষ্যতে] তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি (ময়ি স্থিতানি) ইতি উপধারয় (জানীহি)।।৬

সর্ব্বব্যাপী এবং মহান্ বায়ু যেরূপ অসংশ্লিষ্টভাবে আকাশে অবস্থিত, সমুদয় ভূতও সেইরূপভাবে আমাতে অবস্থিত; ইহা জানিও।।৬

তাৎপর্য্য।—সর্ব্বব্যাপী মহান্ বায়ু যেমন আকাশে থাকিয়াও চঞ্চলতা হেতু আকাশের সহিত মিশে না, সেইরূপ চঞ্চলতাভাবরূপ ভূতসকল আত্মাতে থাকিয়াও চঞ্চলতাহেতু আত্মাতে মিশে না [প্রাণকর্ম্মরূপ সাধন দ্বারা যাঁহার এই চঞ্চলভাব রহিত হইয়া স্থিরত্ব লাভ হয়, তিনিই ভূতভাবের অতীত অবস্থালাভে তত্ত্বাতীত পরমাত্মায় মিলিত হইতে সমর্থ হন অর্থাৎ পর শ্লোকোক্ত মত মহাকাশে লয়প্রাপ্তিরূপ স্থিতিপ্রাপ্ত হন] একারণ ভগবান্ বলিতেছেন যে, বায়ু যেমন অসংশ্লিষ্টভাবে আকাশে অবস্থিত, ভূতগণও সেইরূপভাবে আমাতে অবস্থিত।।৬

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্।।৭

হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাং (মদীয়াং) প্রকৃতিং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) পুনঃ কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) [অহং] তানি বিসৃজামি (উৎপাদয়ামি)।।৭

হে কৌন্তেয়, প্রলয়কালে সর্ব্বভূত মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং আবার সৃষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি।।৭

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ১৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), প্রলয়কালে সর্ব্বভূত মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ দেহত্যাগের পর জীব অষ্টপ্রকৃতি জড়িত হইয়া থাকে; যেহেতু দেহান্তেও জীব অষ্টপ্রকৃতি ছাড়া নহে; ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, দেহান্তে এই অষ্টধা প্রকৃতি অণুস্বরূপে (সূক্ষ্ম-শূন্যস্বরূপে) দেহীর (জীবাত্মার) অনুগমন করে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এই চারি তত্ত্বের প্রত্যেক তত্ত্বেই দু' আনা অংশ শূন্যতত্ত্ব সূক্ষ্ম (অণু) স্বরূপে রহিয়াছে অর্থাৎ প্রত্যেক তত্ত্বে আট আনা অংশ এক তত্ত্ব এবং বাকী আট আনা অংশে অপর চারি তত্ত্ব রহিয়াছে; যেমন ক্ষিতি তত্ত্বে আট আনা ক্ষিতি, দু' আনা জল, দু' আনা তেজঃ, দু' আনা বায়ু এবং দু' আনা শূন্য তত্ত্ব আছে। এইরূপে উক্ত চারি তত্ত্বের প্রত্যেক তত্ত্বেই দুই আনা অংশ শূন্য রহিয়াছে। আর আকাশ তত্ত্বে আট আনা অংশ শূন্য তত্ত্ব ও বাকী আট আনা অংশে দু' আনা ক্ষিতি, দু' আনা জল, দু' আনা তেজঃ ও দু' আনা বায়ু তত্ত্ব রহিয়াছে; দেহান্তে সকল তত্ত্বের লয় হইয়া কেবল প্রত্যেক তত্ত্বের সূক্ষ্ম শূন্য অংশরূপ তত্ত্বমাত্র থাকে এবং ঐ পঞ্চতত্ত্বের সূক্ষ্মাংশরূপ শূন্যতত্ত্বাংশ অণুস্বরূপে দেহীর অনুগমন করে। [এই কারণে মৃত্যু কথাটাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি বলে] (১৫শ অঃ ৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য), অর্থাৎ তখন ক্ষিতি জলে লয় হইয়া, জল তেজে লয় হইয়া, তেজ বায়ুতে লয় হইয়া, বায়ু শূন্যে লয় হইয়া, পরে কেবল শূন্য তত্ত্বমাত্র থাকে এবং উপরিউক্ত তত্ত্ব সকলের যে সূক্ষ্ম শূন্য অংশ, ঐ শূন্যাংশ আকাশ-তত্ত্বে (শূন্যে) মিশিয়া থাকে

ও মন-বুদ্ধি এবং অহঙ্কার রূপ অহং জ্ঞান তৎসঙ্গেই থাকে; পরে পুনরায় সৃষ্টিকালরূপ জন্মান্তরে ঐ অষ্টধা প্রকৃতি জীবরূপে উৎপন্ন হয়। একারণ বলিতেছেন, "প্রলয়কালে সকল ভূত মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়; সৃষ্টিকালে আবার তাহাদিগকে উৎপাদন করি"। আর যে সাধক ক্ষিতির অণু জলের অণুতে লয় করিয়া, জলের অণু তেজের অণুতে লয় করিয়া, তেজের অণু বায়ুর অণুতে লয় করিয়া, বায়ুর অণু আকাশে লয় করিয়া, পরে আকাশ-তত্ত্বকে মহাকাশে লয় করিয়া যান, তিনি তত্ত্বের অতীত হইয়া তত্ত্বাতীত পরমাত্মতত্ত্বে স্থিতিলাভরূপ মহাকাশে লয়প্রাপ্ত হন; একারণ তিনি দেহান্তে অষ্ট প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন এবং উপরিউক্ত অষ্টধা প্রকৃতি তাঁহার (দেহীর) অনুগমন করে না, যেহেতু তিনি ঐ অষ্ট প্রকৃতিকে পরাপ্রকৃতিতে লয় করিয়া মহাকাশে লয়প্রাপ্তি-রূপ স্থিতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন; এই স্থিতি তাঁহার লাভ হওয়ায় পুনর্ব্বার সৃষ্টি কালরূপ পুনরুৎপত্তি (অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চলভাবরূপ বর্ত্তমান অবস্থা) তাঁহার আর হইতে পারে না; কেননা তাঁহার নিঃশেষরূপে স্থিতির অবস্থা দেহান্তের পূর্ব্বেই হইয়াছে।।৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।।৮

স্বাং(স্বকীয়াং) প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য (অধিষ্ঠায়) প্রকৃতেঃ [ন তু আত্মনঃ] বশাৎ ইমং কৃৎস্নম্ (সমগ্রম্) অবশং (কর্ম্মাদিপরবশং) ভূতগ্রামং (প্রাণিসমূহং) পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি।।৮

আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকৃতির বশে কর্ম্মাদিপরবশ এই সমস্ত ভূতকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।।৮

তাৎপর্য্য।—[স্থির প্রাণরূপ আত্মা উর্দ্ধ হইতে মধ্যে আসিয়া চঞ্চলপ্রাণরূপে চঞ্চলা প্রকৃতিতে যুক্ত হন] ঐ চঞ্চল প্রাণরূপী আমি স্বীয় প্রকৃতিতে (প্রাণের উর্দ্ধাধোগতিরূপ চঞ্চলা প্রকৃতিতে) অধিষ্ঠান করিয়া প্রকৃতির বশে কর্ম্মাদিপরবশ ভূতগণকে অর্থাৎ আসক্তির বশীভূত হইয়া যাহারা কর্ম্ম করে সেই অবশ জীব সকলকে বারংবার উৎপন্ন করিয়া থাকি, অর্থাৎ প্রাণকে স্থির করিতে না পারিলে প্রাণের চঞ্চল অবস্থায় প্রকৃতির বশে জীব আসক্তির বশীভূত হয় এবং আসক্তি-বশে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের ফলভোগ হেতু ও স্থিতি লাভ না হইয়া চঞ্চলতা বর্ত্তমান হেতু চঞ্চলা প্রকৃতির বশে বার বার জন্মগ্রহণ করে।।৮

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু।।৯

হে ধনঞ্জয়, তেষু কর্ম্মষু অসক্তম্ উদাসীনবৎ আসীনং (বর্ত্তমানং) চ মাং তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি।।৯

হে ধনঞ্জয়, সেই সকল কর্ম্মে আসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত আমাকে সেই সব কর্ম্ম, আবদ্ধ করিতে পারে না।।৯

তাৎপর্য্য।—হে ধনঞ্জয়, (১০ম অঃ ২৩শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), স্থির অব্যক্তরূপী আমি যখন চঞ্চলতাযুক্ত হইয়া জীবভাবে ব্যক্ত হই, তখন প্রকৃতির বশীভূত হইয়া প্রাণের উর্দ্ধাধোগতিরূপ কর্ম্মে যুক্তরূপে আসক্ত থাকি, কিন্তু আমি যখন উদাসীনবৎ অবস্থিত অর্থাৎ যখন দেহের উর্দ্ধভাগে স্থির অব্যক্তরূপে অবস্থিত থাকি, তখন আমি প্রকৃতির অধীন নহি এবং তখন কর্ম্মপরতন্ত্রও নহি; একারণ ঐ স্থির অব্যক্তরূপী আমাকে কোন কর্ম্ম আবদ্ধ করিতে পারে না; যেহেতু উক্ত অব্যক্তভাব যখন, তখন কর্ম্মের অতীতবস্থা; সুতরাং তখন কর্ম্মে আবদ্ধ নহি।।৯

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।।১০

অধ্যক্ষেণ (অধিষ্ঠাত্রা) ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং [বিশ্বং] সূয়তে (জনয়তি); হে কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ জায়তে)।।১০

অধিষ্ঠাতা আমা কর্ত্তৃক প্রকৃতি চরাচর সহিত বিশ্ব প্রসব করে; হে কৌন্তেয়, এই হেতু জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয়।।১০

তাৎপর্য্য।—স্থির অব্যক্তরূপী আমি চঞ্চলগতি বিশিষ্ট হইয়া প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি বলিয়া আমা কর্ত্তৃক প্রকৃতি চর অচর [চর = জঙ্গম অর্থাৎ যাহা চলায়মানবিশিষ্ট—মনুষ্য প্রভৃতি জীবাদি; অচর = স্থাবর অর্থাৎ যাহা চলায়মান নহে—বৃক্ষাদি] সহ বিশ্ব প্রসব করে; অর্থাৎ আমি যখন চঞ্চলা প্রকৃতিতে যুক্ত হইয়া অব্যক্তভাব হইতে ব্যক্ত হই, তখন (আমার ব্যক্তাবস্থায়) দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বা বহির্জ্জগতে সবই ব্যক্ত হয়; আবার যখন 'অব্যক্ত অবস্থায়' লয় হই, তখন কিছুই থাকে না অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চলপ্রাণ স্থিরে লয় পাইলে, তখন মনেরও লয় হয়; সুতরাং তখন মনের সঙ্গে সবই লয় পায়, —কারণ মন না থাকিলে ব্যক্ত বা অব্যক্ত অনুভব করে কে? একারণ অব্যক্তাবস্থায় কিছুই থাকে না, সবই লয় প্রাপ্ত হয় এবং চঞ্চলতা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া যখন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি, তখন সব প্রকাশ পায়; এইরূপে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি বলিয়া জগৎ বারংবার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ প্রাণের স্থিরতা করিতে না পারিলে চঞ্চলভাব বর্ত্তমান হেতু বার বার দেহের উৎপত্তি হয় ও দেহের সঙ্গে জগতের উৎপত্তি হয় [৭ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য]।।১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ।।১২

মোহিনীং (বুদ্ধিভ্রংশকরীং) রাক্ষসীং (তামসীং) আসুরীং (রাজসীং) চ প্রকৃতিমেব শ্রিতাঃ (আশ্রিতাঃ) [সন্তঃ] মোঘাশাঃ মোঘকর্ম্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ) ভূতমহেশ্বরং মম পরং ভাবম্ (তত্ত্বম্) অজানন্তঃ মূঢ়াঃ (অজ্ঞাঃ) মানুষীং তনুম্ আশ্রিতং মাম্ অবজানন্তি (অবমন্যন্তে)।।১১-১২।।

বুদ্ধিভ্রংশকারী তামসী ও রাজসী প্রকৃতি অবলম্বনকারী বিফলাশাবিশিষ্ট, বিফলকর্ম্মা ও বৃথা জ্ঞানবিশিষ্ট বিক্ষিপ্তচিত্ত বিবেকহীন মানবগণ সর্ব্বভূতমহেশ্বর আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া মনুষ্যদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।।১১-১২।।

তাৎপর্য্য।—যাহারা বুদ্ধিভ্রংশকারী অর্থাৎ নীচবুদ্ধি তামসিক প্রকৃতিরূপ রাক্ষসী প্রকৃতি ও রাজসিক প্রকৃতিরূপ আসুরিক প্রকৃতি অবলম্বনকারী, যাহারা বিফল আশাবিশিষ্ট ও বিফল-কর্ম্মা অর্থাৎ যে আশায় কোন ফল নাই এইরূপ নিষ্ফল আশায় যাহারা সর্ব্বদা জড়িত এবং বৃথা কর্ম্মে জড়িত ও অজ্ঞান-বিশিষ্ট, এই সব বিক্ষিপ্তচিত্ত মূর্খগণ অর্থাৎ মোক্ষলাভ চেষ্টায় যাহাদের বুদ্ধি যায় না, সেই চঞ্চলচিত্ত জ্ঞানহীনগণ আমার পরম তত্ত্ব জানে না অর্থাৎ সর্ব্বভূত মধ্যে আমি যে প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ (ঈশ্বরের অতীত মহেশ্বর) রূপে রহিয়াছি, আমার এই পরম তত্ত্ব তাহারা (মূর্খেরা) জানে না; ইহা না জানার দরুণ তাহারা মনুষ্যদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে, অর্থাৎ সর্ব্বব্রহ্মময়রূপে আমি যে সকল দেহের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনুষ্যদেহধারীরূপে রহিয়াছি, ইহা তাহারা জানে না; কারণ তাহাদের ঐ অভ্যন্তরস্থিত বস্তুতে লক্ষ্য নাই; তাহাদের লক্ষ্য জড়তত্ত্ব হাড়-মাংসের উপর; একারণ তাহারা মনুষ্যদেহধারী আমাকে তাচ্ছিল্য করে (জীবের প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকে) অর্থাৎ হাড়-মাংসবিশিষ্ট দেহ মনুষ্য-পদবাচ্য নহে; দেহের অভ্যন্তরস্থিত যে বস্তু (যদ্দ্বারা এই দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে) সেই প্রাণরূপী ঈশ্বরই মনুষত্বস্বরূপ; মূর্খেরা ইহা জানে না, তাই মনুষ্যকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।।১১-১২।।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্।।১৩

হে পার্থ, দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ মহাত্মানঃ তু অনন্যমনসঃ [সন্তঃ] ভূতাদিম (জগৎকারণম্) মাম্ অব্যয়ং (নিত্যং) জ্ঞাত্বা ভজন্তি (আরাধন্তে)।।১৩

হে পার্থ, দৈবীপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে জপ করেন ও নিত্যস্বরূপ জানিয়া ভজনা করেন।।১৩

তাৎপর্য্য।—বর্ত্তমান চঞ্চলা প্রকৃতিকে পরাপ্রকৃতিতে (পরব্যোমে) লয় করিয়া তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্বরূপ স্থিতিতে যাঁহারা যুক্ত আছেন, এইরূপ স্থির পরাপ্রকৃতিযুক্তরূপ দৈবপ্রকৃতিযুক্ত মহাত্মাগণ [মহান্ আত্মা যস্য স মহাত্মা] অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল আত্মাকে পরমাত্মপদে স্থিতি করিয়া ঐ স্থিতিতে যাঁহারা লাগিয়া আছেন, তাঁহারাই মহাত্মা। এইরূপ মহৎ ব্যক্তিরা আমাকে সর্ব্বভূতের মূল (জগতের কারণ স্বরূপ) বলিয়া জানেন অর্থাৎ জীবমাত্রেরই দেহের উর্দ্ধস্থানরূপ মূলে আমি প্রাণরূপে রহিয়াছি এবং আমিই প্রকৃতিস্থ হইয়া জীবরূপে উৎপন্ন হইতেছি, ইহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহারা আমায় জগৎ-কারণ বলিয়া অবগত হন ও নিত্যস্বরূপ (সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান) জানিয়া অনন্যচিত্তে আমায় ভজনা করেন অর্থাৎ তাঁহারা একমাত্র আমাতেই (স্থির প্রাণেতেই) চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া স্থিরচিত্তে আমার আরাধনা করিয়া থাকেন।।১৩

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।।১৪

[কেচিৎ] সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ মাম্ [উপাসতে] [কেচিৎ] দৃঢ়ব্রতাঃ [সন্তঃ] যতশ্চ (প্রযত্নং কুর্ব্বন্তশ্চ) [উপাসতে] [কেচিৎ] ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ (প্রণমন্তশ্চ) [উপাসতে] [অন্যে)] নিত্যযুক্তাঃ [অনবরতমবহিতাঃ] [সন্তঃ] মাম্ উপাসতে।।১৪

কেহ কেহ সর্ব্বদা কীর্ত্তন করিয়া, কেহ কেহ দৃঢ় নিয়মস্থ হইয়া প্রযত্ন করিয়া, কেই কেহ ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিয়া, কেহ কেহ বা সর্ব্বদা অবহিত হইয়া আমাকে ভজনা করেন।।১৪

তাৎপর্য্য।—কেহ কেহ সর্ব্বদা আত্মগুণ কথন্ (সৎচর্চ্চা) দ্বারা আমার কীর্ত্তন করিয়া আমাকে ভজনা করেন এবং সদা সর্ব্বদা আমাতে বিভোররূপে আট্‌কাইয়া থাকিয়া আমাতেই তন্ময়রূপ কীর্ত্তন দ্বারা আমাকে ভজনা করেন [এই তন্ময়রূপ বিভোর অবস্থাই প্রকৃত কীর্ত্তন, স্তোত্রমন্ত্রাদি দ্বারা ভগবানের নাম উচ্চারণ গৌণ কীর্ত্তন; সাধন দ্বারা যখন এরূপ তন্ময়ভাব আসে যে জিহ্বা, চক্ষু, ওষ্ঠ, মন ও প্রাণ স্পন্দিত হয় না, তখনই ঠিক মুখ্য কীর্ত্তন; বর্ত্তমান গৌণ কীর্ত্তন দ্বারা মোক্ষ লাভ অসম্ভব; কারণ জলপান ব্যতিরেকে কেবলমাত্র জলের নাম উচ্চারণে তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া সম্ভবপর নহে; তবে গৌরাঙ্গদেব যে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা সাধারণের রুচি আকর্ষণের জন্য, উহা মোক্ষলাভের জন্য নহে; যাহারা মুখ্য কীর্ত্তন না জানে,

বর্ত্তমান গৌণ কীর্ত্তন তাহাদের অকরণীয় নহে; কেহ কেহ দৃঢ় নিয়মপূর্ব্বক সাধনায় প্রযত্ন করিয়া আমার ভজনা করেন এবং কেহ কেহ ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা ভক্তিযুক্ত প্রণাম করিয়া আমাকে ভজনা করেন, কেহ বা নিত্যই আমাতে যুক্ত থাকিয়া (সদা সর্ব্বদা আত্মধ্যানে আট্‌কাইয়া থাকারূপ নিত্যযুক্ত হইয়া) আমার উপাসনা করেন]।।১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্।।১৫

অনোহপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ (পূজয়ন্তঃ) মাম্ উপাসতে, [তেষাং মধ্যে] [কেচিৎ] একত্বেন (অহংজ্ঞানরাহিত্যেন) [কেচিৎ] পৃথক্ত্বেন (দাসোহহমিতি), [কেচিৎ তু] বিশ্বতো মুখম্ (সর্ব্বাত্মকং) মাং বহুধা (নানারূপেন) উপাসতে।।১৫

অন্য কেহ কেহ জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়া আমাকে উপাসনা করেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অহং-জ্ঞান, রাহিত্যে-কেহ কেহ 'আমি দাস' এই ভাবে, কেহ কেহ সর্ব্বাত্মক আমাকে নানারূপে উপাসনা করেন।।১৫

তাৎপর্য্য।—কেহ কেহ [৪র্থ অঃ ৩৩শ শ্লোকোক্তরূপ] আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা (স্থির প্রাণের ক্রিয়াদ্বারা) পূজা করিয়া আমার উপাসনা করেন; পূজা অর্থাৎ সংবর্দ্ধনা, —প্রাণের সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি করিয়া সংবর্দ্ধনারূপ স্থিতি বৃদ্ধির নামই পূজা; এইরূপ পূজা দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন; কেহ কেহ 'আমি-হারা' ভাবরূপ অহংজ্ঞান রহিত হইয়া আমাতেই তন্ময়রূপে উপাসনা করেন; কেহ বা 'আমি দাস' এইভাবে উপাসনা করেন, কেহ কেহ বা সর্ব্বাত্মক আমাকে নানারূপে উপাসনা করেন, অর্থাৎ সর্ব্বভূতের প্রাণরূপী যে সর্ব্বাত্মক আমি, ইহা তাঁহারা না জানিয়া আমাকে মনুষ্য, মৎস্য, কূর্ম্মাদি নানা ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন।।১৫

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্।।১৬

অহং ক্রতুঃ (শ্রৌতঃ অগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞঃ), অহং যজ্ঞঃ (স্মার্ত্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ) অহং স্বধা (পিত্রর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ), অহম্ ঔষধম্, অহম্ মন্ত্রঃ, অহম্ আজ্যম্ (হোমাদি-সাধনম্) অহম্ অগ্নিঃ, অহং হুতম্ (হোমঃ)।।১৬

আমিই অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ, আমিই স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞ, আমিই পিত্রর্থ শ্রাদ্ধাদি, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই হোমাদি সাধন-ভূত, আমিই অগ্নি এবং আমিই হোম।।১৬

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ; আভিধানিক মতে ক্রতু অর্থে সোমরস সাধ্য যাগ, দেহমধ্যস্থ চন্দ্রনাড়ীরূপ ঈড়ায়

যে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সেই 'চন্দ্রাৎ গলিত' সুধাই (বায়ু-ধারাই) সোমরস; যাগরূপ ক্রিয়া (আত্মক্রিয়া) দ্বারা ঐ বায়ু-ধারাকে সাধ্যায়ত্ত করা যায় এবং উহাকে সাধ্যায়ত্ত করিতে পারিলে কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দলাভরূপ অমৃত পানে অমরত্ব লাভ করা যায় (অর্থাৎ মৃত্যু অবস্থাটা যে কি, তাহা আত্মকর্ম্মের দ্বারা অবগত হইয়া মৃত্যুর আশঙ্কারূপ যে ভয়, সে ভয়কে এড়ান যায়); যে ক্রিয়া দ্বারা উক্ত সোমধারা সাধ্যায়ত্ত হইয়া থাকে, প্রাণরূপী আত্মাই হইতেছেন সেই ক্রিয়ারূপ যাগ; অর্থাৎ প্রাণই চঞ্চলগতি যুক্ত হইয়া সোমধারারূপে বায়ু প্রবাহিত করিতেছেন এবং ঐ প্রাণকে প্রাণের অন্তর্ম্মুখে গতিরূপ ক্রিয়া দ্বারা স্থির করিতে পারিলেই উক্তবায়ু ধারারূপ সোমরস সাধ্যায়ত্ত হইয়া থাকে; একারণ উক্ত হইতেছে, আমিই [সোমধারা সাম্য] যাগ, (অর্থাৎ আত্মকর্ম্মরূপ যাগ আমি); অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞও আমি অর্থাৎ মণিপুর চক্রে জঠরাগ্নিরূপ যে ব্রহ্মাগ্নি আছে ঐ অগ্নিতে ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা আহুতি প্রদানরূপ যে যজ্ঞ (৪র্থ ২৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), সে যজ্ঞ আমিই। আমিই পিত্রর্থ শ্রাদ্ধাদি অর্থাৎ প্রাণই পিতা; আত্মকর্ম্মরূপ প্রাণ-কর্ম্মে দ্বারা প্রাণকে অধঃ হইতে উর্দ্ধে স্থিতি করিতে পারিলেই প্রকৃত পিতৃ-উদ্ধার হইয়া থাকে এবং আত্মকর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থার স্থিতিরূপ যে অবস্থা, সেই অবস্থাতেই প্রাণের উর্দ্ধে স্থিতি হয়; প্রাণরূপী আত্মার ক্রিয়াই (প্রাণ-কর্ম্মই)-প্রকৃত শ্রাদ্ধাদি। আমিই ঔষধ অর্থাৎ আমাতে থাকার চেয়ে আর ঔষধ নাই; যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক আমাতে (আত্মাতে) থাকিতে পারে, তাহারই ভবব্যাধি নিবারিত হয়; একারণ আমিই ঔষধ। আমিই মন্ত্র অর্থাৎ আমাকে (স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকে) প্রাপ্ত হইলেই (মন স্থিতিপ্রাপ্ত হইলেই) চঞ্চলতা হইতে মনের ত্রাণ বা উদ্ধার হইয়া থাকে, একারণ আমিই স্থিরাবস্থারূপ মন্ত্র [এই স্থিরাবস্থাই যে মন্ত্র, তাহা তন্ত্রেও উক্ত আছে অর্থাৎ তন্ত্রে উক্ত আছে যে, শ্বাসরূপে চলিতেছে যে নিঃশ্বাস (নিঃ-নাস্তি, শ্বাস রহিত অবস্থারূপ যে নিশ্বাস, অর্থাৎ স্থিরাবস্থা, সেই স্থির প্রাণরূপ নিঃশ্বাসই চঞ্চলতায় যুক্ত হইয়া শ্বাসরূপে চলিতেছে) ঐ নিঃশ্বাসরূপ স্থির অবস্থাই মন্ত্র-পদবাচ্য- "শিবাদিকৃমি পর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনঃ নিঃশ্বাসঃ শ্বাসরূপেণ মন্ত্রবৎ বর্ত্ততে প্রিয়ে" ইতি তন্ত্র] আমিই প্রাণবায়ুরূপ ঘৃত (৪র্থ অঃ ২৪শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য), আমিই জঠরাগ্নিরূপ অগ্নি এবং আমিই হোম অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রাণের লয়াবস্থারূপ হোম আমি।।১৬

পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সামযজুরেব চ।।১৭

অহম্ অস্য জগতঃ পিতা মাতা ধাতা পিতামহঃ বেদ্যং (জ্ঞেয়ম্) পবিত্রম্ (শোধকম্) ওঙ্কারঃ ঋক্‌সামযজশ্চৈব।।১৭

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা (কর্ম্মফল-বিধাতা) এবং পিতামহ, আমি জ্ঞাতব্য, পবিত্র, ওঁকার, ঋক্, সাম ও যজুঃ।।১৭

তাৎপর্য্য।—আমি এই জগতের পিতামাতা অর্থাৎ (পিতা হ বৈ প্রাণঃ, মাতা হ বৈ প্রাণঃ) আমিই কূটস্থ গহ্বরান্তর্গত ব্রহ্মযোনি-স্বরূপ মাতৃস্থানীয়া এবং আমিই কূটস্থ চৈতন্য পুরুষ-স্বরূপ পিতৃস্থানীয় (১৪শ অঃ ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য); অতএব আমিই জগতের পিতামাতা; আর সৃষ্টিকর্ত্তারূপ ধাতাও আমি এবং সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ (প্রজাপতি) আমি, (৩য় অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); জ্ঞাতব্যও অর্থাৎ জানিবার বস্তুও আমি; কেননা আত্মতত্ত্ব জ্ঞাতরূপে আমাকে জানিলে (আত্মজ্ঞান লাভ করিলে) জানার আর কিছু বাকী থাকে না। পবিত্রও আমি; কারণ আমি [শূন্যধাতুরূপ প্রাণ] নির্ম্মল আমাতে কোন ময়লা জড়িত থাকিতে পারে না এবং আমার আরাধনায় মনও আত্মতত্ত্বে লীন হইয়া সঙ্কল্পাদি রহিত ভাবে পবিত্র হইয়া থাকে; একারণ আমিই পবিত্র। আমিই ওঁকার অর্থাৎ অ, উ, ম এই তিনে ওঁ উচ্চারিত হয়; অ = বিষ্ণু, উ = মহেশ্বর, ম = ব্রহ্মা (যথা অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ ইত্যাদি), ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতাই তিন গুণ (ত্রয়ো দেবা স্ত্রয়ো গুণাঃ) অর্থাৎ সুষুম্নায় সত্ত্বগুণ, পিঙ্গলায় রজোগুণ এবং ঈড়ায় তমোগুণ; এই দেহে ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ তিনগুণ মিশ্রিত রহিয়াছে বলিয়া দেহকে ওঁকাররূপ বলে এবং এই ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না আত্মারই রূপ; অতএব প্রাণরূপী আত্মাই ওঁকার (৭ম অঃ ৮ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। আর ঋক্ সাম যজুঃ সেই আত্মা, অর্থাৎ ঋক্—রজোগুণ = পিঙ্গলা, তাহা তিনিই; সাম—তমোগুণ = ঈড়া, তাহাও তিনি এবং যজুঃ—সত্ত্বগুণ = সুষুম্না—তাহাও তিনি। [১০ম অঃ ২২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য]।।১৭

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।।১৮

গতি, ভর্ত্তা, প্রভুঃ (নিয়ন্তা), সাক্ষী (দ্রষ্টা), নিবাসঃ (ভোগস্থানং) শরণং (রক্ষকঃ), সুহৃৎ (হিতকর্ত্তা), প্রভবঃ (স্রষ্টা), প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা), স্থানং (আধারঃ), নিধানং (লয়স্থানং), বীজম (কারণম্), অব্যয়ম্ (অবিনাশি)।।১৮

আমি এই জগতের গতি, পোষণকর্ত্তা, নিয়ন্তা, দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকর্ত্তা, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান এবং বীজ অর্থাৎ কারণ ও অবিনাশী।।১৮

তাৎপর্য্য।—দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য ও চন্দ্রনাড়ীস্থ বায়ুর যে অজপারূপে গতি হইতেছে, আমি ঐ অজপারূপ উর্দ্ধাধোগতি, অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে শরীররূপ জগতে ও বহির্জগতে শ্বাস-প্রশ্বাস বা জোয়ার ভাটারূপ গতি আমি; আমিই

প্রাণরূপে দেহে থাকিয়া আমার অগ্নি (জঠরাগ্নি) দ্বারা চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া জীবের পোষণ করিতেছি (৩য় অঃ ২৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); একারণ আমি পোষণকর্ত্তা; আমি প্রভু অর্থাৎ প্র—প্রধানরূপে, ভূ—হওয়া, আমিই সমগ্র জগতের অধিপতিরূপে বিরাজিত হইয়া সমগ্র জগৎ চালাইতেছি। আমার অভাবে আর কিছুই থাকে না; জগতের মূল কারণই আমি, একারণ আমি প্রভু। আমিই জ্ঞাননেত্ররূপে দ্রষ্টা বা সাক্ষী অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অন্তর্দৃষ্টিতে আমিই আমাকে দেখিতেছি এবং বাহ্য দৃষ্টিতেও যা কিছু লক্ষ্য হইতেছে, ঐ দর্শনেন্দ্রিয় মধ্যে আমি দর্শন-শক্তিরূপে রহিয়াছি (অর্থাৎ উভয় চক্ষুতে পুষা ও অলম্বুষা নাড়ী রহিয়াছে; ঐ নাড়ী-মধ্যে আমি ধ্যান ও উদান বায়ুরূপে রহিয়াছি; ঐ টুকুই দর্শন-শক্তি; উহা না থাকিলে চক্ষু সত্ত্বেও দর্শন হয় না) অতএব আমিই প্রকৃত দ্রষ্টা। আমি সকলের নিবাস অর্থাৎ সূতায় যেমন মণি সকল গ্রথিত থাকে তদ্রূপভাবে আমাতে (প্রাণ-সূত্রেতে) সকলে অবস্থিত রহিয়াছে। রক্ষকও আমি; কারণ আমিই প্রাণরূপে দেহে থাকিয়া সব রক্ষা করিতেছি; প্রাণের অভাবে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। হিতকর্ত্তাও আমি; কারণ আমি মঙ্গল দিয়া থাকি অর্থাৎ আমার শরণে হিত সাধন হইয়া থাকে (ইন্দ্রিয় শরণে অহিত হইয়া থাকে); একারণ আমি হিতকর্ত্তা; আমিই প্রভাব অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যাহা উৎপন্ন বা প্রকাশ হইতেছে (প্রাণের ব্যক্তাবস্থা) উহা আমি অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণরূপে প্রভব অবস্থা আমি; প্রলয়ও আমি অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণ যখন প্রকৃষ্টরূপে স্থিরে গিয়া মিশিতেছে, সেই স্থির অব্যক্তরূপ প্রলয়াবস্থা আমি। আমিই আধার অর্থাৎ আমাতেই সমস্ত অবস্থিত রহিয়াছে এবং বিশেষরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে তখন লোকের মন আমাতেই অবস্থান করে, আমিই ঐ অবস্থানরূপ থাকিবার স্থান বা আধার। লয়স্থানও আমি; কারণ স্থির ব্রহ্মরূপ আমাতেই মন প্রাণাদির লয় হইয়া থাকে, অতএব আমিই লয়স্থান। আর কারণরূপ বীজও আমি অর্থাৎ দেহাদি উৎপত্তির আদি কারণ আমিই; কেননা প্রাণরূপী আমিই ৩য় অঃ ১০ম শ্লোকোক্তবিন্দুরূপ জীবাণু এবং আমিই পঞ্চতত্ত্বাদিতে যুক্ত হইয়া ভূতরূপে উৎপন্ন হই; ভূতাদির উৎপত্তির পর নাশ হয়, আমার (শূন্যরূপী আত্মার) নাশ হয় না; কারণ আমি অবিনাশী।।১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন।।১৯

হে অর্জ্জুন, অহং তপামি, অহং বর্ষম্ উৎসৃজামি, নিগৃহ্ণামি চ, অহম্ এব অমৃতং (আনন্দঃ), মৃত্যুঃ (নাশঃ) চ, সৎ (স্থূলং দৃশ্যম) অসৎ (সূক্ষ্মম্ অদৃশ্যম) চ।।১৯

হে অর্জ্জুন, আমিই তাপ দিয়া থাকি, আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং আমিই আকর্ষণ করি, আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই স্থূল এবং আমিই সূক্ষ্ম।

তাৎপর্য্য।—আমিই তাপ দিয়া থাকি—অর্থাৎ আদিত্যরূপ প্রাণই তাপ দিয়া থাকেন; যেহেতু তাঁহার তেজঃ বা জ্যোতিতেই সমুদয় বহির্জগতের ও দেহরূপ অন্তর্জগতের তেজঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে [১৫শ অঃ ১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য] তিনি জঠরাগ্নিরূপে ও জ্যোতির্ম্ময়রূপে দেহে রহিয়াছেন বলিয়া তৎ-তেজে সমুদয় শরীরে বিস্তার ও পোষণ হইতেছে [৩য় অঃ ২৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য]; এবং সেই প্রাণের তেজেই দেহের উত্তাপ বর্তমান রহিয়াছে; প্রাণের অন্ত হইলে উত্তাপেরও অন্ত হইয়া থাকে; অতএব আদিত্যরূপ প্রাণই উত্তাপের কারণ-স্বরূপ; একারণ উক্ত হইতেছে যে, "আমিই তাপ দিয়া থাকি" "আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকি" এবং "বৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকি" —অর্থাৎ তিনিই তেজোরূপে অপানবায়ুকে অধোদেশে নিক্ষেপরূপে বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন এবং তিনিই তেজঃ কর্ত্তৃক প্রাণবায়ুকে উর্দ্ধে পরিচালিত করিয়া বৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন (এইরূপ প্রাণ ও অপানবায়ুর ক্রিয়াদ্বারা দেহের মধ্যে রক্তের চলাচল হইতেছে অর্থাৎ পৃথকরূপে প্রাণবায়ুর যে উর্দ্ধগতি হইতেছে, উহাই বৃষ্টি আকর্ষণ এবং রেচকরূপে যে অপানবায়ুর অধোগতি হইতেছে, উহাই বৃষ্টি বর্ষণ; এই বর্ষণে মূলাধাররূপ পৃথিবী শীতল হইয়া থাকে অর্থাৎ উর্দ্ধ হইতে অধোদেশে বায়ু নিক্ষেপের পর মূলাধারে বায়ুর স্থিরাবস্থারূপ শীতলতা হইয়া থাকে) [যোগীরা এই শীতলতা উপলব্ধি করেন, অর্থাৎ তাঁহারা মূলাধারে ও সহস্রারে সর্ব্বদা রমণ করেন বলিয়া ইহার তত্ত্ব অবগত আছেন]। জীবনও আমি, মরণও আমি অর্থাৎ যাহা প্রাণরূপে জীবদেহে ব্যক্ত রহিয়াছে (শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে যাতায়াত করিতেছে) সেই প্রাণরূপী আমিই জীবন-স্বরূপ; আর ঐ প্রাণের লয় (অব্যক্ত) অবস্থারূপ মৃত্যুও আমি অর্থাৎ মৃত্যুরূপ যে প্রাণস্থিত অবস্থা, তাহা আমার অব্যক্ত অবস্থা [চলায়মান প্রাণকে স্থিরপ্রাণে লয় করিয়া যখন স্থিরত্ব প্রাপ্তিরূপ অবস্থা হয়; সেই অবস্থার নামই প্রকৃত মৃত্যু; বর্ত্তমানে যাহাকে মৃত্যু বলা যায়, উহা প্রকৃত মৃত্যু নহে; উহা দেহ হইতে দেহান্তর-গমন মাত্র; ২য় অঃ শেষ শ্লোক দ্রষ্টব্য] ঐ অব্যক্ত স্থিরাবস্থা আমিই; একারণ আমিই মৃত্যু [৭ম শ্লোকোক্তরূপ যিনি দেহান্তে অষ্ট প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন, তিনিই প্রকৃত-মৃত্যুর অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা জীবন-মৃত্যুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ জীবন স্বরূপ বর্ত্তমান প্রাণকে স্থির প্রাণে লয় করিয়া সর্ব্বদাই স্থিরে রহিয়াছেন—তাঁহারাই মৃত্যুর অবস্থা বিদিত]। আমিই সৎ এবং আমিই অসৎ—সৎ অর্থাৎ নিত্য—যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং যাহার ক্ষয় নাই, তাহাকেই নিত্য বলে; স্থির প্রাণরূপ ব্রহ্ম, তিনিই সর্ব্বময়রূপে বিদ্যমান এবং তাঁর (স্থির ব্রহ্মের) ক্ষয়ও নাই; অতএব সেই স্থির প্রাণই নিত্য স্বরূপ সৎ। অসৎ অর্থাৎ অনিত্যরূপ

চঞ্চল প্রাণ যাহা চলিতেছে, শ্বাসের ক্ষয়রূপে ইহার প্রত্যহই ক্ষয় হইতেছে এবং এক সময় ইহার চলাচল ক্রিয়া রহিত হইয়া ইহা শূন্যে মিশিয়া যাইবে, সুতরাং ইহা অনিত্য, এই অনিত্য চঞ্চল প্রাণও আমি; সুতরাং আমিই অসৎ।।১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা-
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।।২০

ত্রৈবিদ্যাঃ (বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরাঃ) যজ্ঞৈঃ মাম্ ইষ্ট্বা (সংপূজ্য) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি তথোক্তাঃ) পূতপাপাঃ (নিষ্পাপাঃ সন্তঃ) স্বর্গতিং (স্বর্গং প্রতি গতিং) প্রার্থয়ন্তে; তে পুণ্য সুরেন্দ্রলোকম্ (স্বর্গম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (অলৌকিকান্) দেবভোগান্ অশ্নন্তি (ভুঞ্জতে)।।২০

বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ যজ্ঞসকলদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষ সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যফলরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে উত্তম দেবভোগ সকল ভোগ করেন।।২০

তাৎপর্য্য।—বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ— অর্থাৎ তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণরূপ ঈড়া-পিঙ্গলা এবং সুষুম্নার ক্রিয়ানুষ্ঠানকারিগণ, ঈড়া— তমোগুণ, পিঙ্গলা— রজোগুণ, সুষুম্না— সত্ত্বগুণ, এই তিনি গুণই তিন বেদ; উক্ত তিন গুণরূপ ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার কার্য্য যাঁহারা গুরূপদেশানুসারে করিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃত বেদত্রয়-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী অর্থাৎ আত্মকর্ম্মানুষ্ঠানকারী সাধক; তাঁহারা প্রাণকর্ম্মরূপ যজ্ঞসকল দ্বারা (যে যে যজ্ঞের বিষয় ৪র্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ঐ সকল ক্রিয়ারূপ যজ্ঞের দ্বারা) প্রাণরূপী আত্মার পূজা করিয়া [পূজা অর্থে সংবর্দ্ধন অর্থাৎ প্রাণের সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি (স্থিতি বৃদ্ধি) করার নামই যথার্থ পূজা, এইরূপ পূজা করিয়া] যজ্ঞশেষে (কর্ম্মের অতীতাবস্থায়) সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হন; অর্থাৎ ১৬শ শ্লোকে যে লিখিত হইয়াছে 'যাগরূপ ক্রিয়ার দ্বারা সোমরস সাধ্যায়ত্ত হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি হয়, উক্ত স্থিতির পর নিত্যানন্দরূপ আত্মানন্দ যাহা লাভ করা যায়; ঐ আনন্দলাভরূপ অবস্থাই সোমরস পান; এই আনন্দরূপ অমৃত পানে কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ (সাধকগণ) তামসিক ভাবশূন্য নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গগতি (আজ্ঞাচক্রে স্থিতিরূপ অবস্থা) প্রার্থনা করেন; তদনন্তর সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি রূপ পুণ্যের ফলে মহাতেজঃ-যুক্ত জ্যোতির্ম্ময় স্থান রূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে (আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত স্থানে) নানাবিধ দিব্যরূপ ও নক্ষত্রাদি দর্শন করিয়া আনন্দভোগরূপ উত্তম দেবভোগসকল ভোগ করেন।।২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে।।২১

তে তং বিশালং (বিপুলং) স্বর্গলোকং (তৎসুখং) ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে [সতি] মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি [পুনরপি] এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ (বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মম্) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুগতাঃ) কামকামাঃ (ভোগান্ কাময়মানাঃ) গতাগতং লভন্তে।।২১

তাঁহারা সেই বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন এবং বেদত্রয়-বিহিত ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কামনাপরতন্ত্র হওয়ায় সংসারে যাতায়াত করিয়া থাকেন।।২১

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সেই বিপুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া তাহার পর সত্ত্বগুণের স্থানের (আজ্ঞাচক্রের) স্থিতি-রহিতরূপ পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় তাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের স্থান—উর্দ্ধ হইতে চ্যুত হইয়া আবার মধ্যে রজোগুণের স্থানে আসিয়া পড়েন। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে স্বর্গগতি প্রার্থনারূপ উত্তম ভোগের ইচ্ছা প্রবল থাকা হেতু [প্রার্থনা অনুযায়ী] পুণ্যফলে তাঁহাদের উর্দ্ধে স্থিতি ও পুণ্যক্ষীণে মধ্যে চ্যুত হওয়ারূপ মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশের অবস্থা—এইরূপ যাতায়াত হইয়া থাকে অর্থাৎ ভোগ-লালসা প্রবল থাকায় কর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্কাম-ভাবে না হইয়া সকামভাবেই হয় এবং কামনা অনুযায়ী পুণ্যফল (স্বর্গ) ভোগও হইয়া থাকে; আবার ঐ ভোগের অবসানাবস্থারূপ পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশও হইয়া থাকে (৮ম অঃ ১৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এইরূপ উর্দ্ধে স্থিতি এবং মর্ত্ত্যে পুনঃ প্রবেশ করিতে করিতে পরে স্বর্গের (আজ্ঞাচক্রের) উর্দ্ধে গুণাতীত স্থানে স্থিতি প্রাপ্তি হইলে, সে স্থিতির আর অন্ত নাই; তখন ঐ স্থিরেতে মনের লয় হইয়া মুক্তি প্রাপ্তিরূপ অবস্থা হইয়া থাকে; মনের লয় হইলে তখন ভোগেরও লয়; কারণ মন না থাকায় ভোগ করে কে? একারণ তখন মনের লয়ে ভোগের অতীতস্থানে স্থিতিপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।।২১

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।।২২

অনন্যাঃ (নাস্তি অন্যঃ উপাস্যাঃ যেষাং তে) মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে (সেবন্তে) অহং নিত্যাভিযুক্তানাং (সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং) তেষাং (সাধকানাং) যোগক্ষেমং (যোগঃ সমাধি ক্ষেমং তৎপালনং মোক্ষ বা) তং বহামি।।২২

অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া আমাকে চিন্তা করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, আমি সর্ব্বপ্রকারে মৎপরায়ণ তাঁহাদের যোগক্ষেম (সমাধি এবং তৎসংরক্ষণ বা মোক্ষ) বহন করি।।২২

তাৎপর্য্য।—কোন কাম্য বিষয় প্রভৃতি অন্যচিন্তা রহিত হইয়া নিষ্কামভাবে একমাত্র আমাকেই পাইবার চিন্তারূপ ধ্যানে যাঁহারা আমার (আত্মার) উপাসনারূপ সাধনা করেন, আমি সেই সতত আত্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সমাধি ও মোক্ষ বহন করি অর্থাৎ যাহাতে তাঁহাদের সমাধির কল্যাণ হইয়া মোক্ষলাভ (খং স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ) হয়, তাহা আমি আপনা আপনি তাঁহাদের চিত্তে উদয় করিয়া দিই, অর্থাৎ আত্ম-উপাসনা দ্বারা তাঁহারা যুক্ত-বুদ্ধিশালী হওয়ায় ঐ বুদ্ধিযোগে তাঁহারা মোক্ষলাভের পন্থা বিদিত হন (১০ম অঃ ১০ম এবং ১১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।২২

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।২৩

হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্তাঃ) ভক্তাঃ [সন্ত] যে অন্যদেবতাঃ অপি যজন্তে, তে অপি মামেব যযন্তি [কিন্তু] অবিধিপূর্ব্বকম্ মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা।।২৩

হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধাযুক্ত ও ভক্ত হইয়া যাঁহারা অন্য দেবতাও ভজনা করেন তাঁহারাও আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক (মোক্ষপ্রাপক বিধিবিনা) ভজনা করেন।।২৩

তাৎপর্য্য।—ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, আদি অন্য দেবতার পূজারূপেও আমায় ভজনা করেন (অর্থাৎ আমাকে প্রকৃতরূপে পরমাত্ম-ভাবে ভজনা না করিয়া যাঁহারা অন্য দেবতা রূপে ভজনা করেন) তাঁহারাও আমাকেই ভজনা করেন বটে, কিন্তু উহা অবিধিপূর্ব্বক ভজনা করা হয় অর্থাৎ উহাতে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়রূপে ভজনা করা হয় না; সাধনা দ্বারা আত্মধ্যান পরায়ণ হইয়া যে ভজনা করা হয়, তাহাকেই মোক্ষপ্রাপক বিধিরূপ ভজনা বলে এবং এইরূপ বিধি-অনুযায়ী যে পূজা বা ভজনা করা হয়, তাহাকেই প্রকৃত পূজা বলে; অন্য প্রকারে যাহা পূজা করা হয়, উহা গৌণ পূজা মাত্র; কারণ ঐ পূজায় ২৬শ শ্লোকোক্ত মতে পত্র-পুষ্পাদি তাঁহাতে প্রকৃত ভক্তির সহিত অর্পিত হয় না; ২৬শ শ্লোকোক্তরূপ সংযতাত্মা হইয়া প্রাণের সংবর্দ্ধন রূপ প্রকৃত পূজা দ্বারা পুষ্পাদি তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইলে মোক্ষপ্রাপক বিধিরূপ সাধন-পথ অবলম্বন দরকার; ইহার দ্বারাই প্রাণের সম্যক্ প্রকার বৃদ্ধি (স্থিতি-বৃদ্ধি) রূপ সংবর্দ্ধনা (প্রকৃত পূজা) হইয়া থাকে। নতুবা বিধিহীন, ধ্যানহীন গৌণ পূজা দ্বারা [আত্ম-রূপের ধ্যানই প্রকৃতধ্যান] ভগবান্কে প্রকৃতরূপে (মোক্ষপ্রাপ্তিরূপে) প্রাপ্ত হওয়া যায় না (৭ম অঃ ২১।২২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), একারণ

উক্ত হইতেছে যে "তাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক ভজনা করেন" উপরিউক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত ভজনা বা গৌণ পূজা যে অকরণীয়, তাহা নহে, বিশেষ সাধনপথ অনাবলম্বীর উহা অবশ্যই করণীয়; কারণ ঐ গৌণ পূজা দ্বারা ৭ম অঃ ২১শ শ্লোকোক্তরূপে ভগবৎ-কৃপায় দৃঢ়তা হইলে, তখন মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রবল হয় এবং সদ্গুরু কর্ত্তৃক সাধন-পথরূপ মোক্ষের উপায় জানিতে পারা যায়; তদনন্তর গুরূপদেশে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত অর্থাৎ সংযতাত্মা হইতে পারিলে, আত্মা নারায়ণের প্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।।২৩

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে।।২৪

হি (যতঃ) অহমেব সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুঃ চ (স্বামী অপি); তু (কিন্তু) তে মাং তত্ত্বেন (যথাবৎ) ন অভিজানন্তি; অতঃ চ্যবন্তি (পুনরাবর্ত্তন্তে)।।২৪

যেহেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ স্বামী; কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থরূপে জানে না; এই জন্যই পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।।২৪

তাৎপর্য্য।—ভক্তিপূর্ব্বক অন্য দেবতার পূজা করাটা ইহাও তাঁহারই পূজা; তাই বলিতেছেন, —আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু; কেননা একমাত্র আমি ছাড়া যখন অপর কিছুই নাই এবং বায়ুরূপী দেবগণও যখন আমারই গুণস্বরূপ মাত্র, তখন দেবতাদের পূজাটিও আমারই গৌণ পূজা; সর্ব্বপ্রকারে আমিই একমাত্র ভোক্তা এবং প্রভু অর্থাৎ সাগর যেমন নানা নদীর জল অধিকার করে, তদ্রূপ আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তারূপে অধিকারী কিন্তু যেমন জ্ঞানহীন মূর্খগণ জানে না যে, নানা নদী অপেক্ষাও মহান্ সাগর আছে এবং নানা নদীর জল ঐ সাগরে গিয়া মিলিত হইয়া থাকে; ইহা যেমন তাহারা অবগত নহে, তদ্রূপ অন্য দেবতার পূজাকারিরাও আমাকে যথার্থরূপে জানে না এবং না জানার দরুণ তাহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ না হইয়া তাহারা গতিশীল নদীর ন্যায় পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।।২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্।।২৫

দেবব্রতাঃ (যজ্ঞপরায়ণাঃ) দেবান্ যান্তি, (প্রাপ্নুবন্তি) পিতৃব্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাঃ) পিতৃন্ যান্তি; ভূতেজ্যাঃ (ভূতেষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে) ভূতানি যান্তি; মদ্যাজিনঃ অপি মাং (অয়ং পরমানন্দরূপং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি; ময়ি লয়ং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ)।।২৫

[দৈবযজ্ঞ-পরায়ণ] দেবার্চ্চনাকারিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদিদ্বারা পিতৃগণের অর্চ্চনাকারিগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, [ভূতযজ্ঞ-পরায়ণ] ভূতপূজাকারিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন আর আমার অর্চ্চনাকারিগণ অর্থাৎ পরমাত্মনিষ্ঠগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন।।২৫

তাৎপর্য্য।—দেবযজ্ঞ = খেচরী-সাধন অর্থাৎ দিব্ শব্দে আকাশ, শরীরস্থ আকাশ তত্ত্বরূপ শূন্যমার্গে (আজ্ঞাচক্রে) যে স্থির বায়ুর ক্রিয়া আছে (গুরূপদেশ গম্য), সেই ক্রিয়াই দৈবযজ্ঞ; [আর দৈবমূর্ত্তি-বিষয়ক ভজনাদি হইতেছে বাহ্যিক দৈবযজ্ঞ] ঐ গুরূপদেশ-গম্য যজ্ঞকারীরূপ দেবার্চ্চনাকারিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আজ্ঞাচক্ররূপ দেবলোকে স্থিতি প্রাপ্ত হন। পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ অন্নদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, স্থিরব্রহ্ম হইতেছেন অন্ন-স্বরূপ; ঐ স্থির ব্রহ্মস্বরূপ অন্নদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি করিতে পারিলে, অর্থাৎ (পিতা হ বৈ প্রাণঃ) ক্রিয়াযোগদ্বারা প্রাণরূপী পিতাকে বা অপানাদি পিতৃগণকে স্থির ব্রহ্মে লয় করিতে পারিলে, ইঁহাদের [অধোগতি রহিত হইয়া উর্দ্ধে স্থিতিরূপ] উদ্ধার হয়; অতএব বর্ত্তমান প্রাণকে ব্রহ্মে লয় করার নামই পিতৃযজ্ঞ; এই যজ্ঞকারীরূপ পিতৃলোকার্চ্চনাকারিগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন অর্থাৎ প্রাণাদির উৎপত্তিস্থানরূপ যে কূটস্থমণ্ডল, তাহাই পিতৃলোক; তথায় স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন। ভূতযজ্ঞ = ভূত অর্থাৎ প্রাণের পঞ্চ-তত্ত্বময় চঞ্চলভাব; এই চঞ্চলভাবেরই পূজাতে যাঁহারা যুক্ত অর্থাৎ পূজা অর্থে সংবর্দ্ধন (সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি); যাঁহারা এই চঞ্চলভাবই সম্যক্‌রূপ বৃদ্ধি করিয়া চলেন, তাঁহারাই ভূতযজ্ঞকারী; এই ভূতযজ্ঞকারী (ভূত-পূজাকারিগণ) ভূতলোক প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বময় দেহপ্রাপ্তিরূপ জন্মান্তর প্রাপ্ত হন [প্রাণকর্ম্মই অতিথি সেবারূপ নৃযজ্ঞ; অতিথি—অত্ = সতত গমন করা + ইথি (ইথিন্) ক = সংজ্ঞার্থে (অর্থাৎ যে সতত গমন করে) চঞ্চল প্রাণই অজপারূপে সতত গমনাগমন করিতেছেন, সেই প্রাণের সেবারূপ প্রাণকর্ম্মই অতিথি-সেবারূপ নৃ-যজ্ঞ]; ব্রহ্মযজ্ঞ = বেদাধ্যয়ন, (ন বেদং বেদ ইত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্) অর্থাৎ সনাতন ব্রহ্মই হইতেছেন বেদস্বরূপ; ঐ বেদরূপ ব্রহ্মের অধ্যয়ন (অধ্যয়ন—বুদ্ধিতে স্থির হইয়া থাকা) অর্থাৎ বুদ্ধিস্থির করিয়া ব্রহ্মে লাগিয়া থাকা; এইরূপ লাগিয়া থাকার নামই ব্রহ্মযজ্ঞ। এই ব্রহ্ম যজ্ঞকারীরূপ পরমাত্মনিষ্ঠগণ অর্থাৎ পরমাত্ম-পদে নিঃশেষরূপ স্থিতি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন অর্থাৎ কূটস্থের উর্দ্ধস্থানরূপ ব্রহ্মে (আমার পরমাত্ম-রূপেতে) লয় প্রাপ্ত হন।।২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।২৬

যঃ মে (মহ্যং) ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, অহং প্রযতাত্মনঃ (সংযতাত্মনঃ) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্ত্যা উপহার-রূপেণ সমর্পিতং) তৎ অশ্নামি (গৃহ্লামি)।।২৬

যিনি আমাকে ভক্তি-সহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তি-কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক উপহার-রূপে প্রদত্ত পত্র-পুষ্পাদি গ্রহণ করি।।২৬

তাৎপর্য্য।—যিনি আমাকে ভক্তি-সহকারে পত্র-পুষ্পাদি প্রদান করেন, অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণকে বিশেষরূপে সংযত (স্থির) করিয়া যিনি সর্ব্বদা স্থিতিতে রহিয়াছেন এইরূপ সংযতাত্মা ব্যক্তিই প্রকৃত ভক্ত; কেননা উক্ত স্থিতিরূপ অবস্থায় আত্মাকে বিদিত হইয়া স্থিরপ্রাণরূপ আত্ম-নারায়ণের প্রতি দৃঢ় প্রেম যাঁহার হইয়াছে, তাঁহারই প্রকৃত ভক্তির অবস্থা এবং এই প্রকার অবস্থাপন্ন যিনি, তিনি প্রকৃত ভক্ত। এইরূপ ভক্তের দ্বারা পত্র-পুষ্পাদি তাঁহাতে প্রদত্ত হইলে, তিনি অবশ্যই উহা গ্রহণ করেন; অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে (বিধিপূর্ব্বক) দান করিতে পারিলেই গ্রহণ করেন; নতুবা মুখে বলিতেছি ঠাকুর আমার এই দান গ্রহণ কর, অথচ দানীয় দ্রব্য প্রকৃত স্থানে প্রদান করিতে পারিতেছি না; ইহাতে প্রকৃত দান হইল বলা যায় না। উপরিউক্ত সংযতাত্মা ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তি যথার্থ পূজা বা ধ্যান জানেই না; একারণ অন্যের দ্বারা প্রকৃত পূজা বা যথার্থ রূপে পুষ্পাদি প্রদানও হয় না; [ধ্যান ১৭২৮ উত্তম প্রাণকর্ম্মের দ্বারা হইয়া থাকে; কেবলমাত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গেলেই ধ্যান হয় না] এই জন্যই ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা পদ্ধতির বিধি আছে অর্থাৎ উপরিউক্ত রূপ সংযতাত্মাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ; এইরূপ সংযতাত্মা হইয়া পত্র-পুষ্পাদি প্রদান করিতে পারিলেই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন; নচেৎ উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাতে পৌঁছে না; যেমন দেশাধিপতি সম্রাটকে কোন উপঢৌকনাদি প্রদান করিতে গিয়া কেহবা সাক্ষাৎ সম্রাটের হস্তে উহা অর্পণ করিতেছে; কেহবা তাহা না করিয়া অপর উপায়ে প্রদান করায় উহা স্বয়ং রাজহস্তে অর্পিত না হইয়া রাজকোষে গিয়া জমা হইতেছে মাত্র; অতএব যে প্রথম ব্যক্তির ন্যায় সাক্ষাৎ দান করিতে সমর্থ, তাহারই দান তিনি (স্বয়ং) গ্রহণ করেন অর্থাৎ সংযতাত্মা-কর্ত্তৃক পত্র-পুষ্পাদি প্রদত্ত হইলেই তিনি গ্রহণ করিয়া থাকেন নচেৎ নহে।।২৬

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।২৭

হে কৌন্তেয়, যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি; যৎ জুহোষি, যৎ দদাসি, যৎ তপস্যসি তৎ মদর্পণং (ময়ি অর্পণং) কুরুষ্ব।।২৭

হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।।২৭

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ১৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য), দান, ধর্ম্ম, ক্রিয়া, আহার, হোম, তপস্যা ইত্যাদি যাহা কিছু করিবে, তৎসমস্তই অহং-জ্ঞান-রহিত হইয়া আমাতে (স্বয়ং ব্রহ্মেতে) অর্পণ করিবে, অর্থাৎ 'আমি করিতেছি' 'আমি খাইতেছি' এইরূপ ধ্যানে কিছুই করিবে না; সকল কার্য্যই ব্রহ্মের ধ্যানে করা চাই; ব্রহ্মে ধ্যান ঠিক রাখিতে পারিলে, প্রকৃত অর্পণ হয়; নচেৎ আহার কালে ভাল মন্দ আস্বাদন নিজে বোধ করিতেছি এবং মুখে এইরূপ বলিতেছি যে, 'আমি ইহা খাইতেছি না, ইহা নারায়ণে অর্পণ করিতেছি', দানাদি করিয়া 'আমি করিলাম', 'আমি দিলাম' এইরূপ ভাবিয়া মনে মনে দম্ভ করিতেছি, অথচ মুখে এইরূপ বলিতেছি যে, 'আমার সাধ্য কি আছে- আমি কিছুই করি না, সব তিনিই করিতেছেন'; এই বাহিরে একরূপ ও ভিতরে একরূপ দোকানদারী ভাব থাকিলে, ইহাতে প্রকৃত অর্পণ হয় না এবং কোন বস্তু গঙ্গার খাল-গর্ভে প্রদান করিয়া আসিলাম ও মুখে বলিলাম যে, 'ইহাতে আমার মা গঙ্গাকেই বস্তু অর্পণ করা হইয়াছে'; এইরূপ ভাবকেও প্রকৃত অর্পণ বলে না; একারণ বলিতেছেন যে, যাহা কিছু কর, সবই আমাতে (স্বয়ং ব্রহ্মেতে) অর্পণ করিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম-ধ্যানে সকল কর্ম্ম করিবে অহং-জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া ধ্যান-বিহীন ভাবে কিছুই করিবে না।।২৭

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।।২৮

এবং [কুর্ব্বন] কর্ম্মবন্ধনৈঃ শুভাশুভফলৈঃ মোক্ষ্যসে (মুক্তোভবিষ্যসি) বিমুক্তঃ [সন্] সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা (সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং স এব যোগঃ তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতঃ) [ত্বং] মাম্ উপৈস্যসি (প্রাপ্স্যসি)।।২৮

এইরূপ করিলে কর্ম্মে আসক্তিজনিত শুভাশুভ ফল হইতে মুক্ত হইবে; পরে সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা অর্থাৎ আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণরূপ যোগযুক্তচিত্ত হইয়া তুমি আমাকে পাইবে।।২৮

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে আমাতে সব অর্পণ করিতে পারিলে, তুমি কর্ম্মফলে আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে; অর্থাৎ অহং-জ্ঞানে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্ম; কেননা 'আমি করিতেছি' ভাবিয়া যা কিছু করা যায়, সেই সেই কর্ম্মে ফলভোগের আসক্তি থাকে; এই আসক্তির জন্য জীবকে সুখ দুঃখ ভোগে আবদ্ধ করে (৩য় অঃ ৯ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); অতএব যদি অহং-জ্ঞানরহিতভাবে সকল কর্ম্ম করিয়া তৎসমুদয়ের ফল আমাতে অর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি শুভাশুভ ফলভোগ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে অর্থাৎ ইহাতে তোমাকে সুখদুঃখের ভাগী হইতে হহবে না; ভাল মন্দ দু'য়েরই অতীত হইতে পারিবে,

তাহার পর সন্ন্যাস-যোগে যুক্ত হইয়া অর্থাৎ সকল কর্ম্মের ফল আমাকে অর্পণ করায় কর্ম্মের ফলত্যাগরূপ সন্ন্যাসেও আত্মকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যোগে যুক্তচিত্ত হইয়া [কর্ম্মের অতীতাবস্থার স্থিতিতে] চিত্ত বা মনকে মিলিত (লয়) করিয়া তুমি আমাকে পাইবে [আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করা হইলে, সাধক আমিই হইয়া যান] তুমি ব্রহ্মে মিশিয়া এক হইয়া যাইবে।।২৮

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।।২৯

অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ [অতঃ] মে (মম) দ্বেষ্যঃ প্রিয়শ্চ ন অস্তি; যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি (সেবন্তে) তে ময়ি [বর্ত্তন্তে] অহমপি চ তেষু (ভক্তেষু) [বর্ত্তে]।।২৯

আমি সর্ব্বভূতে সমান; অতএব আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই; কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তি-সহকারে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি।।২৯

তাৎপর্য্য।—আমি সর্ব্বভূতেই সমান অর্থাৎ সর্ব্বঘটেই একরূপে (জীবের জীবনরূপে) রহিয়াছি; আমার কাহারও প্রতি দ্বেষ-ভাবও নাই এবং প্রিয়-ভাবও নাই; কিন্তু যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আমার ভজনারূপ সাধনা করেন, তাঁহারা আমাতে (ব্রহ্মেতে) থাকেন অর্থাৎ ক্রিয়া যোগদ্বারা ব্রহ্মেতে স্থিতিরূপ অবস্থান করেন এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে থাকি অর্থাৎ যে সকল যোগী দেহরূপ ঘটে প্রাণের চঞ্চলগতি নিবারণ করিয়া প্রাণরূপী আমার স্থিতি বিহিতরূপে আমায় অবস্থিত রাখে, সেই সেই ঘটে আমিও প্রকাশিত-রূপে অবস্থিত থাকি (আর যাহারা প্রাণের চঞ্চল গতির বৃদ্ধি করিয়া আত্মার ক্ষয়ে (আয়ুক্ষয়ে) সতত নিযুক্ত, তাহারা প্রাণরূপী আমাকে প্রকৃতরূপে রাখিতে পারে না এবং তাহারা মেঘে আচ্ছাদিত শশধরের ন্যায় সর্ব্বদাই আমাকে ঢাকিয়া থাকে)।।২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।।৩০

সুদুরাচারঃ অপি চেৎ (যদ্যপি) অনন্যভাক্ (অপৃথক্ত্বেন পৃথগ্ দেবতাপি বাসুদেব এব ইতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিম্ অকুর্ব্বন্ মৎপরায়ণ ইতি যাবৎ) মাং ভজতে [তর্হি] সঃ সাধুঃ এব মন্তব্য; হি (যতঃ) সঃ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ (শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্)।।৩০

যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভজনশীল হইয়া ("অন্যদেবতাও বাসুদেব" এই মনে করিয়া অন্যভাবে দেবতান্তরে ভক্তি না করিয়া অর্থাৎ আত্মপরায়ণ হইয়া)

আমাকে ভজনা করেন, তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য; যেহেতু তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন।।৩০

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি রত্নাকরের ন্যায় অতি দুরাচার, সেও যদ্যপি অনন্যভাক্ হইয়া একমাত্র আত্মার ভজনা করে অর্থাৎ অন্য দেবতাও একমাত্র সেই বাসুদেবই, এইরূপ ধারণায় দৃঢ়তা রাখিয়া যদি সে দেবতান্তরে অন্যভাবে ভক্তিমান্ না হইতে গিয়া স্বয়ং আত্মার উপাসনাতেই (আত্মধ্যানেতেই) রত থাকিয়া অনন্যভাক্ হইতে পারে, তাহা হইলে সেই দুরাচার ব্যক্তিও সাধু বলিয়া গণ্য হয়; কেননা সে দুরাচারিতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মযোগ দ্বারা অনন্যভজনশীল হইয়া একমাত্র আত্মাতেই রত থাকার উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছে অর্থাৎ রত্নাকর দস্যু যেমন দুরাচারিতা ত্যাগ করিয়া উত্তম অধ্যবসায়রূপ আত্মপরায়ণ হইয়াছিলেন এবং আত্মপরায়ণতা হেতু তপস্বী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ যে কোন দুরাচার ব্যক্তিও যদি একমাত্র আত্মপরায়ণ অর্থাৎ অনন্যভজনশীল হইতে পারে তবে সে-ও সাধু বলিয়া গণ্য হয়।।৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।৩১

[সুদুরাচারোহপি মাং ভজন্] ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ধর্ম্মাত্মা ভবতি; (ততশ্চ) শশ্বচ্ছান্তিং (শাশ্বতিং শান্তিং) নিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি); হে কৌন্তেয়, [পরমেশ্বরস্য] মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি (স্বার্থাৎ ন ভ্রশ্যতি) ইতি প্রতিজানীহি (নিঃশঙ্কং প্রতিজ্ঞাং কুরু)।।৩১

অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে ভজনা করিলে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হন এবং নিত্য শান্তিচ্ছান্তি হন; হে কৌন্তেয়, আমার ভক্ত প্রণাশ প্রাপ্ত হয় না, ইহা তুমি নিঃশঙ্কভাবে [প্রতিজ্ঞা করিয়া] বলিতে পার।।৩১

তাৎপর্য্য।—আমাকে ভজনা করিলে অতি দুরাচার ব্যক্তিও শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হন এবং নিত্যস্বরূপ আত্মার শান্তি (অর্থাৎ আত্মানন্দ প্রাপ্তিরূপ চিরশান্তি) প্রাপ্ত হন; হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ১৪শ শ্লোকের কৌন্তেয় দ্রষ্টব্য), আমার ভক্ত প্রনষ্ট হয় না অর্থাৎ আত্মা-নারায়ণকে বিদিত হইয়া তৎপ্রতি দৃঢ় প্রেমরূপ ভক্তিরসে যাঁহার শরীর আপ্লুত, তিনিই প্রকৃত ভক্ত এইরূপ আত্মভক্ত কোনমতেই প্রনষ্ট হয় না ইহা তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার।।৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।।৩২

হে পার্থ, যে অপি পাপযোনয়ঃ (নিকৃষ্টজন্মানঃ অন্ত্যজাদয়ঃ) স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য (সংসেব্য) হি (নিশ্চিতং) পরাং গতিং যান্তি; পুণ্যা (সুকৃতিনঃ) ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ পরাং গতিং যান্তি [ইতি] কিং পুনঃ?।।৩২

হে পার্থ, যাহারা পাপবংশসম্ভূত অথবা স্ত্রীলোক, বৈশ্য কিংবা শূদ্র, তাঁহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চয়ই পরমগতি প্রাপ্ত হন। সুকৃতিশীল ব্রাহ্মণগণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করিবেন ইহাতে কথা কি?।।৩২

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (২য় অঃ ৫৫তম শ্লোকের পার্থ দ্রষ্টব্য); জারজপুত্ররূপ পাপবংশসম্ভূতই হউক অথবা স্ত্রীলোকই হউক কিংবা রজস্তমোগুণ-বিশিষ্ট বৈশ্যই হউক এবং তমোগুণ-বিশিষ্ট শূদ্রই হউক, ইঁহারাও কর্ম্মযোগের অভ্যাসে আমাকে আশ্রয় করিলে নিশ্চয় পরমগতি (পরমাত্মায় স্থিতি) প্রাপ্ত হন। অতএব যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব গুণবিশিষ্ট এরূপ সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ ও ভক্ত রাজর্ষিগণ, —ইঁহারা যে এই পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে কি আর কথা আছে? অর্থাৎ রাজ—ঋষি—রাজর্ষি, যে ক্ষত্রিয়ে ঋষিভাব প্রকাশ পায় তিনিই রাজর্ষি; রজঃ এবং সত্ত্বগুণ-বিশিষ্টরূপ যে ক্ষত্রিয় (যিনি সাধন-সমরে জয়ী হইবার জন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন), ঐরূপ ব্যক্তির যখন তমঃ-রজঃ অতীত হইয়া কেবলমাত্র সত্ত্বগুণের প্রকাশরূপ ঋষিভাব প্রকাশিত হয় তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিই রাজর্ষি-পদবাচ্য; এইরূপ রাজর্ষিগণ এবং সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ যে পরমগতি প্রাপ্ত হন ইহাতে কি আর কথা আছে?।।৩২

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।।৩৩

[অতঃ ত্বং] অনিত্যম্ (অধ্রুবম্) অসুখং (সুখরহিতম্) ইমং লোকং (মর্ত্ত্যলোকং) প্রাপ্য, মাং ভজস্ব।।৩৩

অতএব তুমি অনিত্য এবং অসুখকর এই মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া (সংসারে আসিয়া) আমাকে ভজনা কর।।৩৩

তাৎপর্য্য।—অতএব তুমি যে [৩য় অঃ ১০ম শ্লোকোক্তরূপ] গর্ভাশয় হইতে চ্যুত হইয়া ধ্যান-বিচ্ছিন্নভাবে এই অনিত্য ও অসুখকর মধ্যাবস্থারূপ মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ অজপার চঞ্চলস্রোতে নিমগ্ন হইয়া নিত্যস্বরূপ আত্মার ধ্যানমগ্ন ভাবরূপ পূর্ব্বাবস্থা (ভূমিষ্ঠের আগের অবস্থারূপ গর্ভবাসকালের ধ্যানমগ্ন যোগযুক্ত অবস্থা) বিস্মৃত হইয়াছ এবং নিত্যের (আত্মার) ধ্যান-হারা হওয়ায় অনিত্য ও অসুখকর এই যোগভ্রষ্ট অবস্থারূপ মধ্যাবস্থাকে (বর্ত্তমান চঞ্চলাবস্থাকে) প্রাপ্ত হইয়াছ, এই অবস্থাকে পাইয়া আমায় ভজনা কর অর্থাৎ এই বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাবস্থা (সেই ধ্যানমগ্নভাব) প্রাপ্ত হইবার জন্য আমার (আত্মার) আরাধনারূপ সাধনা কর।।৩৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।।৩৪

ইতি রাজবিদ্যারাজগুহ্য-যোগঃ।

মন্মনাঃ (ময়ি এব মনো যস্য সঃ) মদ্ভক্তঃ (মৎসেবকঃ) মদ্যাজী (মৎপূজনশীলঃ) ভব; মাং নমস্কুরু, এবং (এভিঃ প্রকারৈঃ) মৎপরায়ণঃ (মদেকচিত্তঃ) [সন্] আত্মানং (মনঃ) [ময়ি] যুক্ত্বা (সমাধায়) মাম্ এব এষ্যসি (প্রাপ্স্যসি)।।৩৪

তুমি মদ্গতচিত্ত, মদ্ভক্ত এবং আমার উপাসক হও; আমাকেই নমস্কার কর; মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপে মনকে (আমাকে) সমাহিত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।।৩৪

তাৎপর্য্য।—তুমি মদ্গতচিত্ত হও অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ আত্মায় চিত্তের (মনের) লয় করিয়া আপনাতে আপনি মগ্ন থাক। আমার ভক্ত হও অর্থাৎ আমাকে (আত্মাকে) জানিয়া—আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমার প্রতি দৃঢ় ভালবাসা যুক্তরূপ মদ্ভক্ত হও; আমারই উপাসক হও অর্থাৎ সতত আত্ম-উপাসনায় রত হও; আমাকেই নমস্কার কর অর্থাৎ আপনাকে (প্রাণরূপী আত্মাকে) আপনি ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা নমস্কার কর; এইরূপে আত্মপরায়ণ হইয়া [যিনি আত্মা ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না অর্থাৎ 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' দেখেন, তিনিই আত্মপরায়ণ বা মৎপরায়ণ] মনকে আমাতে সমাহিত (অবিচলিতরূপে স্থিত) করিতে পারিলে, আমাকে প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবে।।৩৪

ইতি রাজবিদ্যারাজগুহ্য যোগঃ।

—অর্থাৎ—

রাজ শব্দে প্রকাশ, বিদ্যা অর্থে জ্ঞান অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানারূপ আত্ম-জ্ঞানের প্রকাশ অবস্থাই (পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থাই) রাজবিদ্যা; এই বিদ্যা রাজগুহ্য অর্থাৎ (অতি গোপনীয়); অতিশয় গুপ্ত যে পূর্ণ জ্ঞানরূপ অবস্থা সেই অবস্থায় ব্রহ্মে মিলিয়া যাওয়া (লয় প্রাপ্তি)-রূপ ভাবই রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ।

ইতি নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।।১

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে মহাবাহো, ভূয়ঃ এব মে পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠং) বচঃ (বাক্যং) শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় (প্রীতিং প্রাপ্নুবতে) তে তুভ্যম্ অহং হিতকাম্যয়া (হিতেচ্ছয়া) বক্ষ্যামি।।১

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে মহাবাহো। পুনর্ব্বার আমার পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর; যাহা প্রীতিমান্ তোমাকে আমি হিতার্থ (তোমার মঙ্গল সাধনোদ্দেশে) কহিতেছি।।১

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন (২য় অঃ ২য় শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য); মহাবাহো অর্থাৎ উত্তম বাহুবিশিষ্ট যিনি, তিনিই মহাবাহু, বাহু অর্থে—বহ = বহন করা, উ = উত্তম অর্থাৎ অর্জ্জুন হইতেছেন (তেজস্তত্ত্বস্বরূপ; নাভিস্থিত তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক প্রাণ ও অপানাদির বহন ক্রিয়া উত্তমরূপে নিষ্পাদিত হয় বলিয়া অর্জ্জুনকে মহাবাহো সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। পুনরায় আমার পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর অর্থাৎ যদ্দ্বারা পরমাত্মায় নিঃশেষরূপে স্থিতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপায়রূপ বাক্য আবার বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর; তুমি প্রীতিমান্ অর্থাৎ আপনার আনন্দে (আত্মানন্দে) আপনি তৃপ্তিমান্; তাই, আমি ইহা তোমার হিতের জন্য (যাহাতে ঊর্দ্ধে স্থিতিরূপ প্রকৃত মঙ্গল হয় সেই জন্য) বলিতেছি।।১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।।২

সুরগণাঃ মে প্রভবং ন বিদুঃ (জানন্তি) মহর্ষিয়শ্চ ন, হি (যতঃ) অহং দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ আদিঃ।।২

দেবগণ আমার প্রভব (আবির্ভাব) অবগত নহেন, মহর্ষিগণও অবগত নহেন, যেহেতু আমি দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্ব্বতোভাবে আদি (মূল)।।২

তাৎপর্য্য।—দেবলোক-রূপ আজ্ঞাচক্রে (আকাশে) যাঁহারা স্থিতিলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহাদের খেচরী সিদ্ধি হইয়াছে এইরূপ দেবগণও [আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধস্থিত] আমার আবির্ভাব অবগত নহেন এবং কূটস্থমধ্যে আমাকে মহৎরূপে দর্শন করিতেছেন যাঁহারা, এরূপ মহর্ষিগণও আমার আবির্ভাব অবগত নহেন; কেননা আমি সকল রকমে ইঁহাদের আদি। ঋষিভাব, দেবভাব প্রভৃতি যতকিছু ভাব আছে, আমি সকল ভাবেরই অতীত এবং সর্ব্ববিধ ভাবের আদি (ভাবাতীত ব্রহ্ম); অর্থাৎ দেবলোক-রূপ আজ্ঞাচক্র এবং মহৎ জ্যোতিঃ দর্শনের স্থানরূপ যে কূটস্থ-মণ্ডল, আমি উহারও ঊর্দ্ধে (কূটস্থেরও ঊর্দ্ধে) ভাবাতীত নিরঞ্জন ব্রহ্মরূপে রহিয়াছি; সে স্থানে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই নাই, কেবলমাত্র ব্রহ্ম [ঐ ব্রহ্মের উপাসনা হইতেই মহর্ষিগণ ও দেবতাগণ, মহর্ষি দেবর্ষি উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছেন। ৬ষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য]; একারণ আমি সকলেরই আদি; উপরিউক্ত দেবগণ বা দর্শক রূপ ঋষিগণ, ইঁহারা কেহই আমার আবির্ভাব জানেন না; কারণ আমায় জানিতে গেলে যিনি জানিতে যান, তিনি আমিই হইয়া (ব্রহ্মে লীন হইয়া) যান; তখন দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই থাকে না; সে অবস্থায় দেব, ঋষি প্রভৃতি সকল উপাধির নাশ হইয়া যায়, অতএব যে অবস্থায় দ্রষ্টা বা দৃশ্য আছে এইরূপ অবস্থায় কেহই আমার আবির্ভাব জ্ঞাত নহেন।।২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক-মহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৩

যঃ মাম্ অনাদিম্ অজং লোকমহেশ্বরঞ্চ বেত্তি মর্ত্ত্যেষ্যু (মানুষেষু) অসংমূঢ় (সংমোহরহিতঃ) [সন্] সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।৩

যিনি আমাকে অনাদি, জন্ম-রহিত ও লোক সমূহের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মনুষ্যলোকে মোহ-রহিত হইয়া সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন।।৩

তাৎপর্য্য।—আমার জন্মও নাই, আদিও নাই, আমি লোক সকলের মহান্ ঈশ্বর অর্থাৎ প্রাণরূপী আত্মাই হইতেছেন ঈশ্বর এবং প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ স্বরূপ পরমাত্মাই পরমেশ্বর। ঐ [স্থির-স্বরূপ] মহাপ্রাণই বর্ত্তমান প্রাণের আধার-স্বরূপ; এই আধারের অবর্ত্তমানে আধেয়রূপ চঞ্চল প্রাণও [দৃশ্য পথে থাকেন না] অদৃশ্য হইয়া শূন্যে লীন হয়। স্থির-স্বরূপ মহাপ্রাণই সর্ব্বলোক মধ্যে আধার স্বরূপে থাকিয়া বর্ত্তমান প্রাণকে অবস্থিত রাখিয়াছেন; একারণ স্থির প্রাণরূপ আত্মাই সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ["যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ, যে প্রাণাস্তে তদাত্মকাঃ"]; একমাত্র এই স্থির ব্রহ্মাই

যখন অনাদি অনন্ত সর্ব্বময় রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তখন ইঁহার আবার আদি কোথায়? আর ইহা ছাড়া যখন দ্বিতীয় কিছুই নাই; তখন ইনি আবার জন্মিবেনই বা কোথায়? স্থান থাকিলে ত? অতএব ইনি অনাদি জন্মরহিত এবং সর্ব্বময় ব্রহ্মস্বরূপ। এইরূপে ইঁহাকে যিনি অবগত আছেন, তিনি মনুষ্যলোকে থাকিয়াও 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার বোধরূপ মোহও অতিক্রম করিয়া সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ সর্ব্বদা ব্রহ্মে লাগিয়া থাকার অবস্থা পান।।৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ।।৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ।।৫

বুদ্ধিঃ (সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং), জ্ঞানম্ (আত্মবিষয়কম্), অসংমোহঃ (ব্যাকুলতাভাবঃ) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), সত্যং (যথার্থভাষণং), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ), শমঃ (অন্তঃকরণসংযমঃ), সুখং, দুঃখং, ভবঃ (উদ্ভবঃ), অভাবঃ(নাশঃ), ভয়ং চ, অভয়ম্ এব চ, অহিংসা (পরপীড়া -নিবৃত্তিঃ), সমতা (রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং), তুষ্টিঃ (সন্তোষঃ), তপঃ, দানং (ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ সৎপাত্রে অর্পণং), যশঃ(সৎকীর্ত্তিঃ) অযশঃ (দুষ্কীর্ত্তিঃ), ভূতানাং [এতে] পৃথগ্‌বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব (মৎসকাশাদেব) ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে)।।৪-৫।।

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, প্রযশ, —প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা হইতেই জন্মে।।৪-৫।।

তাৎপর্য্য।—বুদ্ধি অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি (আত্মবুদ্ধি), যদ্দ্বারা প্রকৃত শান্তি হয়, যাঁহারা স্থির ব্রহ্মে যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই ঐ যুক্ত-বুদ্ধিরূপ আত্মবুদ্ধি বা জ্ঞান হইয়া থাকে; আর যাহারা চঞ্চলতায় যুক্ত, তাহাদের ঐ বুদ্ধি হয় না (যথা নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ইত্যাদি); জ্ঞান অর্থাৎ আত্মাকে জানারূপ আত্মজ্ঞান; অসংমোহ সম্যক্‌প্রকার মোহযুক্ত যে ভাব, সেইভাব-রহিত (মোহ-রহিত) অবস্থাই অসংমোহ অর্থাৎ উপরিউক্ত আত্মজ্ঞান জন্মিলে 'আমি' 'আমার' বোধ থাকে না; তখন স্থিরপ্রাণে তন্ময় হওয়ায় আত্মময় জগৎ হইয়া মোহরহিত ভাব হয়; ক্ষমা—সহিষ্ণুতা অর্থাৎ যেমন দাঁতের দ্বারা জিহ্বা কামড়াইলে দাঁতের উপর রাগ হয় না; কারণ উহা আমারই দাঁত, তদ্রূপ যাঁহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহারও 'আমার' 'তোমার' বলিয়া বিভিন্ন ভাব নাই—সবই তাঁহার আত্মময়, সবই তাঁহার আপনার; সুতরাং সহিষ্ণুতা তাঁহার প্রকৃতি-সিদ্ধ; জ্ঞান হইলেই

মোহ যায় এবং ক্ষমা আসে; সত্য = যাহা বলি, যাহা করি, যাহা দেখি, যাহা শুনি, সকলি ভ্রমজালবৎ মিথ্যা; প্রকৃত সত্য সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, সে সত্য মুখে ব্যক্ত করিবার নহে; কেননা উহা অব্যক্ত, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি দমন করিবার ক্ষমতা; ব্রহ্মে থাকিতে পারিলে এই ক্ষমতা আপনা হইতেই আসে; নচেৎ 'করিব' বা 'করিব না' ইত্যাদি জোর করিয়া করিতে গেলে, প্রকৃত দমন হয় না। শম-অর্থাৎ অন্তঃকরণের স্থিরতারূপ শান্তি (সাম্য) ভাব যখন কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রিয়-সংযম হইয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মনের স্থিতি হয়, তখন এই শান্তির অবস্থা আপনা-আপনি হইয়া থাকে; নচেৎ 'আমি আমার' বোধ থাকিতে অথবা শান্তি শব্দটি বার বার উচ্চারণ করিলেও প্রকৃত শান্তি হয় না; কেননা জল পান ব্যতিরেকে 'জল জল' শব্দ উচ্চারণ করিলে তৃষ্ণা-নিবারণ হওয়া অসম্ভব। মোহ অর্থাৎ 'আমি আমার' যে অবস্থায় থাকে, ভয় অর্থাৎ ধর্ম্মপথে প্রবেশ করিতে আতঙ্ক; ভয় অর্থাৎ ধর্ম্ম-যুদ্ধে (সাধন-সমরে) জয়ী হইবার সাহস; অহিংসা = ভয় গেলেই হিংসা যায়, আমার হিংসা না থাকিলে অর্থাৎ হিংসা জয় হইলে কেহই আমায় হিংসা করিবে না; কেননা হিংসা একই জিনিষ, আমাতেও যে হিংসা আছে অপর প্রাণিতেও তাহাই আছে; সুতরাং আমার হিংসা গেলে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুতে যে হিংসা আছে, আমার সম্বন্ধে তাহাও তাহাদের থাকে না (উপমা বালক ধ্রুব) 'অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বত্র বৈরত্যাগঃ' ইতি পাতঞ্জল-দর্শন; আত্মাতে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি হইলেই অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয়; 'নতুবা হিংসা করিব না' বলিলেই যে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা নহে; তবে ইহা মন্দের ভাল। সমতা অর্থাৎ প্রাণের উর্দ্ধাধোগতি স্বতঃ-রহিত হইয়া স্থির সাম্যভাব; এ অবস্থায় রাগ-দ্বেষাদি কিছুই থাকে না। তুষ্টি অর্থাৎ তৃপ্তি; ভোজনের পর পেট ভরিলে যেমন তৃপ্তি বোধ হয়, তদ্রূপ প্রাণ স্থির হইয়া ব্রহ্মে স্থিতিরূপ অবস্থা হইলেও স্বতঃ তৃপ্তি পাওয়া যায়; ঐ তৃপ্তিরূপ ভাবই সুখের অবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকাই সুখ। দুঃখ অর্থাৎ খংস্বরূপ ব্রহ্মের দূরে থাকা। ভব = উৎপত্তি অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল অবস্থারূপ ব্যক্তভাব। অভাব = লয় অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণের গতি রহিত অবস্থারূপ স্থির অব্যক্ত ভাব (এই অবস্থাকেই অভাবের ভাব বলে এবং এই অভাবের ভাবই প্রকৃত ভাব-পদবাচ্য)। তপঃ অর্থাৎ তপোলোক-রূপ আজ্ঞাচক্রে থাকা। দান = সাত্ত্বিক দান অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়রূপ প্রকৃত উপকার হয়, নিঃস্বার্থভাবে সেই উপদেশ তত্ত্বরূপ আত্মরত্ন প্রদানই যথার্থ দান। যশ = আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা। অযশঃ অর্থাৎ আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া ইন্দ্রিয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকা। প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব প্রাণরূপী আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ প্রাণের স্থিরাবস্থায় যে যে ভাব হয় ও প্রাণের চঞ্চলাবস্থায় যে যে ভাব হয়, সেই সেইগুলি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে এই দুই শ্লোকে বলিলেন।।৪-৫।।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ।।৬

সপ্ত মহর্ষয়ঃ (ভৃগুপ্রভৃতয়ঃ); [এতেভ্যঃ অপি] পূর্ব্বে [অন্যে] চত্বারঃ [মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ], তথা মানবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ চতুর্দ্দশ [এতে] মদ্ভাবাঃ (মদীয়োভাবঃ প্রভাবো যেষু তে) মানসাঃ জাতাঃ (হিরণ্যগর্ভাত্মনো মম সঙ্কল্পমাত্রাৎ জাতাঃ) লোকে [বর্দ্ধমানাঃ] ইমাঃ (ব্রাহ্মণাদ্যাঃ) যেষাং প্রজাঃ (সন্ততয়ঃ)।।৬

ভৃগুপ্রভৃতি সাতজন মহর্ষি, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দজন মনু—ইঁহারা সকলে আমার প্রভাব-বিশিষ্ট এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সঙ্কল্পমাত্র হইতে জাত; জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই সমুদয় ব্রাহ্মণাদি যাঁহাদের সন্ততি।।৬

তাৎপর্য্য।—অভিধান মতে সাত মহর্ষি অর্থে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত উপাধি-বিশিষ্টকে সপ্তর্ষি বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ইঁহাদের তাৎপর্য্য এই যে ভগবান্ এস্থলে হস্তপদ-বিশিষ্ট ঋষির কথা বলিতেছেন না; এই অঙ্গিরাদি নাম সকল প্রাণেরই উপাধি মাত্র (প্রমাণ ছান্দোগ্য উপনিষদ ২য় খণ্ড); আকাশে যে সপ্তর্ষিমণ্ডলস্বরূপ নক্ষত্র দেখা যায়, ঐ সপ্ত নক্ষত্র এবং আরও বহুবিধ নক্ষত্র জীবের কূটস্থ স্থানরূপ হৃদয়াকাশেও রহিয়াছে, [অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনযোগে এই সকল নিজশরীরাভ্যন্তরে কূটস্থ মধ্যেই দেখিয়াছিলেন]। ইঁহারা সপ্ত বায়ুরূপে দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত; এই সাত বায়ু হইতেছেন ৪৯ বায়ুর একত্রীভূত রূপ অবস্থা অর্থাৎ এই সপ্ত প্রধান বায়ু হইতেই ৭x৭=৪৯ বায়ুর প্রকাশ হইয়াছে; সপ্ত শব্দের অর্থ = সপ্তন্—সপ্—একত্রীভূত হওয়া, অর্থাৎ উক্ত সপ্ত বায়ুর ক্রিয়াযোগের দ্বারা ৪৯ বায়ুর প্রকাশ হইতেছে বলিয়া ঐ বায়ুই ৪৯ বায়ুর একত্রীভূতরূপ অবস্থা। উপরিউক্ত সপ্ত বায়ুগণ অর্থাৎ ১. প্রবহ, ২. সংবহ, ৩. বিবহ, ৪. উদ্বহ, ৫. আবহ, ৬. পরিবহ, ৭. পরাবহ; ১. প্রাণ বায়ু, ২. অপান বায়ু, ৩. সমান বায়ু, ৪. ব্যান বায়ু, ৫. উদান বায়ু, ৬. গান্ধারি নাড়ীস্থ (স্থির) বায়ু, ৭. হস্তিনী নাড়ীস্থ (স্থির) বায়ু; ইঁহারা প্রত্যেকে সপ্ত প্রকার কার্য্যকারিতা রূপে (অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ বিষয়ে) প্রত্যেকেই সাত উপাধি-বিশিষ্ট এবং প্রত্যেকেই সাত বায়ু বিশিষ্ট হইয়াছেন (৭x৭=৪৯ বায়ু), যথা অপানবায়ুর সপ্ত উপাধি সংবহ, সমীর অজগৎ প্রাণ, সকম্পন, আবক, চঞ্চল, পৃষতাং পতি; এইরূপে প্রধান সপ্ত বায়ুগণ প্রত্যেকেই সপ্তগুণ ও সপ্ত উপাধি বিশিষ্ট এবং ৭ বায়ুই সপ্ত মহর্ষি-পদবাচ্য; কেননা মহর্ষি অর্থে যাহা স্বয়ং উৎপন্ন, তাহাই মহর্ষি; প্রাণের এই সপ্ত বায়ুও প্রাণ হইতে স্বয়ং উৎপন্ন এবং মহর্ষি মহৎশব্দ + ঋষি = মহর্ষি। শাস্ত্র মতে প্রাণ অপেক্ষা মহৎ আর কিছুই নাই; একারণ প্রাণই

মহর্ষি, (হস্ত-পদ-বিশিষ্ট ঋষিগণ সাধনা দ্বারা মহৎ প্রাণকেই লাভ করিয়া ঋষি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; যথা ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত আছে যে, শতার্চ্চি নামক ঋষি শত বৎসর প্রাণের উপাসনা দ্বারা শতার্চ্চি নাম-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন); আর এই গীতাতেও ভগবান্ বলিতেছেন যে "অহং ক্রতু" এবং "মরীচির্মরুতামস্মি" ইত্যাদি; অতএব প্রাণই সপ্ত বায়ুরূপে সাত মহর্ষি-পদবাচ্য এবং প্রাণই "চত্বারো মনবঃ" বা চারি মনু। মনু অর্থাৎ মন-বোধকরা, এই মনও স্বয়ম্ভু; কারণ মনের উৎপত্তি প্রাণ হইতেই; প্রাণের চঞ্চলাবস্থায় চঞ্চল মনের উৎপত্তি হয় এবং প্রাণ স্থির হইলে বর্ত্তমান মনও স্থির হয়; এই মনের প্রকাশ কর্ত্তৃক এবং সপ্ত বায়ুর বিস্তার কর্ত্তৃক দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি ব্যক্ত হয়; আবার বায়ুস্থির সহ মনে লয় অবস্থা হইলে, তখন সবই লয়প্রাপ্ত হয়, একারণ উক্ত হইতেছে যে, পূর্ব্বে (প্রথমে) সাত মহর্ষি ও চারি মনু আমার ভাব হইতে মনেতে জাত। মনোরূপ মনু ৪ যুগেই উৎপন্ন হন বলিয়া 'চত্বারঃ মনবঃ' উক্ত হইতেছে অর্থাৎ অজপারূপ কাল যাহা চলিয়াছে, এইকাল কখন সত্ত্বগুণে, কখন রজোগুণে, কখন তমোগুণে এবং কখন রজস্তমো দুই গুণে থাকে; কালের মিলন অবস্থার নামই যুগ। রজস্তমোরূপ ঈড়া ও পিঙ্গলার কাল যাহা চলিতেছে, ঐ ঈড়া পিঙ্গলার গতি সুষুম্নায় মিলিত হইয়া যখন গতি-স্থির অবস্থারূপ স্থিতি হয়, সেই (ঈড়া-পিঙ্গলার মিলন) অবস্থার নামই প্রকৃত যুগ এবং উহাই সত্য যুগের অবস্থা; ইহার পর যে ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, সে সকল ইহারই ভাবান্তররূপ অবস্থা মাত্র। এই যুগের ভাবান্তর হইতে অপর তিন যুগের প্রকাশ হইয়াছে; উক্ত সত্যযুগে স্থির মনোরূপ মনের উৎপত্তি; পরে অজপারূপ কাল যখন সত্ত্বগুণ (সুষুম্না) হইতে রজোগুণে (পিঙ্গলায়) আসিয়া চঞ্চল-গতি-বিশিষ্ট হয়, তখন উপরিউক্ত যুগের ভাবান্তর হইয়া পিঙ্গলার গতি বিশিষ্টরূপ, ত্রেতাযুগের প্রকাশ অবস্থা হয়; এ অবস্থায় চঞ্চল মনোরূপ মনু উৎপন্ন হন [কেননা প্রাণ চঞ্চল হইলে মনও চঞ্চল] আবার এই পিঙ্গলার গতি স্থিরে লয় হইলে, সেই (প্রলয়) অবস্থার পর কাল যখন পুনঃ রজস্তমো (পিঙ্গলা ও ঈড়া) দু'য়েতেই চলিতে থাকে, তখন দ্বাপর যুগের অবস্থা হয়; এ অবস্থাতেও চঞ্চল মনোরূপ মনু উৎপন্ন হন। তাহার পর ঐ ঈড়া-পিঙ্গলা উভয়েরই গতি স্থিরে লয়প্রাপ্ত হইয়া সে অবস্থার পর আবার যখন কেবলমাত্র তমোগুণরূপ ঈড়ার কাল চলিতে থাকে, তখন কলিযুগের অবস্থা হয়। এ অবস্থাতেও চঞ্চল মনোরূপ মনু উৎপন্ন হন। এইরূপে দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে চারি যুগে মনুর উৎপত্তি হয়; মনোরূপী চারি মনু এবং বায়ুরূপী সপ্ত ঋষি ইঁহারা আমার ভাব হইতে (আত্মভাব হইতে) আত্মভাবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা-রূপ মনেতে জাত অর্থাৎ ইহারা বর্ত্তমান মনে প্রকাশ পাইয়া সৃষ্টি-বিস্তাররূপে ব্যক্ত (যেহেতু মনের বোধশক্তি কর্ত্তৃকই সব

প্রকাশ অনুভব হইতেছে; মন না থাকিলে কিছুই নাই—সবই লয়প্রাপ্ত; একারণ সব মানসেতে ব্যক্ত), সমুদয় লোক যত দেখিতেছ, সব ইঁহাদের প্রজারূপ সন্তান; অর্থাৎ প্রজা=প্রকৃষ্টরূপে জাত হইয়া; উক্ত সপ্ত বায়ু ও চারি মনু ইঁহারাই প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইয়া সন্তান-বিস্তাররূপ অবস্থায় লোক-সৃষ্টির প্রকাশ। সন্তান অর্থাৎ সম = সম্যক্‌রূপে, ত = বিস্তার করা, ৭ বায়ু হইতে ৪৯ বায়ুর বিস্তার হইয়া লোক-সৃষ্টি হইতেছে এবং সৃষ্টি স্থিতি, সব মন কর্ত্তৃক বোধ হইতেছে [ইহাই স্থির প্রাণরূপ আত্মার বিভূতি] একারণ ভগবান বলিতেছেন যে, সপ্ত মহর্ষি ও চারি মনু ইঁহারা আমারই ভাব হইতে [অবস্থান্তররূপে] মানসে জাত (অর্থাৎ মানসপুত্র) লোকসকল যাহা দেখিতেছ, সব ইঁহাদেরই প্রজারূপ সন্তান।।৬

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।৭

যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ (ঐশ্বর্য্যলক্ষণং) তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন (অচলেন) যোগেন (সমাধিনা) যুজ্যতে (যুক্তো ভবতি) অত্র সংশয়ঃ ন [কর্ত্তব্যঃ] ।।৭

যিনি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আমার এই বিভূতি এবং যোগ (ঐশ্বর্য্যলক্ষণ) জানেন, তিনি অচল সমাধিতে যুক্ত হন ('আমি আমার' রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হন); ইহাতে সংশয় নাই।।৭

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে আমার যে বিভূতি অর্থাৎ ৪৯ বায়ুর বিস্তাররূপে প্রকাশ অবস্থা এবং যোগ অর্থাৎ ঐ বায়ুর স্থিরাবস্থারূপে লয়ের অবস্থা, ইহা যিনি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান হন, অর্থাৎ উক্ত ৪৯ বায়ুরূপে প্রকাশিত হইয়া স্থির প্রাণরূপ আত্মা যে বিভূতি বিস্তার করিতেছেন এবং বায়ুর স্থিরাবস্থায় প্রলয়রূপে যোগরূপ অবস্থা যাহা দেখাইতেছেন, এই তত্ত্ব যাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারেন, তাঁহারা বা তিনি অচল সমাধিতে যুক্ত হন অর্থাৎ প্রাণের তত্ত্ব বিশেষরূপে বিদিত হইয়া ঐ প্রাণকে অচলরূপে স্থির করিয়া স্থির সাম্য অবস্থারূপ সমাধিতে অবস্থিত হন ('আমি হারা' ভাবরূপ সমাধি প্রাপ্ত হন) ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।।৭

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ।।৮

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে (জায়তে); ইতি মত্বা (সম্যক্ অবগম্য) বুধাঃ (বিবেকিনঃ) ভাবসমন্বিতাঃ (মদ্‌ভাবপ্রাপ্তাঃ) সন্তঃ মাং ভজন্তে।।৮

আমি সমুদয় জগতের উৎপত্তি-হেতু এবং আমা হইতে সমুদয় প্রবর্ত্তিত হয়; ইহা সম্যক্ অবগত হইয়া বিবেকিগণ আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন।।৮

তাৎপর্য্য।—আমিই প্রাণ অপানাদি বায়ুরূপে প্রকাশিত হইয়া সকলের [উৎপত্তিরূপ] সৃষ্টি করিতেছি; একারণ আমিই জগতের উৎপত্তিহেতু (৩য় অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); আমা হইতেই সব প্রকৃষ্টরূপ নিষ্পাদিত হইতেছে; ইহা জানিয়া বীতরাগ অর্থাৎ রাগ, রহিত (অনুরাগরূপ আসক্তিশূন্য) বিবেকিগণ আমার ভাবরূপ আত্মভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহারা 'অহং কর্ত্তা' এ ধারণা রহিত হন; সবই প্রাণ কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত হইতেছে, এইরূপ জানিয়া আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাকেই ভজনা করেন।।৮

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।৯

মচ্চিত্তাঃ মদগতপ্রাণঃ মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ নিত্যং কথয়ন্তশ্চ, তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।।৯

যাঁহাদের চিত্ত কেবল আমাতেই রত এবং যাঁহাদের প্রাণ কেবল আমাতেই অর্পিত, এতাদৃশ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয়া এবং সদা আমার কথা কীর্ত্তন করিয়া, সন্তোষ এবং শান্তি প্রাপ্ত হন।।৯

তাৎপর্য্য।—যাঁহাদের মন সদা সর্ব্বদা কেবল আত্মাতেই থাকে অর্থাৎ যাঁহারা ক্ষণকালও আত্মাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না এবং কদাচ লক্ষ্যহারা হইলে যাঁহাদের জলহীন মীনের ন্যায় অবস্থা হয়, যাঁহারা আত্ম-নারায়ণকে প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রাণকে স্থির ব্রহ্মে লীন করিয়া সদা স্থির প্রাণরূপ আত্মায় অবস্থিত আছেন, এরূপ ব্যক্তিগণ অপরাপর ব্যক্তিদিগকে আমার বিষয় (আত্ম-বিষয়) বুঝাইয়া দিয়া (হৃদয়ঙ্গম করাইয়া) এবং সর্ব্বদা আমার কথা কীর্ত্তন (৯ম অঃ ১৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) করিয়া অর্থাৎ অহরহঃ আত্মচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া সন্তোষ ও শান্তি প্রাপ্ত হন।।৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।।১০

[অহং] সততযুক্তানাং (সদৈব মর্য্যর্পিতচিত্তানাং) প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং (আরাধয়তাং) তেষাং তং বুদ্ধিযোগং (জ্ঞানং) দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি (পাপ্নুবন্তি)।।১০

সদা আমাতে অর্পিতচিত্ত এবং প্রীতি-পূর্ব্বক আমার ভজনাকারী, তাঁহাদিগকে আমি এতাদৃশ বুদ্ধিযোগ (জ্ঞান) প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।।১০

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ সর্ব্বদা আমাতে অর্পিতচিত্ত ব্যক্তি এবং ৮ম শ্লোকোক্তরূপ আমার ভজনাকারী ব্যক্তি [তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া]

আমি তাঁহাদের এমন জ্ঞান প্রদান করি, যে জ্ঞানদ্বারা তাঁহারা আমাকে (স্থির প্রাণরূপ আত্মাকে) প্রাপ্ত হন অর্থাৎ লাভ করেন।।১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা।।১১

তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ) [সন্] ভাস্বতা [প্রভাশালিনা] জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানজ্যোতিষা) অজ্ঞানজং তমঃ (অজ্ঞানান্ধকারং) নাশয়ামি।।১১

তাঁহাদের হিতার্থেই আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজাত অন্ধকার নাশ করি।।১১

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ব্যক্তিদের জন্যই আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হই (অর্থাৎ তাঁহাদের মন সতত আত্মধ্যানেই রত বলিয়া তাঁহাদের দেহে আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি প্রকাশ পায়) এবং প্রকাশমান তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাঁহাদের অজ্ঞানজাত অন্ধকার নাশ করি অর্থাৎ আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হওয়ায় ঐ জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে সকল অন্ধকার, তাঁহাদের সেই অন্ধকারের নাশ হইয়া যায়।।১১

অর্জ্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্।।১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে।।১৩

অর্জ্জুন উবাচ। ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম (আশ্রয়ঃ) পরমং পবিত্রং [চ], সর্ব্বে ঋষয়ঃ, দেবর্ষি নারদঃ, তথা অসিতঃ দেবলঃ, ব্যাসঃ [চ] ত্বা শাশ্বতং (নিত্যং) পুরুষং, (পুরিশয়ং) দিব্যং (স্বপ্রকাশং) আদিদেবম্ (দেবানামাদিভূতম্) অজং (জন্মরহিতং) বিভূং (ব্যাপকং) চ আহুঃ; স্বয়ং চ এব মে ব্রবীষি।।১২-১৩।।

অর্জ্জুন কহিলেন। তুমি পরব্রহ্ম পরমাশ্রয় এবং পরম পবিত্র; সকল ঋষিগণ দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস তোমাকে নিত্য পুরুষ, স্বপ্রকাশ, আদিদেব, (দেবগণেরও কারণস্বরূপ) জন্মরহিত ও সর্ব্বব্যাপক কহিয়া থাকেন; তুমি স্বয়ংও আমাকে এইরূপই কহিতেছ।।১২-১৩।।

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন অর্থাৎ জীবভাব কর্ত্তৃক তেজের সহিত ব্যক্ত হইল; অর্জ্জুন তেজস্তত্ত্ব; তেজের স্থান দেহের মধ্যস্থল অর্থাৎ নাভিমণ্ডলে; এই মধ্যস্থল

হইতেই জীবভাবের প্রকাশ হইতেছে অতএব শরীরস্থ তেজস্তত্ত্বই জীবভাবরূপ অর্জ্জুন, তৎকর্ত্তৃক কূটস্থ চৈতন্যের নিকট ব্যক্ত হইল যে, তুমি পরব্রহ্ম অর্থাৎ স্থির কূটস্থ ব্রহ্মেরও পর (তাহারও অতীত), আরও নিগূঢ় তত্ত্ব তোমার রহিয়াছে, —তুমি কূটস্থেরও ঊর্দ্ধে সহস্রার স্থানে নিঃশেষরূপে স্থিতিরূপ পরব্রহ্ম। এবং ঐ স্থানে মনের অবস্থিতি অর্থাৎ আশ্রয় লাভ হইলে, সেই স্থিতির আর শেষ নাই; একারণ তুমি পরাশ্রয়। তুমি পরম পবিত্র; যেহেতু তোমাকে আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে, মন পবিত্র হইয়া থাকে এবং তুমি শুক্লবর্ণ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, তাই তোমাতে কোন ময়লা নাই; তুমি পরম পবিত্র। সর্ব্বব্রহ্মময়রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছ; একারণ তুমি সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ বলিয়া তুমিই নিত্য পুরুষ। তোমার কেহ উৎপত্তি বা প্রকাশ করে নাই [এক তুমি ছাড়া দ্বিতীয় যখন কেহ নাই, তখন তোমার উৎপত্তি কে করিবে] তুমি আপনা হইতেই প্রকাশ হইতেছ; একারণ তুমি স্বপ্রকাশ এবং জনন-রহিত। বায়ুরূপী দেবগণের উৎপত্তি তোমা হইতে [ষষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য] অর্থাৎ শরীরস্থ ঊনপঞ্চাশ বায়ুর প্রকাশ তোমা হইতেই; একারণ তুমি দেবগণেরও উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ; অতএব তুমি আদিদেব। সকল ঋষিরা তোমাকে ঐরূপই কহিয়া থাকেন অর্থাৎ নারদ—নার = জ্ঞান—দ = যে দেয়— যিনি জন্মদাতা গুরু তিনিই নারদ; তিনি দেব অথচ ঋষি অর্থাৎ খেচরী সিদ্ধি করিয়া আকাশে (আজ্ঞাচক্রে) স্থিতিলাভ করিয়া যিনি, দেবতুল্য হইয়া কূটস্থ ব্রহ্মকে দর্শন করিতেছেন, তিনিই দেবর্ষি; এই দেবর্ষি নারদও তোমায় ঐরূপ (উপরিউক্তরূপ) কহিয়া থাকেন এবং অসিত মুনি ও তৎপুত্র দেবল মুনি [দেবল মুনিই অষ্টাবক্র], ব্যাসদেব তাঁহারাও ঐরূপ কহিয়া থাকেন; ব্যাস = বি—আ—অস্ অর্থাৎ বিভাগ করা, যিনি বেদ বিভাগ করিয়াছেন, তিনিই ব্যাস অর্থাৎ ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ তিনগুণই বেদ (ঋচো রজোগুণাঃ সত্ত্বং যজুষাঞ্চগুণা গুণা মুনে। তমোগুণানি সামানি তমঃ-সত্ত্বমথর্ব্বসু) যিনি এই তিন গুণের বিভাগ অবগত হইয়া বেদবিৎ অর্থাৎ গুণাতীত হইয়াছেন অর্থাৎ ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নারূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ জীবদেহে চলিতেছে কখনও সত্ত্ব, কখনও রজঃ এবং কখনও তমঃ এইরূপে তিনগুণের ক্রিয়া জীবদেহে সর্ব্বদা হইতেছে; যাঁহারা কর্ম্মে অতীতাবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই গুণের বিভাগরূপ উদয় ও অস্ত জ্ঞাত হইয়া বেদবিৎ-পদবাচ্য। যখন রজোগুণের (পিঙ্গলার গতিও ফুরাইয়াছে এবং তমঃ (ঈড়া) ও আসিয়া পৌঁছায় নাই, এই প্রকার যে সময়, তাহাই গুণের বিভাগাবস্থা বা গুণাতীত অবস্থা; ইহার মর্ম্ম যিনি অবগত হইয়াছেন; তিনি বেদবিভাগকারী অর্থাৎ (তিনগুণের ক্রিয়া যোগের বিভাগ-প্রকাশরূপ- ব্যাস। এই ব্যাস এবং ব্যাসের শিষ্য অসিত (অসিত কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট) অর্থাৎ যাঁহার মন ঘনশ্যামবর্ণ গোলাকার কূটস্থের

রূপে মিলিত হইয়া গিয়া ঐ রূপময় বিশিষ্ট-তনু যাঁহার, এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট (যিনি) তিনিও তোমায় ঐরূপ বলিয়া থাকেন; এবং অসিত মুনির পুত্র দেবল মুনি—(দেবল অর্থাৎ নারায়ণই যাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়) তিনিও উপরিউক্তরূপ কহিয়া থাকেন; তুমি স্বয়ংও এইরূপ কহিতেছ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান সংযোগে আপনা-আপনি উপলব্ধি দ্বারা তুমি স্বয়ংও এই প্রকার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছ [তুমি পরব্রহ্ম পরাশ্রয় ইত্যাদি]।।১২-১৩।।

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ।।১৪

হে কেশব, যৎ মাং বদসি এতৎ সর্ব্বম্ ঋতং (সত্যং) মন্যে (অবগচ্ছামি); হি (যতঃ) হে ভগবন্, দেবাঃ তে ব্যক্তিং (আবির্ভাবং) ন বিদুঃ (জানন্তি), দানবাশ্চ ন।।১৪

হে কেশব, তুমি আমাকে যাহা বলিলে, যে সকল আমি সত্য মনে করি; যেহেতু হে ভগবন্, দেবগণ তোমার আবির্ভাব (আবির্ভাব-কারণ) জানেন না, দানবগণও জানে না।।১৪

তাৎপর্য্য।—হে কেশব (১ম অঃ ৩০শ শ্লোকের কেশব পদের অর্থ দ্রষ্টব্য), তুমি যাহা যাহা আমায় বলিলে সে সকল আমি সত্য মনে করি অর্থাৎ স্বয়ং অনুভূতি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া যথার্থত্ব মানিতেছি (গুরূপদিষ্ট ক্রিয়া দ্বারা সাধকের জ্ঞানোদয় আরম্ভ হইলে, তখন ভগবদ্ বাক্যের যথার্থ স্বয়ংই উপলব্ধি হইয়া থাকে); হে ভগবন্, যাঁহারা খেচরী সিদ্ধি করিয়া আকাশে (আজ্ঞাচক্রে) স্থিতিলাভ করিয়াছেন, এরূপ (২য় শ্লোকোক্তরূপ) দেবগণও তোমার আবির্ভাব (৬ষ্ঠ শ্লোকোক্তরূপ বিভূতি বিস্তারের সমুদয় তত্ত্ব) অবগত নহেন এবং যাহারা স্থিতিবিহীনরূপে মধ্যাবস্থার চঞ্চলতাতে মুগ্ধ রহিয়াছে, এরূপ (১৬শ অধ্যায়োক্ত আসুরিক প্রকৃতিরূপ) দানবগণও তোমার আবির্ভাবরূপ সমুদয় তত্ত্ব অবগত নহে; কারণ যে কেহ তোমার তত্ত্ব জানিতে যায়, সেইই তোমাতে মিশিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যায় (যেমন অগ্নিতে অঙ্গ দিয়া অগ্নির মর্ম্ম জানিতে গেলে অগ্নি তাহাকে আত্মসাৎ (নিজ তুল্য) করিয়া লন (তদ্রূপ) অর্থাৎ যিনি তোমায় জানিতে যান, তাঁহার জ্ঞানাতীত নিরঞ্জন পদরূপ (সহস্রারে স্থিতিপ্রাপ্তি রূপ) অবস্থা হওয়ায় জানার অতীত ভাব হয়; একারণ কেহই তোমায় জানিতে পারে না। অর্থাৎ ২য় শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দেব ঋষি কেহই আমার আবির্ভাব জানে না এবং এই শ্লোকে অর্জ্জুন নিজবোধ কর্ত্তৃকও তাহা উপলব্ধি করিতেছেন; এ কারণ উক্ত হইতেছে, তুমি যে সব বলিলে, তাহা আমি সত্য মনে করি।।১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে।।১৫

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন (ভূতোৎপাদক) হে ভূতেশ, হে দেবদেব (দেবানাম্ আদিত্যানাং দেব প্রকাশক) হে জগৎপতে (বিশ্বপালক) ত্বং স্বয়ম এব আত্মনা (স্বেন) আত্মানং (স্বং) বেত্থ (জানাসি) [নান্যঃ কোহপি]।।১৫

হে পুরুষোত্তম, হে ভূতভাবন্, হে ভূতেশ, হে দেবদেব (আদিত্যাদিরও প্রকাশক) হে জগৎপতে (বিশ্বপালক), তুমি আপনিই আপনাকে আপনার দ্বারা জান।।১৫

তাৎপর্য্য।—হে পুরুষোত্তম, আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত আত্মারূপে প্রাণই পুরুষ পদবাচ্য এবং আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে অবস্থিত প্রাণের বৃহৎ অবস্থারূপে যে পরমাত্মস্বরূপ ঐ রূপটিই উত্তম পুরুষ-পদবাচ্য (এই পরমাত্মা রূপই পুরুষোত্তম); হে ভূতভাবন (ভূত—পৃথিব্যাদি—ভাবন) ভূ—ণিচ্—ভাবি—হওয়ান + অন—ক সং পুং), সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বাদিরূপ ভূতের উৎপত্তিকারী। হে ভূতেশ (ভূত পৃথিব্যাদি—ঈশ = শিব অর্থাৎ তুমি পঞ্চতত্ত্বাদি ভূতের সহিত জীবরূপী শিব-স্বরূপে ব্যক্ত; এ কারণ তুমি ভূতেশ); অর্থাৎ তুমি পঞ্চতত্ত্বাদি ভূতের সহিত জীবরূপী শিব-স্বরূপে ব্যক্ত; এ কারণ তুমি ভূতেশ); অর্থাৎ তুমিই ভূতের প্রভু। হে দেবদেব (অর্থাৎ১৫শ অঃ ১২শ শ্লোকোক্তরূপ আদিত্যাদির প্রকাশক) হে জগতের রক্ষাকর্তা অর্থাৎ জগৎপতি; তুমি আপনিই আপনাকে আপনার দ্বারা জান (অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-সংযোগেই আত্মাকে জানা যায়) কেননা যতক্ষণ আমি এবং অহংজ্ঞান থাকে ততক্ষণ তোমায় জানা যায় না; তোমায় জানিতে গেলে অহংজ্ঞান-রাহিত্যে [তোমাতে অহং লয় রূপে] তোমাতে মিশিয়া তুমিই হইয়া গিয়া তোমারই জ্ঞানরূপ আত্মজ্ঞান প্রভাবে তোমায় অবগত হইতে পারা যায়; একারণ তুমি নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারা জান।।১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি।।১৬

ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, তাঃ দিব্যাঃ (অদ্ভুতাঃ) বিভূতয়ঃ অশেষেণ (সাকল্যেন) বক্তুম্ অর্হসি।।১৬

তুমি যে সকল বিভূতি দ্বারা এই লোক-সমুদয় ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সমুদয় আত্মবিভূতি অশেষরূপে বল।।১৬

তাৎপর্য্য।—[৬ষ্ঠ শ্লোকোক্তরূপ] যে সকল বিভূতি দ্বারা তুমি সমুদয় লোকে (প্রত্যেক জীবে) ব্যাপিয়া রহিয়াছ, সেই সব আত্ম-বিভূতি (যোগৈশ্বর্য্য) আমাকে বিশেষ প্রকারে বল।।১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া।।১৭

হে যোগিন্ কথং সদা ত্বাং পরিচিন্তয়ন্ অহং ত্বা বিদ্যাম্ (জানীয়াম্); হে ভগবন্, কেষু কেষু ভাবেষু চ [ত্বং] ময়া চিন্ত্যঃ অসি?।।১৭

হে যোগিন্ সর্ব্বদা কিরূপে (কিরূপ বিভূতি ভেদ দ্বারা) তোমাকে ভাবনা করিয়া জানিতে পারিব? হে ভগবন্, কোন্ কোন্ ভাবে আমি তোমাকে চিন্তা করিব?।।১৭

তাৎপর্য্য।—হে যোগিন্ অর্থাৎ যিনি যোগরূপ মিলন করান তিনিই 'যোগিন্' পদবাচ্য এবং যোগিন্ অর্থে তপস্বীও বুঝায়, —তপস্যা-তপোলোকে থাকা, তিনি আত্মাচক্ররূপ তপোলোকে অবস্থিত রহিয়াছেন বলিয়া; সেই জন্য কূটস্থ চৈতন্যকে অর্জ্জুন 'যোগিন্' সম্বোধন করিতেছেন। তুমি যে সকল বিভূতি দ্বারা লোক সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তাঁহার মধ্যে কিরূপ বিভূতি ভেদ করিয়া তোমায় জানিতে পারিব এবং কোন্ কোন্ ভাবেই বা তোমায় চিন্তা করিব, তাহা আমায় বল।।১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্।।১৮

হে জনার্দ্দন, আত্মানঃ যোগং (যোগৈশ্বর্য্যং) বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়; হি (যতঃ) অমৃতং (বাক্যমমৃতরূপং) শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ নাস্তি।।১৮

হে জনার্দ্দন, তোমার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি বিস্তৃতরূপে পুনরায় বল। যেহেতু তোমার অমৃতরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না।।১৮

তাৎপর্য্য।—হে জনার্দ্দন (৩য় অঃ ১ম শ্লোকের জনার্দ্দন দ্রষ্টব্য), তোমার যোগ ও বিভূতি [যাহা গোড়ায় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে] বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া পুনর্ব্বার বল অর্থাৎ ভগবান্ যে সকল বিভূতি দ্বারা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন (তাহা ৭ম অঃ হইতে কতক কতক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাই এস্থলে জীবভাব অর্থাৎ সাধক অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উক্ত হইতেছে যে,) তোমার বিভূতি আবার বল। কেননা তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির আশা মিটিতেছে না; সাধকের সাধনকালে প্রথমাবস্থায় বিনাবলম্বনে মন কখনও স্থির থাকিতে পারে না; তাই কেবল শূন্য অবলম্বনে মন স্থির না রাখিতে পারিয়া ব্যক্ত হইতেছে যে, আমাকে বিভূতিগুলি সবিস্তারে বল—আমার আশা মিটিতেছে না। যোগৈশ্বর্য্যরূপ বিভূতি মনই দেখিয়া থাকে; 'আমি' দেখে না। একারণ যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ রূপের প্রতি লক্ষ্য এবং বিভূতি দর্শনের ইচ্ছা হয়; মনের লয় হইলে কোনও রূপও থাকে না এবং তখন রূপের অতীতাবস্থা হইয়া (রূপাতীত নিরঞ্জন-রূপ) ব্রহ্মে স্থিতি হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান মনের লয় যতক্ষণ না হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ এই চঞ্চলমন বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ সম্মুখস্থ দর্পণে প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া যেমন দর্শনেচ্ছা বলবতী হয়, তদ্রূপ নিজ হৃদয়মন্দিরস্থ আজ্ঞাচক্রে দর্পণরূপ তৃতীয় চক্ষু কূটস্থেতে সাধক নিজের রূপ দর্শন করিয়া বারংবার দর্শন করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে থাকে। নিজের রূপ দর্শন করিয়াও সাধক যে অবস্থায় উহাকে নিজরূপ বলিয়া প্রণিধান করিতে পারে না অর্থাৎ যাহা কিছু দেখা যায়; সব নিজেরই রূপ (আত্মরূপ); কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ উপলব্ধি হয় না; যেমন বালক দর্পণের সম্মুখে নিজ প্রতিমূর্ত্তির সহিত কথাবার্তা কয় এবং নিজের ঠোঁট, মুখ নড়ার সঙ্গে প্রতিমূর্ত্তিও নড়িতেছে দেখিয়া মনে করে যে, আমি অপরের সহিত কথা কহিতেছি; জীবরূপী সাধকেরও ঠিক তদ্রূপ হয়, অর্থাৎ সে নিজরূপ দর্শন করে এবং নিজের সহিতই (আত্মারই সহিত) নিজে প্রশ্নোত্তর করে; অথচ অজ্ঞানবশতঃ তাহা বুঝিতে পারে না। পরে এই অবস্থার পর যখন ক্রিয়া করিতে করিতে মনের লয় হয়, তখন উপরিউক্ত রূপাতীত ব্রহ্মে স্থিতি হইয়া থাকে; বিভূতি-দর্শনের প্রতি তখন আর খেয়াল থাকে না [একারণ এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন যে, এইরূপ বহুজ্ঞানে (বিভূতি সকল জ্ঞাত হওয়া রূপ বহুজ্ঞানে) তোমার প্রয়োজন কি?]।।১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে।।১৯

শ্রীভগবান উবাচ। হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্যাঃ [যা মম] আত্মবিভূতয়ঃ [তাঃ] প্রাধান্যতঃ (প্রাধান্যেন) তে (তুভ্যং) কথয়িষ্যামি; হি (যতঃ) মে (মম) বিস্তরস্য (বিভূতিবিস্তরস্য) অন্তঃ নাস্তি।।১৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার দিব্য বিভূতিসকল প্রধানতঃ (মোটামুটি) তোমাকে কহিতেছি, যেহেতু আমার বিভূতি বাহুল্যের অন্ত নাই।।১৯

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান কহিলেন (২য় অঃ ২য় শ্লোকের শ্রীভগবান্ দ্রষ্টব্য); হে কুরুশ্রেষ্ঠ (৪র্থ অঃ ৩১শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); আমার যে সকল বিভূতি, তাহার বাহুল্যের অন্ত নাই; তন্মধ্যে প্রধান প্রধান যেগুলি, সেইগুলি তোমাকে মোটামুটি কহিতেছি অর্থাৎ দৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই ভগবানের বিভূতি (প্রকাশভাব); ভগবান্ অনন্ত; সুতরাং তাঁহার বিভূতিও অনন্ত; তাহাদের মধ্যে প্রধান যে গুলি, সেই গুলি বলিতেছেন।।১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।।২০

হে গুড়াকেশ, সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বভূতানাম্ অভ্যন্তরে অবস্থিতঃ) আত্মা অহম্; ভূতানাম্ আদিঃ (জন্ম) মধ্যং (স্থিতিঃ) অন্তঃ (সংহারঃ) চ অহমেব।।২০

হে গুড়াকেশ, ভূতগণের অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মা আমি; ভূতগণের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার কর্ত্তাও আমি।।২০

তাৎপর্য্য।—হে গুড়াকেশ (গুড়াকা = নিদ্রা, ঈশ—জয় করা, অর্জ্জুনরূপ তেজস্তত্ত্ব দ্বারা সাধন-সমরে ইন্দ্রিয়গণ সহ যুদ্ধ করিয়া মোহনিদ্রার জয় হইয়া থাকে বলিয়া, অর্জ্জুনকে গুড়াকেশ সম্বোধন করিতেছেন), জীবগণের দেহের ভিতরস্থিত প্রাণরূপী আত্মা আমি (আমি প্রাণসূত্ররূপে জীবদেহের অভ্যন্তরে না থাকিলে, দেহ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না); জীবের আদিতেও আমি অর্থাৎ জীবদেহের ঊর্দ্ধভাগস্থ আজ্ঞাচক্রে যে স্থিরপ্রাণ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই প্রাণ আমি; জীবের অন্তেও আমি অর্থাৎ দেহের আধোভাগস্থ মূলাধারেও স্থিরপ্রাণরূপ আমি এবং মধ্যেও আমি অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগে যাহা অজপারূপে চলিতেছে, সেই চঞ্চলপ্রাণরূপ আত্মাও আমি। আমিই সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার (অর্থাৎ ৩য় অঃ ১০ম শ্লোকোক্তরূপ) সৃষ্টির অবস্থাও আমি এবং প্রাণকর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থারূপ জীবের স্থায়ী ভাববৎ অবস্থিতিও আমি, আর বর্ত্তমান অবস্থার অতীতাবস্থারূপ (কর্ম্মের পরাবস্থারূপ) যে সংহারভাব, তাহাও আমি; যেহেতু জীবের ভূমিষ্ঠের পূর্ব্বাবস্থারূপ আদিতেও প্রাণ এবং মধ্যেও (ভূমিষ্ঠের পরের অবস্থায়ও) সেই প্রাণ, আবার সংহার-রূপ মৃত্যুর পরও (দেহান্তেও) সেই প্রাণই থাকেন অর্থাৎ তখন দেহের নাশ হইয়া থাকে, কিন্তু দেহীর নাশ হয় না; দেহী তখন এক দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন; অতএব জীবের আদি, অন্ত ও মধ্য এক প্রাণই।।২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী।।২১

অহম্ আদিত্যানাং [মধ্যে] বিষ্ণু, জ্যোতিষাং (প্রকাশকানাং মধ্যে) অংশুমান্ (রশ্মিযুক্তঃ) রবিঃ, মরুতাং (বায়ুনাং মধ্যে) মরীচিঃ নক্ষত্রাণাং [মধ্যে] শশী অস্মি।।২১

আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র।।২১

তাৎপর্য্য।—আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু অর্থাৎ (আদিত্যো হ বৈ প্রাণ) প্রাণই আদিত্য এবং প্রাণ, অপান, সমান ইত্যাদিরূপে প্রাণের যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা

রহিয়াছে, তন্মধ্যস্থিত দ্বাদশ অবস্থা হইতেছে, দ্বাদশ আদিত্য; ঐ দ্বাদশ প্রাণমধ্যে সুষুম্না নাড়ীস্থ স্থির প্রাণ বিষ্ণু এবং সেই বিষ্ণুই আমি (প্রাণের ব্যাপকত্ব হেতু প্রাণকেই বিষ্ণু বলা যায়—"প্রাণো হি ভগবান্ ঈশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহ"); আমি জ্যোতিঃ সকলের মধ্যে কিরণশালী সূর্য্য অর্থাৎ প্রাণরূপী আত্মা যে জ্যোতির অভ্যন্তরে (সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী) নারায়ণ রূপে রহিয়াছেন, সেই আত্মজ্যোতিই প্রকৃত কিরণ এবং আত্মানারায়ণই সূর্য; অর্থাৎ আত্মারা যে জ্যোতির্ম্ময়-রূপ, তাহাই কিরণশালী সূর্য্য। আমি মরুৎগণ মধ্যে মরীচি—মরুৎ অর্থে বায়ু এবং মরীচি অর্থে কিরণ অর্থাৎ প্রকাশ ভাব; যে বায়ু (ব্যানবায়ু) দ্বারা বাক্যাদির প্রকাশ হইতেছে এবং যাহা ব্যানবায়ু নামে সর্ব্বশরীরে প্রকাশ রহিয়াছে, সেই ব্যান বায়ুর নামই মরুৎ এবং তাহাই মরীচি; উক্ত ব্যান বায়ুর ৭টি উপাধি আছে; যথা-নভস্বান, মরুৎ, ধূলিধ্বজ, কম্পলক্ষ্মা, বাস, মৃগবাহন ও ব্যান; এই মরুৎ প্রভৃতি সপ্ত উপাধির মধ্যে প্রকাশতাযুক্ত ব্যান উপাধিই মরীচি-পদবাচ্য; একারণ বলিতেছেন, আমি মরুৎগণ মধ্যে মরীচি।

আমি নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি যাহা কিছু বাহিরে দেখা যাইতেছে, তৎসমস্তই এই দেহের মধ্যে আছে। যথা—

দেহেহস্মিন, বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ-সমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃশৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্র-পালকাঃ।।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্য-তীর্থাণি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ।।
সৃষ্টি-সংহার-কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ।।
ত্রৈলোক্য যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে।। (ইতি শিব সংহিতা)

দেহমধ্যে মেরুদণ্ডের উপরিভাগে যে ব্রহ্মযোনি স্থান রহিয়াছে, তথায় সুধাকররূপে চন্দ্র বাস করিতেছেন [আজ্ঞাচক্রে গহ্বরে মন প্রবেশিত করিতে পারিলে, পূর্ণচন্দ্রের রূপ ও নক্ষত্র সকল দর্শন হইয়া থাকে; ঐ চন্দ্রের স্থান তালুমূলে] ; এই সুধাকর কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অধোভাগে সুধা বর্ষণ হইয়া থাকে এবং সেই পরিস্রুত সুধারূপ অমৃত [উহা ক্রিয়া দ্বারা উপলব্ধি করা যায় অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া কর্ত্তৃক শ্বাস স্থির হইলে, ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে এক প্রকার মিষ্ট রস (মুখমধ্যে) নিসৃত হইয়া থাকে; উহাকে অমৃত নিসৃত বলে এবং উহাই গুরুপাদোদক বলিয়া উক্ত হয়; ঐ রস পানে ক্ষুধা তৃষ্ণাদি নিবারিত ও দিব্যজ্ঞান উদিত হয়] উহা ঊর্দ্ধ হইতে ক্ষরিত হয়; পরে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অতি সূক্ষ্মরূপে একভাগ সূর্য্যনাড়ী-রূপ পিঙ্গলাতে এবং আর একভাগ চন্দ্রনাড়ী-রূপ ঈড়াতে গমন করে; এই ঈড়ানাড়ীস্থ অমৃত কর্ত্তৃকই সর্ব্বশরীরের পুষ্টি-সাধন হইয়া থাকে অর্থাৎ দেহের ঊর্দ্ধভাবে ইহা সূক্ষ্ম (ধীরা মন্দাকিনী) রূপে অবস্থান করে ও পরে মধ্যস্থানে হৃদয়ে আসিয়া জাহ্নবীরূপে প্রকাশিত হইয়া তদীয় জল (রক্ত) রূপে পরিণত হয় এবং সেই রক্ত অন্যান্য শিরায় প্রবেশ করিলে দেহের পুষ্টি-বর্দ্ধন হইয়া থাকে; দেহমধ্যে বহুবিধ নাড়ী আছে; তন্মধ্যে পিঙ্গলা সূর্য্য-স্বরূপ, সুষুম্না অগ্নি-স্বরূপ ও ঈড়া চন্দ্র-স্বরূপ; বাকী অন্যান্য নাড়ী সকল নক্ষত্র-স্বরূপ; একমাত্র চন্দ্রনাড়ী কর্ত্তৃক অপর নাড়ী সকলে রস-সঞ্চার হইয়া দেহের পুষ্টি হয় বলিয়া চন্দ্রই নক্ষত্রের অধিপতি; একারণ তিনি নক্ষত্রগণ মধ্যে চন্দ্র। বহির্জগতে যেমন নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্রের সুধা-কর্ত্তৃক ক্ষেত্রের রস-সঞ্চার এবং তৎ-প্রভায় জগৎ আলোকিত হয়, অন্তর্জগতেও সেইরূপ; অর্থাৎ হৃদয়াকাশেও পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ ও নক্ষত্র সকলের দর্শন হইয়া থাকে এবং চন্দ্রনাড়ীস্থ অমৃত-কর্ত্তৃকই সমুদয় নাড়ীতে রস-সঞ্চার হওয়ায় দেহের পুষ্টি-সাধন হইয়া থাকে। (নক্ষত্র-ন ক্ষয়ঃ অত্র = যেখানে থাকিলে ক্ষয় হয় না, অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ স্থিরাবস্থাই নক্ষত্র এবং সেই সময় হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল ধ্রুবতারারূপ নক্ষত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে), ঐ নক্ষত্র মধ্যে (ক্রিয়ার পরাবস্থায়) স্থির প্রাণরূপী পূর্ণচন্দ্র আমি।।২১

বেদানানং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।।২২

বেদানাং [মধ্যে] সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং [মধ্যে] বাসবঃ (ইন্দ্রঃ) অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং চ মনঃ অস্মি, ভূতানাং চ চৈতনা অস্মি।।২২

আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের মধ্যে চেতনা।।২২

তাৎপর্য্য।—আমি বেদসকলের মধ্যে সামবেদ অর্থাৎ "ন বেদং বেদ ইত্যাহুর্বেদো ব্রহ্ম সনাতনম্" (ইতি শিব সংহিতা), ব্রহ্ম সনাতনের (আত্মব্রহ্মের) যে রূপ, তাহাই বেদ-পদবাচ্য; ঐরূপ মধ্যে অগ্নিবর্ণবৎ যে বিন্দু দেখা যায়, তাহাই ঋক্-বেদ স্বরূপ এবং বিন্দুর চতুর্দ্দিকস্থ যে কৃষ্ণবর্ণ বা ঘনশ্যামবর্ণ গোলাকার দেখা যায়, উহাই সামবেদ; আর শুক্লবর্ণ যে জ্যোতিচ্ছটা, তাহাই অথর্ব্ববেদ স্বরূপ; এই জ্যোতির মধ্যস্থিত যে ঘনশ্যামবর্ণ গোলাকার, উক্ত শ্যামবর্ণই তাঁহার অরূপের রূপ অর্থাৎ তিনি হইতেছেন শূন্যধাতু (প্রাণ); শূন্যধাতুতে কোন বর্ণ নাই; কেবল মাত্র সাদা, সাদাটা কোন রঙের মধ্যে নয়; উহা বর্ণাতীত; একারণ তাঁহার কোন রূপ নাই; তিনি 'রূপাতীতং নিরঞ্জনম্';

এই হেতু ঐ ঘনশ্যামবর্ণ গোলাকারকে তাঁহার অরূপের রূপ বলা হইতেছে; যেমন আকাশের কোন বর্ণ নাই, প্রকাশ মাত্র; কিন্তু উহাতে বাষ্প মিলিত হইয়া নীলবর্ণ দেখায়। উপরিউক্ত অরূপের রূপও তদ্রূপ। ঐ ঘনশ্যামবর্ণই তাঁহার অরূপের রূপ; সেইজন্য বলিতেছেন, আমি বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ; আমি দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র অর্থাৎ দেবগণ ৪৯ বায়ুরূপে যাহা শরীর মধ্যে রহিয়াছে, ঐ ৪৯ বায়ুর মধ্যে প্রাণবায়ুই সর্ব্বপ্রধান এবং এই প্রাণবায়ুর একটি নাম শ্বসনবায়ু; এই শ্বসন বায়ুই ইন্দ্ররূপী দেবরাজ; কারণ এই বায়ুই শ্বাস-প্রশ্বাসাদিরূপে ইন্দ্রের ন্যায় রাজত্ব করিতেছে; ইহার স্থিতি উর্দ্ধে। এই জন্য উর্দ্ধস্থ স্বর্গলোককে ইন্দ্রলোক বলে; স্বর্গ অর্থাৎ আকাশ বা শূন্য; শূন্যস্বরূপ আকাশের যিনি অধিপতি, তিনিই দেবরাজ, অর্থাৎ দিব্ শব্দে আকাশ, রাজ শব্দে দীপ্তি পাওয়া; হৃদয়াকাশ-রূপ স্বর্গের যিনি অধিপতি, তিনি প্রাণরূপী আত্মা; কারণ ইন্দ্র অর্থে আত্মা; স্বয়ং যিনি ইন্দ্রিয়গণের উপর আধিপত্য করেন এবং যিনি ইন্দ্রিয়গণের রক্ষক, তিনিই (প্রাণরূপী আত্মাই) ইন্দ্র-পদবাচ্য; এই প্রাণই শ্বসন-বায়ুরূপে ইন্দ্রত্ব করিতেছে; এই বায়ুই সর্ব্ববায়ুর প্রধান বলিয়া ইনিই সর্ব্ব দেব-প্রধান ইন্দ্ররূপী; এই শ্বসনরূপ যে প্রাণবায়ু ইহার নাড়ী ঈড়া; ঈড়ানাড়ীস্থ প্রাণবায়ু হৃদিস্থানে বিদ্যুৎ-রূপে সকলের কর্ত্তা হইয়া রহিয়াছে; এই ঈড়ানাড়ী হইতে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত চন্দ্র-বিগলিত সুধা-ধারা ক্ষরিত হওয়ায় সমুদয় দেহের পুষ্টি সাধিত হইতেছে এবং এইজন্য প্রাণবায়ুরূপ ইন্দ্রের অধীনে চন্দ্র-সূর্য্যাদি সমস্ত দেবগণ; ইনিই বায়ুরূপী দেবগণের অধিপতি; কারণ ইঁহার (এই প্রাণবায়ুর) অস্তিত্বেই সমস্ত বায়ু বর্ত্তমান এবং ইঁহার অভাবে সকল বায়ুরই লয়; এই ইন্দ্রের অনুগ্রহেই বর্ষণ হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রাণবায়ুই উর্দ্ধে গিয়া পরে অপানবায়ুরূপে নিম্নগতি দ্বারা বর্ষণ করিতেছেন; ইনি উর্দ্ধে গিয়া নিম্নে গতি না করিলে প্রাণের নিম্নগতি রূপ বর্ষণ রহিত হইয়া থাকে, এবং তখন চন্দ্র-নাড়ীতে সুধা-বর্ষণ রহিত হওয়ায় দেহরূপ ক্ষেত্রের পুষ্টি-সাধনও হয় না; এ কারণ দেহরূপ ক্ষেত্রের উন্নতি ইন্দ্রের উপরই নির্ভর করে এবং প্রাণরূপী ইন্দ্রই সর্ব্ব দেবের কর্ত্তা; একারণ তিনি দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র। তিনি ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে মন অর্থাৎ দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হয় না; যেমন আমার সম্মুখ দিয়া একটি লোক চলিয়া গেল; কিন্তু আমার মন তখন অপর বিষয়ে নিযুক্ত থাকায় সম্মুখস্থ লোকের প্রতি আমি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিতে পারিলাম না; একারণ উহাকে আমার দেখিয়াও দেখা হইল না, অতএব মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য হয় না বলিয়া, ইন্দ্রিয়মধ্যে মনই প্রধান এবং এই জন্যই মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলে; মন অর্থাৎ প্রাণের যে চঞ্চলাবস্থা, সে আমিই; একারণ ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে আমি মন। আর ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা অর্থাৎ প্রাণরূপী আত্মাই ভূতগণের অভ্যন্তরে চৈতন্য-স্বরূপে রহিয়াছেন;

প্রাণাভাবে ভূতগণ অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়; কেননা চৈতন্য-স্বরূপ প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইলেই ভূত তখন চেতনাহীন জড়ে পরিণত হইয়া থাকে অর্থাৎ তখন প্রাণাভাবে দেহস্থ তেজঃ, রক্ত, বায়ু প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে সবই লয়প্রাপ্ত হয়; অতএব প্রাণই ভূতের চেতনাস্বরূপ।।২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্।।২৩

[একাদশানাং] রুদ্রানাং [মধ্যে] শঙ্করঃ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং [মধ্যে] বিত্তেশঃ (কুবেরঃ) [অস্মি], [অষ্টানাং] বসুনাং [মধ্যে] পাবকঃ (অগ্নিঃ) অস্মি, শিখরিণাং (পর্ব্বতানাং) [মধ্যে] মেরু অস্মি।।২৩

আমি [একাদশ] রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রাক্ষসের মধ্যে কুবের, অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে সুমেরু।।২৩

তাৎপর্য্য।—আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর অর্থাৎ প্রাণই রুদ্র (যথা "যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ যে প্রাণাস্তে তদাত্মকা"); এই প্রাণের প্রাণ, অপান, সমান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদ বা অবস্থা রহিয়াছে; তন্মধ্যে প্রাণের স্থিরভাব-রূপ যে অবস্থা, সেই স্থির অবস্থাই মঙ্গলময় শিখা বা শঙ্কর-পদবাচ্য।

একাদশ রুদ্র অর্থে—অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর, প্রাণই এই একাদশ উপাধি-বিশিষ্ট রুদ্র; কেননা যিনি রুদ্র তিনিই প্রাণ, অজ অর্থে জন্ম-রহিত অর্থাৎ উৎপত্তি ও নাশ-বিহীন যে আত্মা তিনিই অজ; কারণ তাঁহার মৃত্যুও নাই জন্মও নাই। একপাৎ অর্থে শব্দকল্পদ্রুমে (একপাদ) শিব; এই শিবই প্রাণ (যথা "প্রাণো হি ভগবান্ ঈশঃ" ইত্যাদি); আভিধানিক মতে অহিব্রধ্ন অর্থে অধিদেবতা; এই অধিদেবতাও প্রাণ (৮ম অঃ ১ম ও ২য় শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) পিনাকীর অর্থ—পিনাক অর্থাৎ ধনুঃ ("প্রাণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে") ওঁকাররূপ (অ উ ম = ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না যুক্ত) শরীরই ধনু এবং ইহা যিনি ধারণ করিয়া আছেন (অর্থাৎ নাভিতে যে রুদ্র বৈশ্বানর-রূপে তেজঃ প্রকাশ করিয়া ৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকোক্তরূপ মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা দেহরূপ ধনু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন) সেই প্রাণরূপী রুদ্রই পিনাকী এবং তিনিই জীব (জীবাত্মা) রূপী শিব। অপরাজিত অর্থে ৪৯ বায়ু মধ্যস্থিত পবন নামক বায়ু (পবন সমান বায়ুর একটি নাম) এই বায়ুই অপরাজিত-পদবাচ্য। ত্র্যম্বক অর্থে—ত্রি = তিন লোক, অম্বক = পিতা, অর্থাৎ তিন লোকের যিনি পিতা, ("পিতা হ বৈ প্রাণঃ") প্রাণই পিতা, তিনি আধার-স্বরূপ স্থির ব্রহ্মরূপে দেহে অবস্থিত থাকিয়া দেহের উর্দ্ধ, অধঃ,

মধ্য তিন লোক বর্ত্তমান রাখিয়াছেন; একারণ তিনিই পিতা-স্বরূপ ত্র্যম্বক। মহেশ্বর অর্থে বর্ত্তমান প্রাণরূপী ঈশ্বরের অতীতাবস্থারূপ স্থির প্রাণ, তিনিই পরমেশ্বর-রূপ মহেশ্বর-পদবাচ্য। বৃষাকপির আভিধানিক অর্থ এইরূপ—(বৃষ, ধর্ম্ম, অ না—কম্প = কাঁপা + ই (কি-ক) সং পুং শিব, অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থে যাঁহার দ্বারা পোষণ হয়—স্থির প্রাণ আত্মা কর্ত্তৃকই সমস্ত পোষণ হইতেছে; তিনিই ধর্ম্ম; কাঁপা অর্থে ৪৯ বায়ু মধ্যস্থিত প্রকম্পন নামক স্থির বায়ু (প্রকম্পন সমান বায়ুর একটি নাম) প্রাণের এই স্থির বায়ুরূপ অবস্থাই (স্থির প্রাণই) বৃষাকপিরূপ শিব-পদবাচ্য; শম্ভু অর্থে (শম্-কল্যাণ, ভূ- হওয়া + উ (ডু)=পা) যাঁহা হইতে মঙ্গল হয়, অর্থাৎ মঙ্গলময়প্রাণরূপী শিবই শম্ভু। হর অর্থে— হৃ = হরণ করা অর্থাৎ যাঁহার প্রকাশে বা স্মরণে সকল ভাবের হরণ হইয়া ভাবাতীত অবস্থা হয়, সেই প্রাণরূপী আত্মাই হর। ঈশ্বর অর্থাৎ প্রাণরূপী আত্মা যিনি, তিনিই ঈশ্বর। মোট কথা প্রাণই রুদ্র এবং তিনিই স্থির ব্রহ্মরূপে মঙ্গলময় শিব-পদবাচ্য। আমি যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে কুবের—যক্ষ অর্থে দেবযোনি-বিশেষ; দেবযোনি অর্থাৎ ভূতাদি; এই ভূতাদির মধ্যে আমি কুবের, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বরূপ যে ভূতাদি, ইহার মধ্যে বিশুদ্ধ চক্রস্থিত ব্যোমই কুবের; এই ব্যোম হইতেছে তত্ত্বাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং ব্যোম অর্থে—শূন্য ধাতু সে আমিই; একারণ আমিই কুবের। এই কুবেরকে বিত্তেশ (ধনাধিপতি) এবং যক্ষ রাক্ষসগণের রাজা বলে; (কৈলাস পর্ব্বতোপরি ইহার রাজধানী [মস্তকই হইতেছে কৈলাস] অর্থাৎ ধনভাণ্ডার); রাক্ষস অর্থাৎ ধন-রক্ষক; আত্মতত্ত্বরূপ ধন ভূতাদির রক্ষিত; কেননা পঞ্চতত্ত্ব যাহা চক্রে চক্রে রহিয়াছে, ঐ সকল চক্র অতিক্রম করিয়া তত্ত্বাতীত স্থানে (মস্তকে) স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, তবে আত্মতত্ত্বরূপ ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ উক্ত চক্র পথে যে যে গ্রন্থি আছে, (মূলাধার গ্রন্থি, হৃদয় গ্রন্থি, জিহ্বা গ্রন্থি) ঐ গ্রন্থি ভেদ করিয়া বিশুদ্ধ চক্রস্থ (কণ্ঠস্থ) বায়ুকে মস্তকোপরি স্থির করিতে পারিলেই কুবেরকে জয় করা-রূপ ব্যোমাতীত পরব্যোমে স্থিতি লাভ বা উপরিউক্ত ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই হেতু মহাভারতে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উক্ত আছে যে, "আমি নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি বলিয়া আমার নাম ধনঞ্জয়।" আর উক্ত আছে যে, কুন্তী শিবপূজার জন্য গান্ধারী সব বিবাদ করিয়া অর্জ্জুনকে এক সহস্র সুবর্ণ চম্পক আনিতে বলিলে, অর্জ্জুন বায়ব্যশরে কুবেরকে পরাস্ত করিয়া তদীয় ভাণ্ডার হইতে এক হাজার হৈম চম্পক আহরণ করেন; তাই তিনি ধনঞ্জয় নামে খ্যাত হন, অর্থাৎ কুবের-ভাণ্ডাররূপ মস্তকোপরি যে সহস্র দল পদ্ম আছে, অর্জ্জুন প্রাণকর্ম্মরূপ বায়ব্যশরে কণ্ঠস্থ বায়ুকে ভেদ করিয়া তদূর্দ্ধে স্থিতি লাভ করিয়া কুবের-ভাণ্ডাররূপ মস্তক হইতে উক্ত (সহস্র-দল রূপ) এক সহস্র হৈম চম্পক আহরণ করেন; এই হেতু তিনি কুবের জয়ী বা ধনঞ্জয়-পদবাচ্য।

'আমি' অষ্ট বসুর মধ্যে অগ্নি অর্থাৎ অষ্ট-নাড়ীস্থিত বায়ুরূপী গণদেবতাই অষ্টবসু পদবাচ্য; তন্মধ্যে সুষম্নানাড়ীই অগ্নিস্বরূপ এবং ঐ সুষুম্নাস্থিত বায়ুই স্থির প্রাণরূপ আমি; একারণ বসুগণ মধ্যে আমি অগ্নি, অষ্টবসু অর্থাৎ আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যুষ, প্রভাব, এই অষ্টবসু হইতেছেন অষ্ট-নাড়ীস্থিত বায়ুরূপী গণদেবতা বিশেষ।

আপ অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীর মধ্যবর্ত্তিনী যে চিত্রানাড়ী আছে, ঐ নাড়ীস্থিত স্থিরবায়ুই আপ-শব্দবাচ্য; যেহেতু ঐ স্থির বায়ুর দাবনে দেহস্থ রক্ত স্থিরভাবে থাকিয়া শ্বাস উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে পদাঙ্গুলি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ভিতর ভিতর দ্রুতগতিতে (রক্ত) যাতায়াত করে—যাহার রং প্রথমে রস হওয়ায় জলবৎ থাকে এবং হৃদয়ে যাইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করে; পরে তেজের দ্বারা সুষুম্নানাড়ীস্থ সমান বায়ুতে যাইয়া ঐ রক্ত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় অর্থাৎ চিত্রানাড়ী সুষুম্নার মধ্যবর্ত্তিনী বলিয়া চিত্রার কার্য্য সুষুম্না দ্বারাই প্রকাশ পায়; আর চিত্রা ও সুষুম্না এই দু'য়েতেই স্থির বায়ু রহিয়াছে; একারণ উভয়ের কার্য্যই সমানবায়ুরূপ স্থির বায়ুদ্বারা সাধিক হয়; উপরিউক্ত রক্তকে বায়ুই স্থির রাখিয়াছে; না রাখিলে ঐ রক্ত ফাটিয়া বাহির হইত; অতএব ঐ বায়ুই আপ।

ধ্রুব অর্থাৎ অলম্বুষানাড়ীস্থিত বায়ু; ঐ নাড়ীতে যে উদান বায়ু রহিয়াছে, তাহার একটি নাম ফণিপ্রিয়; এই বায়ু সর্পের ফণার ন্যায় উর্দ্ধদিকে গতি করিয়া ঢেকুর উঠাইয়া থাকে এবং ঢেকুর সকল শরীরেই উঠিয়া থাকে; ইহা ধ্রুব সত্য; ঐ বায়ুর দ্বারা মস্তকের প্রাণায়ামের উর্দ্ধগতি হইলে, নিশ্চয়ই ব্রহ্মপদ লাভ হয়; একারণ ঐ ফণিপ্রিয় বায়ুই ধ্রুব-পদবাচ্য।

সোম অর্থাৎ ঈড়ানাড়ীস্থিত প্রাণবায়ু; এই প্রাণবায়ুই চন্দ্র-স্বরূপ সোম-পদবাচ্য।

অনল অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ীস্থিত সমান বায়ু; ইহার স্থিতি জঠরাগ্নিস্থানে নাভিতে ইনি সমান-বায়ুরূপে স্থির থাকিয়া পরে বিবহ নাম ধারণপূর্ব্বক নিতম্ব হইতে কূটস্থ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিয়া অধঃ উর্দ্ধ দুই দিক্‌কে ঘর্ষণ দ্বারা জঠরাগ্নিস্থানে (নাভিতে) অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ভক্ষিত দ্রব্য সকল পরিপাক করিতেছেন; একারণ উপরিউক্ত সুষুম্নাই অগ্নিস্বরূপ অনল-পদবাচ্য।

অনিল অর্থাৎ গান্ধারীনাড়ীস্থিত পরিবাহ নামে যে বায়ু আছে, তাহার একটি নাম অনিল অর্থাৎ ঐ বায়ুর রং নীলবর্ণ নহে (ধূম অপেক্ষা পাতলা বর্ণ); একারণ উহা অনিল; ঐ বায়ু সকলকে বুঝিয়াও বুঝিতে দেয় না (গুরুপদেশে ক্রিয়ার অনুভব সত্ত্বেও ক্রিয়ায় মন যায় না); যেমন চক্ষু থাকিতে অন্ধ, এইজন্য গান্ধারীনাড়ীতে উহার স্থান; ঐ পরিবাহ বায়ুই অনিল-পদবাচ্য।

ধর অর্থাৎ পূষানাড়ীস্থিত ব্যান বায়ুর যে কম্পলক্ষ্মা নাম আছে, ঐ কম্পলক্ষ্মা বায়ুই ধর; উহার দ্বারা শরীর-ধারণ সম্ভব হইয়াছে; ঐ বায়ু গৃহ-স্বরূপ সকল শরীরের বাসস্থান, অর্থাৎ ঐ বায়ু দ্বারা সকল শরীরের মাংস ধারণ রহিয়াছে; গাত্র হইতে খসিয়া পড়িতেছে না; ঐ বায়ুর ধারণ করা-রূপ শক্তির অন্ত নাই। যাহার যত বড় শরীর হউক, সর্ব্বশরীর এই বায়ু দ্বারাই ধৃত রহিয়াছে অর্থাৎ বৃহৎ হস্তীর মাংসও ঐ বায়ু দ্বারা ধারণ হইতেছে; একারণ পূষানাড়ীস্থিত ঐ বায়ুই ধর-পদবাচ্য।

প্রত্যূষ অর্থাৎ সূর্য্যোদয় কাল; পিঙ্গলানাড়ীস্থিত যে অপান বায়ু, উহাই সূর্য্য এবং ঐ পিঙ্গলানাড়ীর গতির আরম্ভ কালরূপ অবস্থাই প্রত্যূষ [অপান বায়ুর একটি নাম পিঙ্গলা এবং অপর একটি নাম অজগৎ প্রাণ, —উহা স্থির বায়ু; জগৎ শব্দে গতি, অ শব্দে না, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি; প্রাতঃকালের বায়ুতে যেমন নিদ্রা ভঙ্গ করাইয়া জাগরিত করে]; উপরিউক্ত পিঙ্গলানাড়ীস্থিত বায়ুই প্রত্যূষ-পদবাচ্য।

প্রভাব = উদ্ভব অর্থাৎ উৎপত্তি; হস্তিনী নাম্নী নাড়ীতে যে পরাবহ নামে স্থির বায়ু আছে, তাহার একটি নাম মাতরিশ্বা অর্থাৎ জগন্মাতা (আদ্যা প্রকৃতি), ইনিই প্রাণরূপে কূটস্থে থাকিয়া চিত্তকে (চিৎস্বরূপ আত্মাকে) চলায়মান করিতেছেন, —অনিচ্ছার ইচ্ছায় তৎপর হইয়া; এই ইচ্ছাতেই সৃষ্টি, এই বায়ুই ধাতা অতএব ইহা হইতেই সকলের উদ্ভব এবং এই বায়ুই প্রভাব-পদবাচ্য। আমি পর্ব্বতগণ মধ্যে সুমেরু; পর্ব্বত পর্ব্বন্ শব্দ + ত। যাঁহার পর্ব্বে ভাগ আছে, তাহাই পর্ব্বত অর্থাৎ দেহমধ্যে ছয়চক্র, যাহা ভাগ ভাগরূপে রহিয়াছে, উহাই পর্ব্বস্বরূপ এবং উক্ত ছয় চক্রের উর্দ্ধে যে স্থান (আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে ব্রহ্মযোনিস্থান) ঐ স্থানই সুমেরু-পদবাচ্য; ঐ সুমেরু স্থানেই সংখ্যা শেষ হইয়া থাকে অর্থাৎ জপ মালার যে স্থানে জপ সংখ্যা শেষ হয়; মালা মধ্যস্থ শেষ গুটিকাকে সুমেরু কহা যায়; অজপারূপ মালা যাহা প্রতি ঘটে ঘটে চলিতেছে, তাহাকে ষট্চক্র পথে প্রতি পর্ব্বে মালার ন্যায় জপ করিতে করিতে যেস্থানে জপ-সংখ্যা শেষ হয়, সেই স্থানই সুমেরু অর্থাৎ ভ্রূদেশের পশ্চাতে ব্রহ্মযোনির শীর্ষ দেশে, উচ্চস্থানে ত্রিকোণাকার পর্ব্বতের ন্যায় আছে, উহাকে ব্রহ্মযোনি কহে; উহাই সুমেরু-পদবাচ্য। শিব-সংহিতাতে উক্ত আছে, 'দেহেহস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপ সমন্বিতঃ' অর্থাৎ মূলাধারাদি ছয়চক্র এবং সহস্রার—ইহাই সপ্তদ্বীপ এবং উপরিউক্ত ব্রহ্মযোনি স্থানই সপ্তদ্বীপ সমন্বিত সুমেরু; মেরু শব্দে মি—ক্ষেপণ করা + রু—ক। উচ্চত্ব হেতু যাহাতে কিরণ সকল ক্ষেপণ করে, উপরিউক্ত সুমেরু স্থানে পূর্ণ জ্যোতির প্রকাশরূপে কিরণ ক্ষেপণ হইতেছে এবং ঐ স্থানই উচ্চস্থান; ঐ ব্রহ্মযোনি স্থানে তিনি পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় রূপে রহিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইতেছে—"আমি পর্ব্বতগণ মধ্যে সুমেরু"।।২৩

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ।।২৪

হে পার্থ, মাং পুরোধসাং মুখ্যং (প্রধানং) বৃহস্পতিং বিদ্ধি (বিজানীহি); অহং সেনানীনাং [মধ্যে] স্কন্দঃ [তথা] সরসাং (স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে) সাগরঃ অস্মি।।২৪

হে পার্থ, আমাকে পুরোহিতগণের প্রধান বৃহস্পতি বলিয়া জানিও; আমি সেনানীগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং স্থির জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর।।২৪

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (২য় অঃ ৩২তম শ্লোকে পার্থ দ্রষ্টব্য); আমি পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি অর্থাৎ প্রাণের বৃহৎ অবস্থারূপ স্থির ব্রহ্মই বৃহস্পতি, (কিংবা বৃহতীপতি—বৃহতী = বাক্য , বাক্যের পতি প্রাণ); পুরোহিত শব্দে—পুরস্ = অগ্রে, হিত = ধৃত কিংবা সম্মানিত; যিনি দেহের উর্দ্ধস্থান-রূপ অগ্রভাগে স্থির ব্রহ্মরূপে সম্মানিত পদে ধৃত রহিয়াছেন [যতক্ষণ ধৃত রহিয়াছেন, ততক্ষণই জীব জীবিত, নয়তো জীবন্মৃত] সেই স্থির প্রাণরূপ ব্রহ্মই বৃহস্পতি এবং উহা আমিই, একারণ আমিই প্রধান—বৃহস্পতি। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে কার্ত্তিকেয়; [অর্থাৎ স্কন্দ অর্থে স্কন্দ গমন করা + অ (অন্) ক সৎ পুং কার্ত্তিকেয় বা ষড়ানন] গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ এই ষট্চক্ররূপ ষড়ানন-বিশিষ্ট হইয়া যিনি দেহে বাস করিতেছেন, সেই উত্তম পুরুষই কার্ত্তিকেয়; তিনি প্রধান সেনাপতিরূপে দেহের উর্দ্ধে থাকিয়া প্রাণাপান-বায়ুরূপে গমনাগমন করিতেছেন; ঐ বায়ুর ক্রিয়ারূপ শরযুদ্ধ দেহমধ্যে সদা সর্ব্বদাই হইতেছে এবং তাঁহার নিকট ইন্দ্রিয়গণাদি ও পঞ্চতত্ত্বাদি সৈন্যদল সমূহ সকলেই পরাজিত হইতেছে অর্থাৎ যাহা কিছু সব উর্দ্ধস্থিত ব্রহ্মতেই গিয়া মিলিত হইতেছে; (উপরিউক্ত শরযুদ্ধের তিনিই সেনাপতি বলিয়া কার্ত্তিক-মূর্ত্তির হস্তে ধনুঃশর দেওয়া থাকে) একারণ উত্তম পুরুষই প্রধান সেনাপতি এবং তিনিই ষড়ানন-বিশিষ্ট কার্ত্তিকেয়। আমি স্থির জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী প্রভৃতি নদীগুলি যে স্থানে গিয়া মিলিত (লয়প্রাপ্ত) হইতেছে, সেই স্থানকেই সাগর বলে; বাম নাসিকায় ঈড়া নাড়ী, উহাই গঙ্গা; দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা নাড়ী, উহাই যমুনা; মেরুদণ্ড মধ্যে সুষুম্না নাড়ী, উহা সরস্বতী; বামকর্ণে গান্ধারী নাড়ী, উহা কাবেরী নদী; দক্ষিণ কর্ণে হস্তিনী নাড়ী, উহা সিন্ধুনদী; দক্ষিণ চক্ষে অলম্বুষা নাড়ী—গৌতমী নদী; বামচক্ষুতে পুষা নাড়ী—তাম্রপর্ণী নদী; এই সকল নানাবিধ নাড়ীমধ্যে নদীরূপে বায়ু প্রবাহিত [ও তৎসঙ্গে রক্তের চলাচল] হইতেছে এবং ঐ বায়ু সকল মস্তকে গিয়া মিলিতরূপে স্থির হইতেছে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উর্দ্ধে যে স্থিতিস্থান,

ঐ স্থানে গিয়া বায়ু স্থির হইতেছে; ঐ স্থানই স্থির জলাশয়, বা স্থিত সমুদ্র (প্রশান্ত মহাসাগর) এবং হৃদি স্থানই ক্ষীরোদ সমুদ্র; এই সমুদ্রকে মন্থন করিতে পারিলে, সহস্রার-বিগলিত সুধারূপ অমৃত লাভ করা যায় অর্থাৎ মেরুমূলস্থিত (মূলাধারস্থ) সর্পাকার কুণ্ডলিনী-শক্তিরূপ স্থির বায়ুকে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধস্থানে আনয়নপূর্ব্বক ঐ বায়ুরূপ রজ্জু কর্তৃক মস্তকরূপ মন্দার পর্ব্বত দ্বারা ওঁকার ক্রিয়ার কৌশল-রূপ সমুদ্র-মন্থন-যোগে সহস্রার-বিগলিত সুধা বা নিত্যানন্দ-রূপ অমৃত লাভ হইয়া থাকে [উপরিউক্ত ওঁকার ক্রিয়াই মন্থন; ঐ ক্রিয়া-কালে একদিকে বায়ুরূপী দেবগণ ও অপরদিকে মনের বৃত্তিরূপ দৈত্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া উভয় পক্ষই স্ব স্ব দিকে টানিতে থাকে] উক্ত মন্থন-ক্রিয়া দ্বারা আদ্যা প্রকৃতিরূপা কমলা আদিত্য-হৃদয়ে (ভ্রূর ঊর্দ্ধে) প্রকাশ পাইয়া থাকেন এবং হস্তিরূপ, অশ্বরূপ ও জ্যোতির্ম্মণ্ডলরূপ মণি এই সমস্ত ঐ ভ্রূর ঊর্দ্ধে লক্ষিত হয় [ইহাই সমুদ্র-মন্থন] ; উপরিউক্ত সমুদ্রই স্থির জলাশয়-রূপ সাগর অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলা প্রভৃতি নাড়ীতে যে সকল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, উহাই নদী-স্বরূপ এবং ঐ সকল বায়ুর স্থিরাবস্থারূপ (নদী সমূহের মিলনাবস্থারূপ) স্থির ব্রহ্মই সাগর-স্বরূপ স্থির প্রাণরূপ ব্রহ্মের স্থানই ত্রিবেণী সঙ্গম স্থান (ঈড়া-পিঙ্গলা -সুষুম্নার মিলন স্থানরূপ তীর্থ-রাজস্থান); ঐ স্থানে স্নান (মনের অবগাহন) করিতে পারিলে, সকল পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে।।২৪

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।।২৫

অহং মহর্ষীণাং [মধ্যে] ভৃগু; গিরাং বাক্যানাং (মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (ওঁকারাখ্যম্) অস্মি; যজ্ঞানাং [মধ্যে] জপযজ্ঞঃ (অজপারূপো জপযজ্ঞঃ) [তথা] স্থাবরাণাং [মধ্যে] হিমালয়ঃ অস্মি।।২৫

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু এবং বাক্য সকলের মধ্যে এক অক্ষর অর্থাৎ ওঁকার; যজ্ঞগণের মধ্যে [অজপারূপ] জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়।।২৫

তাৎপর্য্য।—আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু অর্থাৎ অভিধানমতে ভৃগু শব্দে শিব এবং ঋষি অর্থে যাহা স্বয়ং উৎপন্ন হয়; মহর্ষি অর্থাৎ মহৎ শব্দ + ঋষি = মহর্ষি, প্রাণই হইতেছেন সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং ইনি স্বয়ংই উৎপন্ন; এই প্রাণই শিব ("যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণাঃ"), প্রাণরূপী আত্মাই হইতেছেন ভৃগু; যেহেতু শাস্ত্রমতে প্রাণাপেক্ষা মহৎ আর কিছুই নাই এবং প্রাণই সপ্ত বায়ুরূপে সাত মহর্ষিরূপে প্রকাশ; (অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি উপাধি প্রাণেরই উপাধি) উক্ত বায়ু সমূহের যে স্থিরাবস্থা, সেই স্থির প্রাণই ভৃগু পদবাচ্য; তিনি স্থির ব্রহ্মরূপে দেহের অত্যুচ্চ স্থানে নিঃশেষরূপে অবস্থিতি

করিতেছেন; একারণ বলিতেছেন, আমি মহর্ষিগণ মধ্যে ভৃগু। বাক্য সকলের মধ্যে আমি একাক্ষররূপ ওঁকার অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন বাক্যের অতীত; কোন বাক্য দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত করা যায় না; স্থির ব্রহ্মরূপী তিনি যথায় (কূটস্থের ঊর্দ্ধে) অব্যক্ত ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তথায় বাক্যরূপ কোন শব্দই নাই; তথায় কেবলমাত্র প্রণবধ্বনি; একারণ প্রণবই তাঁহার একমাত্র বাচক (৭ম অঃ ৮ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); এই হেতু তিনি বাক্য সকলের মধ্যে একাক্ষর। আমি যজ্ঞ সকলের মধ্যে জপযজ্ঞ অর্থাৎ ৪র্থ অধ্যায়ে যে সকল যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে, ঐ যজ্ঞ সকলের মধ্যে ২৯শ শ্লোকোক্ত যে প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধাধোগতিরূপ ক্রিয়া উহাই অজপারূপ জপযজ্ঞ এবং ঐ যজ্ঞই সার; যেহেতু ঐ যজ্ঞ দেহমধ্যে সর্ব্বদাই হইতেছে এবং ঐ যজ্ঞ না করিলে অপর কোন যজ্ঞেই অধিকার হয় না; উক্ত অজপার ক্রিয়ারূপ জপযজ্ঞই আমি; এই হেতু তিনি যজ্ঞগণের মধ্যে জপযজ্ঞ। তিনি স্থাবরগণ মধ্যে হিমালয় অর্থাৎ স্থাবররূপ স্থিতিশীল যে স্থান (সহস্রার) উহাই হিমালয়-স্বরূপ; যেহেতু ঐ স্থানেই নিঃশেষরূপ স্থিতি হইয়া থাকে অর্থাৎ [হিম শব্দে তুষার, আলয় শব্দে বাসস্থান] আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধস্থ সহস্রার স্থানে যে শীতল বায়ু আছে, তাহাই তুষারস্বরূপ এবং ঐ স্থানে মিলিত হইয়া চিরস্থিতিরূপ বসতি হয় বলিয়া উক্ত স্থানই হিমালয়স্বরূপ; আর উক্ত স্থিতিরূপ অবস্থাই তিনি; একারণ বলিতেছেন—স্থাবরগণ মধ্যে আমি হিমালয়।।২৫

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।।২৬

[অহং] সর্ব্ববৃক্ষাণাং [মধ্যে] অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ, গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ [অস্মি]।।২৬

আমি বৃক্ষগণের মধ্যে অশ্বত্থ; দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ; গন্ধর্ব্ব মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি।।২৬

তাৎপর্য্য।—আমি বৃক্ষগণ মধ্যে অশ্বত্থ অর্থাৎ কলেবররূপ দেহই হইতেছে অশ্বত্থ বৃক্ষ (১৫শ অঃ ১ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); এই দেহরূপ বৃক্ষমধ্যে দেহী (আত্মা) সদা বাস করিতেছেন; মহৎ ব্যক্তিগণ দেহীর ধ্যান করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই দেহ আমার ভোগ-বিলাস-সিদ্ধির জন্য নহে, ইহা আত্মা-নারায়ণের অবস্থিতি স্থান এবং তিনি ইহাতে বিরাজিত; এইরূপ দেহমধ্যে আত্মারই ধ্যান করিয়া থাকেন, আর সাধারণ ব্যক্তিগণও এই ধ্যানে অশ্বত্থ বৃক্ষ পূজা করিয়া থাকেন যে, এই বৃক্ষমধ্যে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন; ফলতই দেহরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষেই তাহার প্রকাশ; একারণ

উক্ত হইতেছে, "বৃক্ষগণের মধ্যে আমিই অশ্বত্থ বৃক্ষ।" আর দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ অর্থাৎ নার—জ্ঞান, দ = যে দেয়; জ্ঞানদাতা গুরুই নারদ ["আত্মা বৈ গুরুরেকঃ"] একমাত্র আত্মাই হইতেছেন গুরু; একারণ তিনিই নারদ। আমি গন্ধর্ব্বমধ্যে চিত্ররথ; গন্ধর্ব্ব = দেবযোনি অর্থাৎ আকাশাদি; এই আকাশস্থিত কূটস্থের পূর্ব্বে চিত্র-বিচিত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই চিত্ররথ। আর সিদ্ধগণ মধ্যে আমি কপিল মুনি; কপিল অর্থে পিঙ্গলবর্ণ-যুক্ত অর্থাৎ পীতের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ রূপ (পীতজ্যোতির মধ্যে ঘনশ্যামবর্ণ গোলাকার যে বস্তু দৃষ্ট হয়) উহাই কপিল মুনি, উহা আমিই।।২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্।।২৭

অশ্বানাং [তথা] গজেন্দ্রাণাং [মধ্যে] মাম্ অমৃতোদ্ভবম (অমৃতার্থং ক্ষীরাব্ধিমন্থনাৎ উদ্ভূতম্) উচ্চৈঃশ্রবসম্ ঐরাবতঞ্চ বিদ্ধি; নরাণাং [মধ্যে] মাং নরাধিপং বিদ্ধি।।২৭

অশ্বগণের মধ্যে এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে অমৃতার্থ ক্ষীরোদমন্থনোদ্ভূত উচ্চৈশ্রবাঃ এবং ঐরাবত জানিও; নরগণ মধ্যে আমাকে নরাধিপ জানিও।।২৭

তাৎপর্য্য।—ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন হইতে যে অশ্ব ও হস্তী উদ্ভূত হয়; অশ্বমধ্যে আমাকে সেই অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে প্রধান সেই সেই সমুদ্র মন্থনোদ্ভূত গজেন্দ্র ঐরাবত জানিও, অর্থাৎ অশ্ব অর্থে মনকে বুঝায়; কারণ অশ ধাতু ব্যাপা—যে বেগগামিত্ব হেতু বহু ভূভাগ ব্যাপিতে পারে, বর্ত্তমান চঞ্চল মন একস্থানে বসিয়া ক্ষণেকের মধ্যে চিন্তাশীলতা দ্বারা কত দেশ ব্যাপিয়া বেড়ায়; এই হেতু মনকে অশ্ব কহা যায়, ক্ষীরোদ-মন্থনরূপ ক্রিয়া-যোগের দ্বারা যে মন উদ্ভূত (প্রকাশিত) হয়, উহা বর্তমান চঞ্চল মন নহে; উহা স্থির মন; এই স্থির মনই [সূক্ষ্ম গতি দ্বারা] ত্রিভুবন বিচরণে সমর্থ; বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণের স্থির অবস্থারূপ যে স্থির মন (প্রাণের স্থিরাবস্থা) উহা আমিই;একারণ ঐ ক্ষীরোদ-মন্থনোদ্ভূত অশ্ব আমি; গজেন্দ্রগণ মধ্যেও ঐ সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত ঐরাবত আমি; অর্থাৎ ঐরাবত অর্থে যাহা সমুদ্র হইতে উৎপন্ন; ওঁকার ক্রিয়ারূপ সমুদ্রমন্থন-যোগে যে স্থির বায়ুর অবস্থা হয়, ঐ স্থির বায়ুরূপ অবস্থাই প্রভুর (ইন্দ্রের) হস্তীরূপ ঐরাবত—যাহাতে আরোহণ করিলে ধীর-মন্দগতি-শীল যানারোহণ দ্বারা অলৌকিক প্রদেশেও ভ্রমণ করিতে পারা যায় অর্থাৎ ঐ স্থির বায়ুরূপ অবস্থায় মনকে আরোহণ করাইতে পারিলে, অপূর্ব্ব দেশেও ভ্রমণ করা যায়; উক্ত স্থিরবায়ুরূপ অবস্থা আমিই; [ওঁকার ক্রিয়ারূপ মন্থনক্রিয়াযোগে ঐ উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত প্রভৃতির রূপ স্বতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে] ;

একারণ গজেন্দ্রগণ মধ্যে আমি উক্ত ঐরাবত অর্থাৎ ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতেছে দেহের মধ্যভাগরূপ হৃদয় স্থান; ক্রিয়া-যোগের দ্বারা এই স্থানকে মন্থন করিতে পারিলে, সহস্রার-বিগলিত সুধারূপ অমৃত লাভ হইয়া থাকে; মেরুমূল-স্থিত (মূলাধারস্থ) সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তিরূপ স্থির বায়ুকে নিম্ন স্থান হইতে উর্দ্ধে আনয়ন করিয়া, ঐ বায়ুরূপ রজ্জু ও মস্তকরূপ মন্দর পর্ব্বত দ্বারা ওঁকারের যে ক্রিয়া আছে, ঐ ক্রিয়া যোগেই সমুদ্র-মন্থন; এই ক্রিয়া-যোগরূপ সমুদ্র মন্থন করিতে পারিলে, সহস্রার-বিগলিত সুধা বা নিত্যানন্দরূপ অমৃত লাভ হইয়া থাকে; এই সমুদ্র মন্থনরূপ ক্রিয়াকাল একদিকে বায়ুরূপী দেবগণ ও অপর দিকে মনের বৃত্তিরূপ দৈত্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া উভয় পক্ষই স্ব স্ব দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে এবং উক্ত মন্থন ক্রিয়া দ্বারা আদ্যাপ্রকৃতিরূপা কমলার রূপ আদিত্য-হৃদয়ে (ভ্রূর উর্দ্ধে) প্রকাশিত হইয়া থাকে; তৎসঙ্গে উপরিউক্ত হস্তী এবং অশ্বের রূপ ও জ্যোতির্ম্মণ্ডলরূপ মণি এই সকলও ভ্রূর উর্দ্ধে লক্ষিত হইয়া থাকে। একারণ উক্ত হইতেছে, আমি ক্ষীরোদমন্থনোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা এবং ঐরাবত। নরগণ মধ্যে আমি নরাধিপ অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্যরূপীই নরদেহে অধিপতিরূপে প্রকাশিত; একারণ রাজা ঈশ্বরের (মানবাকারে) অবতার বিশেষ; ঈশ্বরই নরের মধ্যে নরাধিপরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন এবং রাজা অনির্ব্বচনীয়া মহতী শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া মানবাকারে অবস্থান করিয়া থাকেন; ইহা (ঈশ্বরই যে নরাধিপরূপে অবতীর্ণ) মানবদেহধারী রাজা নিজে অবিদিত থাকিলেও নরাধিপ মধ্যে ঈশ্বর অবস্থিত; একারণ বলিতেছেন, নরগণ মধ্যে আমাকে নরাধিপ জানিও।।২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ।।২৮

আয়ুধানাম্ [মধ্যে] অহং বজ্রং; [তথা] ধেনূনাং [মধ্যে] কামধুক্ (অস্মি); অহং প্রজনঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) কন্দর্পঃ অস্মি, [তথা] সর্পানাং [মধ্যে] বাসুকিঃ অস্মি।।২৮

অস্ত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্র; ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু; আমি প্রজাগণের উৎপত্তি হেতু কন্দর্প এবং সর্পগণের [রাজা] বাসুকি।।২৮

তাৎপর্য্য।—অস্ত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্ররূপ অস্ত্র অর্থাৎ দেহের মধ্যে বায়ুরূপ যে সকল অস্ত্র রহিয়াছে (যে অস্ত্রের দ্বারা সাধন-সমর পরিচালিত হইয়া থাকে), তাহার মধ্যে আমি বজ্ররূপ অস্ত্র অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রাস্ত্ররূপে তেজের সহিত গমন করে এবং হৃদয় বিদীর্ণ করে, তাহাই বজ্ররূপ অস্ত্র; ওঁকাররূপ চক্র হইতেছে বজ্র এবং ওঁকারের ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হইয়া থাকে বলিয়া ইহা হৃদয়-বিদারক; উক্ত

ওঁকার চক্ররূপ বজ্রাকৃতি চিহ্ন যাহা হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে, ঐ বজ্রই আমি। ধেনুগণ মধ্যে আমি কামধেনু—কামধেনু অর্থে যাহা অভীষ্ট-দায়িকা, ভগবান্ সকলের মনস্কামনা পূরণে অভিষ্ট-সিদ্ধ করিয়া থাকেন; একারণ তিনি কামধেনু। তিনি প্রজাগণের উৎপত্তির হেতুরূপ কন্দর্প (ইচ্ছা-রহিত কাম) অর্থাৎ তিনিই অনিচ্ছার ইচ্ছায় তৎপর হইয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া, চিদাভাষ ক্ষেপণরূপে প্রজা উৎপন্ন করিতেছেন (১৪শ অঃ ৩য় শ্লোকে দ্রষ্টব্য); তাই তিনি কন্দর্প। তিনি সর্পগণের রাজা বাসুকি অর্থাৎ দেহমধ্যে যে সকল নাগাদি বায়ু আছে, উহাই সর্পগণ-স্বরূপ; তন্মধ্যে মূলাধারস্থিত যে স্থিরবায়ু, ঐ বায়ু হইতেছেন বাসুকি অর্থাৎ সর্পরাজ; উক্ত বায়ু মূলাধার চক্রে আধাররূপে রহিয়াছে অর্থাৎ যাঁহার উপর স্থিতি তিনিই আধার (ব্রহ্ম) এবং তিনিই মূল; সেই মূলে যে বায়ু রহিয়াছে, তিনি জগৎকে ধারণ করিতেছেন অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ বায়ু ঐ স্থানে গিয়া স্থিতিলাভ করিতেছে; ঐখানে স্থিতির স্থান না থাকিলে নিশ্বাস বাহির হইবার পর তাহার পুনঃ প্রবেশ ঘটিত না; দেহের উর্দ্ধ অধঃ উভয় স্থানেই স্থিতিরূপ আধার রহিয়াছে, তাই অধেয়রূপ চঞ্চল প্রাণও ঠিক ভাবে চলিতেছে; উক্ত মূলাধারস্থ স্থির বায়ুও তিনিই; একারণ তিনি বাসুকি।।২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্।।২৯

অহং নাগানাং [রাজা] অনন্তঃ অস্মি; [তথা] যাদসাং (জলচরাণাং) [রাজা] বরুণঃ অস্মি; [তথা] চ পিতৃণাম্ [রাজা] অর্য্যমা অস্মি; সংযমতাং (নিয়মং কুর্ব্বতাং) [মধ্যে] যমঃ অস্মি।।২৯

আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ; পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং নিয়ামকদের মধ্যে যম।।২৯

তাৎপর্য্য।—শরীরস্থ নাগাদি যে বায়ু সকল, তন্মধ্যে আমি অনন্ত নাগ অর্থাৎ বায়ু হইতেছে অনন্ত; কারণ ইহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী ("বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্"), নাগাদি বায়ু সমুদয়ের মধ্যে উদান বায়ুরই একটি নাম নাগবায়ু; ঐ উদান কণ্ঠে গিয়া স্থির হইয়া থাকে; যখন কণ্ঠ হইতে ভ্রূ পর্য্যন্ত নিঃশেষরূপে স্থিতি হয়, সেই স্থিতির আর অন্ত (শেষ) নাই; নাগবায়ুর এই স্থিতিরূপ অবস্থাই অনন্ত নাগ-পদবাচ্য; ঐ স্থিতিই আমি। জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ; জলচর অর্থাৎ বায়ুসমূহ যে সকল বায়ুর গতির সহিত শরীরে রক্তের চলাচল হইতেছে, ঐ বায়ু সকলই জলচর-স্বরূপ; উহার মধ্যে ব্যান বায়ুর একটি নাম মৃগবাহন [অগ্নি-পুরাণ মতে] ঐ মৃগবাহন বায়ুই বরুণ নামে খ্যাত; অর্থাৎ ব্যান সর্ব্বশরীর-ব্যাপী; ঐ ব্যান দ্বারা সর্ব্বগাত্রে

রক্তের চলাচল হইতেছে এবং ব্যান মৃগবাহন নামে বেগেতে সর্ব্বশরীরে চরিতেছে অর্থাৎ হরিণের ন্যায় লম্ফ দিয়া নিশ্বাসের সহিত মস্তক পর্য্যন্ত যাইতেছে ও প্রশ্বাসের সহিত পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত আসিতেছে; এই বায়ুই বরুণ-পদবাচ্য। অতএব জলচরগণ মধ্যে আমি সেই বায়ুরূপী বরুণ। আমি পিতৃগণ মধ্যে অর্য্যমা [পিতা হ বৈ প্রাণঃ]; প্রাণই পিতা এবং প্রাণাদি বায়ু সমূহই পিতৃগণস্বরূপ; অর্য্যমা অর্থাৎ (অর্য্যমন্ বা গমন করা + মন্ (কনিন্) ক সংজ্ঞার্থে। ম—আগম। যিনি গমন করেন) সং পুং সূর্য্য; প্রাণরূপী আদিত্যই প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে দেহমধ্যে গমনাগমন করিতেছে; অতএব প্রাণই আদিত্য; একারণ আমিই (প্রাণই) অর্য্যমা।

আমি সংযমকারিগণ মধ্যে যম; সংযম অর্থাৎ প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও তৎপরে সমাধি (২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই সমাধিরূপ স্থিরাবস্থা যখন হয়, তাহাই সংযম; ঐ স্থির ব্রহ্মই ধর্ম্মরাজ বা যম-পদবাচ্য অর্থাৎ যাহা হইতে জীবের পোষণ হয় তাহাই ধর্ম্ম; স্থির প্রাণরূপ ব্রহ্ম হইতেই সর্ব্ব জীবের পোষণ হইতেছে; সেই স্থিরাবস্থা (সংযমাবস্থা) রূপ ব্রহ্মই ধর্ম্মরাজ বা যম-পদবাচ্য; একারণ বলিতেছেন, আমি সংযমকারিগণ মধ্যে যম।।২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।।৩০

দৈত্যানাং চ [মধ্যে] প্রহ্লাদঃ অস্মি; কলয়তাং (বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা) [মধ্যে] অহং কালঃ [অস্মি]; মৃগাণাঞ্চ [মধ্যে] অহং মৃগেন্দ্রঃ [অস্মি]; পক্ষিণাঞ্চ [মধ্যে] বৈনতেয়ঃ (গরুড়ঃ) [অস্মি]।।৩০

আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ; বশীভূতকারিগণের মধ্যে (অথবা সংখ্যাকারীদিগের মধ্যে) আমি কাল; মৃগগণের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষিগণের মধ্যে আমি গরুড়।।৩০

তাৎপর্য্য।—দৈত্যগণ অর্থাৎ মনের বৃত্তি-সমুদয়; ইহাদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে আনন্দ (আত্মানন্দ), ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থায় যখন মনঃ স্থির হয়, ঐ স্থির মনের অবস্থায় যে আত্মানন্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে, উক্ত আনন্দই স্থির মনের বৃত্তিস্বরূপ প্রহ্লাদ; দৈত্যগণ মধ্যে ঐ আত্মানন্দরূপ প্রহ্লাদ আমি। আর বশীভূতকারী বা সংখ্যাকারীর মধ্যে আমি কাল অর্থাৎ ঘটস্থ কাল—যাহা অজপারূপে চলিতেছে; যাঁহারা বশীভূতকারী তাঁহারা এই কালের (অজপার) গতিকে মস্তকে স্থির করিয়া নিজ বশে রাখিয়াছেন। অর্থাৎ সদাই স্থিরে আছেন এবং সংখ্যাকারিগণ সদাসর্ব্বদা এই অজপারই সংখ্যা করিতেছেন—প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত; সংখ্যাকারী বা বশীভূতকারীদিগের মধ্যে আমি ঐ অজপারূপ কাল। মৃগগণের মধ্যে আমি বিক্রমরূপ

সিংহ; ক্রিয়া দ্বারা আজ্ঞাচক্রে সিংহের রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে; উহাই মৃগেন্দ্র। পক্ষিগণ মধ্যে আমি গরুড় অর্থাৎ এই পক্ষীর রূপও দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং শরীরস্থ ৪৯ বায়ুর মধ্যে বিহগ নামে যে বায়ু আছে, ঐ বায়ুকে উড্ডীয়মান বায়ু কহে; ঐ বায়ুর দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরে আকাশে গমন (শূন্যে মনোনিবেশ) পূর্ব্বক পরের মনের কথাদি বলিবার ক্ষমতা হয় [অর্থাৎ সমান বায়ুতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, ভ্রূমধ্যে নির্ব্বাতস্থ দীপের ন্যায় এক জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়, উহাই সূক্ষ্ম শরীর ঐ বায়ু-যোগের দ্বারা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত লীলাবতী সূক্ষ্ম শরীরে বহু স্থানে গমনাগমন করিয়াছিলেন]; পক্ষিগণ মধ্যে আমি ঐ বায়ুরূপী গরুড়।।৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।।৩১

[অহং] পবতাং (বেগবতাং মধ্যে) পবনঃ, [তথা] শস্ত্রভৃতাং [মধ্যে] রামঃ অস্মি; ঝষাণাং (মৎস্যানাং মধ্যে) [অহং] মকরঃ অস্মি [তথা] স্রোতসাং [মধ্যে] জাহ্নবী অস্মি।।৩১

আমি বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন; শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম; মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং স্রোতোমধ্যে জাহ্নবী।।৩১

তাৎপর্য্য।—আমি বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন অর্থাৎ পবন বায়ুর একটি নাম; ৪৯ বায়ুর মধ্যে পবন-নামক যে বায়ু আছে, তাহার গতি যোনি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত; ঐ বায়ু দ্বারা শরীর শুদ্ধ ও পবিত্র হয় (একারণ উক্ত হইতেছে পবতাং মধ্যে পবনঃ অস্মি, অর্থাৎ পবিত্রকারক বা বেগবান্ মধ্যে পবন আমি); অতএব এই দেহমধ্যে বেগবান্ যে সকল বায়ু রহিয়াছে, ঐ বায়ু-সমূহের মধ্যে আমি উপরিউক্ত পবন। আর বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা বেগবান্ (যথা বায়ুরায়ু বলং বায়ুঃ বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্। বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং বায়ু প্রত্যক্ষদেবতা); একারণ আমি বেগবান্‌দিগের মধ্যে পবন। আর শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে রাম অর্থাৎ যিনি প্রকৃতিরূপা রমার সহিত প্রাণের উর্দ্ধাধোগতিরূপ রমণ ক্রিয়া করিতেছেন, তিনিই আত্মারাম এবং শস্ত্রধারী তিনিই; যেহেতু শস্ত্র-স্বরূপ ওঁকার-রূপ ধনুঃ তৎকর্ত্তৃক ধৃত রহিয়াছে (২৩শ শ্লোকে পিনাকী শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), একারণ উক্ত হইল আমি শস্ত্রধারীদিগের মধ্যে রাম।

আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর অর্থাৎ অজপারূপ মকর; যেহেতু ম অর্থে সময়, কর— কৃ = করা অর্থাৎ অজপারূপ কালের যাহা উর্দ্ধাধোগতিরূপ ক্রিয়া হইতেছে ঐ অজপাই মকর-পদবাচ্য; মকর গঙ্গার বাহন বলিয়া বিখ্যাত অর্থাৎ ঈড়ানাড়ীরূপ গঙ্গামধ্যে এই অজপারূপ মৎস্য বিচরণ করিতেছে; একারণ উহা গঙ্গার বাহন নামে

খ্যাত; উক্ত অজপা আমিই; তাই আমি মৎস্য মধ্যে মকর। স্রোতোমধ্যে আমি জাহ্নবী—স্রোত অর্থাৎ স্রু গমন করা + ক্ত, অস—আগম—ক্—ৎ—আগম। অর্থাৎ ঈড়া-নাড়ীস্থিত প্রাণবায়ুর যে আগমরূপ ক্রিয়া হইতেছে, উহাই স্রোতঃস্বরূপ; ঐ স্রোতোমধ্যে আমি হৃদিস্থানে জাহ্নবীস্বরূপা অর্থাৎ জানু স্থানে যে জোর বায়ু রহিয়াছে, উহাই জাহ্নবীস্বরূপ আমি = প্রাণরূপী আত্মাই গঙ্গা, তিনি দেহের অধঃস্থানরূপ পাতালে (মূলাধারে) ভোগবতী; হৃদিস্থানে জাহ্নবী এবং উর্দ্ধস্থানে ধীরা মন্দাকিনী-স্বরূপা (২১শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); তাই বলিতেছেন আমি স্রোতমধ্যে জাহ্নবী।।৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্।।৩২

হে অর্জ্জুন, সর্গাণাম্ (সৃষ্টবস্তুনাম্) আদিঃ অন্তঃ মধ্যং চ অহমেব বিদ্যানাং [মধ্যে] অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মবিদ্যা); প্রবদতাং (বাদিনাং) চ অহং বাদঃ।।৩২

হে অর্জ্জুন, আমিই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত; বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি আত্মবিদ্যা এবং বাদিগণের মধ্যে (বাদ, জল্প ও বিতণ্ডানামক যে তিন প্রকার কথা প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে) আমি বাদ।।৩২

তাৎপর্য্য।—হে অর্জ্জুন, সৃষ্টির আদিও আমি, অন্তও আমি, মধ্যও আমি অর্থাৎ জীবের প্রাণ-কর্ম্ম আরম্ভরূপ যে সৃষ্টি-তত্ত্ব ইহার আদিতে আমি স্থিরপ্রাণরূপে অবস্থিত (গর্ভকাল হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বাবস্থায় প্রাণের গতি স্থির থাকে; একারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে স্থির প্রাণরূপে অবস্থিত), অন্তেও আমি ঐ স্থির প্রাণরূপে অবস্থিত অর্থাৎ দেহান্তেই ইন্দ্রিয়াদি সকলই লয় প্রাপ্ত হইয়া কেবল স্থির প্রাণমাত্র দেহ হইতে যথাস্থানে গিয়া অবস্থিত হয়, একারণ আদিতেও আমি, অন্তেও আমি; তার মধ্যেও আমি অর্থাৎ গর্ভবাস হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পর সৃষ্টিতত্ত্বরূপ যে মধ্যাবস্থা, ঐ অবস্থাতে আমিই চঞ্চল প্রাণরূপে অবস্থিত বলিয়া মধ্যাবস্থারূপ সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ত্তমান; ঐ প্রাণ স্থির হইলেই বর্ত্তমান অবস্থাও আর থাকে না; তখন সৃষ্টির অন্ত অবস্থারূপ লয় অবস্থা ঘটিয়া থাকে, একারণ উক্ত হইতেছে সৃষ্টির আদিও আমি, অন্তও আমি, মধ্যও আমি। বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান (আপনাকে জ্ঞাত হওয়ারূপ আত্মজ্ঞান)। আমি বাদিগণের মধ্যে বাদ; বাদী—(বদ [জ্ঞানীর ন্যায়] বলা + ই—প্রং) বিং ত্রিং বিদ্বান্ অর্থাৎ যাঁহারা বিদ্যারূপ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহারাই বাদী; এই বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ, অর্থাৎ বাদ অর্থে যথার্থ বিচারের শক্তি (প্রকৃত উত্তর দ্বারা যিনি বাদী এবং প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন) তিনিই বাদ-পদবাচ্য এবং ঐ যথার্থ বিচার শক্তিই হইতেছে বাদ; ঐ শক্তিই আমি; সেই জন্য বাদিগণ মধ্যে আমি বাদ।।৩২

অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ।।৩৩

অক্ষরাণাং (বর্ণানাং মধ্যে) আকারঃ, [তস্য বর্ত্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ]; [তথা] সামাসিকস্য (সমাসসমূহস্য মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ অস্মি [উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ]; অহমেব অক্ষয়ঃ (প্রবাহরূপঃ) কালঃ; অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা (সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতা)।।৩৩

অক্ষরগণের মধ্যে আমি অকার; সমাস সমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব; আমি প্রবাহরূপ অক্ষয়কাল এবং বিশ্বতোমুখ ধাতা অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতা।।৩৩

তাৎপর্য্য।—অক্ষর অর্থাৎ বর্ণ-সমুদয়; বর্ণ-মালার মধ্যে ৪৯টি বর্ণ আছে; দেহের অভ্যন্তরেও এই ৪৯ বর্ণ রহিয়াছে অর্থাৎ শরীর মধ্যে ৪৯ বায়ু যাহা রহিয়াছে, তাহাই ৪৯ বর্ণ বিশেষ। সদ্‌গুরু ব্যতিরেকে এই বর্ণের পরিচয় কেহ জ্ঞাত করাইতে পারেন না; উক্ত ৪৯ বায়ুরূপ বর্ণসমূহের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীস্থিত স্থির বায়ুই অকার-স্বরূপ ও ঈড়া নাড়ীস্থ বায়ু উকার-স্বরূপ এবং পিঙ্গলা নাড়ীস্থ বায়ু মকার স্বরূপ; অকার বিষ্ণু, উকার শিব, মকার ব্রহ্মা, (যথা "অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ" ইত্যাদি) অর্থাৎ সুষুম্না মধ্যস্থ স্থির বায়ুই বিষ্ণু; একারণ বলিতেছেন, বর্ণ সমুদয়ের মধ্যে আমি অকার।

সমাস সকলের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব; সমাস অর্থাৎ দ্বি বা বহু পদের একপদীকরণ; এই সমাস ছয় প্রকার (যথা দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব); ষড়বিধ সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ দ্বিভাগের মিলন (জোড়া) ভাব যাহা, তাহাকে দ্বন্দ্ব বলে; (যেমন স্ত্রী ও পুরুষ), পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ দ্বিভাগের মিলন অবস্থাই (পুরুষ-প্রকৃতি-যুক্ত ভাবরূপ অবস্থাই) দ্বন্দ্ব-পদবাচ্য; সমাস সমূহের মধ্যে আমি ঐ পুরুষ প্রকৃতি মিলন (যুক্ত) অবস্থারূপ দ্বন্দ্ব। আমি প্রবাহরূপ অক্ষয়কাল অর্থাৎ কাল অর্থে সময়; অজপারূপে প্রাণের যাহা গতি হইতেছে ঐ গতিরূপ অবস্থাই কাল আর অজপারূপ কালের অতীতাবস্থাই অর্থাৎ গতি-রহিত স্বতঃ স্থির অবস্থাই অক্ষয় কাল, এবং উহাই প্রবাহরূপ (অবিচ্ছেদরূপ) কাল; যেহেতু উক্ত স্থিরভাব প্রাপ্ত হইলে সে ভাবের আর বিচ্ছেদ নাই; ঐ বিচ্ছেদ রহিত স্থির প্রাণই আমি; তাই উক্ত হইতেছে আমি প্রবাহরূপ অক্ষয় কাল।

আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ের সৃষ্টি কর্ত্তারূপে বিধাতা, বায়ুই হইতেছেন ধাতাস্বরূপ; (তথা বায়ুরায়ুবলং বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্ ইত্যাদি), দেহমধ্যে নভঃ প্রাণ নামে এক বায়ু আছে, ঐ বায়ু বিশুদ্ধচক্রস্থ ১৬ দল পদ্মের ৭ম দলে রহিয়াছে;

উক্ত বায়ুই হইতেছে ধাতা, কারণ কণ্ঠের উর্দ্ধে স্থিরভাব; ঐ কণ্ঠ হইতেই প্রাণের চঞ্চল ভাব হইয়া পরে অজপার বিস্তাবরূপে সর্ববিষয়ে ব্যক্তভাবরূপ সৃষ্টির বিস্তার হইতেছে; প্রাণরূপী আত্মাই উক্ত বায়ুরূপে সর্ব্ব সৃষ্টি ব্যক্ত করিতেছেন; তাই তিনিই বিশ্বতোমুখ ধাতা।।৩৩

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।।৩৪

অহং [সংহারকাণাং মধ্যে] সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং (ভাবিকল্যানাং প্রাণিনাং) চ উদ্ভবঃ (অভ্যুদয়ঃ); নারীণাং (স্ত্রীণাং মধ্যে) [অহং] কীর্ত্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা চ (ইতি সপ্তদেবতারূপঃ স্ত্রিয়ঃ) অহমেব [অস্মি] ।।৩৪

আমি সংহারকগণ মধ্যে সর্ব্বসংহারক, মৃত্যু এবং ভবিষ্যৎ প্রাণীদিগের উদ্ভব; আর নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এই সপ্ত দেবতারূপা (অর্থাৎ যাহাদের আভাস মাত্রেই প্রাণিগণ শ্লাঘ্য হয়, তাহাও) আমিই।।৩৪

তাৎপর্য্য।—সংহারকগণ মধ্যে আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু অর্থাৎ দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত হওয়ারূপ অবস্থা; দেহমধ্যে প্রাণের গতি যতক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ততক্ষণই ইন্দ্রিয়াদি এবং পঞ্চতত্ত্বাদি সমস্ত বর্ত্তমান; সেই গতি রহিত হইয়া প্রাণ স্থির হইলেই সব স্থির; তখন দেহস্থিত তত্ত্বাদি যাহা কিছু সকলই শূন্যে লয় পাইয়া শূন্যত্ব প্রাপ্তিরূপ সর্ব্বসংহার ভাব বা মৃত্যুর অবস্থা ঘটিয়া থাকে (৯ম অঃ ৭ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) প্রাণের বর্ত্তমানতাই জীবের স্থায়ীরূপ ভাব এবং প্রাণ যখন নাভিশ্বাস অবস্থায় হৃদয়ে রুদ্ররূপে চাপিয়া বসেন তখনই মৃত্যুরূপ সংহার ভাব, অতএব রুদ্ররূপী প্রাণই সর্ব্বসংহারক মৃত্যু। আবার তিনিই ভবিষ্যৎ প্রাণীদিগের উদ্ভব অর্থাৎ ঐ প্রাণই জীবাত্মারূপে ঘটস্থ হইয়া আবার উদ্ভূত হন; একারণ ৯ম অঃ ৭ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, প্রলয়কালে সর্ব্বভূত মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং সৃষ্টিকালে আমি আবার তাহাদিগকে উৎপন্ন করি; অতএব তিনিই ভবিষ্যৎ প্রাণীদিগের উদ্ভব; তিনি নারীগণ মধ্যে সপ্ত দেবতারূপা অর্থাৎ কীর্ত্তি, শ্রী, বাক ইত্যাদি সাত প্রকার অবস্থা বা শক্তিরূপা; কীর্ত্তি অর্থাৎ কূটস্থে অবস্থিতিরূপ অবস্থা [ইহা অপেক্ষা অধিক কীর্ত্তিকর আর কিছুই নাই]; শ্রী অর্থাৎ শ = শ্বাস, র = বহ্নিবীজ তেজস্তত্ত্ব (তেজঃ চক্ষুতে প্রকাশ) ঈ = শক্তি, শক্তিপূর্ব্বক চক্ষুতে বায়ু স্থির করিতে পারিলে যে অবস্থা হয়, (অর্থাৎ বিনাবলোকনে দৃষ্টির স্থিরতা) সেই অবস্থার নামই শ্রী; বাক্ অর্থাৎ বিদ্যা—(আত্মবিদ্যা); স্মৃতি অর্থে স্মরণ (৮ম অঃ ৫ম শ্লোকোক্তরূপ ভগবৎ স্মরণই প্রকৃত স্মরণ) অর্থাৎ অপর কোন অবলম্বন-রহিত হইয়া একমাত্র আত্মধ্যানেতেই মনঃসংযোগরূপ ভাব;

(বিনাবলম্বনে মনের স্থিরতা) ইহার নামই স্মৃতি; মেধা অর্থে ধারণাবতী বুদ্ধি; ধারণা অর্থাৎ স্থিরতা; চিত্তকে বিষয়ান্তর হইতে নিগৃহীত করিয়া আজ্ঞাচক্র স্থানে চিত্ত অচলভাবে ধারণ করার নামই ধারণা করার নামই ধারণা; এই স্থিরতারূপ ধারণা ১৪৪ বার উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা হইয়া থাকে; এইরূপ ধারণাযুক্ত অবস্থায় যে বুদ্ধি (স্থির বুদ্ধি) তাহবারই নাম মেধা বা ধারণাবতী বুদ্ধি; ধৃতি অর্থে ধৈর্য্য অর্থাৎ চিত্তের স্থিরতারূপ স্বতঃ স্থিরভাব; ক্ষমা অর্থে সহিষ্ণুতা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানোদয়ে যখন সুখ দুঃখে সমভাব হয়, তখন আপন পর বোধরূপ মোহ কাটিয়া গিয়া সর্ব্ববিষয়েই সহিষ্ণুতা আসে; যেমন দন্তদ্বারা জিহ্বা কামড়াইলে দন্তের উপর রাগ হয় না; কারণ সেটা পরের দাঁত নহে—আমারই দাঁত; তদ্রূপ যখন সকল বিষয়েই আপন ভাব (আত্মময় ভাব) হয়; তখন ক্ষমা স্বভাব সিদ্ধ হইয়া যায়; ক্ষমা ইত্যাদি এই সাত প্রকার অবস্থাই আমি অর্থাৎ কূটস্থে অবস্থিতিরূপ স্থিতিশক্তি, চক্ষুতে বায়ুস্থিরের অবস্থারূপ শক্তি, আত্মবিদ্যারূপশক্তি, আত্মস্মরণের ক্ষমতারূপ স্মরণশক্তি, ধারণাবতী বুদ্ধিরূপ শক্তি এবং ধৈর্য্যশক্তি ও সহিষ্ণুতা শক্তি—ই সপ্ত-শক্তিরূপা দেবী তিনিই; একারণ বলিতেছেন, আমি নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্ ইত্যাদি সপ্ত-দেবতারূপা।।৩৪

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসাহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ।।৩৫

অহং সাম্নাং [মধ্যে] বৃহৎ সাম; ছন্দসাং (বেদানাং) [মধ্যে] গায়ত্রী; [তথা] মাসানাই [মধ্যে] অহং মার্গশীর্ষঃ, ঋতুনাং [মধ্যে] [অহং] কুসুমাকরঃ (বসন্তঃ)।।৩৫

আমি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম; বেদ সকলের মধ্যে গায়ত্রী; মাস সকলের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত।।৩৫

তাৎপর্য্য।—সাম সকলের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম অর্থাৎ ২২শ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, ঘনশ্যামবর্ণ গোলাকারই সামবেদস্বরূপ; ঐ ঘনশ্যামবর্ণের রূপ বৃহৎ কূটস্থ দর্শনে বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে; উহাই বৃহৎ সামস্বরূপ; একারণ তিনি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম। আর ছন্দঃ সকলের মধ্যে গায়ত্রী অর্থাৎ অজপারূপ গায়ত্রী; এই অজপার ক্রিয়া বিধিপূর্ব্বক করার নামই (প্রাণঃক্রিয়াই) গায়ত্রীসাধন—যথা = ওঁ ভূঃ (মূলাধার), ওঁ ভূবঃ (স্বাধিষ্ঠান) ওঁ স্বঃ (মণিপুর), ওঁ মহঃ (অনাহত), ওঁ জনঃ (বিশুদ্ধাখ্য), ওঁ তপঃ (আজ্ঞাচক্র), ওঁ সত্যং (সহস্রার), তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। অর্থাৎ মূলাধারস্থ বায়ুকে ক্রমান্বয়ে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া ভ্রূর উর্দ্ধে আনয়ন করিয়া সহস্রার স্থানে বিনাবরোধে স্থির করিতে

পারিলেই কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট অথচ কোমল জ্যোতিঃ দর্শন হইয়া থাকে; অতএব উপরিউক্তরূপে অজপার ক্রিয়াই গায়ত্রীসাধন এবং অজপাই বেদমাতা গায়ত্রী। আমি মাস সকলের মধ্যে মার্গশীর্ষ; মাস অর্থে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষযুক্তকাল অর্থাৎ শুক্ল কৃষ্ণপক্ষরূপ সূর্য্য ও চন্দ্রনাড়ী (ঈড়া পিঙ্গলা) স্থিত যে বায়ুরূপী কাল ঐ কালই মাস-পদবাচ্য, এই মাস মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ; মার্গ অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত সুষুম্নামার্গ (আর যেখানে মেরুদণ্ডের মূলভাগরূপ মূলাধার স্থান, ঐ স্থানকেও মার্গ কহে) এই মার্গের শীর্ষ অর্থাৎ ভ্রূর উর্দ্ধস্থিত স্থান (যেখানে মেরুদণ্ড শেষ হইয়াছে) উপরিউক্ত সূর্য্য ও চন্দ্রনাড়ীস্থিত কালের স্থিরতা হইয়া মেরুর অধঃ মূলাধার হইতে মেরুর উর্দ্ধ সহস্রার পর্য্যন্ত একভাব হইয়া গেলে যে স্থিরভাব হয়, সেই স্থিরাবস্থার নামই মার্গশীর্ষ; ঐ স্থির অবস্থাই আমি, তাই আমি মার্গশীর্ষ। আমি ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত অর্থাৎ যে অবস্থায় চন্দ্রের শীতলতাপূর্ণ শীতও থাকে না এবং সূর্য্যের উত্তাপপূর্ণ গ্রীষ্মও থাকে না (যখন ঈড়াও নাই, পিঙ্গলাও নাই, কেবল সুষুম্নাতে স্থিতিভাব) এমন যে অবস্থা, সেই অবস্থার নামই বসন্ত; ঐ সুষুম্নায় স্থিতিরূপ অবস্থা আমিই, একারণ আমি বসন্ত।।৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্।।৩৬

অহং ছলয়তাং (অন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং) [সম্বন্ধি] দ্যূতং; [তথা] তেজস্বিনাং (প্রভাবতাং) তেজঃ (প্রভা) অস্মি; অহং [জেত্রাণাং] জয়ঃ অস্মি, [উদ্যমবতাং ব্যবসায়িনাং] ব্যবসায়ঃ (উদ্যমঃ) অস্মি, সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকাং) সত্ত্বম্ [অস্মি] ।।৩৬

আমি বঞ্চকগণের মধ্যে দ্যূত; তেজস্বীদিগের তেজঃ; জেতৃদিগের জয়; উদ্যমশালীদিগের উদ্যম এবং সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব।।৩৬

তাৎপর্য্য।—ছলনার মধ্যে আমি দ্যূত অর্থাৎ পাশা; সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ (ঈড়া) পিঙ্গলা, সুষুম্না) এই তিন গুণই হইতেছে পাশা-স্বরূপ ত্রিগুণের ক্রীড়ারূপ ছলনা যাহাতে জীব মোহিত হইয়া থাকে; মুগ্ধতাবশতঃ সর্ব্বস্বান্ত অবস্থাও হয় আবার ঐ ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার ক্রীড়া ঠিকভাবে করিতে পারিলে, সর্ব্বজয়ীও হইতে পারা যায়; (গুরূপদেশমত ঠিকভাবে ঐ ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ তিন পাশাকে চালিত করিতে পারিলেই প্রতিফলে জয়লাভ করা যায়)।

দ্যূত অর্থাৎ পাশা—ক্রীড়া বিশেষ (দ্যূত অর্থে দিব্ শব্দে আকাশ—"আকাশে পাতিয়া ফাঁদ ধরি গগনের চাঁদ"), ইহা ভবের পাশা ক্রীড়া; ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না এই তিনটিই পাশা; ইহার ক্রিয়া কৌশল দ্বারা ঈড়া-পিঙ্গলার যুগ বাঁধিয়া সুষুম্নাস্থিত

শুদ্ধ সত্ত্বগুণকে সারথি করিতে হইবে এবং পঞ্চতত্ত্ব ও তিনগুণ, ছয় রিপু ও দশ ইন্দ্রিয়, বর্ত্তমান মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহাদিগকে পাশার দান-স্বরূপ বুঝিতে হইবে; ইহার সহিত চঞ্চলা প্রকৃতির অন্তর বহিঃ তত্ত্ব সমূহও দান-স্বরূপ বুঝিতে হইবে; ঈড়া পিঙ্গলা ক্রিয়া যোগের দ্বারা যুগ বদ্ধ হইলে; অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলার একত্র মিলিত ভাব হইলে, সেই মিলিত ভাবরূপ অবস্থায় শুদ্ধ সত্ত্বগুণকে সারথি করিয়া হৃদয়াকাশরূপ গগন স্থিত কূটস্থ চক্ররূপী ফাঁদে ক্রিয়া-বিশেষ দ্বারা চন্দ্ররূপী মনকে ধরিলে মনের তথায় স্বতঃই স্থিতি ভাব হইয়া মন আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে; ইহাই যোগকৌশলরূপ ছলনার অবস্থা; ছলনা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, মনকে যোগ কৌশলরূপ ছলন ব্যতীত আয়ত্ত করা যায় না; সুতরাং যোগ ক্রিয়ারূপ দ্যূত ক্রীড়ার ছলনা আমি। তেজস্বীদিগের তেজঃও আমি (৭ম অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); আমি জয়ীদিগের জয় অর্থাৎ যাঁহারা আত্মকর্ম্মে জয়লাভ করেন আমাকেই প্রাপ্তিদ্বারা, তাই আমিই জয়, আর যাহারা আত্মপ্রাপ্তির জন্য প্রাণকর্ম্মে নিযুক্তরূপ ব্যবসায়ী বা উদ্যমী, আমি তাহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ উদ্যম (২য় অঃ ৪১তম শ্লোক দ্রষ্টব্য); আর সাত্ত্বিকগণের সত্ত্বও আমি অর্থাৎ সাত্ত্বিকগণের যে সত্ত্বগুণ (সুষুম্নারূপ স্থির প্রাণের অবস্থা তাহা আমিই (৭ম অঃ ১২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৩৬

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ।।৩৭

অহং বৃষ্ণীণাং বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনামপি ব্যাসঃ, কবীনাম্ উশনা [নাম] কবিঃ (শুক্রঃ) অস্মি।।৩৭

আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, (পুরুষোত্তম), আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়; আমি মুনিগণের মধ্যে ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে উশনা কবি (শুক্রাচার্য্য)।।৩৭

তাৎপর্য্য।—আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব; বৃষ্ণি শব্দে প্রচণ্ড জ্যোতিঃ; সেই জ্যোতিচ্ছটা-বিশিষ্ট (পূর্ণ জ্যোতিবিশিষ্ট) পুরুষোত্তমরূপই বাসুদেব, অর্থাৎ যাহাতে সর্ব্বভূতের স্থিতি সেই পরমবস্তুরূপ পরমাত্মাই বাসুদেব-পদবাচ্য; আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়; পাণ্ডবগণ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব সমূহ; মূলাধারে ক্ষিতিতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্ব, মণিপুরে তেজস্তত্ত্ব, অনাহতে বায়ুতত্ত্ব, বিশুদ্ধাখ্যে শূন্যতত্ত্ব; পঞ্চভূতাত্মক দেহস্থিত এই যে তত্ত্ব সমুদয়, ইহার মধ্যে আমি ধনঞ্জয় অর্থাৎ মণিপুর চক্রস্থিত তেজস্তত্ত্ব স্থানে (নাভিতে) ধনঞ্জয় নামে এক বায়ু আছে, আমি ঐ বায়ুরূপী ধনঞ্জয়।

উক্ত বায়ু দেহান্তে পঞ্চতত্ত্বে লীন হওয়ার পর (মৃতদেহেও) বর্ত্তমান থাকে; একারণ উক্ত হইতেছে পাণ্ডবগণ মধ্যে (তত্ত্বাদি স্থান মধ্যে) আমি ধনঞ্জয়; মুনিগণ

মধ্যে আমি ব্যাস অর্থাৎ যে অবস্থায় বর্ত্তমান মনের সম্যক্‌রূপে লয় হইয়া মন আত্মভাবেতেই পরিণত হয়, সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই মুনি-পদবাচ্য; এইরূপ মুনিগণ মধ্যে আমি ব্যাস (বেদ-বিভাগকারী ব্যাস); অর্থাৎ তিন গুণই হইতেছে তিন বেদ, ঋক্ রজোগুণ, সাম তমোগুণ, যজুঃ সত্ত্বগুণ, অথর্ব্ব তমঃ ও সত্ত্বগুণ; এই তিন গুণের উদয় ও অন্তরূপ বিভাগ—অর্থাৎ কখন সত্ত্বগুণের প্রকাশ, কখন রজোগুণের প্রকাশ, কখন তমোগুণের প্রকাশ, কখনও সত্ত্ব ও তমঃ দু'য়েরই প্রকাশ; এইরূপে এক গুণের উদয় ও অপর গুণের অস্ত দেহমধ্যে সর্ব্বদাই হইতেছে; এই বিভাগ যিনি করিতেছেন, সেই প্রাণরূপী আত্মাই ব্যাস। "আমি কবিগণ মধ্যে শুক্রাচার্য্য" অর্থাৎ যাঁহা দ্বারা শব্দাদির রচনা হয়, তিনিই কবি; প্রাণ হইতেই শব্দাদির উৎপত্তিরূপ রচনা হইতেছে; যেহেতু প্রাণই ব্যান বায়ুরূপে বাক্যাদি নিঃসরণ করিতেছে; তাই প্রাণই কবি শুক্রাচার্য্য, অর্থাৎ শুক্র অর্থেও প্রাণ, আচার্য্য অর্থেও প্রাণ; অতএব প্রাণরূপী আত্মাই কবি শুক্রাচার্য্য।।৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্।।৩৮

অহং দময়তাং (দমনকর্ত্তৃণাং) [সম্বন্ধী] দণ্ডঃ অস্মি; জিগীষতাং (জেতু মিচ্ছতাং) [সম্বন্ধিনী] নীতিঃ অস্মি; গুহ্যানাং (গোপ্যানাং) মৌনম্ এব চ অস্মি; জ্ঞানবতাং (তত্ত্বজ্ঞাননাং) জ্ঞানম্ অস্মি।।৩৮

আমি দমনকারিগণের দণ্ড; জয়েচ্ছুগণের নীতি; গুহ্য সকলের মৌন এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞান।।৩৮

তাৎপর্য্য।—দমনকারক যত প্রকার উপায় আছে, তাহাদের মধ্যে আমি দণ্ড, অর্থাৎ প্রাণায়ামরূপ দণ্ড, (ধর্ম্ম ও পূজাদি-মীমাংসা নামক পুস্তকে ৬৯তম এবং ৭ম পত্র দ্রষ্টব্য); এই প্রাণায়ামরূপ দণ্ডদ্বারা চঞ্চল চিত্তকে দমিত করিয়া বশীভূত করা যায় এবং চিত্ত চাঞ্চল্যের নিবারণ হইলেও তখন রিপুগণাদি সকলেই দমন হইয়া যায়; অতএব চঞ্চল চিত্তের পক্ষে প্রাণায়ামই প্রধান দণ্ডস্বরূপ; প্রাণাপানের ক্রিয়ারূপে উক্ত প্রাণায়ামরূপ দণ্ড আমি। সাধন-সমরে যাঁহারা জয়লাভে ইচ্ছুক, এরূপ জয়েচ্ছুগণের আমি নীতি অর্থাৎ তাঁহারা আমাকেই ধরিয়া থাকারূপ সুধারা অবলম্বন করিয়া জয়লাভ করিয়া থাকেন; তাই আমিই ঐ সুধারারূপ নীতি। যতপ্রকার গুহ্য (গোপনীয়) বিষয় আছে, তন্মধ্যে আমি মৌন অর্থাৎ যখন মনের লয় হইয়া বাক্যের সংযমরূপ ভাব হয়, তাহাই মৌনাবস্থা; সে অবস্থা নিজ-বোধরূপ; তাই অতি গুহ্য ঐ নিজ-বোধরূপ অবস্থা আমি; তাই আমি গুহ্যসকলের মৌন। আমি তত্ত্বজ্ঞানিগণের জ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানি-পদবাচ্য যে সব ব্যক্তি, আমি তাহাদের আত্মজ্ঞান।।৩৮

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।।৩৯

হে অর্জ্জুন, যৎ চ সর্ব্বভূতানাং বীজং (প্ররোহকারণং) তৎ অহম্; ময়া বিনা যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি।।৩৯

হে অর্জ্জুন, যাহা সর্ব্বভূতের বীজ অর্থাৎ উৎপত্তি-কারণ, তাহা আমি; যেহেতু আমি ব্যতীত যাহা থাকে, এরূপ চর বা অচর ভূত নাই (আমি ছাড়া কিছুই নাই)।।৩৯

তাৎপর্য্য।—হে অর্জ্জুন, আমিই সর্ব্বভূতের বীজ; যেহেতু আমা হইতে সকলেরই উৎপত্তি হইতেছে অর্থাৎ অব্যক্তরূপী প্রাণই প্রকৃতিস্বরূপে ব্যক্ত হইয়া ভূতের উৎপত্তি করিতেছেন; প্রাণ না থাকিলে কিছুই নাই। আর প্রাণই সর্ব্বব্রহ্মময় স্বরূপ; প্রাণ না থাকিলে সকল ভূতেরই অস্তিত্ব লোপ পায়; এই হেতু প্রাণের অভাবে যাহা থাকে এরূপ চর বা অচর কোন ভূত নাই।।৩৯

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া।।৪০

হে পরন্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি, এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপতঃ) প্রোক্তঃ।।৪০

হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই। এই বিভূতি বাহুল্য আমি সংক্ষেপে কহিলাম।।৪০

তাৎপর্য্য।—হে পরন্তপ, (৪র্থ অঃ ৩৩শ শ্লোকের পরন্তপ দ্রষ্টব্য); আমার দিব্য বিভূতি সকলের অন্ত নাই, অর্থাৎ ভগবান্ অনন্ত, তাঁহার বিভূতিও অনন্ত, এইজন্য বলিতেছেন যে, আমি সংক্ষেপে তোমায় বিভূতি বাহুল্য কহিলাম, অর্থাৎ আত্ম-বিভূতির মোটামুটি যাহা, তাহাই বলিলাম।।৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশ-সম্ভবম্।।৪১

বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্তং) উর্জ্জিতং (কেনাপি প্রভাববলাদিনা গুণেন অতিশয়িতং) যৎ যৎ সত্ত্বং তৎ তৎ এব [সত্ত্বং] মম তেজোঽংশসম্ভবম্ (তেজসঃ প্রভাবস্য অংশেন সম্ভূতম্) অবগচ্ছ (জানীহি)।।৪১

ঐশ্বর্য্যযুক্ত সম্পত্তিযুক্ত অথবা প্রভাব বলাদি গুণদ্বারা সমৃদ্ধ যাহা যাহা আছে, তুমি সে সমুদয়ই আমার প্রভাবের অংশ-সম্ভূত জানিও।।৪১

তাৎপর্য্য।—ঐশ্বর্য্যযুক্ত যাহা কিছু, সম্পত্তিযুক্ত যাহা কিছু এবং তেজঃ ও বলাদির গুণদ্বারা উৎপন্ন যাহা কিছু, সে সমস্তই আমার তেজোরূপ আত্ম-প্রভাবের অংশ-সম্ভূত

বলিয়া জানিও, অর্থাৎ আত্মাই তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ বলিয়া প্রভাবাদি-সম্পন্ন যাহা কিছু আছে, সমস্তই আত্ম-প্রভাবের অংশ-সম্ভূত।।৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।।৪২

ইতি বিভূতি-যোগঃ।

অথবা হে অর্জ্জুন, তব এতেন বহুনা জ্ঞাতেন (পৃথক্ জ্ঞাতেন) কিম্? অহম্ ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন (একদেশমাত্রেণ) বিষ্টভ্য (ধৃত্বা) স্থিতঃ। (ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদপি অতি ইত্যর্থঃ)।।৪২

অথবা হে অর্জ্জুন, এইরূপ পৃথগ্‌বিধ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই সমুদয় জগৎ একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি (অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই)।।৪২

তাৎপর্য্য।—কূটস্থ চৈতন্য কর্ত্তৃক তেজস্তত্ত্ব সমক্ষে ব্যক্ত হইল; এই বিভূতি বাহুল্য বিদিত হওয়ারূপ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? এই সমুদয় জগৎ আমার একাংশে অবস্থিত অর্থাৎ কূটস্থই ব্রহ্মের একাংশ; এই একাংশে নিখিল জগতের প্রকাশ, ইহার উর্দ্ধস্থিত অপরাংশ যাহা, তাহা অব্যক্ত; ঐ অব্যক্ত স্থানে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই থাকে না; একমাত্র কূটস্থ হইতেই (আত্মা-নারায়ণ কর্ত্তৃকই) সমুদয় প্রকাশ পাইতেছে; ঐ একাংশকে জানারূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, পরে অব্যক্ত অংশ জানারূপ পরমাত্মজ্ঞান জন্মে ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; একারণ ভগবান্ ভেদজ্ঞান কাটাইয়া দিয়া একেতেই লক্ষ্য রাখিবার জন্য এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, বহু বিষয় জ্ঞাত হওয়ারূপ বহুজ্ঞানে তোমার আবশ্যক কি? এক আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছু নাই (একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি), সেই 'এক'কেই জানিবার জন্য বলিতেছেন, অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ১৬শ এবং ১৭শ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন, তোমার আত্ম-বিভূতি অশেষরূপে বল এবং সর্ব্বদা কোন্ কোন্ ভাবে চিন্তা করিয়া তোমায় জানিতে পারিব, তাহা বল; তাই ভগবান্ অধ্যায় শেষে এই শ্লোকে ভেদজ্ঞান কাটাইয়া দিয়া [এক মাত্র কূটস্থতেই] একেতেই লক্ষ্য রাখিতে বলিতেছেন।।৪২

ইতি বিভূতি যোগ।

—অর্থাৎ—

বিভূতি অর্থে আবির্ভূত (উৎপন্ন হওয়া) যোগ অর্থে মিলিত (লয় হওয়া) নানাবিধ বিভূতিরূপে বিশেষ রূপ উৎপত্তি ও ঐ উৎপত্তির লয়রূপ ভাব যাহা, (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই সব উৎপত্তি ব্রহ্মেতেই লয়) ইহাই বিভূতি-যোগ।

ইতি দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন ডবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম।।১

অর্জ্জুন উবাচ। মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (আত্মজ্ঞান লাহঃ বিষয়কং) যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তম, তেন মম অয়ং মোহঃ (অহং হন্তা এতে হন্যন্তে ইত্যাদি লক্ষণঃ ভ্রমঃ) বিগতঃ।।১

অর্জ্জুন কহিলেন। আমাকে অনুগ্রহার্থ পরম গোপনীয় আত্মবিবেক-বিষয়ক যে বাক্য তুমি বলিলে, তাহাতে আমার [আমি হন্তা, ইহারা হত হইতেছে এইরূপ] মোহ দূর হইল।।১

তাৎপর্য্য।—শরীরস্থ তেজঃদ্বারা জীবভাব হইতে উক্ত হইল। আমায় অনুগ্রহপূর্ব্বক পরম গোপনীয় আত্ম-বিষয়ক বাক্য যাহা তুমি বলিলে, তাহা শুনিয়া আমার মোহ দূর হইল অর্থাৎ আমি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিতেছি, ইন্দ্রিয়গণ হত হইতেছে, [১ম অঃ উক্ত] আমার এই সকল যে মোহ, তাহা এখন দূর হইল; এখন বুঝিতে পারিলাম যে, সাধন-সমরে ইন্দ্রিয়হীন হইতে হয় না। ইন্দ্রিয়গণ যাহা আছে সমস্তই থাকিবে; কেবল তাহাদিগকে স্ববশে আনাই সাধনের উদ্দেশ্য; এইরূপ বুঝিতে পারিয়া এখন আমার মোহ দূর হইল।।১

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্।।২

হে কমলপত্রাক্ষ, ত্বত্তঃ (ভবৎসকাশাৎ) ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ (সৃষ্টিপ্রলয়ৌ) ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ, অব্যয়ং (অক্ষয়ং) মাহাত্ম্যমপি চ [বিস্তরশঃ শ্রুতম্] ।।২

হে কমলপত্রাক্ষ, তোমার নিকট হইতে আমি ভূতগণের সৃষ্টি ও প্রলয় এবং অক্ষয় মাহাত্ম্য পুনঃপুনঃ শুনিলাম।।২

তাৎপর্য্য।—হে কমল-পত্রের ন্যায় অক্ষি-বিশিষ্ট (তুমি পদ্মপত্রের ন্যায় গোলাকার আঁখি-স্বরূপ, অর্থাৎ জ্যোতির্ম্মণ্ডলে তুমি যে গোলাকার-রূপে রহিয়াছ, ঐ গোলাকারই জীবের জ্ঞানচক্ষুঃস্বরূপ; এই হেতু কূটস্থচৈতন্যরূপ তুমি কমলপত্রাক্ষ পদবাচ্য)। আমি তোমার নিকট ভূতগণের উৎপত্তি, লয় এবং তোমার অক্ষয় মাহাত্ম্য বারংবার শুনিলাম।।২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম।।৩

হে পরমেশ্বর, যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্থ (ব্রবীষি) এতৎ এবং (অত্রাপি অবিশ্বাসো মে নাস্তি), [তথাপি] হে পুরুষোত্তম, তব ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুমিচ্ছামি।।৩

হে পরমেশ্বর, যেরূপ তুমি আপনার বিষয় কহিলে, ইহা এইরূপই বটে, হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ (আত্মরূপ) দেখিতে ইচ্ছা করি।।৩

তাৎপর্য্য।—হে পরমেশ্বর (প্রাণরূপী আত্মাই হইতেছেন ঈশ্বর এবং এই প্রাণের অব্যক্ত ভাবরূপ স্থির পরমাত্মভাবই ঈশ্বরের অতীত পরমেশ্বর), তুমি নিজ বিষয় যাহা বলিলে, ইহা এইরূপই বটে; অর্থাৎ এক্ষণে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয়ে ভবদীয় বাক্যের ভাব [নিজ-বোধরূপে] হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় আপনিই বুঝিতে পারিতেছি যে, যাহা বলিলে (প্রাণরূপী তোমারই বহুবিধরূপে প্রকাশ; এক প্রাণকেই জানা উচিৎ; তুমি ভিন্ন অপর বস্তু কিছুই নাই) ইহা ঠিকই; হে পুরুষোত্তম (পূর্ব্ব অধ্যায়ে ১৫শ শ্লোকের পুরুষোত্তম দ্রষ্টব্য); আমি তোমার আত্মরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।।৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।।৪

প্রভো, যদি তৎ (রূপং) ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে, ততঃ হে যোগেশ্বর, ত্বং মে (মহ্যং) অব্যয়ম্ আত্মনং দর্শয়।।৪

হে প্রভো, যদি আমি সেইরূপ দেখিতে পারি এরূপ মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর, তুমি আমাকে সেই অব্যয় আত্মরূপ দেখাও।।৪

তাৎপর্য্য।—হে প্রভো (প্রকৃষ্টরূপে উৎপত্তির মূলরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা); যদ্যপি আমি তোমার আত্মরূপ দেখিতে পারি এমন মনে কর, তবে হে যোগেশ্বর (প্রাণাপানের যুক্ত গতিরূপ যোগ ক্রিয়ার কর্ত্তা); তুমি সেই ব্যয়শূন্য অব্যয় (অর্থাৎ ক্ষয়-রহিত অবস্থা) আত্মা (স্থির পরমাত্মরূপ) আমায় দেখাও।।৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।।৫

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পার্থ, মে দিব্যানি (অলৌকিকানি) নানাবিধানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য।।৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পার্থ, আমার অলৌকিক, নানাবিধ, নানাবর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দেখ।।৫

তাৎপর্য্য।—কূটস্থ-চৈতন্য কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল। হে পার্থ (২য় অঃ ৩২শ শ্লোকের পার্থ-দ্রষ্টব্য), আমার উৎকৃষ্ট নানাবিধ শত শত সহস্র সহস্র রূপ দেখ; নানাবর্ণ এবং নানা আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া বহুবিধ রূপে আমিই রহিয়াছি।।৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত।।৬

হে ভারত [দ্বাদশ] আদিত্যান্, [অষ্ট] বসূন্, [একাদশ] রুদ্রান্, [দ্বৌ] অশ্বিনৌ; তথা [ঊনপঞ্চাশতং] মরুতঃ পশ্য; বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য।।৬

হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীদ্বয় ও ঊনপঞ্চাশৎ মরুৎ [আমাতে] দেখ; অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য বস্তু আমাতে অবলোকন কর।।৬

তাৎপর্য্য।—হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য (অর্থাৎ পূর্ব্ব অধ্যায়ে ২১শ শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে); একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসু (যাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে ২৩শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে); অশ্বিনীদ্বয় অর্থাৎ প্রাণ ও অপানরূপ যুক্তবায়ু; অপানের এই যুক্ত-বায়ুস্থ অপানের স্থান নাভি হইতে পদতল পর্য্যন্ত, অপান বায়ুর স্থান মধ্যেই (মূলাধারে ও স্বাধিষ্ঠানেতেই) জলতত্ত্ব এবং ক্ষিতিতত্ত্বের উৎপত্তি। এই হেতু নকুল সহদেবকে অশ্বিনীকুমার-সুত বলে; অতএব প্রাণাপানরূপ যুক্ত বায়ুই অশ্বিনীকুমার-পদবাচ্য। এই অশ্বিনৌ (অশ্বিনীদ্বয়) ও শরীরাভ্যন্তরস্থ ৪৯ বায়ু [যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকাদিতে লেখা হইয়াছে]; এই সকল আমার মধ্যেই অবলোকন কর; অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব (অর্থাৎ পূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই) এমন আশ্চর্য্যজনক বস্তু আমাতে দেখ।।৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি।।৭

হে গুড়াকেশ, ইহ (অস্মিন্) মম দেহে একস্থং (অবয়বরূপেণ একত্র স্থিতং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) সচরাচরং জগৎ অন্যচ্চ যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি [তৎ সর্ব্বমেব] অদ্য পশ্য।।৭

হে গুড়াকেশ, আমার এই শরীরে একত্রস্থিত সমুদয় চরাচর জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা এখনি দেখ।।৭

তাৎপর্য্য।—হে গুড়াকেশ—(১ম অঃ ২৪শ শ্লোকের গুড়াকেশ দেখ); [দেহরূপ ক্ষেত্রে প্রাণই ক্ষেত্রজ্ঞ-পদবাচ্য; এ দেহে ব্রহ্ম নিরঞ্জনরূপ অঙ্কই মনঃসংযোগ দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারিলে ঐখানেই সব উপলব্ধি হইয়া থাকে] একারণ উক্ত হইতেছে "আমার এই দেহরূপ একই স্থানে অর্থাৎ এই দেহের ঐ নিরঞ্জন স্থানে মনঃপ্রবেশ দ্বারা তুমি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড দেখ; আর যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা এখনই দেখ" অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমরূপ চর, অচর সমুদয়ই এই দেহরূপ স্থানে একত্রে অবস্থিত আছে ("ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বানি দেহতঃ" ইতি শিব সংহিতা) আত্মজ্ঞান-প্রভাবে এই দেহতত্ত্ব বিদিত হইতে পারিলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞানরূপ সর্ব্বজ্ঞতা জন্মে, এই হেতু উক্ত হইতেছে—তুমি সমুদয় জগৎ এবং অন্য কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর তাহা দেহমধ্যে এখনই দেখ।।৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।৮

অনেন স্বচক্ষুষা এব তু মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে (সমর্থোঽসি); [অতঃ] তে (তুভ্যং) দিব্যং (জ্ঞানাত্মকং) চক্ষু দদামি; মে (মম) ঐশ্বরং (অসাধারণং) যোগং পশ্য।।৮

কিন্তু তুমি এই স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে পাইবে না; অতএব তোমাকে দিব্য (জ্ঞানময়) চক্ষু দিতেছি। আমার অসাধারণ যোগ অবলোকন কর।।৮

তাৎপর্য্য।—তুমি কিন্তু তোমার এই চক্ষু দ্বারা আমাকে দেখিতে পাইবে না, [এই চক্ষু মুদিত করিলে অন্তর্দৃষ্টি সংযোগে তবে সে বস্তুর দর্শন হইয়া থাকে], অর্থাৎ মনঃ স্থির করিয়া স্থির-নেত্র হইতে পারিলে, ঐ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারাই দেখিতে পাইবে; অতএব আমি তোমায় দিব্য (আকাশের ন্যায়) চক্ষু দিতেছি, অর্থাৎ গুরু এই চক্ষু দান করেন; ইহাতে মনঃসংযোগ দ্বারা অন্তর্জগৎ লক্ষ্য হইলে, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে; (গুরূপদেশে উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা সমান বায়ুতে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, তখন ভ্রূমধ্যে নির্ব্বাত দীপের ন্যায় এক জ্যোতিঃ দৃষ্ট হয়; উহাকে সূক্ষ্ম শরীর কহে; সমান বায়ুতে স্থির হইয়া ঐ জ্যোতিঃ প্রভাবে একস্থানে বসিয়া অর্থাৎ ঐ নিরঞ্জনে তনুটিকে অবস্থিত করাইয়া সর্ব্বত্র দর্শনের ক্ষমতা হয় এবং একস্থানে অবস্থিত থাকিয়া সূক্ষ্ম শরীরে সর্ব্বত্র গমনেরও ক্ষমতা হয়), উপরোক্তরূপ দিব্য দৃষ্টি-প্রভাবে অসাধারণ (অলৌকিক) যোগ দেখিতে বলিতেছেন।।৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্।।৯

সঞ্জয় উবাচ। হে রাজন, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শায়ামাস।।৯

সঞ্জয় কহিলেন। হে রাজন, মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া পরে পার্থকে পরম ঐশ্বরিকরূপ দেখাইলেন।।৯

তাৎপর্য্য।—সঞ্জয় কহিলেন, অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা মনের সমীপে উক্ত হইল। হে রাজন্ অর্থাৎ দেহরূপ রাজ্যের রাজা; মহাযোগেশ্বর হরি (কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ মহাযোগে যিনি অবস্থিতরূপে প্রকাশমান, সেই পরমাত্মা বা পরমেশ্বরই মহাযোগেশ্বর হরি; তাঁহার প্রকাশে সকল পাপেরই হরণ হইয়া যায় বলিয়া তিনি হরি-পদবাচ্য); তিনি এইরূপ বলিয়া পার্থকে পরম ঐশ্বরিকরূপ (ঈশ্বরের মহান্‌রূপ) দর্শন করাইলেন অর্থাৎ আত্মরূপী কূটস্থে মনোনিবেশ করিয়া [যেমত দূরবীক্ষণ যন্ত্রে অক্ষি প্রবেশ দ্বারা দূরস্থ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ ভাবে] অর্জ্জুন অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজ দেহেই সমুদয় জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের রূপ দেখিতে লাগিলেন।।৯

অনেকবক্তনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।১০

[তৎ রূপম্] অনেকবক্তনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ অনেকদিব্যাভরণ দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্।।১০

[সেইরূপ] অনেক মুখনেত্রবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুত-দর্শনবিশিষ্ট, অনেক অলৌকিক আভরণবিশিষ্ট এবং অনেক উদ্যত দিব্যাস্ত্রবিশিষ্ট।।১০

তাৎপর্য্য।—অনেক মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট অর্থাৎ যাঁহারা খেচরীসিদ্ধিরূপে আত্মারূপী কূটস্থেতে স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখচ্ছবি ঐ কূটস্থ মধ্যে দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং যাঁহারা তদ্ধ্যানেই মগ্নরূপে আত্মরূপ দর্শন করিতেছেন (অনেক চক্ষুই ঐ কূটস্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্থির রহিয়াছে) এমন অনেক নেত্রও দৃষ্ট হইতে লাগিল। আরও অনেক অদ্ভুতরূপ এবং অনেক দিব্য আভরণযুক্ত রূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। অর্থাৎ দিব্ শব্দে আকাশ; আকাশের আভরণ অর্থাৎ জ্যোতিচ্ছটা ও নক্ষত্র-ছটাদি; এই নক্ষত্রাদিছটা-বিশিষ্ট রূপ দৃষ্ট হইল—উদ্যত দিব্যাস্ত্র অর্থাৎ উত্তোলিত আকাশ অস্ত্ররূপ বজ্রাস্ত্র; বজ্রাকৃতিরূপ চিহ্ন কূটস্থমধ্যে অনেক দৃষ্ট হইতে লাগিল।।১০

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্।।১১

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং (দ্যোতনাত্মকম্) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতোমুখবিশিষ্টম্)।।১১

দিব্যমাল্য ও দিব্যবস্ত্রধারী দিব্যগন্ধদ্রব্যে অনুলেপিত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময় প্রভাময় অনন্ত এবং সর্ব্বত্রমুখবিশিষ্ট।।১১

তাৎপর্য্য।—দিব্যমাল্য অর্থে আকাশের মালা, (দিব্ দীপ্তি পাওয়া) অর্থাৎ দীপ্তিমান্ যে গোলাকার জ্যোতিঃ, ঐ জ্যোতিঃ বেষ্টিত রহিয়াছেন বলিয়া দিব্যমাল্যধারী; আর দিব্য বস্ত্রধারী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ জ্যোতিঃবিশিষ্ট বলিয়াই দিব্যবস্ত্রধারী; কেননা জ্যোতিই হইতেছে দিব্যবস্ত্র-স্বরূপ, এই কারণে অভিধানমতে দিব্যবস্ত্র অর্থে সূর্য্য শোভা। দিব্যগন্ধ অনুলেপিত অর্থাৎ শূন্যতাময়-স্বরূপ; যেহেতু গন্ধ মাত্রেরই কোন আকার নাই; উহা আকাশের ন্যায় শূন্য-স্বরূপ; সাধনকালে চন্দ্র সূর্য্য নাড়ীর কেন্দ্রস্থিত বায়ুর সহিত এই শূন্য-তত্ত্বের ঘর্ষণ দ্বারা এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় গন্ধ নিজ-বোধরূপে অনুভূত হইয়া থাকে; উহাই দিব্য গন্ধ-স্বরূপ; আত্ম-রূপ দর্শনকালে ঐ রূপের চতুর্দ্দিকেই এই গন্ধময় অনুভূত হইতে থাকায় দিব্যগন্ধানুলেপিত বলা যাইতেছে [অর্থাৎ দিব্য (দিব্) শব্দে আকাশ, গন্ধ শব্দে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় (গুণ) ঊর্দ্ধে ব্রহ্মনিরঞ্জনময় আকাশে ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদির গুণের লয় হয় অর্থাৎ উহা ইন্দ্রিয়াতীত স্থান; ঐ অতীন্দ্রিয় স্থানের যে উপরিউক্তরূপ অনির্ব্বচনীয় গন্ধ, উহাই দিব্যগন্ধময়-পদবাচ্য]; সবই আশ্চর্য্যময়রূপ এবং পূর্ণজ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রভা-সম্পন্ন; সে জ্যোতির্ম্ময়তার অন্ত নাই—তাই অনন্ত। সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট অর্থাৎ আত্মারূপী কূটস্থের চতুর্দ্দিকেই [পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ] ধ্যানপরায়ণস্থ মুখচ্ছবি সমূহ লগ্ন রহিয়াছে এবং আত্মারূপী কূটস্থ চৈতন্য সকল দেহেতেই মুখমণ্ডলের ঊর্দ্ধোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন; একারণ সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট।।১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।১২

দিবি (আকাশে) সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ (প্রভা) যদি যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ, সা (প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ (প্রভায়াঃ) সদৃশী স্যাৎ।।১২

আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যদি এককালে উদিত হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার প্রভাব সদৃশী হইতে পারে।।১২

তাৎপর্য্য।—সেই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ রূপের তুলনা নাই অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মের উহা বৃহৎ রূপ; ঐ জ্যোতির্ম্ময় রূপের সদৃশ আর কিছুই নাই—তাই তুলনা রহিত; যদি সহস্র সূর্য্যের জ্যোতিঃ একত্র মিলিত হয়, তাহা হইলে ঐ মহৎ (মহান) আত্মার মত হইতে পারে।।১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা।।১৩

তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং (নানাভাগেন অবস্থিত) কৃৎস্নং জগৎ একস্থম্ অপস্যৎ।।১৩

তখন অর্জ্জুন সেই দেবদেবের শরীরে নানাভাবে অবস্থিত সমুদয় জগৎ একত্র ব্যবস্থিত অবলোকন করিলেন।।১৩

তাৎপর্য্য।—দেবতাদির প্রকাশক যিনি, সেই দেবদেবের শরীরে অর্জ্জুন সমুদয় জগৎ—ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত দেখিতে লাগিলেন অর্থাৎ 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' জ্ঞানের উদয় হওয়ায় একমাত্র ব্রহ্মেই যে সমস্ত অবস্থিত রহিয়াছে এবং একমাত্র ব্রহ্মই যে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া নানাভাবে সর্ব্বব্যাপক-রূপে রহিয়াছেন, তাহা অর্জ্জুন শরীরাভ্যন্তরে ঐ বৃহৎ রূপ দর্শনে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন; যেমত মানচিত্ররূপ অঙ্কিত পটে জগতের নানাবিধ দৃশ্য সমুদয় একত্র লক্ষিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহস্থিত ব্রহ্মমার্গ-রূপ একমাত্র স্থানে সমুদয় জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড দর্শন হইতে লাগিল।।১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত।।১৪

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্মিতঃ) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিতঃ) ধনঞ্জয়ঃ দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত।।১৪

অনন্তর বিস্মিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর সেই অর্জ্জুন দেবকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন।।১৪

তাৎপর্য্য।—তাহার পর সেই অর্জ্জুন পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ দর্শনে বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া আত্মদেবকে মস্তক দ্বারা যোগক্রিয়ারূপ (ওঁকার ক্রিয়ারূপ) উপায়ে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন।।১৪

অর্জ্জুন উবাচ।
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্।।১৫

অর্জ্জুন উবাচ। হে দেব, তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসংঘান্, দিব্যান্, ঋষীন সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ [তেষাং দেবাদীনাম্] ঈশং (স্বামিনং) কমলাসনস্থং (পৃথিবী-পদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতম্) ব্রহ্মাণং চ পশ্যামি।।১৫

অর্জ্জুন কহিলেন। হে দেব, তোমার দেহে সমুদয় দেবগণ ও পৃথক্ পৃথক্ প্রাণীবিশেষ সকল, দিব্য ঋষিগণ, সমুদয় সর্পগণ ও দেবাদির ঈশ্বর কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি।।১৫

তাৎপর্য্য।—জীবভাব কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল। হে দেব (অর্থাৎ দীপ্তিমান্‌রূপ জ্যোতির্ম্ময়); তোমার দেহরূপ ক্ষেত্রে (অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরঞ্জনে নিজ শরীরাভ্যন্তরেই) সমুদয় দেবগণকে দেখিতেছি অর্থাৎ শরীরস্থ বায়ুরূপী দেবগণ (ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নামার্গস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি) তাঁহাদিগকে এই দেহমধ্যে [ব্রহ্মে অবস্থিত] দেখিতে পাইতেছি; এবং পৃথক পৃথক্ প্রাণিবিশেষকে (ভূত সমূহকে) দেখিতেছি, অর্থাৎ যাবতীয় প্রাণী সকলেই ব্রহ্মে অবস্থিত রহিয়াছে; তিনিই একমাত্র আধার-স্বরূপ, ইহা ব্রহ্মাকে দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি আর তত্ত্বাদিরূপ ভূত সমূহকেও শরীরাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিতেছি; অর্থাৎ প্রাণই প্রত্যেক তত্ত্বে তত্ত্বে পৃথক্ পৃথক্ রূপে রহিয়াছেন। আর দিব্য (আকাশ মার্গস্থিত) ঋষিগণকে অর্থাৎ পূর্ব্ব অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকোক্তরূপ ঋষি সকলকে দেখিতেছি। সমুদয় সর্পগণকে দেখিতেছি অর্থাৎ পূর্ব্বাধ্যায়ের ২৮শ শ্লোকোক্ত নাগাদি বায়ু-সমূহকে দেখিতেছি এবং ৩য় অঃ ১০ম শ্লোকের তাৎপর্য্যে যাহা লেখা হইয়াছে ঐ নাভি-পদ্মস্থিত ব্রহ্মাকে দেখিতেছি [পূর্ব্বে ভগবান্ যাহা যাহা বলিয়াছেন এখন বিশ্বরূপ দর্শন যোগে তৎসমুদয়ই নিজ বোধরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে]।।১৫

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোহনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ।।১৬

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ, অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ অনন্তরূপং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি; তব পুনঃ ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি।।১৬

হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র ও নেত্রবিশিষ্ট এবং অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। কিন্তু [সর্ব্বব্যাপিত্বহেতু] তোমার না অন্ত না মধ্য না আদি দেখিতেছি।।১৬

তাৎপর্য্য।—হে বিশ্বরূপ অর্থাৎ 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' বলিয়া ব্রহ্মাণ্ডময়ই ব্রহ্মের রূপ; তাই তুমিই বিশ্বরূপ। তুমি কতবিধ আকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ (১৩শ অঃ ১৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য) একারণ তোমাকে অনেক মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট এবং অনেক বাহু ও উদরবিশিষ্ট দেখিতেছি এবং অনন্তরূপে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং রূপে রহিয়াছ বলিয়া তোমায় সর্ব্বত্র দেখিতেছি; তোমার এই সর্ব্বব্যাপিত্ব

রূপের না আদি না অন্ত না মধ্য দেখিতেছি, অর্থাৎ বিশ্বরূপী তোমাকে যতদূরই দেখিতেছি, ততদূর দেখিতেছি; দেখার আর শেষ নাই; শেষ না পাওয়ায় আদিও পাইতেছি না (না আগা না গোড়া); সুতরাং আগা গোড়া না পাওয়ায় মধ্যও দেখিতে পাইতেছি না; এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশ্বেশ্বরেরই রূপ; তাই তুমিই (বিশ্বেশ্বরই) বিশ্বরূপী।।১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।।১৭

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্তবহ্নিসূর্য্যসমদ্যুতিশালিনম্) অপ্রমেয়ঞ্চ ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি।।১৭

মুকুটবান্, গদাবিশিষ্ট, চক্রধারী, সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রচণ্ড অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী এবং অপ্রমেয় তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি।।১৭

তাৎপর্য্য।—তুমি (কূটস্থ চৈতন্য) কিরীটবান্ অর্থাৎ কিরীট অর্থে যাহা স্বর্ণময়াদিরূপে রশ্মি ক্ষেপণ করে (শিরোভূষণ); তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপের উপর চতুর্দ্দিকেই রশ্মিচ্ছটা ক্ষেপণ করিতেছে এবং ঐ জ্যোতির্ম্ময় রূপ সর্ব্বজীবেরই শিরোভূষণ-স্বরূপে সকল দেহেরই মস্তকোপরি শোভা পাইতেছে; একারণ তুমি ঐ জ্যোতির্ম্ময়রূপে কিরীটবান্-স্বরূপ। তুমি গদাবিশিষ্ট অর্থাৎ গদার ন্যায় তুমি সর্ব্বব্যাপক। আর চক্রধারী অর্থাৎ চক্রের ন্যায় গোলাকারবিশিষ্ট, তেজঃও ঢের, তাই তেজঃপুঞ্জ; সে তেজের অসীম আলো—সীমা রহিত বলিয়া সর্ব্বত্র দীপ্তিশালী। উহা আগুনের মতন সূর্য্যের মতন (মতন কারুরই নয়, সে আলোর প্রমাণ দেওয়া যায় না, তাই অপ্রমেয়) তোমার অপ্রমেয়-রূপ সর্ব্বত্র দেখিতেছি অর্থাৎ ঐ রূপের আর সীমা পাইতেছি না।।১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।।১৮

ত্বম্ অক্ষরং পরমং (ব্রহ্ম) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্যম্); ত্বম অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ); ত্বম্ অব্যয়ঃ (নিত্যঃ); শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (সনাতনধর্ম্মপালকঃ) ত্বং সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) পুরুষঃ মে (মম) মতঃ (অভিমতঃ)।।১৮

তুমি অক্ষর পরম ব্রহ্ম; তুমি জ্ঞাতব্য; তুমি এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়; তুমি নিত্য ও সনাতন ধর্ম্মের পালক; তুমি চিরন্তন পুরুষ [ইহা] আমার মত।।১৮

তাৎপর্য্য।—তুমি স্থির প্রাণরূপ (কূটস্থ চৈতন্য) অক্ষর পুরুষ এবং তুমি [কূটস্থের উর্দ্ধস্থিত] অব্যক্তরূপী মহাপ্রাণ পরমব্রহ্ম; তুমিই জানিবার বস্তু; একারণ একমাত্র তোমাকে জানারূপ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান; তোমায় জানিলে জানিবার আর কিছু বাকী থাকে না; তাই তুমিই জ্ঞাতব্য। অব্যক্ত ব্রহ্মরূপ তোমাতে অবস্থিতি করিতে পারিলে, সে স্থিতির আর শেষ নাই; তাই তুমি জগতের পরমাশ্রয়; আর আকাশের উপর যেমন মেঘরাশি অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মেই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত অর্থাৎ জগৎ তোমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে; তুমিই জগতের আধার-স্বরূপ পরমাশ্রয় তুমি নিত্য অর্থাৎ স্থির-প্রাণ। শাশ্বত অর্থাৎ অজ-ক্ষয়-শূন্য, স্থির প্রাণ। আর ধর্ম্মগোপ্তা অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মরূপ যোগক্রিয়ার অভ্যন্তরে তুমি গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছ; গুরূপদেশ রূপ উপায় দ্বারা ঐ গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে পারিলে, তবে তোমায় সাধ্যায়ত্ত করা যায়; একারণ তুমি ধর্ম্মগোপ্তা। তুমি সনাতন আদি পুরুষ, —ইহা আমি মানি।।১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্।।১৯

অনাদিমধ্যান্তম্ (উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতম্), অনন্তবীর্য্যম্, অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্র, দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রদীপ্তাগ্নিমুখং), স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং পশ্যামি।।১৯

উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ-রহিত, অমিত-প্রভাব, অনন্তবাহু, চন্দ্র সূর্য্যনেত্র, দীপ্তাগ্নি মুখ এবং স্বীয় তেজপ্রভাবে এই সমুদয় বিশ্বের সন্তাপক তোমাকে দেখিতেছি।।১৯

তাৎপর্য্য।—তোমার আদি, অন্ত বা মধ্য—কিছুই দেখিতেছি না (১৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); তাই তুমি উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-রহিত [অর্থাৎ এস্থলে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হওয়ায় আদি, অন্ত, মধ্য সবই অব্যক্ত লক্ষিত হইতেছে]; তোমার প্রভাবের অন্ত নাই অর্থাৎ তুমি যে এই বিশ্বরূপদর্শনযোগে প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত (প্রকাশিত) হইয়াছ, এই প্রকাশময় তেজের আর অন্ত দেখিতেছি না। অনন্তবাহু অর্থাৎ তুমি অনন্তরূপে সকলের বহন ক্রিয়া করিতেছ এবং বহু আকৃতি-বিশিষ্টরূপে শত শত বাহুবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছ, তাই তুমি অনন্তবাহু। শশি-সূর্য্য-নেত্র অর্থে—নায়ক ও চালক; ঈড়া-পিঙ্গলারূপ শশি-সূর্য্যকে যিনি চালাইতেছেন, সেই আত্ম চৈতন্যই শশি-সূর্য্যনেত্র-পদবাচ্য-অর্থাৎ আত্মা হইতেই ঐ চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশ, আজ্ঞাচক্রস্থিত ত্রিচক্ষুঃস্থলে চন্দ্র-সূর্য্য-সম প্রভা লক্ষিত হইতেছে বলিয়া, ঐ স্থলে শশি সূর্য্যনেত্র বলিতেছেন। তোমার মুখ যেন দীপ্ত অগ্নির ন্যায় অর্থাৎ দীপ্ত হুতাশন যেমন সমস্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাতে যখন যাহা পড়ে তাহাই ভস্ম হইয়া যায় তদ্রূপ তোমার

ব্রহ্মময় রূপের উপরও যাহা যাইতেছে, তাহাই লয় পাইতেছে; উহা সর্ব্ব বিষয়ের লয় স্থানরূপ সর্ব্বভক্ষস্থল; একারণ দীপ্তাগ্নি-মুখ। তোমার তেজে সমুদয় বিশ্ব সন্তপ্ত করিতে দেখিতে পাইতেছি অর্থাৎ তোমার আত্মজ্যোতির তেজে এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সাতিশয় উত্তপ্ত হইয়া গরমে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।।১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্।।২০

হে মহাত্মন্, দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ (অন্তরীক্ষম্) একেন ত্বয়া হি (নিশ্চিতং) ব্যাপ্তম্ (সমাচ্ছন্নম্); তথা সর্ব্বাঃ দিশশ্চ [ব্যাপ্তাঃ] তব অদ্ভুতম্ ইদম্ উগ্রং (ঘোরং) রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম (অতীবভীতং) [পশ্যামি]।।২০

হে মহাত্মন্ স্বর্গ ও পৃথিবীর এই অন্তর (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) এবং সমুদয় দিক্ একমাত্র তোমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত রহিয়াছে; তোমার এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইতেছে দেখিতেছি।।২০

তাৎপর্য্য।—হে মহৎ-প্রাণরূপ মহাত্মন্; মূলাধার ও সহস্রারের যে অন্তর অর্থাৎ সুষুম্নামধ্যস্থিত ছিদ্ররূপ অন্তরীক্ষ, তাহা তোমার তেজোরূপ আলোকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং দেহের উর্দ্ধ অধঃ পূর্ব্ব পশ্চিমদাদি দিক্ সকলও একমাত্র তোমার আলোক কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে; তোমার এই অদ্ভুত (ক্ষীত্যাদি পঞ্চভূতের অতীত বৃহৎ ব্রহ্ম) উগ্ররূপ (প্রচণ্ড অগ্নিসম ভয়ঙ্কর দৃশ্য) দর্শন করিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইতেছে অর্থাৎ শরীরের উর্দ্ধ অধঃ মধ্য তিনই চমকিত হইয়া মন ত্রাসিত হইতেছে।।২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ।।২১

অমী সুরসংঘাঃ (দেবাঃ) হি (নিশ্চিতমেব) ত্বাং বিশন্তি (শরণং প্রবিশন্তি), [তেষু] কেচিৎ ভীতাঃ [সন্তঃ] প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ) গৃণন্তি (প্রার্থয়ন্তে); মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্বস্তি ইতি, উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ (উৎকৃষ্টাভিঃ) স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি।।২১

ঐ দেব-সমূহ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে; কেহবা ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ 'স্বস্তি' এই বলিয়া উৎকৃষ্ট স্তব সমূহে তোমার স্তব করিতেছেন।।২১

তাৎপর্য্য।—ঐ দেব-সমূহ তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন অর্থাৎ গুণাদি দেবগণ বায়ুরূপী; আর ঐ বায়ুসমূহ তোমাতেই গিয়া স্থির হইতেছে ও বায়ুস্থিরের সহিত গুণেরও লয় হইতেছে; কেহবা (অর্থাৎ সুষুম্নাস্থ স্থির বায়ুরূপ সত্ত্বগুণ) তোমার নিকটে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। আর আত্মরূপী কূটস্থকে যাঁহারা মহৎরূপে দর্শন করিতেছেন, এরূপ সিদ্ধ মহর্ষিগণ কর্ম্মের অতীতাবস্থার ঐ শান্তি প্রাপ্তে স্বস্তি (ঠাণ্ডা হও) এই বলিয়া মনে মনে তোমাকে উৎকৃষ্ট স্তব দ্বারা আরাধনা করিতেছেন।।২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে।।২২

রুদ্রাদিত্যাঃ (একাদশ রুদ্রাঃ দ্বাদশ আদিত্যাঃ) [অষ্টৌ] বসবঃ, যে চ সাধ্যাঃ, বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতশ্চ উষ্মপাশ্চ (পিতরশ্চ) গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ, সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে।।২২

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, যে সকল সাধ্য নামক দেবগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, উষ্মপা (পিতৃগণ) এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধসমূহ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে অবলোকন করিতেছে।।২২

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বাধ্যায়ের ২১শ শ্লোকোক্তরূপ দ্বাদশ আদিত্য এবং ঐ ২৩শ শ্লোকোক্তরূপ একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও যক্ষ প্রভৃতি, আর যাহারা খেচরী-সিদ্ধরূপে আকাশে স্থিতিলাভ করিয়াছেন, সেই সাধ্য-নামক দেবগণ, বায়ুরূপী বিশ্বদেবগণও [এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকোক্তরূপ] অশ্বিনী কুমারদ্বয় [এবং পূর্ব্বাধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকোক্তরূপ] উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, ৯ম অঃ ২৫শ শ্লোকোক্তরূপ পিতৃগণ এবং কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিপ্রাপ্ত এমন সিদ্ধগণ, ইঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়া (আমি-হারা ভাবে) তোমাকে অবলোকন করিতেছেন অর্থাৎ স্থির দৃষ্টিতে তোমাতে তন্ময় হইয়া আছেন।।২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্।।২৩

হে মহাবাহো, তে (তব) বহুবক্ত্রনেত্রং, বহুবাহূরুপাদং, বহূদরং, বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহুভিঃ দংষ্ট্রাভিঃ করালং) মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ (অতিভীতাঃ) অহং [অপি] তথা।।২৩

হে মহাবাহো, তোমার বহু বদন ও নেত্রবিশিষ্ট, বহু বাহু, উরু ও চরণবিশিষ্ট, বহু উদরবিশিষ্ট, বহু দংষ্ট্রা দ্বারা ভয়ঙ্কর মহৎ রূপ দেখিয়া সমুদয় লোক ও আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি।।২৩

তাৎপর্য্য।—হে মহাবাহো অর্থাৎ তোমার তেজঃ কর্ত্তৃকই শ্বাস-প্রশ্বাসের বহন ক্রিয়া হইতেছে এবং তোমা কর্ত্তৃক সকল বিষয়েরই বহন ক্রিয়া হইতেছে; তাই তুমি মহাবাহু-পদবাচ্য। তোমার মহান্ রূপ (মানচিত্ররূপ বৃহৎ কূটস্থ) দর্শন যোগে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডেরই রূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; ঐ বিশ্বজগতের রূপেতে তোমাকে বহু বদন ও নেত্র, বহু বাহু, উরু ও চরণ এবং বহু উদর ও অনেক দন্তবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর-রূপী বলিয়া বোধ হইতেছে অর্থাৎ সমগ্র জগতে বহুজীবরূপে তুমিই যে কত শত হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট হইয়া মহানরূপে অবস্থিত রহিয়াছ সেই তত্ত্বটি এই মহৎ রূপ দর্শন যোগে লক্ষিত হইতেছে; এই মহান্ ভয়ঙ্কর রূপ অবলোকন করিয়া কূটস্থরূপী আত্মায় স্থিতি-প্রাপ্ত লোক সকল এবং আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি।।২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো।।২৪

হে বিষ্ণো, নভঃস্পৃশং (অন্তরীক্ষব্যাপিনং), দীপ্তম্ (তেজোময়ম্), অনেকবর্ণং, ব্যাত্তাননং (ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি যস্য তং বিবৃতমুখং), দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দ্রষ্টা প্রব্যথিতান্তরাত্মা (অতিভীতচিত্তঃ) [অহং] ধৃতিং (ধৈর্য্যং) শমং (উপশমং) চ ন বিন্দামি (ন লভে)।।২৪

হে বিষ্ণো, অন্তরীক্ষব্যাপী, তেজোময়, অনেকবর্ণ, বিবৃতমুখ ও প্রদীপ্তবিশাল-নেত্র তোমাকে দেখিয়া অতি ভীতচিত্ত আমি ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।।২৪

তাৎপর্য্য।—হে সুষুম্নাস্থিত স্থির-প্রাণরূপ বিষ্ণো, অন্তরীক্ষব্যাপী অর্থাৎ আজ্ঞাচক্ররূপ অন্তরীক্ষে নানা বর্ণের দীপ্তি ব্যাপকরূপে অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া রহিয়াছ এবং জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ তেজোময় তুমি; তোমার ঐ নানাবর্ণের দীপ্তি বিস্তার করা মুখ (অর্থাৎ ঐ অখণ্ডমণ্ডলাকার) ও তন্মধ্যে [কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার রূপ] প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র [গোলাকারের মধ্যে নক্ষত্রের ন্যায় বিন্দু থাকায় তাই প্রদীপ্ত বিশাল নেত্র বলিতেছেন] ইহা দেখিয়া আমি অতি ভীত হইতেছি এবং ধৈর্য্য ও শান্তি পাইতেছি না।।২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।২৫

হে দেবেশ, দংষ্ট্রাকরালানি, কালানলসন্নিভানি, (প্রলয়াগ্নিসদৃশানি) তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব [অহং] [ভয়াবেশেন] দিশঃ ন জানে, শর্ম্ম (সুখং) চ ন লভে; হে জগন্নিবাস, প্রসীদ।।২৫

হে দেবেশ, দন্তদ্বারা ভয়ানক, কালাগ্নিতুল্য তোমার মুখ সমূহ দেখিয়া আমি দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, সুখও পাইতেছি না; হে জগন্নিবাস (জগদাধার) তুমি প্রসন্ন হও।।২৫

তাৎপর্য্য।—হে গুণাদি দেবগণের ঈশ্বর, তোমার মুখ-সমূহ (সমুদয় ঐ রূপরাশি) জ্যোতিচ্ছটারূপ দন্ত-বিশিষ্ট এবং কালাগ্নি তুল্য অর্থাৎ জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল। ইহা দেখিয়া আমি দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না অর্থাৎ চতুর্দ্দিকেই আগুন লাগার মতন জ্যোতিঃ দৃষ্ট হইতেছে তাই দিশাহারার ন্যায় হইয়া যাইতেছি, সুখও পাইতেছি না; হে জগতের নিবাসস্থল, সমুদয় জগৎ তোমারই উপর (তোমার উপরেই ব্রহ্মাণ্ড) ন্যস্ত রহিয়াছে বলিয়া তুমিই জগতের আধার-স্বরূপ, তুমি প্রসন্ন হও অর্থাৎ এই উগ্রদীপ্তিবান্, মহান্ ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন মূর্ত্তিতে অবস্থিত হও।।২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাহসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।।২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ।।২৭

অবনিপালসঙ্ঘৈঃ (রাজ-সমূহৈঃ) সহ অমী চ [তে] ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ, ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ) চ, অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ (যোধ প্রধানৈঃ) সহ ত্বরমাণাঃ (ধাবন্তঃ) [সন্তঃ] তে দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি (বদনানি) বিশন্তি; [তেষাং মধ্যে] কেচিচ্চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (শিরোভিঃ) [উপলক্ষিতা) সন্তঃ] দশানান্তরেষু (দন্তসন্ধিষু) সংদশ্যন্তে।।২৬-২৭।।

ভূপালগণ সহ ঐ সেই ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সকলেই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগের সহিত ধাবমান হইয়া তোমার দংষ্ট্রাদ্বারা ভয়ঙ্কর ভয়ানক মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে চূর্ণিতমস্তকবিশিষ্ট কেহ কেহ তোমার দন্তসন্ধিতে লগ্ন রহিয়াছে দৃষ্ট হইতেছে।।২৬-২৭।।

তাৎপর্য্য।—প্রথম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতি যে সকল ভূপালগণের বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, ঐ সকল ভূপালগণও মনোরূপী ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মতি প্রভৃতি পুত্রগণ (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণাদি) এবং ভীষ্ম দ্রোণ (ভয় জেদ) প্রভৃতি সকলেই আমাদের (পঞ্চতত্ত্ব পক্ষের) প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগের সহিত ধাবমান হইয়া তোমার [উগ্রদীপ্তিরূপ] দন্ত দ্বারা ভয়ানক মুখ সমূহে প্রবেশ করিতেছে অর্থাৎ শরীরস্থ পঞ্চতত্ত্বাদির সহিত ইন্দ্রিয়গণাদির সমস্তই আজ্ঞাচক্রস্থ ঐ মুখমণ্ডলে গিয়া লয় পাইতেছে, কেহবা চূর্ণিত-মস্তকরূপে দন্তসন্ধিতে (উগ্র জ্যোতিচ্ছটার মধ্যভাগে) লগ্ন রহিয়াছে—এই প্রকার লক্ষিত হইতেছে।।২৬-২৭।।

যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি।।২৮

যথা নদীনাং [অনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং] বহবঃ অম্বুবেগাঃ (বারিপ্রবাহাঃ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখাঃ) [সন্তঃ] সমুদ্রমেব দ্রবন্তি (বিশন্তি) তথা অমী নরলোকবীরাঃ অভিবিজ্বলন্তি (সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি) তব বক্ত্রাণি (মুখানি) বিশন্তি।।২৮

যেমন নদী সকলের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোকবীরগণ সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমান্ তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে।।২৮

তাৎপর্য্য।—যেমন নদী-সমূহের জলস্রোতঃসকল সমুদ্র-মুখে গমন করিয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোকবীরগণ তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে অর্থাৎ ঘটস্থকাল মহাকালে বেগে গমন করিতেছে; এইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মায় মিলিতরূপ অবস্থা হইলে, তখন ইন্দ্রিয়গণ ও পঞ্চতত্ত্ব-সমূহ সমস্ত বস্তুরই লয় হয়; সুতরাং তখন আর আত্মপক্ষ বা মোহপক্ষরূপ কিছুই থাকে না; তখন তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্বের অবস্থা হয়। অতএব তোমার উজ্জ্বল জ্যোতিবিশিষ্ট অখণ্ডমণ্ডলাকাররূপ ব্রহ্ম-নিরঞ্জন মুখসমূহেই সমস্ত প্রবেশ করিতেছে।।২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ।।২৯

যথা সমৃদ্ধবেগাঃ (বেগশালিনঃ) পতঙ্গাঃ নাশায় (মরণায়) প্রদীপ্তং (প্রজ্জ্বলিতং) জ্বলনং (অগ্নিং) বিশন্তি, তথা সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি নাশায় এব তব বক্ত্রাণি বিশন্তি।।২৯

যেমন বেগশালী পতঙ্গগণ মরণের নিমিত্তই প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেরূপ বেগশালী জনগণও মরণের নিমিত্তই তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে।।২৯

তাৎপর্য্য।—বেগশালী পতঙ্গগণ যেমন মরণের নিমিত্ত দীপশিখায় পতিত হয়, তদ্রূপ জীব অর্থাৎ ঘটস্থকাল, মহাকালে বেগে গমন করে; অতএব বেগশালী জনগণ মরিবার জন্যই তোমার মুখসমূহে (ব্রহ্মে) প্রবেশ করিতেছে, অর্থাৎ মহাবেগবান্ যে সকল (দুর্ম্মতি দুঃসাহস প্রভৃতি) ইন্দ্রিয়গণাদি, তাহারাও তোমাতে গিয়া লয় পাইতেছে।।২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।।৩০

জ্বলদ্ভিঃ (মহাপ্রভাশালিভিঃ) বদনৈঃ সমাগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লেলিহ্যসে (অতিশয়েন ভক্ষয়সি)। হে বিষ্ণো, তব ভাসঃ (দীপ্তয়ঃ) উগ্রাঃ (তীব্রাঃ) [সত্যঃ] তেজোভিঃ জগৎ সমগ্রং আপূর্য্য (ব্যাপ্য) প্রতপন্তি।।৩০

জ্বলন্ত বদন সকল দ্বারা লোক-সকলকে গ্রাস করিয়া বিলক্ষণরূপে ভক্ষণ করিতেছ। হে বিষ্ণো, তোমার উগ্র প্রভা-সমূহ তেজঃ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া দগ্ধ করিতেছে।।৩০

তাৎপর্য্য।—উগ্র জ্যোতিঃবিশিষ্ট কূটস্থরাশিরূপ জ্বলন্ত বদন দ্বারা লোক সকলকে গ্রাস করিয়া বিলক্ষণরূপে ভক্ষণ করিতেছ অর্থাৎ ব্রহ্মময় উদরে সমস্তই লয় করিয়া লইতেছ; কেননা, তোমার (ব্রহ্মের) প্রকাশে ইন্দ্রিয় ও তৎতৎ প্রবৃত্তিগণ সবই আপনা আপনি উপশান্ত হয়; একারণ উক্ত হইতেছে, বিলক্ষণরূপে ভক্ষণ করিতেছ। হে শ্বেতজ্যোতিঃ বিশিষ্ট সত্ত্বগুণময় বিষ্ণো, তোমার উগ্র জ্যোতি সকলের তেজঃ কর্ত্তৃক সমুদয় জগৎ (দেহাভ্যন্তর) ব্যাপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতেছে।।৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোহস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্।।৩১

উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ [ইতি] মে আখ্যাহি (কথয়); তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু; হে দেববর প্রসীদ; আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি; হি (যস্মাৎ) তব প্রবৃত্তিং (চেষ্টাং) ন প্রজানামি।।৩১

উগ্ররূপ তুমি কে? ইহা আমায় বল। তোমাকে নমস্কার। হে দেববর, প্রসন্ন হও; তুমি আদি পুরুষ, তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি; কারণ, কিজন্য তোমার এরূপ চেষ্টা তাহা আমি জানি না।।৩১

তাৎপর্য্য।—প্রচণ্ড জ্যোতিবিশিষ্ট উগ্ররূপী (বৃহৎ কূটস্থময়) তুমি কে? তাহা আমায় বল। তোমায় [ওঁকার-ক্রিয়া দ্বারা] নমস্কার। তোমার প্রচণ্ড উগ্র রূপ শান্ত করিয়া, প্রসন্ন (শান্তমূর্ত্তি) হও; তুমিই সকলের মূল, তাই আদি পুরুষ; আমি তোমায় জ্ঞাত হইতে চাই; কারণ, তুমি যে স্বীয় তেজে সমুদয় জগৎ দগ্ধ করিতেছ, কিজন্য তোমাব এরূপ চেষ্টা, আমি তাহা জানি না অর্থাৎ তোমায় না জানা হেতু তোমার এই আত্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য কিছুই জ্ঞাত নহি; একারণ, আমি তোমায় জানিতে চাই।।৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ।।৩২

শ্রীভগবান উবাচ। লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কর্ত্তা) প্রবৃদ্ধঃ (অনন্তঃ) কালঃ অস্মি; লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ (সংহর্ত্তুম্) ইহ (লোকে) প্রবৃত্তঃ অস্মি। ত্বাম্ ঋতেহপি (ত্বাং হন্তারং (বিনাপি) প্রত্যনীকেষু (অনীকমনীকং প্রতি প্রত্যনীকং তেষু প্রতিপক্ষভূতেষু অনীকেষু) যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ সর্ব্বে [তে] ন ভবিষ্যন্তি।।৩২

শ্রীভগবান কহিলেন। আমি লোকক্ষয়-কর্ত্তা অনন্ত কাল। লোকসকলকে সংহার করিতে ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে, তাহারা কেহই থাকিবে না।।৩২

তাৎপর্য্য।—আমি লোকক্ষয়-কর্ত্তা আবহমান-ব্যাপী কাল; অর্থাৎ অজপারূপে কাল যাহা চলিয়াছে, এই কালই আবহমানকাল লোকক্ষয়-কর্ত্তা-রূপে বিদ্যমান; কারণ অজপার গতিরূপ চঞ্চল প্রাণকর্ত্তৃক দিবারাত্র ২১৬০০ বার বহিঃপ্রাণায়াম যাহা হইতেছে, ইহাতে প্রতিদিনই জীবের আয়ু কমিয়া যাইতেছে; সুতরাং চঞ্চল প্রাণরূপে আত্মাই লোকক্ষয়-কর্ত্তা কাল। লোক-সকলকে সংহারের নিমিত্ত প্রাণ, এই কালরূপে (চঞ্চল প্রাণরূপে) ইহলোকে (এই চঞ্চল অবস্থায়) প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। "তুমি না মারিলেও প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে যে সকল যোদ্ধা রহিয়াছে, তাহারা কেহই থাকিবে না" অর্থাৎ প্রাণের ঐ বহির্গতি দ্বারা আয়ু যখন শেষ হইবে, তখন এই কাল রুদ্ররূপে প্রকাশিত হইয়া দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়াদি সকলেরই অন্ত অবস্থা ঘটাইবেন; একারণ উক্ত হইতেছে—"তুমি না মারিলেও উহারা কেহই থাকিবে না"।।৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।।৩৩

তস্মাৎ ত্বম্ [যুদ্ধায়] উত্তিষ্ঠ; যশো লভস্ব; শত্রূন্ (রিপূন্), জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব; ময়া এব এতে পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ, হে সব্যসাচিন্; ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব।।৩৩

অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও; যশোলাভ কর; শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধরাজ্য ভোগ কর। ইহারা সকলেই পূর্ব্বে আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে; হে সব্যসাচিন্, তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।।৩৩

তাৎপর্য্য।—অতএব তুমি যুদ্ধার্থে উত্থিত হও অর্থাৎ মেরুদণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক খাড়া হইয়া বস; আর কূটস্থে স্থিতিলাভ করিয়া যশোলাভ কর; ইন্দ্রিয়গণাদি শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া ইহাদিগকে স্ববশে লইয়া স্বাধীনরূপে আত্মরাজ্য ভোগ কর। আমা কর্ত্তৃক ইহারা পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে; এখন তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হও, অর্থাৎ আমার (আত্মার) প্রকাশে ইহারা (ইন্দ্রিয়গণাদি) আপনা আপনিই উপশান্ত হয়; তুমি যখন সাধনরূপ সমরে প্রবৃত্ত, তখন উহারা ত আমা কর্ত্তৃক আগেই নিহত হইয়া আছে, এক্ষণে তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়া উহাদিগকে আপন অধিকারে লইয়া সমৃদ্ধরাজ্য ভোগ কর।।৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্।।৩৪

"ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো, গরীয়ো, যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিতি" যা আশঙ্কা সাপি ন কার্য্যা ইত্যাহ। ময়া হতান্ দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং কর্ণং চ তথা অন্যান্ যোধবীরান্ অপি ত্বং জহি; মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ভয়ং মা কার্ষীঃ) রণে সপত্নান্ (শত্রূন্) জেতাসি (জেষ্যসি) [অতঃ] যুদ্ধস্ব (যুদ্ধায় প্রবৃত্তো ভব)।।৩৪

আমা কর্ত্তৃক নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীরগণকেও তুমি জয় কর; ভয় করিও না; যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিশ্চয়ই পরাভূত করিতে পারিবে; অতএব যুদ্ধ কর।৩৪

তাৎপর্য্য।—আমা কর্ত্তৃক (আত্মার প্রকাশে) যাহারা পূর্ব্ব হইতেই নিস্তেজ হইয়া আছে, সেই [প্রথমোহধ্যায়োক্ত] দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণকে অর্থাৎ প্রতিপক্ষদলের সমুদয় যোদ্ধৃবর্গকে তুমি জয় কর, ভয়ের বশীভূত হইও না; সাধন-সমরে নিশ্চয়ই ঐ সকল শত্রুদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে; অতএব সাধনরূপ সমরে প্রবৃত্ত হও।।৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য, কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং, সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।।৩৫

সঞ্জয় উবাচ। কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ (কম্পমানঃ) কিরীটী (অর্জ্জুনঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিপুটঃ) কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা (নমস্কৃত্য) ভীতভীতঃ (অতিভীতঃ) [সন্] প্রণম্য (অবনতো ভূত্বা) ভূয়ঃ পুনঃ এব সগদগদম্ আহ।।৩৫

সঞ্জয় কহিলেন। কেশবের এই বাক্য শুনিয়া কম্পমান অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক অতি ভীত হইয়া প্রণতি পুরঃসর পুনরায় গদগদবচনে কহিলেন।।৩৫

তাৎপর্য্য।—সঞ্জয় কহিলেন। সঞ্জয় অর্থাৎ সাধন-সমরে সম্যকরূপ জয় হইলে যাঁহার প্রকাশ হয়, সেই দিব্য দৃষ্টি; তৎকর্ত্তৃক অন্ধ মনের সমীপে ব্যক্ত হইল।

কেশবের [২য় অঃ ৫৪তম শ্লোকে কেশব লেখা হইয়াছে] এই বাক্য শুনিয়া অর্জ্জুন কম্পিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক আত্মারূপী কূটস্থ চৈতন্যকে নমস্কার (ওঁকার-ক্রিয়ারূপ প্রণাম) করিয়া অতি ভীত-ভাবে প্রণতিপূর্ব্বক গদগদবচনে কহিলেন।।৩৫

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।।৩৬

অর্জ্জুন উবাচ। হে হৃষিকেশ, তব প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেন) জগৎ প্রহৃষ্যতি, অনুরজ্যতে (অনুরাগমুপৈতি চ) [ইতি যৎ], রক্ষাংসি ভীতানি (ভয়াকুলানি) [সন্তি] দিশঃ [প্রতি] দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) [ইতি যৎ] সর্ব্বেচ সিদ্ধসংঘাঃ (সিদ্ধসমূহাঃ) নমস্যন্তি চ [ইতি যৎ এতচ্চ], স্থানে (যুক্তমেব)।।৩৬

অর্জ্জুন কহিলেন। হে হৃষীকেশ, তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে জগৎ যে অতিশয় আনন্দ লাভ করে এবং অনুরাগ-বিশিষ্ট হয়, রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন, এই সকলই যুক্তিযুক্ত।।৩৬

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন (১০ম অঃ ১২শ শ্লোকে অর্জ্জুন শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য); হে হৃষীকেশ (১ম অঃ ১৫শ শ্লোকে হৃষীকেশ দ্রষ্টব্য) তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে জগত যে অতিশয় আনন্দ লাভ করে অর্থাৎ তোমার (মাহাত্ম্য কীর্ত্তনরূপ) গুণকীর্ত্তনে এবং তোমার পরমাত্মভাবে বিভোর অবস্থারূপ কীর্ত্তনে (৯ম অঃ ১৪শ শ্লোকে কীর্ত্তন দ্রষ্টব্য) জগৎ অতি আনন্দ লাভ করে ও অনুরাগ-বিশিষ্ট হয়, আর রাক্ষসেরা (ভূতভাবাদি) ভীত হইয়া পলায়ন করে অর্থাৎ তোমাতে স্থিতি লাভ হইলে, ভূতাদি (তত্ত্বাদি) ভাবের লয় হওয়ায় ভাবাতীত বা তত্ত্বাতীত অবস্থা লাভ হয়; একারণ তখন তাহারা (রাক্ষস ভাবাদি) ইতস্ততঃ পলায়ন করে। আর সিদ্ধগণ 'মাহাত্ম্যকীর্ত্তনরূপ [বিভোর] অবস্থায় ওঁকার-ক্রিয়াদ্বারা নমস্কার করেন—এই সকলই যুক্তিযুক্ত।।৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ।।৩৭

হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে (গুরুতরায়) আদিকর্ত্রে চ (ব্রহ্মনোহপি জনকায়) তে তুভ্যং কস্মাৎ [হেতোঃ] ন নমেরন্ (ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ); সৎ অসৎ পরং (তাভ্যাং পরম্ অতীতং) যৎ অক্ষরং (ব্রহ্ম) তৎ ত্বম্ [এব]।।৩৭

হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর এবং ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, তোমাকে জগৎ কেন না নমস্কার করিবে? যেহেতু তুমি সৎ এবং অসৎ এই দু'য়ের এবং তাহাদেরও অতীত যে ব্রহ্ম, তাহা তুমিই।।৩৭

তাৎপর্য্য।—হে বৃহৎ আত্মা (পরমাত্মা) রূপী মহাত্মন্, হে সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডময়রূপী অনন্ত, হে গুণাদি দেবগণের ঈশ্বর, হে জগন্নিবাস অর্থাৎ শত শত জল-বুদবুদ্ যেমন জলের উপরই অবস্থিতি করিতেছে, জলই যেমন তাহাদের নিবাস-স্থল, তদ্রূপ সমগ্র জগৎও তোমারই উপর অবস্থিতি করিতেছে; একমাত্র তুমিই জগতের নিবাস-স্থল; মণিমালার মধ্যস্থিত সূতায় যেমন মণি সকল গাঁথা থাকে, সেইরূপে সমস্ত জগৎ তোমাতে (ব্রহ্মসূত্রেতে) অবস্থিত রহিয়াছে; অতএব তুমিই জগন্নিবাস। তুমি ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মা (৩য় অঃ ১০ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); তুমি সকলেরই আদি, তাই তোমাকে সমুদয় জগৎই নমস্কার করিবে। আর আজ্ঞাচক্রস্থিত স্থির প্রাণরূপ সৎও তুমি এবং তন্নিম্নস্থিত চঞ্চল প্রাণরূপ অসৎও তুমি এবং এই দু'য়ের অতীত প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণরূপ (আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধস্থিত) যে স্থির ব্রহ্ম, তাহাও তুমি।।৩৭

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।।৩৮

হে অনন্তরূপ, ত্বম্ আদিদেবঃ (দেবানামাদিঃ) [যতঃ] পুরাণঃ (অনাদি) পুরুষঃ; ত্বম অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (লয়স্থানং); [তথা] বেত্তা (জ্ঞাতা), বেদ্যং (জ্ঞাতব্যং), পরঞ্চ ধাম (বৈষ্ণবং পদম্), ত্বয়া বিশ্বং ততম্ (ব্যাপ্তম্)।।৩৮

হে অনন্তরূপ, তুমি দেবগণের আদি; যেহেতু তুমি অনাদি পুরুষ; তুমি এই বিশ্বের লয়স্থান এবং জ্ঞাতা; জ্ঞাতব্য ও পরমধাম (বিষ্ণুপদ) তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ।৩৮

তাৎপর্য্য।—হে অনন্তপ্রকার রূপধারী, তুমি বায়ুরূপী দেবগণের আদি; যেহেতু ৪৯ বায়ুর উৎপত্তি তোমা হইতেই; তোমার আদি কিছুই নাই; কারণ, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের লয়স্থান; কেননা, যাহা কিছু সব তোমাতেই (ব্রহ্মেতেই) মিশিয়া লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। তুমিই জ্ঞাতা অর্থাৎ সমস্ত বিদিত আছ; তুমিই জ্ঞাতব্য (অর্থাৎ জানিবার বস্তু); যেহেতু তোমাকে জানিলে আর জানার কিছু বাকী থাকে না; তুমিই পরমধাম; কারণ পরমাত্মরূপী তোমাতে মনের অবস্থিতি হইলে সে স্থিতির আর শেষ নাই; তাই তুমিই বিষ্ণুপদ। তুমি সর্ব্বব্রহ্মময়রূপে জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছ।৩৮

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।।৩৯

ত্বং বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিঃ, প্রপিতামহশ্চ; [অতঃ] তে (তুভ্যং) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রশঃ) নমঃ নমঃ অস্তু; পুনশ্চ (পুনরপি) [সহস্রকৃত্বঃ] নমঃ [অস্তু]; ভূয়োঽপি (পুনরপি) [সহস্রকৃত্বঃ] নমঃ নমঃ [অস্তু ইতি শেষঃ]।।৩৯

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, শশাঙ্ক, প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ; তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় সহস্রবার নমস্কার, আবারও সহস্রবার নমস্কার।।৩৯

তাৎপর্য্য।—তুমি প্রাণ, অপান ইত্যাদি-রূপ বায়ু, তুমি [১০ম অঃ ২৯শ শ্লোকোক্তরূপ] যম এবং তুমি [ঐ শ্লোকোক্তরূপ] বরুণ; তুমিই নাভিচক্রস্থিত অগ্নি এবং তুমিই শশাঙ্ক অর্থাৎ ১০ম অঃ ২১শ শ্লোকোক্তরূপ চন্দ্র; তুমি প্রজাপতি (৩য় অঃ ১০ম শ্লোকে প্রজাপতি দ্রষ্টব্য), তুমি ব্রহ্মারও আদি অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই ব্রহ্মা, তাই তুমি প্রপিতামহ; তোমাকে সহস্রবার ওঁকার ক্রিয়া পূর্ব্বক নমস্কার করিতেছি; ঐ ক্রিয়া বারংবার করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাই পুনরায় সহস্রবার নমস্কার করিতেছি; উক্ত ক্রিয়া যতই করিতেছি, ততই আনন্দ বাড়িতেছে; একারণ আবারও [উপরিউক্তরূপে] সহস্রবার নমস্কার করিতেছি।।৩৯

নমঃপুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।।৪০

হে সর্ব্ব (সর্ব্বাত্মন্) তে (তুভ্যং) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) নমঃ; তে (তব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাসু দিক্ষু) এব নমঃ অস্তু; হে অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং [বিশ্বং] সমাপ্নোষি (ব্যাপ্নোষি); ততঃ (তস্মাৎ) ত্বং সর্ব্বঃ (সর্ব্বস্বরূপ) অসি।।৪০

হে সর্ব্বাত্মন, তোমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার। তোমার সকল দিকেই নমস্কার; হে অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রম তুমি সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ; অতএব তুমি সর্ব্বস্বরূপ।।৪০

তাৎপর্য্য।—হে সর্ব্বজীবের আত্মা, তোমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে নমস্কার অর্থাৎ ওঁকার-ক্রিয়া দ্বারা সম্মুখদেশ হইতে বায়ুকে চালিত করিয়া লইয়া গিয়া পশ্চাদ্দিকে মিলিত করিয়া দেওয়ারূপ উভয় দিকে নমস্কার; তোমার সকল দিকে নমস্কার অর্থাৎ দ্বিতীয় ওঁকারের প্রক্রিয়ারূপে বারংবার সম্মুখস্থ বায়ুকে পশ্চাতে মিলিত করিয়া দেওয়ারূপ সকল দিকে নমস্কার। হে অনন্তবীর্য্যরূপ অসীম পরাক্রমশালী (তোমার জ্যোতির্ম্ময়রূপ বীর্য্যের অন্ত নাই, তাই অনন্তবীর্য্য); তোমার অশেষ বিক্রম; তুমি ব্রহ্মময়রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছ, একারণ তুমি সর্ব্বস্বরূপ।।৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি।।৪১
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্।।৪২

তব মহিমানম্ ইদং (বিশ্বরূপং) চ অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন অপি বা, সখা ইতি মত্বা, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা (সখে) ইতি প্রসভং (হঠাৎ তিরস্কারেণ) যৎ উক্তং, হে অচ্যুত, বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ (পরোক্ষঃ) অথবা তৎসমক্ষম্ (প্রত্যক্ষম্) অপি অবহাসার্থং (পরিহাসার্থং) যৎ অসৎকৃতঃ অসি, অহম্ অপ্রমেয়ং (অচিন্ত্যপ্রভাবং) ত্বাং তৎ [সর্ব্ব] ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি)।।৪১-৪২

তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদ-বশতঃ বা প্রণয়-বশতঃ সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি হঠাৎ তিরস্কার-ভাবে যাহা বলিয়াছি, হে অচ্যুত, বিহার-শয়ন-উপবেশন ও ভোজনকালে যখন অনুপস্থিত তোমাকে বা সাক্ষাৎ উপস্থিত তোমাকে পরিহাসার্থ যে অনাদর করিয়াছি তুমি অচিন্ত্যপ্রভাব, তোমার নিকট তাহার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।।৪১-৪২।।

তাৎপর্য্য।—তোমার মহিমারূপ এই যে অলৌকিক তত্ত্ব অর্থাৎ বিশ্বরূপ-দর্শন যোগের যে এই নিগূঢ় রহস্য, ইহা পূর্ব্বে না জানা হেতু আমি ভ্রম-মদে প্রকৃষ্টরূপ মত্ত হইয়া এবং বাহ্য-প্রণয়-বশতঃ তোমাকে সাধারণভাবে সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি ভাবে অনেক সম্বোধন ব্যক্ত করিয়াছি; (তোমার এই মহিমা না জানাই তাহার কারণ) অর্থাৎ তুমি যে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, উপাধি-রহিত এবং বর্ত্তমান মনের অতীতরূপ অচিন্ত্য-প্রভাব, আমি তাহা জানিতে পারি নাই বলিয়াই তোমায় যখন যাহা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে, সেই মত কতবিধ উপাধিতে সম্বোধন করিয়াছি (যেন হঠাৎ তিরস্কারের মতন); হে অচ্যুত (অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়রূপ বীর্য্যের স্খলন নাই বলিয়া অচ্যুত) আহার-বিহারাদিকালে তোমাকে আমি অনাদর করিয়াছি অর্থাৎ পূর্ব্বে তোমার অলৌকিক তত্ত্ব উপলব্ধি হয় নাই বলিয়া, তোমার উপস্থিতি (সদা বর্ত্তমানতা) অনুভব করিতে পারি নাই; তাই তখন [থাকতে-নেই-বৎ হইয়া] অনুপস্থিত তোমাকে পরিহাসাদিতে মত্ত হইয়া (আমিই খাইতেছি, আমিই শুইতেছি এইরূপে অহং-সর্ব্বস্ব জ্ঞানে) কতই অনাদর করিয়াছি এবং সাক্ষাৎ-উপস্থিত তোমাকেও কত অনাদর করিয়াছি অর্থাৎ যে সময় তোমার আত্ম-চৈতন্যরূপ সাক্ষাতে (সম্মুখে) উপস্থিত দেখিয়াছি, তখনও বিশেষ গ্রাহ্যরূপে যত্ন না করিয়া অনাদরই করিয়াছি। তুমি অপ্রমেয় অর্থাৎ তোমার ঐ রূপের সদৃশ আর অপর কিছুই নাই, আমি তব সমীপে [উপরিউক্ত অপরাধ সকলের জন্য] ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।।৪১-৪২।।

পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো
লোকত্রয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাব।।৪৩

হে অপ্রতিমপ্রভাব, ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা অসি, [অতএব] পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ, গরীয়াংশ্চ (গুরোরপি গুরুতরশ্চ) অসি; অতঃ লোকত্রয়েহপি ত্বৎসমঃ (ত্বৎসদৃশঃ) ন অস্তি, অন্যঃ অত্যধিকঃ (ত্বত্তোহধিকং) কুতঃ (কুত্র) [স্যাৎ]।।৪৩

হে অতুল্য-প্রভাব, তুমি এই চরাচর লোকের পিতা; অতএব পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও গুরু; ত্রিলোকেও তোমার সমান কেহই নাই; তোমা অপেক্ষা অধিক কোথা?।।৪৩

তাৎপর্য্য।—হে তুলনা-রহিত প্রভাবশালী, তুমি পশুপক্ষী মনুষ্যাদি সমুদয় চরাচরেরই পিতা; যেহেতু (পিতা হ বৈ প্রাণঃ) তোমা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন; তুমিই সকলের আদি; অতএব পূজ্য গুরু (আচার্য্যো হ বৈ প্রাণঃ) অর্থাৎ তুমিই পূজার বস্তুরূপ পূজ্যগুরু, পূজা অর্থে সংবর্দ্ধনা অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে প্রাণের স্থিতির বৃদ্ধি করাই সংবর্দ্ধনা এবং ইহাই প্রকৃত পূজা; তোমার (প্রাণের) আরাধনার নামই প্রকৃত পূজা বলিয়া; তাই তুমিই (প্রাণই) সকলের পূজ্যগুরু এবং গুরুরও গুরু অর্থাৎ (প্রাণস্য প্রাণঃ) প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণরূপী পরমাত্মাও তুমিই; ত্রিলোকে তোমার মতন অপর কেহ নাই (যেহেতু তুমিই বৃহৎরূপ ব্রহ্ম তোমাময়ই জগৎ); সুতরাং তোমার চেয়ে বেশী আর কি আছে?।।৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্।।৪৪

হে দেব, তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় (দণ্ডবৎ স্থাপয়িত্বা) প্রণম্য ঈড্যম্ (স্তুত্যম্) ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে; পুত্রস্য [অপরাধং] পিতা ইব, সখ্যুঃ [অপরাধং] সখা ইব, [প্রিয়স্য অপরাধং] প্রিয়ায় (প্রিয়ার্থং) প্রিয়ঃ [ইব] সোঢুম্ অর্হসি।।৪৪

হে দেব, অতএব আমি দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া স্তুত্য ঈশ্বর তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের অপরাধ, সখা মিত্রের অপরাধ এবং প্রিয়ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়ব্যক্তির অপরাধ প্রিয়ার্থ সহ্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমার অপরাধ সহ্য কর।।৪৪

তাৎপর্য্য।—হে দেব (আকাশরূপী শূন্য ব্রহ্ম), আমি দণ্ডবৎ হইয়া (শরীরকে নিঃশেষরূপে স্থির করিয়া লাঠির ন্যায় সিধা করিয়া) [ওঁকার-ক্রিয়াযোগ দ্বারা] তোমাকে প্রণাম করিতেছি; এখন তুমি প্রসন্ন হও অর্থাৎ এই বিশাল ভয়ঙ্কররূপ পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রসন্ন মূর্ত্তিতে অবস্থিত হও; পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, সখা যেমন মিত্রের অপরাধ সহ্য করেন এবং প্রিয়ব্যক্তি যেমন তাঁহার প্রিয়ব্যক্তির অপরাধ সহ্য করেন, সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ সহ্য কর অর্থাৎ তুমিই সকলের পিতা, তুমিই সকলের সখা এবং তুমিই সকলের প্রিয়ব্যক্তি; একারণ অপরাধ সকল সহ্য কর।।৪৪

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোহস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।।৪৫

হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্বং [তব রূপং] দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ (হৃষ্টঃ) অস্মি, [তথা] ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং (প্রচলিতম্); [তস্মাৎ] তৎ রূপম্ এব মে দর্শয়; হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসীদ।।৪৫

হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি, অথচ ভয়ে আমার মন অস্থির হইতেছে; অতএব তোমার সেইরূপ আমায় দেখাও; হে দেব, হে জগন্নিবাস প্রসন্ন হও।।৪৫

তাৎপর্য্য।—হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্ব [পূর্ব্বে কখন দেখি নাই বলিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব] তোমার এই মহৎ রূপ দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইতেছি, অথচ ভীতও হইতেছি; ভয়ে মন স্থির থাকিতেছে না; অতএব তোমার পূর্ব্বেকার রূপ (ইতি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি সেইরূপ) আমায় দেখাও; হে জগন্নিবাস (২৫শ শ্লোকে জগন্নিবাস দ্রষ্টব্য), প্রসন্ন হও।।৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে।।৪৬

অহং [যথা পূর্ব্বং দৃষ্টবান্] তথা এব ত্বাং কিরীটিনং গদিনং (গদাবন্তং) চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি; হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্ত্তে (ইদং রূপম্ উপসংহৃত্য) তেনৈব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব (আবির্ভাব)।।৪৬

আমি পূর্ব্বে তোমাকে যেমন দেখিয়াছি, সেই রূপই কিরীট-গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে বিশ্বমূর্ত্তে, হে সহস্রবাহো, সেই চতুর্ভুজ রূপেই আবির্ভূত হও।।৪৬

তাৎপর্য্য।—আমি পূর্ব্বে তোমায় যেমন দেখিয়াছি, সেইরূপই (১৭শ শ্লোকোক্তরূপ) কিরীট-গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি (১৭শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); হে বিশ্বমূর্ত্তে (তোমার জ্যোতির্ম্মণ্ডলরূপ একাংশে নিখিল জগতের প্রকাশ; কূটস্থ

চৈতন্যরূপী তুমিই জগতের মানচিত্ররূপ বিশ্বমূর্ত্তি), হে সহস্রবাহো (অর্থাৎ তুমিই দেহের উর্দ্ধে সহস্রদলে অবস্থান পূর্ব্বক সহস্রাধার রূপে সকল বিষয়ের বহন ক্রিয়া করিতেছ) তুমি চতুর্ভুজ রূপেই (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিশিষ্টরূপে) আবির্ভূত হও; শঙ্খ-বিশিষ্ট অর্থাৎ সম্ শান্ত হওয়া--স্থিতি বিশিষ্ট, চক্র-বিশিষ্ট অর্থাৎ গোলাকার রূপে চক্রাকার-বিশিষ্ট, গদা-বিশিষ্ট অর্থাৎ [ব্রহ্মাণুস্বরূপে] গদার ন্যায় সর্ব্বব্যাপক। পদ্ম-বিশিষ্ট অর্থাৎ দেহস্থিত [মূলাধারাদি ছয় চক্রে] ঐ সব পদ্ম-বিশিষ্ট। তুমি সমুদয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মহান্ রূপ ত্যাগ করিয়া দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে পূর্ব্বেকার মত সেই সৌম্য মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও।।৪৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্।।৪৭

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অর্জ্জুন, তব আত্মযোগাৎ (আত্মনো যোগবনেল হেতুনা) প্রসন্নেন ময়া ইদং তেজোময়ং বিশ্বম্ (বিশ্বাত্মকম্) অনন্তম্ আদ্যঞ্চ মে পরং রূপং দর্শিতম্; যৎ (মম রূপং) ত্বদন্যেন (ত্বৎসদৃশাৎ ভক্তাদন্যেন) ন দৃষ্টপূর্ব্বম্।।৪৭

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে অর্জ্জুন, আমি তোমার যোগবল প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া আমার এই তেজোময় বিশ্বাত্মক অনন্ত এবং আদ্য পরমরূপ তোমায় দেখাইলাম, যাহা তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতীত আর কেহ ইতি পূর্ব্বে দেখে নাই।।৪৭

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন (২য় শ্লোকে শ্রীভগবান্ দ্রষ্টব্য), হে জীবভাবরূপী অর্জ্জুন, তোমার যোগবল প্রভাবে অর্থাৎ আত্ম যোগ দ্বারায় (আমার সহিত মিলিত রূপে মনকে আত্মাতে যুক্ত করায়) আমি প্রসন্ন হইয়া এই পরমরূপ তোমায় দেখাইলাম অর্থাৎ তুমি আমাকে (প্রাণকে) স্থির করারূপ প্রসন্ন করার জন্য প্রসন্নচিত্তরূপ স্থির-চিত্তের অবস্থায় আমার এই তেজোময় জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত অনন্ত এবং আদি পরমাত্মরূপ দেখিতে পাইলে; ইহা তুমি ভিন্ন আর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই অর্থাৎ জীবভাবরূপ তুমিই (আত্মার সহিত মিলিত রূপ জীবঃ শিবঃ অবস্থায়) ইহা দেখিতে পাইলে, তদ্ব্যতীত পশুভাবাপন্ন চঞ্চল ব্যক্তিগণ কেহই পূর্ব্বে ইহা দেখে নাই, অর্থাৎ উপরিউক্তরূপ অবস্থা প্রাপ্তির আগে কেহই ইহা দেখে নাই।।৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্নতপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর।।৪৮

হে কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যায়নৈঃ ন দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিঃ (অগ্নিহোত্রাদিভিঃ) ন চ উগ্রৈঃ তপোভিঃ (চান্দ্রায়ণাদিভিঃ) এবং রূপঃ অহং ত্বদন্যেন নৃলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ।।৪৮

হে কুরুপ্রবীর, না বেদের দ্বারা, না যজ্ঞের দ্বারা, না অধ্যয়নের দ্বারা, না দানের দ্বারা, না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা, না চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যার দ্বারা আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন মনুষ্যলোকে কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না।।৪৮

তাৎপর্য্য।—হে কুরুপ্রবীর—কুরু অর্থে করা, প্রবীর অর্থে উত্তম, —শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক প্রাণের কার্য্য উত্তমরূপে নিষ্পাদিত হইতেছে (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকে মহাবাহো সম্বোধনের অর্থ দ্রষ্টব্য), একারণ কুরুপ্রবীর সম্বোধনে বলিতেছেন; [জীবঃ শিবরূপী] তুমি ভিন্ন নরলোকে কেহই এই বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হয় না; না বেদ দ্বারা, না যজ্ঞ-তপস্যাদি দ্বারা, এইরূপ লৌকিক কোন কর্ম্মের দ্বারাই দেখিবার সামর্থ্য হয় না, অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া তোমার ন্যায় জীব শিব ভাব প্রাপ্তি ব্যতিরেকে এই বিশ্বরূপ নরলোকমধ্যে কেহই দেখিতে সমর্থ হয় না।।৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য।।৪৯

ঈদৃক ঘোরং মম রূপং দৃষ্টা তে ব্যথা মা [অস্তু], বিমূঢ়ভাবশ্চ [মা অস্তু] ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়ঃ) প্রীতমনাশ্চ [সন্] পুনঃ ত্বং মে (মম) ইদং তৎ রূপম্ এব প্রপশ্য।।৪৯

আমার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা যেন না হয়; বিমূঢ়ভাবও যেন না হয়; ভয়হীন ও প্রীতমনা হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই সেই রূপই দেখ।।৪৯

তাৎপর্য্য।—আমার এই ভয়ঙ্কর মহান্ রূপ দর্শন করিয়া তোমার যেন কোন আতঙ্ক না হয় এবং বিশেষরূপ মূঢ়ভাবও যেন না হয়; ভয় ত্যাগ করিয়া প্রীতি মনে তুমি আমার সেই আগেকার রূপই দেখ।।৪৯

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্তা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা।।৫০

সঞ্জয় উবাচ। বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্তা ভূয়ঃ তথা (কিরীটাদিযুক্তং) স্বকং (স্বীয়ং) রূপং দর্শয়ামাস; সৌম্যবপুঃ ভূত্বা মহাত্মা পুনঃ ভীতম্ (বিশ্বরূপদর্শনভীতম্) এনম্ আশ্বাসয়ামাস চ।।৫০

সঞ্জয় কহিলেন। বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই বলিয়া আবার সেই স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নমূর্ত্তি হইয়া বিশ্বরূপ দর্শনভীত অর্জ্জুনকে পুনরায় আশ্বাসিত করিলেন।।৫০

তাৎপর্য্য।—সঞ্জয় কহিলেন—অর্থাৎ দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অন্ধ মনের সমীপে ব্যক্ত হইল। বাসুদেব—(১০ম অঃ ৩৭শ শ্লোকে বাসুদেবের অর্থ দ্রষ্টব্য) জীব চৈতন্য অর্জ্জুনকে [পূর্ব্বশ্লোকোক্ত] এই কথা বলিয়া মহান্‌রূপ ত্যাগ করিয়া আবার সেই স্বীয়মূর্ত্তি (স্থির সৌম্যমূর্ত্তি) দেখাইলেন; মহাত্মা (পরমাত্মা) শ্রীকৃষ্ণ (৬ষ্ঠ অঃ ৩৪শ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ পদের অর্থ দ্রষ্টব্য) প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিশ্বরূপদর্শনে ভয়প্রাপ্ত অর্জ্জুনকে আশ্বাসিত করিলেন।।৫০

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ।।৫১

অর্জ্জুন উবাচ। হে জনার্দ্দন, তব ইদং সৌম্যং (মানুষং রূপং দৃষ্টা ইদানীম্ অহং সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্তঃ), সংবৃত্তঃ (জাতঃ) অস্মি; প্রকৃতিং (স্বাস্থ্যং) [চ] গতঃ [অস্মি]।।৫১

অর্জ্জুন কহিলেন। হে জনার্দ্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষ-মূর্ত্তি দেখিয়া এক্ষণে আমি প্রসন্নচিত্ত এবং স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইলাম।।৫১

তাৎপর্য্য।—হে জনার্দ্দন (৩য় অঃ ১ম শ্লোকে দ্রষ্টব্য); তোমার এই শান্ত মানুষ-মূর্ত্তি অর্থাৎ আত্ম-চৈতন্যরূপ [এই আত্মাই জীবের জীবনত্ব বা মনুষ্যত্বরূপ, এই জীবনটি বর্ত্তমানেই দেহে বর্ত্তমান, ইহার অবর্ত্তমানে সকলই লয়প্রাপ্ত; একারণ আত্ম-চৈতন্যরূপীই মনুষ্য-পদবাচ্য] ইহা দর্শন করিয়া এখন আমি চৈতন্য প্রাপ্ত ও সুস্থ হইলাম অর্থাৎ এতক্ষণ মহান্ বিশ্বরূপ দর্শনে দিশাহারা হইয়া মন যেন চেতনা

রহিত হইয়াছিল, এখন চৈতন্য-প্রাপ্তিরূপে আমার মন মনেতে আসিল এবং আমি সুস্থতা বোধ করিলাম।।৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।৫২

শ্রীভগবান্ উবাচ। মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং যং রূপং দৃষ্টবান্ অসি, দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।।৫২

শ্রীভগবান্ কহিলেন। আমার এই সুদুর্দ্দর্শ যে রূপ দেখিলে, দেবগণও সদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী।।৫২

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন। আমার এই সুদুর্দ্দর্শরূপ (অর্থাৎ যাহা বড় দুঃখে দেখা যায়) ইহা যে দেখিলে, দেবগণও সদা এই রূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ যাঁহারা দেবলোকরূপ আকাশে (আজ্ঞাচক্রে) স্থিতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তাঁহারাও সর্ব্বদা এই বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষী।।৫২

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।৫৩

মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি, ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, ন চ ইজ্যয়া (যজ্ঞেন) এবংবিধঃ অহং দ্রষ্টুং শক্য।।৫৩

আমাকে যেরূপ দেখিলে, না বেদদ্বারা, না তপস্যাদ্বারা, না দান দ্বারা, না যজ্ঞদ্বারা ঈদৃশ আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়।।৫৩

তাৎপর্য্য।—আমাকে যেরূপ দেখিলে বেদপাঠ করিয়া, তপস্যা করিয়া, দান করিয়া, যজ্ঞ করিয়া, যে কোন লৌকিক কর্ম্মদ্বারা আমাকে এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না।।৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুংঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।।৫৪

হে পরন্তপ অর্জ্জুন, অনন্যয়া ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ অহং তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ [তাদাত্ম্যেন] প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ।।৫৪

হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার প্রতি অনন্যভক্তি দ্বারা এবংবিধ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে ও দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।।৫৪

তাৎপর্য্য।—হে পরন্তপ (পরান শত্রূন—তাপয়তি—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদমনকারী), আমার প্রতি অনন্য-ভক্তি দ্বারা (অপর কোন চিন্তা-রহিত হইয়া একমাত্র আত্মধ্যানেতেই সদা মগ্ন থাকিয়া) এবংবিধ আমাকে (বিশ্বরূপী আত্মাকে) প্রকাশভাবে দেখিতে ও জানিতে পারা যায় এবং আমাতে [ঐ আত্মারূপেতে] প্রবেশ করিতে (মন সংলীন করিতে) পারা যায়।।৫৪

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।৫৫

ইতি বিশ্বরূপদর্শন-যোগঃ

হে পাণ্ডব, যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ (মৎকর্ম্মকারী), মৎপরমঃ (অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ) মদ্ভক্তঃ, (মৎপরায়ণঃ) [ইন্দ্রিয়েষু] সঙ্গবর্জ্জিতঃ সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরশ্চ সঃ মাম্ এতি (প্রাপ্নোতি)।।৫৫

হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি আমার কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, আমিই যাঁহার পরম পুরুষার্থ, যিনি আমার ভক্ত, [ইন্দ্রিয় বিষয়ে] অনাসক্ত এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনি আমাকে পান।।৫৫

তাৎপর্য্য।—হে পাণ্ডব (৬ষ্ঠ অঃ ২য় শ্লোকে পাণ্ডব দ্রষ্টব্য), যে ব্যক্তি আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী, আত্মব্রহ্মকেই যিনি পরম পুরুষ বলিয়া জানিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মে যুক্তরূপ আত্মভক্ত এবং বিষয়াদিতে আসক্তি-রহিত ও সর্ব্বভূতেই আত্মদর্শিরূপ সমদর্শী, এরূপ ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আপনাকে আপনি লয় প্রাপ্ত হন।।৫৫

ইতি বিশ্বরূপ দর্শন-যোগ

স্থির ব্রহ্মরূপ বৃহৎ কূটস্থের উপর সমুদয় নিখিল জগতের প্রকাশ ভাবই বিশ্বরূপ এবং ঐ সর্ব্ব ব্রহ্মময় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া উহাতে (ব্রহ্মেতে) তন্ময়ভাবে যুক্ত হওয়াই বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ।

ইতি একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।।১

অর্জ্জুন উবাচ। এবং (অনন্যয়া ভক্ত্যা) সততযুক্তাঃ (সদা ত্বদ্গতচিত্তাঃ) যে ভক্তাঃ ত্বাং (বিশ্বরূপং কূটস্থচৈতন্যমিতি যাবৎ) পর্য্যুপাসতে, যে চাপি অব্যক্তম্ অক্ষরং (বিনাশশূন্যং ব্রহ্মস্বরূপমিতি যাবৎ) [ত্বাং] পর্য্যুপাসতে (সমারাধয়ন্তি), তেষাং (উভয়েষাং) [মধ্যে] কে যোগবিত্তমাঃ (অতিশয়েন যোগবিদঃ)।।১

অর্জ্জুন কহিলেন। সদা ত্বদ্গতচিত্ত যে সকল ভক্ত, তোমার (তেজোময় অক্ষর রূপের) উপাসনা করেন আর যাঁহারা অব্যক্ত অবিনাশীর (ব্রহ্মস্বরূপ তোমার উপাসনা করেন, তাহাদের (উভয়বিধ সাধকের) মধ্যে কাহারা অতিশয় যোগবিৎ।।১

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন। (১০ম অঃ ১২শ শ্লোকে অর্জ্জুন পদের অর্থ দ্রষ্টব্য), এইরূপভাবে সদা বিভোর চিত্তে যে সকল ভক্ত, আজ্ঞাচক্রস্থিত তোমার তেজোময় কূটস্থ চৈতন্য রূপের উপাসনা করেন আর যাঁহারা তোমার অব্যক্ত অবিনাশী রূপের আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধস্থিত (রূপাতীত নিরঞ্জনম্) ঐ স্থির ব্রহ্মস্বরূপের (তোমার ঐ পরম গোপনীয় রূপের) উপাসনা করেন এই উভয়ের মধ্যে কাহারা অতিশয় যোগবিৎ।।১

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।২

শ্রীভগবান্ উবাচ। ময়ি মনঃ আবেশ্য (একাগ্রং কৃত্বা) নিত্যযুক্তাঃ (সদৈব মদর্পিতপ্রাণাঃ) [সন্তঃ] পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া) শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (মুক্তাঃ) [সন্তঃ] যে মাম্ উপাসতে (আরাধয়ন্তি), তে মে (মম) মতাঃ (অভিমতাঃ) যুক্ততমাঃ।।২

শ্রীভগবান্ কহিলেন। আমাতে মন একাগ্র করিয়া সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া এবং পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম (প্রধান) যোগী।।২

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন (২য় অঃ ২য় শ্লোকে শ্রীভগবান্ দ্রষ্টব্য); যাঁহারা আমাতে (জ্যোতির্ম্ময় আত্মাতে) মন একাগ্র করিয়া সর্ব্বদা উহাতে যুক্ত থাকিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম যোগী।।২

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।।৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।।৪

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়-সমূহং) সংনিয়ম্য অনির্দ্দেশ্যম্ (অনির্ব্বচনীয়ম্) অব্যক্তং সর্ব্বত্রগম্ (সর্ব্বব্যাপিনম্) অচিন্ত্যম্ (চিন্তাতীতং) অচলং (স্থিরম্) [অতএব] ধ্রুবম্ (নিত্যম্) অক্ষরং (অবিনাশি) কূটস্থম্ (সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়ামেক রূপম্) পর্য্যুপাসতে, সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ তে মামেব প্রাপ্নুবন্তি।।৩-৪।।

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ সম্যক্রূপে সংযত করিয়া অনির্ব্বচনীয়, রূপাদিবিহীন, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, স্থির সুতরাং নিত্য অবিনাশী কূটস্থের উপাসনা করেন, সকল ভূতের হিতকারী তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন।।৩-৪।।

তাৎপর্য্য।—সর্ব্বত্রই সমান বোধ অর্থাৎ একমাত্র আত্মময় ভাব যাঁহাদের হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিগণ যে ইন্দ্রিয় সকলকে সম্যক্রূপে বশীভূত করিয়া, অনির্ব্বচনীয়, রূপাতীত, সর্ব্বব্যাপী, স্থির ব্রহ্মস্বরূপ অবিনাশী কূটস্থের (আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধস্থিত স্থির ব্রহ্মের) উপাসনা করেন, সকল ভূতের হিতকারী সেই ব্যক্তিরাও আমাকেই প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ অর্জ্জুনের ১ম শ্লোকোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ২য় শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা আত্মধ্যানে রত থাকিয়া আমার ঐ জ্যোতির্ম্ময় রূপের উপাসনা করেন, তাঁহারাই যুক্ততম যোগী, তাহার পর এই শ্লোকে বলিলেন, যাঁহারা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে আত্মায় অতীত পরমাত্মারূপী অবিনাশী কূটস্থের উপাসনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হন (কিন্তু আত্মরূপী জ্যোতির্ম্ময় ঐ কূটস্থের উপাসনা না করিয়া তদূর্দ্ধস্থিত পরমাত্মা রূপের (ঐ স্থির ব্রহ্মের) উপাসনা ক্লেশদায়ক, এই হেতু অগ্রে (২য় শ্লোকে) ঐ কূটস্থ উপাসনাতে যুক্ততার বিষয়েই বলিলেন) পরবর্তী শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৩-৪।।

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।৫

তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (অব্যক্তে আসক্তং চেতঃ যেষাং) [সিদ্ধিপ্রাপ্তিবিষয়ে] অধিকতর ক্লেশঃ (ভবতি); হি (যতঃ) অব্যক্তা (অব্যক্তবিষয়া) গতিঃ (নিষ্ঠা) দেহবদ্‌ভিঃ (শরীরিভিঃ) দুঃখং (যথা স্যাৎ তথা) অবাপ্যতে (লভ্যতে)।।৫

অব্যক্তে যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের (সিদ্ধি প্রাপ্তি বিষয়ে) অধিকতর ক্লেশ হয়; যেহেতু অব্যক্ত-বিষয়ক নিষ্ঠা মনুষ্যগণ দুঃখে লাভ করিয়া থাকে।।৫

তাৎপর্য্য।—কূটস্থের উর্দ্ধস্থ অব্যক্ত স্থানে যাঁহাদের মন আসক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ করিতে অধিকতর ক্লেশ হয়; কেননা অব্যক্ত স্থানে নিষ্ঠা (নিঃশেষরূপ স্থিতি) দুঃখে লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ ২য় শ্লোকে অগ্রে যে বিষয়টিতে যুক্ততা সম্বন্ধে বলিলেন, ঐটিতে প্রথমে যুক্ত হইতে না পারিলে, অব্যক্ত স্থানে স্থিতি লাভ করিতে বিলম্ব হইয়া থাকে, আর প্রথমে ঐ কূটস্থ স্থানে যুক্ত থাকিলে অব্যক্ত স্থিতি সহজে হইয়া থাকে; কোনও উচ্চ স্থানে উঠিতে হইলে যেমন প্রথমের ধাপ আগে ছাড়িয়া তদূর্দ্ধধাপে পদক্ষেপ ঠিক নহে, উহা ক্লেশদায়ক ও উর্দ্ধে উঠিতে বিলম্ব ঘটাইয়া থাকে, এস্থানেও সেই কথাই বলিতেছেন।।৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।৭

যে তু অনন্যেন (ন বিদ্যতে অন্যঃ ভজনীয়ঃ যস্মিন্ তেন) এব যোগেন (ভক্তিযোগেন) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্ত (সমর্প্য) মৎপরাঃ [ভূত্বা] মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে, হে পার্থ অহং ময়ি আবেশিতচেতসাং (ময্যর্পিতচিত্তানাং) তেষাং মৃত্যু-সংসারসাগরাৎ (মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাৎ) ন চিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি।।৬-৭।।

কিন্তু যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, হে পার্থ, আমি মৃত্যুযুক্ত সংসারসমুদ্র হইতে শীঘ্রই আমাতে নিবেশিত-চিত্ত তাঁহাদিগের উদ্ধারকারী হই।।৬-৭।।

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা আমাতেই মাতোয়ারারূপ একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করেন— অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় অবস্থিত হন, সেই আত্মপরায়ণগণ আমাকে (আত্মাকে) ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন (২য় অঃ ৪২শ হইতে ৪৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ ১৭২৮ বার উত্তম প্রাণকর্ম্ম দ্বারা আত্ম-চিন্তারূপ ধ্যান করেন, হে পার্থ (২য় অঃ ৩২শ শ্লোকে পার্থ শব্দের অর্থ লেখা হইয়াছে), আমি মৃত্যুযুক্ত সংসারসমুদ্র হইতে শীঘ্রই তাঁহাদের উদ্ধারকারী হই অর্থাৎ কর্ম্মের মধ্যাবস্থার স্রোতে পড়িয়া তাঁহাদের আর হাবুডুবু খাইতে হয় না, কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতি লাভ করিয়া আগম-নিগমরূপ যাতায়াত রহিত হইয়া তাঁহাদের উর্দ্ধে স্থিতিরূপ উদ্ধার হয়।।৬-৭।।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ।।৮

ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব (স্থিরীকুরু); ময়ি [ব্যবসায়াত্মিকাং] বুদ্ধিং নিবেশয়; [এবং কুর্ব্বন্] অতঃ উর্দ্ধং [উর্দ্ধদেশে] ময়ি এব নিবসিষ্যসি (নিবৎস্যসি) [অত্র] সংশয়ঃ ন [অস্তি]।।৮

আমাতেই মনঃস্থির কর; আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর; তাহা হইলে উর্দ্ধদেশে আমাতেই থাকিবে (ইহাতে) সংশয় নাই।।৮

তাৎপর্য্য।—আমাতেই (আত্মাতেই) মনঃস্থির কর; আত্ম-বিষয়েই বুদ্ধি নিবেশ কর; তাহা হইলে উর্দ্ধে (কূটস্থে) মনের স্থিতি হইয়া আমাতেই (ব্রহ্মেতেই) থাকিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।।৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।।৯

হে ধনঞ্জয়, অথ (যদি) ময়ি চিত্তং স্থিরং [যথা স্যাৎ তথা] সমাধাতুং (ধারয়িতু) ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন (সদ্‌গুরূপদিষ্টেন উপায়েন) মাম্ আপ্তুম্ (প্রাপ্তুম্) ইচ্ছ (প্রযত্ন কুরু)।।৯

হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির ভাবে রাখিতে না পার, তবে অভ্যাস যোগ দ্বারা অর্থাৎ সদ্‌গুরূপদিষ্ট উপায় দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে প্রযত্ন (দৃঢ় চেষ্টা) কর।।৯

তাৎপর্য্য।—হে ধনঞ্জয় (১০ম অঃ ২৩শ শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় ধনঞ্জয় পদের অর্থ লেখা হইয়াছে), যদি আমাতে মন স্থির করিতে না পার, তবে সদ্‌গুরুর উপদেশমতে [ষষ্ঠাধ্যায়োক্ত] যোগের অভ্যাসে রত থাকিয়া, আমাকে পাইবার জন্য প্রযত্ন কর, অর্থাৎ তুমি যখন বিশ্বরূপদর্শনে সমর্থ হইয়াছ, তখন আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে অসমর্থ হইবে না; তথাপি যদি আপনাকে সামর্থ্যহীন বিবেচনা কর, তবে যোগাভ্যাসে রত থাক।।৯

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।।১০

[যদি পুনঃ] অভ্যাসেহপি অসমর্থঃ অসি, [তর্হি] মৎকর্ম্মপরমঃ ভব, মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিং (মোক্ষং) অবাপ্স্যসি।।১০

আর যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে আমার কর্ম্মে নিরত হও। কেবল আমার জন্য (অর্থাৎ নিজের কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমাতে— আত্মাতে লক্ষ্য রাখিয়া) সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবে।।১০

তাৎপর্য্য।—যোগাভ্যাসে যদি অসমর্থ হও, তবে আমার (প্রাণের) অজপারূপ প্রাণকর্ম্ম যাহা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে চলিতেছে ঐ কর্ম্মে নিঃশেষরূপে রত থাক; অর্থাৎ যাহাতে একটি শ্বাসও বিনা লক্ষ্যে না যায়, এইভাবে প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই আমাকে (আত্মাকে) স্মরণ কর। যাহা কিছু কর, প্রত্যেক কর্ম্মেই যদি একমাত্র আত্মধ্যান ঠিক রাখিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেও মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।।১০

অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্ত্তুংমদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।।১১

অথ (যদি) এতৎ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ (অসমর্থঃ) অসি, ততঃ (তর্হি) মদ্‌যোগম্ (মদেকশরণত্বম্) আশ্রিতঃ [সন্] যতাত্মবান্ (সংযতচিত্তঃ) [ভূত্বা] সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগং কুরু।।১১

তাৎপর্য্য।—যদি ইহাও করিতে অসমর্থ হও, তবে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হইয়া অর্থাৎ সতত কূটস্থ চৈতন্যকে স্মরণে রাখিয়া এবং মনকে সম্যক্‌রূপে জয় করতঃ সংযতচিত্ত হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ কর অর্থাৎ সকল কর্ম্মই ফল-কামনা-রহিত ভাবে করিয়া চল।।১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।।১২

[সম্যক্ জ্ঞানরহিতাৎ] অভ্যাসাৎ (অপরোক্ষং প্রত্যক্ষং বা) জ্ঞানং শ্রেয়ঃ; (তদ্রূপাৎ) জ্ঞানাৎ (প্রত্যক্ষবিষয়স্য) ধ্যানং বিশিষ্যতে; (বিশিষ্টং ভবতি) ধ্যানাৎ [উক্তলক্ষণঃ] কর্ম্মফল ত্যাগঃ [শ্রেষ্ঠঃ]; [উক্তরূপাৎ] ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ [ভবতি]।।১২

[সম্যক্ জ্ঞান-রহিত] অভ্যাস হইতে [প্রত্যক্ষ] জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; [প্রত্যক্ষ] জ্ঞান হইতে [প্রত্যক্ষ বিষয়ের] ধ্যান শ্রেষ্ঠ; [উক্তরূপ] ধ্যান হইতে [কথিতরূপ] কর্ম্মফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; [এইরূপ ত্যাগ] হইতে শীঘ্রই শান্তি হইয়া থাকে।।১২

তাৎপর্য্য।—[এর কয়েকটি শ্লোকে জ্ঞান, ধ্যান, ত্যাগ ও শান্তির বিষয় বলিতেছেন] আত্মাকে জানিবার জন্য আত্মকর্ম্মের যে অভ্যাস করা হয়, ঐ অভ্যাস হইতে আত্মাকে সাক্ষাৎ করারূপ (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করারূপ) জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এই আত্মদর্শনরূপ জ্ঞান অপেক্ষাও আমার ধ্যান শ্রেষ্ঠ; অর্থাৎ আত্মাকে উপরিউক্তরূপে সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ) করিয়া পরে ১৭২৮ উত্তম প্রাণকর্ম্মদ্বারা ঐ আত্মার ধ্যান (এবং সদা চিন্তাকরা-রূপ ধ্যান করা) শ্রেষ্ঠ; এইরূপ ধ্যান অপেক্ষা সকল কর্ম্মের ফল-ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; (অর্থাৎ আমিও কিছু নহি, আমারও কিছু নহে—এইরূপ ভাবে সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ করা শ্রেষ্ঠ); এইরূপ ত্যাগ (অর্থাৎ ইচ্ছা রহিত) ভাব হইতে শীঘ্র শান্তি লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ আমি-আমার-রহিত ভাব হইয়া ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ শান্তি লাভ হইয়া থাকে (৮ম অঃ ৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।১২।।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৪

সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ, করুণঃ (কৃপালুঃ) এব চ, নির্ম্মমঃ (মমত্ববর্জ্জিতঃ) নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখঃ (সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ) ক্ষমী (ক্ষমাশীলঃ) সততং (সদা) সন্তুষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা (সংযতচিত্তঃ), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়ঃ মদ্‌বিষয়কঃ নিশ্চয়ো যস্য সঃ) ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [এবংভূতঃ] যঃ মদ্‌ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ।। ১৩-১৪।।

সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র ও কৃপালু, মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখদুঃখে-সমভাব, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, মদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য ও আমাতে মনোবুদ্ধি-সমর্পণকারী (এরূপ) যে আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।।১৩-১৪।।

তাৎপর্য্য।—কোন জীবেই যাঁহার দ্বেষ নাই, মিত্রতা ও কৃপালুস্বভাবযুক্ত, 'আমি আমার' ইত্যাকার জ্ঞানশূন্যরূপ মমত্বহীন, নিরহঙ্কার অর্থাৎ যিনি নিজে অণু হইয়া গিয়াছেন এবং দেহাদিতে যাঁহার অহংজ্ঞান নাই, সুখ ও দুঃখে যাঁহার সমান জ্ঞান অর্থাৎ দ্বন্দ্বাতীত, ক্ষমাশীল অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভে সতত যিনি সহিষ্ণুভাব সম্পন্ন, সদা-সন্তুষ্ট অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়া সদাই তৃপ্ত, যোগী অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ যোগে অবস্থিত, সংযত-চিত্ত অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা আত্মাতে থাকায় মন যাঁহার সম্যক্‌রূপ বশীভূত, মদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য অর্থাৎ মনঃস্থির করিয়া সর্ব্বদাই আত্মাতে লক্ষ্য, আমাতে মনোবুদ্ধিসমর্পণকারী অর্থাৎ যিনি মন ও বুদ্ধি স্থির করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মনের লয়রূপ অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন—

এই সকল অবস্থাপন্ন আমার যে ভক্ত, তিনি আমার প্রিয় অর্থাৎ সর্ব্বদা আত্মাতে তন্ময় থাকিয়া আপনিই আপনার প্রিয়।।১৩-১৪।।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।।১৫

যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে যশ্চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যশ্চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষ স্বস্য ইষ্টলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগঃ ভয়াদিনিমিত্তচিত্তক্ষোভঃ এতৈঃ) মুক্তঃ, সঃ মে (মম) প্রিয়।।১৫

যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রী-কাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।।১৫

তাৎপর্য্য।—যাঁহা কর্ত্তৃক লোকের কোন উদ্বেগের হেতু হয় না এবং কোন লোকের উদ্বেগের হেতুকর্ত্তৃকও যিনি উদ্বিগ্ন হন না অর্থাৎ আত্মানন্দে সদা তুষ্ট থাকিয়া উদ্বেগের কারণেও বিচলিত নহেন, আর যিনি হর্ষের বশীভূত নহেন এবং পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিচলিত অর্থাৎ কাতর নহেন, ভয় ও মনের ক্ষোভ হইতে মুক্ত, এইরূপ ব্যক্তি (পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ) আমার প্রিয়।।১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৬

অনপেক্ষঃ (সর্ব্বেষ্বব বিষয়েষু নিস্পৃহঃ); শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ), উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্যঃ) গতব্যথঃ (বিগতক্লেশঃ), সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বান্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ) [ঈদৃশঃ] যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ।।১৬

সকল বিষয় নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন, (পক্ষপাত-শূন্য), চিন্তাশূন্য এবং সঙ্কল্পশূন্য যিনি আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়।।১৬

তাৎপর্য্য।—যিনি সকল বিষয়েই নিস্পৃহ এবং যাঁহার মনে কোন ময়লা নাই, আত্মাতে মন সংযুক্ত করিয়া সদাই পবিত্রমনারূপ শুচি, আর আলস্যহীন অর্থাৎ 'আমি আমার' বোধরূপ মোহ-নিদ্রাকে জয় করিয়া যিনি সদা জাগ্রতরূপ অনলস এবং ভ্রূর উর্দ্ধে স্থিতিপ্রাপ্তিরূপ উদাসীন, আর সতত আত্মধ্যানে মগ্নতাহেতু অপর কোন চিন্তা যাঁহার নাই— এইরূপ চিন্তাশূন্য ব্যক্তি এবং যাঁহার ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই অর্থাৎ ইচ্ছা-রহিত অবস্থা প্রাপ্তিরূপ সঙ্কল্প-বিকল্পশূন্য, এই প্রকার যিনি আমার ভক্ত অর্থাৎ আত্মাতে দৃঢ় ভালবাসাযুক্ত-রূপ আত্মভক্ত, তিনি আত্মানন্দে থেকে আপনি আপনার প্রিয়রূপ আমার প্রিয়।।১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৭

যং [প্রিয়ং প্রাপ্য] ন হৃষ্যতি, [অপ্রিয়ং প্রাপ্য] ন দ্বেষ্টি, [ইষ্ট নাশে] ন শোচতি, [অপ্রাপ্তং] ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভপরিত্যাগী (পুণ্যপাপত্যাগী) যঃ ভক্তিমান্ সঃ মে প্রিয়ঃ।।১৭

যিনি [প্রিয়বস্তু পাইয়া] হৃষ্ট হন না, (অপ্রিয় বস্তু পাইয়া) দ্বেষ করেন না, [ইষ্টনাশে] শোক করেন না, [অপ্রাপ্ত অর্থ] আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি শুভাশুভ অর্থাৎ পুণ্যপাপ-পরিত্যাগী ও মদ্‌ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয়।।১৭

তাৎপর্য্য।—যিনি আত্মানন্দে সদা তুষ্ট থাকায় বাহ্য আনন্দদায়ক কোন বস্তু পাইলে উহাকে তুচ্ছজ্ঞানে ঐ দ্রব্য হেতু হৃষ্ট হন না এবং কোন অপ্রিয়কর বস্তুতেও যাঁহার দ্বেষভাব হয় না, ইষ্টনাশে শোক করেন না অর্থাৎ কিছুই কিছু নহে, যাহা হইবার হইয়া থাকে— এই ধারণায় যিনি আত্মায় মগ্ন থাকিয়া শোক পরিত্যাগ করেন, যিনি কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না, অর্থাৎ ঈশ্বর যাহা দেন তাহাতেই তুষ্ট, আর যিনি শুভাশুভ অর্থাৎ পাপপুণ্য পরিত্যাগী অর্থাৎ ভালোর ইচ্ছা এবং মন্দের ইচ্ছা— এই উভয়কে যিনি জয় করিয়াছেন, এইরূপে ইচ্ছার অতীতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যিনি পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ আত্মভক্তিমান্ তিনি (পূর্ব্বশ্লোকোক্তবৎ) আমার প্রিয়।।১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।।১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয় নরঃ।।১৯

শত্রৌ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ (একরূপঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ (নির্ব্বিকারচিত্তঃ), সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (ক্বচিদপি অনাসক্তঃ) তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী (সংযতবাক্), যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ (বাসশূন্যঃ) স্থিরমতিঃ (ব্যবস্থিত চিত্তঃ), [এবংভূতঃ] ভক্তিমান্ নরঃ মে (মম) প্রিয়ঃ।।১৮-১৯।।

শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে একরূপ, শীতোষ্ণসুখদুঃখবিকারশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনী, যাহা কিছুতেই সন্তুষ্ট, বাসস্থানহীন, স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।।১৮-১৯।।

তাৎপর্য্য।—যাঁহার শত্রু ও মিত্রে সমজ্ঞান অর্থাৎ সকলেতেই যাঁহার আত্মবোধ এবং মান ও অপমানে একরূপ অর্থাৎ সম্মানেও তুষ্ট নহেন, অপমানেও রুষ্ট নহেন;

শীত-উষ্ণ ইত্যাদির সুখ-দুঃখে বিকারশূন্য অর্থাৎ দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় থাকিয়া শীত ও উষ্ণ, সুখ বা দুঃখ বোধ রহিত, আসক্তিশূন্য, আর নিন্দাতেও দুঃখ নাই এবং প্রশংসাতেও সুখ নাই— দু'য়েতেই সমান ভাব যাঁহার; মৌনী অর্থাৎ আত্মাতে মন সংলীন হওয়ায় যাঁহার কথা কহিবার ইচ্ছা নাই; যিনি সকল অবস্থাতেই তুষ্ট, আর এই সংসারে থাকিয়াই যিনি সংসার-ত্যাগী, এইরূপ বাসস্থানহীন অর্থাৎ গৃহে থাকিয়া যিনি দেহের উর্দ্ধে (আত্ম-নারায়ণে) মনকে বসতি করাইয়াছেন— গৃহাসক্তিতে যিনি বদ্ধ নহেন, যিনি সর্ব্বদা স্থিরমনোবিশিষ্ট, এরূপ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয় অর্থাৎ আত্মাতে মগ্ন থাকায় আপনিই আপনার প্রিয়।।১৮-১৯।।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ।।২০

ইতি ভক্তি যোগঃ।

যে তু যথোক্তম্ (উক্তরূপং) ইথং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণাঃ) তে ভক্তাঃ মে (মম) অতীব (অত্যর্থং) প্রিয়াঃ।।২০

যাঁহারা উক্তবিধ এই অমৃতরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল, মৎপরায়ণ সেই ভক্তগণ আমার অতি প্রিয়।।২০

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যেমন যেমন উক্ত হইল, যাঁহারা উক্তবিধ এই অমৃতরূপ আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল সেই আত্মপরায়ণ ভক্তগণ আমার অতি প্রিয়, অর্থাৎ পরমাত্মায় স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে মগ্ন হওয়ায় অত্যন্ত প্রিয়।।২০

ইতি ভক্তি যোগ।

—অর্থাৎ—

ভক্তি অর্থে প্রেম—যোগ অর্থে মিলন; প্রাণরূপী আত্মাতে ভালবাসারূপ প্রেম দৃঢ়তর হইলে তাঁহাতে তন্ময়ভাবরূপে মিশিয়া যাওয়া বা মনের লয় হওয়া-রূপ অবস্থাই ভক্তি-যোগ।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব।।১

অর্জ্জুন উবাচ। হে কেশব, প্রকৃতিং পুরুষং চ এব, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ— এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামি।।১

অর্জ্জুন কহিলেন। হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই সকল জানিতে ইচ্ছা করি।।১

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন—হে কেশব, (২য় অঃ ৫৪তম শ্লোকে কেশব দ্রষ্টব্য) প্রকৃতি কি? পুরুষ কি? এবং ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই সকল কি তাহা জানিতে চাই।।১

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্‌বিদঃ।।২

শ্রীভগবান উবাচ। হে কৌন্তেয় ইদং (ভোগায়তনং) শরীরং ক্ষেত্রমিতি অভিধীয়তে [জ্ঞানস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ]; যঃ এতৎ বেত্তি (তত্ত্বতো জানাতি) তদ্‌বিদঃ (ক্ষেত্রজ্ঞাঃ) তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ।।২

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে কৌন্তেয় [জ্ঞানের প্ররোহ-ভূমি বলিয়া] এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, যিনি ইহাকে তত্ত্বতঃ জানেন; ক্ষেত্রবিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন।।২

তাৎপর্য্য।—কূটস্থ-চৈতন্য কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইল। হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ১৪শ শ্লোকে কৌন্তেয় পদের অর্থ লেখা হইয়াছে), এই শরীর জ্ঞানের উৎপত্তি-ভূমি বলিয়া

ইহাকে ক্ষেত্র বলে অর্থাৎ ১ম অঃ ১ম শ্লোকোক্তরূপ ধর্ম্ম, কর্ম্ম এই দেহরূপ ক্ষেত্রে হইয়া থাকে এবং ঐ কর্ম্মদ্বারা শরীররূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় (রাজর্ষি জনকরাজা নিত্য এই ক্ষেত্রই কর্ষণ করিতেন) একারণ শরীরই ক্ষেত্র-পদবাচ্য। যিনি প্রাণরূপী আত্মারূপে শরীরে অবস্থিত থাকিয়া এই দেহের তত্ত্ব সমুদয় বিদিত আছেন, ক্ষেত্রজ্ঞাত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্য্যামি পুরুষ বলিয়া জানেন।।২

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম।।৩

হে ভারত, সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং (মোক্ষহেতুত্বাৎ) মম মতম্।।৩

হে ভারত, সমুদয় ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান, [মুক্তির হেতু বলিয়া] আমার অভিমত।।৩

তাৎপর্য্য।—হে ভারত (৩য় অঃ ২৫শ শ্লোকে ভারত দ্রষ্টব্য); সর্ব্বক্ষেত্রেই অর্থাৎ দেহরূপ ক্ষেত্রমাত্রেই আমাকে (প্রাণরূপী আত্মাকে) [দেহি-স্বরূপ] ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে, কেননা সকল দেহেই দেহিরূপ আত্মা প্রাণরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং তিনিই অন্তর্য্যামি-পুরুষ; তিনি না থাকিলে দেহের অস্তিত্বই থাকে না; একারণ তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ-পদবাচ্য; ক্ষেত্রই বা কি এবং ক্ষেত্রজ্ঞই বা কে, ইহা বিদিত হওয়ারূপ যে জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) তাহাই মুক্তির হেতু।।৩

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু।।৪

তৎ ক্ষেত্রং [স্বরূপতঃ] যৎ যাদৃক্ চ [ইচ্ছাদি-ধর্ম্মকম্] যদ্বিকারি (যৈঃ ইন্দ্রিয়াদিবিকারৈঃ যুক্তং), যতশ্চ [ভবতি] যৎ চ (বিকার-সহিতেন যচ্চ ইত্যর্থঃ) সচ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ) [স্বরূপতঃ] যঃ, যৎপ্রভাবঃ চ (অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ) তৎ সমাসেন (সংক্ষেপতঃ) মে (মত্তঃ) শৃণু।।৪

সেই ক্ষেত্র (স্বরূপতঃ) যাহা, যেরূপ [ইচ্ছাদি ধর্ম্ম-বিশিষ্ট]; যে যে [ইন্দ্রিয়াদি] বিকার-যুক্ত, যাঁহা হইতে [উৎপন্ন] এবং [বিকার-সহিত] যেরূপ, আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ (স্বরূপতঃ) যাহা এবং যেরূপ [অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগে প্রভাবসম্পন্ন], তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর।।৪

তাৎপর্য্য।—সেই ক্ষেত্র কি এবং কিরূপ, কোন্ কোন্ বিকার-যুক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির গুণকর্ত্তৃক আসক্তি-রূপ যে বিকার হয়, সেই বিকারযুক্ত, ঐ ক্ষেত্র যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং বিকারযুক্ত অবস্থাই বা কিরূপ, আর ক্ষেত্রজ্ঞ কে, এবং কি প্রকার, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শুন।।৪

ঋষিভির্ব্বহুধা গীতং ছন্দোভির্ব্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্ব্বিনিশ্চিতৈঃ।।৫

[যৎ] ঋষিভিঃ (বশিষ্ঠাদিভিঃ) বহুধা গীতং (নিরূপিতম্); ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ (ব্রহ্মণঃ) সূত্রৈঃ পদৈশ্চ) [বহুধা গীতম্]; হেতুমদ্‌ভিঃ (যুক্তিমদ্‌ভিঃ) বিনিশ্চিতৈঃ (অসন্দিগ্ধপ্রতিপাদকৈঃ) বিবিধৈঃ পৃথক্ ছন্দোভিঃ (বেদৈঃ) [বহুধা গীতম্] [তৎ সংক্ষেপতঃ তুভ্যং কথয়িষ্যামি ইতি শেষঃ]।।৫

[যাহা] [বশিষ্ঠাদি] ঋষিগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিরূপিত হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র (অর্থাৎ যাহা দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপিত হন, মেরুদণ্ডস্থিত সেই সূত্র) এবং ব্রহ্মপদ (অর্থাৎ যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞান করা যায় সেই ব্রহ্মপদ) এই উভয় দ্বারা ঐ [ঋষিগণ] যাহা নানারূপে নিরূপণ করিয়াছেন, আর যাহা তাঁহারা যুক্তিবিশিষ্ট বিনিশ্চিত (অসন্দিগ্ধ প্রতিপাদক) অন্য বিবিধ বেদ সকল দ্বারা নানাপ্রকারে বলিয়াছেন (তাহা সংক্ষেপে আমি তোমাকে বলিতেছি)।।৫

তাৎপর্য্য।—[১০ম অঃ ২য় শ্লোকের তাৎপর্য্যোক্তি] ঋষিগণ যাহা নানা রকমে ছন্দাদিতে স্থিরীকৃত করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ মেরুদণ্ড মধ্যে সুষুম্নাদিমার্গে পৃথক্ পৃথক্ বায়ুরূপে যে সূত্র রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মসূত্র ও সুষুম্নার অন্তর্গত স্থির বায়ুরূপ ব্রহ্মপদ অর্থাৎ যে বায়ুতে স্থির হইতে পারিলে, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞান করা যায়, সেই স্থির বায়ুরূপ ব্রহ্মপদ, এই দু'য়ের (ব্রহ্মসূত্র ও ব্রহ্মপদ এই উভয়ের) দ্বারা ঋষিগণ যাহা নানারূপে নিরূপণ করিয়াছেন এবং যুক্তি-বিশিষ্ট অসন্দিগ্ধ-প্রতিপাদক অন্য অন্য বেদ সকল দ্বারা তাঁহারা যাহা নানাপ্রকারে বলিয়াছেন, তাহা আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি।।৫

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ।।৬
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।।৭

মহাভূতানি (ভূম্যাদীনি পঞ্চ), [তৎকারণভূতঃ] অহঙ্কারঃ বুদ্ধিঃ (জ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বং), অব্যক্তং চ (মূলপ্রকৃতিঃ) এব, (বাহ্যাভ্যন্তরাণি) ইন্দ্রিয়াণি দশ, একং (মনঃ) চ ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ (তন্মাত্ররূপা এব শব্দাদয়ঃ আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তঃ ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ) (তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি উক্তানি); ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং

সংঘাতঃ (শরীরং) চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ) ধৃতিঃ (ধৈর্য্যম্) এতৎ সবিকারং (ইন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং) ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপতঃ) উদাহৃতম্ (কথিতম্)।।৬-৭।।

মহাভূতসকল অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ, [তাহাদের কারণভূত] অহঙ্কার, বুদ্ধি (জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব), মূলপ্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন এবং ইন্দ্রিয়-গোচর পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) [এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব], ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, জ্ঞানাত্মক মনোবৃত্তিরূপা চেতনা ও ধৈর্য্য — এই ইন্দ্রিয়াদি-বিকারসহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল।। ৬-৯।।

তাৎপর্য্য।—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ মরুৎ ব্যোম্ এই পঞ্চতত্ত্বরূপ মহাভূত সকল এবং অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মূল প্রকৃতি আর দশ ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ;) এবং এক মন ও ইন্দ্রিয়ের গুণস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ; এই সমুদয় হইতেছে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব; আর ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও শরীর এবং চেতনা ও ধৃতি (ইচ্ছা অর্থাৎ কোন বস্তুতে আসক্তিসহ দৃষ্টি করিলে ইচ্ছার উদয় হয়, দ্বেষ অর্থাৎ উক্ত ইচ্ছা পূর্ণ না হইলেই দ্বেষ-ভাব আইসে; সুখ অর্থাৎ ঐ দ্বেষ-ভাব হয় সুখ-ভোগের নিমিত্তই, তাহা না পাইলেই দুঃখের উদয় হয়, এবং দুঃখেতে মৃত্যু হয়, শরীর অর্থাৎ মৃত্যুর পরই পুনঃ শরীর ধারণরূপ জন্ম, তৎপরে মনোবৃত্তিরূপা চেতনা, আর ধৃতি অর্থাৎ জন্ম হইলেই কিছুদিন থাকা; এই বিকার-যুক্ত ক্ষেত্রের (শরীরের) বিবরণ সংক্ষেপে বলিলাম।। ৬-৭।।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্।।৯
আসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।।১০
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি।।১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।।১২

অমানিত্বম্ (স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্), অদম্ভিত্বম্ (দম্ভরাহিত্যম্), অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জনং) ক্ষান্তিঃ (সহিষ্ণুতা), আর্জ্জবম্ (সরলতা), আচার্য্যোপাসনং (গুরুসেবনং) [বাহ্যম্, আভ্যন্তরঞ্চ] শৌচং, স্থৈর্য্যম্ (প্রাণানাং স্থিরত্বম্), আত্মবিনিগ্রহঃ

(মনঃ সংযমঃ), ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়াদিষু) বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কারঃ এব চ; জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্; পুত্রদারগৃহাদিষু আসক্তিঃ (আসক্তিশূন্যতা), অনভিষ্বঙ্গশ্চ (পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী চ ইতি বোধশূন্যতা), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু (ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিষু), নিত্যং সমচিত্তত্বম্; ময়ি চ অনন্য-যোগেন (সর্ব্বাত্মদৃষ্টা) অব্যভিচারিণী (একান্তা) ভক্তিঃ, বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জ্জনদেশে স্থিতিশীলত্বং), জনসংসদি (জনানাং সভায়াম্) অরতিঃ (বিরাগঃ), আধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মানম্ অধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানং তস্মিন্ নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ মোক্ষঃ তস্য দর্শনম্), এতৎ (অমানিত্বাদি বিংশতিসংখ্যকম্) জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্, যৎ অতঃ অন্যথা (অস্মদ্ বিপরীতম্) (তৎ) অজ্ঞানম্।।৮-১২।।

আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, পরপীড়া-ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, অন্তর্ব্বহিঃ-শুচিতা, প্রাণের স্থিরতা, এবং জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ স্পষ্ট উপলব্ধি; পুত্রদারগৃহাদিতে অনাসক্তি আর তাহাদের সুখ অথবা দুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ জ্ঞান না করা এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়েরই প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা চিত্তের একরূপত্ব আমাতে অনন্যযোগ (অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি) দ্বারা একান্ত ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি এবং মনুষ্যসমাজে বিরাগ; আর আত্মজ্ঞান-পরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন—এই অমানিত্ব প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যককে জ্ঞান বলে; আর যাহা ইহা হইতে অন্য প্রকার অর্থাৎ ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান।।৮-১২।।

তাৎপর্য্য।—আত্মগরিমা-রহিত ভাব, দম্ভহীন ভাব, পরের সুখে হিংসা-শূন্যতা, সহিষ্ণু ভাব অর্থাৎ সর্ব্বদা আত্মাতে স্থির থাকিয়া যে কোন বিষয়েই অবিচলিত ভাব, সরলতা অর্থাৎ সকলেতেই আত্মময় ভাব হইয়া ভিতর বাহির এক-ভাব, গুরুসেবা অর্থাৎ আত্মাই গুরু, প্রাণকর্ম্মদ্বারা আত্মসেবা করিয়া সেই আত্মব্রহ্মে স্থির হওয়াই প্রকৃত গুরুসেবা, অন্তর্ব্বহিঃ-শুচিতা অর্থাৎ সতত ব্রহ্মে থাকিয়া মনে পবিত্রভাব হেতু ভিতর বাহির সবই শুচি, প্রাণের স্থিরতা অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম দ্বারা চঞ্চল গতি রহিত হইয়া প্রাণের উর্দ্ধাধোগতির স্বতঃ স্থির ভাব মনঃসংযম অর্থাৎ মনের সম্যক্‌রূপ নিবৃত্তি অবস্থা হইয়া যখন মনের চঞ্চল গতি একেবারেই থাকে না, বিষয়াদিতে বৈরাগ্য অর্থাৎ বীতরাগরূপ (আসক্তিশূন্যরূপ) অবস্থা, অহঙ্কাররাহিত্য অর্থাৎ দর্পশূন্যতা, আর জন্ম মৃত্যু জরা ইত্যাদিতে যে দুঃখ ও দোষ ঘটিয়া থাকে তাহার উপলব্ধি; পুত্র-দারাদিতে আসক্তিরহিত আর তাহাদের সুখ দুঃখে নিজেকে সুখী বা দুঃখী বোধ-রহিত, [আত্মানন্দে মুগ্ধ থাকিয়া] ইষ্টানিষ্ট দু'য়েতেই সর্ব্বদা মনের একরূপ ভাব, আমাতে

অনন্যযোগ দ্বারা একান্ত ভক্তি অর্থাৎ সর্ব্বদা আত্মধ্যানপরায়ণরূপ অনন্যযোগ কর্তৃক যখন 'আমি-হারা' ভাব হওয়ায় একেরও অন্ত অবস্থা হয়, তাহাই একান্ত-ভক্তিরূপ অবস্থা, আর নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি অর্থাৎ যে স্থানে (আদিত্য-হৃদয়ে) আত্মা নারায়ণকে ধ্যান করিতে করিতে অহং পর্যন্ত উড়িয়া যায়, সেই জনশূন্য স্থানে মনের স্থিতিলাভরূপ অবস্থাই নির্জ্জনে অবস্থিতি, মনুষ্য-সমাজে বিরাগ অর্থাৎ সকল লোকের প্রতিই আসক্তি-রহিত ভাব, আর আপনাকে বিদিত হইয়া আত্মজ্ঞান-পরায়ণতা এবং আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ারূপ যে তত্ত্ব জ্ঞান, ঐ তত্ত্ব জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন, —এই অমানিত্ব প্রভৃতি (উপরি উক্তরূপ) বিংশতি সংখ্যককে জ্ঞান বলে, আর যাহা ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান।।৮-১২।।

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।।১৩

যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতম্ (মোক্ষম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি); তৎ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে।

যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি, যাহা জানিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়; তিনি অনাদি, পরব্রহ্ম, সৎও নহেন, অসৎও নহেন।।১৩

তাৎপর্য।— যাহা জানিবার তাহা বলিতেছি, যাহা জানিতে পারিলে মোক্ষপ্রাপ্তি অর্থাৎ খং-স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিতি হইয়া থাকে; সেই ব্রহ্ম অনাদি পুরুষ অর্থাৎ তাঁহার কোন আদি (গোড়া) নাই, যিনি উৎপত্তি এবং বিনাশ রহিত, তাঁহার আর গোড়াই বা কি, আগাই বা কোথা? তিনিই পরব্রহ্ম; তিনি সৎও নহেন—অসৎও নহেন অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাল মন্দ দু'য়েরই অতীত (১১শ অঃ ৩৭শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।।১৩

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৪

তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং, সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ যুক্তং) লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।।১৪

তিনি (ব্রহ্ম) সর্ব্বত্র হস্তপদ-বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষুঃ, মস্তক ও মুখ-বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।।১৪

তাৎপর্য্য।—তিনি প্রতি ঘটে ঘটে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও মস্তকাদি-বিশিষ্ট হইয়া ইহলোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং'-রূপে সকল বস্তুতেই অবস্থিত রহিয়াছেন।।১৪

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ।।১৫

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং (সর্ব্বেষামিন্দ্রিয় গুণানামাভাসো যস্য তৎ) সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিতম্, (সর্ব্বকারণরহিতমিত্যর্থঃ) অসক্তং সঙ্গশূন্যং সর্ব্বভৃৎ (সর্ব্বস্য আধারভূতং), নির্গুণং (সত্ত্বাদিগুণরহিতং) গুণভোক্তৃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকং চ)।।১৫

তিনি ইন্দ্রিয়গুণ-সমুদয়ের আভাস-বিশিষ্ট অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধার ভূত, সত্ত্বাদি-গুণ-রহিত অথচ সত্ত্বাদিগুণের পালক।।১৫

তাৎপর্য্য।—তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের প্রকাশক অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে দর্শন-শ্রবণাদি যে সকল শক্তি রহিয়াছে ঐ শক্তি তৎ কর্তৃকই; যেহেতু তিনি (প্রাণ) প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বায়ুর কার্য্যকারিরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন বলিয়াই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও (দর্শন শ্রবণাদিও) যথাযথরূপে হইতেছে; ঐ বায়ুর অভাব হইলে চক্ষু দর্শন-শক্তিশূন্য হয়, কর্ণ শ্রবণ-শক্তিশূন্য হয়, এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ই শক্তিশূন্য [৯ম অঃ ১৮শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য]; একারণ প্রাণবায়ু যখন দেহত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হন, তখন কোন ইন্দ্রিয়েরই কার্য্যশক্তি থাকে না, অতএব সেই বায়ুরূপী প্রাণই সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আভাস-বিশিষ্ট; অথচ তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত অর্থাৎ তাঁহার চক্ষুও নাই, কর্ণও নাই, তিনি রূপাদি-বিহীন, কোন ইন্দ্রিয়বিশিষ্টই নহেন, তিনি শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনি সঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধার অর্থাৎ শূন্য কোন বস্তুতেই মিশে না, একারণ সঙ্গশূন্য; অথচ শূন্য-ধাতুরূপে সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকায় সকলেরই আধারস্বরূপ; সত্ত্বাদি গুণ-রহিত অথচ গুণসকলের পালক অর্থাৎ তিনি আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে ত্রিগুণের অতীত স্থানে স্থির ব্রহ্মরূপে অবস্থিত বলিয়া গুণরহিত, আবার আজ্ঞাচক্রের নীচে ঈড়া-পিঙ্গলা-সুষুন্নামার্গে অবস্থান করেন বলিয়া সত্ত্বাদিগুণের পালক।।১৫

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।১৬

তৎ ভূতানাং বহিশ্চ অন্তশ্চ এব অচরং (স্থাবরং) চরং (জঙ্গমঞ্চ) সূক্ষ্মত্বাৎ (রূপাদিহীনত্বাৎ) ত্বৎ অবিজ্ঞেয়ম্; [অবিদুষাং] দূরস্থং (বিদুষাং পুনঃ) অন্তিকে (নিত্যসন্নিহিতম্)।।১৬

তিনি জীবগণের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন, স্থাবরও জঙ্গমও তিনি, সূক্ষ্মত্ব জন্য অর্থাৎ রূপাদিবিহীন বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়; অজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণের নিত্যসন্নিহিত।।১৬

তাৎপর্য্য।—তিনি জীবগণের বাহিরে চঞ্চল প্রাণরূপে রহিয়াছেন এবং স্থির প্রাণরূপে অন্তরে (অর্থাৎ ভ্রূর উর্দ্ধে আদিত্য-হৃদয়ে) রহিয়াছেন; [১০ অঃ বিভূতি-যোগোক্তরূপ] স্থাবরও তিনি, আবার জঙ্গমও তিনি (৯ম অঃ ১০ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); তিনি যখন ব্রহ্মের অণুরূপে অতি সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত, তখন তিনি অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ তখন বিশেষরূপে তাঁহাকে জানা যায় না (জ্ঞানাতীতং নিরঞ্জনম্); তিনি দূরেও আছেন, নিকটেও আছেন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে সর্ব্বস্থানে ব্যাপিয়া সকল জীবেই রহিয়াছেন তথাপি অজ্ঞানিগণ তাঁহার তত্ত্ব জানে না বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি দূরস্থ এবং জ্ঞানিগণ আত্মতত্ত্ব-পরায়ণ বলিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে নিত্যসন্নিহিত।।১৬

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ।।১৭

ভূতেষু চ অবিভক্তং বিভক্তঞ্চ ইহ স্থিতং (জ্ঞানচক্ষুষা অভিন্নম্, অজ্ঞানেন ভিন্নমিব প্রতীয়মানং), জ্ঞেয়ং তৎ চ [স্থিতিকালে] ভূতভর্ত্তৃ (ভূতানাং পোষকং) [প্রলয়কালে] গ্রসিষ্ণু (গ্রসনশীলং), [সৃষ্টিকালে] প্রভবিষ্ণু চ (ভবনশীলঞ্চ)।।১৭

জীবগণে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্তরূপে অবস্থিত (জ্ঞানীর চক্ষে অভিন্ন ও অজ্ঞানীর চক্ষে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান); সেই জ্ঞেয়বস্তু স্থিতিকালে ভূতগণের পালক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী, সৃষ্টিকালে প্রভবিষ্ণু (স্বয়ং নানা কার্য্যরূপে উৎপত্তিশীল)।।১৭

তাৎপর্য্য।—জীবগণ মধ্যে তিনি অভিন্ন এবং ভিন্নরূপে অবস্থিত অর্থাৎ একমাত্র প্রাণরূপেই সর্ব্বজীবে রহিয়াছেন বলিয়া তিনি অভিন্নরূপে বর্তমান; আবার ঐ প্রাণ কোন ঘটে (সাধনপরায়ণ ব্যক্তিতে) স্থিররূপে এবং কোন ঘটে (সাধন-ভজন-বিহীন ব্যক্তিতে) চঞ্চল রূপে প্রকাশমান থাকায় অবিভক্ত ও বিভক্ত রূপে অবস্থিত বলা হইতেছে; সেই জানিবার বস্তু (ব্রহ্ম) স্থিতিকালে ভূতগণের পালক অর্থাৎ পোষণ-কর্ত্তা (৯ম অঃ ১৮ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); প্রলয় (মৃত্যু) কালে সংহারক, সৃষ্টিকালে উৎপত্তিকারক (৩য় অঃ ১০ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।।১৭

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।।১৮

তৎ জ্যোতিষাম্ (সূর্য্যাদীনাম্) অপি জ্যোতিঃ (প্রকাশকম্), [অতএব] তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) পরম্ (তেন অসংস্পৃষ্টম্) উচ্যতে; জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যঞ্চ (জ্ঞান সাধনেন প্রাপ্যং চ) সর্ব্বস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্ (বিশেষেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্) চ।।১৮

তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিঃ সকলেরও জ্যোতিঃ (প্রকাশক), অজ্ঞান হইতে পর (তাহা কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট) বলিয়া কথিত হন। তিনিই জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য (সাধন দ্বারা প্রাপ্য), এবং সর্ব্ব জীবের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত।।১৮

তাৎপর্য্য।—আত্মজ্যোতিঃই আসল জ্যোতিঃ; আত্মাই সূর্য্যাদি সকল জ্যোতির প্রকাশক অর্থাৎ একমাত্র আত্মজ্যোতিঃ কর্ত্তৃকই সমস্ত প্রকাশিত (৭ম অঃ ১০ম শ্লোক ও ১০ম অঃ ২১শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); তিনি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অজ্ঞানের স্থানে তিনি অপ্রকাশ, তিনিই জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহাকে জানারূপ আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং তিনিই জ্ঞেয় অর্থাৎ জানিবার বস্তু তিনিই; জ্ঞানগম্যও তিনি অর্থাৎ সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়— একারণ জ্ঞানগম্য; তিনি সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত অর্থাৎ সুষুম্নান্তর্গত প্রাণসূত্ররূপে সর্ব্বজীবহৃদে অবস্থিত।।১৮

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।১৯

ইতি (এবং) ক্ষেত্রং (মমাভূতাদিধৃত্যন্তং) তথা জ্ঞানং (অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনামিত্যন্তং) জ্ঞেয়ঞ্চ (অনাদিমৎ পরমিত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং) সমাসতঃ (সংক্ষেপেণ) উক্তম্; মদ্‌ভক্তঃ এতদ্‌বিজ্ঞায় (সম্যক্ অবগম্য) মদ্‌ভাবায় (ব্রহ্মত্বায়) উপপদ্যতে।।১৯

এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। আমার ভক্ত ইহা জানিয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হয়।।১৯

তাৎপর্য।—ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম অর্থাৎ অর্জ্জুন এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, জ্ঞেয় এই সকল জানিতে চাওয়ায় ভগবান্ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়ে ও জ্ঞানের বিষয়ে বলিয়া তৎপরে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে বলিলেন; তাহার পর ১২শ শ্লোকে যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়া ১৭শ শ্লোকে বলিলেন, তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানগম্য; পরে এই শ্লোকে বলিতেছেন—তোমায় ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয় ইত্যাদি এইরূপে সংক্ষেপে বলিলাম; যিনি আমার ভক্ত (আত্মভক্ত) তিনি এই সকল (ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয় ইত্যাদি) বিদিত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির (ব্রহ্মের স্বরূপত্ব-প্রাপ্তির) যোগ্য হন।।১৯

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্।।২০

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ উভৌ এব অনাদী বিদ্ধি (অনাদেবীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বমিতি ভাবঃ); বিকারাংশ্চ (দেহেন্দ্রিয়াদীন্) গুণান্ (ত্রীন্ গুণান্) চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি।।২০

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে, দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হহতে জাত জানিবে।।২০

তাৎপর্য।—প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দু'য়েরই কোন আদি নাই অর্থাৎ যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি; ইহার কোন গোড়া নাই; আত্মা যখন গুণাতীত স্থানে (ভ্রূর উর্দ্ধে) থাকেন, তখন পুরুষ উপাধি-বিশিষ্ট এবং ভ্রূর অধোদেশে গুণের স্থানে আসিয়া পড়িলে তখন প্রকৃতি উপাধি-বিশিষ্ট হন; বস্তুতঃ উভয়েরই কোন গোড়া নাই—দুইই এক; একারণ বলিতেছেন, উভয়ই অনাদি জানিবে। দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ বিকার এবং তিনগুণ, ইহা প্রকৃতি হইতে জন্মে অর্থাৎ প্রাণ চঞ্চল হইয়া ভ্রূর নীচে আসিলেই তখন তাঁহার প্রকৃষ্টরূপ ক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চল গতিরূপ প্রকৃতির প্রকাশ হওয়ায় ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ তিন গুণ ও ইন্দ্রিয়াদির ব্যক্তাবস্থা-রূপ বিকার উৎপন্ন হয়, প্রকৃতির অতীত স্থান (দেহের উর্দ্ধস্থান) ইন্দ্রিয়াদিরও অতীত; সুতরাং তথায় কোন বিকার নাই এবং ঐ স্থান গুণেরও অতীত; একারণ বলিতেছেন,—"গুণ এবং বিকার প্রকৃতি হইতে জন্মে"।।২০

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে।।২১
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু।।২২

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে; পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে; হি (যতঃ) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ [সন্] প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে; অস্য চ (পুরুষস্য) সদসদ্‌যোনিজন্মসু গুণসঙ্গঃ (গুণৈঃ সঙ্গঃ) কারণম্।।২১-২২।।

কার্য্য এবং কারণ ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া উক্ত হন; আর পুরুষ সুখ দুঃখাদির ভোক্তৃত্বে হেতু বলিয়া কথিত হন; যেহেতু পুরুষ প্রকৃতি হইয়া প্রকৃতি-জাত গুণ-সকল ভোগ করেন; কিন্তু এই পুরুষের সৎ এবং অসৎ যোনিতে যে জন্ম, তদ্‌বিষয়ে সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণের সংসর্গই কারণ।।২১-২২।।

তাৎপর্য্য।—কার্য্য এবং কারণ (কারণ অর্থাৎ বীজ ৭ম অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকের তাৎপর্য্যোক্ত বিন্দুস্বরূপ মকারই কারণ) ইহাদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতু; কেন না, কারণ এবং কার্য্যের বিষয় প্রকৃতি হইতেই নির্ব্বাহ হইতেছে; যেহেতু প্রাণ চঞ্চল হইয়া উর্দ্ধ হইতে নিম্নে আসিয়া প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইলে সেই প্রকৃতি কর্ত্তৃকই কারণব্যক্তরূপে ক্রিয়া সকল নিষ্পাদিত হইতেছে অর্থাৎ আত্মা চঞ্চল প্রাণরূপে ভ্রূর নিম্নে আসিয়া (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) অষ্টধারূপে প্রকাশ পাইলে,

ঐ প্রকৃতি স্থানেই কার্য্য ব্যক্ত হইতেছে (৭ম অঃ দ্রষ্টব্য); যে স্থানে প্রকৃতির লয়, সে স্থানে (ভ্রূর উর্দ্ধে) ক্রিয়া নাই; তথায় কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্ম ভাব। অতএব প্রকৃতিই কার্য্য ও কারণের হেতু; আর সুখ দুঃখাদি ভোগের বিষয় [জীবাত্মারূপী] পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হন; কেন না তিনিই উপরিউক্ত চঞ্চল প্রাণরূপে প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক প্রকৃতির গুণে (ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নায়) নিযুক্ত হইয়া জীবাত্মা-রূপে প্রকৃতিজাত গুণ সকল (সুখ দুঃখাদি) আসক্তি পূর্ব্বক ভোগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ (সত্ত্ব গুণের ফল সুখ, তমো গুণের ফল দুঃখ, রজো গুণের ফল আসক্তি) পুরুষই জীবরূপে সদসৎ যোনি ভ্রমণ করিয়া আসক্তি পূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন (৯ম অঃ ৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই জীবাত্মারূপী পুরুষের সদসৎ যোনিতে যে জন্ম হয়, তাহার কারণ তিন গুণের সংসর্গ অর্থাৎ জীবের মন গুণেতে জড়িত থাকাতেই জীব বারংবার জন্মগ্রহণ করে, গুণের অতীত হইতে পারিলে জন্মরহিত অবস্থা লাভ হয় (৯ম অঃ ৭ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।।২১-২২।।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।।২৩

অস্মিন্ (প্রকৃতিকার্য্যে) দেহে [বর্ত্তমানঃ অপি] পুরুষঃ পরঃ (ভিন্নঃ ন তদ্‌গুণৈঃ যুজ্যতে ইত্যর্থঃ) [যস্মাৎ] উপদ্রষ্টা (অনাসক্তত্বাৎ সাক্ষীত্যর্থঃ) [তথা] অনুমন্তা (অনুগ্রাহকঃ) চ ভর্ত্তা (বিধায়কঃ), ভোক্তা (পালকঃ) মহেশ্বরঃ (ব্রহ্মাদীনামপি পতিঃ) পরমাত্মা (অন্তর্য্যামি) চ ইতি অপি উক্তঃ।।২৩

এই প্রকৃতি-কার্য্যস্বরূপ শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষ প্রকৃতিকার্য্য দেহ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তদ্‌গুণে যুক্ত নহেন; যেহেতু তিনি উপদ্রষ্টা (সাক্ষীমাত্র) অনুমন্তা (অনুগ্রাহক) চ ভর্ত্তা (ভরণ কর্ত্তা), ভোক্তা (প্রতিপালক), মহেশ্বর (ব্রহ্মাদিরও অধিপতি) এবং অন্তর্য্যামিস্বরূপ ইহাও উক্ত আছে।।২৩

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে পুরুষই [জীবাত্মারূপে] সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন; এ শ্লোকে বলিতেছেন সেই পুরুষ এ দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন, অর্থাৎ জীবাত্মা-রূপে তিনি বিষয়-ভোগকারী হইলেও তাঁহার যে পরমাত্মরূপ রহিয়াছে সে রূপ বিষয়াদিতে যুক্ত নহে, যেহেতু তিনি পরমাত্মরূপী ও মহেশ্বররূপী, ইহাও সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত আছে; সেই পরমাত্মরূপী এই দেহে থাকিয়াও প্রকৃতির গুণ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির কার্য্যাদি স্বরূপে এ দেহে বর্ত্তমান আছেন বলিয়াই এই দেহে প্রকৃতির কার্য্যাদি হইতেছে (প্রাণাভাবে সকলই অকর্ম্মণ্যবৎ, দেহ জড়ে পরিণত হয়) সত্য, কিন্তু তথাচ তিনি প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন কেননা,

পরমাত্মরূপী তিনি উপদ্রষ্টা (সাক্ষীমাত্র), অর্থাৎ তিনি উপদ্রষ্টারূপী দেহের ঊর্দ্ধ স্থানরূপ উপসমীপে (শিরোপরি) অবস্থান করিয়া সমস্তই দেখিতেছেন; তিনি অনুমন্তা অর্থাৎ অনুমতির কর্ত্তা; যেহেতু তৎঅনুমতি-রূপ তৃতীয় অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকের তাৎপর্য্যোক্ত অশব্দের শব্দ হইতে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে (৩য় অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহা হইতেই সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং তাঁহার হুকুমেই জগৎ চালিত; তিনি ভর্ত্তা অর্থাৎ ভরণপোষণে কর্ত্তা; যেহেতু জগৎস্বামিরূপ তিনি প্রাণপতিরূপে শরীরে থাকিয়া সর্ব্ব রকমে জীবের ভরণ পোষণ করিতেছেন; যাহা কিছু সমস্তই তিনি করিতেছেন (৯ম অঃ ১৮শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); তিনি ভোক্তা অর্থাৎ ভোজনকর্ত্তা বা ভোগের কর্ত্তা; যেহেতু তিনি পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত পুরুষরূপে সুখ দুঃখাদি ভোগ করিতেছেন এবং তিনিই নাভিচক্রস্থানে জঠরাগ্নিরূপে থাকিয়া জীবের চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়াদি সমুদয় অধিকার পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিতেছেন (১৫ম অঃ ১৪শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); তিনি প্রাণরূপী ঈশ্বরেরও অতীত পরমেশ্বররূপ মহেশ্বর; তিনিই অন্তর্য্যামী পুরুষ (১৫শ অঃ ১৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।২৩

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে।।২৪

যঃ এবং পুরুষং বেত্তি [ত্রিভিঃ] গুণৈঃ সহ প্রকৃতিঞ্চ (বেত্তি) সঃ সর্ব্বথা (যেন তেন প্রকারেণ, যস্যাং কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং বা) বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ ন অভিজায়তে (মুচ্যতে এব)।।২৪

যিনি এই প্রকার পুরুষকে জানেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন তিনি যে কোন প্রকারে অথবা যে কোন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিলেও পুনরায় জন্মেন না অর্থাৎ মুক্ত হন।।২৪

তাৎপর্য্য।—যিনি এইরূপ (পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ) পুরুষকে জানেন অর্থাৎ তিনি উপদ্রষ্টা, ভরণ-পোষণের কর্ত্তা, অনুমতির কর্ত্তা, ভোগের কর্ত্তা ও পরমেশ্বর এবং অন্তর্য্যামিরূপী, এই প্রকার তাঁহাকে যিনি জানেন এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন অর্থাৎ (১৯শ শ্লোকোক্তরূপ) প্রাণ অধোদেশে ত্রিগুণের স্থানে আসিয়া প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হন (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার) এই প্রকৃতিকে এবং ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণকে যিনি জানেন তিনি যে কোন অবস্থায় থাকিয়াও মুক্ত, যেহেতু তিন গুণের সহিত যে রহস্য, তিনি উহা বিদিত হইয়া গুণের অতীত হইয়াছেন, একারণ তিন গুণের সংসর্গ কর্ত্তৃক সদসৎ যোনিতে যে জন্ম তাহা আর তাঁহার না হওয়ায় জন্ম-রহিত অবস্থারূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।।২৪

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে।।২৫

কেচিৎ [সাধকাঃ] ধ্যানেন আত্মনি (অস্মিন্ এব দেহে) আত্মনা (দিব্যচক্ষুষা) আত্মানং পশ্যন্তি, অন্যে [কেচিৎ সাধকাঃ] সাংখ্যেন যোগেন (জ্ঞানযোগেন) অপরেচ কর্ম্মযোগেন (পশ্যন্তি)।।২৫

কেহ কেহ ধ্যানযোগে দেহেই দিব্যচক্ষুঃ দ্বারা আত্মাকে দেখেন, অন্য কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা আর কেহবা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন।।২৫

তাৎপর্য্য।—কেহ কেহ ধ্যান যোগ দ্বারা আপনার মধ্যেই আত্মাকে দর্শন করেন অর্থাৎ এই দেহের মধ্যেই আত্মাকে দেখেন; ধ্যান অর্থাৎ চিন্তা, অহরহঃ আত্মরূপী কূটস্থ চৈতন্যের চিন্তারূপ ধ্যান করিতে করিতে জ্ঞানচক্ষু প্রকাশিত হইয়া এই দেহ-মধ্যে আত্মা-নারায়ণের প্রকৃতরূপ দর্শন হইয়া থাকে; কেহ কেহ এইরূপ ধ্যান যোগে ঐ আত্মাকে দেখেন; অন্য কেহ কেহ সাংখ্যযোগ দ্বারা দেখেন অর্থাৎ অহরহঃ অজপার সংখ্যা-করারূপ [আত্মস্মরণ পূর্ব্বক] প্রতি শ্বাসে শ্বাসে সংখ্যা করিয়া অজপারূপ সংখ্যাকে সুষুম্নামার্গে স্থিতি করারূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা আত্মা-নারায়ণকে দর্শন করেন; অপর কেহবা কর্ম্মযোগ দ্বারা দেখেন অর্থাৎ ঈড়া পিঙ্গলার গতিরূপ প্রাণের কর্ম্ম যাহা চলিতেছে, ইহার বহির্মুখগতিকে অন্তর্মুখ করিয়া ঈড়া পিঙ্গলার মিলন করারূপ কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মা-নারায়ণকে দর্শন করেন।।২৫

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাহন্যেভ্য উপাসতে।
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।২৬

অন্যে তু এবং (সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ আত্মানং সাক্ষাৎ কর্ত্তুম্) অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ (আচার্য্যেভঃ) শ্রুত্বা (আত্মকর্ম্মোপদেশং লব্ধা) উপাসতে; তেহপি শ্রুতিপরায়ণাঃ (তদুপদিষ্টকর্ম্মানুষ্ঠানেন ওঁকারধ্বনিশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তঃ) মৃত্যুম্ অতিতরন্তি এব।।২৬

কিন্তু কেহ কেহ এই প্রকারে অর্থাৎ সাংখ্য-যোগাদি দ্বারা আত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে না জানিয়া আচার্য্যাদির নিকট আত্মকর্ম্মের উপদেশ পাইয়া উপাসনা করেন; তাঁহারাও সেই কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ওঁকারধ্বনি শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু অতিক্রম করেন।।২৬

তাৎপর্য্য।—কেহবা এইরূপ ধ্যান-যোগ, সাংখ্য-যোগাদির তত্ত্ব না জানিয়া আচার্য্যাদির নিকট উপদেশ শুনিয়া (আত্ম-কর্ম্মোপদেশ শুনিয়া) উপাসনা করেন; তাঁহারাও সেই কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া (অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া) মৃত্যু অতিক্রম করেন অর্থাৎ সাধনকালে দর্শন, শ্রবণ, 'আমি-হারা' ভাব

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে, কেহবা পূর্ব্ব শ্লোকোক্তরূপে দর্শন করিয়া থাকেন, কেহবা ঐরূপ দর্শন করিতে না জানিয়া প্রাণরূপী আচার্য্য সন্নিধানে প্রণবধ্বনি ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং ঐ শ্রবণ করিতে করিতে ওঁকারধ্বনি শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া 'আমি-হারা'-বৎ তন্ময় ভাব প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারও [২৩শ শ্লোকোক্ত ব্যক্তির ন্যায়] মৃত্যুকে অতিক্রম করেন [মৃত্যুর বিষয় ২য় অঃ ৭২তম শ্লোকে বিশদরূপে লেখা হইয়াছে]।।২৬

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।।২৭

হে ভরতর্ষভ, যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং (যৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং) সংজায়তে, তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ বিদ্ধি।।২৭

হে ভরতর্ষভ, যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গম সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতেই হয় জানিও।।২৭

তাৎপর্য্য।—হে ভরতর্ষভ (৮ম অঃ ২৩শ শ্লোকে ভরতর্ষভ দ্রষ্টব্য), যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাদি সত্ত্ব উৎপন্ন হয়, তৎসমস্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞরূপী তিনি অব্যক্তরূপ স্থির ব্রহ্মস্বরূপ; আবার ঐ স্থির ব্রহ্ম যখন অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়া চঞ্চল প্রাণরূপে প্রকাশিত হন অর্থাৎ এই দেহে (বা বহির্জগতে) যখন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানরূপে প্রকাশিত হন (তখনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ) সেই অধিষ্ঠানরূপ সংযোগ কর্ত্তৃক স্থাবর (বৃক্ষ পর্ব্বতাদি) জঙ্গম (পশু, পক্ষী, মনুষ্যাদি) এই সমস্ত উৎপন্ন হয় (৯ অঃ ১০ম শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); অর্থাৎ প্রকৃতির প্রকাশে অহং জ্ঞানে সৃষ্টি কার্য্যরূপ স্থাবর জঙ্গমাদি জগতের পৃথক অস্তিত্ব লক্ষিত হয়; নতুবা এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি ব্রহ্মময় জগৎ জ্ঞানে সৃষ্টি নাই; একারণ ১০ম অঃ বিভূতি যোগের শেষ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, "হে ধনঞ্জয়, পৃথগ্‌বিধ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি?"।।২৭

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।২৮

সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং (নির্ব্বিশেষস্বরূপেণ যথা তথা) তিষ্ঠন্তং, বিনশ্যৎসু [অপি] অবিনশ্যন্তং, পরমেশ্বরং (পরমাত্মানং) যঃ পশ্যতি সঃ [সম্যক্] পশ্যতি [নান্যঃ]।।২৮

সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থিত এবং ভূতগণের বিনাশেও অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি দেখেন তিনিই সম্যক্ দেখেন।।২৮

তাৎপর্য্য।—পরমাত্মা সকল জীবেরই শরীরে প্রাণ—(শূন্য ধাতু) রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন; একারণ সর্ব্বজীবে সমানভাবে অবস্থিত এবং জীবগণের বিনাশ হইলেও তাঁহার (প্রাণরূপী আত্মার) বিনাশ হয় না, ইহা যিনি দেখেন তিনিই ঠিক দেখেন।।২৮

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।।২৯

সর্ব্বত্র (ভূতমাত্রে) সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং (পরমাত্মানং) পশ্যন্ আত্মনা [সচ্চিদানন্দরূপম্] আত্মানং ন হিনস্তি (অবসাদয়তি); ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি।।২৯

সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মার দর্শনকারী ব্যক্তি, আপনাকে অবসন্ন (অধঃপতিত) করেন না; তজ্জন্য তিনি শ্রেষ্ঠগতি (মুক্তি) লাভ করেন।।২৯

তাৎপর্য্য।—পরমাত্মাকে সর্ব্বংব্রহ্মময়-রূপে সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত যিনি দেখেন, তিনি আপনাকে অধঃপতিত করেন না অর্থাৎ প্রাণের চঞ্চলতারূপ বহির্গতি বৃদ্ধি করিয়া আত্মাকে অবসন্ন করেন না; তাহা না করিয়া প্রাণের অন্তর্গতি ক্রিয়ারূপ উপায়ে আত্মাকে ঊর্দ্ধে স্থিতি করিয়া ঐ স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন অর্থাৎ (৬ষ্ঠ অঃ ৫ম শ্লোকোক্তরূপ) আত্মাদ্বারা আত্মাকে ঊর্দ্ধে রাখিয়া অধোগতিরূপ নীচগতি-রহিত হইয়া ঊর্দ্ধে স্থিতিরূপ শ্রেষ্ঠ গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।।২৯

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি।।৩০

যশ্চ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) ক্রিয়মাণানি, তথা আত্মানম্ (অনাসক্তত্বাৎ) অকর্ত্তারং পশ্যতি সঃ [সম্যক্] পশ্যতি।।৩০

প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রকারে কার্য্য করে এবং আত্মা (অনাসক্ত বলিয়া) অকর্ত্তা, ইহা যিনি দর্শন করেন, তিনিই [সম্যক্] দেখেন।৩০

তাৎপর্য্য।—প্রাণের চঞ্চলতারূপ প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই সমুদয় কর্ম্ম সাধিত হয় অর্থাৎ প্রাণ চঞ্চল হইয়া প্রকৃতিতে (পঞ্চতত্ত্বাদি স্থানে) অধিষ্ঠান করিলে ঐ প্রকৃতির স্থানে তদ্‌গুণানুযায়ীই (সত্ত্বগুণ কর্ত্তৃক সৎ ও তমোগুণ কর্ত্তৃক অসৎ এবং রজোগুণ কর্ত্তৃক ভাল-মন্দ মিশ্রিত) সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম সাধিত হয় আর আত্মা গুণের অতীত স্থানে (তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্ব স্থানেই) স্থির প্রাণরূপে অবস্থিত বলিয়া তিনি অকর্ত্তা (অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব-স্থানেই যাবতীয় কর্ম্ম হইতেছে), তাহার অতীত স্থানে ক্রিয়া নাই; তথায় কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থির ব্রহ্ম, সুতরাং তিনি কর্ম্মে আবদ্ধ নহেন বলিয়া অনাসক্তরূপ অকর্ত্তা, ইহা যিনি দেখেন তিনিই যথার্থ দেখেন।।৩০

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।।৩১

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ (ভূতানাং পৃথগ্‌ভাবঃ ভেদঃ তম্) একস্থম্ (একমাত্রে ব্রহ্মণি এব স্থিতম্) অনুপশ্যতি (আলোকয়তি) ততএব (তস্মাৎ ব্রহ্মণঃ এব) [ভূতানাং] বিস্তারং চ [অনুপশ্যতি], তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মৈব ভবতি)।।৩১

যখন ভূতগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে একস্থ (একমাত্র ব্রহ্মে অবস্থিত) দর্শন করেন এবং তাহা হইতেই ভূতগণের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম হয়েন।৩১

তাৎপর্য্য।—পৃথক্ পৃথক্ প্রাণিরূপে এক ব্রহ্মই কৃতবিধরূপে রহিয়াছেন এবং সেই আধাররূপ ব্রহ্মের অণুর উপরই আধেয়রূপ সমস্ত [সূতায় মণি গাঁথার ন্যায়] অবস্থিত রহিয়াছে অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেই সমস্ত অবস্থিত, আবার সেই ব্রহ্মই সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে সর্ব্বত্রে অবস্থিত, ইহা যিনি দর্শন করেন এবং (৩য় অঃ ১০ম শ্লোকোক্তরূপ) অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতেই ভূতগণের বিস্তার যিনি দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান অর্থাৎ একেতেই সব, সবেতেই এক যখন দেখিলেন, যখন আমি, তুমিরূপ পৃথক্ কিছু রহিল না; সুতরাং তখন ব্রহ্মে লয়-রূপে ব্রহ্ম-ভাবই হইয়া যায়।।৩১

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাহয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।।৩২

হে কৌন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ং পরমাত্মা অব্যয়ঃ (অবিকারী), শরীরস্থোহপি ন করোতি [কর্ম্মফলৈঃ] ন লিপ্যতে।।৩২

হে কৌন্তেয়, অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব জন্য এই পরমাত্মা অবিকারী, এবং শরীরে অবস্থিত থাকিয়াও কিছুই করেন না এবং [কর্ম্মফলে] লিপ্ত হন না।।৩২

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ১৪শ শ্লোকের কৌন্তেয় দ্রষ্টব্য), এই পরমাত্মার কোন আদি নাই অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ যখন এক ব্রহ্মেতেই সব এবং সবেতেই একব্রহ্ম— একছাড়া যখন আর কিছুই নাই, তখন ইহার আর আদি কোথায়? এইজন্য ইনি অনাদি এবং ইনি গুণেরও অতীত বলিয়া নির্গুণ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে গুণাতীত স্থানে স্থির ব্রহ্মরূপে অবস্থিত, একারণ নির্গুণ, এই নির্গুণত্ব ও অনাদিত্ব জন্য ইনি অব্যয় অর্থাৎ অক্ষয়-স্বরূপ স্থিরব্রহ্ম, কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিরব্রহ্মরূপে অবস্থিত বলিয়া তিনি শরীরে থাকিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ কার্য্য সকল প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে; তিনি নির্লিপ্ত অর্থাৎ পদ্মপত্র যেমন জলে থাকিয়াও জল দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ স্থিরপ্রাণরূপ তিনি শরীরে থাকিয়াও কিছুই করেন না; একারণ নির্লিপ্ত [এ বিষয় পরশ্লোকে বলিবেন]।।৩২

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে।।৩৩

যথা সর্ব্বগতম্ (পঙ্কাদিষু অপি স্থিতম্) আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ (অসঙ্গত্বাৎ) [পঙ্কাদিভিঃ] ন উপলিপ্যতে, তথা সর্ব্বত্র (উত্তমে-মধ্যমে-অধমে বা) দেহে অবস্থিতঃ (বর্ত্তমানঃ) [অপি] আত্মা ন উপলিপ্যতে (গুণকার্য্যৈঃ ন যুজ্যতে)।।৩৩

যেমন সর্ব্বগত অর্থাৎ পঙ্কাদিতেও অবস্থিত আকাশ সূক্ষ্মত্ব জন্য (পঙ্কাদিদ্বারা) লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার (উত্তম, মধ্যম বা অধম) দেহে অবস্থিত থাকিয়াও আত্মা গুণকার্য্য দ্বারা লিপ্ত হন না।।৩৩

তাৎপর্য্য।—আকাশ যেমন শূন্যরূপে সর্ব্ববস্তুতে রহিয়াছেন কিন্তু সূক্ষ্মত্ব জন্য কিছুতেই লিপ্ত হয় না অর্থাৎ শূন্যতত্ত্ব মৃত্তিকাতে ও জল, অগ্নি ইত্যাদি সকলেতেই রহিয়াছে কিন্তু মৃত্তিকায় থাকিয়াও পাঁক দ্বারা লিপ্ত নহে—জলে থাকিয়াও জলদ্বারা লিপ্ত নহে—অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নিকর্ত্তৃক দগ্ধ নহে, তদ্রূপ আত্মাও উত্তমাধম সকল দেহে অবস্থিত থাকিয়াও ভাল-মন্দ কোন গুণদ্বারা লিপ্ত হন না অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপ আত্মাও সর্ব্বদেহে শূন্যধাতু প্রাণরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন কিন্তু সত্ত্বাদি গুণের কার্য্য দ্বারা লিপ্ত হন না।।৩৩

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।।৩৪

হে ভারত, যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং (সমগ্রং) লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি।।৩৪

হে ভারত, যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশিত করেন সেইরূপ ক্ষেত্রী অর্থাৎ পরমাত্মা সমুদয় ক্ষেত্র অর্থাৎ মহাভূতাদি প্রকাশিত করিতেছেন।।৩৪

তাৎপর্য্য।—হে ভারত (৩য় অঃ ২৫শ শ্লোকে ভারত দ্রষ্টব্য) একমাত্র সূর্য্যের জ্যোতিতে যেমন পৃথিবীর সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয় তদ্রূপ পরমাত্মা-রূপী ক্ষেত্রী কর্ত্তৃক শরীররূপ ক্ষেত্রের সমুদয় বস্তু (মূলাধার, সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য প্রভৃতি চক্রস্থিত পঞ্চভূতাদি) প্রকাশিত হইতেছে অর্থাৎ আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ, পরমাত্মাই প্রাণরূপে দেহে প্রকাশিত রহিয়াছেন বলিয়া এই শরীরে তত্ত্বাদি সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে, এই প্রাণ অন্তর্হিত হইলেই তৎসঙ্গে তত্ত্বাদি সমস্তেরই লয়; যে দেহে প্রাণ নাই সে দেহ শবে পরিণত—প্রকাশহীন অন্ধকারের ন্যায়।।৩৪

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্।।৩৫

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ-যোগঃ।

এবং (উক্তরূপেণ) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং (ভেদং) ভূতপ্রকৃতি মোক্ষঞ্চ (ভূতানাং প্রকৃতিঃ তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষোপায়ং চ) জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুঃ তে পরং [পদং] যান্তি।।৩৫

উক্ত প্রকারে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ এবং জীবগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায় জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা যাঁহারা জানিতে পারেন তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন।।৩৫

তাৎপর্য্য।—ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা উক্ত হইল অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই কার্য্যাদি নিষ্পাদিত হয়, পুরুষ নির্গুণত্ব জন্য কিছুতেই লিপ্ত হন না ইত্যাদি যাহা যাহা কথিত হইল এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ, জ্ঞান-দৃষ্টিদ্বারা যাঁহারা জানিতে পারেন (অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্যই বা কিরূপে হইয়া থাকে, পুরুষই বা কিরূপে অবস্থিত, এই তত্ত্ব যাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারেন) এবং জীবগণের বর্ত্তমান চঞ্চল প্রকৃতির হস্ত হইতে মোক্ষের উপায় অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বময় স্থানের অতীত তত্ত্বাতীত পরমতত্ত্বরূপ প্রকৃতির অতীত স্থানে (পরমাত্মস্থানে) স্থিতি প্রাপ্তির যে উপায়, উহা জ্ঞানচক্ষুরূপ কূটস্থেতে স্থিতি দ্বারা যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহারা কূটস্থের অভ্যন্তরে লয়রূপ পরমাত্মায় স্থিতি লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের পর যে তত্ত্বাতীত পরমাত্মস্থান তথায় স্থিতি-প্রাপ্তিরূপ পরমপদ লাভ করেন।।৩৫

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগ যোগ।

—অর্থাৎ—

ক্ষেত্র অর্থে পঞ্চতত্ত্বাদিময় শরীর এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে এই শরীরের যিনি মালিক অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপ শরীরী, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ-পদবাচ্য; যতক্ষণ এই ক্ষেত্রজ্ঞে মনের স্থিতি না হইয়া মন তত্ত্বাদি স্থানে প্রকৃতিতে মুগ্ধ রহিয়াছে, ততক্ষণই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ (সবিশেষরূপ ভাগ) অবস্থা, আর যখন প্রকৃতির অতীত (ষষ্ঠ চক্রের ঊর্দ্ধ) স্থানে গিয়া তত্ত্বাতীত পরমাত্মস্থানে মনের লয় হয়, তখন আর বিভাগ থাকে না অর্থাৎ তখন একমাত্র ব্রহ্মে অবস্থিতি হওয়ায় তত্ত্বাদির ঊর্দ্ধস্থানে মনের লয় হইয়া একমাত্র ব্রহ্মে মিলিয়া যাওয়ারূপ (ভাগ রহিত বিগত ভাগের অবস্থারূপ) যোগ হইয়া যায়, ইহাই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ।

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।।১

শ্রীভগবান্ উবাচ। জ্ঞানানাং (তপঃকর্ম্মবিষয়কাণাং) [মধ্যে] উত্তমং পরং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠং পরমাত্মনিষ্ঠং) জ্ঞানং ভূয়ঃ (পুনরপি) প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ (দেহবন্ধনাৎ) পরাং সিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ)।।১

শ্রীভগবান্ কহিলেন। [তপঃ-কর্ম্মাদি-বিষয়ক] জ্ঞান সকলের মধ্যে উত্তম পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান পুনরায় বলিব; যাহা জানিয়া মুনিগণ এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।১

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—(২য় অঃ ২য় শ্লোকে শ্রীভগবান্ শব্দের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); সমুদয় জ্ঞানের মধ্যে উত্তম যে পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান তাহা আবার বলিব, জ্ঞান অর্থাৎ জানা, তপঃ কর্ম্মাদিদ্বারা যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই জানার মধ্যে উত্তম জানা যাহা, ঐ পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান বলিব অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা (যে জ্ঞান লাভ দ্বারা) পরমাত্মায় নিঃশেষরূপ স্থিতি হয় তাহাই পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান, সেই জ্ঞানের সম্বন্ধে বলিব, যাহা জানিয়া (যে জ্ঞান লাভ করিয়া) মুনিগণ দেহবন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হন; মুনি অর্থাৎ যাঁহার মন স্থিরব্রহ্মে সংলীন হইয়াছে (ন মুনি দুগ্ধবালকঃ মুনি সংলীন-মানসঃ), বাক্যেন্দ্রিয় রুদ্ধ করিলেই মুনি হয় না; তাহা হইলে দুগ্ধ-বালকও মুনি-পদবাচ্য হইত; আত্মার মনের স্থিতি করিয়া কথা কহিবার ইচ্ছাকে যিনি জয় করিয়াছেন এবং আত্মজ্ঞানদ্বারা যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছেন, এমন যে মুনিগণ তাঁহারা এই জ্ঞানদ্বারা দেহবন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ দেহের বাহ্যতত্ত্বরূপ ইন্দ্রিয় বিষয়াদিতে আবদ্ধ না থাকিয়া দেহের ভিতর তত্ত্ব বিদিত হওয়ারূপ বিজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষরূপ যে পরমসিদ্ধি (সিদ্ধির পর যে পরাসিদ্ধি, যাহার পর আর কিছুই নাই) তাহা প্রাপ্ত হন।।১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।।২

ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (প্রাপ্য) মম সাধর্ম্ম্যম্ (মদ্রূপত্বং) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] সর্গেঽপি (সৃষ্টিকালেঽপি) ন উপজায়ন্তে (ন উৎপদ্যন্তে) প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ (প্রলয়দুঃখং ন অনুভবন্তি চ)।।২

এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়কালেও প্রলয়-দুঃখ অনুভব করেন না।।২

তাৎপর্য্য।—এই পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা (মুনিগণ) আমার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ পরমাত্মায় নিঃশেষরূপ স্থিতি লাভ করিয়া—আমাতে মিশিয়া—আমারই স্বরূপ হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হন না অর্থাৎ মনেতেই সৃষ্টি, স্থিরব্রহ্মে যাঁহাদের মনের নিযুক্ততা ঘটিয়া নিঃশেষরূপ স্থিতি হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে আর পুনরুৎপত্তিরূপ সৃষ্টি কোথায়? এ অবস্থায় জন্ম মৃত্যুর অতীতাবস্থা অধিকার করিয়া জন্ম মৃত্যু উভয়ই যে নিজের করতলে, উক্ত অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের স্বেচ্ছাকৃত জন্মরূপ সৃষ্টি-কালেও তাঁহারা বর্ত্তমান জীবের ন্যায় উৎপন্ন হন না অর্থাৎ শিশুর আকৃতি ধারণ করিলেও চৈতন্য অবস্থাতেই অবস্থিত থাকেন। সে অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অচৈতন্য জ্ঞানহারাবৎ বাল্যভাবে জড়িত হন না; নূতন আকৃতি ধারণ করিলেও নূতন ভাব প্রাপ্ত হন না—সদা এক চৈতন্যময় ভাবেই থাকেন; ঐ ভাব সৃষ্টিকালেও নষ্ট হয় না এবং প্রলয় অবস্থাতেও ঐ ভাবের বিচ্ছিন্নতা ঘটে না, এই হেতু উক্ত হইতেছে যে, প্রলয়কালেও প্রলয়-দুঃখ অনুভব করেন না অর্থাৎ দেহত্যাগ-কালেও ঐ জ্ঞানময় চৈতন্য অবস্থাকে হারাইয়া, অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া কষ্ট ভোগ তাঁহাদের করিতে হয় না; আনন্দময় চৈতন্য অবস্থাতে থাকিয়াই পুরাতন বস্ত্র ত্যাগবৎ স্ব-ইচ্ছায় এই দেহকে ত্যাগ করিয়া যান।।২

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।।৩

হে ভারত, মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) মম যোনিঃ (গর্ভধানস্থানং) তস্মিন্ অহং (জগদ্বিস্তার হেতুং চিদাভাসং) দধামি (নিক্ষিপামি); ততঃ (গর্ভাধানাৎ) সর্ব্বভূতানাং (ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তানাং) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) ভবতি।।৩

হে ভারত, মহদ্ব্রহ্ম আমার যোনি (গর্ভাধানস্থান) এবং তাহাতেই আমি গর্ভ (জগদ্বিস্তারের হেতু-স্বরূপ চিদাভাস) ক্ষেপণ করি, তাহা হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়।।৩

তাৎপর্য্য।—হে ভারত (৩য় অঃ ২৫শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে ভারত দ্রষ্টব্য); আমার যে মহান্ (সর্ব্বং ব্রহ্মং ব্রহ্মময়ং জগৎ-ব্যাপক) অবস্থা রহিয়াছে, ঐ মহদ্ব্রহ্মই আমার যোনিস্বরূপ অর্থাৎ আমার ঐ ব্রহ্মভাবরূপ অবস্থা হইতেই সমস্তের উৎপত্তি হইতেছে; একারণ উক্ত বৃহদ্ব্রহ্মময় ভাবই আমার মহৎ যোনি-স্বরূপ; জগদ্বিস্তারের হেতু-স্বরূপ চিদাভাস উহাতেই আমি ক্ষেপণ করি অর্থাৎ ঐ স্থান হইতে গতি হইয়াই নানা যোনিতে নানা মূর্ত্তির ব্যক্তভাব হইয়া থাকে; প্রাণরূপী আত্মার উক্ত মহান্ অবস্থারূপ বৃহৎ ব্রহ্মময় ভাব যাহা রহিয়াছে, ঐ অবস্থা সাধন দ্বারা আজ্ঞাচক্রস্থিত কূটস্থ গহ্বরে মনের স্থিতি করিতে পারিলে উপলব্ধি হইয়া থাকে; ঐ মহান্ অবস্থারূপ বৃহৎ কূটস্থ মধ্যে এক ত্রিকোণাকার যন্ত্র রহিয়াছে; এই ত্রিকোণ যন্ত্রই মহদ্ব্রহ্মের যোনিস্থান (উহাই ব্রহ্ম-যোনি); উহা জীব-দেহের ভ্রূর পশ্চাতে আজ্ঞাচক্র স্থানে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অবস্থিত; ঐ স্থান হইতে অজপার গতিবিস্তাররূপে চিদাভাসের ক্ষেপণ হইয়া জগদ্বিস্তার হইয়া থাকে। প্রাণরূপী আত্মা ঐ গর্ভাধান স্থানে (ত্রিকোণযন্ত্র মধ্যে) অণুস্বরূপে (বিন্দুরূপে) অবস্থিত হইয়া পরে বিন্দুর বিস্তাররূপে অবয়ীভূত (অবয়ববিশিষ্ট) হন; এ কারণ বলিতেছেন, —"মহদ্ব্রহ্মই আমার যোনি, তাহা হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়" (৩য় অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৩

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা।।৪

হে কৌন্তেয়, সর্ব্বযোনিষু (মনুষ্যাদ্যাসু) যাঃ মূর্ত্তয়ঃ (স্থাবরজঙ্গমাত্মিকাঃ) সম্ভবন্তি, তাসাং (মূর্ত্তিনাং) মহদ্ব্রহ্ম যোনিঃ (মাতৃস্থানীয়া) অহং বীজপ্রদঃ (গর্ভাধান কর্ত্তা) পিতা।।৪

হে কৌন্তেয়, মনুষ্যাদি যোনি সকলে স্থাবর জঙ্গমস্বরূপ যে সকল মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, মহদ্ব্রহ্ম তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়া) এবং আমি বীজপ্রদ (গর্ভাধান কর্ত্তা) পিতা।।৪

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ১৪শ শ্লোকে কৌন্তেয় দ্রষ্টব্য), যত যোনি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে, সকল উৎপত্তির মূলই মহদ্ব্রহ্ম অর্থাৎ সেই ব্রহ্মময় অবস্থা হইতে গতি হইয়াই নানাবিধ যোনিতে নানা মূর্ত্তি উৎপন্ন হইতেছে এবং এই নানাবিধ যোনিতেও তিনিই কর্ত্তারূপে বিদ্যমান; কারণ মৃতদেহ হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না; এই হেতু নানাবিধ উৎপত্তির ব্রহ্মই আদি (মূল); নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোনি হইতে যাহা কিছু হইতেছে; এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোনি বিভক্ত; আর অবিভক্তরূপ ব্রহ্মই মহদ্‌যোনি; একারণ মহদ্ব্রহ্মরূপ যোনিই মাতৃস্থানীয়া, আর আমি বীজপ্রদ কর্ত্তা পিতা অর্থাৎ বীজরূপে অণুস্বরূপে আছি; কারণ পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ

ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যে সূক্ষ্মদেহস্থিত বিন্দুরূপ জীবাণু যাহা রহিয়াছে উহা আমিই, এই আদি বীজস্বরূপ (বিন্দুরূপ) ব্রহ্মের অণুকে আমি মহদ্‌যোনি মধ্যেই (ত্রিকোণ যন্ত্র মধ্যেই) রাখিয়া দিই, (প=প্রকৃষ্টরূপ, —দ শব্দে যোনি, উহাতেই রাখি) অর্থাৎ আপনাতে আপনি রাখি; আবার ঐ বিন্দুর বিস্তার রূপেই মূর্ত্ত্যন্তররূপ আত্মজ প্রকাশ করি অর্থাৎ কূটস্থের রূপান্তর স্বরূপ আত্মজ (নানা মূর্ত্তি) প্রকাশ করি (পিতারূপী আমিই পুত্ররূপে উৎপন্ন হই); পিতারই রূপান্তর পুত্র; একারণ উক্ত হইতেছে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, মহদ্‌ব্রহ্ম তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়া); আমি গর্ভাধান কর্ত্তা পিতা (৩য় অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৪

সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্।।৫

হে মহাবাহো, সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতি-সম্ভবাঃ গুণাঃ দেহে অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) দেহিনং নিবধ্নন্তি (স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃসংযোজয়ন্তি)।।৫

হে মহাবাহো, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার দেহীকে স্বকার্য্য সুখ-দুঃখ, মোহাদি দ্বারা আবদ্ধ করে।।৫

তাৎপর্য্য।—হে মহাবাহো অর্থাৎ শরীরের তেজঃ রোদসী ধারণ করিতেছে বলিয়া তেজস্তত্ত্বরূপ অর্জ্জুনকে মহাবাহো সম্বোধন করিতেছেন (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); ঈড়া তমোগুণ, পিঙ্গলা রজোগুণ, সুষুম্না সত্ত্বগুণ; এই গুণত্রয় আদ্যাশক্তিরূপা প্রাণশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ স্থিরপ্রাণরূপা আদ্যাশক্তি অজপারূপে চঞ্চলগতি-বিশিষ্টা হইলে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নারূপ তিন গুণের উৎপত্তি; এই গুণত্রয় দেহাভ্যন্তরস্থ নির্ব্বিকার দেহীকে (স্থির প্রাণরূপ আত্মাকে) সুখ-দুঃখ, মোহাদি কর্ত্তৃক আবদ্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ মেঘের দ্বারা যেমন সূর্য্যকে আবদ্ধ করিয়া (ঢাকিয়া) রাখে, তদ্রূপ ভাবে ঐ তিনগুণ কর্ত্তৃক 'আমি আমার' বোধরূপ মোহদ্বারা ও সুখ-দুঃখাদিতে বিমোহিত ভাবের দ্বারা দেহস্থিত নির্ব্বিকার আত্মাকে জানিতে না দিয়া ঢাকিয়া রাখে।।৫

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ।।৬

হে অনঘ, তত্র (তেষাং গুণানাং মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (স্বচ্ছত্বাৎ) [জ্ঞানস্য] প্রকাশকম্ অনাময়ং (নিরুপদ্রবং শান্তং) সত্ত্বং সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ বধ্নাতি।।৬

হে অপাপ, সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্ম্মলত্বহেতু [জ্ঞানের] প্রকাশক এবং অনাময় (শান্ত) সত্ত্বগুণ [দেহীকে] সুখসঙ্গ দ্বারা (সুখে আসক্তি দ্বারা) এবং জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা (জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা) বদ্ধ করে।।৬

তাৎপর্য্য।—হে অপাপ (৩য় অঃ ৩য় শ্লোকের সম্বোধন দ্রষ্টব্য); পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে আসক্তি দ্বারা এবং জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখা রূপ আবদ্ধ করে অর্থাৎ যখন সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয় তখন শরীরে জ্ঞান প্রকাশ পায়, জ্ঞান অর্থাৎ জানা, সত্ত্বগুণের অবস্থায় আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে; এই জ্ঞানে আসক্ত হইয়া পড়িলে অর্থাৎ 'তবে আর কি, — আমি আত্মসম্বন্ধীয় বিষয়ের আভাস পাইয়াছি' এই প্রকার বোধ হওয়ারূপ জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা [জানার মূল যাহা জানিতে হইবে] সেই দেহীরূপ বস্তুকে জানিতে দেয় না; না দিয়া জ্ঞানে আসক্ত করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং ঐ সত্ত্বগুণ কর্ত্তৃক জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা যে সুখের অনুভব হয়, সেই সুখেতেই জীবকে আসক্ত করাইয়া পরম সুখের বস্তুরূপ আত্মাকে জানিতে দেয় না; ঐ সুখেই আবদ্ধ করিয়া ফেলে অর্থাৎ গুণের অতীত না হইতে পারিলে আসল বস্তু-স্বরূপ দেহীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সত্ত্বগুণ জ্ঞানের প্রকাশক হইলেও (তথাপি) ঐ গুণ সুখসঙ্গ (সুখে আসক্তি) ও জ্ঞানসঙ্গ (জ্ঞানে আসক্তি) দ্বারা আবদ্ধ করে; অতএব সতর্কতার সহিত গুণে আসক্ত না হইয়া গুণাতীত অবস্থালাভের চেষ্টা করিয়া আসল বস্তুরূপ গুণাতীত নিরঞ্জন-রূপীকে জানিতে হইবে।।৬

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্।।৭

হে কৌন্তেয়, রজঃ রাগাত্মকং (অনুরাগাত্মকং) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি, তৎ দেহিনং কর্ম্মসঙ্গেন নিবধ্নাতি।।৭

হে কৌন্তেয়, রজোগুণকে রাগাত্মক (অনুরাগাত্মক) এবং তৃষ্ণা (অভিলাষ) ও সঙ্গ (আসক্তি) হইতে উৎপন্ন জানিও; তাহা দেহীকে কর্ম্ম সকলে আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।।৭

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয়, রজোগুণকে আসক্তি-কারক জানিও, উহাতে তৃষ্ণা ও আসক্তির উদয় করাইয়া দেহীকে কর্ম্ম সকলের আসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা কোন বস্তুতে আসক্তি-রূপ অনুরাগ এবং ঐ বস্তু পাইবার প্রবল লালসারূপ তৃষ্ণার উদয় হইয়া থাকে; পরে ঐ বস্তু পাইবার জন্য যে চেষ্টারূপ কর্ম্ম হয়, সেই কর্ম্মের দ্বারাই আবদ্ধ করে; যেমত কোন ব্যক্তি মিষ্টান্নের প্রতি আসক্তিবশতঃ তাহার লালসায় মেঠায়ের দোকানে দণ্ডায়মান থাকা-রূপ কর্ম্মে আবদ্ধ হয়; তদ্রূপ তৃষ্ণা এবং আসক্তিদ্বারা জীবকে ফলাকাঙ্ক্ষা রূপ কর্ম্মে বদ্ধ করিয়া দেহস্থিত দেহীকে (আত্মাকে) আচ্ছাদিত করিয়া দেয় (জানিতে দেয় না)।।৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।।৮

হে ভারত, তমস্তু অজ্ঞানজং [অতএব] সর্ব্বদেহিনাং মোহনং (ভ্রান্তি জনকং) বিদ্ধি, তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ দেহিনিং নিবধ্নাতি। প্রমাদঃ অনবধানতা, আলস্যম্ অনুদ্যমঃ নিদ্রা চিত্তস্য অবসাদঃ।।৮

হে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞান-সম্ভূত; এজন্য সকল প্রাণীর ভ্রান্তিজনক জানিও; ইহা অনবধানতা, অনুদ্যম ও চিত্তের অবসন্নতা দ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে।।৮

তাৎপর্য্য।—হে ভারত, তমোগুণকে অজ্ঞানজনক জানিও; এজন্য সকল প্রাণীর ভ্রান্তি জন্মায় অর্থাৎ তমোগুণ দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে নিপাতিত করিয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য-রূপ ভ্রান্তি ভাবেতে নিমগ্ন করে; উহা দ্বারা প্রমাদ (প্র—প্রকৃষ্টরূপে, মদ মত্ততা) অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপ মত্ততা; আলস্য অর্থাৎ উদ্যমহীনতা এবং নিদ্রা অর্থাৎ চিত্তের অবসাদ আনয়ন করাইয়া দেহীকে জানিতে না দিয়া ঐ সকল দ্বারা ঢাকিয়া রাখা-রূপ আবদ্ধ করে।।৮

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত।।৯

হে ভারত, সত্ত্বং [দেহিনং] সুখে সঞ্জয়তি (বধ্নাতি)। রজঃ কর্ম্মণি [সঞ্জয়তি] তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) প্রমাদে উত (আলস্যাদৌ) সঞ্জয়তি।।৯

হে ভারত, সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ কর্ম্মে আবদ্ধ করে, আর তমোগুণ জ্ঞানকে আবরণ করিয়া প্রমাদে ও আলস্যাদিতে আবদ্ধ করে।।৯

তাৎপর্য্য।—হে ভারত, সত্ত্বগুণ ৬ষ্ঠ শ্লোকোক্তরূপে সুখে আবদ্ধ করে, রজোগুণ ৭ম শ্লোকোক্তরূপ কর্ম্মে আবদ্ধ করে, আর তমোগুণ জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়া প্রকৃষ্টরূপ মত্ততা কর্ত্তৃক আবদ্ধ করে।।৯

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা।।১০

হে ভারত [কচিৎ] সত্ত্বং রজস্তমশ্চ অভিভূত (তিরস্কৃত্য) ভবতি, (কচিৎ) রজঃ সত্ত্বং তমশ্চ [অভিভূয় ভবতি] তথা [কদাচিদ্বা] তমঃ সত্ত্বং রজশ্চ (অভিভূয় উদ্ভবতি)।।১০

হে ভারত, কদাচিৎ রজঃ এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া সত্ত্বগুণ উদ্ভূত হয়, কখনও সত্ত্ব এবং তমোগুণকে পরাভূত করিয়া রজোগুণ উদ্ভূত হয়; আর কখন বা সত্ত্ব এবং রজোগুণকে পরাভূত করিয়া তমোগুণ উদ্ভূত হয়।।১০

তাৎপর্য্য।—হে ভারত, [শরীরে বায়ুর গতি অনুযায়ী তিন গুণের কার্য্য হয়], কখন বা সত্ত্বগুণের উদয়, কখন বা রজোগুণের উদয় এবং কখন বা তমোগুণের উদয় হয়; ঈড়ায় যখন শ্বাসের গতি চলিতে থাকে, তখন তমোগুণের উদয়, পিঙ্গলায় যখন শ্বাসের গতি চলিতে থাকে, তখন রজোগুণের উদয় এবং সুষুম্নাতে যখন শ্বাস থাকে, তখন সত্ত্বগুণের উদয় হয় অর্থাৎ শ্বাস ঈড়া ছাড়িয়া পিঙ্গলায় যাইবার মুখে এবং পিঙ্গলা ছাড়িয়া ঈড়ায় যাইবার মুখে সুষুম্না দিয়া আসিয়া থাকে; যেমত ঈড়ার গতিও ফুরায় নাই এবং পিঙ্গলার গতিও আরম্ভ হয় নাই, এই অবস্থায় শ্বাস সুষুম্নাতে থাকে; এই সময়েই সত্ত্বগুণের উদয় হয়। উক্ত সময়কে যিনি যতটুকু বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাঁহার ততটুকু সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। যিনি ইহার বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাঁহার রজস্তমোর কার্য্যই অধিক হয়।।১০

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত।।১১

যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু (শ্রোত্রাদিষু) জ্ঞানং (জ্ঞানাত্মকঃ) প্রকাশঃ উপজায়তে তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ।।১১

যখন এই দেহে (শ্রোত্রাদি) সর্ব্বদ্বারে জ্ঞানময় প্রকাশ হয়, তখন সত্ত্বগুণকে বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জানিবে।।১১

তাৎপর্য্য।—সকল ইন্দ্রিয়েতেই যখন আত্মার প্রকাশ হয় অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়েই লক্ষ্য নাই— একমাত্র আত্মাতেই তন্ময়ত্ব-ভাব দ্বারা যখন সর্ব্বদেহেই আত্মময়-ভাবের পরিপূর্ণবৎ অবস্থা হয়, সেই অবস্থায় সত্ত্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি অবস্থা জানিবে অর্থাৎ যখন [স্থিরগতিরূপ] সুষুম্নায় বায়ু চলে, তখন যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার বিষয়ই এইখানে বলিলেন।।১১

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ।।১২

হে ভরতর্ষভ, লোভঃ প্রবৃত্তিঃ (সকামকর্ম্মকরণেচ্ছা) কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ (উদ্যমঃ) অশমঃ (অনুপশমঃ) স্পৃহা (বিষয়তৃষ্ণা) এতানি [লিঙ্গানি] রজসি বিবৃদ্ধে [সতি] জায়ন্তে।।১২

হে ভরতর্ষভ, লোভ, প্রবৃত্তি (সর্ব্বদা সকাম কর্ম্ম করণেচ্ছা) কর্ম্ম সকলের আরম্ভ (উদ্যম), অশম (অশান্তি) এবং স্পৃহা (বিষয় তৃষ্ণা) এই সকল চিহ্ন রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলেই জন্মে।।১২

তাৎপর্য্য।—হে ভরতর্ষভ (৮ম অঃ ২৩শ শ্লোকে ভরতর্ষভ দ্রষ্টব্য), বিষয়ের আকাঙ্ক্ষারূপ লোভ এবং সদা সর্ব্বদা নানাবিধ (সকাম কর্ম্ম করিবার) ইচ্ছা, নানা কর্ম্মের আড়ম্বররূপ আরম্ভ, অশান্তি এবং বিষয়ের লিপ্সা, এই সকল চিহ্ন রজোগুণ বৃদ্ধিকালে জন্মায় অর্থাৎ যখন পিঙ্গলাতে বায়ু চলে, তখন রজোগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সকল অবস্থা হয়, রজোগুণের দ্বারা বিষয়মদে লালসা আনাইয়া সর্ব্বদা বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, লালসা, এই সকল ব্যাপারেই মনকে নিযুক্ত করিয়া রাখে; বুদ্ধি অনবরতই এই সব ব্যাপারে ঘুরিতেছে; মনেই এই সব ব্যাপার হইতে ক্ষণকালও বিশ্রাম নাই; ক্ষণকালও শান্তি নাই; মন ভাবিতেছে এই ব্যাপারে বুদ্ধি খাটাইয়া বিষয় কর্ত্তৃক কতই শান্তি পাইব; কিন্তু রজোগুণের দ্বারা লোভ, প্রবৃত্তি ইত্যাদি বাড়িয়াই চলিয়াছে—ভূতের বেগার খাটা মাত্র, শান্তি আর হইতেছে না, অশান্তিরই বৃদ্ধি চলিয়াছে। উপরিউক্তরূপ ঐ সমস্ত রজোগুণ-বৃদ্ধি হইতেই জন্মায়।।১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন।।১৩

হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ (বিবেকভ্রংশঃ) অপ্রবৃত্তিশ্চ (অনুদ্যমঃ) প্রমাদঃ (কর্ত্তব্যানুসন্ধানরাহিত্যং), মোহঃ (মিথ্যাভিনিবেশঃ) এব চ এতানি তমসি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে।।১৩

হে কুরুনন্দন, বিবেক-ভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, কর্ত্তব্যের অনুসন্ধানরাহিত্য ও মিথ্যাভিনিবেশ—এই সকল চিহ্ন তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে উৎপন্ন হয়।।১৩

তাৎপর্য্য।—হে কুরুনন্দন (২য় অঃ ৪১শ শ্লোকে কুরুনন্দন দ্রষ্টব্য); বিবেক-ভ্রংশ অর্থাৎ বিচারহীনতা (কোন বিষয়েই বিচার বিবেচনা নাই); উদ্যমহীন অর্থাৎ কোন কার্য্যতেই আরম্ভের উৎসাহ নাই; কর্ত্তব্যের অনুসন্ধান-রাহিত্য, কর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহার অকরণে প্রত্যবায় আছে; কোন্ কার্য্যটি না করিলে আমার প্রত্যবায়রূপ হানি আছে, তাহার অনুসন্ধান-রাহিত্য এবং মিথ্যা বিষয়ে নিযুক্ততা, এই সকল চিহ্ন তমোগুণ-বৃদ্ধি কর্ত্তৃক হয় অর্থাৎ যখন ঈড়ানাড়ীতে বায়ু চলে, তখন তমোগুণ-বৃদ্ধি কর্ত্তৃক মনের গতি অনুসারে এইসব ভাব উৎপন্ন হয়, প্রাণবায়ুর গমনাগমনরূপ শ্বাসের গতি অনুসারে মনের ও গতির পরিবর্ত্তন হয়; যাহাদের এই শ্বাসের গতির প্রতি লক্ষ্য নাই, (বায়ুর গতি কখন কোন্ মার্গ দিয়া চলিতেছে, তাহাতে যাহাদের খেয়াল নাই) তাহারাই ঐ তিন গুণের কার্য্যে আবদ্ধ হয়। যিনি গুরূপদিষ্ট উপায়ে সর্ব্বদা ঐ (শ্বাসের) গতির প্রতি লক্ষ্য রাখেন [১৩ অঃ ২৫শ শ্লোক দেখ] তাহার শ্বাসের চঞ্চলতা থাকে না; তিনি প্রাণকে (স্থির করিয়া) শরীরের যেখানে সেখানে রাখিতে সমর্থ হন এবং তিন গুণের আবদ্ধতাকে অতিক্রম করেন।।১৩

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে।।১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে।।১৫

যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভৃৎ (জীবঃ) প্রলয়ং (মৃত্যুং) যাতি তদা উত্তমবিদাম্ (উত্তমং ব্রহ্ম বিদন্তি উপাসতে ইতি উত্তমবিদঃ তেষাম্।) অমলান্ (প্রকাশময়াম্) লোকান্ প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্নোতি; তস্য পরমা গতির্ভবতীত্যর্থঃ)। রজসি (রজোগুণে) [বিবৃদ্ধে সতি] প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যুং প্রাপ্য) [দেহী] কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু) জায়তে (জন্ম লভতে); তথা তমসি (তমোগুণে) [বিবৃদ্ধে সতি)] প্রলীনঃ (মৃতঃ) মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদিষু) জায়তে।।১৪-১৫।।

যদি সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইলে জীব মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তবে সে ব্রহ্মবিদ্গণের প্রকাশময় লোক সকল প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ তাহার উত্তমগতি হয়) রজোগুণের বিবৃদ্ধি সময়ে মৃত ব্যক্তি কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্মে এবং তমোগুণ বৃদ্ধির সময়ে মৃত ব্যক্তি পশ্বাদি মূঢ়যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।।১৪-১৫।।

তাৎপর্য্য।—সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে যদি দেহত্যাগ হয় অর্থাৎ যখন শরীরস্থ বায়ু সুষুম্নামার্গে থাকে, তখনই সত্ত্বগুণ-বৃদ্ধির অবস্থা সেই অবস্থায় যদি দেহত্যাগ হয় তাহা হইলে জীব ব্রহ্মজ্ঞগণের প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ৮ম অঃ ২৪শ শ্লোকোক্তরূপ দেবতাগণের যে যে মার্গ, ঐ লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে [স্থানপ্রাপ্তিরূপ] উত্তমগতি প্রাপ্ত হয়; রজোগুণের বৃদ্ধিকালে (পিঙ্গলায় যখন বায়ু চলে, সেই অবস্থায়) যদি দেহত্যাগ হয়, তাহা হইলে [পূর্ব্বোক্ত ১২শ শ্লোকোক্তরূপ সকাম কর্ম্মের আসক্তি ও লোভ ইত্যাদির সহিত মৃত্যু হওয়ায়] জীব কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যলোকে জন্মে অর্থাৎ ঊর্দ্ধলোকে গতিরূপ স্থিতি না হইয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য যোনিতে তাহার জন্ম হয়। আর তমোগুণ বৃদ্ধিকালে (ঈড়ায় যখন বায়ু চলে, সেই সময়ে) যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে অধোলোকে পশু প্রভৃতি মূঢ়যোনিতে জন্ম হয় অর্থাৎ তমোগুণের ফল অজ্ঞান; অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় ঊর্দ্ধলোকে গতিরূপ স্থিতি না ঘটিয়া পুনরায় সংসারে আগমন করিয়া (অজ্ঞানের ফলে) পশু-আদি-মূঢ় যোনিতে জন্মে [পশুজন্মে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না—একারণ মূঢ় যোনি] ৮ম অঃ ২৪শ এবং ২৫শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।।১৪-১৫।।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং-দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্।।১৬

সুকৃতস্য (সাত্ত্বিকস্য) কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং (প্রকাশবহুলং) সাত্ত্বিকং (সত্ত্বপ্রধানং ফলম্) আহুঃ (বদন্তি) [পণ্ডিতাঃ ইতিশেষঃ]; রজসঃ তু (রাজসস্য তু কর্ম্মণঃ) দুঃখং ফলং [আহুঃ]; তমসঃ (তামসস্য কর্ম্মণঃ) অজ্ঞানং (মূঢ়ত্বং) ফলম্ [আহুঃ]।।১৬

সুকৃত অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ম্মের সত্ত্ব-প্রধান নির্ম্মলতাই ফল, [ইহা পণ্ডিতেরা] কহিয়াছেন; রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান অর্থাৎ মূঢ়ত্ব।।১৬

তাৎপর্য্য।—সাত্ত্বিক কর্ম্মের সত্ত্ব-প্রধান নির্ম্মলতাই ফল, (যেহেতু সত্ত্বগুণে উর্দ্ধলোকে অবস্থিতিরূপ উত্তমা গতি হয়) অর্থাৎ সাত্ত্বিক কর্ম্ম-দ্বারা (আত্মকর্ম্মরূপ সৎকর্ম্ম দ্বারা) সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়া তাহার ফলে যে নির্ম্মল জ্ঞান প্রকাশ পায়, সেই নির্ম্মলতাই প্রকৃত ফল, কারণ জ্ঞানের দ্বারা মন স্বচ্ছ হয়, মনে কোন ময়লা থাকে না। রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্মে নিবদ্ধতা হেতু অশান্তি ভোগ হয়; আর তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞানরূপ মূঢ়ত্ব অর্থাৎ তামসিক কর্ম্মের ফলে অজ্ঞানের বৃদ্ধি হওয়ায় আত্মজ্ঞান-রুদ্ধতারূপ মূঢ়ত্ব-দশা প্রাপ্তি হয়।।১৬

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ।।১৭

সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সংজায়তে, রজসশ্চ লোভ এব চ (সংজায়তে) তমসঃ প্রমাদমোহৌ এব ভবতঃ, অজ্ঞানং চ [ভবতি]।।১৭

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, রজঃ হইতে লোভই জন্মে এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, অবিবেক ও অজ্ঞান জন্মে।।১৭

তাৎপর্য্য।—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ সত্ত্বগুণ দ্বারা সৎকর্ম্মে (আত্মকর্ম্মে) প্রবৃত্তি হইয়া ঐ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থার জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) জন্মে। রজোগুণ হইতে লোভ জন্মে অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত সকাম কর্ম্ম করায় কর্ম্মফলের লালসারূপ লোভেরই উদয় হয়; তমোগুণ হইতে প্রমাদ (প্রকৃষ্টরূপ মত্ততা) এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য-ভাবরূপ মোহ-তিমির ও অজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ তমোগুণ কর্ত্তৃক অসৎ প্রবৃত্তিতে রত হইয়া তাহাতেই প্রকৃষ্টরূপ মত্ততা আসে এবং ঐ মত্ততা কর্ত্তৃক হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যাওয়ারূপ মোহ আসে; ইহাতে অজ্ঞানেরই উদ্ভব হয়।।১৭

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ।।১৮

সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ) উর্দ্ধং গচ্ছন্তি; রাজসাঃ (রজোগুণপ্রধানাঃ) মধ্যে তিষ্ঠন্তি; জঘন্যগুণবৃত্তস্থাঃ (নিকৃষ্টস্য) তমোগুণস্য প্রমাদমোহাদিবৃত্ত স্থিতাঃ) তামসাঃ অধঃ-গচ্ছন্তি।।১৮

সত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তিগণ উর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে থাকে, আর নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী তামসেরা (তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তিরা) অধঃপথে গমন করে।।১৮

তাৎপর্য্য।—সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ ১৪শ শ্লোকোক্তরূপ উর্দ্ধে গমন করে অর্থাৎ যাঁহারা সত্ত্বগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁহারা আত্মকর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানালোকরূপ

উত্তম দিকেই গমন করেন। রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তি যাহারা, তাহারা ১৫শ শ্লোকোক্তরূপে মধ্যাবস্থারূপ বর্ত্তমান (সকাম কর্ম্মের) পথেই স্থান পায়; আর তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তিরা জঘন্য-প্রবৃত্তিকর্ত্তৃক পশুভাবে রত থাকায়, তাহাদের অধঃ পথেই গমন হয় অর্থাৎ তমোগুণের ফল নিকৃষ্ট দিকেই ধাবিত করাইয়া থাকে; একারণ প্রমাদ ও মোহময় অধো-লোকরূপ পশু-ভাবের দিকেই তাহাদের গমন হয়।।১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি।।১৯

যদা দ্রষ্টা (জ্ঞানী) (জ্ঞানচক্ষুষা) গুণেভ্যঃ অন্যং (গুণব্যতিরিক্তং) কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি (গুণাএব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ইতি পশ্যতি) গুণেভ্যশ্চ পরং (ব্যতিরিক্ত, তৎসাক্ষিণম্ আত্মানং) বেত্তি (জানাতি) তদা সঃ মদ্‌ভাবম্ (ব্রহ্মত্বম্) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।।১৯

যখন জ্ঞানী ব্যক্তি গুণব্যতিরিক্ত অন্য কর্ত্তাকে না দেখেন অর্থাৎ গুণ সকলই কর্ম্ম করিতেছে, তিনি কিছুই করিতেছেন না এইরূপ দেখেন এবং গুণসকল হইতে পর অর্থাৎ তৎসাক্ষী আত্মাকে জানেন, তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আমিই হইয়া যান।।১৯

তাৎপর্য্য।—সত্ত্বগুণের দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন এইরূপ দেখেন যে, আমি কিছুই করিতেছি না, —গুণ সকলের দ্বারাই ভাল মন্দ কর্ম্ম হইতেছে, আর আত্মাকে গুণ সকল হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন অর্থাৎ গুণের দ্বারায় কর্ম্ম হইতেছে, আত্মা কেবল সাক্ষীরূপে ভাল মন্দ দেখিয়া যাইতেছেন মাত্র, —তিনি কোন গুণেই লিপ্ত নহেন এইরূপ যখন প্রত্যক্ষ করিয়া জানিতে পারেন, তখন তিনি (জ্ঞানী ব্যক্তি) আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়া যান অর্থাৎ আমার স্বরূপত্ব-প্রাপ্তিতে আমিই হইয়া (জীবভাব হইতে শিবভাব প্রাপ্ত হইয়া) যান।।১৯

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে।।২০

দেবসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীত্য জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ [সন্] দেহী অমৃতম্ (পরমানন্দম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)।।২০

দেহ সমুদ্ভব এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া, দেহী জন্ম-মৃত্যু-জরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন।।২০

তাৎপর্য্য।—দেহ হইতে উৎপন্ন যে তিন গুণ, এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত (গুণাতীত) স্থানে বর্ত্তমান প্রাণরূপী আত্মার স্থিতি করিয়া

জন্ম-মৃত্যু-জরারূপ দুঃখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, জন্ম মৃত্যু অর্থাৎ কখন বর্ত্তমান অবস্থায় গতিরূপ জন্ম, কখন বর্ত্তমানের অতীতাবস্থায় প্রবেশরূপ মৃত্যু, এই যাতায়াত আর থাকে না; বর্ত্তমানের অতীতাবস্থায় সদা স্থিতিরূপে বিমুক্ত হইয়া উপরিউক্ত জন্ম-মৃত্যু-জরারূপ দুঃখ হইতে মুক্তি-লাভে দেহী পরমানন্দ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যিনি এইরূপে আত্মার সদাস্থিতি অবস্থা করিতে পারেন, তাঁহার আর চঞ্চলাত্মা থাকে না, তৎ-আত্মা কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ পরমানন্দ পদেই অবস্থিত হন।।২০

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে।।২১

অর্জ্জুন উবাচ। হে প্রভো [দেহী] কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কীদৃশৈঃ আত্মচিহ্নৈঃ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি? কিমাচার? (কঃ আচারঃ যস্য ইতি কিমাচারঃ কথং বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ); কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে?।।২১

অর্জ্জুন কহিলেন। প্রভো, দেহী কীদৃশ চিহ্ন দ্বারা এই তিন গুণের অতীত হন? তাঁহার আচার কিরূপ? এবং কি উপায়ে এই তিনগুণ অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন?।।২১

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন অর্থাৎ শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব দ্বারা জীবভাব হইতে ব্যক্ত হইল। প্রভো—প্র = প্রকৃষ্টরূপে ভূ = উৎপন্ন হওয়া, আত্মাই প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইতেছেন, অর্থাৎ যাহা কিছু উৎপন্ন বা যে কিছুর উদ্ভব হইতেছে, তাহার মূল কারণ আত্মা; অতএব তিনিই প্রভু। সেই আত্মার সমীপে জীবভাব কর্ত্তৃক ব্যক্ত হইতেছে যে, দেহী কিরূপ চিহ্ন দ্বারা তিন গুণের অতীত হন? অর্থাৎ তিনি ত্রিগুণের অতীত স্থানে আত্মার স্থিতি করিতে পারেন, তাঁহার আত্মার চিহ্ন কিরূপ এবং আচার কিরূপ? আর কি উপায় দ্বারা এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া আত্মার স্থিতি অবস্থা হয়?।।২১

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।।২২

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে পাণ্ডব, প্রকাশং (সর্ব্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ জ্ঞান প্রকাশ উপজায়তে ইতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যং) প্রবৃত্তিঞ্চ (রজঃকার্য্যং) মোহমেবচ (তমঃ-কার্য্যং) [এতানি সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং] সংপ্রবৃত্তানি (স্বতঃপ্রবৃত্তানি) [সন্তি] [যঃ] ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি চ [সন্তি] ন কাঙ্ক্ষতি, [সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে]।।২২

শ্রীভগবান্ কহিলেন। হে পাণ্ডব, প্রকাশ (সত্ত্বকার্য্য) প্রবৃত্তি (রজঃকার্য্য) এবং মোহ (তমঃকার্য্য) এই সকল গুণকার্য্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইলে, যিনি দ্বেষ না করেন, এবং নিবৃত্ত থাকিলে [ঐগুলির] আকাঙ্ক্ষা না করেন অর্থাৎ যাঁহার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি দুইই নাই [তিনি] গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন।।২২

তাৎপর্য্য।—ভগবান কূটস্থ চৈতন্য কহিলেন। হে পাণ্ডব, (৬ষ্ঠ অঃ ২য় শ্লোকে পাণ্ডব সম্বোধন দ্রষ্টব্য) তিন গুণের কার্য্যদ্বারা যিনি অনুরক্ত বা বিরক্ত না হন অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বে ষষ্ঠ শ্লোকে সত্ত্বগুণের বিষয় যাহা বলিয়াছেন, উক্ত সত্ত্বগুণের কার্য্যদ্বারা যিনি সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে আবদ্ধ না হন এবং রজোগুণের কার্য্যে যাহা কর্ম্ম সকলে আসক্তি দ্বারা বদ্ধ করে ঐ আসক্তিতেও যিনি রত না হন, আর তমোগুণের কার্য্যরূপ মোহেও যিনি আবদ্ধ না হন, ত্রিগুণের কার্য্য যাহা হইবার হইতেছে, ঐ গুণকার্য্য চলিত হইলেও যিনি বিরক্ত না হন এবং গুণকার্য্য নিবৃত্ত থাকিলেও যিনি উহার ভোগে আকাঙ্ক্ষিত নহেন অর্থাৎ গুণকার্য্য উপভোগেও যিনি আকাঙ্ক্ষী নহেন এবং গুণকার্য্য প্রবৃত্ত (চলিত) হইলে তাহাতেও যিনি বিরক্ত নহেন, —আবদ্ধ, আসক্ত বা মোহিত-রূপে বিচলিত নহেন (গুণের কার্য্য গুণ করিতেছে তাহা দ্বারা উপভোগেরও আকাঙ্ক্ষী নহেন, রজস্তমো গুণের যাহা কার্য্য—শোক, মোহ, অশান্তি ইত্যাদি, তদ্দ্বারাও বিচলিত নহেন) এরূপ ব্যক্তি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন।।২২

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে।।২৩

যঃ উদাসীনবৎ (সাক্ষিতয়া) আসীনঃ (স্থিতঃ সন্) গুণৈঃ (গুণকার্য্যৈঃ-সুখ দুঃখাদিভিঃ) [স্বরূপাৎ] ন বিচাল্যতে [অপিতু] গুণাঃ [গুণেষু] বর্ত্তন্তে ইত্যেবং [মত্বা] অবতিষ্ঠতি (অবতিষ্ঠতে) ন চ ইঙ্গতে (চলতি) [সঃ গুণা-তীতঃ উচ্যতে]।।২৩

যিনি উদাসীনবৎ অর্থাৎ সাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকিয়া সুখ দুঃখাদি গুণ-কার্য্য কর্ত্তৃক বিচলিত হন না; গুণ সকল (কেবল) স্বীয় স্বীয় কার্য্যেই আছে, এইরূপ মনে করিয়া অবস্থান করেন (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় করিতেছে, তিনি কিছুই করিতেছেন না এইরূপ মনে করেন) ও বিচলিত হন না [তাঁহাকে গুণাতীত বলে]।।২৩

তাৎপর্য্য।—যিনি উদাসীনবৎ অবস্থিত (উৎ—আসীন—উদাসীন অর্থাৎ শরীরস্থ ঊর্দ্ধস্থান-রূপ ব্রহ্মমার্গে মনকে যিনি অবস্থিত করিয়াছেন) এরূপ ব্যক্তি সাক্ষিরূপে অবস্থিত থাকিয়া দুঃখ বা সুখ কিছুতেই বিচলিত হন না অর্থাৎ বিচারকের নিকট সাক্ষি-পদবাচ্য ব্যক্তি যেমন বাদী বা প্রতিবাদী ব্যক্তির ন্যায় সুখ-দুঃখের ভাগী হন না (তিনি কেবল সাক্ষী দিয়া খালাস, মকর্দ্দমার হার জিতে তাঁহার লাভ-লোকসান যেমন কিছুই নাই) তদ্রূপ উদাসীন ব্যক্তিও গুণাদির কার্য্য দ্বারা বিচলিত হন না

(সত্ত্বগুণের কার্য্য দ্বারা সুখে আবদ্ধ বা রজস্তমোগুণ দ্বারা দুঃখে অনুতপ্তরূপে বিচলিত হন না), তিনি জানেন— গুণ সকল নিজ নিজ কার্য্যেই ব্যাপৃত আছে। এইরূপ ব্যক্তিকেই গুণাতীত বলে।।২৩

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ।।২৪

যঃ সমদুঃখসুখঃ, স্বস্থঃ (স্বরূপে আত্মনি এব স্থিতঃ) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ, তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ, ধীরঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ [সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে]।।২৪

যাঁহার সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আত্মাতে অবস্থিত, যাঁহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও সুবর্ণ সমান, যাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় তুল্য, যিনি ইন্দ্রিয় সকল জয় করিয়াছেন এবং যাঁহার নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য [তিনি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন]।।২৪

তাৎপর্য্য।—আপনাতে আপনি থাকিয়া (আত্মাতে মনের অবস্থিতি করাইয়া) যাঁহার সুখ ও দুঃখ সমান অর্থাৎ সুখেও উদ্বিগ্ন নহেন, দুঃখেও বিচলিত নহেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সদা একই অবস্থা যাঁহার। যাঁহার কাছে ঢেলাটা, পাথরটা এবং সোনাটা একই পদার্থবৎ সামান্য বস্তু বলিয়া গণ্য; যাঁহার কাছে প্রিয়ও নাই অপ্রিয়ও নাই অর্থাৎ এই বস্তুটি ভালবাসার ও এই বস্তুটি দ্বেষের, এরূপ ভাব নাই, সকলেতেই একই ভাব, যিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না থাকিয়া উহাদিগকেই স্ববশে আনিয়াছেন অর্থাৎ নিজ ইন্দ্রিয়ের বশে চলেন না, ইন্দ্রিয়কেই নিজ বশে চালিত করেন এবং নিন্দা ও প্রশংসা যাঁহার তুল্য অর্থাৎ নিন্দাতেও রুষ্ট নহেন, প্রশংসাতেও তুষ্ট নহেন এরূপ ব্যক্তি গুণাতীত বলিয়া উক্ত হন।।২৪

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে।।২৫

[যঃ] মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ, মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী [সর্ব্বান আরম্ভান্ উচ্চমান্ আরম্ভমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্যঃ সঃ] গুণাতীতঃ উচ্যতে।।২৫

যিনি মান ও অপমানে সমভাব, মিত্র ও শত্রুপক্ষে সমান এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্যমত্যাগী তাঁহাকে গুণাতীত বলে।।২৫

তাৎপর্য্য।—যিনি মানেও বিশেষ তুষ্ট নহেন এবং অপমানেও রুষ্ট নহেন অর্থাৎ কেহ মান দিলেও তাহাতে মজেন না আবার অপমান দিলেও চটেন না, এইরূপ মানাপমানে যিনি সমভাব, মিত্র ও শত্রু পক্ষে সমান অর্থাৎ মিত্রপক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী বা শত্রুপক্ষের অহিতাকাঙ্ক্ষী এরূপ নহেন, ঐ উভয় পক্ষেই চিত্তের সমভাব, আর সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী অর্থাৎ যাঁহার কোন বিষয়েরই সঙ্কল্প নাই, সর্ব্ব বিষয়েই সঙ্কল্পরূপ উদ্যমত্যাগী যিনি (যাহা কিছু হইবার হইতেছে, কর্ম্মক্ষেত্র যাহা করিবার তাহা করিতেছেন, কোন বিষয়ের সঙ্কল্পরূপ আরম্ভ যাঁহার নাই) এরূপ ব্যক্তিকেও গুণাতীত বলে অর্থাৎ তিনিই গুণকে অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণের অতীত পদ লাভ করিয়াছেন।।২৫

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।২৬

যশ্চ মাম্ অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন (অনন্যভক্তিযোগেন) সেবতে সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য (সম্যক্ অতিক্রম) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাবায়) কল্পতে (যোগ্যো ভবতি)।।২৬

এবং যিনি আমাকে একান্ত ভক্তি দ্বারা সেবা করেন, তিনি এই সকল গুণ বিশেষ রূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন।।২৬

তাৎপর্য্য।—একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা যিনি আমাকে সেবা করেন অর্থাৎ সতী যেমন একমাত্র পতিতে তন্ময় হইয়া পতির প্রতি প্রেম নিযুক্তারূপ ভক্তিযোগদ্বারা তৎসেবায় রত থাকেন (ভক্তি অর্থে ভালবাসা বা প্রেম, ঐ প্রেমে নিযুক্তরূপ মিলিত অবস্থাই ভক্তি-যোগ) ঐরূপ একান্ত ভক্তিযোগদ্বারা (অর্থাৎ একমাত্র আত্মার প্রতিই প্রেমে নিযুক্ততা দ্বারা) যিনি আত্মাকে সেবা করেন (সেবা অর্থাৎ তৎকর্ম্মে—আত্মকর্ম্মে রত থাকা; এইরূপে রত যিনি থাকেন), তিনি এই সকল গুণকে বিশেষরূপে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন (প্রাণরূপী আত্মার বৃহৎ অবস্থারূপ যে অব্যক্ত মহান্‌ভাব সেই ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন)।।২৬

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।২৭

ইতি গুণত্রয়বিভাগ-যোগঃ।

হি (যতঃ) অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ) [তথা] অব্যয়স্য (নিত্যসা) অমৃতস্য (মোক্ষস্য) চ শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য চ ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ [প্রতিষ্ঠা] পরমানন্দরূপত্বাৎ।।২৭

যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (স্থিতি স্থান অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি), এবং নিত্য (অমর পদের) অর্থাৎ মোক্ষের এবং সনাতন ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখেরও (স্থিতি স্থান)।।২৭

তাৎপর্য্য।—আমিই ব্রহ্ম-প্রকৃষ্টরূপ স্থিতির অবস্থা; আমি নিত্যবস্তু অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমানরূপী, আর অমর-পদ অর্থাৎ মোক্ষরূপ অবস্থা আমি অর্থাৎ যে অবস্থায় স্থিতিদ্বারা মৃত্যুরূপ অবস্থার ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হইয়া মৃত্যুকালরূপ ভয়াবহ ভাবকে এড়াইয়া খং-স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা যায় সেই অবস্থাই আমি। আমার ভাব প্রাপ্ত হইলে, তখন আর সাধারণ মৃত্যুর অবস্থায় তাহাকে পতিত হইতে হয় না,

সাধারণ মৃত্যুর অবস্থা আর তাহাকে তখন আক্রমণ করিতে পারে না; তখন ঐ মৃত্যুই তাহার নিজকরায়ত্ত হইয়া অমর-পদের অবস্থা হয়; আমার ভাব (ব্রহ্মভাব) প্রাপ্তি দ্বারা এই অমর-পদ লাভ হয়; একারণ আমিই অমর-পদ বা মোক্ষ। সনাতন ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখের বস্তুও আমিই, ধর্ম্ম অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীবের পোষণ হয়, একমাত্র প্রাণকর্ত্তৃকই সর্ব্বজীবের পোষণ হইয়া থাকে; সেই প্রাণের যে কর্ম্ম (আত্মকর্ম্ম), তাহাই ধর্ম্ম; ঐ সনাতন ধর্ম্মের (যাহা আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, এরূপ কর্ম্মের) বস্তু আমি এবং ঐকান্তিক সুখের বস্তুও আমি অর্থাৎ আমার ভাব প্রাপ্তিদ্বারা পরমানন্দরূপ যে সুখ, তাহা লাভ হইয়া 'আমি-হারা' ভাবরূপ অবস্থায় একেরও অন্ত (আমি পর্য্যন্ত নাই) হইয়া যায়, তাই একান্ত সুখেরও অবস্থা আমি।।২৭

ইতি গুণত্রয়বিভাগ যোগঃ।

— অর্থাৎ —

ঈড়া তমোগুণ, পিঙ্গলা রজোগুণ, সুষুম্না সত্ত্বগুণ এই তিনগুণের বিভাগ অবস্থাই যোগরূপ অবস্থা অর্থাৎ রজস্তমোরূপ ঈড়া পিঙ্গলার গতি ফুরাইয়াছে এবং সুষুম্নারূপ সত্ত্বগুণ আসিতেছে, এমত অবস্থায় রজস্তমোও নাই এবং সত্ত্বও আসিয়া পৌঁছায় নাই, কখনও সত্ত্ব, কখন রজঃ, কখন তমঃ এইরূপে তিন গুণের কার্য্য জীব-দেহে সদাই চলিতেছে, যখন একগুণের কার্য্য ফুরাইয়াছে আর একগুণের কার্য্যও আরম্ভ হয় নাই— এই যে সময়, (অর্থাৎ যখন কোন গুণেরই কার্য্য নাই) ইহাই গুণত্রয়ের বিভাগরূপ অবস্থা এবং এই অবস্থাই যোগ-পদবাচ্য।

ইতি চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।১

শ্রীভগবান্ উবাচ। উর্দ্ধমূলম্ (উর্দ্ধম্ আজ্ঞাচক্রাৎ সহস্রারপর্য্যন্তং মূলং যস্য তম্) অধঃশাখম্ (অধঃ আজ্ঞাচক্রস্য নিম্নে শাখা যস্য তম্) [প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাৎ] অব্যয়ম্ [দেহম্] অশ্বত্থং (শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি) প্রাহুঃ, ছন্দাংসি (বেদাঃ) যস্য পর্ণানি [ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ দেহস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়াঃ বেদাঃ] তং (এবম্ভূতম্ অশ্বত্থং) যঃ বেদ (বেত্তি) সঃ [এব] বেদবিৎ (বেদজ্ঞঃ)।।১

উর্দ্ধে (আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত যাহার মূল) এবং অধঃ (আজ্ঞাচক্রের নিম্নে) যাহার শাখা, আর প্রলয়ানন্তর পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিহেতু [প্রবাহরূপে বিচ্ছেদাভাব বশতঃ] অব্যয় এতাদৃশ দেহকে অশ্বত্থ (পর দিন প্রভাত পর্য্যন্তও যাহা থাকিবে না) বলেন; বেদ সকল [ত্রৈগুণ্যবিষয়হেতু] যাহার পত্র এতাদৃশ (দেহরূপ) অশ্বত্থকে যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ।।১

তাৎপর্য্য।—উর্দ্ধে মূল এবং অধঃতে শাখা অর্থাৎ মাথা উপরে ও হস্তপদাদি নীচে, এই মস্তকরূপ উর্দ্ধস্থানেই (আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার মধ্যেই) মূলবস্তু (পরমাত্মতত্ত্ব) রহিয়াছে এবং ঐ উর্দ্ধস্থিত মূলবস্তু হইতে আজ্ঞাচক্রের নিম্নে প্রাণাদি বায়ু সকলের ক্রিয়াকৌতুকরূপে হস্তপদাদির কার্যকলাপ যাহা যাহা হইতেছে, উহাই শাখা-প্রশাখাস্বরূপ। উক্ত মূল ও শাখা-প্রশাখাদি ব্যাপার যাহা অর্থাৎ আত্ম-নারায়ণের ক্রিয়া-কৌতুক যাহা, উহা অব্যয় অর্থাৎ চিরদিনব্যাপী; এইরূপ (উর্দ্ধে মূল ও অধোভাগে শাখারূপ) যে কলেবর, ইহাকে অশ্বত্থ-বৃক্ষাকার বলিতেছেন; অশ্বত্থ অর্থাৎ অস্থায়ী (যে বস্তু আজ আছে কাল হয়ত নাই), এমত অস্থায়ী-বস্তুরূপ দেহকেই অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিতেছেন,

বেদ সকল হইতেছে এই বৃক্ষের পত্র, বেদ সকল অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজঃ গুণাদি, (যথা ঋচোরজোগুণাঃ সত্ত্বং যজুষাঞ্চ গুণা মুনে ইত্যাদি) ইহারাই হইতেছে এই বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। এতাদৃশ অশ্বত্থ বৃক্ষকে যিনি জানেন অর্থাৎ এই দেহরূপ অশ্বত্থের তত্ত্ব জ্ঞানরূপ দেহতত্ত্ব যিনি বিদিত আছেন, তিনি বেদবিৎ।।১

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি, কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে।।২

তস্য গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ জলসেচনৈরিব বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ) বিষয়প্রবালা (বিষয়াঃ কামাঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ) শাখাঃ [আজ্ঞাচক্রস্য] অধঃ উর্দ্ধং (আজ্ঞাচক্রপর্য্যন্ত) চ প্রসৃতাঃ (বিস্তৃতাঃ) মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি (কর্ম্মৈব অনুবন্দি উত্তরভাবিবন্ধনহেতুঃ যেষাং তানি) মূলানি [আজ্ঞাচক্রস্য] অধশ্চ উর্দ্ধং (আজ্ঞাচক্রপর্য্যন্তং) চ অনুসন্ততানি (বিরূঢ়ানি) [আজ্ঞাচক্রাৎ সহস্রারপর্য্যন্তং যৎ মূলং তত্ত্ব ন কর্ম্মানুবন্ধি]।।২

তাহার শাখাসকল সত্ত্বাদি গুণরূপ জলসেচনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, কামনারূপ পল্লববিশিষ্ট এবং আজ্ঞাচক্রের অধঃ ও উর্দ্ধদিকে (আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত) বিস্তৃত আছে; মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধি মূল সকল আজ্ঞাচক্রের অধঃ ও উর্দ্ধদিকে (আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত) বিস্তৃত রহিয়াছে [যেমন বটবৃক্ষের ঝুরি]।।২

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা সকল অধঃ এবং উর্দ্ধে বিস্তৃত রহিয়াছে অর্থাৎ উর্দ্ধের মূল হইতে প্রাণাদি বায়ু-সকলের কার্য্যব্যক্ত দ্বারা অধঃস্থিত শাখারূপে হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য বিস্তৃত হইয়াছে, আবার অধঃ হইতে নাড়ী সকল উপরে (মাথায়) গিয়াছে, এইরূপে শাখা-সমূহ অধঃ ও উর্দ্ধে বিস্তৃত রহিয়াছে। আর শরীরের গুণ সকল (ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না) ইহাতে ভালরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃক্ষাকার কলেবর বিষয়-কামনারূপ পল্লববিশিষ্ট; মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধি যে সকল মূল, ঐগুলি আজ্ঞাচক্রের অধঃ ও উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে (যদ্দ্বারা কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইতে হয় এমত যে সকল মূল, সেগুলি আজ্ঞাচক্রের অধঃতে বিস্তৃত; আর যদ্দ্বারা কর্ম্মসূত্রের অতীত স্থানে স্থিতিলাভ করা যায়, এমত যে মূল উহা আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধে বিস্তৃত রহিয়াছে) অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা (গুণাতীত স্থানে) স্থিতি হয় এমত কর্ম্মানুবন্ধ যে যে মূল, সেগুলি উর্দ্ধে বিস্তৃত এবং যে কর্ম্মদ্বারা (গুণাদি কর্ত্তৃক) কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইতে হয়, এমত কর্ম্মানুবন্ধি মূল অধঃতে বিস্তৃত; এইরূপে অধঃ ও উর্দ্ধে বিস্তৃত রহিয়াছে, [কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধকারক যে সকল মূল তৎসমুদয় গুণত্রয় হইতে উৎপন্ন; সুতরাং আজ্ঞাচক্র হইতে অধঃস্থিত, আর আজ্ঞাচক্রের উর্দ্ধস্থ যে মূল ঐ মূল ত্রিগুণের অতীত বলিয়া উহা কর্ম্মানুবন্ধি নহে।।২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম-
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা।।৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।।৪

ইহ (সংসারে) [স্থিতৈঃ প্রাণিভিঃ] অস্য (দেহস্য) রূপং (স্বরূপং তত্ত্বং বা) ন উপলভ্যতে; তথা ন অন্তঃ (অবসানং) [প্রবাহরূপেণ অবিচ্ছেদাৎ] ন চ আদিঃ (উৎপত্তিহেতুঃ) ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ) এনং সুবিরূঢ়মূলম্ অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গ শস্ত্রেণ (আত্মসঙ্গেন) ছিত্ত্বা ততঃ [তস্য মূলভূতং] তৎ পদং (বস্তু) পরিমার্গিতব্যম্ (অন্বেষ্টব্যম্); যস্মিন গতাঃ (যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ) ভূয়ং ন নিবর্ত্তন্তি (নিবর্ত্তন্তে); যতঃ এষা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ (সংসার-প্রবৃত্তিঃ) প্রসৃতা (বিস্তৃতা); তমেবচ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) [ইত্যেবং গুরূপদিষ্টসাধনেন অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ]।।৩-৪।।

ইহলোকে এই দেহের রূপ (অর্থাৎ স্বরূপ বা তত্ত্ব) উপলব্ধি হয় না; সেইরূপ ইহার অন্ত (অবসান) আদি (উৎপত্তিহেতু) এবং স্থিতিও উপলব্ধি হয় না। এই বদ্ধমূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অসঙ্গ-শস্ত্র (ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মসঙ্গরূপ শস্ত্র) দ্বারা ছেদন করিয়া পরে [তাহার মূলভূত] সেই বস্তু অন্বেষণ করিতে হইবে; যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, যাহা হইতে এই পুরাণী প্রবৃত্তি (চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি) বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদ্য পুরুষকেই স্মরণ লইলাম (এইরূপ গুরূপদিষ্ট সাধন দ্বারা অন্বেষণ করিতে হইবে)।।৩-৪।।

তাৎপর্য্য।—ইহলোকে কোন প্রাণীই এই দেহের রূপ (অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব) জ্ঞাত নহে; তদ্রূপ ইহার আদি অন্তও কেহ জ্ঞাত নহে অর্থাৎ কোথা হইতে কি প্রকারে ইহার উৎপত্তি এবং কি প্রকারে কোথা গিয়া ইহার লয় হইতেছে, আর কিরূপে কাহাকর্ত্তৃকই বা কিছুকাল ইহার স্থায়িত্ব, এসকল তত্ত্ব কেহই অবগত নহে; জল-বিম্বের যেমন উৎপত্তি, অবসান ও স্থিতি দেখা যায়, এই দেহের আদি, অন্ত, স্থিতিও তদ্রূপ। ইহার কিরূপে উৎপত্তি, কিরূপে স্থিতি ও কিরূপে অবসান, সে তত্ত্ব (অর্থাৎ ১৪শ অঃ ৩য় শ্লোকোক্ত ও ৩য় অঃ ১০ম শ্লোকোক্তরূপ তত্ত্ব এবং ৯ম অঃ ১৮শ ও ৭ম শ্লোকোক্তরূপ তত্ত্ব) কেহই অবগত নহে। ইন্দ্রিয়-সঙ্গ-ত্যাগরূপ অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা (ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্মসঙ্গরূপ শস্ত্রদ্বারা) এই অশ্বত্থের মূল ভেদরূপ ছেদন করিতে হইবে; ছেদন করিয়া উর্দ্ধস্থিত মূল বস্তু অন্বেষণ করিতে হইবে অর্থাৎ

অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ কলেবরের উর্দ্ধে যে মূল বস্তু রহিয়াছে, উল্টা পবনের ঠোকররূপ ক্রিয়া-কৌশল যোগে ঐ মূলভেদরূপ ছেদন করিয়া, সেই উর্দ্ধের দ্বার মোচন পূর্ব্বক আসল বস্তু অন্বেষণ করিতে হইবে—যে বস্তু প্রাপ্ত হইলে আর ফিরিতে হয় না অর্থাৎ যে অবস্থা মিলে গেলে, পুনরায় আর বর্ত্তমান অবস্থার ঘোরে পড়িতে হয় না৷ যাহা হইতে এই জগৎ-তত্ত্বের বিস্তার হইয়াছে, —তিনিই আদি পুরুষ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া কূটস্থের পর যাঁহাকে (যে অরূপময়কে) দেখিতে পাওয়া যায়, সেই আদি পুরুষকেই স্মরণ লইলাম—এইরূপে অন্বেষণ করিতে হইবে।।৩-৪।।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।।৫

নির্ম্মানমোহাঃ (নির্গতৌ মানমোহৌ অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যঃ তে) জিতসঙ্গদোষাঃ (জিতঃ ইন্দ্রিয়সঙ্গরূপঃ দোষঃ যৈঃ তে) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিতাঃ), বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষণ নিবৃত্তঃ কামঃ যেভ্যঃ তে) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ (সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণদীনি তৈঃ) বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ (নিবৃত্তাবিদ্যাঃ) [সন্তঃ] তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি।।৫

যাঁহাদের মান অর্থাৎ অহঙ্কার এবং মোহ অর্থাৎ মিথ্যাভিনিবেশ নাই, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ে আসক্তিরূপ দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবিশিষ্ট, যাঁহাদের কামনা বিশেষ রূপে নিবৃত্তি পাইয়াছে, যাঁহারা সুখ-দুঃখ-নামক দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, এতাদৃশ অমূঢ় অর্থাৎ অবিদ্যাবিরহিত সাধুগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।।৫

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা 'হামবড়া'-রূপ মান ও অহঙ্কারের বশীভূত নহেন এবং মিথ্যাভিনিবেশ-রূপ মোহ অর্থাৎ মিথ্যাতেই সত্যের আরোপ-রূপ মোহ যাঁহাদের নাই, যাঁহারা সদা আত্মসঙ্গে থাকিয়া ইন্দ্রিয়-সঙ্গে থাকারূপ দোষকে জয় করিয়াছেন, আত্মজ্ঞানে যাঁহারা নিষ্ঠাবান্ এবং সকল কামনার নিবৃত্তি করিয়া কোন কামনাই যাঁহাদের নাই, যাঁহারা সুখে হর্ষিত ও দুঃখে বিষাদিত-রূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বদা এক অনির্ব্বচনীয় সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় বর্ত্তমান সুখ ও দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া ইহা হইতে মুক্ত হইয়াছেন—এইরূপ অবিদ্যারহিত সাধুগণ সেই অব্যয়-পদ অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত সেই আসল বস্তু প্রাপ্ত হন।।৫

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।৬

যৎ [পদং] গত্বা (প্রাপ্য) [যোগিনঃ] ন নিবর্ত্তন্তে তৎ [পদং] সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্রঃ) ন চ পাবকঃ (অগ্নিঃ) [ভাসয়তে] তৎ মম পরমং ধাম।।৬

যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন না, সেই পদকে সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশিত করিতে পাবেন না, তাহাই আমার পরম ধাম অর্থাৎ স্বরূপ।।৬

তাৎপর্য্য।—যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই আমার পরম ধাম অর্থাৎ সে বড় এক আশ্চর্য্য জায়গা যাহা গুরুবক্তগম্য সাধন দ্বারা নিজ বোধরূপ অবস্থা; সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় আর এই ভবঘোররূপ বর্ত্তমান ঘোরের অবস্থায় নিপতিত হইতে হয় না, (যাঁহারা সে অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহারা যেখানে যখন থাকেন, সেই একই অবস্থায় সদা অবস্থিতি-রূপ অবস্থা তাঁহাদের) সেখানে সূর্য্যের কিরণ নাই, চন্দ্রের রশ্মি নাই, অগ্নির দীপ্তি নাই অর্থাৎ তাহা চন্দ্র সূর্য্যের জ্যোতির ও অগ্নিদীপ্তির অতীত স্থান, চন্দ্র সূর্য্যাদি দ্বারা সে পদের প্রকাশ সম্ভাবনা নাই, তথায় কেবল স্বপ্রকাশ (পরম জ্যোতির্ম্ময় স্থান) সেই আমার পরম ধাম অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থারূপ স্থান।।৬

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।৭

মম এব অংশঃ (অয়ং) [অবিদ্যয়া] জীবভূতঃ সনাতনঃ (সদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ) প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি (মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি) ইন্দ্রিয়াণি জীবলোকে [সংসারোপভোগার্থং] কর্ষতি।।৭

আমারই অংশ এই সনাতন অর্থাৎ মায়াবশতঃ সদা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ জীব প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জীবলোকে সংসারে উপভোগার্থ আকর্ষণ করে।।৭

তাৎপর্য্য।—আমারই অণুর (ব্রহ্মাণুর) অংশে এই সনাতন (চিরদিন ব্যাপী) জীবলোক, অর্থাৎ পূর্ব্বাধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকোক্ত আমারই বিন্দুরূপ অণুর অংশ হইতে সৃষ্টি-তত্ত্বরূপ এই জীবলোক; ইহাকে (জীব সমূহকে) প্রকৃতির গুণেতে (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই সবে আসক্তি দ্বারা) পঞ্চেন্দ্রিয় এবং মন এই ছয়টিকে জীবলোকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়গণ সহ জীবকে সংসার-ভোগার্থে পুনরাগমন-রূপে ইহলোকে টানিয়া আনে।।৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ।।৮

ঈশ্বরঃ (দেহী) যৎ শরীরম্ (কর্ম্মবশাৎ শরীরান্তরম্) অবাপ্নোতি, (প্রাপ্নোতি) যৎ চাপি [শরীরম্] উৎক্রামতি (ত্যজতি), [তদা পূর্ব্বস্মাৎ শরীরাৎ] এতানি গৃহীত্বা সংযাতি; আশয়াৎ (স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ) গন্ধান্ [গৃহীত্বা] বায়ুঃ ইব।।৮

ঈশ্বর, অর্থাৎ দেহী কর্ম্মবশে যে শরীর প্রাপ্ত হন এবং যে শরীর পরিত্যাগ করেন, প্রাপ্ত শরীরে পূর্ব্ব [পরিত্যক্ত] শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া যান, যেমন সকল বায়ু আশয় অর্থাৎ কুসুমাদি হইতে গন্ধ-বিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, সেইরূপ।।৮

তাৎপর্য্য।—দেহী জীবের কর্ম্মবশ অনুযায়ী যে দেহ গ্রহণ করেন এবং যে দেহ পরিত্যাগ করেন, ঐ পরিত্যক্ত দেহের ইন্দ্রিয়গণাদিকে পূর্ব্বদেহ হইতে নবপ্রাপ্ত দেহে লইয়া যান অর্থাৎ ৯ম অধ্যায় ৭ম শ্লোকোক্তরূপে দেহান্তেও জীব প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়গণাদি ছাড়া নহে; দেহান্তে ঐ সকল অণুস্বরূপে দেহীর (জীবাত্মার) অনুগমন করে; বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়া সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে, সেইরূপ দেহীও পরিত্যক্ত দেহ হতে ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া দেহান্তরে গমন করেন।।৮

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে।।৯

অয়ং (দেহী) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ (এতানি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি) মনশ্চ (অন্তঃকরণম্) অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) উপসেবতে।।৯

এই দেহী কর্ণ, চক্ষুঃ, ত্বক্, রসনা ও নাসিকা এই সকল বাহ্যেন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন।।৯

তাৎপর্য্য।—শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ, আস্বাদন, ঘ্রাণ এই সকল ইন্দ্রিয় বিষয় সকল দেহী মনেতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক মন দ্বারাই ভোগ করেন (এই মন যাঁহার নাই তাঁহার ক্লোরফরম দ্বারায় জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তির ন্যায় কোন ভোগই নাই অর্থাৎ যিনি এই মনের লয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ভোগের অবসানরূপ ভোগাতীত-পদে চিরস্থিতি); দেহী কিরূপে মনে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় ভোগ করেন, এ রহস্য যোগী ব্যতীত অপরে অবগত নহে; দেহের মধ্যে যে ষট্চক্র আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয় ঐ ষট্চক্র দিয়া তড়িদ্‌বেগে দ্বিদলে (বুদ্ধির স্থানে) নীত হয়; তৎপরে তৎক্ষণাৎ সহস্রদলে নীত হয়; তাহার পর জীবের বিষয়ানুভব হয়। এই সকল ব্যাপার সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী সাধুগণ ব্যতীত সাধারণ জীব অবগত নহে, কারণ সাধুগণের বুদ্ধি স্থির, তাঁহারা সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ; জড় বুদ্ধির পক্ষে ইহা অসম্ভব।।৯

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ।।১০

উৎক্রামন্তং (দেহাৎ দেহান্তরং গচ্ছন্তং) বা (অথবা) [তস্মিন্নেব দেহে] স্থিতম্ অপি, [বিষয়ান] ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং (ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং) [দেহীনং] বিমূঢ়াঃ (আত্মজ্ঞান-হীনাঃ) ন অনুপশ্যন্তি; জ্ঞানচক্ষুষঃ (আত্মজ্ঞানিনঃ) পশ্যন্তি।।১০

দেহান্তর-গমনকারী অথবা সেই দেহেই অবস্থিত অথবা বিষয় ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদিগুণ-বিশিষ্ট দেহীকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা দেখিতে পান।।১০

তাৎপর্য্য।—যিনি জীবাত্মা-রূপে দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন, এমত দেহান্তর গমনকারী অথবা [দেহান্তর গমনের পূর্ব্বে] সেই দেহেতেই অবস্থিত অথবা [মনরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া] যিনি পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ বিষয় ভোগকারী অথবা ইন্দ্রিয়াদি-গুণবিশিষ্ট যিনি অর্থাৎ যাঁহার অস্তিত্বে ইন্দ্রিয়াদির অস্তিত্ব; এমত দেহীকে বিমূঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না অর্থাৎ বিশেষরূপে মূঢ় যাহারা, যাহাদের আত্মজ্ঞান নাই, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ে আসক্তরূপ মূঢ় যাহারা, এরূপ ব্যক্তিরা ঐ আত্মজ্ঞানরূপী দেহীকে দেখিতে পায় না; কিন্তু আত্মজ্ঞানী-পদবাচ্য যাঁহারা, তাঁহারা দেখিতে পান অর্থাৎ আত্মা বা নারায়ণ এই কথা সকলে শুনিয়া থাকে মাত্র দেখিতে কেহ পায় না; কিন্তু আত্মজ্ঞানীরা দেখিতে পান; কেননা যে দৃষ্টি (অন্তর্দৃষ্টি) দ্বারা ঐ বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সূক্ষ্মদৃষ্টিরূপ জ্ঞানচক্ষু তাঁহাদের লাভ হইয়াছে, একারণ ঐ জ্ঞানচক্ষুবিশিষ্টরূপ আত্মজ্ঞানীরাই তাঁহাকে দেখিতে পান।।১০

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ।।১১

যতন্তঃ (প্রযতমনসঃ) যোগিনং এনম্ (দেহিনম্) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতং পশ্যন্তি; যতন্তঃ (শাস্ত্রাভ্যাসাদিভিঃ যত্নং কুর্ব্বাণাঃ) অপি অকৃতাত্মানঃ (আত্মানমজানন্তঃ) [অতএব] অচেতসঃ (মন্দমতয়ঃ) এবং (দেহিনং) ন পশ্যন্তি।।১১

সংযতচিত্ত যোগিগণ এই দেহীকে দেহে অবস্থিত দেখেন, শাস্ত্রাদিপাঠ দ্বারা যত্নশীল হইলেও আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ [অতএব] মন্দমতিগণ ইহাকে দেখিতে পায় না।।১১

তাৎপর্য্য।—প্রাণের চঞ্চল গতিকে স্থির করিয়া সর্ব্বদা স্থিরচিত্তরূপ সংযতচিত্ত যে যোগিগণ, তাঁহারা দেহীকে এই দেহে অবস্থিত দেখেন অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরে প্রাণরূপী আত্মা অবস্থিত আছেন ইহা শুনিয়াও, সাধারণ ব্যক্তিগণ ঐ আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; ভূরি ভূরি শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন যিনি, তাঁহারও ঐ আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞতা নাই; কারণ শাস্ত্রপাঠাদি বাহ্য বিদ্যার দ্বারা এ তত্ত্বের তত্ত্ব পাওয়া যায় না; এই তত্ত্বের তত্ত্বানুসন্ধানিগণ প্রাণ-কর্ম্মরূপ আত্ম-বিদ্যার অভ্যাসের দ্বারা সংযতচিত্ত হইয়া প্রাণরূপী দেহীকে নিজ দেহেই অবস্থিত দেখেন (প্রমাণ বিশ্বরূপ দর্শন যোগ, —১১শ অধ্যায়োক্ত বিশ্বরূপ দর্শন যোগে দেহমধ্যেই আত্মার পরমরূপ দর্শন হইয়া সমুদয় আত্মরহস্য প্রত্যক্ষ হইতেছে); দেহের অভ্যন্তরস্থিত কূটস্থ গহ্বর হইতেছে দূরবীক্ষণ যন্ত্রস্বরূপ; দূরবীক্ষণের

দ্বারা যেমন দূরের তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়, তদ্রূপ দেহ-তত্ত্ব ব্যাপারও সাধনা সংযোগে কূটস্থ গহ্বরে মনঃসংযোগ করিতে পারিলে, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করা যায় অর্থাৎ বিশ্বরূপ দর্শন যোগের ন্যায়, আত্ম-নারায়ণের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব, ঐ কূটস্থে মনোনিবেশ দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়; একারণ উক্ত হইতেছে "যোগিগণ দেহীকে এই দেহে অবস্থিত দেখেন"।।১১

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।।১২

আদিত্যগতং (সূর্য্যস্থং) যৎ তেজঃ, চন্দ্রমসি (চন্দ্রে) যৎ [তেজঃ], অগ্নৌ চ যৎ [তেজঃ] অখিলং (সমগ্রং) জগৎ ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) তৎতেজঃ মামকং (মদীয়ঃ) বিদ্ধি।।১২

সূর্য্যস্থ যে তেজ, চন্দ্রমাতে যে তেজ, অগ্নিতে যে তেজঃ অখিল জগৎকে প্রকাশ করিতেছে, সেই তেজঃ আমার জানিও।।১২

তাৎপর্য্য।—সূর্য্যের তেজোরূপ জ্যোতিঃকর্ত্তৃক জগতের প্রকাশ দেখা যায়, ঐ জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইলেই জগতের অপ্রকাশ, চন্দ্র তেজোরূপ জ্যোতিঃ (জ্যোৎস্না) দ্বারাও জগতের কতক প্রকাশ ভাব দেখা যায় এবং অগ্নির (দীপাদির আলোকচ্ছটা) দ্বারাও কতক প্রকাশ দেখা যায়, উক্ত চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতিতে যে তেজঃ ঐ তেজঃ আমার জানিও; অর্থাৎ আমার যে 'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ' রূপ পরম জ্যোতি স্বত্ত্ব বর্ত্তমান দৃষ্টির অগোচরে নিহিত রহিয়াছে, সেই আসল জ্যোতিঃ হইতেই সকল জ্যোতির প্রকাশ; একারণ সূর্য্যাদির যে তেজঃ, সে তেজঃ আমার জানিও (পর শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।।১৩

অহং চ ওজসা (বলেন) গাম্ (পৃথিবীম) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) ভূতানি ধারয়ামি; রসাত্মকঃ (রসময়ঃ) সোমশ্চ (চন্দ্রশ্চ) ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামি (সংবর্দ্ধয়ামি)।।১৩

আমি বলদ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত সকল ধারণ করি এবং রসময় চন্দ্র হইয়া সমুদয় ওষধি সংবর্দ্ধিত করি।।১৩

তাৎপর্য্য।—আমি বলদ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত সকল ধারণ করি অর্থাৎ প্রাণেরই তেজঃ কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবী ধারণ রহিয়াছে (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); পৃথ্বীতত্ত্ব স্থানে স্থির বায়ুরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাণই ভূত সকল ধারণ করিতেছেন (প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ); আবও ৭ম অঃ ৫ম শ্লোকে

ভগবান্ বলিতেছেন, "জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" অর্থাৎ প্রাণের বলরূপ শক্তি দ্বারাই সমগ্র জগৎ বা জীব সমূহ ধারণ রহিয়াছে; সূতায় যেমন মণি সকল ধারণ করা থাকে, তদ্রূপ সেই স্থির প্রাণরূপ সূত্রেতেই জীব সমূহ ধারণ করা রহিয়াছে। ৭ম অঃ ৫ম শ্লোকোক্তরূপে প্রাণের শক্তি কর্ত্তৃক জগৎ ধারণ রহিয়াছে বলিয়া তাই বলিতেছেন, আমি বলদ্বারা পৃথিবীতে অর্থাৎ মূলাধাররূপ পৃথ্বীতত্ত্বে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থির প্রাণরূপে থাকিয়া ভূত সকল ধারণ করিতেছি। আর রসময় চন্দ্র হইয়া সমুদয় ওষধি সংবর্দ্ধিত করিতেছি অর্থাৎ আমিই চন্দ্র-স্বরূপ; এই চন্দ্ররশ্মির দ্বারা পৃথিবীর সমুদয় গাছগাছড়াতে রসরূপে প্রবেশ করিয়া আমিই ওষধিসকল পুষ্ট করিতেছি (১০ অঃ ২১শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।।১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।।১৪

অহং বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নিঃ) ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্ আশ্রিতঃ (প্রবিশ্য) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ চতুর্ব্বিধম্ অন্নং পচামি।।১৪

আমি বৈশ্বানর অর্থাৎ জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অপানে সংযুক্ত হইয়া প্রাণিগণের ভুক্ত, চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি।।১৪

তাৎপর্য্য।—আমি জঠরাগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহে প্রবেশ করিয়া আছি অর্থাৎ নাভিতে যে বৈশ্বানর রহিয়াছেন, উহাই জীবের জীবনীশক্তি; ঐ অগ্নিরূপ তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা দেহের উর্দ্ধ ও অধঃ ঠিকভাবে ধারণ রহিয়াছে এবং উক্ত জঠরাগ্নিস্থান হইতেই প্রাণ ও অপান বায়ুর কার্য্য যথাযথরূপে চালিত হইতেছে; ঐ অগ্নির তেজঃ রহিত হইলেই প্রাণাপানের গতির ব্যতিক্রম হইয়া নাভিশ্বাস আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ জীবনী-শক্তির হ্রাস হইয়া দেহ শীতল হইয়া যায়; জঠরাগ্নির অভাবেই দেহ শীতল হয় বলিয়া মৃত অবস্থায় লোকে বলিয়া থাকে 'ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে'; প্রাণই জঠরাগ্নিরূপে জীবদেহে থাকিয়া উপরোক্তরূপে প্রাণ ও অপান বায়ুতে সংযুক্ত রহিয়াছেন অর্থাৎ ঐ জঠরাগ্নি স্থান হইতেই প্রাণবায়ুর উর্দ্ধে গমন ও অপানের নিম্নে গমনরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য ঠিকমতো চালিত হইতেছে এবং ঐ স্থানের অগ্নি দ্বারাই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক হইতেছে (অর্থাৎ চর্ব্ব = যাহা যাহা চিবাইয়া খাওয়া হয়, চুষ্য = যাহা যাহা চুষিয়া খাওয়া হয়, লেহ্য = যাহা যাহা চাটিয়া বা চাখিয়া খাওয়া হয়, পেয় = যাহা চুমুক দিয়া বা পান করিয়া খাওয়া হয়) ঐ চতুর্ব্বিধ যে আহার, তাহা প্রাণের তেজোরূপ জঠরাগ্নি কর্ত্তৃত্বই পরিপাক হইতেছে; একারণ বলিতেছেন, চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি।।১৪

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো, মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো, বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।।১৫

অহং সর্ব্বস্য (প্রাণিজাতস্য) হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (অন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টঃ) [অতঃ] মত্তঃ [এব হেতোঃ] [পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া] স্মৃতিঃ [বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং] জ্ঞানম্, অপোহনঞ্চ (তয়োঃ প্রলয়শ্চ) [ভবতি]। সর্ব্বৈঃ বেদৈশ্চ অবমেব বেদ্যঃ, (জ্ঞাতব্যতয়া বাণতঃ) বেদান্তকৃৎ (জ্ঞানদঃ গুরুঃ) বেদবিৎ (বেদজ্ঞঃ) চ অহমেব।।৫

আমি সমুদয় প্রাণিগণের হৃদয়ে [অন্তর্য্যামিরূপে] প্রবিষ্ট আছি; অতএব আমা হইতেই [পূর্ব্বানুভব-জনিত] স্মৃতিঃ বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজনিত জ্ঞান এবং দু'য়ের বিলয় সাধিত হয়; সমুদয় বেদ দ্বারা আমিই জ্ঞাতব্যরূপে বর্ণিত এবং আমি বেদান্তকৃৎ (জ্ঞানদাতা গুরু) এবং বেদার্থবেত্তা।।১৫

তাৎপর্য্য।—আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া স্মৃতি-শক্তি উৎপাদন করি অর্থাৎ সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে আমি রহিয়াছি; আমা হইতেই পূর্ব্বানুভবজনিত বিষয় স্মরণ আসে; এই স্মরণের নামই স্মৃতি; অতএব স্মৃতি আমা হইতেই। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের জ্ঞানও আমা হইতেই অর্থাৎ আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকাতে কর্ম্মাদি বিষয়ের জ্ঞান আমা হইতেই আসিতেছে; আবার আমা হইতেই ঐ দু'য়ের (স্মৃতি-শক্তি ও জ্ঞানের) বিলয় সাধিত হয় অর্থাৎ আমাকে জানিলেই জানার অন্ত হইয়া যায়; যে বস্তুকে জানিবে সেই জানার নাম জ্ঞান এবং ঐ বস্তু স্মরণে আনার নাম স্মৃতি; আমাকে জানিলে জানার আর কিছু বাকী থাকে না; তখন জানার অন্ত অবস্থা হইয়া যায়; তাই আমা হইতেই ঐ দু'য়েরই বিলয় সাধিত হয়; সমুদয় বেদে আমিই জানিবার বস্তু; বেদ অর্থাৎ বিদ্‌ধাতু জানা, "ন বেদং বেদ ইত্যাহুবেদো ব্রহ্ম সনাতনম্", সেই ব্রহ্মকে জানার বাড়া জ্ঞান নাই; একারণ আমিই জানিবার বস্তু এবং আমিই জ্ঞানদাতা গুরু; আমিই বেদার্থবেত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ বেদও আমি, এবং ঐ বেদ অবগত হইবার কারণও আমি; যেহেতু আত্মজ্ঞানের দ্বারা এক পলের মধ্যেই সব জানা যায়; জানিবার বস্তু আমি; আবার যে জানিবে, সেও আমি (আমাকে যে জানিতে যায়, সে আমিই হইয়া যায়), একমাত্র আমিই আমাকে জানি, একারণ আমিই বেদার্থবেত্তা।।১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।।১৬

ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চ [ইতি] দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে (প্রসিদ্ধৌ); তত্র সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ [পুরুষঃ], কূটস্থঃ (কূটে দেহে নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতি যঃ সঃ) অক্ষর (পুরুষ) উচ্যতে [বিবেকিভিরিতিবিশেষঃ]।।১৬

ক্ষর এবং অক্ষর নামে এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ; তাহার মধ্যে সমুদয় ভূতগণ ক্ষর-পুরুষ, আর কূটস্থ চৈতন্য অক্ষর-পুরুষ বলিয়া উক্ত হন।।১৬

তাৎপর্য্য।—ক্ষর এবং অক্ষর অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণ ও স্থিরপ্রাণ, সমুদয় প্রাণী ব্যক্তরূপে যে প্রাণের চঞ্চল ভাবের প্রকাশ রহিয়াছে ইহাই (প্রাণের চঞ্চল গতিই) ক্ষর-পুরুষ-পদবাচ্য; আর সর্ব্বপ্রাণীর দেহে আজ্ঞাচক্র স্থানে কূটস্থ চৈতন্যরূপে যে স্থিরপ্রাণ রহিয়াছেন, ঐ স্থির প্রাণই অক্ষর-পুরুষ-পদবাচ্য। কূটস্থ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা একরূপ, যাঁহার ক্ষয় নাই অর্থাৎ চঞ্চলতারূপে ক্ষয়-বিশিষ্ট নহেন, সদা বর্ত্তমানরূপী স্থিরপ্রাণ, তিনিই অক্ষর-পুরুষ।।১৬

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।।১৭

[এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাম্] অন্যঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (উক্তঃ) (শ্রুতিভিরিত শেষঃ) যঃ ঈশ্বরঃ অব্যয়শ্চ (নির্ব্বিচার এব সন্) লোকত্রয়ম আবিশ্য বিভর্ত্তি (পলায়তি)।।১৭

এই ক্ষর এবং অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন, যিনি ঈশ্বর ও নির্ব্বিকার এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন।।১৭

তাৎপর্য্য।—বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণ যাহা আগম-নিগম পথে (অজপারূপে) চলিতেছে, ইহাই ক্ষর-পুরুষ আর কূটস্থচৈতন্য (যিনি আজ্ঞাচক্রস্থানে স্থির প্রাণরূপে অবস্থান করিতেছেন) তিনিই অক্ষর-পুরুষ; এই ক্ষর এবং অক্ষর-পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণরূপ আর এক উত্তম-পুরুষ-পদবাচ্য অবস্থা আছে অর্থাৎ আত্ম-নারায়ণের তিনটি অবস্থার বিষয় এই শ্লোকে উক্ত হইতেছে; এক বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণরূপ অবস্থা, আর এক কূটস্থচৈতন্যরূপ স্থির প্রাণের অবস্থা এবং কূটস্থের অতীত প্রাণের বৃহৎ অবস্থারূপ (প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ-স্বরূপ) পরমাত্মভাবের অবস্থা; যে অবস্থা আজ্ঞাচক্রেরও ঊর্দ্ধে সহস্রার স্থানে অবস্থিত, (১১শ অঃ ৪৭তম শ্লোকের পত্র দ্রষ্টব্য), ক্রিয়াযোগের দ্বারা যে অবস্থায় মনের স্থিতি হইলে রূপাতীত নিরঞ্জন পদরূপ আত্মার উত্তম-রূপের দর্শন লাভ হইয়া থাকে, সেই পরমাত্মরূপের বিষয় এই শ্লোকে উক্ত হইতেছে; অর্জ্জুন একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শন যোগে যে পুরুষোত্তম-রূপ দেখিয়াছিলেন, যে অরূপের রূপ এই জগতের আধার-স্বরূপ, সেই রূপের কথাই এখানে বলিতেছেন; সেই পরমরূপই ঈশ্বর এবং নির্ব্বিকার-পদবাচ্য; তিনিই ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া আধাররূপে থাকিয়া সমস্ত পালন করিতেছেন, এই আসল রূপ দর্শন লাভের জন্যই সাধন-ভজন করা, গুরূপদেশ লাভ দ্বারা স্থির প্রাণরূপ কূটস্থ চৈতন্যের রূপ প্রণিধান করতঃ প্রাণকর্ম্ম

দ্বারা উহাতে মনের স্থিতি করিতে পারিলে, উক্ত পরমরূপের দর্শন লাভ ঘটে [১২শ অঃ ২য় হইতে ৫ম। শ্লোক দেখ] (যেমত ১১শ অধ্যায়ে উক্ত রহিয়াছে); এই পরমরূপ দর্শন করিয়া ঐ অবস্থায় মনের লয় যিনি করিয়াছেন, তিনিই জানিয়াছেন যে নারায়ণ পরমাত্মা রূপে কি বস্তু।।১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।১৮

যস্মাৎ [নিত্যযুক্তত্বাৎ] অহং ক্ষরম্ অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ) অক্ষরাৎ অপি উত্তমশ্চ, অতঃ [অহং] লোকে (জগতি) বেদেচ পুরুষোত্তম [ইতি] প্রথিতঃ (প্রসিদ্ধঃ) অস্মি।।১৮

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম, এইজন্য আমি লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি।।১৮

তাৎপর্য্য।—আমিই আগম-নিগম পথে চঞ্চল প্রাণ (অজপা) রূপে যাহা রহিয়াছি, ঐ চঞ্চল প্রাণরূপ অবস্থাই ক্ষর-পদবাচ্য; ঐ ক্ষরের অতীত অবস্থারূপ স্থির প্রাণের অবস্থাই অক্ষররূপী আমি, আর এই ক্ষর ও অক্ষর অপেক্ষাও উত্তমরূপে আমি পুরুষোত্তমরূপী অর্থাৎ এই অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম আমার আরও এক পরমভাব রহিয়াছে; একারণ আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি অর্থাৎ পুর শব্দে শরীর, শী অর্থে শয়ন করা, এই দেহরূপ পুরে যিনি স্থির প্রাণরূপে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, তিনিই পুরুষ-পদবাচ্য, আর প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ স্থিরব্রহ্মরূপ (প্রাণের মহতী অবস্থা) যাহা, তাহাই উত্তম-পুরুষ-পদবাচ্য অর্থাৎ প্রাণের বৃহৎ অবস্থারূপ উত্তম অব্যক্ত ভাব যাহা, সেই অবস্থাই পুরুষোত্তমরূপ।।১৮

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত।।১৯

হে ভারত, এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) অসংমূঢ়ঃ (বিগতসংমোহঃ) যঃ মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, সঃ সর্ব্ববিধ সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারেণ) মাম [এব] ভজতি।।১৯

হে ভারত, এইরূপে নিশ্চিত-মতি হইয়া যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন।।১৯

তাৎপর্য্য।—হে ভারত (৩য় অঃ ২৫শ শ্লোকে ভারত পদের অর্থ দ্রষ্টব্য), পূর্ব্বশ্লোকে যাহা কথিত হইল, ঐ রূপে নিশ্চিতমতি হইয়া (আমি ক্ষরের অতীত অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম ইহা) নিশ্চিতরূপে জানিয়া যিনি আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার পরমরূপের তত্ত্ব যিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত হন, তিনিই সমুদয় বিদিত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ-পদবাচ্য; এরূপ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করেন অর্থাৎ তিনি যে কোন প্রকারে থাকিয়াও

সর্ব্বঘটে আমাকে সদা অবস্থিত দেখিতেছেন; একারণ সর্ব্বপ্রকারে আমাকেই ভজনা করেন।।১৯

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত।।২০

ইতি পুরুষোত্তম-যোগঃ।

হে অনঘ (ব্যসনশূন্য) ভারত, ইতি (অনেন সংক্ষেপ-প্রকারেণ) গুহ্যতমম্ (অতি রহস্যং সম্পূর্ণম্) ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তম্ [যঃ কোঽপি] এতৎ (মদুক্তং) বুদ্ধা (সম্যক্‌বিদিত্বা) বুদ্ধিমান্ (সম্যক্‌জ্ঞানী) কৃতকৃতশ্চ স্যাৎ।।২০

হে ব্যসনশূন্য ভারত, এই অতি সংক্ষেপে পরম গুহ্য এই শাস্ত্র আমি বলিলাম; যে কেহ ইহা বুঝিয়া সম্যক্ জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয়।।২০

তাৎপর্য্য।—হে অনঘ, অর্থাৎ যাহাতে পাপ নাই এবং যাহা নির্ম্মল পবিত্র তাহাই অনঘ, অর্জ্জুন হইতেছেন, শুক্লবর্ণ তেজঃ, তেজঃ স্বাভাবিক পবিত্র এবং তেজস্তত্ত্বস্বরূপ অগ্নি পৃথিবীর বস্তুমাত্রকেই নির্ম্মল করিয়া নিজতুল্য করিয়া লন, কোন প্রকার অনির্ম্মলতা বা পাপরূপ আচ্ছাদন ইহাতে নাই, একারণ শুক্লবর্ণ তেজোরূপীকে ব্যসনশূন্য (নিষ্কলুষ) বা অনঘ সম্বোধনে বলিতেছেন,— হে ভারত, আমি অতি সংক্ষেপে পরম গোপনীয় এই শাস্ত্র বলিলাম অর্থাৎ যাহা অব্যক্ত— বলিয়া জানাইবার নহে—আত্ম কর্ম্মদ্বারা নিজ-বোধগম্য, সেই পরম গুহ্য পুরুষোত্তমরূপের বিষয়ে আমি সংক্ষেপে বলিলাম; যে কেহ ইহা বুঝিয়া (অর্থাৎ ক্রিয়া যোগের দ্বারা নিজে অবগত হইয়া) সম্যক্ জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকই হউক, শূদ্রই হউক, বা যে কোন হীন ব্যক্তিই হউক, ইহা যে অবগত হয়, সেই সম্যক্ জ্ঞানী-পদবাচ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হয়।।২০

ইতি পুরুষোত্তম যোগ।

— অর্থাৎ —

পুরুষ শব্দের অর্থ— দেহ, শী— শয়ন করা, দেহরূপ পুরে যিনি শয়ন করিয়া আছেন, — প্রাণরূপী আত্মা, তিনিই পুরুষ; আর এই প্রাণের বৃহৎ অবস্থারূপ যে, আত্মার আত্মা পরমাত্মারূপ অবস্থা, সেই বস্তুই উত্তম-পুরুষ-পদবাচ্য অর্থাৎ প্রাণরূপী আত্মার উক্ত অবস্থার নামই উত্তম পুরুষ; প্রাণরূপী আত্মারূপ এবং প্রাণের মহতী অবস্থা বা পরমাত্মরূপ, এই উভয় রূপের মিলন অবস্থার নামই যোগ, অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মার মিলন-রূপ অবস্থার নামই পুরুষোত্তম যোগ।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম।।১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্।।২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।৩

শ্রীভগবান্ উবাচ। হে ভারত, অভয়ং (ভয়াভাবঃ), সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তপ্রসন্নতা), জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞানোপায়ে পরিনিষ্ঠা) দানং (পরোপকারার্থন্) দমঃ (ইন্দ্রিয়-সংযমঃ), যজ্ঞঃ (ইজ্যতে অনেন ইতি), স্বাধ্যায়ঃ (আত্মধ্যানম্), তপঃ (উত্তরাধ্যায়বক্ষ্যমাণং শারীরাদিসাত্ত্বিকং তপঃ) আর্জ্জবং (সরলতা), অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জনম্), সত্যম্ (যথাদৃষ্টার্থভাষণম্) অক্রোধঃ (তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ) ত্যাগঃ (কর্ম্মফলত্যাগঃ), শান্তিঃ (চিত্তোপরতিঃ), অপৈশুনং (খলতাভাবঃ) ভূতেষু (সর্ব্ব প্রাণিষু) দয়া, অলোলপ্ত্বং (লোভাভাবঃ), মার্দ্দবং (নিরহঙ্কারিতা), হ্রীঃ (অকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লজ্জা), অচাপলং (চঞ্চলতারাহিত্যম্), তেজঃ (মনসস্তেজঃ), ক্ষমা (পরিভবাদিষু উৎপাদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ), ধৃতিঃ (দুঃখাদিভিঃ অবসাদে চিত্তস্য স্থিরীকরণম্), শৌচম্ (বাহ্যভ্যন্তরশুদ্ধিঃ), অদ্রোহঃ (জিঘাংসা-রাহিত্যম্), নাতিমানিতা (আত্মনি অতিপূজ্যত্বাভিমানাভাবঃ), এতানি (ষড়্বিংশতি প্রকারাণি) দৈবীং সম্পদম্ অভির্জাতস্য ভবন্তি।।১-৩।।

শ্রীভগবান কহিলেন।·হে ভারত, ভয়-শূন্যতা, চিত্ত-প্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানের উপায়ে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়-সংযম, যজ্ঞ, আত্মধ্যান, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি (চিত্তের উপরতি), খলতা-শূন্যতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভ-শূন্যতা, অহঙ্কার রাহিত্য, কুকর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে লজ্জা, চাপল্য-শূন্যতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধি,

হিংসা-রাহিত্য এবং আপনাকে অতিপূজ্য বলিয়া যে অভিমান তাহার অভাব,— এইগুলি যাঁহারা দৈবী সম্পদাভিমুখে জাত তাঁহাদেরহ হইয়া থাকে।।১-৩।।

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ কহিলেন (২য় অধ্যায়ে ২য় শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্থ দ্রষ্টব্য); হে ভারত (৩য় অঃ ২৫শ শ্লোকের ভারত সম্বোধন দ্রষ্টব্য); ভয়-শূন্যতা অর্থাৎ কোন বিষয়েই সাহসহীন নহে, ভয়াবহ বিষয় মধ্যে মৃত্যুভয়ই ভীষণরূপ ভয়াবহ বস্তু, এই মৃত্যুরূপ অবস্থাটা যে কি, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া যিনি মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারই প্রকৃত ভয়-শূন্যতারূপ অবস্থা অর্থাৎ তাঁহার আর কিছুই ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয় না। চিত্ত-প্রসন্নতা অর্থাৎ চিৎ শব্দে আত্মা, ঐ আত্মার (প্রাণের) চঞ্চলাবস্থা-রূপ মনই চিত্ত-পদবাচ্য; আত্মকর্ম্মের দ্বারা চিত্তরূপী মনের স্থিরাবস্থা লাভ করিতে পারিলে, আত্মানন্দে থাকিয়া চিত্তের যে প্রসন্নভাব (আত্মার উজ্জ্বল অবস্থা) হয়, তাহারই নাম চিত্ত-প্রসন্নতা। আত্মজ্ঞানের উপায়ে নিষ্ঠা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির উপায়-রূপ যে আত্মকর্ম্ম, ঐ কর্ম্মে নিঃশেষরূপে যুক্ততা। আর ১০ম অঃ ৪র্থ এবং ৫ম শ্লোকে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ দান ও দমন। যজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণযজ্ঞ (৪র্থ অধ্যায়ে যজ্ঞ বিষয় দ্রষ্টব্য)। আত্মধ্যান অর্থাৎ ধ্যান-চিন্তা; বাহ্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া অনন্যগামী স্থির চিত্ত দ্বারা স্থির প্রাণরূপ আত্মার চিন্তা করার নামই আত্মধ্যান (২য় অঃ ৪২।৪৩।৪৪তম শ্লোকের তাৎপর্য্যে ধ্যানের বিষয় দ্রষ্টব্য)। তপস্যা অর্থাৎ তপোলোকে (আজ্ঞাচক্রে) থাকা; ঐ স্থানে মনকে রাখার নামই তপস্যা। সরলতা অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে একভাব; যখন কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মনের স্থিতি হইয়া 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' ভাবরূপ অবস্থা লাভে বাহির-ভিতরে ভিন্ন অর্থাৎ দ্বিভাব যখন থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মময় ভাবের অবস্থা যখন, সেই অবস্থার নামই সরলতা। অহিংসা এবং সত্য অর্থাৎ ১০ম অঃ ৪র্থ এবং ৫ম শ্লোকে যেমত লিখিত হইয়াছে। অক্রোধ অর্থাৎ ক্রোধ রিপুর সংযমাবস্থা, ধৈর্য্য ও শান্ত-শীলতাহেতু ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ-রাহিত্য। ত্যাগ ও শান্তি—ত্যাগ অর্থাৎ ইচ্ছা-রহিত অবস্থা; এই ইচ্ছা-রহিত অবস্থালাভে যখন সুখ ও দুঃখের অতীত পদে মনের স্থিতি হয়, সেই স্থিতিরূপ পরমানন্দময় অবস্থাই শান্তি-পদবাচ্য। খলতা-শূন্যতা অর্থাৎ ১০ম অঃ ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকোক্তরূপ হিংসা-রাহিত্য ভাব। সর্ব্বভূতে দয়া অর্থাৎ যাহাতে জীবের রক্ষা হয় (সকল ভূতের স্থিতি যাহাতে হয়) এমত কার্য্যে রত থাকা। লোভ-শূন্যতা অর্থাৎ কোন বিষয়েই আকাঙ্ক্ষা বা লালসাযুক্ত নহে। অহঙ্কার-রাহিত্য অর্থাৎ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-অভি-মানশূন্যতা; কুকর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে লজ্জা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসুলভ অসৎ কর্ম্মে লজ্জা। চাপল্য-শূন্যতা অর্থাৎ বাচালতারূপ চঞ্চলতা-রহিত ভাব। তেজঃ অর্থাৎ আত্মতেজোরূপ পরাক্রম। ক্ষমা অর্থাৎ ১০ম অঃ ৪র্থ শ্লোকোক্তরূপ ক্ষমা। ধৈর্য্য অর্থাৎ ধীর অবিচলিত ভাব। বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধি অর্থাৎ ১৩শ অঃ ৭ম শ্লোকোক্তরূপ ভিতর বাহিরে শুদ্ধি ভাব। অদ্রোহ অর্থাৎ অন্যের অনিষ্ট চেষ্টাহীনতা। আর আপনাকে অতিপূজ্য বোধকরা-রূপ যে আত্মাভিমান তাহার অভাব— এই সমস্ত ভাবগুলি দৈবী

সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে অর্থাৎ দৈবভাব ও অসুরভাব ভিতরে বাহিরে সদা সর্ব্বদা চলিতেছে; কখন দৈব ভাবের উদয়, কখন বা অসুর ভাবের উদয়; যাঁহারা দৈবী সম্পদের অভিমুখে (দেবভাবের অবস্থাকালে) জাত হন, তাঁহাদের এই তিন শ্লোকোক্তরূপ ভাবগুলি হইয়া থাকে।।১-৩।।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্।।৪

হে পার্থ, দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্বং) দর্পঃ (ধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্য ঔৎসুক্যম্), অভিমানঃ (আত্মনি অতিপূজ্যত্বাভিমানঃ), ক্রোধঃ (কোপঃ), পারুষ্যম্ (নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞানং (অবিবেকঃ) চ এব [এতানি] আসুরীং সম্পদম্ অভিজাতস্য (অভিলক্ষ্য জাতস্য) [ভবন্তি]।।৪

হে পার্থ, দম্ভ অর্থাৎ ধার্ম্মিকতা প্রকাশার্থ কাল্পনিক ধর্ম্মের আড়ম্বর, দর্প অর্থাৎ ধনাদি জন্য চিত্তের গর্ব্ব, নিজের অতিপূজ্যত্বাভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অবিবেক— এই ভাবগুলি আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে।।৪

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (২য় অঃ ৩২শ শ্লোকে পার্থ দ্রষ্টব্য); দম্ভ অর্থাৎ ধর্ম্মধ্বজীর পরিচয়রূপ দৃশ্যকেই দম্ভ বলে অর্থাৎ গর্ব্বিত ভাবে পূজাদির অনুষ্ঠান এবং লোভ ও বঞ্চনা-সহকারে যাহা করা যায়, তাহাকেই দম্ভ কহে এবং গর্ব্বের সহিত বাহ্যিক সাধুবেশ ধরিয়া সম্মানপ্রাপ্তি বা ধনপ্রাপ্তির লালসা, বাহিরে ধার্ম্মিক ভাব প্রকাশ করাকে দম্ভভাব কহে।

দর্প = গর্ব্ব অর্থাৎ দৈব কর্ত্তৃক কিছু ঐশ্বর্য্যাদি লাভের দ্বারা আপনাকে বুদ্ধিমান্ বা ধনবান্ বা বিদ্বান্ বা গুণবান্ ইত্যাদি মনে ধারণা করিয়া, অপরকে অবজ্ঞা বা ঘৃণার চক্ষে দর্শন-রূপ অবস্থার নাম গর্ব্ব; এই গর্ব্বরূপ নিজের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে নিজে উত্তেজিত হইয়া তেজের সহিত আপন গরিমা প্রকাশ করাকেই দর্প কহে।

অভিমান অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মাভিমানবশতঃ আপন মনে অভিমান উৎপন্ন হইয়া অন্তঃকরণ দ্বারা আপনাকে বড় জ্ঞান করা, যথা— 'আমি কর্ত্তা', 'আমার পুত্র', 'আমি রূপবান্', 'আমি গুণবান্', 'আমি সাধু', 'আমার ন্যায় বুদ্ধিমান কেহ নাই', এইরূপ নিজের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানকেই আত্মাভিমান কহে।

ক্রোধ অর্থাৎ কাহারও প্রতি কুপিত হওয়া বা রাগ করাকে ক্রোধ বলে [ক্রোধের উৎপত্তি রজোগুণ হইতে]; রাগ অর্থে অনুরাগ অর্থাৎ রজোগুণ কর্ত্তৃক লোভের উদয় হইয়া লোভ দ্বারা বিষয়ানুরাগ বশতঃ ক্রোধের উৎপত্তি হয়; এই ক্রোধ মনুষ্যকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করে, অতএব অনুরাগবিশিষ্ট কুপিত ভাবকেই ক্রোধ কহে।

নিষ্ঠুরতা অর্থাৎ কঠিনতা; দয়াহীন কঠিন ভাবকেই নিষ্ঠুরতা কহে এবং অজ্ঞানকেই অবিবেক কহে, জ্ঞান অর্থাৎ জানা, প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞাত হওয়ার নামই জ্ঞান; আর প্রকৃত

তত্ত্ব বিষয়ে অবিদিতরূপ অন্ধকারে বিমূঢ় ভাবই অজ্ঞান। এই শ্লোকোক্ত ভাবগুলি আসুরী সম্পদের অভিমুখে জাত ব্যক্তিব হইয়া থাকে অর্থাৎ আসুরিক ভাব কর্ত্তৃকই উপরিউক্ত ভাব সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।।৪

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব।।৫

দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায়, আসুরী (সম্পদ) নিবন্ধায় মতা; [অতঃ] হে পাণ্ডব, মা শুচঃ [যতস্ত্বং] দৈবীং সম্পদম্ অভিজাতঃ অসি।।৫

দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতু আর আসুরী সম্পদ্ বন্ধনের হেতু; অতএব হে পাণ্ডব, তুমি শোক করিও না; যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদাভিমুখে জাত হইয়াছ।।৫

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা সত্ত্বগুণে থাকেন, তাঁহারাই দৈবী সম্পদাভিমুখে জাত এবং যাঁহারা রজস্তমোগুণে থাকেন, তাঁহারা আসুরী সম্পদাভিমুখে জাত; দৈবী সম্পদ্ অর্থাৎ দেবভাব-যুক্ত অবস্থা; দিব্ শব্দে আকাশ— আজ্ঞাচক্র = সত্ত্বগুণস্থান; ঐ স্থানে অবস্থিত অবস্থার যে যে ভাব, তাহাই দৈবী সম্পদ; ঐ দৈবী সম্পদ্ (দৈবীভাব যুক্ত যে সকল অবস্থা) উহাই মোক্ষের হেতু; আর রজস্তমোগুণের যে সকল আসুরিক সম্পদ্ (আসুরিক ভাবযুক্ত যে সকল অবস্থা) উহাই বন্ধনের হেতু; কারণ উহাদ্বারা জীবকে মোহাদিতে আবদ্ধ করে; হে পাণ্ডব (৬ষ্ঠ অঃ ২য় শ্লোকে পাণ্ডব শব্দার্থ দ্রষ্টব্য), তুমি শোক করিও না অর্থাৎ গোড়ায় যে তোমার কিরূপে যুদ্ধ করিব বলিয়া ভয় ও দুঃখ হইয়াছিল, ঐ দুঃখরূপ শোক আর করিও না; যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ্ অভিমুখে জাত হইয়াছ; অতএব তোমার দেবভাবরূপ সম্পদের দ্বারা তুমি জয়ী হইবে এবং মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হইবে।।৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু।।৬

হে পার্থ, অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরশ্চ এব দ্বৌ (দ্বিপ্রকারৌ) ভূতসর্গৌ (ভূতানাং সর্গৌ ভাবৌ) [স্তঃ]; দৈবঃ বিস্তরশঃ (অনেকশঃ) প্রোক্তঃ (কথিতঃ); আসুরং [ভাবং] মে (মৎসকাশাৎ) শৃণু।।৬

হে পার্থ, ইহলোকে প্রাণিগণের দৈব এবং অসুর এই দুই প্রকার ভাব আছে; দৈবভাব বিস্তাররূপে বলা হইয়াছে, অসুরভাব আমার নিকট শ্রবণ কর।।৬

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (১ম শ্লোক হইতে ৩য় শ্লোক পর্য্যন্ত যে দৈবভাব উক্ত হইয়াছে এবং ৪র্থ শ্লোকে যে অসুরভাব উক্ত হইয়াছে) ইহলোকে ঐ (দৈব ও অসুর) দুই প্রকার ভাব আছে; দৈবভাব বিস্তাররূপে বলা হইয়াছে; অসুরভাব আমার নিকট শ্রবণ কর; (৭ম শ্লোক হইতে ২০শ শ্লোক পর্য্যন্ত অসুরভাব বর্ণনা করিতেছেন) দৈব এবং অসুর এই দুই প্রকার অবস্থা বাহিরেও চলিতেছে, ভিতরেও চলিতেছে। সত্ত্বাদিগুণানুসারে একবার দৈব ভাবের উদয় হইতেছে, একবার বা অসুরভাবের উদয়

হইতেছে; এই দেবাসুরের যুদ্ধ দেহের ভিতরে এবং বাহ্য জগতের উভয়ত্রই দেখা যায়; সত্ত্বগুণের উদয় হইলেই দেবভাব আর রজস্তমো গুণের উদয়ে রিপুর প্রাধান্য বশতঃ অসুরভাবের উদয় হয়; একারণ বলিতেছেন—ইহলোকে প্রাণিগণের দুই প্রকার ভাব আছে।।৬

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।।৭

আসুরা জনাঃ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ ন বিদুঃ (জানন্তি); [অতঃ] তেষু ন শৌচং ন আচারঃ, ন চাপি সত্যং বিদ্যতে।।৭

অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না। এজন্য তাহাদের মধ্যে না শৌচ, না আচার, না সত্য আছে।।৭

তাৎপর্য্য।—অসুর-প্রকৃতিরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানে না অর্থাৎ এই ব্যাপারে রত থাকাটাই ঠিক অথবা বিরত থাকাটাই ঠিক— এই প্রবৃত্তি (রত থাকা) ও নিবৃত্তি (বিরত থাকা) তাহারা জানে না; কারণ অন্তর্লক্ষ্য না হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিষয় কিছুই বুঝা যায় না; সুতরাং অসুর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকেরা ইহা জানিতে পারে না। যখন রজস্তমোগুণে থাকা যায়, তখন প্রবৃত্তি মার্গ আর যখন রজস্তমোগুণ-রহিত অবস্থা হয় অর্থাৎ ঈড়া ও পিঙ্গলার কাজ থাকে না, তখন কেবল সুষুম্নামার্গে থাকায় সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধাবস্থা এবং তখনই নিবৃত্তিমার্গ; সুষুম্নারও অতীত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইই থাকে না। অসুর-প্রকৃতি ব্যক্তিরা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি না জানায় তাহাদের মধ্যে শুচিও নাই, অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মে থাকারূপ যে পবিত্রতা, তাহা তাহাদের নাই, আচার অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মে থাকা— ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুতে না থাকা, ইহা তাহাদের নাই— তাহারা কোন নিয়মেই থাকে না; সত্য অর্থাৎ ব্রহ্ম; অসুর-প্রকৃতি মনুষ্যগণ মিথ্যাকেই সত্য মনে করিয়া থাকে, সত্য যে কি, তাহা তাহারা জানে না অর্থাৎ পবিত্রতাও জানে না, নিয়মও জানে না, মিথ্যাভিন্ন সত্য বলিতেও জানে না।।৭

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্।।৮

তে (আসুরাঃ জনাঃ) জগৎ অসত্যম্ (বেদপুরাণাদিপ্রমাণশূন্যম্) অপ্রতিষ্ঠম্ (নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ), অনীশ্বরম্ (নাস্তি ঈশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তৎ) অপরস্পরসম্ভূতং (অপরস্পরতঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ মিথুনাং সম্ভূতম্), কিমন্যৎ (কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ কিন্তু) কামহৈতুকং (স্ত্রীপুংসয়োঃ উভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেন হেতু রস্যেতি) প্রাহুঃ, (বদন্তি)।।৮

সেই অসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ কহে, এই জগৎ অসত্য অর্থাৎ বেদ-পুরাণাদি প্রমাণরূপ সত্য-বিহীন, অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যবস্থাবিহীন (স্বাভাবিক), ঈশ্বরশূন্য এবং অন্যান্য-সম্ভূত অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ-মিথুন-জনিত; ইহার আর কিছু কারণ নাই, কেবল স্ত্রীপুরুষের কামপ্রবাহ-জনিত মাত্র।।৮

তাৎপর্য্য।—অসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা বলিয়া থাকে—এই জগৎ অসত্য অর্থাৎ জগতের মূলকারণ-স্বরূপ সত্য বস্তু জগৎপতি যে একজন আছেন (ঐ মূল কারণ স্বরূপ ব্রহ্মের উপরেই যে এই ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান) সেই সত্যতাকে তাহারা অস্বীকার করিতে চাহে এবং বেদ-পুরাণাদির প্রমাণরূপ সত্যের অস্তিত্ব তাহারা মানিতে চাহে না; তাহারা জানে এই অসত্য জগৎ যথেচ্ছ উপভোগের স্থান মাত্র। অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ ঐ নিগূঢ় তত্ত্ব মূল ভিত্তি-স্বরূপ [১০ম অঃ ৪২শ শ্লোকোক্তরূপ] এক সূক্ষ্ম বস্তুর উপর যে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা তাহারা স্বীকার করিতে বা ধর্ম্মের অস্তিত্ব মানিতে চাহে না; তাহারা বলে ইহারা স্বাভাবিক অর্থাৎ জগতের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কোন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাই; জগতের মূল কারণ বলিয়া কোনও বস্তুও নাই। ইহা আপনা আপনিই হইয়াছে; ইহা ঈশ্বরশূন্য অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু যে আছে— ইহা অলীক কথা; ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই, ইহা (জগৎ) স্ত্রীপুরুষ-মৈথুন-জনিত, তদ্ব্যতীত ইহার কারণ-স্বরূপ কোন বস্তু নাই; ইহা কেবল স্ত্রীপুরুষের কাম-জনিত মাত্র।।৮

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোহল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ।।৯

অল্পবুদ্ধয়ঃ (আসুরাঃ জনাঃ) এতাং দৃষ্টিম অবষ্টভ্য (আশ্রিত্য) নষ্টাত্মনঃ (মলিনচিত্তাঃ) উগ্রকর্ম্মাণঃ (হিংস্রকর্ম্মাণঃ) অহিতাঃ (বৈরিণঃ) [ভূত্বা] জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি (উদ্ভবন্তি)।।৯

এই সকল অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া মলিন-চিত্ত ও উগ্রকর্ম্মা এবং অহিতকারী হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয়।।৯

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ অসুর-প্রকৃতি সম্পন্ন অল্পবুদ্ধি লোকেরা অর্থাৎ বিপরীত-বুদ্ধিযুক্ত বিকৃত-মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট যাহারা, তাহারাই অল্পবুদ্ধি; কেননা মস্তিষ্ক পরিষ্কৃত হয় আত্মকর্ম্ম-রূপ প্রাণকর্ম্মের দ্বারা; যিনি যে পরিমাণে প্রাণকর্ম্ম করেন, তাঁহার মস্তিষ্কও সেই পরিমাণে পরিষ্কৃত হয় [অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জ্ঞান জন্মে (১৪শ অঃ ১১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); জ্ঞানের দ্বারাই মস্তিষ্ক পরিষ্কৃত হয়]; দেহত্যাগ কালে যাঁহার যে পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিষ্কৃত থাকে, তিনি পরজন্মে সেই পরিমাণে পরিষ্কৃত-মস্তিষ্ক-বিশিষ্ট হন; আসুরিক প্রকৃতির লোকেরা ঐ প্রাণের কর্ম্ম না করায় বিকৃত-মস্তিষ্ক লইয়া জন্ম গ্রহণ করে; এই হেতু তাহারা অল্পবুদ্ধি হইয়া থাকে; এইরূপ অল্পবুদ্ধি লোকেরা পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ বিপরীত দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া, তামসিক-প্রকৃতিরূপে মলিন-চিত্ত হইয়া ও যাহাতে পরের মন্দ হয়, এমত অহিতকারী হইয়া এবং লোককে মারিয়া ফেলিতে অগ্রসর হওয়ারূপ উগ্রকর্ম্মা হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য উদ্ভূত হয় (ক্ষয় অর্থাৎ দেহান্তর প্রাপ্তি-বারংবার আসিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষয়প্রাপ্তি-রূপে সংসারে যাতায়াত); তাহারা দেহের ক্ষয়রূপে জগতের ক্ষয়

করিতে চাহে অর্থাৎ বারংবার অন্তকাল প্রাপ্তিরূপ দেহান্তর অবস্থা ঘটাইয়া দেহের ক্ষয়ের সহিত জগতের ক্ষয় করিতে চাহে, এইরূপে জগতের ক্ষয়ের জন্যই তাহারা উদ্ভূত হয়।।৯

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাহসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেহশুচিব্রতাঃ।।১০

দুষ্পূরং (পূরয়িতুমশক্যং) কামম্ আশ্রিত্য (অবলম্ব্য) দম্ভমানমদান্বিতাঃ [সন্তঃ] মোহাৎ (অবিবেকাৎ) অসদ্গ্রাহান্ (অনেন মন্ত্রেণ এতাং দেবতাম্ আরাধ্য মহানিধিং সাধয়ামঃ ইত্যাদীন্ দুরাগ্রহান্) গৃহীত্বা (স্বীকৃত্য) অশুচিব্রতাঃ (অশুচীনি মদ্যমাংস প্রভৃতি সম্পাদ্যানি ব্রতানি যেষাং তে) [সন্তঃ] (অকার্য্যে) প্রবর্ত্তন্তে।।১০

তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া দম্ভ, অভিমান এবং গর্ব্বযুক্ত হইয়া মোহবশতঃ দুরাগ্রহ (এই মন্ত্র দ্বারা দেবতা আরাধনা করিয়া মহানিধি পাইব এইরূপ দুরাশা) স্বীকার করিয়া অশুচিব্রত (মদ্য মাংসাদি সংঘটিত ব্রতাবলম্বী) হইয়া অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।।১০

তাৎপর্য্য।—তাহারা দুষ্পূরণীয় কাম আশ্রয় করে অর্থাৎ তাহাদের কামরূপ অসীম কামনার কিছুতেই পূরণ হয় না; ঐ কামনা লইয়াই পড়িয়া থাকে; কাম অর্থাৎ কামনা, মনে মনে নানা প্রকার কামনা যাহা উদ্ভূত হয়, তাহাকেই কাম বলে; এই কামরূপ মহা অসুর জীবকে নানা প্রকার কাম্য বস্তুর প্রলোভনের দ্বারা আপনার অধিকারে রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে; অসুর-প্রকৃতিরা এই কামেরই আশ্রিত হইয়া দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া, ৪র্থ শ্লোকোক্তরূপ দম্ভ, অভিমান ও গর্ব্বযুক্ত হইয়া দুরাগ্রহরূপ দুরাশা স্বীকার করিয়া (আমি যাহা সাব্যস্ত করিয়াছি এই উপায় দ্বারাই দেবতা আরাধনা করিয়া মহানিধি প্রাপ্ত হইব—এইরূপ দুরাশা স্বীকার করিয়া) অশুচি-ব্রত হইয়া অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ মদ্য মাংসাদি সংঘটিত যে সকল ব্রত, সেই সেই ব্রতাবলম্বি-রূপে অশুচি ব্রতে রত হইয়া যাহা প্রকৃত কার্য্য নহে, সেই অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।।১০

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ।।১১
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্।।১২

প্রলয়ান্তম্ (প্রলয়ঃ মরণেব অন্তঃ যস্যাং তাম্) অপরিমেয়াং চিন্তাম্ উপাশ্রিতাঃ কামোপভোগপরমাঃ, এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থং নানাদস্তীতি কৃতনিশ্চয়াঃ) আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ [সন্তঃ] কামভোগার্থম্ [নতু আত্মোন্নতিসাধনার্থম্] অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে।।১১-১২।।

মরণ-কাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয়পূর্ব্বক কামভোগ-পরায়ণ হইয়া "এই কামভোগই পরম পুরুষার্থ" এইরূপ কৃত-নিশ্চয় হইয়া এবং শত শত আশারূপ পাশে বদ্ধ ও কামক্রোধ-পরায়ণ হইয়া তাহারা কামভোগার্থ অন্যায়পূর্ব্বক (চৌর্য্যাদি করিয়াও) অর্থ সঞ্চয় অভিলাষ করে।।১১-১২।।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ দুষ্পূরণীয় কামনা আশ্রয় করিয়া, তাহারা মরণ-কাল পর্য্যন্ত (আজীবন) অপরিমিত চিন্তা (অর্থাৎ অনাবশ্যক চিন্তা) লইয়াই থাকে এবং কামভোগ-পরায়ণ হইয়া অর্থাৎ কামভোগই পরম বস্তু মনে করিয়া শত শত আশারূপ পাশে বদ্ধ হয়, এইরূপে কামক্রোধ-পরায়ণ হইয়া থাকে অর্থাৎ কামনারূপ কাম হইতেই ক্রোধের উদয় হয় (সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ২য় অঃ ৬২তম শ্লোক) তাহারা ঐ কামক্রোধ-পরায়ণ হইয়া কামভোগের জন্য অন্যায়পূর্ব্বক অর্থাৎ লুট-তরাজ, চুরি প্রভৃতি দ্বারাও অর্থ সঞ্চয়ের কামনা করে—যেমন নেশাখোর ও ইন্দ্রিয়সেবীরা কামভোগের জন্য চুরি এবং প্রবঞ্চনা ইত্যাদি কত রকম কৌশল দ্বারা অর্থাদি সংগ্রহ করে।।১১-১২।।

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্।।১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী।।১৪
আঢ্যোহভিজনবানস্মি কোহন্যোহস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।।১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ।।১৬

অদ্য ময়া ইদং লব্ধম্, ইদং মনোরথং (মনসঃ প্রিয়ং) প্রাপ্স্যে, ইদম্ অস্তি, পুনঃ মে ইদম্ অপি ধনং ভবিষ্যতি, অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ, অপরান্ (শত্রূন্) চ অপি হনিষ্যে, অহম্ ঈশ্বরঃ, অহং ভোগী, অহং সিদ্ধঃ, বলবান্ সুখী চ [অহং] (ধনাদিসম্পন্নঃ) অভিজনবান্ (কুলীনঃ অস্মি), ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি [অহং] যক্ষ্যে (যোগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ মহীতং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি), দাস্যামি মোদিষ্যে (হর্ষং প্রাপ্স্যামি) ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ; অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (অনেকেষু মনোরথেষু চিত্তং প্রবৃত্তিং তেন বিভ্রান্তাঃ বিক্ষিপ্তাঃ) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ) কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (অভিনিষ্টাঃ) (সন্তঃ) অশুচৌ নরকে পতন্তি।।১৩-১৬।।

'অদ্য আমার ইহা লাভ হইল' 'এই মনোরথ প্রাপ্ত হইব' 'আমার ইহা আছে' 'আমার এই ধনও হইবে' আমা কর্ত্তৃক এই শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে' 'অপর শত্রু সকলও

মরিব' 'আমি ঈশ্বর (সর্ব্বশক্তিমান্)' 'আমি ভোগী' 'আমি সিদ্ধ' 'আমি বলবান্' 'আমি সুখী', 'আমি ধনবান্' 'আমি কুলীন' 'আমার মতন আর কে আছে' 'আমি যজ্ঞ করিব' অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারাও অন্য অন্য দীক্ষিতগণ অপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠা পাইব 'দান করিব' (দান দ্বারাও খ্যাতিলাভ করিব) 'হর্ষ প্রাপ্ত হইব' এইরূপে অজ্ঞানে বিমোহিত ব্যক্তিগণ অনেক বিষয়ে প্রবৃত্ত চিত্তদ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মোহময় জালে আবৃত ও কামভোগে আসক্ত হইয়া অশুচি নরকে নিপতিত হয়।।১৩-১৬।।

তাৎপর্য্য।—অসুর-প্রকৃতিরা পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ নানা চিন্তা আশ্রয় করিয়া 'আজ আমার ইহা লাভ হইল' অর্থাৎ আজ এত টাকা পাইয়াছি, 'এই মনোরথ প্রাপ্ত হইব' অর্থাৎ আরও টাকা পাইব, 'আমার ইহা আছে' অর্থাৎ অমুককে মারিয়া এত টাকা পাইয়াছি, 'এই ধন আমার হইবে' অর্থাৎ এত পাইয়াছি আরও পাইব, এবার ত শত্রু মারিয়াই ফেলিয়াছি, আরও যে বেটা আসিবে, তাহাকেও মারিব, আমি ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই বলবান, আমিই সুখী, আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, হর্ষ প্রাপ্ত হইব, এইরূপে অজ্ঞানে মোহিত হইয়া চিত্তের অনেক রকম ভ্রান্তি ও মোহজালে আবৃত হইয়া কামভোগে আসক্ত হয় এবং অজ্ঞানরূপ অশুচি নরকে পড়িয়া থাকে অর্থাৎ যাতনাময় দুঃখের ভাগী হইয়া থাকে।।১৩-১৬।।

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্।।১৭

আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মনৈব পূজ্যতাং নীতাঃ ন তু সাধুভিঃ) স্তব্ধাঃ (অনম্রাঃ) ধনমানমদান্বিতাঃ [সন্তঃ] তে দম্ভেন [ন তু শ্রদ্ধয়া] নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাঃ তৈঃ) অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে।।১৭

আপনা আপনি সম্ভাবিত অর্থাৎ পূজ্যতা-প্রাপ্ত (কোন সাধু কর্ত্তৃক নহে), অনম্র (দুর্বিনীত), ধনজনিত অভিমান ও গর্ব্ববিশিষ্ট হইয়া তাহারা দম্ভ-সহকারে (বাহাদুরি দেখাইতে) নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করিয়া থাকে।।১৭

তাৎপর্য্য।—আপনা আপনিই আপনাকে পূজ্য বলিয়া মানিয়া লইয়া দেমাক করিতে থাকে অর্থাৎ যেমন কোন শিক্ষক যদি কোন ছাত্রকে উচ্চ শ্রেণীতে গণ্য করেন, তবেই সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে কিন্তু নিজে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিলে, গণ্য না হইয়া উহাতে সে নগণ্য-পদবাচ্যই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন সাধু কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য নহে, এইরূপ নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনা আপনিই শ্রেষ্ঠ; নম্রতার ধারও ধারে না; ধন আছে বলিয়া অভিমান ও গর্ব্বযুক্ত হইয়া (অর্থাৎ ৪র্থ শ্লোকোক্তরূপে ধনজনিত গর্ব্ববিশিষ্ট হইয়া) দম্ভ-সহকারে (৪র্থ শ্লোকোক্তরূপ দম্ভযুক্ত হইয়া) তাহারা নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা যজন করে অর্থাৎ কোন একটা পূজা—নাম কেনা ও দেমাকের নিমিত্ত বিশেষরূপ মনঃস্থির না করিয়া করে।।১৭

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ।।১৮

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ (অবলম্বমানাঃ সন্তঃ) আত্মপরদেহেষু (আত্মদেহে পরদেহেষু চ) মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ (সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ) (চতবন্তি)।।১৮

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বন করে (আত্মদেহে ও পরদেহে অবস্থিত) আমাকে হিংসা করিয়া সৎপথবর্ত্তী সাধুদিগের গুণে দোষারোপক হইয়া থাকে।।১৮

তাৎপর্য্য।—তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকোক্তরূপ দর্প, কাম, ক্রোধ এবং আসুরিক বল ও অহঙ্কার অবলম্বন করে (অহঙ্কার অর্থাৎ নিজেকে নিজে বড় জ্ঞান করাকে অহঙ্কার বলে; যেমন আমি কর্ত্তা, আমি পণ্ডিত ইত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকে যাহা যাহা বলিলেন, ঐরূপ গর্ব্বিত ভাব ও নিজেকে বড় জ্ঞান করার নামই অহঙ্কার) আসুরিক ব্যক্তিরা ঐ সকল ভাব অবলম্বন করিয়া আত্মদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আমাকে হিংসা করিয়া থাকে অর্থাৎ আমি সকল ঘটেই আছি, তাহা তাহারা জানে না, তাই ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হইয়া স্বদেহে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মাকে কষ্ট দিয়া থাকে; এইরূপে সৎপথবর্ত্তী সাধুদিগের গুণে তাহারা দোষারোপকারী হয় অর্থাৎ সাধুরা যে পথে চলেন, তাহারা তাহার উল্টা পথে চলিয়া তাঁহাদের পথে দোষারোপ করিয়া থাকে।।১৮

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু।।১৯

অহং [মাং] দ্বিষতঃ ক্রূরান্ নরাধমান্ অশুভান (অশুভকর্ম্মকারিণঃ) তান্ সংসারেষু (জন্মমৃত্যুমার্গেষু) আসুরীষু যোনিষু (তির্য্যগ্‌যোনিষু) এব অজস্রং (অনবরতং) ক্ষিপাক্ষিপামি।।১৯

আমি আমার হিংসাকারী ক্রূর নরাধম অশুভ সেই সকল ব্যক্তিকে সংসারে তির্য্যগ্‌যোনিতেই অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি।।১৯

তাৎপর্য্য।—আমার হিংসাকারী (পূর্ব্ব শ্লোকে যে সকল হিংসাকারীর কথা বলিলেন) সেই সকল অশুভ ক্রূর নরাধমদিগকে আসুরী-যোনিরূপ পশুভাবের যোনিতেই আমি অনবরত নিক্ষেপ করি অর্থাৎ ভগবান্ যে রাগ করিয়া এইরূপে নরাধমদিগকে আসুরী-যোনিতে দেন, এমন নহে, তাঁহার দ্বেষ্যও নাই, প্রিয়ও নাই, ঐরূপ ব্যক্তিদের মন সর্ব্বদা আজ্ঞাচক্রের নীচে থাকায়, তাহারা আসক্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের ফলানুযায়ী অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অধম অর্থাৎ ম শব্দে মণিবন্ধ = আজ্ঞাচক্র, তাহার অধঃতে (নীচেতে) থাকিলেই অধম; এইরূপ অধম ব্যক্তিরা নিজ কর্ম্মানুসারেই নীচ-যোনি প্রাপ্ত হয় (৬ষ্ঠ অঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্।।২০

হে কৌন্তেয়, মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিম্ আপন্নাঃ মাম্ অপ্রাপ্য এব ততঃ অধমাঃ গতিং যান্তি।।২০

হে কৌন্তেয়, মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে না পাইয়া আরও অধম গতি প্রাপ্ত হয়।।২০

তাৎপর্য্য।—মূঢ়গণ অর্থাৎ অজ্ঞানে বিমুগ্ধগণ পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে জন্মে জন্মে নীচ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া, আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত আমাকে পায় না; না পাইয়া আরও অধোগতিতেই গিয়া থাকে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের অধোদেশে গতিরূপ নীচ গতিতেই তাহারা গিয়া থাকে; যেহেতু আজ্ঞাচক্রে গতি প্রাপ্তির উপায় মনুষ্যপদে অবস্থিত ব্যক্তি ব্যতীত পশুভাবে অবস্থিত ব্যক্তির পক্ষে একান্তই দুষ্প্রাপ্য, একারণ নরাধমগণ পশুভাবে অবস্থিত থাকিয়া ঐ ভাবই বৃদ্ধি করিতে করিতে আরও অধম গতিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।।২০

ত্রিবিধং নরকেস্যদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১

কামঃ, ক্রোধঃ, তথা লোভঃ [ইতি] ইদং নরকস্য (অশান্তেঃ) ত্রিবিধং দ্বারং (হেতুঃ) আত্মনঃ (আত্মজ্ঞানস্য) নাশনং (বিনাশকং), তস্মাৎ এতত্রয়ং ত্যজেৎ।।২১

কাম, ক্রোধ এবং লোভ নরকের (অশান্তির) এই ত্রিবিধ দ্বার (হেতু); [এইগুলি] আত্মার (আত্মজ্ঞানের) নাশক এই জন্য এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে।।২১

তাৎপর্য্য।—কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি অশান্তিরূপ নরকের দ্বার-স্বরূপ; সদ্‌-গুরু কৃপা ব্যতীত এই দুর্দ্দান্ত ও দুর্জ্জয় রিপুত্রয়কে পরাজিত করিবার উপায়ান্তর নাই; কারণ যে প্রাণবায়ু স্থান ভেদে উনপঞ্চাশ আখ্যা ধারণ করিয়া এই পাঞ্চভৌতিক দেহকে চালাইতেছে, তাহারই গতি বিশেষে ইহারা সমুদ্ভূত হয়; সুতরাং সদ্‌-গুরু প্রদর্শিত উপায় দ্বারা প্রাণের ঐ সকল গতিকে ফিরাইয়া প্রাণকে যথাস্থানে স্থির করিয়া রাখিতে না পারিলে, দেহস্থিত রিপুত্রয়াদি মহান্ শত্রুদিগকে জয় করার বা ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশা নাই। কাম অর্থাৎ নিজ মনে যে সকল কামনা উদয় হয় তাহাকেই কাম বলে, আর (কেবল পরমাত্মজ্ঞান লাভের জন্য যে কাম বা কামনা উহা জীবের সৎকাম বিষয়ের মধ্যে, উহা অকামের কাম মধ্যে গণ্য হয়; তদ্‌ব্যতীত অপর সমুদয় কাম বা কামনা বন্ধের কারণ) একমাত্র অকাম ভাবদ্বারা এই কামকে দমিত করা যায়; তদ্‌ভিন্ন ইহাকে দমন করিবার আর অপর উপায় নাই। ক্রোধ অর্থাৎ

কুপিত ভাব; ক্রোধের উৎপত্তি রজোগুণ হইতে; ইহার প্রকাশ লোভ হইতে অর্থাৎ রজোগুণের আবির্ভাবে বিষয়-প্রাপ্তির লোভ বশতঃ ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে; এই ক্রোধই মানবকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করিয়া সম্যক্‌রূপে মোহপ্রাপ্ত করাইয়া থাকে; সর্ব্বদা আপনাকে আপনি অণু-বোধদ্বারা এই ক্রোধকে দমিত করিতে হইবে এবং হিংসা দমনের দ্বারাও ক্রোধকে দমিত করিতে হইবে; হিংসা রহিত যে ক্রোধ, উহা ক্রোধের মধ্যেই গণ্য নহে। লোভ অর্থাৎ মনের যে বৃত্তি দ্বারা পর-দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহাকেই লোভ কহে; এই লোভকে সন্তোষের দ্বারা দমন করিতে হইবে অর্থাৎ অন্তরে সর্ব্বদা সন্তোষ ভাব রাখিয়া (সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করিয়া) লোভকে দমন করিতে হইবে। কাম, ক্রোধ, লোভ ইহারা আত্মার নাশক, কেননা কোন বিষয়েচ্ছারূপ কামের (কামনার) উদয় হইলে, তাহা প্রাপ্তির জন্য লোভ হয় এবং লোভে পূরণের কোনরূপ ব্যতিক্রম দেখিলেই ক্রোধের উদয় হয়; এই ক্রোধের দ্বারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া জীব নিজেকে নিজে হত্যা পর্যন্ত করিয়া বসে (২য় অঃ ২৬তম শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই রকমে ঐ রিপুত্রয় জীবকে হিতাহিত-জ্ঞানহারা করে বলিয়া, ইহারা আত্মজ্ঞানের নাশক; এইজন্য ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ ঐ রিপুত্রয়কে দমিত করিবে।।২১

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।।২২

হে কৌন্তেয়, তমোদ্বারৈঃ (তমসঃ নরকস্য দ্বারৈঃ দ্বারভূতৈঃ) এতৈঃ ত্রিভিঃ (কামাদিভিঃ) বিমুক্তঃ নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃসাধনম্) আচরতি, ততঃ পরাং গতিং (মোক্ষং) যাতি।।২২

হে কৌন্তেয়, নরকের দ্বার-স্বরূপ এই তিনটি (কামাদি রিপুত্রয়) হইতে বিমুক্ত ব্যক্তিই আপনার মঙ্গল আচরণ করেন এবং পরে পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।।২২

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয় (২য় অধ্যায়ের কৌন্তেয় দ্রষ্টব্য), অশান্তিরূপ যে নরক (যাহাতে নিপতিত হইয়া মন অসীম যন্ত্রণা ভোগ করেন), ঐ নরকের দ্বার-স্বরূপ হইতেছে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত রিপুত্রয়; ঐ তিনটি রিপু হইতে বিমুক্ত যে ব্যক্তি অর্থাৎ ঐ রিপুত্রয়কে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত-রূপে দমিত করিয়া উহা হইতে বিশেষরূপ মুক্ত যিনি, তিনি আপনার মঙ্গল আচরণ করেন অর্থাৎ তিনিই নিজের উদ্ধাররূপ মঙ্গল কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন পরে পরম গতি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন (কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিরূপ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ) অর্থাৎ খং-স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন।।২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্।।২৩

যঃ শাস্ত্র বিধিম্ উৎসৃজ্য (পরিত্যজ্য) কামকারতঃ (যথেচ্ছং) বর্ত্ততে সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি (লভতে) ন সুখং (শান্তিং) ন চ পরাং (সর্ব্বোত্তমাং) গতিং (মোক্ষং) [অবাপ্নোতি]।।২৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, শান্তি ও মোক্ষ পায় না।।২৩

তাৎপর্য্য।—যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিধি মানে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি [৮ম শ্লোকোক্তরূপ] বেদ-পুরাণাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহে না এবং ইচ্ছামত কার্য্যে অর্থাৎ ১০ম শ্লোকোক্তরূপ অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এমত ব্যক্তি সিদ্ধি, শান্তি ও মোক্ষ পায় না অর্থাৎ শাস্ত্র-বিধি কাহারও পরিত্যাজ্য বিষয় নহে এবং এই শাস্ত্রের বিধি নিজ ইচ্ছামত সাব্যস্ত করাও বড় কঠিন; কারণ শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনেক এবং তন্মধ্যে কতকগুলি পরস্পর এরূপ বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় যে, সেগুলি মানিয়া চলা অসম্ভব, অথবা একটি মানিলে অপরটির বিরুদ্ধাচরণ হয়। এস্থলে ইচ্ছামত ব্যবস্থা লইয়া কার্য্য করিতে যাইলে কোন্ বিধিটি ন্যায্য বা ন্যায় সঙ্গত হইল এবং কোন্ বিধিটি অন্যায্য হইল, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে? গ্রন্থপাঠে ইহার মীমাংসা হয় না; বরং যত বেশী পড়া যায়, ততই সন্দেহ বাড়ে; এমন কি নাস্তিকও হইতে হয়; মহাপণ্ডিতগণও ইহার স্থির সিদ্ধান্ত করিতে না পারায়, ভিন্ন ভিন্ন পঙ্ক্তি ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও মর্ম্ম না বুঝায়, অধুনা সামাজিক আচার-ব্যবহারের এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যে, যিনি যেরূপ বিধান চান, তিনি শাস্ত্র হইতে ইচ্ছামত নিজমতের অনুকূল বিধিই পান। কিন্তু শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্যও অনেক, সময় (আয়ু) অল্প এবং বিঘ্নও বহু; এস্থলে জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংসের দুগ্ধ পানের ন্যায় ঐ অনন্তের মধ্যে সারাংশটুকুই লইতে হইবে; সেই সারটুকু কাহার নিকট পাওয়া যায়? ("মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি। সারন্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রমশ্নন্তি পণ্ডিতাঃ।।" ইতি জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র) অর্থাৎ চারিবেদ ও সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া নবনীত রূপ সারভাগ যোগীরা খাইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ঘোল অর্থাৎ অসারভাগ লৌকিক পণ্ডিতগণ পান করেন। অতএব সদ্‌গুরু-রূপ যোগীর নিকটেই শাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণ করা উচিত। এইরূপে শাস্ত্র-বিধি না লইয়া যে ব্যক্তি ইচ্ছামত কার্য্য করে, সে প্রকৃত কর্ম্মের সিদ্ধি (আত্মকর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ সিদ্ধি) ও পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ মোক্ষ পায় না।।২৩

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি।।২৪

ইতি দৈবাসুরসম্পদবিভাগ-যোগঃ।

তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (ইদং কার্য্যম্ ইদম্ অকার্য্যঞ্চ ইত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং) শাস্ত্রং তে প্রমাণম্; [অতঃ] ইহ (কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ) [সৎগুরোঃ সকাশাৎ] শাস্ত্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হসি।।২৪

অতএব ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য, এইরূপ ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ; [এজন্য কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমান থাকিয়া] সদ্‌গুরুর [নিকট] শাস্ত্রবিধানোক্ত জানিয়া কর্ম্ম কর।।২৪

তাৎপর্য্য।—অতএব কোন্‌টা কার্য্য, কোন্‌টা অকার্য্য, তাহার ব্যবস্থায় শাস্ত্রই প্রমাণ; একারণ পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে [সদ্‌গুরুর নিকট] শাস্ত্র-বিধি জানিয়া কর্ম্ম কর অর্থাৎ শাস্ত্র-বিধি ত্যাগ করিয়া বা স্বেচ্ছামতে শাস্ত্র-বিধি মানিয়া লইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে এবং শাস্ত্র-বিধি জ্ঞাত হওয়াও নিজের সাধ্যায়ত্ত নহে; একারণ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত যোগী ব্যক্তিরূপ সদ্‌গুরুর নিকট শাস্ত্র-বিধি জানিয়া কর্ম্ম কর; এস্থলে যোগী অর্থে সাধারণ সাধুবেশধারী যোগী নহেন, যাঁহারা প্রাণের চঞ্চলাবস্থারূপ চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ অর্থাৎ স্থির করিতে পারিয়াছেন; এমত মহাপুরুষই যোগী-পদবাচ্য, সাধারণ বেশধারী যোগীরা পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ পণ্ডিত ব্যক্তিদের ন্যায় শাস্ত্রের অসারভাগ-রূপ ঘোল ভক্ষণেই রত; ইঁহারা শাস্ত্রের সারভাগরূপ নবনীত ভক্ষণে সমর্থ নহেন; অতএব সদ্‌গুরু-পদবাচ্য যোগীই শাস্ত্র-বিধান দিতে সমর্থ; এইরূপ ব্যক্তির সমীপে শাস্ত্র-বিধান জানিয়া কর্ম্ম কর।।২৪

ইতি দৈবাসুরসম্পদবিভাগ যোগ।

— অর্থাৎ —

শরীরের অভ্যন্তরে এবং বাইরে এই উভয়ত্রই দৈব এবং অসুর দুই ভাব চলিতেছে; কখনও দেব-ভাবের উদয় হইতেছে, আবার পরক্ষণেই অসুর-ভাবের উদয় হইতেছে; যখন দেব-ভাবের প্রকাশ নাই, আবার অসুর-ভাবেরও উদয় হয় না অর্থাৎ যখন উভয় ভাবের কোন ভাবই নাই (ভাব-রহিত অবস্থা) উহাই দৈবাসুর-সম্পদ্ বিভাগরূপ অবস্থা এবং ঐ বিগত-ভাবরূপ অবস্থার নামই যোগ।

ইতি ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ।।১

অর্জ্জুন উবাচ। হে কৃষ্ণ, যে [সাধকাঃ] শাস্ত্রবিধিম্ উৎসৃজ্য শ্রদ্ধয়া তু অন্বিতাঃ (যুক্তাঃ) যজন্তে, তেষাং নিষ্ঠা কা? (স্থিতিঃ কীদৃশী?) সত্ত্বম্? রজঃ? আহো (অথবা) তমঃ।।১

অর্জ্জুন কহিলেন। যাহারা শাস্ত্র-বিধি লঙ্ঘন করিয়া, পরন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাগযজ্ঞপূজাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কীদৃশী? সত্ত্ব? কি রজঃ? অথবা তমঃ।।১

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন—অর্থাৎ তেজের দ্বারায় জীবভাব হইতে ব্যক্ত হইল (১ম অঃ ২১শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); যাহারা শাস্ত্র-বিধির দিকে খেয়াল রাখে না, কিন্তু পূজাদি যাহা করে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বকই করে (অর্থাৎ শাস্ত্র গ্রাহ্য করে না অথচ ইচ্ছানুযায়ী পূজাদি করে) এমত ব্যক্তিদের যে নিষ্ঠা, উহা কিরূপ? নিষ্ঠা অর্থাৎ নিযুক্ততা, তাহাদের ঐ পূজাদিতে মনোনিবেশরূপ যে নিযুক্ততা, উহা কি প্রকারের? উহাকে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার নিষ্ঠা বলে? কি রাজসিক শ্রদ্ধার নিষ্ঠা বলে? অথবা তামসিক শ্রদ্ধার নিষ্ঠা বলে।।১

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।২

শ্রীভগবান্ উবাচ। দেহিনাং সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব শ্রদ্ধা ভবতি, সা (তাদৃশী শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (পূর্ব্বসংস্কারজাতাঃ) [অধুনা মৎসকাশাৎ] তাং শৃণু।।২

শ্রীভগবান্ কহিলেন। দেহীদিগের সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকারই শ্রদ্ধা হয়; তাহা স্বভাবজ অর্থাৎ পূর্ব্ব সংস্কার-জাত; তাহা [আমার নিকট] শ্রবণ কর।।২

তাৎপর্য্য।—দেহবিশিষ্টদিগের (শরীর-ধারীদিগের) সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী—এই তিন রকমেরই শ্রদ্ধা হয়, তাহা স্বভাব হইতে জাত অর্থাৎ (স্ব = আত্মা) আত্মভাব হইতে জাত; যাহার আত্মার (মনের) যেমন ভাব, সেই ভাবানুযায়ী শ্রদ্ধাও তদ্রূপ হয় অর্থাৎ মন যখন যেমন গুণে থাকে, তখন তদনুযায়ী শ্রদ্ধা হয়। মন যখন সত্ত্বগুণের স্থানে থাকে, তখন যে শ্রদ্ধা হয়, তাহা সাত্ত্বিকী; যখন রজোগুণের স্থানে থাকে, তখন যে শ্রদ্ধা হয়, তাহা রাজসী এবং যখন তমোগুণের স্থানে থাকে, তখন যে শ্রদ্ধা হয়, তাহা তামসী। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ স্বাভাবিক; সুতরাং শ্রদ্ধাও স্বভাবতঃ তিন প্রকার। আত্মকর্ম্মে তন্ময় না হইলে, সূক্ষ্মতত্ত্বে লক্ষ্য হয় না; এই জন্য গুণ ও গুণাদি প্রভৃতি কর্ম্ম কিরূপ এবং শ্রদ্ধাই বা গুণভেদে তিন রকম কেন, এ সকল সূক্ষ্মতত্ত্বের উপলব্ধিও হয় না; মন সর্ব্বদা জড় তত্ত্বেই রহিয়াছে, সুতরাং কখন এবং কেন সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণের এবং তত্তদ্‌গুণান্বিত শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহাও কেহ ধরিতে পারে না; একারণ ভগবান্ বলিতেছেন—দেহীদিগের স্বভাবতঃই তিন রকম শ্রদ্ধা হইয়া থাকে; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।।২

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।৩

হে ভারত, সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা (বিশিষ্টসংস্কারোপেতান্তঃকরণানুরূপা) ভবতি; অয়ং [অন্তর্য্যামিতয়া স্থিতঃ] পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) শ্রদ্ধাময়ঃ; যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ (যাদৃশশ্রদ্ধাযুক্তঃ) সঃ (পুরুষঃ) [তস্য সম্বন্ধে] স এব (তাদৃশ এব)।।৩

হে ভারত, সকলেরই শ্রদ্ধা সংস্কার-যুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ; এই (অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত) পুরুষোত্তম; শ্রদ্ধাময়, যে যাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহার পক্ষে তিনি তাদৃশই।।৩

তাৎপর্য্য।—হে ভারত (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকে ভারত দ্রষ্টব্য), সকলকার শ্রদ্ধাই সংস্কার-যুক্ত অন্তঃকরণের অনুরূপ অর্থাৎ যাহার অন্তঃকরণের যেমন পূর্ব্বসংস্কার থাকে (পূর্ব্ব দেহে যাহার অন্তঃকরণ যেমন পরিষ্কৃত থাকে) তাহার শ্রদ্ধাও তদনুযায়ী হয়। যে সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা হয়; ইহাই প্রকৃত শ্রদ্ধা বা সাত্ত্বিকীভক্তি; ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন ঈড়া পিঙ্গলা ছাড়িয়া শ্বাস কেবল সুষুম্নায় থাকে, তখনই সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা হয়; ইহা এক প্রকার অব্যক্ত। রাজসিকী, তামসিকী শ্রদ্ধাও অন্তঃকরণের ভাবানুযায়িনী অর্থাৎ যাহার রাজসিক বা তামসিক অন্তঃকরণ থাকে, তাহার শ্রদ্ধাও তদনুযায়িনী হয়; অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত পুরুষোত্তম যিনি, তিনি শ্রদ্ধাময়, অর্থাৎ যে যেমন শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট, তাহার পক্ষে তিনি তদ্রূপই। যেমন দর্পণ-সম্মুখে কালি মাখিয়া দাঁড়াইলে দর্পণের প্রতিমূর্ত্তিও তদ্রূপ দেখা যায়, আবার পরিষ্কৃত ভাবে দাঁড়াইলে প্রতিমূর্তিও তদনুযায়ী দেখা যায়;

তাঁহার কাছে যে যেমন অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা লইয়া দণ্ডায়মান হয়, তাহার পক্ষে তিনি সেইরূপই।।৩

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।৪

সাত্ত্বিকাঃ (সত্ত্বপ্রকৃতিকাঃ জনাঃ) দেবান্ যজন্তে; রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি [যজন্তে] অন্যে তামসা জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে।।৪

সাত্ত্বিক গুণশালী ব্যক্তিগণ দেবগণের আরাধনা করে; রাজসিকগণ যক্ষ, রাক্ষসদিগের পূজা করে এবং অন্য তামস ব্যক্তিরা প্রেত ও ভূতগণকে পূজা করে।।৪

তাৎপর্য্য।—সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ দেবগণের আরাধনা করে, দেবগণ অর্থাৎ দিব্ শব্দে আকাশ-শূন্যতত্ত্ব (শূন্য ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ) প্রাণই শূন্যরূপী এবং প্রাণ যে ৪৯ বায়ুরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন, ঐ বায়ু সমূহই দেবগণরূপী; সাত্ত্বিকগণ ঐ প্রাণাদি বায়ুর উপাসনা—আরাধনা করেন অর্থাৎ প্রাণ অপানাদি বায়ুর উপাসনাই প্রাণকর্ম্ম, তাহা (ঐ উপাসনাক্রিয়া) তাঁহারা করিয়া থাকেন। রাজসিকগণ যক্ষ, রাক্ষসদিগের পূজা করে অর্থাৎ ধন কামনায় কুবেরাদি যক্ষ এবং রাক্ষসদিগের পূজা করে; যক্ষ অর্থে দেবযোনিবিশেষ অর্থাৎ ভূতাদি (পঞ্চতত্ত্বাদি); রাক্ষস অর্থে ধন-রক্ষক অর্থাৎ আত্মতত্ত্বরূপ ধন ভূতাদির রক্ষিত; কেননা দেহমধ্যে পঞ্চতত্ত্বরূপ ভূতাদি যাহা রহিয়াছে, তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া তত্ত্বাতীত পদে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, তবে ঐ প্রকৃত ধন লাভ করা যায়; একারণ পঞ্চতত্ত্বাদিই যক্ষ-রাক্ষস বিশেষ; রাজসিকগণ ঐ প্রকৃত ধনের তত্ত্ব জানে না; তাই তাহারা টাকা-কড়িরূপ ধনের কামনায় পঞ্চতত্ত্বাদিময় জড়েরই পূজা করে। আর তামস ব্যক্তিরা প্রেত ও ভূতগণের পূজা করে অর্থাৎ বুজরুকিরূপ ভূত-পিশাচাদির কল্পনা করিয়া লইয়া যাহা নাই, তাহারই উপাসনারূপ প্রেত ও ভূতগণের পূজা (প্রাণের চঞ্চল অবস্থারই বৃদ্ধি) করে (৯ম অঃ ২৫শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ।।৫
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্।।৬

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ (কামঃ অভিলাষঃ রাগঃ আসক্তিঃ বলম্ আগ্রহঃ এতৈঃ অন্বিতাঃ) যে অচেতসঃ (অবিবেকিনঃ) জনাঃ (বৃথোপবাসাদিভিঃ) শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ (পৃথিব্যাদিভূতসমূহম্) অন্তঃশরীরস্থং (দেহমধ্যে স্থিতং) মাং চৈব কর্শয়ন্তঃ (কৃশং কুর্ব্বন্তঃ) অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং (ভূতভয়ঙ্করং) তপঃ তপ্যন্তে (কুর্ব্বন্তি) তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ (অতিক্রূরকর্ম্মাণঃ) বিদ্ধি।।৫-৬।।

দম্ভ এবং অহঙ্কারযুক্ত, অভিলাষ, আসক্তি ও দুরাগ্রহবিশিষ্ট যে অবিবেকী জনগণ অশাস্ত্র-বিহিত ঘোরতর (ভূতভয়ঙ্কর) তপস্যা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে অতিক্রূরকর্ম্মা বলিয়া জানিও।।৫-৬।।

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বধ্যায়ে দম্ভ ও অহঙ্কারাদি যাহা যাহা লেখা হইয়াছে, ঐ দম্ভাহঙ্কার ও অভিলাষ-আসক্ত এবং আগ্রহ-বিশিষ্ট যে জ্ঞানহীনগণ, তাহারা বৃথা উপবাসাদি দ্বারা শরীরস্থ পঞ্চভূতকে কষ্ট দেয় অর্থাৎ শরীর শুষ্ক করিয়া দেহের ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বকে কষ্ট দিয়া কার্য্য করে এবং দেহমধ্যস্থ আমাকে ক্লেশ প্রদান করে অর্থাৎ আমি এই দেহেই আছি, কিন্তু জীবভাব তাহা জানে না; একারণ তাহারা বৃথা উপবাসাদি দ্বারা নিজের অন্তরাত্মাকে নিজে কষ্ট দিয়া থাকে; এইরূপে অশাস্ত্র-বিহিত ঘোরতর তপস্যা করে অর্থাৎ প্রকৃত শাস্ত্রার্থ তাহারা জানে না [যেহেতু সদ্গুরু ভিন্ন অন্যের নিকট শাস্ত্রার্থ জানা যায় না, এইজন্যই পঞ্চ মকারের সাধনা প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত না হইয়া জঘন্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে], শাস্ত্রার্থ জানিতে হইলে, সদ্গুরুর নিকট শাস্ত্রের প্রকৃত কার্য্য জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক; উহা না জানা হেতু অবিবেকী জনগণ আত্মার ক্লেশদায়ক অশাস্ত্র-বিহিত কার্য্য করিয়া থাকে; উহাদিগকে অতিক্রূরকর্ম্মা বলিয়া জানিও।।৫-৬।।

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু।।৭

সর্ব্বস্য অপি [প্রাণীজাতস্য] আহারঃ তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি; তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানঞ্চ; তেষ্যম্ ইমং ভেদং (পার্থক্যং) শৃণু।।৭

সকলের প্রিয় আহারও তিন প্রকার; সেইরূপ যজ্ঞ, তপ এবং দানও (ত্রিবিধ); তাহাদের এই ভেদ শ্রবণ কর।।৭

তাৎপর্য্য।—সকলের প্রিয় আহার তিন রকমের, অর্থাৎ কাহারও সাত্ত্বিক আহার প্রিয়; কাহারও বা রাজসিক আহার প্রিয়; কাহারও তামসিক আহার প্রিয়, যজ্ঞঃ, তপ এবং দানও তিন প্রকার; তাহাদের ভেদ পর পর শ্লোকে বলিতেছি শুন।।৭

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।৮

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ জীবনং, সত্ত্বং সাত্ত্বিকো ভাবঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগহীনতা, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিঃ অভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ

বিশেষেণ বৃদ্ধি করাঃ) রস্যাঃ (রসবন্তঃ), স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্তাঃ), স্থিরা (দেহে সারাংশেনাবস্থায়িনঃ) হৃদ্যাঃ (হৃদয়ঙ্গমাঃ) আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।।৮

আয়ুঃ, সাত্ত্বিকভাব, শক্তি, আরোগ্য, চিত্ত-প্রসাদকর ও রুচি-বর্দ্ধক, রসযুক্ত এবং স্নেহযুক্ত যাহার সারাংশ দেহে স্থায়ী এরূপ এবং চিত্ত পরিতোষ-কর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।।৮

তাৎপর্য্য।—যে আহার আয়ু ও সাত্ত্বিকভাব বৃদ্ধি করে, শক্তি ও আরোগ্য বৃদ্ধি করে, চিত্তের আনন্দ বৃদ্ধি করে এবং যাহাতে রুচি বৃদ্ধি করে, যে আহার রসযুক্ত অর্থাৎ যাহা (মুড়ি, চিড়ার মতন শুষ্ক পদার্থ নয়) রসাল ঠাণ্ডা; যাহা স্নেহযুক্ত অর্থাৎ যে সকল বস্তুতে ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ আছে, যেমত দুগ্ধাদি; যে বস্তুর সারাংশ দেহে স্থায়ী হয়, এইরূপ দ্রব্য এবং যাহাতে চিত্তের সন্তোষ বোধ হয়, সেই সকল দ্রব্য সাত্ত্বিকগণের প্রিয় অর্থাৎ আয়ু বৃদ্ধি হয় ক্ষীরে, সত্ত্বগুণ ঘৃতে, বল দুগ্ধে, আরোগ্য তিক্তে, সুখ মধুতে, প্রীতি পায়সে; ঘৃত, মধু, পায়স ইত্যাদি সাত্ত্বিক আহার, ইহা সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়; কারণ যাঁহারা সত্ত্বগুণ-প্রদান, তাঁহাদের প্রবৃত্তিও সৎ হয়; এইজন্য সৎ প্রবৃত্তির অনুকূল আহারই তাঁহাদের প্রিয়, কেননা, গুণভেদে আহারের ভেদ রহিয়াছে; সুষুম্নায় বায়ু চলিলে, সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু প্রবৃত্তি সৎ হয় বলিয়া সাত্ত্বিক আহারে রুচি হয় এবং ঈড়াপিঙ্গলায় বায়ু চলিলে রজস্তমোগুণের বৃদ্ধি হয় বলিয়া প্রবৃত্তিও তদনুযায়িনী হইয়া তত্তদ্গুণ-বিশিষ্ট আহারেই তাহাদের রুচি হয়; উপরিউক্তরূপে সাত্ত্বিক আহারই সত্ত্বগুণ-বিশিষ্টদের প্রিয়।

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ।।৯

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ, (অতিকটুঃ নিম্বাদিঃ, অত্যম্লঃ, অতিলবণঃ, অত্যুষ্ণঃ, অতিতীক্ষ্ণঃ মরিচাদিঃ, অতিরুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রব্যাদিঃ, অতিবিদাহি সর্ষপাদিঃ, এতে) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখং সন্তাপাদি, শোকঃ দৌর্ম্মনস্যং, আময়ঃ রোগঃ এতান্ প্রদদতি ইতি (তথা) আহারাঃ রাজসস্য (রজোগুণশালিনঃ) ইষ্টাঃ (অভিমতাঃ)।।৯

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অত্যুষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী এই সকল দুঃখ, মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার।।৯

তাৎপর্য্য।—খুব কষা দ্রব্য, খুব অম্ল, বেশি লবণ-ভাগযুক্ত, খুব গরম দ্রব্য, খুব খর দ্রব্য, খুব রুক্ষকর যে সকল বস্তু অর্থাৎ লঙ্কা, মরিচ ইত্যাদিরূপ স্নেহশূন্য জিনিষ, এই সকলগুলি রাজসিক আহার, এই সকল আহারে দুঃখ ও মনস্তাপ অর্থাৎ কষ্টের কারণ হয়; ইহা রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার।।৯

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্।।১০

যাতযামং (শৈত্যাবস্থাপ্রাপ্তং) গতরসং (নিষ্পীড়িতসারং) পূতি (দুর্গন্ধি) পর্য্যুষিতম্ (দিনান্তরপক্বম্) উচ্ছিষ্টম্ (অন্যভুক্তাবশিষ্টম্) অমেধ্যং (অভক্ষ্যং) চ যৎ [তৎ] ভোজনং (ভোজ্যং) তামসপ্রিয়ম্।।১০

শৈত্যাবস্থা-প্রাপ্ত, বিরস, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিন-পক্ব, অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট অখাদ্য যে আহার, তাহা তামসগণের প্রিয়।।১০

তাৎপর্য্য।—দশ এগার দণ্ড রাঁধা ঠাণ্ডা জিনিষ, পচা, পান্তা, অপরের খাওয়ারূপ উচ্ছিষ্ট অখাদ্য যে জিনিষ; এই সকল তামসিক ভোজ্য দ্রব্য; ইহা তামসিকগণের প্রিয়।।১০

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।১১

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ [পুরুষৈঃ] যষ্টব্যমেব (যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়ম্) ইতি মনঃ সমাধায় (আত্মন্যেব সমর্প্য) বিধিদিষ্টঃ (বিধিবিহিতঃ) যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে (অনুষ্ঠিয়তে) স সাত্ত্বিকঃ।।১১

ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত ব্যক্তিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান অবশ্য-কর্ত্তব্য এই মনে করিয়া পরমাত্মায় চিত্ত সমর্পণ করিয়া বিধি-বিহিত যে যজ্ঞ করেন, তাহা সাত্ত্বিক।।১১

তাৎপর্য্য।—ফলকামনা-শূন্য যে প্রাণকর্ম্মরূপ যজ্ঞ ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান অবশ্যই কর্ত্তব্য বোধে যাঁহারা পরমাত্মায় মন সমর্পণ করিয়া বিধি-বিহিত ঐ কর্ম্ম করেন অর্থাৎ বিশেষরূপে পরমাত্মায় বুদ্ধি স্থির রাখিয়া এবং বিশেষ নিয়ম ঠিক রাখিয়া (আজ করিলাম কাল বাদ দিলাম এমত নহে, প্রত্যহই একভাবে করিয়া) চলেন, ঐ যজ্ঞকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ কহে।।১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্।।১২

অপিতু ফলম্ অভিসন্ধায় দম্ভার্থম্ (স্বমহত্ত্বখ্যাপণায়) এব চ যৎ ইজ্যতে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি।।১২

কিন্তু ফলের উদ্দেশ্য করিয়া অথবা কেবলমাত্র নিজের মহত্ত্ব-খ্যাপনার্থ যে যজ্ঞ করা যায়, হে ভরত-শ্রেষ্ঠ, সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে। [যেমন বারোয়ারি পূজা ইত্যাদি]।।১২

তাৎপর্য্য।—ফলের উদ্দেশ্যে অথবা শুধু নিজের মহত্ত্ব-খ্যাপনরূপ দম্ভ বজায়ের জন্য (দেমাকের সহিত) যে যজ্ঞ করা হয় অর্থাৎ বারোয়ারি পূজার মতন গুরু বাহ্যাড়ম্বর দেখাইয়া দম্ভ বজায়ের জন্য যে যজ্ঞ করা হয়, উহা রাজসিক যজ্ঞ বলিয়া জানিবে।।১২

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩

বিধিহীনম্ (শাস্ত্রোক্তবিধানশূন্যম্) অসৃষ্টান্নং (সৎপাত্রায়াদত্তান্নং) মন্ত্রহীনম্ অদক্ষিণং (দক্ষিণারহিতং) শ্রদ্ধাবিরহিতং (অশ্রদ্ধয়া অনুষ্ঠিতং) যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে।।১৩

শাস্ত্রোক্ত-বিধিহীন, সৎপাত্রে অন্নদান-শূন্য, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধা-রহিত (অশ্রদ্ধা-সহকারে অনুষ্ঠিত) যজ্ঞকে তামস বলে (যেমন বেশ্যাবাড়ীতে সরস্বতী পূজা)।।১৩

তাৎপর্য্য।—বিধিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও অসৃষ্ট-অন্ন-যুক্ত এবং শ্রদ্ধাশূন্য যে যজ্ঞ করা হয়, উহাকে তামসিক যজ্ঞ বলে অর্থাৎ ১১শ-১২শ-১৩শ শ্লোকে যে তিন প্রকার যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে, এই ত্রিবিধ যজ্ঞই অন্তর্বহির্ভেদে দুই প্রকার; প্রাণায়ামাদি-রূপ প্রাণকর্ম্মই অন্তর্যজ্ঞ এবং বাহ্য পূজাদিই বহির্যজ্ঞ; এই দুই প্রকার যজ্ঞই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন রকমে হইয়া থাকে অর্থাৎ বাহ্য পূজাদিতেও ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদি প্রকৃতরূপে করার বিধি রহিয়াছে, এই জন্যই ব্রাহ্মণ দ্বারা সকল পূজার বিধি; কারণ অন্যে প্রকৃতরূপে পূজা করিতে সমর্থ নহে; একারণ বাহ্য পূজাদিও অবিধি-পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হওয়ায় উহা রাজসিক ও তামসিকের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। অন্তর্যজ্ঞ-রূপ সাধন-ক্রিয়াদিও ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া করাকে সাত্ত্বিক বলে; কামনার সহিত করাকে রাজসিক বলে এবং শ্রদ্ধাশূন্য হইয়া ইচ্ছামত অনিয়ম-পূর্ব্বক করিলে, তাহাকে তামসিক বলে। বিধিহীন অর্থাৎ অনিয়মিত বেগারঠেলা করা; অসৃষ্টান্ন অর্থাৎ অন্ন = প্রাণ = প্রাণের ক্রিয়া বিধি-পূর্ব্বক না করিয়া উহার বিশৃঙ্খলতাকেই অসৃষ্টান্ন কহে। মন্ত্রহীন অর্থাৎ প্রাণের আগম নিগমরূপ ক্রিয়া-বিহীন; যদ্দ্বারা মনের ত্রাণ হয়, তাহাই মন্ত্র-পদবাচ্য ("ব্রহ্মাদি কৃমি-পর্য্যন্তং প্রাণিনাম প্রাণবর্দ্ধনম্। নিশ্বাস শ্বাস-রূপেন মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে"); প্রাণের আগম-নিগমরূপ যে প্রাণকর্ম্ম ঐ প্রাণকর্ম্ম বিহীন যে যজ্ঞ করা হয়, উহা মন্ত্রহীন যজ্ঞ; দক্ষিণা = তৃপ্তি অর্থাৎ বিধি-পূর্ব্বক প্রাণযজ্ঞ না করিলে কর্ম্মের পরাবস্থায় সে স্থির আনন্দময়ভাব, উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; সুতরাং দক্ষিণাহীন যজ্ঞ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধা-বিরহিত অর্থাৎ অন্তর্যাগের উপদেশ গ্রহণকালে মনে কতরকম আশার উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু সে আশা পূর্ণতার ব্যতিক্রম হইলেই আর আত্মকর্ম্মে তাদৃশ শ্রদ্ধা থাকে না; জীব

চাহে ধন বা সুখ; কিন্তু গুরু চাহেন—জীবের ইন্দ্রিয়-দমন ও সর্ব্বনাশ (ইচ্ছা, আসক্তি ইত্যাদি সমস্তের নাশ)।।১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে।।১৪

দেবদ্বিজগুরু-প্রাজ্ঞপূজনং, শৌচম্ (অন্তর্বহিঃ শুদ্ধিঃ), আর্জ্জবং (সরলতা) ব্রহ্মচর্য্যম্, অহিংসা চ শারীরং তপঃ উচ্যতে।।১৪

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এই সকল শারীরিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়।।১৪

তাৎপর্য্য।—দেবতার পূজা, ব্রাহ্মণের পূজা, গুরুর পূজা ও তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা—দেবতা অর্থাৎ দিব্ শব্দে আকাশ—শূন্যতত্ত্ব, (শূন্য ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ)—স্থান আজ্ঞাচক্র, তথায় যাঁহার অবস্থিতি, সেই প্রাণই দেবতা এবং প্রাণাদি বায়ু সকলই দেবগণ; বহির্লক্ষ্যে দেবতা অর্থে প্রতিমাদি অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে যে সকল জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন হইয়া থাকে তাহার (১১শ অধ্যায়োক্ত ঐ সমস্তের) প্রতিমূর্ত্তির নামই প্রতিমা। দ্বিজ—বহির্লক্ষ্যে উপবীত-ধারী, অন্তর্লক্ষ্যে যাঁহার বাহির ও ভিতর শুদ্ধ হইয়াছে এবং যিনি অখণ্ডমণ্ডলাকার-রূপ দর্শন করাইয়া দিয়া থাকেন অর্থাৎ সবিতৃ-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের যে প্রকৃতরূপ, ঐরূপ যিনি প্রত্যক্ষে দেখাইয়া দেন তিনিই গুরু। তত্ত্বজ্ঞানী অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়ারূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে (আত্মাকে প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া যিনি প্রাজ্ঞ-পদবাচ্য), তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী; এই সকলের পূজা এবং শৌচ ও সরলতা, শৌচ--বহির্লক্ষ্যে বাহ্যিক শুদ্ধতা, অন্তর্লক্ষ্যে মনের শুদ্ধতা অর্থাৎ শুচি অশুচি কেবল মনে, আমি যদি ব্রহ্মই হই (ব্রহ্ম ব্যতীত অপর পদার্থ যদি নাই), তবে আবার আমার শুচি অশুচি কি? অজ্ঞতা বশতঃই আমি শুচি অশুচি বোধ করি মাত্র; (বস্তুতঃ আমি শুচিও নহি, অশুচিও নহি); আমি যে ব্রহ্ম সে তত্ত্বের তত্ত্ব বিদিত হওয়ারূপ জ্ঞানলাভে মনের যখন শুদ্ধি হয়, তখন আর শুচি অশুচি বোধ থাকে না; একারণ মনের শুদ্ধতাই প্রকৃত শৌচ। সরলতা—বহির্লক্ষ্যে অকপটতা, অন্তর্লক্ষ্যে যখন বাহিরে এক, ভিতরে আর এক থাকে না, বাহির ভিতর এক হইয়া গিয়া যখন মন ও প্রাণ এক হয়। ব্রহ্মচর্য্য অর্থে—বহির্লক্ষ্যে নিষিদ্ধ মৈথুন-নিবৃত্ত্যাদি, অন্তর্লক্ষ্যে যে অবস্থায় মন সর্ব্বদা ব্রহ্মে বিচরণ করে সেই অবস্থার নাম ব্রহ্মচর্য্য। অহিংসা অর্থাৎ অন্যের মঙ্গলে কাতর না হওয়া; এই সকল ব্রহ্মচর্য্যাদিকে শারীরিক তপস্যা বলে অর্থাৎ কেবল শরীর শুষ্ক করিয়া উপবাসাদি দ্বারা ব্রতানুষ্ঠান করা ইত্যাদিকেই শারীরিক তপস্যা বলে না, উপরিউক্তরূপ শৌচ সরলতাদি কার্য্যকে যথার্থ শারীরিক তপস্যা বলে।।১৪

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।।১৫

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ, স্বাধ্যায়াভ্যসনং (বেদাভ্যাসঃ) চ এব বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে।।১৫

অনুদ্বেগকর বাক্য, সত্য এবং যাহা প্রিয় এবং পরিণামে হিতকর আর বেদাভ্যাস এই সকল বাক্যময় তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়।।১৫

তাৎপর্য্য।—যে বাক্যের দ্বারা কাহারও হৃদয়ে উদ্বেগ না হয় এমত বাক্য, সত্য বাক্য এবং যাহা প্রিয় ও হিতকর এমত বাক্য, আর বেদাভ্যাসরূপ বচন, —এই সমস্তকে বাক্যময় তপস্যা বলে অর্থাৎ অন্তর্লক্ষ্যে ভগবদুদ্দেশ্যে যে সকল বাক্য, উহাই অনুদ্বেগকর বাক্য এবং বহির্লক্ষ্যে মিষ্টবাক্য যাহাকে বলে, তাহাই অনুদ্বেগকর বাক্য। সত্য বাক্য অর্থাৎ অন্তর্লক্ষ্যে সৎ শব্দে আত্মা, তৎসম্বন্ধীয় বাক্যই সত্য বাক্য এবং বহির্লক্ষ্যে মিথ্যারহিত যথার্থ বাক্যই সত্য বাক্য। আর প্রিয় ও হিতকর বাক্য অর্থাৎ বাহ্যত শ্রুতিমধুর ও মঙ্গলদায়ক বাক্য এবং নিগূঢ় অর্থে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বাক্যই প্রিয় (প্রীতিপদ) এবং যথার্থ হিতকর বাক্য। বেদাভ্যাস অর্থাৎ বেদের আলোচনারূপ অভ্যাস ও কথোপকথন, অন্তর্লক্ষ্যে ব্রহ্মাই বেদ-পদবাচ্য এবং তৎ-সম্বন্ধীয় আলোচনাই বেদাভ্যাস। এই সকল বাক্যময়ী তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়।।১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে।।১৬

মনঃপ্রসাদঃ (মনসঃ প্রশান্তিঃ) সৌম্যত্বং (অক্রূরতা) মৌনম্ (বাক্‌সংযমঃ) আত্মবিনিগ্রহঃ (মনসঃ বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ) ভাবসংশুদ্ধিঃ (আন্তরিকভাবসংশোধনম্) ইতি এতৎ তপঃ মানসম্ উচ্যতে।।১৬

মনের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মৌন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও আন্তরিকভাব-সংশোধন এই সকল মানসিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়।।১৬

তাৎপর্য্য।—ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই তুষ্ট থাকিবার চেষ্টা করিয়া সর্ব্বদাই মনকে প্রসন্নভাবে রাখা; অক্রূরতা অর্থাৎ মনের মধ্যে যেন কোন বক্রভাব না থাকে—মনকে সরল (স্থির) রাখা; মনোরূপী প্রধান ইন্দ্রিয়কে চঞ্চলতার স্রোত হইতে দমিত রাখার চেষ্টাই আত্ম-নিগ্রহ অর্থাৎ মনের সংযমভাব। আর মনের সংলীন অবস্থাই মৌনভাব এবং আন্তরিকভাব-সংশোধন অর্থাৎ মনের বর্ত্তমান (চঞ্চল) ভাবের সংশোধন করিয়া মনকে স্থিরভাবে অবস্থিত করা; এই সমস্তগুলি মানসিক তপস্যা বলিয়া উক্ত হয়।।১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে।।১৭

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈঃ) যুক্তৈঃ (আত্মন্যেবাবস্থিতৈঃ) নরৈঃ (সাধকৈঃ) পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং (অনুষ্ঠিতং) তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে (কথয়ন্তি)।।১৭

ফলকামনা-শূন্য ও আত্মাতে অবস্থিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা-সহকারে অনুষ্ঠিত সেই ত্রিবিধ তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলে।।১৭

তাৎপর্য্য।—শারীরিক তপস্যা, মানসিক তপস্যা এবং বাক্যময় তপস্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে ঐ তিন প্রকার তপস্যা যাহা বলিলেন, উহা ফলকামনা-শূন্য ও আত্মাতে অবস্থিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা-সহকারে অনুষ্ঠিত হয়, এইরূপে অনুষ্ঠিত তপস্যাকে অর্থাৎ আত্মাতে মনকে অবস্থিত রাখিয়া ঐ ত্রিবিধ তপস্যা শ্রদ্ধার সহিত নিষ্কামভাবে করাকে সাত্ত্বিক বলে।।১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্।।১৮

সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে ইহ চলম্ (অনিত্যম্) অধ্রুবং (ক্ষণিকং) তৎ (তপঃ) রাজসং প্রোক্তম্।।১৮

সৎকার, মান ও পূজার্থ এবং দম্ভার্থ যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে অনিত্য ও ক্ষণিক সেই তপস্যা রাজস বলিয়া উক্ত হয়।।১৮

তাৎপর্য্য।—দ্বাদশ শ্লোকোক্তরূপে কেবলমাত্র দম্ভ বজায়ের জন্য এবং ভাল কর্ম্ম করা শুধু সম্মান কিনিবার জন্য, এইরূপে যে তপস্যা করা হয়, ইহলোকে উহা অস্থায়ী এবং ক্ষণকালের জন্য লোক দেখান তপস্যা মাত্র,—ঐ তপস্যা রাজস বলিয়া উক্ত হয়।।১৮

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্।।১৯

মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেককৃতেন) পরস্য (অন্যস্য) উৎসাদনার্থং (বিনাশার্থং) বা আত্মনঃ পীড়য়া য তপঃ ক্রিয়তে, তৎ তামসম্ উদাহৃতম্ (কথিতম্)।।১৯

অবিবেক-বশতঃ পরের বিনাশার্থ বা আত্মপীড়া দ্বারা যে তপস্যা করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়।।১৯

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া পরের বিনাশের উদ্দেশ্যে অবিবেক-সহকারে যে তপস্যা করা হয় এবং ৬ষ্ঠ শ্লোকোক্তরূপে আত্মপীড়া [বৃথা উপবাসাদি] দ্বারা যে তপস্যা করা হয়, ঐ তপস্যা তামস বলিয়া কথিত হয়।।১৯

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০

অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারাসমর্থায়) দেশে (পুণ্যক্ষেত্রে) কালে (পুণ্যকালে) পাত্রে (তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্নায়) চ দাতব্যম্ ইতি যৎ দানং দীয়তে তৎ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।২০

'দান করা উচিত' এই বোধে, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কোনরূপ প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা হয়, সেই দানকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিও।

তাৎপর্য্য।—প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া যে দান করা হয় এবং দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা হয় অর্থাৎ যে স্থলে দান করিলে ঐ দান কোন অসৎ কর্ম্মের কারণ হইবে না এবং এমত সময় বুঝিয়া দান করিতে হইবে যে, তাহাতে অবশ্যই উহা ফলদায়ক হইতে পারে—যেমন, পিপাসাকালে জল দানই প্রকৃত ফলদায়ক হয়; পিপাসার অতীতকালে বা বিনা পিপাসাকালে জল দান ফলদায়ক হয় না অর্থাৎ [তৃষ্ণাকালে বারিদানের ন্যায়] যে সময়ে দান করিলে দানটি অবশ্যই মঙ্গল-দায়ক হইবে এবং কোন অনিষ্ট-দায়ক হইবে না, এইরূপ সময় বুঝিয়া এবং পাত্র বুঝিয়া দান করা; পাত্র বিবেচনা করিয়া দান অর্থাৎ যে পাত্রে দান করিলে প্রকৃত উপকারের হেতু হইবে, দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ বা অন্য কোনরূপ দুষ্কর্ম্মসিদ্ধিরূপ অনুপকারে লাগিবে না এবং এই পাত্রে দানের কোন প্রয়োজন আছে কি না, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করা; এইরূপ দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক দান করাকে সাত্ত্বিক দান বলিয়া জানিও অর্থাৎ সদ্গুরু যেমন শিষ্যকে উপদেশ দানকালে শিষ্যের কাছে কোন প্রত্যুপকারের আশা রাখিয়া দান করেন না [এবং শিষ্য সদ্গুরু সমীপে যে অমূল্য রত্ন লাভ করেন, সর্ব্বস্ব দিলেও সে দানের প্রতিদান হয় না] ঐরূপে (সদ্গুরুর ন্যায়) প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া নিঃস্বার্থভাবের দানই সাত্ত্বিক দান এবং সদ্গুরু কর্ত্তৃক যে বস্তু দান হয় উহাই প্রকৃত দান; কারণ অর্থাদি দানে জীবের দুর্গতি দূর হয় না; উপদেশ দানেই দুর্গতির নাশ হয় এবং সদ্গুরু-পদবাচ্য যিনি, তিনিই স্থান বুঝিয়া, সময় বুঝিয়া, পাত্র বুঝিয়া, দান করিতে সমর্থ; এইরূপ দানই সাত্ত্বিক দান।।২০

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্।।২১

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলম্ (স্বর্গাদিকম্) উদ্দিশ্য বা পুনঃপরিক্লিষ্টং (চিত্তক্লেশযুক্তং যথা তথা) দীয়তে তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্।।২১

কিন্তু যাহা প্রত্যুপকারার্থ বা ফলের উদ্দেশে বা পরিক্লিষ্ট ভাবে (কষ্টের সহিত) দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত হয়।।২১

তাৎপর্য্য।—যাহা প্রত্যুপকার পাইবার জন্য বা ফল পাইবার জন্য বা কষ্টের সহিত দেওয়া হয় অর্থাৎ খোলসা হৃদয়ে দেওয়া নহে ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে (দান) দেওয়া, তাহাও আবার ফল পাইবার উদ্দেশে দেওয়া, এইরূপ দান রাজস বলিয়া কথিত হয়।।২১

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্।।২২

অদেশকালে অপাত্রেভ্যশ্চ অসৎকৃতম্ (সৎকারশূন্যম্) অবজ্ঞাতং (তিরস্কার-পূর্ব্বকং) যৎ দানং দীয়তে তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।।২২

দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া সৎকার-শূন্য ও তিরস্কারপূর্ব্বক যে দান করা হয়, তাহা তামস দান বলিয়া উক্ত হয়।।২২

তাৎপর্য্য।—কিরূপ স্থলে দান দিতে হইবে, সেই বিবেচনা করারূপ যে দেশ বিচার, উহা না করিয়া এবং কিরূপ সময় বুঝিয়া দিতে হইবে (অর্থাৎ ক্ষুধা প্রবল সময়ে খোরাক দিতে হইবে, কি ক্ষুধাহীনে খোরাক দিতে হইবে!) তাহা বিবেচনা করার নামই কাল বিচার, এই কাল বিচার না করিয়া; আর পাত্র বিচার না করিয়া অপাত্রে যে দান এবং সৎকার-শূন্য অর্থাৎ অকর্ম্মের জন্য (কাহারও অনিষ্ট সাধন উদ্দেশ্যে) ও তিরস্কারপূর্ব্বক যাহা দেওয়া হয়, সেই দান তামস বলিয়া উক্ত হয়।।২২

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।।২৩

ওঁ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মনঃ) নির্দ্দেশঃ (নাম্না ব্যপদেশঃ) স্মৃতঃ তেন (ত্রিবিধেন) ব্রাহ্মণাঃ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা বিহিতাঃ (ব্যবস্থাপিতাঃ)।।২৩

ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মার নির্দ্দেশ (নাম) শিষ্টগণ কর্ত্তৃক কথিত হয়। সেই তিনটি দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ পুরাকালে বিহিত হইয়াছে।।২৩

তাৎপর্য্য।—'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটি পরমাত্মার প্রদর্শন অর্থাৎ এই তিনের তত্ত্ব জানিতে পারিলে, প্রকৃতরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা হয়, যিনি ঐ তিনকে জানিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সত্ত্বগুণে অবস্থিত এবং তিনিই সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য। ওঁ তৎ সৎ এই তিনটি দ্বারাই ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ, অর্থাৎ ঐ তিনকে জানারূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত অবস্থা দ্বারাই 'ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ' অবস্থা হয় এবং ঐ জ্ঞানারূপ অবস্থার নামই বেদ; আর ঐ ব্রহ্মতত্ত্বরূপ অবস্থাতে প্রাণকে আহুতি দেওয়া (লয় করা) রূপ কার্য্যই যজ্ঞ ("ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে"); ওঁ তৎ সৎ এই তিনের দ্বারাই ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ পূর্ব্বে বিহিত হইয়াছে অর্থাৎ ওঁকাররূপ হইতেছে এই শরীর; পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথমে এই শরীর দ্বারা প্রাণকর্ম্মরূপ যজ্ঞ করিয়া আজ্ঞাচক্র মধ্যে শরীরের সূক্ষ্মরূপ দর্শন হয় (ঐখানে ত্রিকোণাকারের ভিতর শিবলিঙ্গবৎ সূক্ষ্মদেহ দেখিতে

পাওয়া যায়); ঐ সূক্ষ্মদেহ হইতেছে ওঁকার-স্বরূপ; তৎ অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য; [জ্যোতির্ম্মণ্ডলময় আত্মরূপই 'তৎ' পদবাচ্য] এবং সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম আত্মরূপের কূটস্থ-গহ্বরে মনের লীন অবস্থা হইলে, ঐ গহ্বরের মধ্যবর্ত্তী যে অবস্থা [বা বৃহৎ কূটস্থরূপ] উপলব্ধি হয়, উহা আত্মার অতীত পরমাত্মরূপ রূপাতীত নিরঞ্জন বা ব্রহ্ম-পদবাচ্য; [ঐ অবস্থাতেই ১৫শ অঃ ১৭শ শ্লোকে 'পুরুষোত্তম' (অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম) বলিয়া উক্ত হইয়াছে] প্রাণ-যজ্ঞের দ্বারা ওঁ তৎ সৎ এই তিনকে বিদিত হওয়া বা জানার নামই বেদ এবং যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, তাই উক্ত হইতেছে যে, ঐ তিনটি দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ পুরাকলে বিহিত হইয়াছে।।২৩

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।।২৪

তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য (উচ্চার্য্য) ব্রহ্মবাদিনাং বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তে (প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে)।।২৪

অতএব 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীদিগের যজ্ঞ, দান, তপঃ, ক্রিয়া সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হয়।।২৪

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপে ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া যাঁহারা ব্রহ্মবাদী-পদবাচ্য তাঁহাদের 'ওঁ' শব্দ উচ্চারণের সহিত যজ্ঞ, দান, তপঃ, কর্ম্ম সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ শুধু মুখেই মন্ত্র উচ্চারণমাত্র নয়, মন্ত্রের সহিত প্রকৃতরূপে যজ্ঞাদির ক্রিয়া (গুরুবক্তগম্য ওঁকার ক্রিয়া) আছে; শুধু মন্ত্রমাত্র উচ্চারণ, তাহা ত অনেকেই করিয়া থাকেন; তাহাতে প্রকৃতরূপে যজ্ঞাদি হয় না; ওঁকারের ক্রিয়াদ্বারা যজ্ঞাদি প্রকৃতরূপে হইয়া থাকে এবং ঐ ক্রিয়াদ্বারা ব্রহ্মবাদীরা সর্ব্বদাই অহংজ্ঞান-রহিত অবস্থায় থাকিয়া যজ্ঞ, দান, তপঃ, কর্ম্ম করিয়া থাকেন [যজ্ঞ = প্রাণযজ্ঞ (প্রাণকে প্রাণেতে আহুতি দেওয়া), দান = কূটস্থে মন দেওয়া (মনকে ঐস্থানে দিয়ে দেওয়া), তপঃ = তপোলোকে —আজ্ঞাচক্রে থাকা—(অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে মনকে রাখা)]।।২৪

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।২৫

তৎ ইতি [উদাহৃত্য] মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা) বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে।।২৫

মোক্ষকাঙ্ক্ষিগণ ফলকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা ক্রিয়া এবং দান ক্রিয়া করেন।।২৫

তাৎপর্য্য।—তৎ অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য; মুখে কেবল 'তৎ' শব্দ উচ্চারণ মাত্র নয়; তৎ-স্বরূপ যে কূটস্থ, সেই কূটস্থে লক্ষ্য রাখা চাই, এইরূপ লক্ষ্য রাখিয়া

মোক্ষকাঙ্ক্ষিগণ, ফলের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যাক্রিয়া করেন, অর্থাৎ [৪র্থ অঃ ৩২শ শ্লোকোক্ত ও তৎপূর্ব্বোক্তরূপ] প্রাণের যে বহুবিধ ক্রিয়া আছে, তাহাই তাঁহারা করেন।।২৫

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।২৬

হে পার্থ, সদ্‌ভাবে (অস্তিত্বে) সাধুভাবে চ (সাধুত্বে চ) সৎ ইত্যেতৎ প্রযুজ্যতে (ব্যাপ্রিয়তে) তথা প্রশস্তে (মাঙ্গলিকে) কর্ম্মণি সচ্ছব্দঃ যুজ্যতে।।২৬

হে পার্থ, সদ্‌ভাবে এবং সাধুভাবে 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়। মাঙ্গলিক কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়।।২৬

তাৎপর্য্য।—সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম, সদ্‌ভাব = ব্রহ্মভাব; সাধুভাব = যেখানে 'আমি' 'আমার' নাই। ব্রহ্মভাব ও সাধুভাব এই দুই-ই তুল্য। সাধুগণ সকল কর্ম্মই সেই অবস্থায় থাকিয়া করেন, তাই উক্ত হইতেছে, সদ্‌ভাবে ও সাধুভাবে 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়। মঙ্গল কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহা প্রকৃত মঙ্গলদায়ক কর্ম্ম, এতাদৃশ কর্ম্মে আত্মানারায়ণ অবস্থিত; অতএব ভাল কর্ম্মেও 'সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ আত্মব্রহ্মে থাকিয়া মঙ্গল কর্ম্ম সম্পন্ন হয়।।২৬

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে।।২৭

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ (তাৎপর্য্যেণ অবস্থানং) সৎ ইতি উচ্যতে চ; তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ এব সৎ ইতি এবং অভিধীয়তে।।২৭

যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানে অবস্থান করাকেও (লাগিয়া থাকাকেও) সৎ বলে; তদর্থীয় কর্ম্মও সৎ বলিয়া কথিত হয়।।২৭

তাৎপর্য্য।—২৪শ শ্লোকোক্তরূপ যজ্ঞ তপস্যা এবং দানে লাগিয়া থাকাকেও সৎ বলে। ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে (ব্রহ্মকেই সর্ব্বদা স্থির বুদ্ধিতে রাখিয়া) যাহা কিছু করা যায়, তাহাই তদর্থীয় কর্ম্ম, এইরূপ কর্ম্মকেও সৎ বলে।।২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।।২৮

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ-যোগঃ।

অশ্রদ্ধয়া হুতং (হবনং) দত্তং (দানং) তপ্তং (নিষ্পাদিতং) [তপঃ অন্যদপি] যৎ কৃতং [তৎ সর্ব্বং] অসৎ ইতি উচ্যতে; হে পার্থ তৎ (অসৎ কর্ম্ম) প্রেত্য (পরলোকে) ন [ফলতি] নো ইহ (ন চাস্মিন্ লোকে) [ফলোপাধায়কং ভবতি]।।২৮

অশ্রদ্ধা-সহকারে হুত, দত্ত, কৃত, তপস্যা এবং অন্য যাহা কিছু করা হয় (সে সকলই) অসৎ বলিয়া উক্ত হয়। হে পার্থ, তাহা পরলোকে, না ইহলোকে (ফলদায়ক্)।।২৮

তাৎপর্য্য।—অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম, দান, ক্রিয়া, তপস্যা বা অন্য যাহা কিছু করা হয়, সেই সকলই অসৎ বলিয়া উক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মে মনকে রাখিয়া যাহা কিছু করা হয়, তাহারই নাম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করা; কারণ ব্রহ্মে না থাকিলে প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মে না; ব্রহ্মে মনকে রাখিতে সমর্থ হইলে, হৃদয়ের যে অনির্ব্বচনীয় ভাব হয়, উহাই প্রকৃত শ্রদ্ধারূপ অবস্থা; ঐ ভাবে থাকিয়া যাহা কিছু কর সকলি সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; নতুবা সাধারণভাবে থাকিয়া শ্রদ্ধা-রহিত অবস্থায় হোমই কর বা দান, ক্রিয়া, তপস্যাদি যাহাই কর, কিছুই প্রকৃত সৎ (অর্থাৎ ব্রহ্ম), স্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না; সকলি ব্রহ্ম-রহিতরূপ অসৎ বলিয়া উক্ত হয়। একারণ হে পার্থ (২য় অধ্যায়ের পার্থ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য); তাহা না পরলোকে প্রকৃতরূপে ফলদায়ক হয়, না ইহলোকে প্রকৃত ফলদায়ক হয় অর্থাৎ উপরিউক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হোম-ক্রিয়াদির যে প্রকৃত ফল (ক্রিয়ার অতীতাবস্থায় স্থিতি), অশ্রদ্ধাকৃত কর্ম্ম দ্বারা ইহলোকেও সে ফল হয় না, পরলোকেও হয় না। যাহার ঐ প্রকৃত শ্রদ্ধার অবস্থা জন্মে, তাহার যাহা কিছু সবই সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়; একারণ তাহার সৎ কর্ম্মের ফল-স্বরূপ প্রকৃত অবস্থা ইহলোকেই ফলিত হইয়া থাকে; অতএব পরলোকেও তাহা অবশ্যম্ভাবী।।২৮

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ।

— অর্থাৎ —

সত্ত্বগুণ-যুক্ত শ্রদ্ধা, রজোগুণ-যুক্ত শ্রদ্ধা ও তমোগুণ-যুক্ত শ্রদ্ধা এই তিনের বিভাগ অবস্থার নামই শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। বিভাগ অর্থাৎ বিগত ভাগ, দেহে কখন সত্ত্বগুণ, কখন রজোগুণ, কখন তমোগুণের কার্য্য চলিতেছে; শ্বাস যখন ঈড়ায় চলে, তখন তমোগুণের, যখন পিঙ্গলায় চলে, তখন রজোগুণের এবং যখন স্থিররূপে সুষুম্নায় চলে, তখন সত্ত্বগুণের কার্য্য হয়। এই তিনের কার্য্যানুযায়ী শ্রদ্ধাও তিন রকমের হইয়া থাকে, যে অবস্থায় তমোগুণরূপ ঈড়ায় গতিও ফুরাইয়াছে এবং রজোগুণরূপ পিঙ্গলার গতিও আরম্ভ হয় নাই, সত্ত্বগুণরূপ সুষুম্নাও উর্দ্ধে গুণাতীত স্থানের স্থিতিতে আছে, এই যে অবস্থা ইহাই ত্রিগুণের অতীত স্থানে স্থিতিরূপ অবস্থা বা শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। এই অবস্থায় স্থিতি হইলে তখন শ্রদ্ধার ভাবরূপ অবস্থা থাকে না, নানা ভাবের শ্রদ্ধার বিগত অবস্থা হইয়া, শ্রদ্ধা একই প্রকারে পরিণত হয় অর্থাৎ তখন পরম শ্রদ্ধার অবস্থা; ইহাই শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ।

ইতি সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন।।১

অর্জ্জুন উবাচ। হে হৃষীকেশ (সর্বেন্দ্রিয়নিয়ামক) হে মহাবাহো, কেশিনিসূদন, সন্ন্যাসস্য ত্যাগস্য [উভয়োরেব] চ তত্ত্বং (স্বরূপং) পৃথক্ বেদিতুম্ (অবগন্তুম্) ইচ্ছামি।।১

অর্জ্জুন কহিলেন। হে হৃষীকেশ, মহাবাহো, কেশিনিসূদন, আমি সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ জানিতে ইচ্ছা করি।।১

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন। হে হৃষীকেশ [হৃষীকেশ, মহাবাহো, কেশিনিসূদন ইত্যাদি সম্বোধনের তাৎপর্য্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে]; আমি সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্ জানিতে ইচ্ছা করি অর্থাৎ কাহাকেই বা ত্যাগ বলে এবং কাহাকেই বা সন্ন্যাস বলে, আমি ইহা পৃথকরূপে জানিতে চাহি।।১

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।।২

শ্রীভগবান্ উবাচ। কবয়ঃ (কেচিদ্বিবেকিনঃ) কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং (পরিত্যাগং) সন্ন্যাসং বিদুঃ (জানন্তি); বিচক্ষণাঃ (সারাসাবা বিবেকনিপুণাঃ পণ্ডিতাঃ) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ত্যাগং প্রাহুঃ।।২

শ্রীভগবান্ কহিলেন। পণ্ডিতেরা সমুদয় কাম্যকর্ম্মের ন্যাসকে (ত্যাগকে) সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। আত্মজ্ঞানিগণ সমুদয় কর্ম্মফলের ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন।।২

তাৎপর্য্য।—পণ্ডিতেরা সমস্ত কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন, ত্যাগ অর্থাৎ ইচ্ছা-রহিত ভাব, যতক্ষণ ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ ত্যাগ হইতে পারে না; হস্ত-পদাদি

ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ত্যাগ করিলেও ইচ্ছা কর্ত্তৃক মনে মনে ঐ কার্য্য হইতে থাকে (৩য় অঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকের মর্ম্ম দ্রষ্টব্য), এই ইচ্ছাকে যিনি মনে মনে রোধিতে পারেন, তাঁহারই প্রকৃত ত্যাগ হয়, পণ্ডিতেরা সমস্ত বিষয়ের ইচ্ছাশূন্য ভাবকে ত্যাগ বলিয়া জানেন। আর আত্মজ্ঞানিগণ সমস্ত কর্ম্মের ফলকামনা ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের ফলের ইচ্ছারূপ ভবিষ্যৎ বাসনা রাখেন না, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করেন, আত্মজ্ঞানীরা এইরূপ ফলের ইচ্ছা ত্যাগকেই 'ত্যাগ' বলেন, এই শ্লোকের উভয় বাক্যের মর্ম্ম একই অর্থাৎ পণ্ডিত ও জ্ঞানী এই উভয়ের মধ্যে কেহবা সমুদয় কর্ম্মেই ইচ্ছা (অর্থাৎ সঙ্কল্প) রহিত হইতে বলেন অর্থাৎ সমস্তই ইচ্ছা ত্যাগ পূর্ব্বক করিতে বলেন; আর কেহবা সমস্ত কর্ম্মেই ভবিষ্যতের ফলকামনারূপ ইচ্ছাকে (ঐ ফলের প্রত্যাশাকে) ত্যাগ করিতে বলেন অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মই নিষ্কামভাবে করিতে বলেন, এই শ্লোকোক্তরূপ ত্যাগের অবস্থাকে ভগবান্ ৩য় অঃ ৪র্থ শ্লোকে নৈষ্কর্ম্ম্য বলিয়াছেন, ইচ্ছা-রহিত অর্থাৎ নিষ্কাম; এইরূপ নিষ্কাম না হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য হইতে পারে না, বাসনা সত্ত্বে কেবল হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ত্যাগ করিলেই ত্যাগ হয় না, 'এ কর্ম্মটি করিব' 'এ কর্ম্মটি করিব না' এই দু'য়েতেই ইচ্ছা রহিয়াছে; একটিতে করণেচ্ছা, অপরটিতে অকরণেচ্ছা, ইহাকে যিনি ত্যাগ মনে করেন, তাঁহাকে মিথ্যাচারী বলে (৩য় অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। অতএব সকল কর্ম্মের বাসনা ত্যাগকেই পণ্ডিতেরা ত্যাগ বলেন এবং সকল কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগকেই আত্মজ্ঞানিগণ ত্যাগ বলেন।।২

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞ দানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে।।৩

একে মনীষিণঃ (কেচিৎ পণ্ডিতাঃ সাংখ্যা-ইত্যর্থঃ) কর্ম্ম দোষবৎ ইতি [হেতোঃ] ত্যাজ্যং (পরিত্যাগার্হং) প্রাহুঃ (বদন্তি) অপরে (মীমাংসকশ্চ) যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যম্ ইতি [প্রাহুঃ]।।৩

কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্মকে দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য বলেন; কেহবা যজ্ঞ, দান, তপঃ, কর্ম্ম, ত্যাজ্য নয়, ইহা বলেন।।৩

তাৎপর্য্য।—সাংখ্যেরা কর্ম্মকে দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাজ্য বলেন; সাংখ্য অর্থে জ্ঞান অর্থাৎ অজপারূপ প্রাণকর্ম্মের সংখ্যা শেষ করিয়া যাঁহারা কর্ম্মের অতীতাবস্থায় 'আমি কে' ইহা বিদিত হইয়া জ্ঞানী-পদবাচ্য, এমত ব্যক্তিই সাংখ্য-পদবাচ্য; তাঁহারা দোষযুক্ত কর্ম্ম ত্যাজ্য বলেন অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম-রূপ দোষযুক্ত কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে বলেন; (দোষযুক্ত সকামভাবের কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে বলেন); আর মীমাংসকেরা কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নয় বলেন। মীমাংসক অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় ঈশ্বরের সত্তা নিরূপিত হইয়া যখন [আত্মজ্ঞানের দ্বারায়] সমুদয় তত্ত্বের মীমাংসা আপনা আপনি হইয়া থাকে; এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিই মীমাংসক

পদবাচ্য। ইঁহারা যজ্ঞ, দান, তপঃ, কর্ম্ম, ত্যাজ্য নয় বলেন, অর্থাৎ পরিত্যাজ্য কিছুই নহে; তাঁহারা সমস্তই বিধিপূর্ব্বক করিতে বলেন (৪র্থ ও ৫ম শ্লোকের বক্তব্য দ্রষ্টব্য); কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণ-কর্ম্ম, দান অর্থাৎ ঐ কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশ দান, তপঃ অর্থাৎ তপোলোকে (আজ্ঞাচক্রে) থাকা (মনকে রাখা), যজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণকে প্রাণেতে আহুতি দেওয়া-রূপ হোম-কার্য্য। এই সকলকেই বিধিপূর্ব্বক ক্রিয়াদি বলে, এ সমস্ত পরিত্যাজ্য নহে।।৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।।৪

হে ভরতসত্তম, পুরুষব্যাঘ্র (পুরুষ-প্রধান), তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু, ত্যাগঃ হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।।৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, পুরুষ-প্রধান, সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার মত শ্রবণ কর; ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত।।৪

তাৎপর্য্য।—হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ভরত-রাজকুলের প্রধান;—ভরত শব্দে বিস্তার, রাজ শব্দে প্রকাশ, প্রাণের বিস্তাররূপে প্রকাশের অবস্থায় অর্জ্জুনরূপ তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক (মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা) প্রাণাপানের কার্য্য ঠিক ভাবে চালিত হইয়া উত্তমরূপে প্রাণের বিস্তার ক্রিয়া হইতেছে বলিয়াই অর্জ্জুনকে 'ভরতশ্রেষ্ঠ' বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে (৮ম অঃ ২৩শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); হে পুরুষ-প্রধান! (২য় অঃ ১৫শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য), পূর্ব্বশ্লোকে, যে ত্যাগের বিষয় উক্ত হইল, সেই ত্যাগ বিষয়ে আমার নিশ্চয় (অর্থাৎ ঠিক সিদ্ধান্ত) যাহা, তাহা শ্রবণ কর; ত্যাগী ব্যক্তি যে, সে ব্যাঘ্রের ন্যায় পুরুষ অর্থাৎ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ইচ্ছাকে সে খাইয়া ফেলিয়াছে (ত্যাগ করিয়াছে), সেই ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক তিন রকমের ত্যাগ আছে।।৪

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।।৫

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং, তৎ কার্য্যম্ এব; যজ্ঞঃ দানং তপশ্চ মনীষিণাং পাবনানি (পবিত্রতা-সাধকানি) এব।।৫

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য; যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা—বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধিকর।।৫

তাৎপর্য্য।—যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এ সকল কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে, নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য; যজ্ঞ (প্রাণযজ্ঞ), দান (প্রাণ কর্ম্মের উপদেশ দান—যে দানে যথার্থই দুর্গতি দূর হয়), তপস্যা (তপোলোকে থাকা), এ সকল বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধিকর অর্থাৎ বীতরাগ (আসক্তি-শূন্য) অবস্থা হইয়া বিবেকি-পদবাচ্য যে ব্যক্তি এমত জ্ঞানী ব্যক্তিদের যজ্ঞদানাদি চিত্তশুদ্ধিকর।।৫

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।।৬

হে পার্থ, অপিতু এতানি কর্ম্মানি সঙ্গং (ইন্দ্রিয়-সঙ্গং) ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি, ইতি মে নিশ্চিতম্ উত্তমং মতম্।।৬

হে পার্থ, কিন্তু এই সকল কর্ম্মও আসক্তি এবং ফলত্যাগ করিয়া করা উচিত। ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত।।৬

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (২য় অঃ ৫৫তম শ্লোকের পার্থ দ্রষ্টব্য), কিন্তু এই সকল কর্ম্মও আসক্তি ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ইচ্ছা-রহিত হইয়া [যেমত ২য় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে] এবং ফলত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলের বাসনা ত্যাগ করিয়া করা আবশ্যক অর্থাৎ 'এই যজ্ঞাদিদ্বারা আমার অমুক মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে', এই রকম বর্ত্তমান ইচ্ছারূপ আসক্তিকে ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করা এবং 'এই করিয়া পরে এই ফল পাইব' এইরূপ ভবিষ্যতের ইচ্ছারূপ ফলকামনাকেও পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা। এইরূপে আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করা উচিত। ইহা আমার নিশ্চিত উত্তম মত অর্থাৎ ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ মত।।৬

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।৭

নিয়তস্য (নিতস্য) কর্ম্মণঃ তু সন্ন্যাসঃ (ত্যাগঃ) ন উপপদ্যতে; মোহাৎ তস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।৭

কিন্তু নিত্য কর্ম্মের সন্ন্যাস (ত্যাগ) কর্ত্তব্য নহে। মোহবশতঃ নিত্য কর্ম্মের ত্যাগ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।।৭

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোকের পূর্ব্ব দু'টি শ্লোকে বলিলেন—যজ্ঞ, দানাদি কর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে; এ সকল আসক্তি ও ফলত্যাগ করিয়া করা উচিত, ইহাই আমার উত্তম মত; তৎপরে এই শ্লোকে বলিতেছেন, নিত্যকর্ম্মও পরিত্যাজ্য নহে; মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ করিলে, উহা তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয় অর্থাৎ হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যে সকল নিত্যকর্ম্ম, তাহাও ত্যাগ করা উচিত নহে—যেমত মুখ থাকিতে বাক্য ত্যাগ করিয়া বাহ্যিক মৌনভাব প্রকাশ করা, বা চক্ষু থাকিতেও অন্ধের ন্যায় দর্শন ত্যাগ করিয়া, বাহ্যিক ধ্যানমগ্ন ভাব প্রকাশ করা, অথবা আত্মীয়বিচ্ছেদ হেতু সংসার ত্যাগ করিয়া, কাশী গিয়া সন্ন্যাসী হওয়া, এই সকল ত্যাগকে মোহ কর্ত্তৃক ত্যাগ কহে, এইরূপ মোহবশতঃ নিত্যকর্ম্মের ত্যাগকে তামসিক ত্যাগ বলে।।৭

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ।।৮

দুঃখম্ ইতি এব [মত্বা] কায়ক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ সঃ রাজসং ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং (শান্তিং) নৈব লভেৎ (লভেত)।।৮

যে ব্যক্তি দুঃখ বুদ্ধিতে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগফল (শান্তি) কদাচ পায় না।।৮

তাৎপর্য্য।—যে দুঃখ বুদ্ধিবশতঃ (কুবুদ্ধিবশতঃ) শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করে অর্থাৎ "এক পাকে রান্না করিয়া যাহা অন্ন রাঁধিব, তাহাই খাইব, আবার দ্বিতীয় পাকে কষ্ট স্বীকার করিয়া ব্যঞ্জনাদি কে রাঁধিবে?" এইরূপে ব্যঞ্জনাদি আহারীয় ত্যাগ করিয়া যাহারা নিজেকে ত্যাগী মনে করে, বা সংসারে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনে ক্লেশের ভয় করিয়া যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া নিজেকে ত্যাগী মনে করে, তাহাদের ঐ ত্যাগ রাজসিক ত্যাগ; কারণ তাহাদের ইচ্ছার ত্যাগ হয় নাই, মনে মনে ভোগের ইচ্ছা ষোল আনাই আছে; কেবল দৈহিক ক্লেশের ভয়ে ঝঞ্ঝাট এড়াইবার উদ্দেশ্যে ত্যাগ মাত্র। এরূপ রাজস ত্যাগের দ্বারা ত্যাগফলস্বরূপ যে শান্তি, তাহা কদাচ লাভ হয় না (৩য় অঃ ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ ত্যাগ = ইচ্ছা-রহিত অবস্থা; এ অবস্থা উপরিউক্তরূপ কর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা লাভ হইবার নহে; বিধিপূর্ব্বক আত্মকর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ নৈষ্কর্ম্মের অবস্থায় মনের স্থিতি হইয়া যখন ইচ্ছা-রহিত অবস্থা হয়, সেই অবস্থাই প্রকৃত ত্যাগের অবস্থা এবং ঐ অবস্থাতেই ত্যাগের ফলরূপ প্রকৃত শান্তি (অর্থাৎ আত্মানন্দ) প্রাপ্ত হওয়া যায়।।৮

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ।।৯

হে অর্জ্জুন, সঙ্গং ফলঞ্চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যম্ ইতি এব যৎ নিয়তং (অবশ্যকর্ত্তব্যং) কর্ম্ম ক্রিয়তে, সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ।।৯

হে অর্জ্জুন, সঙ্গ (ইন্দ্রিয়-সঙ্গ) এবং ফল পরিত্যাগ করিয়া অথবা 'কর্ত্তব্য' মনে করিয়া যে নিত্যকর্ম্ম করা যায়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।।৯

তাৎপর্য্য।—হে জীবভাবরূপী অর্জ্জুন, ইন্দ্রিয়-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এবং কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যে সকল নিত্যকর্ম্ম করা যায়, ঐরূপ ফলত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বলে অর্থাৎ ক্লেশের ভয়ে কর্ম্ম ত্যাগ করাকে ত্যাগ করা বলে না; কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাকেই ত্যাগ বলে (১১শ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে"); অতএব কর্ম্ম ত্যাগ করা চাহি না বরং কর্ত্তব্য বোধে নিত্যকর্ম্ম করাই দরকার (৩য় অঃ ৭ম ও ৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); উপরিউক্তরূপে ইন্দ্রিয়-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আত্ম-সঙ্গে থাকিয়া যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহা বন্ধের কারণ হয় না।।৯

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ।।১০

সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণান্বিতঃ) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধিঃ) ছিন্নসংশয়ঃ ত্যাগী অকুশলং (দুঃখাবহং) কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে (সুখকরে কর্ম্মণি) ন অনুষজ্জতে (প্রীতিমনুভবতি)।।১০

সত্ত্বগুণশালী, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শূন্য, ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল (দুঃখজনক) কর্ম্মকে দ্বেষ করেন না এবং কুশল (সুখকর) কর্ম্মে প্রীতি অনুভব করেন না।।১০

তাৎপর্য্য।—রজস্তমঃ অতিক্রম করিয়া যিনি সত্ত্বগুণে অবস্থিত এবং যিনি প্রাণের চঞ্চল গতিকে স্থির করিয়া স্থিরবুদ্ধি-সম্পন্ন ও সংশয়শূন্য অর্থাৎ যাঁহার ঈশ্বরের সত্ত্বা প্রত্যক্ষ হইয়া মনে কোন সন্দেহ নাই (মনের ধাঁধা ঘুচিয়া গিয়াছে) এইরূপ ঈশ্বর-তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাসশীল এবং ত্যাগী অর্থাৎ ইচ্ছার নাশ হইয়া প্রকৃত 'ত্যাগী' পদবাচ্য যিনি, এরূপ ব্যক্তি দুঃখজনক কর্ম্মেও দ্বেষ করেন না, সুখকর কর্ম্মেও প্রীতিবোধ করেন না অর্থাৎ তাঁহার দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত এবং সুখেও স্পৃহা-রহিত ভাব, তাঁহার নিকট সুখ-দুঃখ সমতুল্য।।১০

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।১১

দেহভৃতা অশেষতঃ (নিঃশেষেণ) কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যম; যস্তু [কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি] কর্ম্মফলত্যাগী, সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে।।১১

দেহী নিঃশেষরূপে কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন।।১১

তাৎপর্য্য।—দেহ ধারণ করিয়া থাকা অবস্থায় কোন কর্ম্মই ত্যাগ করিতে পারিবার যো নাই; কারণ বাহ্যিক ত্যাগ করিলেও মনে মনে কার্য্য হইতে থাকিবে। কিন্তু যিনি সকল কর্ম্মের ফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন অর্থাৎ কর্ম্ম ত্যাগ হইবার নহে; সকল কর্ম্মই করিয়া চল; কিন্তু কর্ম্মফলের দিকে লক্ষ্য রাখিও না; যেমত ক্ষুধা নিবৃত্তি বা শরীর রক্ষার জন্য শরীরকে অন্ন-জল দিয়া যাইতে হইবে; অতএব ঐরূপ কর্ম্ম সকল অবশ্যই কর; কিন্তু আহার করিতে হইলে যে কেবল রসনা তৃপ্তির চরিতার্থতাতেই মত্ত হইতে হইবে, ইহা ঠিক নহে; ইহার নামই কর্ম্মফলের দিকে লক্ষ্য। এই প্রকার না করিয়া ঐ মত্ততাকে তুচ্ছ করতঃ আত্মাতেই লক্ষ্য রাখিয়া সকল কর্ম্ম করা উচিত (যেমত ৩য় অঃ ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্লোকে উক্ত রহিয়াছে)। ইহাতে কর্ম্মে বদ্ধ হইতে হয় না এবং উপরোক্ত চরিতার্থতারও অধিক আরও এক

অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি পাওয়া যায়; এইরূপে যিনি ফলের দিকে লক্ষ্য ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত 'ত্যাগী' বলিয়া গণ্য হন অর্থাৎ কোন কর্ম্মেরই ফলে লক্ষ্য না রাখিয়া সকল কর্ম্মেরই যিনি ফল-প্রত্যাশা ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ত্যাগী-পদবাচ্য।।১১

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ।।১২

অনিষ্টম্ ইষ্টং মিশ্রং (ইষ্টানিষ্টমিশ্রিতং) চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্ অত্যাগিনাং (সকামানাং) প্রেত্য (পরত্র) ভবতি, ন তু সন্ন্যাসিনাং (পরমার্থসন্ন্যাসিনাং) ক্বচিৎ (ভবতি)।।১২

অনিষ্ট, ইষ্ট ও ইষ্টনিষ্ট মিশ্র—এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল সকাম ব্যক্তিদিগের পরকালে হইয়া থাকে; কিন্তু পরমার্থ-সন্ন্যাসীদিগের এই সকল কর্ম্মফল কোথাও ভুগিতে হয় না।।১২

তাৎপর্য্য।—মন্দ কর্ম্মের ফল, ভাল কর্ম্মের ফল এবং ভাল-মন্দ মিশ্র কর্ম্মের ফল, এই তিন প্রকার কর্ম্মের ফল সকাম ব্যক্তিদের পরকালে হইয়া থাকে অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিদের ইহজন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি প্রকৃত ত্যাগী অর্থাৎ কোন কর্ম্মেই সঙ্কল্পরূপ ইচ্ছা যিনি রাখেন না, সকল কর্ম্মেই বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের উভয় ইচ্ছাকেই যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিকে ইহকাল বা পরকাল কোন কালেই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না অর্থাৎ ইচ্ছা থাকিলেই ফলভোগ হইয়া থাকে; ইষ্টজনক ইচ্ছায় ভাল ফল এবং অনিষ্টজনক ইচ্ছায় মন্দ ফল ফলিত হইয়া থাকে; ইচ্ছাকে যিনি একেবারে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী-পদবাচ্য; নতুবা সন্ন্যাসী বলিলেই যে সকল ইচ্ছা ত্যাগ হইয়াছে—এমন বুঝায় না; যেহেতু সন্ন্যাসী বর্ত্তমানের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেও ভবিষ্যতের (মুক্তির) ইচ্ছা রাখেন; যতক্ষণ ইচ্ছা আছে, ততক্ষণ কর্ম্মফল ভোগও আছে; কেননা ইচ্ছা যতক্ষণ রহিয়াছে, ততক্ষণ প্রকৃত ত্যাগের অবস্থা হয় নাই; ফলতঃ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে পারিলে মুক্তির অবস্থা লাভ হইয়া আর কোন ইচ্ছাই থাকে না (অর্থাৎ ভোজনের শেষে পূর্ণ তৃপ্তি হইয়া যেমন আহারের আর বাসনা থাকে না) এইরূপ ইচ্ছা-রহিত ব্যক্তিই প্রকৃত ত্যাগী-পদবাচ্য; এরূপ ব্যক্তিদের সর্ব্বকর্ম্মেই সঙ্কল্পরূপ ইচ্ছা না থাকায় কোন কর্ম্মেরই ফল ভোগ কোথাও তাঁহাদের করিতে হয় না।।১২

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্।।১৩

হে মহাবাহো, সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে, সাংখ্যে কৃতান্তে (তত্ত্বজ্ঞাপকে বেদান্তসিদ্ধান্তে ইত্যর্থঃ) প্রোক্তানি এতানি পঞ্চ কারণানি মে [মদ্বচনাৎ] নিবোধ (জানীহি)।।১৩

হে মহাবাহো, সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত সাংখ্যে কৃতান্তে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক বেদান্ত সিদ্ধান্তে কথিত বক্ষ্যমাণ পাঁচটি কারণ আমার নিকট শ্রবণ কর।।১৩

তাৎপর্য্য।—হে মহাবাহো (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকে মহাবাহো দ্রষ্টব্য), সকল কর্ম্ম সিদ্ধির হেতুস্বরূপ পাঁচটি কারণ যাহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।।১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌ বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্।।১৪

অধিষ্ঠানং (শরীরং) তথা কর্ত্তাঃ (অহঙ্কারঃ) পৃথগ্‌বিধং (নানাপ্রকারং) করণং (চক্ষুরাদি), বিবিধাঃ পৃথক্‌ চেষ্টাঃ (প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারঃ), অত্র পঞ্চমং দৈবম্‌ এব।।১৪

শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা (প্রাণাপানাদির ব্যাপার) এবং দৈবই এস্থলে পঞ্চম।।১৪

তাৎপর্য্য।—শরীর, অহংভাব, চক্ষুরাদির বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা (অর্থাৎ প্রাণাপানাদির বায়ু সকলের ব্যাপার) আর দৈব, এই পাঁচটি হইতেছে কর্ম্মসম্পাদনের হেতুস্বরূপ অর্থাৎ শরীরের দ্বারা, অহংভাবের দ্বারা আর দেহমধ্যস্থিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণাদি বায়ু সকলের দ্বারা—দৈব-সংযোগেই কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ দিব্‌ শব্দে আকাশ—আজ্ঞাচক্রস্থিত শূন্যতত্ত্বস্থান, জীবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয় ঐ শূন্যতত্ত্ব স্থানে তড়িদ্‌বেগে নীত হইয়া থাকে; তাহার পর জীবের বিষয়ানুভব হইয়া থাকে; একারণ কর্ম্মনিষ্পত্তির হেতুস্বরূপ পাঁচটি কারণের মধ্যে শূন্যতত্ত্বরূপ দৈবই পঞ্চম কারণ।।১৪

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ।।১৫

নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ যৎ ন্যায্যং (ধর্ম্ম্যং) বা বিপরীতম্‌ (অধর্ম্ম্যং) বা কর্ম্ম প্রারভতে, (অনুতিষ্ঠতি) এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ।।১৫

মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মন দ্বারা যে ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া থাকে, এই পাঁচটি তাহার হেতু।।১৫

তাৎপর্য্য।—মনুষ্য শরীর দ্বারাও ভাল মন্দ কর্ম্ম করে, আর বাক্য দ্বারাও ভাল মন্দ কর্ম্ম করে। পূর্ব্বাধ্যায়ের ১৪শ, ১৫শ ও ১৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য, অর্থাৎ সত্যবাক্য ও মিথ্যাবাক্য দ্বারা এবং মিষ্টবাক্য ও রূঢ়বাক্য দ্বারা মনুষ্য ভাল মন্দ করিয়া থাকে; আর মনের দ্বারাও ভাল মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকে অর্থাৎ সদ্‌বিষয়ের মন্তব্য এবং অসদ্‌বিষয়ের মন্তব্য যাহা মনে মনে সাধিত করে, তাহার হেতু হইতেছে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ঐ পাঁচটি অর্থাৎ শরীর, মন, বিবিধ ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা (প্রাণাদি বায়ুর ব্যাপার) ও দৈব এই পাঁচের সংযোগেই শরীর দ্বারা, মন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, একারণ ঐ পাঁচটিই হেতুস্বরূপ।।১৫

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ।।১৬

অত্র এবং সতি বস্তু কেবলম্‌ (নিরুপাধিমসঙ্গম্‌) আত্মানং কর্ত্তারং পশ্যতি, অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ স দুর্ম্মতি [সম্যক্‌] ন পশ্যতি।।১৬

এরূপ হইলে যে ব্যক্তি [নিঃসঙ্গ] আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে, অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধিহেতু সেই দুর্ম্মতি সম্যক্‌ দেখিতে পায় না।।১৬

তাৎপর্য্য।—শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দৈব-সংযোগে কর্ম্ম যাহা সম্পন্ন হয়, ঐস্থলে যে আত্মাকে কর্ত্তা মনে করে অর্থাৎ শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা ভাল মন্দ কর্ম্ম করিয়া আত্মাতে অহংজ্ঞানের আরোপ করিয়া "আমি ভাল মন্দের ফলভাগী নহি আমি কিছু করি না--আত্মাই সব করিতেছেন" এইরূপ যাহারা বলিয়া থাকে, তাহারা দুর্ম্মতি; কেননা পদ্মপত্র যেমন জল দ্বারা লিপ্ত নহে তদ্রূপ ভাবে আত্মা সকল কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়াও কিছুতেই আসক্ত নহেন বলিয়া অকর্ত্তা (১৩শ অঃ ৩১শ এবং ৩২শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); আত্মকর্ম্ম যাহারা না করে, তাহারা ইহা জানিতে পারে না; তাই বলিতেছেন—"এইরূপে আত্মাকে যে কর্ত্তা মনে করে, সেই দুর্ম্মতি সম্যক্‌ দেখিতে পায় না", অর্থাৎ ঐরূপ ব্যক্তিরা দেহাভিমানী হইয়া মনে মনে আপনাকেই কর্ত্তা ভাবিয়া সকল কর্ম্ম করে, অথচ আত্মাতে অহং জ্ঞানের আরোপ করিয়া থাকে, একারণ তাহারা দুর্ম্মতি (১৪শ অঃ ১৯শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।১৬

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্‌ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।১৭

যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ (অহংকর্ত্তা ইত্যেবংভূতো ভাবঃ) ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে (কর্ম্মসু ন সজ্জতে), সঃ ইমান্‌ লোকান্‌ [লোকদৃষ্ট্যা] হত্বাপি ন হন্তি, ন [কর্ম্মফলৈঃ] নিবধ্যতে।।১৭

যাঁহার 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ ভাব নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি (ইষ্টানিষ্ট বোধে) কর্ম্মে লিপ্ত হয় না, তিনিই এই সকল লোককে হনন করিয়াও হনন করেন না এবং তাহার জন্য নিবদ্ধ হন না।।১৭

তাৎপর্য্য।—যাঁহার 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ ভাব নাই অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থায় মাতোয়ারা থাকিয়া 'অহং' যাঁহার উড়িয়া গিয়াছে, সেই আশ্চর্য্য অবস্থায় থাকিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার যে স্থিরবুদ্ধি, সে বুদ্ধি কিছুতেই লিপ্ত হয় না; এমত ব্যক্তি সমুদয় লোককে হত্যা করিয়াও হনন করেন না এবং হত্যা করিবার জন্য আবদ্ধও হন না অর্থাৎ পাগলের ন্যায় ব্রহ্মের নেশাতে উন্মত্ত থাকায় তাঁহার কিছু করিয়াও করা হয় না (যেমত উন্মত্ত ব্যক্তি হত্যা করিয়াও হননকারী হয় না তদ্রূপ), একারণ তাহার জন্য নিবদ্ধও হন না।।১৭

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ।।১৮

জ্ঞানং (ইষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ), জ্ঞেয়ং (ইষ্টসাধনং কর্ম্ম) পরিজ্ঞাতা (এতজ্জ্ঞানাশ্রয়ঃ) [এবং] ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুঃ); করণং (সাধকতমং) কর্ম্ম (কর্ত্তুরীপ্সিততমং) কর্ত্তা (ক্রিয়ানির্ব্বাহকঃ) ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ (ক্রিয়াশ্রয়ঃ)।।১৮

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু; করণ, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা এই তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয়।।১৮

তাৎপর্য্য।—জ্ঞান অর্থাৎ জানা, জ্ঞেয় অর্থাৎ জানবার বস্তু, পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ যিনি জানিবেন, এই তিন হইতেছে কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু; জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ ব্রহ্মের জ্ঞান, এই জ্ঞান ক্রিয়া করিয়া লাভ হইয়া থাকে; একারণ কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু বলিতেছেন। জ্ঞেয়রূপ জানবার বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম (১৩শ অঃ ১৭শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য), এই ব্রহ্মস্বরূপ বস্তুকে ক্রিয়া দ্বারাই জানা যায় সুতরাং জ্ঞেয়ও কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। পরিজ্ঞাতা অর্থাৎ যিনি জানিবেন, তিনিও ঐ কর্ম্মের দ্বারাই জানিবেন; সুতরাং উহাও কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। করণ অর্থাৎ কর্ম্ম করা, কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম, কর্ত্তা অর্থাৎ যৎকর্ত্তৃক কর্ম্ম হইতেছে, এই (করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা) তিনটি ক্রিয়ার আশ্রয় অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া কূটস্থ ব্রহ্মে যাওয়া, এই ব্রহ্মই প্রকৃত কর্ত্তৃ-পদবাচ্য; ইঁহার অপ্রকাশে সকল কর্ম্মই রহিত হইয়া যায়।।১৮

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি।।১৯

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ (সত্ত্বাদিগুণ-ভেদেন) ত্রিধা (ত্রিবিধা) এব প্রোচ্যতে; তানি অপি যথাবৎ গুণসংখ্যানে (গুণগণনায়াং গুণানুসারেণেত্যর্থঃ) জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা গুণভেদ বশতঃ ত্রিবিধই কথিত হয়, সে সকলও গুণানুসারে শ্রবণ কর।।১৯

তাৎপর্য্য।—জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা গুণানুসারে তিন রকমের কথিত হয়; সাত্ত্বিক জ্ঞান, সাত্ত্বিক কর্ম্ম, সাত্ত্বিক কর্ত্তা, এইরূপ রাজসিক ও তামসিক গুণানুযায়ী জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা তিন রকমই কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর।।১৯

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্।।২০

যেন বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু অবিভক্তম্ একম্ অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) ভাবম্ ইক্ষতে, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি।।২০

যাহাদ্বারা বিভক্তরূপ, সর্ব্বভূতে অবিভক্ত, এক, বিকারহীন ভাব, অবলোকিত হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিবে।।২০

তাৎপর্য্য।—যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সর্ব্বভূতের মধ্যে অভিন্নরূপ (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ) একভাব, দেখা যায়, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান অর্থাৎ সকল ভূত পৃথক্ হইলেও জ্ঞানীর চক্ষে একমাত্র প্রাণেই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্ত দৃষ্ট হয়; কেননা প্রাণের সত্তাতেই সকল ভূতের অস্তিত্ব; একমাত্র আকাশে যেমন কত শত তারা অবস্থিত দেখা যাইতেছে, তদ্রূপ সর্ব্বব্রহ্মময় প্রাণরূপে যে একটি অদ্বিতীয় ভাব রহিয়াছে [ঐ আধারের উপরেই আধেয় বর্ত্তমান-রূপে] সেই প্রাণব্রহ্মেতেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় পদার্থ অবস্থিত। যে জ্ঞান-প্রভাবে ঐ অদ্বিতীয় ভাবটুকু অবলোকিত হয়, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় এই জ্ঞানের উদয় হয়; এই জ্ঞান-প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন সকল জীবেই ব্রহ্মস্বরূপ ভাব দৃষ্ট হয় (১৩শ অঃ ৩০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।২০

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্।।২১

পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্ বিধান্ নানাভাবান্ বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি।।২১

পৃথক্‌রূপে যে জ্ঞানে সর্ব্বভূতে পৃথগ্‌বিধ নানাভাব জানা যায়, সেই জ্ঞান রাজস জানিও।।২১

তাৎপর্য্য।—যে জ্ঞান দ্বারা পৃথক্ বোধে সর্ব্বভূতে নানাভাব জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান রাজসিক অর্থাৎ সূত্রে মণিমালা অবস্থিতির—ন্যায় একমাত্র [আধার রূপ] প্রাণ-সূত্রেতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত—ইহা ধারণা না হইয়া অভিন্নকে ভিন্নবোধে যে জ্ঞানের দ্বারা পৃথগ্‌বিধ নানাভাব বোধ হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানকে রাজস জানিও (১৩শ অঃ ১৬শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।২১

যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্।।২২

যৎ তু একস্মিন্ কার্য্যে (দেহে প্রতিমাদৌ বা) কৃৎস্নবৎ (পরিপূর্ণবৎ) সক্তম্ [এতাবানেব আত্মা ঈশ্বরো বা ইত্যভিনিবেশযুক্তম্] অহৈতুকম্ (নিরুপপত্তিকম্) অতত্ত্বার্থবৎ (পরমার্থাবলম্বনশূন্যং) অল্পং (তুচ্ছং) চ তৎ [জ্ঞানম্] তামসম্ উদাহৃতম্।।২২

কিন্তু যাহা একমাত্র কার্য্যে পরিপূর্ণবৎ আসক্ত (এই দেহই আত্মা বা এই প্রতিমাই ঈশ্বর, এইরূপ বোধবিশিষ্ট) হেতুশূন্য পরমার্থাবলম্বনহীন অতএব অল্প অর্থাৎ তুচ্ছ, তাহা (সেই জ্ঞান) তামস বলিয়া উদাহৃত হয়।।২২

তাৎপর্য্য।—যে কার্য্য করিতেছি ইহার চেয়ে আর বেশি কিছুই নাই, এই বোধ পরিপূর্ণ আসক্ত অর্থাৎ দেহী ছাড়িয়া দেহের আত্মবোধ (১৫শ অঃ ১০ম শ্লোক দ্রষ্টব্য) এবং বাহ্যরূপ ছাড়া, ভগবানের আরও এক পরমাত্মরূপ থাকিলেও [যে রূপকে আদি পরমরূপ বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ ১১শ অঃ ৪৭শ শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন] তথাপি এই প্রতিমাই ঈশ্বরের একমাত্র রূপ এই রকম বোধবিশিষ্ট হইয়া পরমার্থ অবলম্বনহীন যে সামান্য (তুচ্ছ) জ্ঞান, সেই জ্ঞান তামস বলিয়া উদাহৃত হয়।।২২

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।।২৩

অফলপ্রেপ্সুনা (নিষ্কামেন কর্ত্রা) নিয়তং (নিত্যতয়া বিহিতং) সঙ্গরহিতম্ (অভিনিবেশশূন্যম্) অরাগদ্বেষতঃ কৃতং (অনুষ্ঠিতং) যৎ কর্ম্ম, তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে।।২৩

নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিত্যরূপে বিহিত, আসক্তিশূন্য প্রীতি বা দ্বেষবশতঃ কৃত নয় এমন যে কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়।।২৩

তাৎপর্য্য।—যে কর্ম্মে কোন কামনা নাই, যাহা নিত্যরূপে বিহিত অর্থাৎ সদা সর্ব্বদা হইয়া চলিতেছে, যে কর্ম্ম করিলে আসক্তি-শূন্য হওয়া যায় এবং যে কর্ম্ম প্রীতি বা দ্বেষবশতঃ কৃত নয়, এমন যে কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম (১৭শ অঃ ১১শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।২৩

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।।২৪

পুনঃ (কিন্তু) কামেপ্সুনা (ফলাভিলাষিণা) সাহঙ্কারেণ বা বহুলায়াসং যৎ তু কর্ম্ম ক্রিয়তে তৎ রাজসম্ উদাহৃদম্।।২৪

ফলাকাঙ্ক্ষী বা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক বহু আয়াসযুক্ত যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হয়।।২৪

তাৎপর্য্য।—ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া অহঙ্কারের সহিত বহু আয়াসযুক্ত যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ যেমত পূর্ব্বাধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে।।২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে।।২৫

অনুবন্ধং (পশ্চাদ্‌ভাবি বন্ধনং) ক্ষয়ং (নাশং) হিংসাং (পরপীড়াং) পৌরুষং (সামর্থ্যং) চ অনপেক্ষ্য (অপর্য্যালোচ্য) মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে তৎ তামসম্ উচ্যতে।।২৫

পরিণামে কর্ম্ম-বন্ধন, নাশ, পরহিংসা ও স্বকীয় সামর্থ্য—এই সকল পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়।।২৫

তাৎপর্য্য।—যাহাতে পরিণামে কর্ম্মে বদ্ধ হইতে হয় এবং বিনাশকে প্রাপ্ত হইতে হয়, যে কর্ম্মেতে পরের হিংসা করা হয়, এই সকল না দেখিয়া এবং নিজের সামর্থ্য না দেখিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয় অর্থাৎ যেমন বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত তন্ত্রমতে পূজা করিয়া সুরাপান ও পশুবলি করা হইল, কিন্তু ইহার পরিণামে সুরাপান দ্বারা মত্ততারূপ বদ্ধতা হইল এবং পশুবলি দ্বারা হিংসারূপ কার্য্য হইল, ঐ মত্ততা কর্ত্তৃক স্মৃতিবিভ্রম ও বুদ্ধিনাশ হইয়া শেষে বিনাশকেও প্রাপ্ত হইতে হয় (২য় অঃ ৬৩তম শ্লোক দ্রষ্টব্য); এই কর্ম্ম-বন্ধন, নাশ, পরহিংসাদি পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহের বশে যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, সেই কর্ম্ম তামসিক বলিয়া কথিত হয় (পূর্ব্বাধ্যায়ের ১৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।২৫

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।।২৬

মুক্তসঙ্গঃ (ত্যক্তাভিনিবেশঃ) অনহংবাদী (অহমিত্যভিমানশূন্যঃ) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য্যোদ্যমযুক্তঃ) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ (হর্ষবিষাদশূন্যঃ) কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে।।২৬

আসক্তি-শূন্য; 'অহং'—এই অভিমান-শূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে বিকারশূন্য, কর্ত্তা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন।।২৬

তাৎপর্য্য।—কোন বিষয়তেই আসক্তরূপ যুক্ত নহেন, 'আমি করিতেছি' এইরূপ অহং অভিমান নাই, সর্ব্বদাই স্থিরতারূপ ধৈর্য্যযুক্ত ও সকল কর্ম্মেই উদ্যমশীলরূপ উৎসাহযুক্ত, কোন বিষয় সফলই হউক বা নিষ্ফলই হউক, তাহাতে মনের কোন

বিকার নাই অর্থাৎ মনের অবস্থা সর্ব্বদা একই প্রকার (ব্রহ্মোতেই সদা অবস্থিত) মনের কোন বিরুদ্ধভাব নাই, এইরূপ কর্ত্তার নাম সাত্ত্বিক কর্ত্তা।।২৬

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।২৭

রাগী, (বিষয়ানুরাগবান্) কর্ম্মফলপ্রেপ্সু লুব্ধঃ, হিংসাত্মকঃ অশুচিঃ, হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।২৭

বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধ, হিংস্র, অশুচি, লাভালাভে আনন্দবিষাদযুক্ত কর্ত্তা রাজস নামে খ্যাত।।২৭

তাৎপর্য্য।—বিষয়াদিতে আসক্তিরূপ অনুরাগবিশিষ্ট কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষাতেই যুক্ত, লোভ ও হিংসাযুক্ত, মনের অপবিত্র ভাবরূপ অশুচি, কোন বিষয় লাভ হইলেই আনন্দযুক্ত, অলাভে বিষাদযুক্ত (নারায়ণ যে অবস্থায় রাখেন, তাঁহাতে লক্ষ্য রাখিয়া সকল অবস্থাতেই সমান সহিষ্ণুভাব যাহার নাই); এমন যে কর্ত্তা তিনি রাজস কর্ত্তা নামে খ্যাত।।২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।।২৮

অযুক্তঃ (ইন্দ্রিয়সেবী), প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্যঃ), স্তব্ধঃ (অনম্রঃ), শঠঃ নৈষ্কৃতিকঃ (পরাপমানকারী), অলসঃ (উদ্যমহীনঃ), বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে।।২৮

ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিবেকহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হন।।২৮

তাৎপর্য্য।—স্থিরে আটকাইয়া না থাকিয়া অযুক্তরূপ ইন্দ্রিয়াসক্ত, আত্মভাবে না থাকিয়া যাহাতে তাহাতে রতরূপ প্রাকৃত (সাধারণ) ভাববিশিষ্ট; যাহাতে তাহাতে রত থাকিয়া জ্ঞানহারা হতভম্ববৎ, সকলের সঙ্গেই ঠকানিরূপে শঠ, কোন একটা কর্ম্ম করিতে পারগ নহে, আলস্যেই সর্ব্বদা ডুবিয়া থাকে, সর্ব্বদাই দুঃখে মন ভার, সব কাজেই 'আজ থাকুক, কাল করিব' এইরূপ দীর্ঘসূত্রী, এমন যে কর্ত্তা সে তামস বলিয়া উক্ত হয়।।২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়।।২৯

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ ধৃতেশ্চ ভেদং (পার্থক্যং) গুণতঃ এব ত্রিবিধং পৃথক্ত্বেন অশেষেণ প্রোচ্যমানং শৃণু।।২৯

হে ধনঞ্জয়, গুণভেদে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদ পৃথকরূপে বিশেষরূপে বলা হইতেছে, শ্রবণ কর।।২৯

তাৎপর্য্য।—হে ধনঞ্জয়, (২য় অঃ ৪৮তম শ্লোকের ধনঞ্জয় দ্রষ্টব্য) বুদ্ধি ও ধৃতি গুণ ভেদে তিন প্রকার; তাহা বিশেষরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলা হইতেছে শ্রবণ কর।।২৯

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩০

হে পার্থ, প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে, ভয়াভয়ে, বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী।।৩০

হে পার্থ, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ, মোক্ষ, যাহাতে বুঝা যায় সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী।।৩০

তাৎপর্য্য।—প্রবৃত্তি অর্থাৎ কোন বিষয়ে রত থাকা-রূপ অবস্থা, নিবৃত্তি অর্থাৎ বিরতরূপ অবস্থা, কার্য্য অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা জীবের রক্ষা হয় (আত্মক্রিয়া), অকার্য্য অর্থাৎ যদ্দারা জীবের ক্ষয় হয় (প্রাণকর্ম্ম না করা); ভয় অর্থাৎ ধর্ম্মপথে প্রবেশ করিতে আতঙ্ক বা কালভয়ে ভীত অবস্থা, অভয় অর্থাৎ ধর্ম্মপথে (সাধন-সমরে) জয়ী হইবার সাহস এবং কালের অতীতাবস্থায় স্থিতিলাভ করিয়া কালভয় অতিক্রম করা-রূপ অবস্থা, বন্ধ অর্থাৎ কর্ম্ম-বন্ধন (৩য় অঃ ৯ম শ্লোক দ্রষ্টব্য), মোক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মের আসক্তিরূপ বন্ধন হইতে মুক্তি, এই সমস্তগুলি যে বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, সেই বুদ্ধিই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি।।৩০

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩১

হে পার্থ, যয়া চ [বুদ্ধ্যা] ধর্ম্মম্ অধর্ম্মঞ্চ, কার্য্যম্ অকার্য্যঞ্চ, অযথাবৎ প্রজানাতি সা বুদ্ধিঃ রাজসী।।৩১

হে পার্থ, যাহা দ্বারা ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, কার্য্য-অকার্য্য, যথাবৎ পরিজ্ঞাত হয় না, সেই বুদ্ধি রাজসী।।৩১

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ, যে বুদ্ধি কর্ত্তৃক পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ঐ কার্য্য-অকার্য্য এবং ধর্ম্ম-অধর্ম্ম জানিতে পারা যায় না অর্থাৎ যৎকর্ত্তৃক জীবের পোষণ হয়, প্রাণ, সেই প্রাণের কর্ম্মই ধর্ম্ম এবং ঐ কর্ম্মে বিরত থাকিয়া ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে রত থাকাই অধর্ম্ম, যে বুদ্ধির দ্বারা এই ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝা যায় না, সেই বুদ্ধি রাজসিকী।।৩১

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী।।৩২

হে পার্থ, যা অধর্ম্মং ধর্ম্মম্ ইতি মন্যতে, সর্ব্বার্থান্ চ বিপরীতান্ [মন্যতে] তমসা আবৃতা সা বুদ্ধিঃ তামসী।।৩২

হে পার্থ, যে (বুদ্ধি) অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে এবং সকল অর্থ বিপরীত মনে করে, তমোগুণাচ্ছন্না সেই বুদ্ধি তামসী।।৩২

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ,যাহাতে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে হয় এবং সকল অর্থ বিপরীত মনে হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে রত থাকা-রূপ অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম মনে হয়, এবং প্রথমাধ্যায়োক্ত বিষাদযোগের ন্যায় 'ইন্দ্রিয় দমনে পাপ হইবে' ইত্যাদি উল্টা ধারণা হইয়া সকল অর্থই বিপরীত মনে হয়, এইরূপ উল্টা ধারণার যে বুদ্ধি, এই বুদ্ধি তমোগুণের আচ্ছন্নতা কর্ত্তৃকই ঘটিয়া থাকে, ইহাই তামসী বুদ্ধি।।৩২

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী।।৩৩

হে পার্থ [সদ্‌গুরূপদিষ্টেন] যোগেন অব্যভিচারিণ্যা (বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা) যয়া ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে (নিয়চ্ছতি) সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী।।৩৩

হে পার্থ, সদ্‌গুরুর উপদেশে বিষয়ান্তর ধারণা ব্যতিরেকেও যে ধৃতি কর্ত্তৃক মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সকল নিয়মিত হয়, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী ধৃতি।।৩৩

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (২য় অঃ ৩২শ শ্লোকের পার্থ দ্রষ্টব্য); সদ্‌গুরুর উপদেশে বিষয়ান্তরের ধারণাকে অতিক্রম করিয়া ১৪৪টি উত্তম প্রাণকর্ম্মে যে প্রকৃত ধারণা হয় [যে ধারণার বিষয় ২য় অঃ ৪২।৪৩।৪৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে লেখা হইয়াছে] ঐ ধারণারূপ ধৃতি কর্ত্তৃকই মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া নিয়মিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐ ধৃতি দ্বারা বিনাবলম্বনে মনের স্থিরাবস্থা, বিনাবলোকনে দৃষ্টির স্থিরাবস্থা ও বিনা অবরোধে বায়ুর স্থিরাবস্থারূপ ভাব হইয়া ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সকল নিয়মিত হয়, সদ্‌গুরূপদেশে প্রকৃত ধারণা কর্ত্তৃক সাধকের যখন এইরূপ ভাব হয়, তখন ঐ ধারণাকেই সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে।।৩৩

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী।।৩৪

হে পার্থ, হে অর্জ্জুন, যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে, প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী [ভবতি] সা ধৃতিঃ রাজসী।।৩৪

হে পার্থ, হে অর্জ্জুন, যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রধানরূপে ধারণা করে এবং প্রসঙ্গক্রমে ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, সেই ধৃতি রাজসী।।৩৪

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ, হে জীবভাবরূপী অর্জ্জুন, ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম এবং সকল কর্ম্মেই ফল প্রত্যাশারূপ অর্থ ও কর্ম্মফলের কামনারূপ কাম, এই গুলিকে যে ধৃতি দ্বারা প্রধান বলিয়া ধারণা হয় এবং যে ধারণার প্রসঙ্গে লোকে ফলাকাঙ্ক্ষী হয়, সেই ধারণাকে রাজসিকী ধৃতি বলে।।৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী।।৩৫

হে পার্থ, দুর্ম্মেধাঃ (অবিবেকী) যয়া স্বপ্নং (নিদ্রাং) ভয়ং ক্রোধং বিষাদং মদম্ এব চ ন বিমুঞ্চতি সা ধৃতিঃ তামসী।।৩৫

হে পার্থ, বিবেকহীন ব্যক্তি যাহা দ্বারা নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ ও অহঙ্কার ত্যাগ করে না, সেই ধৃতি তামসী।।৩৫

তাৎপর্য্য।—(৩২শ শ্লোকোক্ত) তামসিক বুদ্ধিরূপ দুর্ম্মেধা বিশিষ্ট ব্যক্তি যে ধারণার বশীভূত হইয়া (অর্থাৎ সকল অর্থ বিপরীত বোধরূপ উল্টা ধারণাতেই রত হইয়া) নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ ও অহঙ্কার ত্যাগ করে না, সেই ধারণাকে তামসিক ধৃতি বলে অর্থাৎ নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ ও অহঙ্কার এই সকলকে যে জয় করা উচিত, সে ধারণা একেবারে নাই; বরং উল্টা ধারণার বশীভূত হইয়া ঐ সকলকে বৃদ্ধি করিতেই রত, এই রকম ধারণাকে তামসী ধৃতি বলে।।৩৫

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।।৩৬

হে ভরতর্ষভ, ইদানীং ত্রিবিধং সুখং তু মে শৃণু।।৩৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এক্ষণে ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট শ্রবণ কর।।৩৬

তাৎপর্য্য।—হে ভারতশ্রেষ্ঠ (৮ম অঃ ২৩শ শ্লোকের ভরতশ্রেষ্ঠ পদের অর্থ দ্রষ্টব্য); সুখ তিন প্রকার, ক্রিয়া করিয়া আত্মানন্দ লাভরূপ সাত্ত্বিক সুখ, বিষয় ও ইন্দ্রিয়-ব্যাপারজনিত রাজসিক সুখ এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদজনিত তামসিক সুখ, এই ত্রিবিধ সুখ আমার কাছে শ্রবণ কর।।৩৬

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধি প্রসাদজম্।।৩৭

যত্র [সুখে] অভ্যাসাৎ (অভ্যাসযোগাৎ) রমতে, দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি, যৎ তৎ (অনির্ব্বণ্যং) অগ্রে বিষমিব, পরিণামে অমৃতোপমম্ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তম্।।৩৭

যে সুখে অভ্যাসবশতঃ পরমানন্দ লাভ হয় ও দুঃখের অন্ত পাওয়া এবং যাহা সেই অনির্ব্বচনীয়, প্রথমে বিষবৎ কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য ও আত্মবুদ্ধির প্রসাদজনিত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত হয়।।৩৭

তাৎপর্য্য।—অভ্যাস-যোগের দ্বারা [ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে অভ্যাস যোগ উক্ত হইয়াছে, সেই অভ্যাস দ্বারা] যে সুখে পরমানন্দ লাভ হয় এবং দুঃখের অন্ত পাওয়া যায়, তাহাই অনির্ব্বচনীয় সুখ; ঐ অনির্ব্বচনীয় সুখের অভ্যাসযোগে প্রথমে মন কিছুতেই প্রবৃত্ত হইতে চাহে না [অর্জ্জুনের বিষাদের ন্যায়] প্রথমে যেন বিষের মতনই বোধ হয়; কিন্তু গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন-পূর্ব্বক একবার উহাতে মনোনিবেশ করিয়া লাগিতে পারিলে, উহার পরিণামে মোক্ষযোগ-রূপ অমৃততুল্য অবস্থা (পরমানন্দময় সুখের অবস্থা) প্রাপ্ত হওয়া যায়, অর্থাৎ প্রথমে বিষাদযোগের ন্যায় বিষবৎ বোধ হইলেও পরিণামে "নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত" রূপ অবস্থা লাভে অমৃততুল্য মোক্ষযোগের অবস্থা পাওয়া যায়। অমৃত বলিয়া কোন বস্তু আছে ইহা কেবল কথায় মাত্র সকলে শুনিয়াছেন; কিন্তু কেহ কখন দেখেনও নাই এবং অনুভবও করেন নাই; উহা আত্মকর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ পরিণামে অনুভূত হইয়া যথার্থ অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে; ঐ অমৃততুল্য অবস্থালাভ হইলেই অমর পদ পায়; উহাই আত্মপ্রসাদ-স্বরূপ বস্তু। ঐ অবস্থা সত্ত্বগুণরূপ সুষুম্নাতে স্থিতিদ্বারা (ঈড়াপিঙ্গলার গতি সুষুম্নায় স্থির হইয়া) লাভ হইয়া থাকে; অতএব উহা সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া কথিত হয়।।৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।।৩৮

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে (ভোগকালে) অমৃতোপমং পরিণামে বিষম্ ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্।।৩৮

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রথমে যাহা অমৃততুল্য, কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, সেই সুখ রাজস নামে অভিহিত হয়।।৩৮

তাৎপর্য্য।—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রথমে যেটা অমৃততুল্য মনে হয়, অর্থাৎ যেমন কাঁচা লঙ্কা ভক্ষণ করা, প্রথমে রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে ভোজন করিয়া, পরিণামে উহা বিষতুল্য হওয়ায় শেষে তাহার জ্বালায় অস্থির ও রক্তদাস্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই রকম যে সুখ, উহা রাজস নামে অভিহিত হয়।।৩৮

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্।।৩৯

নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং যচ্চ সুখম্ অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে (পশ্চাৎ) চ আত্মনঃ (চিত্তস্য) মোহনং তৎ তামসম্ উদাহৃতম্।।৩৯

নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উত্থিত, অগ্রে ও পরিণামে চিত্তের মোহকর যে সুখ, তাহা তামস নামে উক্ত হয়।।৩৯

তাৎপর্য্য।—নিদ্রা হইতে, আলস্য হইতে এবং নেশা, ভাং ইত্যাদির প্রমত্ততা হইতে যে সুখের উদয় হয়, এমন সুখ আগাগোড়াই চিত্তের মোহকর অর্থাৎ ইহার আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত মোহিত করিয়া রাখে, এই প্রকারের যে সকল সুখ, তৎসমুদয় তামসিক নামে উক্ত হয়।।৩৯

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ।।৪০

পৃথিব্যাং দিবি (স্বর্গে) বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং (জীবঃ) ন অস্তি, যৎ প্রকৃতিজৈঃ এভিঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ।।৪০

পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাগণের মধ্যে এমন জীব নাই, যে জীব প্রকৃতি সম্ভূত এই তিন গুণ হইতে মুক্ত।।৪০

তাৎপর্য্য।—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন যে তিন গুণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ (ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না), ইহা সকল জীবেই আছে; পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, এই তিন গুণ ছাড়া অর্থাৎ গুণছাড়া কেহই নহে; তিন গুণ সকলেতে আছে; তবে গুণেতে সকলে নাই; কেননা, কেহ গুণে থাকে, কেহ বা গুণে থাকে না অর্থাৎ কেহবা প্রকৃতির গুণেতেই আবদ্ধ রহিয়াছে, কেহবা চঞ্চলা প্রকৃতিকে স্থির করিয়া গুণের অতীত অবস্থাতে রহিয়াছে (১৪শ অঃ ২৩শ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৪০

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ।।৪১

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি স্বভাব-প্রভবৈঃ (পূর্ব্বজন্ম-সংস্কারজাতৈঃ গুণৈঃ) প্রবিভক্তানি।।৪১

হে পরন্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণের কর্ম্ম সকল পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-জাত গুণদ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত।।৪১

তাৎপর্য্য।—হে পরন্তপ (২য় অঃ ৩য় শ্লোকে পরন্তপ পদের অর্থ দ্রষ্টব্য), পূর্ব্ব-জন্মসংস্কার-গুণে যিনি যেমন গুণের ব্যক্তি, তিনি সেইরূপ কর্ম্মে বিভক্ত হন অর্থাৎ যিনি যে গুণ-প্রধান, তিনি সেই শ্রেণীর কার্য্যে বিভক্ত হন (৪র্থ অঃ ১৩শ শ্লোকের মর্ম্ম দ্রষ্টব্য); অতএব গুণানুসারেই বর্ণের সৃষ্টি; সত্ত্ব-প্রধান যিনি, তিনি ব্রাহ্মণ; সত্ত্বরজঃ-প্রধান ক্ষত্রিয়; রজস্তমঃ-প্রধান বৈশ্য, তমঃ-প্রধান শূদ্র; যিনি যে যে গুণে প্রধান থাকেন তিনি সেই সেই শ্রেণী পদবাচ্য অবস্থা প্রাপ্ত হন। যখন গুণানুসারে বর্ণের সৃষ্টি তখন সদ্গুরূপদিষ্ট মার্গে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন (৯ম অঃ ৩০শ শ্লোক দ্রষ্টব্য); সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা গুণগত, —বংশগত নহে; যদি কেহ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়া বর্ণোচিত কার্য্য না করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ-বংশজাত মাত্র বলা যায়—ব্রাহ্মণ বলা যায় না; কারণ, 'ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ', যতক্ষণ সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভরূপ অবস্থা না হয়, ততক্ষণ [ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিলেও] প্রকৃত ব্রাহ্মণ কেহই নহেন; কিন্তু যদি কেহ অতি নীচবংশে জন্মিয়াও ক্রমশঃ উন্নতি-মার্গে প্রথমে তমঃ, পরে তমোরজঃ ও তৎপরে রজঃসত্ত্বং অতিক্রম করিয়া কেবল সত্ত্বগুণে অবস্থান করিতে পারে, তখন সেই নীচ-বংশজাত ব্যক্তিও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়; যেমত বাল্মীকি, দস্যু রত্নাকর অবস্থা হইতে বাল্মীকির মুনি-পদবাচ্য অবস্থা ও বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় কুমার হইতে ব্রাহ্মণত্ব পদলাভরূপ অবস্থা। অতএব ব্রাহ্মণত্ব লাভ, বিনা সাধনে হইবার নহে। কেবল ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না, তাহা হইলে পণ্ডিতের পুত্রও পড়াশুনা না করিয়াই পণ্ডিত হইতে পারিত। তবে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ অতি সুকৃতি-সাপেক্ষ; কারণ ব্রাহ্মণ-পুত্রের সৎপথ ও সদ্গুরু লাভ অতি সহজে (ঘরে বসিয়াই) হয়; এই জন্যই ব্রাহ্মণ-বংশের এত গৌরব এবং ব্রাহ্মণ-বংশই সমাজের নেতা।।৪১

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।।৪২

শমঃ দমঃ তপঃ শৌচং ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবং (সরলতা) জ্ঞানং বিজ্ঞানম্ আস্তিক্যম্ এব চ স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম।।৪২

শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।।৪২

তাৎপর্য্য।—[১০ম অঃ ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে শম, দম ইত্যাদি যেমন যেমন উক্ত হইয়াছে] ঐ শম, দম, তপস্যাদি এবং জ্ঞান (আত্মতত্ত্ব-জানারূপ আত্মজ্ঞান) ও বিজ্ঞান (পরমাত্ম-তত্ত্ব বিদিত হওয়া-রূপ বিজ্ঞান) ও আস্তিক্য অর্থাৎ ঈশ্বর-তত্ত্বে অনুরক্ততা; এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় মনের সাম্য-ভাব হইয়া সকলকে সমান-রূপে দেখার অবস্থাই শম। ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে দমিত করার অবস্থাই দম। স্থির প্রাণরূপ কূটস্থ ব্যোমেতে মনকে রাখার নামই তপস্যা এবং শৌচ অর্থাৎ ব্রহ্মে থাকা (মনকে রাখা), ক্ষমা অর্থাৎ সব বিষয় হইতে নিরস্ত থাকার অবস্থা; সরলতা—বাহির-ভিতর একই অবস্থা এবং উপরিউক্তরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অবস্থা; এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বভাব-জাত কর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাবরূপ আত্মভাব হইতে ব্রাহ্মণের শম-দমাদি অবস্থা আপনা আপনিই আসে; একারণ উহা ব্রাহ্মণগণের স্বভাবজ কর্ম্ম।।৪২

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্।।৪৩

শৌর্য্যং (বীরত্বং), তেজঃ (প্রাগল্‌ভ্যং), ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং), দাক্ষ্যং (দক্ষতা), যুদ্ধে চাপি অপলায়নং দানম্, ঈশ্বরভাবশ্চ স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম।।৪৩

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন (দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা), দান, ঈশ্বরভাব—এইগুলি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক কর্ম্ম।।৪৩

তাৎপর্য্য।—শৌর্য্য অর্থাৎ ক্রিয়ায় বীরত্বভাব, তেজঃ অর্থাৎ আত্মকর্ম্মে ক্ষমতাশীলতা, ধৃতি অর্থাৎ স্থির অবস্থার ধারণাশক্তি (যে ধারণার বিষয় ২য় অঃ ৪২শ, ৪৩শ ও ৪৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে লেখা হইয়াছে), দক্ষতা অর্থাৎ সাধন-সমররূপ যুদ্ধ-বিশারদের ভাব; যুদ্ধে অপলায়ন অর্থাৎ ঐ সাধন-যুদ্ধে পশ্চাৎপদ না হওয়া (ক্রিয়া করিতে না হটা), দান অর্থাৎ ত্যাগ, ঈশ্বরভাব অর্থাৎ সর্ব্বদাই আত্মভাবাপন্ন, এইগুলি ক্ষত্রিয়দিগের (ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যাঁহারা আসুরিক-ভাবকে পরাস্ত করিবার জন্য সাধন-সমররূপ যুদ্ধপরায়ণ) তাঁহাদের এইগুলি স্বাভাবিক কর্ম্ম।।৪৩

কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।।৪৪

কৃষি-গোরক্ষা-বাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম, পরিচর্য্যাত্মকং (সেবাত্মকং) কর্ম্ম শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম্।।৪৪

কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম্ম শূদ্রদিগের স্বভাবজ।।৪৪

তাৎপর্য্য।—বৈশ্যদিগের কার্য্য হইতেছে কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য; পূর্ব্বে ১৩শ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, এই শরীরই ক্ষেত্র-পদবাচ্য, শরীররূপ ক্ষেত্রে কৃষিকর্ম্ম অর্থাৎ

কর্ষণকার্য্য করা, প্রাণকর্ম্ম-রূপ কর্ষণ ক্রিয়া কৃষি-পদবাচ্য (এই কৃষি কর্ম্ম উল্লেখ করিয়াই রামপ্রসাদ গাহিয়া গিয়াছেন, "মন তুমি কৃষিকাজ জান না; এমন মানব জমি রৈল পতিত আবাদ ক'র্‌লে ফ'লত্ সোনা") এই কর্ম্ম যাঁহারা কোন না কোন কামনার সহিত আরম্ভ করিয়া প্রাণের কর্ষণরূপ ঐ কৃষিকার্য্য করিতে থাকেন, তাঁহারাই বৈশ্যভাবাপন্ন; দেহমধ্যস্থ এই কৃষিকর্ম্ম যাঁহারা স্থির প্রাণরূপ আত্মাকে লাভ করিবার জন্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে চারি প্রকারের ব্যক্তি আছেন—আর্ত্ত অর্থাৎ ভবরোগে কাতর ব্যক্তি, জিজ্ঞাসু অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি, অর্থার্থী অর্থাৎ দেব-সম্পদ্ প্রার্থী ব্যক্তি, আর জ্ঞানী ব্যক্তি অর্থাৎ রূপাতীত নিরঞ্জন অবস্থাটি বিদিত হইয়া বর্ত্তমান প্রাণকর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ঐ স্থিতিটিকে প্রাপ্তি বিষয়ে বুদ্ধি-বিশিষ্ট যিনি, এই চারি প্রকার ব্যক্তিও বৈশ্যভাবাপন্ন; কারণ, কিছু না কিছু কামনারূপ বৈশ্যভাব ইহাদের থাকার দরুণ, ইহারা সাধন-সম্বন্ধে বৈশ্য। এইরূপ বৈশ্যগণই প্রাণকর্ম্ম-রূপ কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকেন। গোরক্ষা—গো শব্দে জিহ্বা—তাহাকে [জিহ্বা-গ্রন্থিভেদরূপ কৌশল দ্বারা] যথাস্থানে অর্থাৎ উপরে উঠাইয়া রাখেন; আরও গো শব্দে—গমন করা, চন্দ্র ও সূর্য্য নাড়ীদ্বয় দিয়া যে প্রাণরূপ আদিত্য গমন করিতেছেন; ঐ গো-স্বরূপ প্রাণকে রক্ষা করাই অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের [স্থিতিরূপ] অন্ত অবস্থায় প্রাণের ঐ স্থিতিরূপ অবস্থাকেই রক্ষা (স্থায়ী) করা ইহাই গোরক্ষা-পদবাচ্য। বাণিজ্য অর্থাৎ উক্ত কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ সময়ে যে কিছু না কিছু কামনা থাকে, ঐ কামনা অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত কর্ম্ম করাই বাণিজ্য-পদবাচ্য। এইগুলি বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম; স্বভাব অর্থাৎ আত্মভাব; ঐ আত্মভাব হইতে জন্মের সহিত যাহার যে ভাব জন্মিয়াছে, সে সেই ভাবানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; একারণ বলিতেছেন—বৈশ্যদিগের ঐগুলি স্বভাবজ কর্ম্ম; আর শূদ্রদিগের কর্ম্ম পরিচর্য্যা—শূদ্রজাতি চতুর্থ বর্ণ বলিয়া পূর্ব্বে কথিত হইত; এই শূদ্রজাতিরা আর্য্য ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিয়া আত্মোন্নতির জন্য আর্য্য ব্রাহ্মণগণের নিকট কৃষিকর্ম্ম-রূপ—গায়ত্রী দীক্ষা প্রাপ্ত হইতে—[অদ্যাপি পশ্চিমদেশে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া গায়ত্রী-দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন] ঐ কৃষি-বিদ্যা দ্বারাই প্রকৃতরূপে পরিচর্য্যারূপ সেবার কার্য্য হইয়া থাকে; কারণ প্রাণের সেবারূপ প্রাণকর্ম্মই প্রকৃত পরিচর্য্যা পদবাচ্য। যাহারা শূদ্র-পদবাচ্য, পরিচর্য্যারূপ কর্ম্মই তাহাদের স্বভাবজ কর্ম্ম অর্থাৎ নীচতাতেই মগ্ন না থাকিয়া, প্রকৃত পরিচর্য্যারূপ কর্ম্মের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভরততা (অনুরাগ) দেখানই তাহাদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।।৪৪

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু।।৪৫

স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ (নিষ্ঠাবান্) নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে; স্বকর্ম্মনিরতঃ যথা সিদ্ধিং বিন্দতি (লভতে) তৎ শৃণু।।৪৫

স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে; স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শুন।।৪৫

তাৎপর্য্য।—৪২শ, ৪৩শ ও ৪৪শ শ্লোকে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য চারি বর্ণের যাহা যাহা কার্য্য বলিলেন, ঐরূপে নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ যে সকল ব্যক্তি, সেই সকল ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলে বা বাহ্য পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত হইলেই সিদ্ধিলাভ হয় না; ৪২শ শ্লোকে ব্রাহ্মণের যাহা কার্য্য উক্ত হইল, ঐ সকল কার্য্য-পরায়ণতা-রূপ স্বকর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। তদ্রূপ ক্ষত্রিয়েরও শুধু বাহ্য লক্ষণে ভাবদ্বারা সিদ্ধিলাভ হইবার নহে, ৪৩শ শ্লোকোক্তরূপ ক্ষত্রিয়-লক্ষণ ও সাধন-সমরে নিষ্ঠাবান্ হইলে, সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যেরও পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ বৈশ্যভাব এবং প্রাণকর্ম্ম-রূপ কৃষিকর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়। এইরূপে শূদ্রেরও পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ পরিচর্য্যা অর্থাৎ প্রাণকর্ম্ম-রূপ ব্রহ্মসেবা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। শূদ্রের যে সিদ্ধিলাভ সম্ভবে না, তাহা নহে; একারণ গীতাতেই ভগবান্ বলিতেছেন, স্ত্রীলোক, বৈশ্য, শূদ্র, পাপী হইতেও পাপী যে কেহ আমায় ভজিলেই আমায় পাইয়া থাকে; একারণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা সকলেরই করা উচিৎ। নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি যেরূপে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা এই শ্লোকে উল্লেখ করিয়া ইহার পরের শ্লোকে স্পষ্টরূপেই বলিয়া দিতেছেন যে, একমাত্র প্রাণরূপী আত্মার অর্চ্চনা দ্বারাই মানবগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।।৪৫

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।।৪৬

যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) যেন ইদম্ সর্ব্বং ততং (ব্যাপ্তং) মানবঃ স্বকর্ম্মণা তম্ অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি (লভতে)।।৪৬

যাহা হইতে মানবগণের প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্ম্ম চেষ্টা হয় এবং যিনি এই সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন, মানবগণ স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।।৪৬

তাৎপর্য্য।—যাঁহা হইতে মানবগণের চেষ্টা হয় অর্থাৎ প্রাণাপানাদির ব্যাপারের দ্বারা মানবগণের চেষ্টা হইয়া থাকে; একারণ চেষ্টার মূল হইতেছেন প্রাণরূপী আত্মা; কারণ, তিনি এই দেহে না থাকিলে, জীবগণ চেষ্টাশূন্য হইয়া জড়ে পরিণত হয়।

সেই প্রাণ ব্রহ্মময়-রূপে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ একমাত্র শূন্য যেমন সর্ব্বত্র বিদ্যমান, শূন্যধাতু প্রাণও তদ্রূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। মানবগণ স্বকর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকেই (প্রাণরূপী আত্মাকেই) অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে; স্বকর্ম্ম অর্থাৎ আত্মকর্ম্ম; উহা অধিকারী-ভেদে সাধকের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ গুণানুযায়ী যিনি যেমন ব্যক্তি (তিন গুণানুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পদস্থ—যিনি যেমন ব্যক্তি) তিনি সেইরূপ প্রকারেই ঐ কর্ম্মেতে অধিকারী। উপরিউক্ত স্বকর্ম্ম আত্মকর্ম্ম দ্বারা উক্ত তিনগুণের অতীত হইবার উপায় সদ্গুরু দেখাইয়া দেন; মানবগণ সদ্গুরু প্রদর্শিত নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী ঐ স্বকর্ম্মে (আত্মকর্ম্মে) রত হইয়া প্রকৃতরূপে আত্মার অর্চ্চনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে অর্থাৎ ৪২শ শ্লোকে ব্রাহ্মণের যাহা কার্য্য বলিলেন, ব্রাহ্মণ তদ্দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন; ৪৩শ শ্লোকে ক্ষত্রিয়ের যাহা কার্য্য বলিলেন, ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন সাধক তদ্দ্বারাই (আত্মকর্ম্ম-রূপ সাধন-সমরে জয়লাভ দ্বারাই) সিদ্ধিলাভ করেন। ৪৪শ শ্লোকে বৈশ্যের যাহা কার্য্য বলিলেন, বৈশ্য ঐরূপ কৃষি (দেহরূপ ক্ষেত্রের কর্ষণ) আদি দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করেন এবং ঐ ৪৪শ শ্লোকে শূদ্রের যাহা কার্য্য বলিলেন, শূদ্র ঐরূপ (প্রাণের সেবারূপ) প্রকৃত পরিচর্য্যা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, মোট কথা স্বকর্ম্ম (আত্মকর্ম্ম) দ্বারা অর্থাৎ একমাত্র প্রাণরূপী আত্মার অর্চ্চনা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়।।৪৬

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।।৪৭

বিগুণঃ (অপি) স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যগনষ্ঠিতাদপি) পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্; কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি।।৪৭

বিগুণ (সদোষ) স্বধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকে স্বভাবজ কর্ম্ম করিয়া পাপ প্রাপ্ত হয় না।।৪৭

তাৎপর্য্য।—স্বধর্ম্ম দোষযুক্তভাবে সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলেও উহা পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, স্বভাবজ কর্ম্ম করিয়া লোক পাপ প্রাপ্ত হয় না। গুরূপদেশে ঐ স্ব কর্ম্মের দ্বারাই যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা বাহ্য বিচার দ্বারা বোধগম্য নহে, অর্থাৎ ঐ পরিচর্য্যাদি কর্ম্মকে প্রকৃত কর্ম্মে পরিণত করিতে পারিলে, তখন ঐ (আসল) পরিচর্য্যাদি (প্রাণের সেবারূপ প্রাণায়ামাদি) দ্বারাই যে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তাহা সাধারণ বিচার দ্বারা বুঝিবার নহে। একারণ বলিতেছেন, —পরধর্ম্মাপেক্ষা স্বধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেহই স্বভাবজ কর্ম্ম করিয়া পাপ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ জন্মের সহিত যে কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্বভাবজ কর্ম্মই (আত্মকর্ম্মই) স্বধর্ম্ম [ইহা দ্বারা পাপ প্রাপ্ত হইতে হয় না]; আর

ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মই পরধর্ম্ম। যাবৎ চিত্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকে, তাবৎ স্বধর্ম্ম জানা বা তাহাতে থাকা যায় না; কেবল পরধর্ম্মেই থাকা হয়; সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত ঐ পরধর্ম্মাপেক্ষা দোষযুক্ত স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। দোষযুক্ত (বিগুণ) বলিবার মর্ম্ম এই যে, প্রাণায়ামাদি কার্য্য প্রথম আরম্ভ-মুখে কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ ঠিক হইয়া আসে। এই কর্ম্মকে স্বভাবনিয়ত (স্বাভাবিক) বলিবার মর্ম্ম এই যে, ইহা সহজ অর্থাৎ জন্মের সহিত লব্ধ। আমরা স্বভাব (আত্মভাব) হইতে চ্যুত হওয়ায়, ইহাকে নূতন মনে করি, ও ইহা হইতে নানাবিধ অনিষ্টাশঙ্কা করি; বস্তুত ইহা নূতনও নহে এবং ইহাতে কোন অনিষ্ট বা পাপ প্রাপ্তির স্বভাবনাও নাই।।৪৭

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।।৪৮

হে কৌন্তেয়, সদোষম্ অপি সহজং (সুভাববিহিতং) কর্ম্ম ন ত্যজেৎ; হি (যতঃ) সর্ব্বারম্ভাঃ (সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি) [সহ জাতেন] ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ (পরিব্যাপ্তাঃ)।।৪৮

হে কৌন্তেয়, সদোষ হইলেও সহজ কর্ম্ম ত্যাগ করিবে না; যেহেতু ধূমব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই দোষে আবৃত।।৪৮

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ৪৪শ শ্লোকে কৌন্তেয় দ্রষ্টব্য); সহজরূপ যে কর্ম্ম—যাহা জন্মের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, উহা দোষযুক্ত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না (স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ), কেননা ধূমব্যাপ্ত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই দোষে আবৃত, প্রথমে নিখুঁতভাবে কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় না; কিন্তু জন্মের সহিত যাহা আরম্ভ হইয়াছে, এমত সহজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না; যেহেতু সহজ কর্ম্ম প্রকৃতরূপে করিতে পারিলে, উহাদ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ আমাদের ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রেই যে কর্ম্ম (প্রাণের আগম নিগমরূপ কার্য্য) আরম্ভ হইয়াছে, ঐ কর্ম্মকে সহজ কর্ম্ম বলে; গর্ভে অবস্থান কালে আমরা যে যোগমগ্ন অবস্থায় থাকি ("গর্ভে যখন, যোগী তখন") উহাই সহজাবস্থা এবং ভূমিষ্ঠ হইয়াই (সে অবস্থা হইতে চ্যুত হইয়া) যে বহিঃপ্রাণায়ামরূপ অজপারূপ আরম্ভ হয়, উহাকেই সহজ কর্ম্ম বলে; মনুষ্য মাত্রেই ঐ অজপারূপ (বহিঃপ্রাণায়াম) অহর্নিশি করিতেছে। তবে অন্তরঙ্গ সাধনরূপে প্রকৃত পথে উহা করিতে জানে না, কারণ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রকৃত পথ উল্টিয়া যায়; পুনঃ সদ্গুরু সেই পথ দেখাইয়া দেন; কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাস বশতঃ উহা প্রথমে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না, ক্রমশঃ অভ্যাস দ্বারা ঠিক হইয়া আসে, অগ্নি যেমন প্রথমে ধূমদ্বারা আবৃত থাকে, পরে

বাতাস দ্বারা ধূমকে কাটাইয়া দিয়া তবে নির্ম্মল অগ্নিকে বাহির করিতে হয়, তদ্রূপ প্রাণকর্ম্মও প্রথমে দোষ-বিহীন সুন্দর কাহারও হয় না, প্রাণের অন্তর্ম্মুখ-গতিরূপ বায়ুক্রিয়া করিতে করিতে তবে ধূমমধ্যস্থ নির্ম্মল অগ্নি প্রকাশের ন্যায় প্রাণকর্ম্মের সুন্দর অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব সদোষ হইলেও সহজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করা চাহি না।।৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।৪৯

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিহীনবুদ্ধিঃ) জিতাত্মা (নিরহঙ্কারঃ) বিগতস্পৃহঃ (নিস্পৃহঃ) (সন্) সন্ন্যাসেন পরমাং (সর্ব্বোৎকৃষ্টাং) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।।৪৯

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, জিতাত্মা ও নিস্পৃহ ব্যক্তি আসক্তি ও কর্ম্মফল ত্যাগদ্বারা পরমা নিষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হইয়া থাকেন।।৪৯

তাৎপর্য্য।—সকল বিষয়ে আসক্তি-শূন্য অর্থাৎ ইচ্ছা-শূন্য এইরূপ ব্যক্তিকে অনাসক্ত বলে; জিতাত্মা অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল প্রাণরূপ আত্মাকে স্থির আত্মায় পরিণত করিয়া প্রাণের চঞ্চলাবস্থারূপ মনকে জয় করিয়াছেন যিনি, নিস্পৃহ অর্থাৎ কোন বিষয়েই কোন প্রকার লালসা নাই যাঁহার, তিনিই নিস্পৃহ; এই প্রকার ব্যক্তি আসক্তি (ইচ্ছা) ত্যাগের দ্বারা এবং সকল কর্ম্মের ফল-প্রত্যাশা ত্যাগের দ্বারা পরম যে নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ সিদ্ধি, উহা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থায় ইচ্ছা-রহিত অবস্থারূপ যে পরমসিদ্ধি, তাহা প্রাপ্ত হন।।৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয়! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা।।৫০

হে কৌন্তেয়, সিদ্ধিং (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং) প্রাপ্তঃ যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি (লভতে) তথা যা জ্ঞানস্য পরা (প্রকৃষ্ঠা) নিষ্ঠা, সমাসেন (সংক্ষেপেণ) এব যে (মৎসকাশাৎ) নিবোধ (জানীহি)।।৫০

হে কৌন্তেয়, নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, যাহা জ্ঞানের চরম স্থিতি, তাহা সংক্ষেপেই আমার নিকট শ্রবণ কর।।৫০

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয়, পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান) যাহা জ্ঞানের (জানার) চরম, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপেই শ্রবণ কর অর্থাৎ যাহা অব্যক্ত—বলিয়া বুঝাইবার নহে, তাহা আর বলিয়া কি বুঝাইব, অতএব সংক্ষেপে যতটুকু বলা যায়, তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর।।৫০

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।।৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাসী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।।৫২
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।৫৩

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ, ধৃত্যা আত্মানং (চিত্তং) নিয়ম্য চ (নিশ্চলং কৃত্বা), শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য (অপসার্য্য), বিবিক্তসেবী (নির্জ্জনদেশাবস্থায়ী) লঘ্বাশী (মিতভোজী); যতবাক্কায়মানসঃ (সংযত বাগ্‌দেহ চিত্তঃ); নিত্য ধ্যানযোগপরঃ, ধ্যানযোগেতৎপরঃ সন্ বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (অবলম্বমাঃ); অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহম্ বিমুচ্য (ত্যক্ত্বা) নির্ম্মমঃ (মমইত্যভিমানশূন্যঃ) ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মৈবভবতি)।।৫১-৫৩।।

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতিদ্বারা মনকে স্থিরীকৃত করিয়া শব্দাদি বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং রাগ, দ্বেষ অপসারিত করিয়া নির্জ্জনস্থানবাসী, মিতভোজী, বাক্য, শরীর ও মনঃ-সংযমকারী, সর্ব্বদা ধ্যানযোগ-পরায়ণ হইয়া বৈরাগ্যকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মম (মমত্ব-শূন্য) হইয়া, শান্ত (সমগুণ প্রাপ্ত) ব্যক্তি ব্রহ্মই হইয়া যান।।৫১-৫৩।।

তাৎপর্য্য।—বিশুদ্ধ বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি (আত্মজ্ঞান) যুক্ত হইয়া, ধৃতিদ্বারা মনকে স্থিরীকৃত করিয়া, ধৃতি অর্থাৎ ধারণা যাহা ১৪৪টি উত্তম প্রাণকর্ম্মে হইয়া থাকে (২য় অঃ ৪৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য), ঐ ধৃতিদ্বারা মনকে স্থিরাবস্থায় অবস্থিত করিয়া, শব্দাদি (শ্রবণেন্দ্রিয়-বিষয়াদি) সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় দ্বারা মনকে বিমোহিত হইতে না দিয়া এবং অনুরাগ ও দ্বেষকে অপসারিত করিয়া, নির্জ্জন স্থানবাসী অর্থাৎ যে স্থানে মনকে বাস করাইতে পারিলে, আমি পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়া আমি-হারা-ভাব হইয়া থাকে, সেই কূটস্থাভ্যন্তরস্থিত জনশূন্য স্থানে মনের বসতি বা অবস্থিতি-রূপ অবস্থার নামই নির্জ্জন স্থানবাসী, মিতভোজী অর্থাৎ যিনি আহার কালে শরীরাভ্যন্তরস্থিত নারায়ণে লক্ষ্য করিয়া 'তাঁহাকেই আহার করাইতেছি' এইরূপ ধ্যানে ঝাল-মিষ্টাদির প্রতি লক্ষ্যকে তুচ্ছ করিয়া পরিমিত আহার করিয়া থাকেন, এইরূপ মিতভোজী; বাক্য, শরীর ও মনঃ-সংযমকারী অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মরূপ সাধন দ্বারায় যাঁহার বাক্যেন্দ্রিয়ের সংযমভাব হইয়া মনে মনে কথা কহিবার ইচ্ছা নাই (মন যে স্বভাবতঃ একটি না একটি বুলি ভিতর ভিতর সর্ব্বদাই উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে, বাক্যেন্দ্রিয়ের সংযমহেতু

সেইটুকু যাঁহার সংযত হইয়া গিয়াছে) এই প্রকার বাক্য-সংযমকারী অর্থাৎ প্রাণকর্ম্মের দ্বারা প্রাণের গতি স্থির হওয়াতে মনেরও চঞ্চলগতি রহিত হইয়া গিয়া, সদা স্থিরমনোবিশিষ্ট অবস্থায় যিনি মনকে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন, এমত মনঃ-সংযমকারী এবং প্রাণের চঞ্চলতা না থাকা হেতু শরীরেরও কোন চঞ্চলতা নাই (দেহ-মধ্যস্থিত ইন্দ্রিয় ও রিপুগণাদি সমস্তই চঞ্চলতা রহিতভাবে আপন-বশে চলে—চক্ষুর স্পন্দনাদি, হস্ত-পদের চঞ্চলতাদি সমস্তেরই সংযমভাব) এইরূপ শরীর-সংযমকারী, এমত ব্যক্তি সর্ব্বদা ধ্যানযোগ-পরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আত্মা-নারায়ণের প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া, ধৃতি (ধারণা) দ্বারা সেই রূপকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া, অহরহঃ ঐ রূপের ধ্যান অর্থাৎ চিন্তাতেই লাগিয়া থাকিয়া [এই ধ্যানের বিষয় ২য় অঃ ৪৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্যে লেখা হইয়াছে] বৈরাগ্যকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া (বৈরাগ্য অর্থাৎ বীতরাগ-রূপ আসক্তি-শূন্য অবস্থা, এই অবস্থা কেবল সাধন দ্বারা লাভ হইয়া থাকে, কষ্টহেতু যে বিষয়-বিরাগ, উহাকে প্রকৃত বৈরাগ্য বলে না, উহাকে কষ্ট-বৈরাগ্য বা রাজসিক ত্যাগ বলে (৮ম শ্লোক দ্রষ্টব্য); সদ্গুরু প্রদর্শিত সাধন দ্বারা নিত্য বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে, মোহ অপসারিত হয় এবং জগতের অসারতা স্পষ্ট বোধগম্য হইয়া থাকে; ঐ প্রত্যক্ষাবগমের পর ধ্যানাবস্থা; এবং তাহার পর বৈরাগ্য; কারণ তখনই নিত্য বস্তুর দর্শনে মন আর অন্য বিষয়ে রত হয় না; সর্ব্বদা তৎ-ধ্যানেই থাকে; তাই ভগবান্ 'ধ্যানযোগপরো নিত্যং' অগ্রে বলিয়া, পরে 'বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ' বলিয়াছেন; ঐ বৈরাগ্য হইতেই সন্ন্যাস ও ত্যাগ আপনা আপনি আসিয়া পড়ে; এইরূপ বৈরাগ্য অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া (পরিগ্রহ অর্থাৎ আয়ত্তীকরণ, যে অবস্থায় কোন বিষয়তেই মনকে আয়ত্ত বা অধীন করিতে পারে না, সেই অবস্থাকেই পরিগ্রহ-পরিত্যাগরূপ অবস্থা বলে) এইরূপ অবস্থায় 'আমি' 'আমার' ভাব শূন্যরূপ নির্ম্মম হইয়া শান্ত ব্যক্তি (মনের ও প্রাণের স্থিরাবস্থারূপ সাম্যভাব প্রাপ্ত ব্যক্তি) ব্রহ্মই হইয়া যান, অর্থাৎ স্থির ব্রহ্মে মনকে লয় করিয়া তাহাতেই মিশিয়া যান।।৫১-৫৩।।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।৫৪

ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মণি অবস্থিতঃ) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্তঃ) [নষ্টং] ন শোচতি, [অপ্রাপ্ত] ন কাঙ্ক্ষতি; সর্ব্বেষু ভূতেষু (প্রাণিমাত্রেষু) সমঃ [সন্] পরাং (সর্ব্বোৎকৃষ্টাং) মদ্ভক্তিং লভতে।।৫৪

ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি [নষ্ট বস্তুর জন্য] শোক করেন না এবং [অপ্রাপ্ত বস্তু] আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্ব্বভূতে সমান হইয়া অতিশ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তি লাভ করেন।।৫৪

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া (ব্রহ্মরূপ অবস্থায় মনের স্থিতি হইয়া) প্রসন্নচিত্ত যে ব্যক্তি অর্থাৎ সদা আত্মানন্দে বিভোররূপ যে ব্যক্তি, তিনি কোন বস্তু নষ্ট হইলেও শোক করেন না অর্থাৎ যিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দেখিতেছেন, তাঁহার চক্ষু হইতে কোন বস্তু বিনষ্ট হইয়াও বিনষ্ট হয় না; যেহেতু তিনি [ব্রহ্ম-দৃষ্টি হেতু] যাহা নষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, সেই বস্তুকেও জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিতেছেন এবং কিছুই যে যায় না, —সকলি ব্রহ্মস্বরূপ অবস্থিত হইয়া বস্তুটি যাহা তাহাই থাকে, ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া শোক-রহিত হন। আর অপ্রাপ্ত বস্তুতে আকাঙ্ক্ষাশূন্য হন অর্থাৎ যাহা হইবার তাহা হইতেছে, এই প্রকার জানিয়া ও তাহাতেই স্থির থাকিয়া যাহা হইবার নহে (আকাশের চন্দ্র করতলে পাইব) এইরূপ আশা হইতে বিরত হন এবং সর্ব্বভূতে সমান হইয়া অতি শ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তি লাভ করেন অর্থাৎ লোকদৃষ্টিতে যে ভূতের বিনাশ লক্ষিত হইতেছে, সেই ভূত অভ্যন্তরস্থ বস্তুই অপর ভূতরূপেই অন্যত্র প্রকাশমান রহিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া সর্ব্বভূতে একই বস্তুর প্রত্যক্ষভাবরূপ যে সমান ভাব, সেই আত্মময় ভাব কর্ত্তৃক অতি শ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তি লাভ করেন অর্থাৎ আত্মপ্রেমে বিভোররূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন।।৫৪

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।৫৫

অহং যাবান (সর্ব্বব্যাপী) যশ্চ (অবাঙ্‌মনসগোচরঃ) অস্মি [ইতি] মাং ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজানাতি, ততঃ মাং তত্ত্বতং (স্বরূপতঃ) জ্ঞাত্বা তদনন্তরং মাং বিশতে।।৫৫

আমি যেরূপ (সর্ব্বব্যাপী) এবং যাহা (যেরূপ বাক্য ও মনের অগোচর) পরম ভক্তি দ্বারা তত্ত্বতঃ আমাকে এইরূপ অবগত হন; অনন্তর [ভক্তি-পরিপাকে] আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া, পরে আমাতে প্রবেশ করেন (অর্থাৎ আমিই হইয়া যান)।।৫৫

তাৎপর্য্য।—আমি যেরূপ ও যাহা অর্থাৎ সর্ব্বময় ব্রহ্মরূপী এবং মনোবাক্যের অগোচর হইয়া আমি যেরূপে অবস্থান করিতেছি, পরম ভক্তি দ্বারা এই গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া আমাকে এইরূপ (অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী এবং বাক্য ও মনের অগোচর) জ্ঞাত হন; অনন্তর আমাকে ব্রহ্মময়রূপে জানিয়া, পরে আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইয়া, আমি হইয়া যান।।৫৫

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্।।৫৬

সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি মদ্ব্যাপাশ্রয়ঃ (মৎপরায়ণঃ) [সন্] মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতম্ (নিত্যম্) অব্যয়ং পদম্ অবাপ্নোতি।।৫৬

সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিয়াও মৎপরায়ণ ব্যক্তি আমার প্রসাদে অনাদি ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হন।।৫৬

তাৎপর্য্য।—মৎপরায়ণ অর্থাৎ আত্মপরায়ণ যে ব্যক্তি, তাঁহাকে কোন কর্ম্মই পরিত্যাগ করিতে হয় না (জনকাদি রাজর্ষিদিগের ন্যায়) তিনি সর্ব্বদা সকল রকম কর্ম্ম করিয়াও আত্মপ্রসাদে অনাদি ও নিত্যপদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যে পদের ক্ষয় নাই এবং যাহা সদা বিদ্যমান ও সর্ব্বদা একরূপ, সেই অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত হন।।৫৬

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব।।৫৭

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (সমর্প্য) মৎপরঃ, (অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ) [সন্] বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য (ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগম্ আশ্রিত্য ইত্যর্থঃ) সততং (সর্ব্বদা, কর্ম্মানুষ্ঠানকালেহপীত্যর্থঃ) মচ্চিতঃ (ময্যর্পিতমনাঃ) ভব।।৫৭

তুমি চিত্ত দ্বারা সর্ব্ববিধ কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্বদা (কর্ম্মানুষ্ঠান কালেও) মচ্চিত্ত হও (আমাতে চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক অবস্থান কর)।।৫৭

তাৎপর্য্য।—চঞ্চল প্রাণরূপ চিত্তকে স্থির প্রাণে মিলিত করিতে পারিলে, মনের স্থিরাবস্থা হইয়া ঐ স্থির চিত্ত দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম আত্মাতে সমর্পিত হইতে পারে; তুমি স্থির মনোরূপ চিত্ত দ্বারা আমাতে সর্ব্বকর্ম্ম অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অর্থাৎ আমাতেই একাগ্রচিত্ত হইয়া বুদ্ধিযোগ আশ্রয়পূর্ব্বক (যুক্তিবুদ্ধিশালী হইয়া) সর্ব্বদা মচ্চিত্ত হও অর্থাৎ কর্ম্মে নিযুক্ত অবস্থায়ও চিত্ত আত্মাতেই নিরত, এক পলও আত্মধ্যান হইতে বিচ্ছিন্ন ভাব নহে, এই প্রকারে মচ্চিত্ত হও।।৫৭

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি।।৫৮

মচ্চিত্তঃ [ত্বং] সর্ব্বদুর্গাণি (সর্ব্বাণ্যপি দুস্তরাণি সাংসারিকদুঃখানি) মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি; অথচেৎ ত্বম্ অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি [তর্হি] বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনষ্টো ভবিষ্যসি, অধোগতিং প্রাপ্স্যসীতি ভাবঃ)।।৫৮

মচ্চিত্ত হইলে তুমি আমার প্রসাদে সমুদয় সুদুস্তর সাংসারিক দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবে; যদি অহঙ্কার বশতঃ তুমি [আমার বাক্য] না শুন, তবে বিনষ্ট হইবে (অধোগতি পাইবে)।।৫৮

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ মচ্চিত্ত হইলে, তুমি আমার প্রসাদে অর্থাৎ আত্মপ্রসন্নতা দ্বারা সমস্ত সুদুস্তর সাংসারিক দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, অর্থাৎ অতীব ভীষণ দুঃখও তোমায় বিচলিত করিতে পারিবে না; বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণের ন্যায় অতি দুঃখকর অবস্থাতেও অবিচলিত থাকিয়া উহা হইতে উত্তীর্ণ হইবে [আমি ৫৬তম, ৫৭তম পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যাহা যাহা বলিলাম] অহঙ্কার বশতঃ আমার বাক্য যদি তুমি না শুন, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে অর্থাৎ তোমার চিত্তের উর্দ্ধে স্থিতিলাভ না হইয়া প্রাণের চঞ্চল গতির টানে চিত্ত অধোতেই অবস্থিতি থাকিবে।।৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি।।৫৯

অহঙ্কারম্ আশ্রিত্য [অহং] ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে, তে (তব) ব্যবসায়ঃ মিথ্যা এব, যতঃ প্রকৃতিঃ ত্বাং [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি।।৫৯

অহঙ্কার অবলম্বন করিয়া 'আমি যুদ্ধ করিব না' এইরূপ যে মনে করিতেছ, তোমার এই সঙ্কল্প নিশ্চয়ই মিথ্যা; [কারণ] প্রকৃতি তোমাকে (যুদ্ধে) প্রবৃত্ত করিবেই।।৫৯

তাৎপর্য্য।—তুমি যে অহঙ্কার বশে সাধন-সমররূপ যুদ্ধ করিব না ভাবিতেছ, এই সংকল্প তোমার ঠিক নহে; কারণ প্রকৃতির বশে এক সময় বাধ্য হইয়া এই কর্ম্ম করিতে হইবে অর্থাৎ এক জন্মেই হউক বা বহুযোনি ভ্রমণ করিয়াই হউক, জীবের এমন এক সময় আসে যে, সে আপনা আপনি আত্মকর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কেননা, প্রকৃতির নিয়মই এই যে, বিষয়-মদ উপভোগ করিতে করিতে ক্রমে আর তাহা হইতে পূর্ব্ববৎ তৃপ্তি পাওয়া যায় না; বরং ক্রমশঃ তৃপ্তির হ্রাস হইয়া তাহার উপভোগে ক্লেশ ও বিরক্তি জন্মে। সেই সময় আপনা আপনিই চেষ্টা হয় যে, কিসে এই জ্বালা নিবারিত হইবে। বিষয়-বিষের জ্বালা যতই বাড়িতে থাকে, উহা নিবারণ করিবার ইচ্ছা ততই প্রবল হয়। এ জন্মে যেরূপ ইচ্ছা লইয়া জীব দেহত্যাগ করে, পরজন্মেও পূর্ব্বঃসংস্কার বশে সেইরূপ ইচ্ছা আসিয়া থাকে; সুতরাং ঐ জ্বালা নিবারিত না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রমশঃই জ্বালা নিবারণের ইচ্ছা প্রবল হইতে থাকে; এইরূপে ঐ ইচ্ছার যখন পূর্ণ মাত্রা হয়, তখনই ভগবৎ-কৃপায় সদ্গুরু ও সৎপথে অন্বেষণের চেষ্টা আসে; একারণ ভগবান বলিতেছেন—তুমি ইচ্ছা কর বা না কর, এক সময় তোমাকে বাধ্য হইয়াই আত্মকর্ম্ম করিতে হইবে; অহঙ্কার বশে 'করিব না' বলা ভ্রমের পরিচয় মাত্র; কেননা, এক সময় যাহা তোমার অবশ্যই করিতে হইবে, বৃথা দিন নষ্ট না করিয়া তাহা দিন থাকিতেই করা ভাল (পর শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৫৯

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ।।৬০

হে কৌন্তেয়, মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি, স্বভাবজেন (পূর্ব্বসংস্কারজাতেন) স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ [সন্] অবশঃ তৎ অপি করিষ্যসি।।৬০

হে কৌন্তেয়, মোহ বশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা কর না, পূর্ব্ব-সংস্কারজাত স্বীয় কর্ম্মে নিবদ্ধ তুমি অবশ হইয়াও তাহা করিবে।।৬০

তাৎপর্য্য।—হে কৌন্তেয় (২য় অঃ ২৪শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য), মোহতে মুগ্ধতা হেতু তুমি যাহা করিতে অনিচ্ছুক, উহা প্রকৃতি তোমাকে অবশ ভাবেও করাইবে অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ পূর্ব্বঃসংস্কার-বশে [প্রকৃতির নিয়ম কর্ত্তৃক] তোমায় বাধ্য হইয়াই আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।।৬০

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।।৬১

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর মায়য়া (নিজ শক্ত্যা) যন্ত্রারূঢ়ানি (যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি) [সূত্রধারবৎ] সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ (তৎ তৎ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্) সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।।৬১

হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর মায়া দ্বারা দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় ভূত-সকলকে (সূত্রধরের ন্যায়) তত্তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।।৬১

তাৎপর্য্য।—হে অর্জ্জুন, আত্মমায়া কর্ত্তৃক ঈশ্বর দেহরূপ যন্ত্রে আরূঢ় থাকিয়া সূত্রধরের ন্যায় ভূত সকলকে তত্তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন, অর্থাৎ গুটি পোকা যেমন স্বীয় কোষে আপনিই বদ্ধ হয়, তদ্রূপভাবে আত্মমায়া কর্ত্তৃক ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আপনার মায়া কর্ত্তৃক আপনিই নিবদ্ধরূপে জগৎ প্রপঞ্চ ব্যক্ত করিতেছেন; প্রপঞ্চময় জগতে প্রকৃতির নিয়মই, ভূত সকলকে তত্তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে অর্থাৎ পূর্ব্ব-সংস্কার-বশে স্বীয় কর্ম্মে নিবদ্ধ হইয়া অবশভাবেও প্রবর্ত্তিত হইতে হয়।।৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।।৬২

হে ভারত, সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বাত্মনা) তমেব (ঈশ্বরমেব) শরণং গচ্ছ, তৎপ্রসাদাৎ পরাং (পরমাং) শান্তিং (চিত্তপ্রসাদং) শাশ্বতঃ (নিত্যং) স্থানং চ প্রাপ্স্যসি।।৬২

হে ভারত, সর্ব্বতোভাবে (তোমার ভালই হউক আর মন্দই হউক) তাঁহাকেই শরণ লও, তাঁহার প্রসাদে পরম শান্তি (চিত্ত প্রসন্নতা) এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে।।৬২

তাৎপর্য্য।—হে ভারত (৩য় অঃ ২৫শ শ্লোকের ভারত দ্রষ্টব্য); সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেরই শরণ লও অর্থাৎ তোমার ভালই হউক আর মন্দই হউক,—তুমি তাহাতেই প্রাণ ঢালিয়া দাও; তাঁহার প্রসাদে অর্থাৎ আত্মপ্রসন্নতা কর্ত্তৃক তুমি পরম শান্তি এবং নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ যে স্থানে স্থিতি হইলে ঐ স্থিতির আর শেষ নাই, এমত [সদাস্থিতি বিদ্যমানরূপে] নিত্য স্থানে তুমি স্থিতি প্রাপ্ত হইবে।।৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু।।৬৩

ইতি গুহ্যাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানং ময়া তে (তুভ্যং) আখ্যাতম্; অশেষেণ এতৎ বিমৃশ্য (আলোচ্য) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু [এতস্মিন্] পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্ত্তিষ্যত ইতি ভাবঃ।।৬৩

এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম; ইহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিও (অর্থাৎ তাহা হইলে তোমার মোহ নিবৃত্ত হইবে)।।৬৩

তাৎপর্য্য।—এই গোপনীয় হইতেও গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম অর্থাৎ পরম শান্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্তি-বিষয়ক জ্ঞান আমি তোমাকে বলিলাম; ইহা অত্যন্ত গোপনীয়; কেননা যাহা করিয়া জানিতে হইবে, তাহা যতক্ষণ না করা যায় ততক্ষণ কেহই বলিয়া বুঝাইতে পারে না; একারণ গোপনীয় হইতেও গোপনীয় ইহা যতদুর বলিবার আমি তোমায় বলিলাম; এক্ষণে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, অর্থাৎ এই জ্ঞান সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে, তোমার মোহ নিবৃত্ত হইবে; তখন স্বতঃই বুঝিতে পারিবে যে, তুমি সাধন-সমর যাহা 'করিব না' বলিতেছ, ইহা তোমার ভ্রম।।৬৩

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।।৬৪

সর্ব্বগুহ্যতমং মে (মম) পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু; [ত্বং] মে দৃঢ়ং (অত্যর্থং) ইষ্টঃ (অভিমতঃ) অসি ততঃ; [হেতোঃ] তে (তব) হিতং বক্ষ্যামি।।৬৪

সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার চরম কথা আবার শুন; তুমি আমার অতি প্রিয়; এজন্য তোমার হিত কহিতেছি।।৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।।৬৫

ত্বং মন্মনাঃ (মচ্চিত্তঃ) মদ্ভক্তঃ (মদ্ভজনশীলঃ) মদ্যাজী (মদ্যজনশীলঃ) ভব; মাং নমস্কুরু, [এবং বর্ত্তমানঃ ত্বং মৎপ্রসাদাল্লব্ধজ্ঞানেন] মাম্ এব এষ্যসি প্রাপ্স্যসি [ইতি] অহং তে প্রতিজানে [যতঃ] [ত্বং] মে প্রিয়ঃ অসি।।৬৫

তুমি মচ্চিত্ত, মদ্‌ভক্ত ও আমারই উপাসক হও; আমাকেই নমস্কার কর, [তাহা হইলে] আমাকেই পাইবে; ইহা তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; যেহেতু তুমি আমার প্রিয়।।৬৫

তাৎপর্য্য।—[ভগবান পূর্ব্ব শ্লোকে 'আমার অতি গোপনীয় চরম কথা আবার শুন' বলিয়া এ শ্লোকে বলিতেছেন] তুমি মন্মনা অর্থাৎ আমাতেই নিমগ্নচিত্ত, মদ্‌ভক্ত অর্থাৎ একমাত্র আমারই প্রেমে বিভোররূপ ভক্ত, মদ্‌যাজী অর্থাৎ আমারই যজ্ঞের (আত্মকর্ম্মের) উপাসক হয়; আমাকেই নমস্কার কর (অর্থাৎ ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা আপনাকে আপনি নমস্কাররূপ প্রণাম কর), তাহা হইলে আমাকেই পাইবে অর্থাৎ এই শ্লোকে স্পষ্টরূপে খোলসা করিয়া আত্মপ্রাপ্তির উপায়টুকু যাহা বলিয়া দিতেছেন, এইটুকুই সার ও চরম কথা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে সাধন-প্রণালী যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই এই [মচ্চিত্ত, মদ্ভক্তরূপ] অবস্থা হয় এবং উহা হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, একারণ বলিতেছেন, 'তুমি আমাকেই পাইবে' ইহা তোমাকে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; কেননা তুমি আমার প্রিয় অর্থাৎ নারায়ণই নররূপী) আপনিই আপনার প্রিয়।।৬৫

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।৬৬

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং (পরমাত্মানাং) শরণং ব্রজ, অহং তাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ।।৬৬

সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে (পরমাত্মাকে) আশ্রয় কর আমি তোমায় সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।।৬

তাৎপর্য্য।—সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়া আমার শরণ লও অর্থাৎ নানা স্থানে অনুরক্ততা ত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মকর্ম্মে রত হইয়া দেহের উর্দ্ধে [ইন্দ্রিয়াতীত] পরমাত্ম-স্থানে মনকে অবস্থিত কর; আমি তোমায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব (ইন্দ্রিয়ধর্ম্মে রততারূপ সমুদয় পাপ হইতে উদ্ধার করিব), শোক করিও না অর্থাৎ প্রথমে ইন্দ্রিয়গণের সহিত যুদ্ধে ভীত হইয়া "এই আততায়িদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে" ইত্যাদি বাক্য ব্যক্ত করিয়া, তোমার যে শোক প্রকাশ হইয়াছিল, ঐ শোক আর করিও না, আমিই তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব।।৬৬

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি।।৬৭

ইদং (গীতার্থতত্ত্বং) তে (তয়া) অতপস্কায় (স্বধর্ম্মানুষ্ঠানহীনায়) ন বাচ্যং; নচ অভক্তায় (গুরৌ ঈশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায়) কচাদন [বাচ্যম্]; নচ অশুশ্রূষবে (গুরুসেবাহীনায়) নচ মাং যঃ অভ্যসূয়তি (নিন্দতি) [তস্মৈ] [বাচ্যম্]।।৬৭

এই গীতার্থ-তত্ত্ব তুমি ধর্ম্মহীন, ভক্তিহীন, গুরুসেবাহীন এবং আমার অসূয়াকারীকে কদাচ বলিও না।।৬৭

তাৎপর্য্য।—[গোপনীয় হইতেও গোপনীয়] এই তত্ত্ব তুমি আত্মধর্ম্মহীনকে, ভক্তিহীনকে অর্থাৎ মদ্ভক্তরূপ ভক্তিমান্ নহে যে ব্যক্তি, তাহাকে ও গুরুসেবাহীনকে অর্থাৎ [আত্মা বৈ গুরুরেকঃ] আত্মাই গুরু তৎসেবা অর্থাৎ প্রাণের সেবারূপ আত্মকর্ম্ম, এই কর্ম্ম যে না করে, সেই গুরুসেবাহীন, এরূপ ব্যক্তিকে এবং আমার অসূয়াকারীরূপ আত্মনিন্দুককে কদাচ বলিও না।।৬৭

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ।।৬৮

ইদং পরমং গুহ্যং মদ্‌ভক্তেষু যঃ অভিধাস্যতি (বক্ষ্যতি), সঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ (সংশয়শূন্যঃ) [সন্] মাম্ এব এষ্যতি।।৬৮

এই পরম [সর্ব্বোত্তম] গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তসকলকে যিনি বলিবেন (বুঝাইয়া দিবেন), তিনি আমাতে পরমাভক্তি করায় সংশয়শূন্য হইয়া আমাকে পাইবেন।।৬৮

তাৎপর্য্য।—এই পরম গুহ্যতত্ত্ব আমার ভক্তসকলকে অর্থাৎ আত্মকর্ম্মে অনুরক্তিশীলরূপ ভক্তিমান্‌দিগকে যিনি বুঝাইয়া দিবেন, তিনি আমাতে পরমাভক্তি করায় সংশয়শূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ পরমাত্মতত্ত্ব-বিষয়ের মর্ম্ম যিনি বুঝাইয়া দিতে সমর্থ, তিনি সাধারণ ব্যক্তির তুল্য নহেন (১০ম অঃ ৯ম শ্লোকোক্তরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে পরমাত্মতত্ত্ব বুঝাইতে সমর্থ); তাঁহার পরম ভক্তির অবস্থায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা নিঃসংশয়-চিত্ত, একারণ তিনি সংশয়াত্মার ন্যায় বিনাশকে প্রাপ্ত না হইয়া, পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হইবেন।।৬৮

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভাবতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি।।৬৯

মনুষ্যেষু তস্মাৎ (মদ্ভক্তাৎ) কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমশ্চ ন (অস্তি) তস্মাৎ অন্যঃ মে প্রিয়তরঃ চ ভুবি ন ভাবতা (ভবিষ্যতি)।।৬৯

মনুষ্যমধ্যে তাঁহা অপেক্ষা কেহ আমার অধিক প্রিয়কারী নাই এবং কোন কালে তাঁহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় পৃথিবীতে আর কেহ হইবেও না।।৬৯

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তরূপ যে ব্যক্তি, মনুষ্যমধ্যে তাঁহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়কারী কেহ নাই অর্থাৎ আত্ম-ভক্তিমান্‌দিগকে যিনি আমার পরমতত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে সমর্থ, তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার আর কেহই নাই এবং কোন কালে

তাঁহার চেয়ে বেশী প্রিয় আমার পৃথিবীতে আর কেহ হইবেও না অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের তত্ত্বীরূপ আসল তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ভগবানের যেরূপ প্রিয় হওয়া যায়, অপর বাহ্য তত্ত্বের তত্ত্বী হইয়া, সেইরূপ ভগবৎপ্রিয় হওয়া যায় না; কেননা আত্মতত্ত্বের তত্ত্বী যিনি, তিনি ভগবানের নিগূঢ় তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া, পরমানন্দময় অতি প্রিয় যে অবস্থা, সেই অবস্থায় অবস্থিতি লাভে সমর্থ; অপরে সে অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ নহে; একারণ উক্ত হইতেছে, "তাঁহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়কারী আর কেহ নাই এবং কখন তাঁহা অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় জগতে আর কেহ হইবেও না"।।৬৯

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।।৭০

যশ্চ আবয়োঃ ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদম্ অধ্যেষ্যতে (পঠিষ্যতি) চ, তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ (ভবেয়ম্) ইতি মে মতিঃ।।৭০

যিনি আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ পাঠ করেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করেন; আমার এইরূপ মত।।৭০

তাৎপর্য্য।—সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার চরম কথা তোমাকে যাহা বলিলাম (৫০শ শ্লোক হইতে চরম কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা উক্ত হইল) আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ (আত্মতত্ত্বের এই সকল কথা) যিনি পাঠ করেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আমারই অর্চ্চনা করেন, —আমার এইরূপ মত।।৭০

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্।।৭১

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়শ্চ (অসূয়াহীনশ্চ) যঃ নরঃ শৃণুয়াৎ অপি, সঃ অপি মুক্তঃ পুণ্যকর্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ।।৭১

শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবিহীন হইয়া যিনি ইহা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকারিগণের পবিত্র লোকসকল প্রাপ্ত হন।।৭১

তাৎপর্য্য।—শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়া-বিহীন হইয়া যিনি ইহা শ্রবণ করেন অর্থাৎ তোমাকে পরম গোপনীয় তত্ত্ব যাহা বার বার বলিলাম, এই তত্ত্ব-সংবাদ যিনি শ্রদ্ধার সহিত ও দোষ-দর্শিতাশূন্য হইয়া শুনেন, তিনিও পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকারিগণের পবিত্রলোক সকল প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সদালোচনা শ্রবণের ফলে পাপ-পথ হইতে উদ্ধার পাইয়া পুণ্যকারিগণের যে সকল স্থান, সেই পবিত্রলোকে স্থান প্রাপ্ত হন।।৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়।।৭২

হে পার্থ, ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ? হে ধনঞ্জয়, তে অজ্ঞান-সংমোহঃ (অজ্ঞানজো মোহঃ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ?।।৭২

হে পার্থ, তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিলে ত? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞান-জনিত মোহ প্রনষ্ট হইল ত?।।৭২

তাৎপর্য্য।—হে পার্থ (২য় অঃ ৩২শ শ্লোকের পার্থ দ্রষ্টব্য), গোপনীয় হইতেও গোপনীয় তত্ত্ব তোমায় যাহা বলিলাম, তুমি ইহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলে ত? হে ধনঞ্জয় [অর্জ্জুন কুবেরকে পরাজয় করিয়াছিলেন বলিয়া ধনঞ্জয়-পদবাচ্য; ১০ম অঃ ২৩শ শ্লোকে ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য], তোমার অজ্ঞান-জনিত যে মোহ (যে মোহ কর্ত্তৃক প্রথমাধ্যায়ে বিষাদ যোগ ব্যক্ত হইয়াছিল) উহা প্রনষ্ট হইল ত?।।৭২

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।৭৩

অর্জ্জুন উবাচ। হে অচ্যুত, মোহঃ নষ্টঃ, ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা, স্থিতঃ অস্মি, গতসন্দেহঃ [অহং] তব বচনং করিষ্যে।।৭৩

অর্জ্জুন কহিলেন। হে অচ্যুত, আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রসাদে আমি স্মৃতিলাভ করিলাম; আমি তোমার শাসনে স্থিত হইলাম, সংশয়শূন্য হইয়াছি; এখন আমি তোমার আদেশ পালন করিব।।৭৩

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কহিলেন অর্থাৎ শরীরস্থ তেজস্তত্ত্ব দ্বারা জীবভাব হইতে ব্যক্ত হইল; হে অচ্যুত (১ম অঃ ২১শ শ্লোকের অচ্যুত দ্রষ্টব্য) আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে (প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রিয়গণের প্রতি আত্মীয় বোধ হেতু যে মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তোমার পরম বাক্য শ্রবণ করিয়া এখন সেই মোহ নষ্ট হইয়াছে) অর্থাৎ জ্ঞান হইলেই মোহ যায়; তাই ১১শ অঃ ১ম শ্লোকেও ইহাই উক্ত হইয়াছে যে, "আমায় পরম গোপনীয় আত্মজ্ঞান বিষয়ে তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে আমার মোহ দূর হইল" এখানেও সেই কথাই উক্ত হইতেছে—"আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে", তোমার প্রসাদে অর্থাৎ আত্ম-প্রসন্নতা কর্ত্তৃক আমি স্মৃতি লাভ করিলাম (স্মৃতি ১০ম অঃ ৩৪শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); আমি তোমার শাসনে স্থিত হইলাম অর্থাৎ প্রথমে (১ম অধ্যায়ে) মোহ-বশতঃ "আমার অঙ্গ অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছে", "থাকিতে পারিতেছি না, মন যেন ঘুরিতেছে", "আমি জয় চাহি না, রাজ্য ও সুখ

চাহি না", "হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে", "রোম ও চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে" ইত্যাদি অনেক অবাচ্য কথা ব্যক্ত করিয়া আমি উন্মত্তের ন্যায় ভাব প্রকাশ করিয়াছি; এক্ষণে মোহ প্রনষ্ট হওয়ায়, তোমার শাসনে আমি স্থির হইলাম, সংশয়শূন্য হইয়াছি, এখন আমি তোমার আদেশ পালন করিব অর্থাৎ প্রথমে যে বলিয়াছিলাম) —"ইন্দ্রিয়দিগকে নিহত করিয়া আমাদের কী লাভ হইবে?", "পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্যও ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না", এখন সংশয়শূন্য হইয়া (কিছুই নিহত হয় না, সমস্তই স্ববশে আসিয়া আরও ভালরূপে ঠিকই থাকে, ইহা বুঝিতে পারিয়া) সেই পূর্ব্বমোহ গত হইয়াছে, অতএব এখন আমি তোমার আদেশ পালন করিব।।৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।।৭৪

সঞ্জয় উবাচ। ইতি অহং মহাত্মনঃ বাসুদেবস্য পার্থস্য চ ইমং রোমহর্ষণম্ অদ্ভুতং সংবাদম্ অশ্রৌষম্।।৭৪

সঞ্জয় কহিলেন। আমি মহাত্মা বাসুদেবের এবং পার্থের এই রোমহর্ষক অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি।।৭৪

তাৎপর্য্য।—সঞ্জয় কহিলেন—অর্থাৎ [সাধন-সমরের] সম্যকরূপে জয় হইলে যাঁহার প্রকাশ হয়, তিনিই দিব্যদৃষ্টিরূপ সঞ্জয়; তৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি কর্ত্তৃক অন্ধমনোরূপ ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ব্যক্ত হইতেছে, আমি মহাত্মা বাসুদেবের [বাসুদেব ১০ম অঃ ৩৭শ শ্লোকের তাৎপর্য দ্রষ্টব্য] এবং পার্থের এই রোমহর্ষক অদ্ভুত সংবাদ অর্থাৎ গোপনীয় হইতেও গোপনীয় যে যোগতত্ত্ব কথা তাহা শ্রবণ করিয়াছি।।৭৪

ব্যাস-প্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্।।৭৫

ব্যাস-প্রসাদাৎ অহম্ ইমং পরং (অতীবং) গুহ্যং যোগং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্ (অশ্রৌষম্)।।৭৫

ব্যাসের প্রসাদে আমি এই পরম গুহ্য যোগ সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ হইতে শ্রবণ করিয়াছি।।৭৫

তাৎপর্য্য।—প্রাণরূপী আত্মাই হইতেছেন ব্যাস (১০ম অঃ ৩৭শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); সেই ব্যাসের প্রসাদে (আত্ম প্রসন্নতায়) আমি এই পরমগুহ্য যোগ অর্থাৎ অতি গোপনীয় যোগতত্ত্ব বিষয় সাক্ষাৎ বক্তা স্বয়ং সেই যোগেশ্বর হইতেই শ্রবণ

করিয়াছি অর্থাৎ জীবরূপী অর্জ্জুন সমক্ষে সাক্ষাৎ কূটস্থচৈতন্য প্রকাশ হইয়া যে নিগূঢ় যোগতত্ত্ব উপদেশ ব্যক্ত করিলেন, সেই পরমগুহ্য তত্ত্বরূপ সংবাদ যাহা, উহা আমি শ্রবণ করিয়াছি।।৭৫

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ।।৭৬

হে রাজন্ কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যং (পবিত্রং) অদ্ভুতম্ (অত্যাশ্চর্য্যম্) সংবাদং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্ম্মুহুঃ হৃষ্যামি।।৭৬

হে রাজন্, কৃষ্ণার্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্ম্মুহুঃ হৃষ্ট হইতেছি।।৭৬

তাৎপর্য্য।—হে রাজন—(দেহরূপ সাম্রাজ্যের যিনি অধিপতি-স্বরূপ রাজা) অর্থাৎ মনোরূপী ধৃতরাষ্ট্র, তাঁহাকেই 'রাজন' সম্ভাষণে দিব্যদৃষ্টি কর্ত্তৃক উক্ত হইতেছে; শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ (আলাপ) অর্থাৎ অতি উত্তম এই পরম গোপনীয় আশ্চর্য্যজনক যোগসংবাদ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, আমি মুহুর্ম্মুহুঃ হৃষ্ট হইতেছি অর্থাৎ বারংবার পুলকিত হইতেছি।।৭৬

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭

হে রাজন্, হরেঃ তৎ অদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ মে মহান্ বিস্ময়ঃ চ [ভবতি] [অহং] পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি।।৭৭

হে রাজন্, হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিতেছে, আমি পুনঃ পুনঃ হৃষ্টও হইতেছি।।৭৭

তাৎপর্য্য।—হে রাজন্ হরির সেই আশ্চর্য্যজনক রূপ যাহা [যাহা ১১শঃ অঃ বিশ্বরূপ দর্শন যোগে দেখাইয়াছেন] উহা স্মরণ করিতে করিতে অর্থাৎ যতই স্মরণ হইতেছে ততই আমার আশ্চর্য্য বোধ জন্মিতেছে; তাহাতে আমি বারংবার হৃষ্টও হইতেছি।।৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম।।৭৮

ইতি মোক্ষ-যোগঃ।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ, যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ, তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ, ধ্রুব নীতিঃ [ইতি] মম মতিঃ।।৭৮

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ; সেইখানেই শ্রী, বিজয়, অচলা সম্পৎ এবং স্থিরা নীতি আছে, এই আমার ধারণা।।৭৮

তাৎপর্য্য।—যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ অর্থাৎ যে ক্ষেত্রেতে [ঘট্ ঘট্ বিরাজে রামরূপী] প্রাণকৃষ্ণ প্রকাশমান আছেন এবং যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থরূপী জীবের প্রকাশ আছে—অর্থাৎ রোদসী ধারণরূপে শরীররূপ ধনু যৎকর্ত্তৃক ধৃত রহিয়াছে, তিনিই ধনুর্দ্ধর (৩য় অঃ ২৮শ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); যে ক্ষেত্রেতে সেই তেজস্তত্ত্বরূপী জীব চৈতন্য অর্জ্জুনের প্রকাশ আছে (অর্থাৎ যে সাধন-সমররূপ স্থানে অর্জ্জুন-হেন বীর সাধকরূপ যোদ্ধা ও অর্জ্জুন-সারথিরূপী জীবন কৃষ্ণ প্রকাশমান, সেই স্থানেই শ্রী—অর্থাৎ প্রাণশক্তিরূপিণী লক্ষ্মীর প্রকাশ অবস্থা বা শক্তিপূর্ব্বক চক্ষুতে বায়ুস্থির হইলে যে স্থির সৌন্দর্য্যময় অবস্থা হয়, সেই অবস্থা; বিজয় অর্থাৎ সর্ব্বজয়ী অবস্থা; অচলা সম্পৎ অর্থাৎ পরমৈশ্বর্য্যরূপ চিরস্থায়ী আত্মসম্পদ্ এবং স্থিরা নীতি আছে অর্থাৎ নিয়ম-পালনে দৃঢ় একনিষ্ঠতা আছে, আমার এই ধারণা।।৭৮

ইতি মোক্ষ যোগ।

— অর্থাৎ —

মোক্ষ = খং-স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিতিলাভরূপ অবস্থা, যোগ = মিলন,—খং-স্বরূপ ব্রহ্মে মনের স্থিতি হইলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন হইয়া যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার নামই মোক্ষ যোগ।

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ওঁ শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভরসা।

ওঁ ওঁ ওঁ

যোগিরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী